বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ

ক্ষীরোদ-গ্রন্থাবলী

(সপ্তম ভাগ)

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

ক্ষীরোদ-গ্রন্থাবলী

(সপ্তম ভাগ)

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মুদ্রণ-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

বঙ্গে রাঠোর

(ঐতিহাসিক নাটক)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ন্দলাল	মৌজাদার।
জলাল	ঐ ভ্রাতা।
জনাথ	ঐ দেওয়ান।
জানন	ঐ ভৃত্য।
লেমান	পাঠান উজীর।
নিদ	পাঠান আমীর।
তিলাল ওরফে সাবাজ ...	নন্দলালের পিতা।
জেমুদ্দীন	ঐ পুত্র।
হবৎ	ঐ সহচর।
ানাইম	মোগল সুবেদার।
টোডরমল্ল	মোগল সেনাপতি।
মুদ্দা খাঁ	পাঠান জায়গীরদার।
কালু	পাইক সর্দ্দার।
ভোলাই	ঐ পুত্র।

পাইকগণ, পাঠানগণ, সরদার, সৈন্যগণ।

স্ত্রীগণ।

ভুবনেশ্বরী	নন্দলালের স্ত্রী।
কলি বেগম	সুলেমানের কন্যা।

ভোলাইয়ের মাতা, ঝি, গ্রাম্য নারীগণ ইত্যাদি।

বঙ্গে রাঠোর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন।

রঙ্গলাল ও ভোলাই।

ভোলাই। তাই ত ছোটবাবু, তুমি যে আমাদের অবাক্ ক'রে দিলে। চল্লিশ পঞ্চাশজন পাঠানের হাত থেকে একজন আওরতকে একা ছিনিয়ে আন্‌লে!

রঙ্গ। সুখ্যাতি যা করবার পরে করিস্। শেষ রক্ষা না করতে পারলে ছিনিয়ে আনা মিছে। তা বুঝেছিস্?

ভোলাই। তা খুব বুঝেছি। তবে কি জান ছোটবাবু, সে পরের কথা পরে। এখন যা মরদের কাজ করেছ, তার জন্য তারিফ করব না? শুধু হাতে একদিকে তুমি, আর লাঠী হাতে একদিকে পঞ্চাশজন জোয়ান পাঠান। কি ক'রে তাদের মহড়া নিলে ছোটবাবু?

রঙ্গ। আমি যে তোর বাপের সাকরেদ্ রে হতভাগা!

ভোলাই। আমিও ত আমার বাপের সাকরেদ্। আমি ত পারতুম না! লাঠী হাতে বড় জোর দশজন পাঠানের মোহড়া নিতে পারি। বাবাও কি পারে?

রঙ্গ। ও কথা বলিস্ নি রে হতভাগা! তোর আমার ওস্তাদ সে। কালুসর্দ্দার না পারে কি?

ভোলাই। মিথ্যা সুখ্যাতি করব কেন ছোট-বাবু, যা খাঁটী কথা তাই বলব। বাবা আমার পালোয়ান বটে। অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কিন্তু পঞ্চাশজন পালোয়ান পাঠান, তাদের সঙ্গে একা লড়াই ক'রে জেতা, এ মিছে কইব কেন, এ আমার বাবাও পারতো না।

(কালু পাইকের প্রবেশ)

কালু। ঠিক বলেছিস ভোলা।

ভোলাই। কেমন বাবা, ঠিক বলেছি না?

কালু। ঠিক বলেছিস। ছোটবাবু অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখিয়ে দিলে। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। ঠিক বলেছিস্। তবে একটা কথা বলতে ভুলে গেছিস্। তোর বাবা পারে না বলছিস কি ভোলা? আমি বলছি, তোর বাবার বাবাও পারত না। যখন করিম খাঁর লাঠী-ঘোরানোর ভিতর বিদ্যুতের মত ঢুকে, ছোটবাবু তার কোমর ধ'রে ডাঙ্গার গড়ানে থেকে ভাঁটার মত গড়িয়ে দিলে, তখন আমি একেবারে অবাক্ হয়ে গিছলুম। এমন হতভম্ব হয়েছিলুম যে, ছোটবাবুর সাহায্যে যে যাব, তাও পারি নি। বুঝি ছোটবাবুতে পীর সাহেবের মূর্ত্তি দেখে আমি চোক বুজে ফেলেছিলুম! যখন চোক চাইলুম, তখন দেখি, পাল্কী ফেলে সব বেটা পাঠান পালাচ্ছে।

ভোলাই। করিম খাঁর কি হ'ল?

কালু। ম'ল, আবার কি হবে? সে লাথির ঠেলায় বাবডাঙ্গার অত উঁচু থেকে সে পড়েছে, পাথরের জান হ'লেও গুঁড়িয়ে যায়, সে কি আর বাঁচে! আমি নিজেই বেটাকে কাঁধে ক'রে কাঁসাইয়ের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে এলুম।

রঙ্গ। সে কি আমি করেছি ওস্তাদ?

কালু। তবে কে করেছে ছোটবাবু?

রঙ্গ। পীরসাফরদী করেছেন। যখন পাল্কীর ভিতর থেকে স্ত্রীলোকের কণ্ঠে বলতে শুনলুম—এ আল্লা! আওরৎ কি ইজ্জত রাখনেওয়ালা আদমি হিঁয়া কোই নেহি হায়—তখন বুঝলুম, মুদ্দা খাঁ কোনও স্ত্রীলোককে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে! মনে হ'তেই আর স্থির থাকতে পারলুম না। তার পর

তোমার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল, তুমি জান। তুমি যখন বল্‌লে একা অত গুণ্ডাকে হারিয়ে দেওয়া অসম্ভব, তখন বুঝলুম, এরূপ অবস্থায় এক পীরসাহেব ভিন্ন আর কেউ সে স্ত্রীলোককে গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এই মনে হ'তেই পীর-সাহেবকে স্মরণ ক'রে ছুটলুম। তার পর কি হয়েছে, আমি জানি না।

কালু। তোমাকে আর জানতে হবে না। আমি সব জেনে নিয়েছি। সাফরদীসাহেব যদি এই কাজ ক'রে থাকেন, তা হ'লে তুমিই সেই হজরত সাফরদী; আর আমি তোমার গোলাম।

রঙ্গ। ও কথা বল্‌তে নেই—সেলাম, সেলাম—তুমি যে আমার ওস্তাদ!

কালু। তোমার মত সাকরেদ্ পেয়ে আমার ওস্তাদী সার্থক হয়েছে। আমি ধন্য।

রঙ্গ। তার পর? মুদ্দা খাঁ আমাকে শাসিয়ে গেছে।

কালু। তার পর আবার কি? সে ঘরে গিয়ে তাদের জেনানাকে শাসাক্—তার বাপ বুড়ো সাদী খাঁকে শাসাক্। আমি কি মিছে কয়েছি ছোট-বাবু! কালু তামাসা জানে না; তার জবান ঝুট নয়। যা একবার মুখে বলেছি, তার আর নড়চড় হবে না। হজরৎ সাফরদীর দোহাই দিয়ে বলছি, আমরা সমস্ত পাক আজ থেকে তোমার গোলাম।

রঙ্গ। আমার সেলাম—আমার সেলাম—আমার সেলাম।

কালু। আ—মর হতভাগা ছোঁড়া, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ছোটবাবুর পায়ে গড়িয়ে পড়্।

ভোলাই। সে কি আমি আজ পড়েছি বাবা! অনেক কাল থেকে ওই চরণে প'ড়ে আছি।

রঙ্গ। কালু দাদা, তার পর ত হ'ল—এখন বিবি সাহেবকে কোথায় রাখা যায়?

কালু। কেন, যতক্ষণ না তার আপনার লোক খুঁজে পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাকে বাড়ীতে নিয়ে তোমার মা'র কাছে রেখে দাও।

রঙ্গ। তাই ত মনে করেছিলুম, কিন্তু এ দিনমানে তা হয় না।

কালু। কেন? ভয় কি? পঠোনের ভয় করছ? মনে করছ, মুদ্দা খাঁ আবার বিবি সাহেবকে পথ থেকে ছিনিয়ে নেবে?

রঙ্গ। সে ভয় করি নি! বিবি সাহেবের ইচ্ছা নয়। তিনি বলেন, যা হবার তা বনের মধ্যে হয়ে গেছে। বাইরের লোকে তার লাঞ্ছনার কথা জানে না। এখন দিনমানে লোকালয়ে গেলে লোক-জানাজানি হবার সম্ভাবনা। বিবি সাহেবকে দেখে, আর তার কথার আদব কায়দা শুনে বোধ হচ্ছে যে, তিনি কোনও আমীরের কন্যা। কি ক'রে যে তিনি মেদিনীপুরের জঙ্গলে এসে পড়েছেন, তা বুঝতে পারছি না। তবে তিনি যে একটা বড় লোকের জেনানা, এটা আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে। তাই আমি মনে করছি, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত তিনি তোমাদের ঘরে থাকুন। সন্ধ্যের পর তাঁকে আমি মা'র কাছে নিয়ে যাব।

কালু। আমার ঘরে আমীরের বেটী?

রঙ্গ। দোষ কি? সে কত বড় বাপের বেটী? যত বড়ই হোক্, বাঙ্গলার সুলতানের চেয়ে ত আর বড় নয়? যারা এক দিন বাঙ্গলার মসনদ্ নিয়ে বাজী খেলেছে, সেই বাজীকরদের বংশধরের ঘর বিবি সাহেব একবার দেখে যাক্! তা ছাড়া, আর কোন জায়গাতে তাকে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।

কালু। বেশ হুজুর! পাঠাবার ব্যবস্থা তুমি কর। মিয়া সাহেবেরা যদিই আসে,—আমরা আগে থাকতেই তাদের খানাপিনার জোগাড় করি!

রঙ্গ। কর।

[কালুর প্রস্থান।

ভোলাই। (উচ্চ হাস্য ও মদের বোতল বাহির করণ) হুজুর! হুজুর!

রঙ্গ। কি রে ছোঁড়া, এখনি বার করছিস্?

ভোলাই। আবার মিছে দেরী কেন—শুভস্য শিগ্‌গিরং।

রঙ্গ। ওরে বেটা, আবার সংস্কৃত ক'স দেখছি যে!

ভোলাই। কইব না? আমি কি যে সে লোক—নায়েব ম'শার চেলা। নায়েব ম'শায় কথায় কথায় বলে শুভস্য শিগ্‌গিরং—শুভস্য শিগ্‌গিরং।

রঙ্গ। না রে, আজকে খাওয়াটা ঠিক নয়।

ভোলাই। কেন?

রঙ্গ। এক জন আওরতের ভার ঘাড়ে প'ড়ে গেছে, বুঝেছিস্?

ভোলাই। তা পড়ুক না, তাতে কি?

রঙ্গ। তুই বোকা, বুঝিস্ না। সে নিশ্চয়

কোন আমীরের কন্যা। মাতাল হয়ে কি শেষকালে তার কাছে বে-আদবি ক'রে বস্‌বো ?

ভোলাই। (উচ্চ হাস্য)—ছোটবাবু ! তুমি আর আমাকে হাসিয়ো না, এমন মদ ছুনিয়ায় নেই যে, তোমাকে বে-আদব করতে পারে।

রঙ্গ। দেখ্—বুঝে দেখ্।

ভোলাই। আমি বুঝেছি—তুমি একটু খাও।

রঙ্গ। একেবারে কাজ শেষ ক'রে খেলে ভাল হ'ত না ? বিবি সাহেবকে তোদের ঘরে রেখে আসি।

ভোলাই। সে আর তোমাকে যেতে হবে না। রায়বাঘিনী মা আছে, সেই বেটীই নিয়ে যাবে। চৌপলে বোতলে ক'রে মেদিনীপুর থেকে তোমার জন্য বিলাতী সরাপ নিয়ে এলুম ! তুমি এ সরাপ একটুও মুখে না দিলে—মন মানবে কেন ? যা কারদানী দেখিয়েছ, তাতে একটু না খেলে গায়ের ব্যথা মরবে না। এর পরে আর কোনও কাজ করতে পারবে না।

রঙ্গ। তবে যা, শিগ্‌গির ছুটো শালপাতার ঠোঙা ক'রে নিয়ে আয়।

ভোলাই। পেসাদ পাব ?

রঙ্গ। পাবি বই কি! চারপলে বোতলের সমস্ত মদ একা খেয়ে কি বনের ভেতর এখন গড়াগড়ি খাব ?

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

একটু খাই। শাদা চোখে মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না। যে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছি, তার জের এখন কোথায় গিয়ে মেটে, তার ঠিক কি। সাদী খাঁর দুর্দ্দান্ত বংশ। আমাদের প্রজাদের উপর অত্যাচার করলেও কোন একটা কথা বলবার যো নেই। অথচ আমাদের পক্ষ থেকে—যদি সামান্য ও ত্রুটী হয়, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ দাদাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়—কথায় কথায় সাধু দাদাকে দুরাত্মাদের কাছে মাফ চাইতে হয়। যা হ'ক একটা হ'য়ে যাক্। এ রকম ক'রে মৌজাদারী করার চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ভাল। তা যা হ'ক্, এত সাবধান হ'লুম, দূরে রইলুম, মাটীপানে চেয়ে পিছনে ফিরে কথা কইলুম—তবু চোখোচোখি হয়ে গেল ! হয়ে গেল, গেল। তাতে আর কি হয়েছে ? ভাগ্যে দেখা ছিল—অসূর্য্যম্পশ্যা পাঠানীর মুখ—ভাগ্যে দেখা ছিল—হয়ে গেল। তাতে আর কি হয়েছে। আরে রাম, রাম, ও কথা কি ভাবতে আছে! এখন বিবি সাহেবের আত্মীয়ের হাতে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই।—এনেছিস ?

(পত্রনির্ম্মিত পানপাত্র হস্তে ভোলাইয়ের প্রবেশ)

ভোলাই। এনেছি।

রঙ্গ। তবে দে, একটু খাই, কি বলিস্ ?

ভোলাই। আবার বলাবলি কি ? শুভস্য শিগ্‌গিরং। এর পরে কখন কি বাধা প'ড়ে যাবে, ঠিক্ কি ? শরীরটে একবার তাজা ক'রে নাও। যে অদ্ভুত কাজ করেছ, বাপ ! শুনে আমি চম্‌কে গেছি। করিম খাঁ পালোয়ান—তাকে জাহান্নামে পাঠানো কি সহজ মেহনতের কাজ ? সর্ব্বাঙ্গের ব্যথাটা ত মেরে দাও। তার পর যা হবার তাই হবে।

(রঙ্গলালের পান)

রঙ্গ। দেখ্ ভোলাই, এই মদটুকু খাই ব'লে মায়ের বড় মনঃকষ্ট। দাদা ত—আমার সঙ্গে কথাই কন না। নায়েব ম'শাই আমাকে দেখলেই—কপাল চাপড়ান।

(ভোলাইকে মদ্যদান)

ভোলাই। নায়েব মোশার কথা ছেড়ে দাও। বুড়ো কেবল দুনিয়ায় কপাল চাপড়াতেই এসেছে। আর বড়বাবু ত পীরতুল্য লোক। তাঁর কথা না কওয়াতে কিছু আসে যায় না। তবে বড় মা'র যে দুঃখু, ওইটেতেই যা দুঃখু। তবে তুমি যে কেন মদ খাও, তারা ত কেউ জানে না। এক জানতে জানি আমি।

রঙ্গ। কেন বল্ দেখি ?

ভোলাই। দেশের যত বেটা গুণ্ডাকে জব্দ করতে। শাদা চোখে বেটাদের সুমুখে উপস্থিত হ'তে তোমার চক্ষুলজ্জা হয়, তাই চোখ দুটোকে একটু রঙিন ক'রে নাও। তুমি না থাকলে গুণ্ডাবেটা-দের অত্যাচারে আজকাল গেরস্তদের ইজ্জত রাখা ভার হয়ে উঠত। শাদা চোখে থাকলে তুমি কি বিবি-সাহেবকে উদ্ধার করতে পারতে ?

রঙ্গ। না, তা পারতুম না ; শাদা চোখে সাহস হ'ত না। দেখ্, ভোলাই,—সুলেমানশার মৃত্যুর পরে দেশটা এক রকম অরাজক হয়ে গেছে। (মদ্যপান)

ভোলাই। সে ত দেখতেই পাচ্ছি হুজুর !

(মদ্যপান)

রঙ্গ। এখানকার বাদশা, এ কোনও কাজের নয়। এর আমলে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। গুণ্ডামী

করতে করতে তাদের আস্পর্দ্ধা এতদূর বেড়ে গেছে যে, আজ তারা স্বজাতির উপরেও আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করে নি। এ দুর্দ্দান্ত পাঠান সরদারগুলোকে শাসনে রাখতে পারে এমন লোক কেউ নেই। (মদ্যপান)

ভোলাই। তুমি আছ—(মদ্যপান)

রঙ্গ। আমি যদি পাঠান হতুম, তা হ'লে থাকতুম বটে। এই যে এত কাণ্ড করলুম, মরিয়া হয়ে মুদ্দা খাঁর আক্রমণ থেকে বিবি-সাহেবকে রক্ষা করলুম, এতে ফল হবে কি জানিস্? বিবি-সাহেবের আত্মীয়েরা আমাকেই হয় ত' দোষী ক'রে বসবে।

ভোলাই। দোষী করবে?

রঙ্গ। দোষী করা আশ্চর্য্য নয়। আপনাদের দোষ ক্ষালন করতে পাঠান এখন যদি মিথ্যা কথা কয়, তা হ'লে পাঠান পাঠানের কথাই বিশ্বাস করবে। আমরা হাজার হলফ ক'রে সত্য বললেও সে কথা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেবে।

ভোলাই। বল কি?

রঙ্গ। বাঃ! খাসা মাল এনেছিস্ ত রে ভোলাই?

ভোলাই। কেমন ছোটবাবু, মাল খাসা নয়?

রঙ্গ। চমৎকার! খেতে না খেতেই মাথা চং ক'রে উঠেছে।

ভোলাই। করবে না? বিশ বোতল চেকে তবে ওইটিকে পছন্দ ক'রে এনেছি।

রঙ্গ। দেখ, আর খাওয়া ঠিক নয়—বিবি-সাহেব আছে।

ভোলাই। থাকলেই বা বিবি-সাহেব, ও ত চির-কালই আছে। তুমি যত দিন বেঁচে থাকবে, তত দিন অমন কত বিবি-সাহেব থাকবে তার ঠিক কি!—আর একটু খাও ছোটবাবু!

রঙ্গ। তুই বিবি-সাহেবকে দেখেছিস্?

(মদ্যপান ও ভোলাইকে দান)

ভোলাই। না ছোটবাবু! তবে মিছে কইব কেন, দেখবার চেষ্টা করেছিলুম।

রঙ্গ। তার পর?

ভোলাই। যে গাছের তলায় বিবি সাহেবের পালকী, পা টিপে টিপে সেই দিকে যাচ্ছিলুম। কোথায় ছিল রায়বাঘিনী মা; বেটী আমার মৎলব বুঝতে পেরে এক টাঙ্গী নিয়ে আমাকে তেড়ে এলো। আমিও অমনি ছুট; থাকলেই গর্দ্দানাটা গিছলো আর কি!

রঙ্গ। কেমন? কেমন পাহারাদার রেখে এসেছি! বেশ করেছে ভোলাই। কে সে স্ত্রীলোক, কার বেটী, কোথা থেকে এসেছে, এখনও কিছু জানি না। কিন্তু যখন সে ইজ্জত বজায় রাখতে আমাদের আশ্রয় নিয়েছে, তখন আমাদের সম্বন্ধে একটিও তার নিন্দার কথা কইবার না থাকে, সেটা আমাদের দেখা উচিত নয় কি?

ভোলাই। খুব উচিত। কাজটা আমার খুবই অন্যায় হচ্ছিল। মা'র জন্য সেটা আর হ'তে পেলে না। হয়েছিল কি জান হুজুর, ছেলেবেলায় আয়ীর কাছে পরীর গল্প শুনতুম। আজা, গৌড়ের বাদশার মহলের খাস দারোগা ছিল। আয়ীও তখন গৌড়ে থাকৃত। আয়ী সেখানকার বাদশা-আমীরের মেয়েদের রূপের কথা বল্‌তো—বল্‌তো, তারা সব এক একটা বেহেস্তের পরী। তাদের রঙ যেন চাঁদের আলো। জল খেলে জল দেখা যায়। তারা কথা কইত না ত যেন সারেঙ্গে ছড়ি দিত। এ-ও শুনলুম না কি,—আমীরের বেটী। তাই পরী দেখতে গিয়েছিলুম। গিয়ে, আরে বাপ, কি লাঞ্ছনা।—

রঙ্গ। ঠিক বলেছে।

ভোলাই। ঠিক?—(মদ্যপান)

রঙ্গ তোর আয়ী এক বর্ণও মিছে কয় নি।

(মদ্যপান)

ভোলাই। আয়ী বলত, তাদের দাঁতগুলো যেন মুক্তোর সার। চোখ দুটো যেন শ্বেতপদ্মের পাপড়ী। তাতে উমদা উমদা জলজলে নীলা বসানো।

রঙ্গ। ঠিক বলেছে!

ভোলাই। তুমি তাকে দেখেছ ছোটবাবু?

রঙ্গ। দেখবো না, কিছুতেই দেখবো না মনে ক'রে কি ক'রে যে দেখে ফেল্‌লুম, ভোলাই, তা আমি বল্‌তে পারছি না।

ভোলাই। কি রকম দেখলে হুজুর—ঠিক পরী?

রঙ্গ। পরী ত আর কখন দেখি নি, তা কেমন ক'রে বলব? তবে এমন সুন্দরী আমি ত কখনো চক্ষে দেখি নি।

ভোলাই। তা হ'লে ঠিক পরী। তা হাঁ ছোটবাবু, পাঠানীও তোমাকে দেখেছে?

রঙ্গ। কেন, এ কথা জানবার তোর দরকার কি?

ভোলাই। তুমি বলই না শুনি।

রঙ্গ। আর বলতে হবে না। নে, আমি আর খাব না। বাদ্-বাকীটে তুই খেয়ে নে।

ভোলাই। আর খাবে না?

রঙ্গ। না। আজকে নেশা করতে আমার কেমন ভয় করছে।

ভোলাই। তবে আমিও খাব না। আমারও কেমন ভয় করছে।

রঙ্গ। তোর আবার কিসের জন্য ভয় হ'ল?

ভোলাই। কি জানি, নেশার ঝোঁকে পরীবৌটিকে যদি ছোট-মা ব'লে ফেলি!

রঙ্গ। বেটা পেঁচি মাতাল!—উঠে যা।

ভোলাই। কি করি হুজুর, পেঁচি কি সাধে হই! তুমি গোলামের কাছে মনের কথা গোপন করলে কেন? কথা খুলে বল—এখনি আমি পেঁচা হব। (মুখ বিকৃত করণ)

রঙ্গ। কতক্ষণ ধ'রে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'ল, সে আর আমাকে দেখে নি?

ভোলাই। ও কথা নয়, তুমি বল, চোখোচোখি হয়েছে।

রঙ্গ। যদিই হয়ে থাকে, তাতে কি হয়েছে?

ভোলাই। বস্।

রঙ্গ। আরে মর বেটা, বস্ কি?

ভোলাই। বস্—বস্! আবার কি! ছোট-মা? এই তোমাকে মোচোরমানের সেলাম। আর এই হ্যাঁদুর পেরণাম।

রঙ্গ। ভোলা! তুই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলি!

ভোলাই। কিছু করি নি হুজুর? তুমি দেখেছ তাকে, সে দেখেছে তোমাকে। সে যদি পরীবেগম হয়, তা হ'লে তুমি পরীস্থলতান।

রঙ্গ। ভোলাই! তুই সাবধান হ'।

ভোলাই। যাকে দেখে নিরেট পুরুষ ভোলা ভুলে গেছে—সেই তোমাকে দেখেছে একটা আওরৎ—

রঙ্গ। তুই যদি এ রকম মাতলামী করবি, তা হ'লে রাগ করব—উঠে যাব।

ভোলাই। (পদ ধরিয়া)—দোহাই হুজুর, আর বলব না। তুমি রাগ করবে! ও বাবা, মাফ কর হুজুর! তুমি রাগ করবে!

রঙ্গ। এ রকম সময়ে ও রকম কথা মনেও আনা পাপ তা জানিস? মনে আন্‌লেও তার ইজ্জত-হানি হয়।

ভোলাই। আর বলব না—এই নাক মলছি।

রঙ্গ। সে বিপন্না, তাকে রক্ষা করতে আমরা বুক বেঁধেছি। তার সম্ভ্রম অটুট রেখে যদি আমরা তাকে তার আত্মীয়ের কাছে পাঠাতে পারি, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক।

ভোলাই। বে-আদবি করেছি, বে-আদবি করেছি। দাও, আর একটু আমাকে পেসাদ ক'রে দাও।

রঙ্গ। তুই মাতাল হয়ে আসল কথা ভুলে গেছিস্। আমি হিন্দু, সে মুসলমান।

ভোলাই। ইস্! কি বলেছি! তুমি হুজুর আমার কান ম'লে দাও। উঃ!

রঙ্গ। আরে মর! কাঁদতে লাগলি কেন?

ভোলাই। ছোটমা জন্মাতে না জন্মাতে কবরে গেল! উঃ!—তুমি হিন্দু আর সে মুসলমান। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড জাতের কথা পাহাড়ের মত আড় হয়ে পড়েছে।

রঙ্গ। উঠে যা—উঠে যা, তোর মা আসছে।

ভোলাই। ভ্যালা আপদ! বেটী আমাকে সুশৃঙ্খলে কাঁদতেও দেবে না। দাও, পেসাদ ক'রে দাও।

রঙ্গ। আর দেরী করিস নি, ওঠ্, ওঠ্, উঠে ওই মৌতলায় গিয়ে বস্‌গে যা। তোর মা কি বলে, শুনে, আমিও সেখানে যাচ্ছি।

ভোলাই। পেসাদ ক'রে দাও।

রঙ্গ। আ—মর, বেটা জ্বালালে।

ভোলাই। শুভস্য শিগ্‌গিরং—শুভস্য শিগ্‌গিরং।

রঙ্গ। (মদ্যপান ও ভোলাইকে বোতল প্রদান) যা।

ভোলাই। উঃ! তুমি হিন্দু—সে মুসলমান—উঃ!

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

(ভোলাইয়ের মাতার প্রবেশ)

ভো-মা। ও উল্লুককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন কেন হুজুর?

রঙ্গ। সে আর যাবে না বউ! এখন খবর কি বল। বিবি-সাহেবের স্নান হয়ে গেছে?

ভো-মা। গেছে।

রঙ্গ। তবে আর বিলম্ব করছিস কেন—নিয়ে যা।

ভো-মা। তুমি একবার এস ছোটবাবু

রঙ্গ। কেন?

ভো-মা। বিবি-সাহেব তোমাকে কি বলবে।

রঙ্গ। ভালা আপদ! আবার আমাকে তার বলবার কি আছে? আমাদের এখনকার অবস্থার আঁচ তাকে একটু দিতে পারলি নি?

ভো-মা। দিয়েছিলুম।

রঙ্গ। তাতে কি বল্‌লে?

ভো-মা। বল্‌লে তা হোক, একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। তার উত্তর তিনি দিতে পারবেন।

রঙ্গ। তুই পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলি?

ভো-মা। করেছিলুম। বিবি বললে—যদি বল্‌বার দরকার হয়, বাবু-সাহেবকে বলব।

রঙ্গ। কে সে, কোথা থেকে এসেছে, কোথা যাবে, সঙ্গে কে ছিল, কিছু বল্‌লে না?

ভো-মা। কিছু না, সব তোমাকে কইবে বলেছে।

রঙ্গ। কি যন্ত্রণা!—চ'।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাঁধ।

কলিবেগম বাঁধের উপর কেশ-শুষ্ক কার্য্যে নিযুক্ত। নিম্নে পাইক-বালকগণ।

বালকগণের গীত।

তোমায় পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি :—
যখন পেয়েছি ওগো চাঁদবদনী রাণী।
তোমায় ধরেছি ধরেছি ধরেছি—
রাঙ্গা পায়ে ঢেলে দিছি
কোমল হৃদয়খানি॥
তোমায় বসিয়ে কাছে করব যতন,
মন ঢেলে দিব মনের মতন,
সরল মনে করব খেলা
যত রকম জানি।
আনমনে চ'লে যাবে বেলা
ওগো বেলারাণী॥

(ভোলাইয়ের মাতা ও রঙ্গলালের প্রবেশ)

ভো-মা। বিবি-সাহেব!

কলি। বাবু-সাহেব এসেছেন?

(শশব্যস্তে উত্থান)

ভো-মা। ছেলেরা একটু স'রে আয়।

[বালকগণ ও ভোলাইয়ের মাতার প্রস্থান।

রঙ্গ। কি জন্য তলব করেছেন বিবি-সাহেব?

কলি। আপনি নিকটে আসুন।

রঙ্গ। কি বল্‌বেন, ওইখান থেকেই বলুন। আমার অন্যত্র যাবার—

কলি। বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে? তা হ'ক, আমি আপনাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখব না। (রঙ্গলালের সমীপে আগমন)

রঙ্গ। (স্বগত) এ ত অন্যায় হ'ল—এ ত অন্যায় হ'ল!—(প্রকাশ্যে) বিবি-সাহেব! আমি আমি—

কলি। আপনার কথা আমি ওই বৃদ্ধার মুখে শুনেছি। বেশ করেছেন! তাতে লজ্জা কি? রণজয়ে বিশ্রামই হচ্ছে বিজয়ীর শ্রেষ্ঠ লাভ।

রঙ্গ। (স্বগত) দেখিস, রঙ্গলাল দেখিস। পিছনে মেঘের পুঞ্জ নিয়ে প্রকাণ্ড একটা রূপের সাগর যেন উথলে আসছে। হুঁসিয়ার রঙ্গলাল—সামাল রঙ্গলাল! চারিদিক থেকে কারা যেন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে, তারা যেন না তোকে মাতাল ব'লে চেঁচিয়ে ওঠে।

কলি। স্নান ক'রে উঠে ভিজে চুল শুকিয়ে নিচ্ছিলুম। সুতরাং আমার বে-আদবী মাফ করবেন। যিনি আমার ইজ্জত বজায় রেখেছেন, তাঁর সম্মুখে সঙ্কোচের একটা অভিনয় দেখানো আমি ভদ্রতা মনে করি না।

রঙ্গ। কি জন্য আমাকে ডাকিয়েছেন বলুন।

কলি। আমার পরিচয় আপনি জান্‌তে চেয়েছিলেন?

রঙ্গ। জানবার প্রয়োজন হয়েছে বিবি-সাহেব!

কলি। তা আমিও বুঝেছি। আপনি যতক্ষণ না

আমাকে আমার কোনও আত্মীয়ের হাতে তুলে দিতে পারছেন, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না।

রঙ্গ। কিছুতেই পারছি না। আমি হিন্দু। আপনাদের বংশের আদব-কায়দা আমি কিছুই জানি না। তার উপর আপনি সুন্দরী—ভারি সুন্দরী। আর আমি—

কলি। সুন্দর—কেমন, এই কথা বলতে চাচ্ছেন ত?

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব—আপনি কথা শেষ করতে দিন।

কলি। আর শেষ করবার প্রয়োজন নেই—আপনি যা বলবেন, আমি বুঝেছি।

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব, আপনি বোঝেন নি।

কলি। না বাবু-সাহেব, আমি বুঝেছি।

রঙ্গ। আমি বলছিলুন—আমি—

কলি। অতি সুন্দর যুবাপুরুষ।

রঙ্গ। না আর আমি কথা কইব না।

কলি। আর আপনাকে কইতে হবে না। তার পর আমার বক্তব্য শুনুন। আপনি আমার পরিচয় যাকে তাকে দিয়ে জানতে চাচ্ছিলেন কেন? আপনি নিজে এসে জানলেই ত হ'ত।

রঙ্গ। এসেছি—এইবারে বলুন।

কলি। বলছি। কিন্তু তার আগে আপনি বলুন দেখি, যদি আমার কোন আত্মীয় না থাকে?

রঙ্গ। বলেন কি?

কলি। যদি না থাকে, তা হ'লে আপনি কি করবেন?

রঙ্গ। আমাকে মাতাল দেখে আপনি রহস্য করবেন না। এ কথা আমি বিশ্বাস করব কেমন ক'রে?

কলি। যদির কথা—বিশ্বাস করতে বলছি না। যদি না থাকে, তাহা হ'লে বলুন, আপনি কি করবেন? মাথা হেঁট ক'রে ভাববার সময় নেই। কেন না, আমি অনেকক্ষণ বেহায়ার মত আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

রঙ্গ। কেউ নেই?

কলি। আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিয়ে অনেকে আসতে পারে। কিন্তু প্রকৃত আত্মীয় এক পিতা ছাড়া আর কেউ নেই! না, ভুলে গেছি বাবু-সাহেব, আপনার কথাটা ভুলে গেছি—আপনি ও পিতা ছাড়া আর কেউ নেই।

রঙ্গ। আপনার পিতা কোথায় আছেন বলুন।

কলি। পিতার সংবাদই যদি দিতে পারব, তা হ'লে এরূপ কথার উত্থাপন করব কেন? আপনার দেখছি দাঁড়াতে কষ্ট হ'চ্ছে। আপনি বসুন।

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব, আমার কিছু কষ্ট হয় নি। আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি, আপনি বসুন।

কলি। আমি দেখছি, আপনি বেশ দাঁড়িয়ে নেই, আপনার পা টলছে। অতি পরিশ্রমের পর আপনি একটু সরাপ খেয়েছেন, তাতে লজ্জা কি—আপনি বসুন। (হস্তধারণ)—আমার অনুরোধে আপনি বসুন। বসবার যোগ্য জায়গা নয়—(ওড়না পাতিয়া—এইতে বসুন।

রঙ্গ। না, না—কি করেন—কি করেন? দেখবে—ওরা দেখবে।

কলি। দেখলেই বা, আমরা ত চৌর্য্যবৃত্তি করছিনি! আমার অনেক কাহিনী। কিছুক্ষণ না বসলে বলতে পারব না।

রঙ্গ। আপনার এ অতি মূল্যবান ওড়না—

কলি। এর এখন আর কোনও মূল্য নেই। দুরাত্মার হস্তস্পর্শে এ কলঙ্কিত হয়েছে। এ বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে যদি আপনাদের এ স্থানের মোটা কাপড়ে আমি দেহাচ্ছাদন করতে পারতুম, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হতুম।

রঙ্গ। আপনার হুকুম অমান্য করতে পারলুম না।

কলি। আমার অনুরোধ-রক্ষা আপনার অনুগ্রহ। (উভয়ের উপবেশন)—আপনি বাঙ্গলার কোনও খবর রাখেন?

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব! আমি এই মেদিনীপুরের বাহিরে কখনও পা দিই নি।

কলি। বাঙ্গলায় এক জন সুলতান আছেন, তা জানেন?

রঙ্গ। তা জানি। গৌড়ে এক জন বাদশা থাকেন। আগে ছিলেন সুলেমান শা। এখন হয়েছেন তাঁর পুত্র দায়ুদ খাঁ।

কলি। এই ত সব জানেন বাবু-সাহেব?

রঙ্গ। আমরা মৌজাদার কিনা, কাজেই ও খবরটা আমাদের রাখতে হয়।

কলি। তাঁর উজীরের নাম জানেন?

রঙ্গ। তাঁর নাম—তাঁর নাম—

কলি। মুখের দিকে চাচ্ছেন কি? তাঁর নাম কি আমার মুখে লেখা আছে?

রঙ্গ। আপনি কি মঙ্গোলী সাহেবের কন্যা?

কলি। জানি না জানি না ক'রে আপনি যে অনেক জানা কথা কয়ে দিলেন বাবু-সাহেব। পূর্ব্বেই বলেছি, আপনি এখন আমার এক জন আত্মীয়। আত্মীয়ের কাছে আত্মগোপন পাপ। আমি উজ্জীর সুলেমান মঙ্গোলীর কন্যা। উঠবেন না—উঠবেন না। এ পরিচয় দিয়ে আপনার কাছে আমার মর্য্যাদা নূতন ক'রে কিছু বাড়ল না। অপরিচিতা বিপন্নাকে আপনি যে মর্য্যাদা দেখিয়েছেন, সেই মর্য্যাদাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

রঙ্গ। উজ্জীর-পুত্রি!

কলি। ছিলুম। আপনাকে বলতে ভুল হয়ে গেছে। এখন আর আমি উজীর-পুত্রী নই।

রঙ্গ। কেন? আপনার পিতা কি উজীরীতে ইস্তফা দিয়েছেন?

কলি। বুদ্ধির দোষে উজীরী হারিয়েছেন।

রঙ্গ। রাজা কি তাঁকে বরখাস্ত করেছেন?

কলি। রাজা! কোথায় রাজা? বাঙ্গলায় আর রাজা নেই। বাঙ্গলা এখন মোগল বাদশা আকবরের অধিকারে। মোগলে গৌড় দখল করেছে।

রঙ্গ। কই, এ কথা ত শুনি নি!

কলি। আপনি কেন, এ প্রদেশের কেউ এখনও শোনে নি—মোগল এত শীঘ্র পাঠানদের পরাস্ত করেছে। তবে শুনতে আর বড় বিলম্ব নেই। দায়ুদ খাঁ আকবরের রণকৌশলে এত শীঘ্র পরাস্ত হয়ে গেলেন যে, দেখতে দেখতে মোগল-রাজধানী গৌড়ে এসে উপস্থিত হ'ল। পাঠানরা তখন এমন বিধ্বস্ত যে, নিজের স্ত্রী-কন্যাকে রক্ষা করবারও অবকাশ পেলে না।

রঙ্গ। আপনার পিতার পরিবার? তাঁদের কি হ'ল?

কলি। তাদের কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। পিতার বংশের দুর্দ্দশার কথা এই মেদিনীপুরের জঙ্গলে ব'সে এক জন হিন্দু আত্মীয়কে বলবার জন্য একমাত্র অবশিষ্ট আমি আছি।

রঙ্গ। সকলে মরেছে, না মোগল ধ'রে নিয়ে গিয়েছে?

কলি। একমাত্র মা মরেছেন।

রঙ্গ। থাক, আর বলতে হবে না। আপনার ভাই—

কলি। ছিল। এখন নেই। মঙ্গোলী বংশের একমাত্র আমি জীবিত আছি।

রঙ্গ। তা হ'লে আপনাকে কার কাছে নিয়ে যাব বলুন।

কলি। সেই কথাই বলব ব'লে আপনার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ক'রে আপনাকে ডাকিয়ে এনেছি। এইবার আমার নিবেদন শুনুন। পিতা যদি আমার জীবিত না থাকেন, তা হ'লে এ দুনিয়ায় আমার আপনার আর কেউ নেই। এরূপ অবস্থায়, যেখানে ইজ্জত রেখে চলতে পারি, এমন কোন আশ্রয় আমাকে দেবার ব্যবস্থা আপনি করতে পারেন?

রঙ্গ। কত দিনের জন্য?

কলি। যত দিন বাঁচব!

রঙ্গ। কিরূপ ভাবে থাকতে চান?

কলি। সেটা আপনি যে রকম ভাল বুঝবেন। যাতে আমার ইজ্জত বজায় থাকে—তাতে দাসী হয়ে থাকতেও আমার আপত্তি নেই।

রঙ্গ। তাতে আমি ভাল বুঝব কি?

কলি। বেশ, আপনি না বুঝতে চান, আমিই বুঝব। আপনি শুধু স্থানটা দেখিয়ে দেবেন।

রঙ্গ। বেগম-সাহেব! আপনাকে মানের সহিত রাখতে পারি, এমন কোনও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

কলি। মুসলমান না পান—হিন্দু?

রঙ্গ। সে আগে না জেনে বলতে পারি না।

কলি। আপনার বাড়ী? (রঙ্গলালের নীরবে অবস্থিতি) ব'লে কি বিপদে ফেললুম?

রঙ্গ। যদি বলি, না।

কলি। তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেই নিজের ইজ্জত রক্ষা করি।

রঙ্গ। কেমন ক'রে করবেন?

কলি। তা আপনাকে আমি বলব কেন?

রঙ্গ। একটু আগে যেমন ইজ্জত রক্ষা করে-ছিলেন?

কলি। এখন দেখছি আপনি মাতাল। আপনি উঠে যান। (দাঁড়াইলেন)

রঙ্গ। (দাঁড়াইয়া)—মাতাল ত বটেই বেগম-সাহেব! সে কথা ত আপনাকে বলতেই যাচ্ছিলুম। আপনি আমাকে বলতে দিলেন না। তবে—বে-আদবী

মাফ হয়, আমি দেখছি, আমি খেয়ে মাতাল, আর আপনি না খেয়ে মাতাল।

কলি। (হাস্য) বাবু-সাহেব! আমি প্যান্ প্যান্ ক'রে চোখের জল ফেলা বাঙ্গালী রমণী নই। আমি পাঠানী। (ছোরা বাহির করণ) বুঝেছেন?

রঙ্গ। বুঝেছি। আমিই মাতাল বিবিসাহেব! তবে মুদ্দা খাঁর কাছে ধরা দিলেন কেন?

কলি। অতর্কিতে ধরেছে। এক আকস্মিক বিপৎপাতে আমি কিছু হতভম্ব হয়েছিলুম।

রঙ্গ। তাই হবে, আমি বুঝতে পেরেছি।

কলি। বাবু-সাহেব! আপনিও আমার বে-আদবী মাফ করবেন। আপনি আমাকে মুক্ত করতে গিয়ে শুধু আমাকে রক্ষা করেন নি, সেই বর্ব্বর পাঠানকেও অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। যখনি তা হ'তে আমার মর্য্যাদা নাশের সম্ভাবনা দেখতুম, তখনি তার বুকে এই ছোরা মারতুম। তাকে মেরে নিজে মরতুম।

রঙ্গ। আমি যদি আপনার পিতার সমীপে আপনাকে উপস্থিত করতে পারি?

কলি। কোথায় পিতা? তিনি হতাবশিষ্ট পাঠান সৈন্য নিয়ে এখনও প্রাণপণে শত্রুকে বাধা দিচ্ছেন। বৰ্দ্ধমান থেকে তাঁর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি।

রঙ্গ। এ বনে আপনি তা হ'লে কার সঙ্গে এসেছিলেন?

কলি। এক হাবসী খোজা বীর আমার রক্ষী ছিল। সে সর্পাঘাতে মারা গেছে। যে গাছের তলায় প্রথমে আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলুম, সেখানে হয় ত এখনও তার মৃতদেহ প'ড়ে আছে। অবশিষ্ট যা ডুলি-বেহারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সব এ দেশের। সেই দুরাত্মার ভয়ে তারা ডুলি ফেলে পালিয়েছে।

রঙ্গ। বেগম-সাহেব! আপনার পিতার সন্ধান একবার না নিয়ে আমি কোনও সদুত্তর দিতে পারছি না।

কলি। আপনি কি বৰ্দ্ধমানে যাবেন?

রঙ্গ। সন্ধান করতে করতে যদি প্রয়োজন হয়, যাব।

কলি। এই যে বল্লেন, আমি মেদিনীপুরের বাইরে কখনও পা দিই নি?

রঙ্গ। দিই নি, এইবারে দেব।

কলি। মাথার ঠিক অবস্থায় বলছেন?

রঙ্গ। আপনার কথা শুনে আমার নেশা ছুটে গেছে।

কলি। যে ক'দিন আপনার সঙ্গে দেখা না হবে, সে ক'দিন আমি কোথায় থাকব?

রঙ্গ। সন্ধ্যার পর আপনাকে একবার মা'র কাছে নিয়ে যাব। দরিদ্র হিন্দুর গৃহে মা যদি আপনাকে রাখতে সাহস করেন, তা হ'লে সেইখানেই আপনি থাকবেন। নইলে আমার পরম সুহৃৎ কতকগুলি দরিদ্র মুসলমান আছে, তারা পর্ণকুটীরে বাস করে, তাদের মধ্যে এক স্থানে আপনাকে রেখে যাব।

কলি। সেখানে থাকার কি সুবিধা হবে?

রঙ্গ। তারা গোলামের মত আপনার সেবা করবে। তবে আপনার যোগ্য, অশন, বসন, শয্যা—এ সব দিতে পারবে না। আপনি যে ওড়নার আস্তরণ ক'রে আমাকে বসিয়েছেন, এ তারা কখন চক্ষে দেখে নি। তবে তাদের পূর্ব্বপুরুষ দেখেছে।

কলি। কি রকম?

রঙ্গ। গৌড়ের বাদশা হুসেন সার আমল পর্য্যন্ত তারা গৌড়ে ছিল। তারা ছিল বাদশার খাস পল্টন। তাদের কথা অধিক বলবার সময় নেই। একটু পূর্ব্বে, ইজ্জত রাখতে, কারও ঘরে আপনি দাসী হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। যদি সেখানে থাকতে চান, তা হ'লে আপনার মর্য্যাদা অটুট থাকবে, আমি এই মাত্র আশা দিতে পারি।

কলি। বৰ্দ্ধমানে কবে রওনা হবেন?

রঙ্গ। আজ রাত্রেই। মায়ের সঙ্গে আপনার একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার অপেক্ষা।

কলি। এর ওপর আমার আর কোনও কথা কইবার অধিকার নেই বাবু-সাহেব! তবে আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। পিতার সঙ্গে যদি আপনার সাক্ষাৎ হয়, তা হ'লে তাঁকে কি বলবেন?

রঙ্গ। যা ঘটনা ঘটেছে, যেরূপ ক'রে আপনাকে পেয়েছি, সব বলব।

কলি। তা বললে যে আমাকে উদ্ধার করার কোনও ফল হবে না।

রঙ্গ। কেন?

কলি। পিতা আমার বড় অভিমানী। আপনাকে সে কথা বলি নি। পিতা যদি জানতে পারেন, তাঁর কন্যা কতকগুলো অপরিচিত যুবকের হাতে হাতে বৃক্ষচ্যুত আনারের মত লোফালুফি হয়েছে, তা হ'লে তিনি আমাকে হয় ত কন্যা ব'লেই স্বীকার করবেন না।

রঙ্গ। যাবার মুখে আপনি যে আমাকে বিষম ফেরে ফেললেন।

কলি। এই যে অনবগুণ্ঠিত মস্তকে এক আঁচলে ব'সে আপনার সঙ্গে এতক্ষণ ধ'রে বাক্যালাপ করলুম, এ কথাও ত তা হ'লে আপনি বলবেন?

রঙ্গ। যদি প্রশ্নসূত্রে এমন অবস্থা ঘটে যে, এ কথা না কইলেই নয়, তা হ'লে মিথ্যা কইতে পারব না। নতুবা উপযাচক হয়ে আপনার সম্বন্ধে অপ্রয়োজনীয় কোনও কথার উত্থাপন করব না।

কলি। আমি যদি আপনাকে সত্য গোপনে অনুরোধ করি?

রঙ্গ। আমি মিথ্যা কইতে পারব না।

কলি। বেশ, আপনি পিতার অনুসন্ধান করুন।

রঙ্গ। ওরে! এইবার তোর বিবিসাহেবকে নিয়ে যা।

(বালকগণের প্রবেশ)

বালকগণের গীত।

তবে এস ঘরে এস ঘরে
মোদের কুঁড়ে ঘরে।
বলতে কথা সরম লাগে
নিয়ে যেতে ভয় করে॥
ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো,
য'দিন থাক ত'দিন ভালো,
থাকবে য'দিন মাথা দিয়ে থাকব
প'ড়ে দোরে॥
কি আছে তা করব দান,
(তবে) প্রাণ দিয়ে তোমার
রাখব মান,
শত্রু যদি ধরতে আসে করব সড়কি
বেঁধা তারে।
মুণ্ড ছিঁড়ে গড়িয়ে দেব
(তোমার) রাঙ্গা চরণ প'রে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

ভুবনেশ্বরী ও গজানন।

ভুবনে। তুই এই বিবাদটা রোধ করতে পারলি নি?

গজা। বিবাদ কি আমার সুমুখে হয়েছে যে, রোধ করব!

ভুবনে। সে ত মিছামিছি কারও সঙ্গে কলহ করবার ছেলে নয়।

গজা। সে তুমি জানলে আর আমি জানলুম। অন্যে ত তা বুঝবে না। বিশেষতঃ জায়গীরদারের ছেলের সঙ্গে লড়াই। লোকে বুঝেও বুঝবে না। তোমার দেওরকেই দোষী করবে। করবে কেন, করছে। বড় বাবু কারও কাছে মুখ পাচ্ছেন না।

ভুবনে। সে কোথা গেল, জানতে পারলি?

গজা। তা জানতে পারলে ত ধ'রে আনতুম। কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না ব'লে মনে করলুম, তিনি বাড়ী এসেছেন।

ভুবনে। তাকে খুঁজে আনতে না পারলে যে, আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।

গজা। আমিও কি পারছি মা? ছোট বাবু কাউকে ভয় করবার ছেলে নয়। তিনি বাড়ী আসবার হ'লে এতক্ষণ নিশ্চয় আসতেন।

ভুবনে। তা হ'লে নিশ্চয় সে বিপদে পড়েছে।

গজা। বিপদে পড়েন নি। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত জেনে এসেছি।

ভুবনে। তবে সে আসছে না কেন? বেলা শেষ হয়ে গেল। সে বেশ জানে, সে না খেলে তার মা জলপর্য্যন্ত মুখে দেবে না। বিপদে না পড়লে কখন সে আসতে এত বিলম্ব করে? সে নিশ্চয় বিপদে পড়েছে। তুই ছোটবাবুকে খুঁজে নিয়ে আয়। যেখান থেকে পারিস নিয়ে আয়। যদি অমতে না চায়, জোর ক'রে ধ'রে আনবি। বলবি, তোমার মা কাঁদাকাটি করছেন। তুমি শীগ্‌গির চল।

গজা। বড়বাবু এসে যদি আমায় খোঁজ করেন?

ভুবনে। আমি তার জবাবদিহি করব।

গজা। (স্বগত) ধন্য মানুষের বেটী তুমি। মায়ের স্নেহকেও তুমি হার মানিয়েছ। [প্রস্থান।

ভুবনে। তাই ত। কি যে বিপদ ঘটালে, তা

তো বুঝতে পারছি না। মরণটা হয় ত বাঁচি। শাশুড়ীকে জ্বালা পোহাতে হ'ল না! শ্বশুর কোথায় যে গেলেন, এই বাইশ বৎসরেও তাঁর খোঁজ হ'ল না। মাঝখান থেকে ভোগ ভুগতে রইলুম আমি। জন্মান্তরে কত যে পাপ করেছিলুম, তার অবধি নেই।

নন্দ। (নেপথ্যে) গজা! ফিরে আয়!

গজা। (নেপথ্যে) আজ্ঞে আমি ছোটবাবুকে খুঁজতে যাচ্ছি।

নন্দ। (নেপথ্যে) তোকে কোথাও যেতে হবে না, ফিরে আয়।

(নন্দলালের প্রবেশ)

ভুবনে। হাঁগা! দেখা পেলে?

নন্দ। আ মর্ বেটা, কথা শুনছিস না কেন?

গজা। (নেপথ্যে) মা খুঁজতে বলেছেন।

নন্দ। বলুক, তুই ফিরে আয়! তোকে খুঁজতে হবে না।

ভুবনে। খুঁজে পেলে?

নন্দ। দেখ গজা! এইবারে মার খেয়ে মরবি।

ভুবনে। বলি,আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

নন্দ। কি তোমার কথা, তা তার উত্তর দেব?

ভুবনে। তাকে খুজে পেলে কি না বল না।

নন্দ। সে চুলোয় গেছে। এখানে কোথায় তাকে খুঁজে পাব?

ভুবনে। আ মরি! কথার শ্রী দেখ একবার।

নন্দ। এখন দেখছি, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগারও মৃত্যু হ'লে ছিল ভাল।

ভুবনে। বালাই, কি অপরাধে সে মরতে যাবে?

নন্দ। অপরাধ এখনি জানতে পারবে এখন। এ বংশে এমন কুলাঙ্গার কোথা থেকে জন্মাল?

ভুবনে। কেন, কুলাঙ্গার সে কিসে হ'ল? একটু আধটু নেশা করে ব'লে? তোমার বংশে সকলেই কি তোমার মত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জন্মেছিল? নেশা কি আর কেউ করে নি?

নন্দ। শুধু নেশা করলে সে আমার বাপের ঠাকুর।

ভুবনে। আর কি সে করেছে?

নন্দ। আমার মুণ্ডু করেছে। লক্ষ্মীছাড়া হ'তে সব নষ্ট হ'ল দেখছি।

ভুবনে। দেখ, কিছু না জেনে শুনে, মিছামিছি আমার স্বমুখে তাকে গাল দিও না।

নন্দ। আর তুমিও—যাকে যতটুকু মমতা দেখান উচিত—তার অতিরিক্ত মমতা তাকে দেখিও না।

ভুবনে। মমতাটা কি দেখালুম?

নন্দ। জন্মের মত তার মাথাটি খেয়ে দিয়েছ, আবার দেখাবে কি? শুনেছ ত, মায়ের চেয়ে যে অধিক মমতা দেখায়—

ভুবনে। তাকে বলে ডান। তা আমি ডাইনীই ত। বল না, স্পষ্ট ক'রেই বল না—আমি ডাইনী। তা সে কথা অত ঘোর প্যাঁচ ক'রে বলবার দরকার কি?

নন্দ। একদিনের জন্যও ছোঁড়াটাকে শাসন করতে দিলে না। তার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট কর্‌লে।

ভুবনে। নষ্ট করলুম আমি না তুমি? তুমি কি শাসন করতে জান?

নন্দ। হয়েছে—হয়েছে—থাম।

ভুবনে। তুমি যে রকম শাসন-কর্ত্তা পুরুষ, তাতে সে যদি খারাপ হয়, সে ত তোমারই দোষ।

নণ্ড। হয়েছে, বুঝছি, থাম। গজা আসছে।

ভবনে! আসুক না গজা। আমি কি কাউকেও ভয় ক'রে কথা বলছি।

নন্দ। আচ্ছা এ সমস্ত আমারই দোষ।

ভুবনে। নিশ্চয়—তা আবার ঢোক গিলে বলছ কি?

(গজাননের প্রবেশ)

নন্দ। সে হতভাগাকে খোঁজা রেখে যা তোকে বলি, এখনি কর!

গজা। বল!

ভুবনে। আমার স্বমুখে তাকে হততাগা হতভাগা ক'র না।

নন্দ। এখনি একখানা পাল্‌কী—

ভুবনে। কি জন্য সে হতভাগা হ'তে যাবে?

নন্দ। কি জ্বালা, আমাকে কথা কইতে দেবে না?

ভুবনে। ও ছেলে ব'লে তাই—একটু আধটু নেশা ক'রে থাকে। অন্য ছেলে হ'লে এতদিন আরও কত কি করত।

নন্দ। তাই করেছে, আর করত নয়।

ভুবনে। কি করেছে?

নন্দ। আমার মুণ্ড করেছে। সর্‌দিয়া থেকে

আমার বাস ওঠাবার জোগাড় করেছে। (গজাননের প্রতি) যা বললুম—বুঝলি ?

[গজাননের প্রস্থান।

ভুবনে। ওকে এমন সময় পাল্‌কী আনতে পাঠালে কেন ?

নন্দ। তোমাকে এখনি রওনা হ'তে হবে।

ভুবনে। কোথায় ?

নন্দ। আপাততঃ তোমার বাপের বাড়ী।

ভুবনে। তার পর ?

নন্দ। তার পর যেমন বুঝব। ফিরিয়ে আনবার হয়, ফিরিয়ে আনব। না হয়, পিসের কাছে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়ে দেব।

ভুবনে। পাঠানদের সঙ্গে দাঙ্গা করবে নাকি ?

নন্দ। দাঙ্গা আমাকে করতে হবে না। যা করবার পাঠানরাই করবার ব্যবস্থা করেছে। আজই হ'ক, কালই হ'ক, দুদিন পরেই হ'ক, তারা আমাদের বাড়ী চড়াও হবে। ব্যাপার বড়ই গুরুতর, সমস্ত পাঠান জোট বেঁধেছে।

ভুবনে। তাদের এমন মর্ম্মান্তিক আক্রোশ হ'ল, কারণটা কি ?

নন্দ। কারণটা এখনও বুঝতে পারছ না ? তবে আর হতভাগাকে গাল দিচ্ছি কেন ?

ভুবনে। পাঠানদের মেয়েছেলের সঙ্গে কি কোনও তামাসা বিদ্রূপ করেছে ?

নন্দ। বিদ্রূপ কি—ছিনিয়ে এনেছে।

ভুবনে। বল কি ?

নন্দ। এই ত শুনছি। সমস্ত খবর এখনও পাই নি। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য নায়েব মশাইকে পাঠিয়েছি।

ভুবনে। মিথ্যা কথা ! তার কি এত সাহস হ'তে পারে ?

নন্দ। মিথ্যা কি সত্য, নায়েব মশাই ফিরে এলেই জান্‌তে পারব। তবে তিনি আজ রাত্রেই তোমাকে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দেবার কথা ব'লে পাঠিয়েছেন।

ভুবনে। তোমাদের ফেলে যাব, আমার মন স্থির হবে কেন ? বিশেষতঃ বোকা ছেলেটা কোথায় রইল, জানতে পারলুম না।

নন্দ। কি করবে—তোমার বরাত। যদি ইজ্জত রাখতে হয়, তা হ'লে তোমাকে এখানে রাখতে সাহস করি না।

ভুবনে। তোমরাও আমার সঙ্গে চল না কেন ?

নন্দ। ছোঁড়াকে পাই, তার হাত পা বেঁধে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

ভুবনে। আর তুমি ?

নন্দ। আমি ? তুমি কি ক্ষেপেছ ! আমি পালিয়ে বংশের নাম ডুবিয়ে দেব ?

নায়েব। (নেপথ্যে) বড়বাবু !

নন্দ। যাই নায়েব মশাই।

নায়েব। (নেপথ্যে) মাকে পাঠিয়েছ ?

নন্দ। না।

নায়েব। (নেপথ্যে) বিলম্ব ক'র না।

নন্দ। ওই শোন—প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।

নায়েব। (নেপথ্যে) তোমাকেও বিশেষ প্রয়োজন।

নন্দ। যাচ্ছি—যাচ্ছি। যা বলবার বললুম বড় বৌ। এর পর বলতে আসবার বোধ হয় সময় পাব না।

[প্রস্থান।

ভুবনে। যা ভয় করলুম, তাই হ'ল ! শেষকালে ছেলেটা চরিত্রহীন হয়ে পড়ল ! হয়ে এমন বিপদ বাধালে যে, স্বামী ছেড়ে, তাকে ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, আমাকে পালাতে হ'ল ! এ বিপদ থেকে যদি বাবু নিস্তার পান, তা হ'লে রঙ্গলালকে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেব। আর না—আর না। মাতৃহীন শিশুকে সূতিকার ঘর থেকে কুড়িয়ে মানুষ করেছি। নিজে বন্ধ্যা—তাকেই গর্ভস্থ সন্তান মনে ক'রে, মোহে, সত্যই ত তার পরকাল নষ্ট করেছি! আজ সে যে কার্য্য করেছে, কুলবধূ হ'য়ে আমি ত তার সে পশু ব্যবহারের সমর্থন করতে পারি না ! আর না—আর না ! আর আমি তার সঙ্গে মাতা-পুত্রের গতানো সম্পর্ক রাখব না। বলতে বুকটা কাঁপবে—তা কাঁপুক। কথা মুখ দে বার করতে বারংবার বাধা পড়বে, তা পড়ুক। আমি এইবার দেখা পেলেই তাকে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেব।

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ওমা ! মা ! কোথায় তুমি ?

ভুবনে। কি হয়েছে—কি হয়েছে ?

ঝি। ছোটবাবু ও কাকে ধ'রে বাড়ীতে আনছে গো !

ভুবনে। কোথায়—কোথায় ?

ঝি। ওই যে খিড়কীর বাগানের ভিতর দিয়ে গো।

ভুবনে। চুপ চুপ—গোল করিস নি!

ঝি। টিপি টিপি—নখের উপর ভর দিয়ে—

ভুবনে। কোথায় দেখিয়ে দিবি চল্।

ঝি। তুমি যাও মা, তুমি যাও! দেখে আমার গা কেমন কেমন করছে! ওমা! কি ঘেন্না! ছুঁড়ী আবার ছোটবাবুর কাঁধে ভর দিয়ে আসছে।

ভুবনে। আ মর্! চেঁচিয়ে মরছ' কেন ?

ঝি। তুমি নিজে গিয়ে দেখে এস বাপু! পিঠে বিনুনি-করা চুল, মাথা খালি, পায়ে জুতো, চোখ ঢুল ঢুল করছে, ট'লে ট'লে পড়ছে! তুমি দেখে এস বাপু! আমার দেখে লজ্জা করছে।

ভুবনে। বেশ, তোকে যেতে হবে না। দরজা বন্ধ ক'রে তুই ঘরে থাক—আমি না ডাকলে এখন আর কাউকেও দোর খুলে দিস্ নি। কর্ত্তাবাবু এলেও না। খবরদার, কেউ যেন না জান্তে পারে। তাই ত! বোকাটা আজ মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম সব নষ্ট করলে নাকি ?

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

খিড়কীর বাগান।

রঙ্গলাল ও কলিবেগম।

রঙ্গ। এইখানে এই গাছের তলায় কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে বিশ্রাম করতে হবে। গোপালজী করেন, এইখান থেকেই আপনার এই নিদারুণ কষ্টের অবসান হয়। আপনার অনুরোধে এই পথটা হাঁটিয়ে এনে বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করেছি।

কলি। আপনার কোনও অপরাধ নেই। আমি যে পথ হাঁটতে এত অপারগ, তা আমি নিজেই জানতুম না।

রঙ্গ। যা হ'বার হয়ে গেছে—এইবারে মা'র সঙ্গে দেখা। মা'র অনুমতি পেলেই, আপনাকে বাড়ীটুকু পর্য্যন্ত আর একবার হাঁটতে হবে। সেই শেষ। আসতে আসতে পথে আপনাকে সমস্তই বলেছি। দয়াময়ী মা আমার, আমার মুখে সমস্ত কথা শুনে যদি আপনাকে গৃহে স্থান দেন, তবেই আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করব। যদি না দেন, আপনি যেন সে জন্য ক্ষুব্ধ হবেন না।

কলি। ক্ষুব্ধ হব না। তবে বুঝব, তা হ'লে আমি একান্তই ভাগ্যহীনা।

রঙ্গ। তখনই আপনাকে সেই দরিদ্রদের কুটীরে ফিরতে হবে।

কলি। তখনই ফিরব।

রঙ্গ। সেইখানেই থাকতে হবে।

কলি। আপনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি অন্য কোথাও যাব না।

রঙ্গ। না না- তা কেন ? আপনার পিতার সংবাদ পেলে তখনি সেথানে চ'লে যাবেন।

কলি। সংবাদ কি, পিতা যদি জানতে পেরে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠান, তবু আমি যাব না।

রঙ্গ। না না—সে কি বলছেন ?

কলি। পিতা যদি নিজে আসেন, তবু যাব না।

রঙ্গ। এ আপনি গোল করছেন।

কলি। গোল আপনি করছেন—এতক্ষণ বেশ কথা কইছিলেন। এইবারে মদ্য আবার আপনার মস্তিষ্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। পিতা আমার সঙ্গে সেই পর্ণকুটীরে ব'সে আপনার ফিরে আসবার অপেক্ষা করবেন।

রঙ্গ। ও কথা বলতে নেই।

কলি। আপনি বলাচ্ছেন যে। অথচ বাক্য-স্ফুরণে আর আমার শক্তি নাই! আপনি মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

[কলির কুঞ্জান্তরালে গমন ও রঙ্গলালের প্রস্থান।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবনে। কই—কোথাও ত দেখতে পেলুম না! বোকা মুর্খটা তাকে নিয়ে গাঁয়ের ভিতর ঢুকল না কি ? আর ত আমি থাকতে পারি না! তিনি তখনই আমাকে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে বলেছিলেন। এখনি এখনি ক'রে বোকাটাকে খুঁজতে যে রাত হয়ে গেল! ওদিকে যে কি কাণ্ড হচ্ছে, তা ত বুঝতে পারছি না! না আর না। স্বামীর কাছে তিরস্কার, লোকের কাছে গঞ্জনা—এ সব একদিনও কানে তুলি নি। কিন্তু এ কি ? এরূপ পশুর কার্য্যের প্রশ্রয়

দিলে আমার যে ধর্ম্ম যায়! মায়ের মমতায় সন্তানের চরিত্রহানি এক কথা, আর আমার মমতায় আর এক কথা। মমতা? কিসের মমতা? নিজের পেটে ছেলে হ'ল না—গোপাল আমাকে পুত্র-স্নেহের অধিকারী করেন নি—তবে কেন তাকে মমতা দেখিয়ে নিজের মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম সব জলাঞ্জলি দিতে বসেছি? আর না—আর না। একবার তাকে দেখতে পেলে হয়।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। মা!

ভুবনে। এই যে—এই যে—রঙ্গলাল! তুমি এসেছ?

রঙ্গ। এসেছি। গোল ক'র না মা!

ভুবনে। রঙ্গলাল! আর তুমি আমাকে মা ব'ল না।

রঙ্গ। মা বলব না!

ভুবনে। না। আমি তোমার ভ্রাতৃজায়া। শৈশব থেকে তোমাকে মানুষ করেছি, এই যা। মনে দুঃখ ক'র না।

রঙ্গ। কি বল্লে! (হাস্য) আর একবার বল।

ভুবনে। দুঃখ ক'র না রঙ্গলাল!

রঙ্গ। দুঃখ? ভারি আনন্দ—কেয়া আনন্দ—আর একবার বল।

ভুবনে। যত দিন তুমি শিশু ছিলে, তত দিন তোমার মা বলা সেজেছিল। এমন তুমি যুবা-পুরুষ। আর দু'দিন পরেই তুমি বিবাহিত হবে। তোমার বধূ হবে আমার যা'। সে আমাকে যখন দিদি ব'লে ডাকবে, তোমার মত মা বল্‌তে পারবে না, তখন আগে হ'তেই তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। এখন থেকে আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কানুযায়ী আলাপ করবার সময় এসেছে।

রঙ্গ। হু! বুঝতে পেরেছি। এ কথা আজ আমাকে কেন বল্লে, তাও বুঝতে পেরেছি। তবে এ কথার জবাব দেবার আমার সময় নেই।

ভুবনে। তার পর? তুমি কি ক'রে এসেছ বল দেখি? সাদী খাঁর ছেলে আমাদের বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে কেন?

রঙ্গ। এ কথারও জবাব দেবার আমার সময় নেই। এখন আমার একটি অসম্পূর্ণ কাজ তোমাকে পূর্ণ করতে হবে।

ভুবনে। কি করতে হবে বল।

রঙ্গ। শুনেছি সূতিকাগার থেকে কুড়িয়ে তুমি আমাকে মানুষ করেছ। মায়ের অভাব এ বয়স পর্য্যন্ত তুমি আমাকে বুঝতে দাও নি। আমি কিন্তু এ যাবৎ তোমার স্নেহের উপর কেবল অত্যাচারই ক'রে আসছি।

ভুবনে। পাগলের মত এ সব কি বলছিস, রঙ্গলাল? কথার শ্রী ছাঁদ কি তোর আজও হ'ল না?

রঙ্গ। আমি মাতাল হই, আর যাই হই—স্নেহটা ত বুঝতে পারি? আজ আবার নিগূঢ়ভাবে তোমার সেই প্রগাঢ় স্নেহের নিদর্শন দেখতে পেলুম। বাড়ীতে ঝি চাকর কেউ নাই—ভিতর বাড়ী—বার বাড়ী—সব যেন শূন্য। দাদাও নেই। হতাশ হ'য়ে গৃহত্যাগ করতে গিয়ে দেখি, তুমি আছ। সকলেই পালিয়েছে—তুমিই কেবল আমার স্নেহ পায়ে ঠেলে গৃহত্যাগ করতে পার নি।

ভুবনে। আমার স্তুতি করতে তোমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠের অসম্মান ক'র না রঙ্গলাল!

রঙ্গ। দাদা! দাদা! (যুক্ত করে প্রণাম)—তাঁর অসম্মান—আমি করব?

ভুবনে। আমি তোমাকে কোল পর্য্যন্ত তুলতে পেরেছিলুম। নীরস স্তন্য তোমার মুখে দিয়ে শিশুকে প্রতারণা করেছিলুম, কিন্তু তিনি তাঁ'র বক্ষের উষ্ণতার আবরণে তোমার জীবন রক্ষা করেছেন।

রঙ্গ। মা! আমি স্বপ্নেও কখন তাঁকে গুরু ভিন্ন অন্য কোনওরূপে চিন্তা করি নি।

ভুবনে। তিনি গৃহত্যাগ ক'রে থাকেন, তা হ'লে তা তোমারই রক্ষার উদ্দেশ্যে করেছেন।

রঙ্গ। হু! এইবারে বুঝেছি আমি মাতাল। রসনা আমার মনকে লুকিয়ে এমন কথা কয়েছে, যাতে তোমারও মনে আমি আঘাত দিয়েছি। বেশ, বেশ! এইবারে স্নেহময়ি, আমার আবেদন শোন।

ভুবনে। অমন ক'রে কথা কয়ো না রঙ্গলাল! তুমি স্নেহের পাত্র ব'লে তোমাকে যতটুকু স্নেহ দেখানো প্রয়োজন, ততটুকু দেখিয়েছি।—আমি বেশী কিছু করি নি।

রঙ্গ। আমি কিন্তু তার উপর যত অত্যাচার করতে পেরেছি—করেছি। আজ সেই স্নেহের উপর শেষ অত্যাচার করব। তুমি আজ একটু সাহায্য ক'রে তোমার স্নেহের কার্য্য সম্পূর্ণ কর।

ভুবনে। কি বলতে চাও, শীঘ্র বল। আমিও অন্যত্র যাবার জন্য বাড়ী থেকে পা বাড়িয়ে রয়েছি।

রঙ্গ। তুমিও পা বাড়িয়ে রয়েছ?

ভুবনে। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পাচ্ছিলুম না।

রঙ্গ। আর কেন, সাক্ষাৎ ত হয়েছে,এইবারে যাও।

ভুবনে। তুমি যে কি বলবে বলছিলে?

রঙ্গ। যে কথা জিজ্ঞাসা করব, তার জবাব তুমি আগেই দিয়েছ। গৃহত্যাগিনী রায়গৃহিণীর কাছে আবেদন করবার আমার কিছু নাই।

ভুবনে। পাগলামী করিস কেন? কি বলতে চাস বল। যদি থাকবার প্রয়োজন বুঝি—তা হ'লে যাব না।

রঙ্গ। যাবে না?

ভুবনে। এই যে বললুম।

রঙ্গ। যদি পাঠানে বাড়ী আক্রমণ করতে আসে?

ভুবনে। তবু থাকব।

রঙ্গ। যদি গাঁ শুদ্ধ লোক পালিয়ে যায়? দাদা যদি বাড়ী রক্ষা করতে অপারগ হন? পাঠান যদি—

ভুবনে। বাজে বক্‌ছিস কেন রঙ্গলাল! তোর যদিও মা নই, এ গর্ভে ধারণ করা ছাড়া মায়ের সমস্ত কার্য্য আমি করেছি। তুই নিজেকে বিজ্ঞ মনে করতে পারিস, আমি কিন্তু এখনো তোকে—সেই শিশুই দেখে থাকি, তোর সুমুখে আমি আর কি গর্ব্বের কথা কইব! তোর দাদা এ কথা কইলে তাকে আমি বলতে পারতুম। মূর্খ রাঠোর! রাজপুতানা থেকে বাঙ্গলায় এসে এখানকার সজল বায়ুতে তোদের সাহস সিক্ত হ'তে পারে; কিন্তু আমি শিশোদীয় কন্যা। চিতোর—আমাদের সতীতেজের আকর-ভূমি—অনন্ত স্ফুলিঙ্গের প্রবাহ পাঠিয়ে—যেখানে শিশোদীয় কন্যা আছে, সেইখানেই তার সতী-হৃদয় ক্ষত্রতেজে উদ্দীপ্ত ক'রে রেখেছে। গাঁয়ে লোক না থাকে, তোরাও যদি না থাকিস—পাঠান যদি অন্তঃপুরের দ্বার ভগ্ন করে—যদি থাকবার প্রয়োজন বুঝি, আমি থাকব।

রঙ্গ। নিশ্চিন্ত—বিবি-সাহেব! এইবারে আসুন।

(কলিবেগমের প্রবেশ)

ভুবনে। এ কি! এ কাকে সঙ্গে ক'রে এনেছিস রঙ্গলাল?

রঙ্গ। আসুন—নিঃসঙ্কোচে আসুন। এই ইনিই আমার—এখন থেকে তোমাকে কি ব'লে ডাকব?

কলি। আমি বলছি—আপনার মা। আমি অন্তরাল থেকে সব শুনেছি। উনি সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাইলেও আপনি ত্যাগ করবেন না।

ভুবনে। কে তুমি মা?

কলি। তোমার কাছে পরিচয় গোপন ক'রব কেন—আমি অভাগিনীই গৌড়ের উজীর-পুত্রী।

রঙ্গ। মোগলের সঙ্গে সুলতানের যুদ্ধ বেধেছে। এর পিতা রক্ষীর সঙ্গে এঁকে কটকে রওনা ক'রে যুদ্ধ করতে গিয়েছেন। দুরাত্মা মুদ্দা খাঁ পথ থেকে এঁকে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। তোমার আশীর্ব্বাদে আমি এঁকে দুরাত্মার হাত থেকে রক্ষা করেছি।

ভুবনে। রঙ্গলাল—রঙ্গলাল—রঙ্গলাল! এখন মনে হচ্ছে—আমিই তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছি।

রঙ্গ। এখন শেষ-রক্ষা তুমি।

ভুবনে। এর উত্তর পরে। মায়ের মুখ দেখে বুঝতে পারছি, মুখে তার জল দিতে সামান্য মাত্র বিলম্ব করলে, তোমার এই অপূর্ব্ব পুরুষকার নিষ্ফল হবে। বাড়ীতে এঁকে নিয়ে যাবার বিলম্ব সইবে না—এই চাবিকাটি নাও। পাঠানের আসবার কথা শুনে পুরোহিত মন্দির ফেলে পালিয়েছে। তুমি গিয়ে এখনি গোপালবাড়ীর দ্বার উন্মোচন কর।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

এস মা, এইবারে আমার কাঁধে ভর দাও।

কলি। কোথায় নিয়ে যাবেন বল্লেন?

ভুবনে। গোপাল-মন্দিরে।

কলি। সে কতদূর?

ভুবনে। দু'পা চললেই দেখতে পাবে। অতি নিকটে।

কলি। আমি কি এতই ক্লান্ত যে দু-পা চলতে আপনার কাঁধে ভর দিতে হবে?

ভুবনে। ক্লান্ত কি না তুমিই বল। তুমি কি বরাবর নিজের পায়েই ভর দিয়ে এখানে এসেছ?

কলি। কোথায় নিয়ে যাবে নিয়ে চল মা!

[ভুবনেশ্বরীর স্কন্ধে হস্ত রক্ষা ও উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-মন্দির।

রঙ্গলাল।

রঙ্গ। গোপাল! তোমার ঘরে মদ নেই—কিন্তু ঘরের প্রতি বায়ু-কণা আজ মাদকতায় পূর্ণ ক'রে রেখেছে। যতবার এ বায়ুর শ্বাস নিচ্ছি, ততবারই আমার নেশা বেড়ে যাচ্ছে। রক্ষা কর, মস্তিষ্ক আমার স্তম্ভিত হবার উপক্রম করেছে।

ভুবনে। (নেপথ্যে) রঙ্গলাল!

রঙ্গ। এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবনে। যাও, এখনি তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তোমাকে না দেখে তিনি বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন।

রঙ্গ। এই অবস্থাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব?

ভুবনে। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ্য অবস্থা আর কখনও তোমার আসে নি।

রঙ্গ। বিবি-সাহেবের বাপের অনুসন্ধানে যাব। হয় ত বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যেতে হবে।

ভুবনে। আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তার পর যেখানেই যাও, কিছু মুখে দিয়ে যাত্রা ক'র। বাইরের ফটক আবার তুমি বন্ধ ক'রে চ'লে যাও। খবরদার, বন্ধ করতে যেন বিস্মৃত হয়ো না।

রঙ্গ। চাবী?

ভুবনে। তোমার দাদার হাতে দিও।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

ভুবনে। এস মা! আর একটু এস। তোমার পথ-কষ্টের এইবারে শেষ হ'ল।

(কলি বেগমের প্রবেশ)

কলি। এ কোথায় আনলে মা?

ভুবনে। এই আমাদের কুল-দেবতা গোপালের মন্দির।

কলি। সে কি মা, আমি যে মুসলমানী।

ভুবনে। সত্য মা! কিন্তু আজ তুমি অতিথি, হিন্দুর চক্ষে দেবী। অতিথি-রূপিণী নারায়ণি! তুমি যে আমার জয়লক্ষী—নিরাশ্রয়া বিপন্নার মূর্ত্তি ধ'রে তুমি আমাকে ছলনা করতে এসেছিলে; কিন্তু মা, এই গোপালের কৃপায় তুমি আমাকে প্রতারিত করতে পার নি। বিশেষতঃ একটু আগে আমি আমার দেবরের একটা যে কালিমাময় চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করেছিলেম—তুমি এসে সোনার জলে সেটিকে ধুয়ে দিয়েছ। তোমাকে সোনার আসনে বসিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম, তবে আমার আক্ষেপ মিটে যেত। তা করবার সময় নেই, বুঝতেই পারছ মা, এখন আমরা নিরাশ্রয়, তাই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় গোপালের ঘরে তোমাকে নিয়ে এসেছি।

কলি। আমি যদি না যাই?

ভুবনে। না যাই কি মা-লক্ষ্মি, আগেই তুমি এসেছ। আর তোমার বাহির হবার উপায় নেই।

কলি। বলেন কি? তবে কি আমি বন্দিনী?

ভুবনে। না ভাগ্যবতি—তুমি মুক্তা। যাঁর নাম-স্মরণে দুনিয়ার বন্ধন শিথিল হয়, তাঁর ঘরে তুমি বন্দিনী হবে কেন? নাও—এইবারে গোপালের প্রসাদ—জীবন রক্ষা করবে এস।

কলি। আমি ত খাব না।

ভুবনে। না খাও মরতে হবে।

কলি। সে-ও ভাল—আমি মরব।

ভুবনে। তবে মর! বুঝছ কি মা, তোমাকে উপলক্ষ ক'রে আজ এইখানে রাজপুত আর পাঠানের বলের পরীক্ষা হবে। বেঁচে থাক, দেখবে। মর, আমার ইষ্টদেবতার সম্মুখে তোমাকে সমাধিস্থ করব। তোমার দেহ পাঠানকে আর স্পর্শ করতে দেব না।

কলি। আমার বাপ যদি স্পর্শ করতে চান?

ভুবনে। হিন্দুর চক্ষে পিতাই ঈশ্বর। তাঁর পাঠান ব'লে স্বতন্ত্র অভিধান নাই।

কলি। দাও মা, গোপালের প্রসাদ খেতে দাও—আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।

ভুবনে। তাই বল—তবে আর একটু তোমাকে কষ্ট দেব। মন্দিরের উপরটা দেখেছ?

কলি। তাই ত মা, এমন সুন্দর কারুকার্য্যময় মন্দির—তার মাথাটা ভাঙ্গা কেন?

ভুবনে। বলছি—বলছি—(মন্দিরদ্বার উন্মোচন) —আর একটু এস—আর একটু এস।

(পট-পরিবর্ত্তন।)

কলি। আহা, এ কি! এমন সোনার বরণ ছেলেকে এ ঘরে এমন ক'রে বন্ধ ক'রে রেখেছ কেন?

ভুবনে। তুমি ওকে সোনার বরণ দেখলে?

কলি। এমন সুন্দর ত কখনও দেখি নি। মা'র কাছে এক দিন গোপালের কথা শুনেছিলুম—আজ দেখলুম।

ভুবনে। মা'র কাছে শুনেছিলে!

কলি। পিতা আমার পাঠান—মা ছিলেন হিন্দু-রমণী।

ভুবনে। ভাগ্যবতি, তুমি ধন্য! আর তোমাকে এখানে এনে আমি ধন্য। বড় দুষ্ট ব'লে ওকে বন্ধ ক'রে রেখেছি। গোপাল! এক দিন যে পাঠান তোমার মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছিল, আজ সেই পাঠানের উজীর-পুত্রী তোমার ঘরে অতিথি। দুর্ব্বলের বল আশ্রিত-বৎসল! যে করুণায় বহু অস্ত্রধারী বলীয়ান পাঠানের হাত থেকে একটি নগণ্য বালককে উপলক্ষ ক'রে এই বিপন্নাকে রক্ষা করেছ—গোপাল! সে করুণাকে অসম্পূর্ণ রেখ না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন।

সাবাজ খাঁ ও জুনিদ খাঁ।

সাবাজ। ব্যাকুল হবেন না জনাবালি! যুদ্ধে উভয়পক্ষই কখনও জয়ী হয় না। যোদ্ধার যদি কর্ত্তব্যের ক্রটী না হয়, তা হ'লে পরাজয়ে আক্ষেপ করবার তার কিছুই থাকে না। দুরদৃষ্টকে দোষ দিন।

জুনিদ। আমার শক্তিতে যতদূর সাধ্য আমি করেছি।

সাবাজ। তবে আর কি? আপনার সাহস বীর্য্য ও বুদ্ধি সমস্তই ত আমার জানা আছে। তবে এখন যে কোন উপায়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আপনার ফৌজের কিছু কি অবশিষ্ট আছে?

জুনিদ। বারো আনা গেছে।

সাবাজ। সিকি ত আছে?

জুনিদ। তাতে কি হবে?

সাবাজ। তাতে এখন কিছু হবে না। এ সামান্য পাঁচ হাজার কেন, মোগলের নূতন ধরণের কামানের সম্মুখে দু'লক্ষ সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হ'লেও আমরা দাঁড়াতে পারব না। তবে এই কামানের সমকক্ষতা করবার অন্য উপায় উদ্ভাবন করবার সময় এখনও যথেষ্ট আছে।

জুনিদ। কি তা হ'লে কর্ত্তব্য?

সাবাজ। কটককে কেন্দ্র ক'রে আত্মরক্ষা। জঙ্গল এ দেশের আবরণ; জঙ্গলভরা পাহাড় এ সকল স্থানের স্বাভাবিক কেল্লা। আপনার যা সৈন্যাবশেষ সংগ্রহ করুন। উজীরের যা সৈন্য অবশিষ্ট আছে, তিনি সংগ্রহ করুন। বাকী সৈন্য সুলতানের। এই তিন দল একত্র হ'লে এখনও আমাদের প্রায় ষাট-হাজার সৈন্য আছে। তার ওপর এ দেশে বহুকাল ধ'রে অনেক পাঠান জায়গীরদার বাস করছে। দু'পাঁচ-ঘর ছত্রী জমীদার আছে। সকলে সাহায্য করলে আরও দশ বারো হাজার সৈন্য আমরা পেতে পারি। জঙ্গল নদী আর পাহাড়ের সাহায্যে এই সৈন্য নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত থাকলে মোগলকে উড়িষ্যায় প্রবেশে এখনও অনেক বেগ পেতে হবে। এর পরে আমরা একটু সময় পেলে পাঠান-মর্য্যাদারক্ষার কোনও কি একটা ব্যবস্থা করতে পারব না?

জুনিদ। উত্তম পরামর্শ।

সাবাজ। এই কথা দাম্ভিক উজীরকে আপনি শোনান। আমার দেওয়া পরামর্শ ব'লে পাছে তিনি গ্রহণ না করেন, সেই জন্য আমার নাম তাঁর কাছে উল্লেখ করতে আমি আপনাকে নিষেধ করি।

জুনিদ। আমি কি হীন কাপুরুষ যে, আপনার পরামর্শ নিজের ব'লে তাঁর কাছে উল্লেখ করব?

সাবাজ। বেশ, তবে বলবেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল না।

জুনিদ। এখন উজীর সাহেবকে কোথায় পাব?

সাবাজ। আপনারা মান্দারণের পথে এসেছেন, সুলতান বর্দ্ধমান হয়ে এই ঝাড়খণ্ডের পথ ধরেছিলেন। উজীর তাঁর উড়িষ্যা-গমনের সাহায্য করতে সেই পথের কোন না কোন স্থানে অবস্থান করছেন।

জুনিদ। বেশ, আমি তাঁর খবর নিতে চল্লুম।

সাবাজ। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে বলবেন, আমি সুলতানা ও রাজার অন্যান্য পরিবারবর্গকে মহানদী পার করিয়ে দিয়েছি, সুলতানও এতক্ষণ বৈতরণীর পারে।

জুনিদ। উজীরের কন্যা?

সাবাজ। কই, তিনি ত তাকে আমার কাছে পাঠান নাই।

জুনিদ। বলেন কি?

সাবাজ। কি যুবক! উজীর-কন্যার স্মরণেই যে, যুদ্ধের কথা সব ভুল হয়ে গেল?

জুনিদ। না জনাবালি—উজীর সাহেব কন্যাকে আমার সঙ্গেই পাঠাতে চেয়েছিলেন। এরূপ সময়ে তাকে সঙ্গে রাখা, আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি নি।

সাবাজ। ভালই করেছেন—অনূঢ়া যুবতীকে তার পিতার আশ্রয়ে রাখাই কর্ত্তব্য। বিবাহটা হয়ে গেলে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে সঙ্গে রাখতে পারতেন। নইলে এর পর যদি আপনাদের পরস্পরের বিবাহ না হ'ত, তা হ'লে বালিকার অবস্থা একটু বিপন্ন হয়ে পড়ত। আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার চরিত্রের উপর ইঙ্গিত করছি না।

জুনিদ। না—না—আপনি ঠিকই বলেছেন। বিবাহ? এই ত হ'তে হ'তে হ'ল না! মোগলের আক্রমণে কে যে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তার ঠিক ছিল না।

সাবাজ। এখনও ত আমরা দরিয়ায় ভাসছি।

জুনিদ। আর তার সঙ্গে দেখাই হবে কি না তার ঠিক কি?

সাবাজ। কিছুই বিচিত্র নয়।

জুনিদ। তবে আপনার সঙ্গে মিলিত হ'তে তিনি হাবসী-সরদার নসীব খাঁর উপর ভার দিয়েছেন। এই কথা শুনেছিলুম, তাই জিজ্ঞাসা করলুম।

সাবাজ। আমার কাছে সে আসে নি।

জুনিদ। যাক—উজীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'লেই সে কথা জান্‌তে পারব।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনমধ্যস্থ বৃক্ষতল।

মৃত হাবসী-সরদারের পার্শ্বে বসিয়া

ভোলাই।

ভোলাই। (হাবসীকে পরীক্ষা) বেটা বেজায় মাতাল হয়েছে দেখছি। ও মিঞা—মিঞা? ওঠ। এ তোমার খাস বাড়ীর বৈঠকখানা নয়! এ বাবা ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল—এখানে ঘরের ভেতরে বাঘে বাচ্ছা পাড়ে, হাতী রান্না ক'রে খায়—বেলা যাচ্ছে—ওঠ। কই, বেটা সাড়াও দেয় না যে—ছি বাবা! মদ আমরাও খাই, কিন্তু তোমার মতন এমন বে-এক্কার হই না। এক পিপে মদ খেয়েও চোল-কপাটী খেলে আসি। (হস্তদ্বারা গা ঠেলিয়া)—ওঠ—ওঠ—শুনছ? ওঃ! কেয়া চেহারা? হাবসী ত হাবসী! বেটার কি সবই বেয়াড়া? একটা তেলের কুপো—তাতে হাত পা গুলো জুড়ে দিয়েছে। বেটার মদ খাওয়া কি বেয়াড়া! পেটটি ফুলে একটি মশক হয়েছে! হাঁ-করা মুখে দাঁত ক'টি—বাঃ! বাঃ! ঠিক যেন রূপো-বাঁধানো হুঁকো। বলি ও মিঞা! তবে থাক তুই প'ড়ে, উঠলে একটু বখরা পেতিস। আর পেলি নি! এই—(বোতল নিজের মুখের কাছে ধরিয়া) দেখ—এখনও দেখ। এখনও হাত বাড়ালে পেতে পারিস। দেখ—এই দেখ—গেল, চ'লে গেল। এখনও হুঁ দিলে পাস। এক—দো—তিন—যা শালা—ফাঁকি পড়লি। (মদ্যপান ও বোতল উপুড় করিয়া)—এই দেখ, সব শেষ।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। ভোলাই?

ভোলাই। এই যে হুজুর!

রঙ্গ। কি কর্‌ছিস?

ভোলাই। আজ্ঞে হুজুর, কিচ্ছু করি নি! ব'সে ব'সে হাবসী বেটাকে আক্কেল দিচ্ছি!

রঙ্গ। হাবসী! হাবসী কে?

ভোলাই। ঐ যে দেখুন না, বেটা পুঁটে মাতাল—ছটাকখানেক মদ খেয়ে বে-এক্কার হয়ে প'ড়ে আছে। বেটা নড়েও না—চড়েও না, ডাকলেও সাড়া দেয় না, বেহুঁস। ওঠ্‌, বেটা হাবসী, ওঠ্‌। আমাদের হুজুর এসেছে, সেলাম কর্‌। হুজুর! বেটা ভারি ফক্কড়—সব শুনতে পাচ্ছে, কেবল কৈফিয়ৎ দেবার ভয়ে কথা কচ্ছে না।

রঙ্গ। (স্বগত) এ ত তা হ'লে বিবি সাহেবেরই রক্ষী হাবসী দেখছি, লোকটা সর্পাঘাতেই মরেছে।

ভোলাই। ওঠ্‌ না বেটা? হাঁ ক'রে ইয়ারকি করছিস কি? হুজুর এসেছে—সেলাম কর্‌। মনে করছ আমি তোমার ভিট্‌কিলিমি বুঝতে পারছি না! ওঠ্‌—নইলে এই ফাঁকা বোতল তোর পেটে পুরে তোর শুঁড়ির ফুফুকে পর্য্যন্ত দেশছাড়া ক'রে দেব।

রঙ্গ। ও মাতাল, না তুই মাতাল!

ভোলাই। আমি মাতাল? ছোট বাবু তুমি এই কথা বল্লে? এই হাব্‌সী বেটার কাছে আমার অপমান করলে!

রঙ্গ। ও কি বেঁচে আছে?

ভোলাই। এ্যাঁ —বেঁচে নেই? ম'রে ম'রে বেটা আমাকে তামাসা করছে। হুজুর! ঐ দেখ, জিব নাড়ছে।

রঙ্গ। নে চ'লে আয়।

ভোলাই। তাই ত হুজুর, এতকাল মদ খেয়ে মাতাল হলুম না, আজ মরা হাবসীর কাছে ঠ'কে গেলুম!

রঙ্গ। চ'লে আয়।

ভোলাই। আগে জানতে পারলে যে বেটাকে এক ঢোক্ মদ খাইয়ে দিতুম। তাই ত হাবসী মিঞা, আমার ত আর কিছু নেই যে, তোমাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে তুলব।

রঙ্গ। তবু দেখ মাতলামী করতে লাগল! তবে তুই থাক ভোলাই, আমি মনে করেছিলুম, তোকে সঙ্গে নেব। তা আর হ'ল না।

ভোলাই। কোথায় হুজুর?

রঙ্গ। যখন তোর মাথারই ঠিক নেই, তখন তোকে ব'লে কি হবে?

ভোলাই। আচ্ছা, ব'লে দেখ—যদি তাতে মাথা ঠিক না হয়, তা হ'লে এই বোতলের বাড়ি—(মস্তকে আঘাত করিবার উদ্যোগ)

রঙ্গ। (ভোলাইয়ের হাত ধরিয়া) খুব তোর মাথা ঠিক আছে। আমার সঙ্গে বৰ্দ্ধমান যেতে পারবি?

ভোলাই। খুব পারব। তুমি আমার সঙ্গে চলতে পারবে? (অগ্রগমন ও পতন)

রঙ্গ। না ভোলাই, সত্য সত্যই তুই একটু মাতাল হয়েছিস। তা হ'লে তুই থাক; আমি একাই যাই।

ভোলাই। আমি যখন জানতে পারলুম, তখন একা একা তোমাকে যেতে দেব?

রঙ্গ। কি করব, যদি দেরী করলে চল্‌ত, তা হ'লে তোকে সঙ্গে নিতুম। কিন্তু আমি আর এক লহমাও দেরী করতে পারব না।

ভোলাই। না ছোটবাবু, আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে।

রঙ্গ। তোর এ অবস্থায় আমি তোকে কেমন ক'রে সঙ্গে নিই।

ভোলাই। একবার পড়েছি ব'লে বার বার পড়ব? আর যদিই পড়ি, পড়লে কি আর আমি উঠব না? তুমি আমাকে হাবসী পেয়েছ? নাও—ফের—চল।

রঙ্গ। ও দিকে কোথায় যাচ্ছিস?

ভোলাই। বৰ্দ্ধমান কোন্ দিকে?

রঙ্গ। উত্তর দিকে।

ভোলাই। আরে মিঞা বৰ্দ্ধমান! তুমিও দেখছি মাতালের ওপর মাতাল। হাবসীর চেয়ে বে-আড়া। যদি হুজুরের খাতিরে পা কোনও রকমে ঠিক করলুম, যে দিকে চল্‌লুম, তুমি মিঞা কি না তার উল্টো দিকে চ'লে গেলে! বৰ্দ্ধমান কি করতে যাবে?

রঙ্গ। বিবি-সাহেবের বাপের তল্লাস করতে।

ভোলাই। বৰ্দ্ধমান এখান থেকে কত দূর।

রঙ্গ। শুনলুম, এখান থেকে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ দূর হবে।

ভোলাই। সেই দেশে তুমি একা যাবে?

রঙ্গ। কি করব ভোলাই, আমাকে যেতেই হবে।

ভোলাই। তা হ'লে এখান থেকে গিয়ে আরও দু'চার পেয়ালা খেয়েছ বল।

রঙ্গ। ভোলাই, আর খাই নি। মনে করছি আর খাব না।

ভোলাই। আর খাবার দরকার কি? যে মদ খেয়েছ, ও নেশা আর এ জন্মে ঘুচছে না।

রঙ্গ। কি বলছিস্?

ভোলাই। ঠিক বলছি। মাতাল আমি, না মাতাল তুমি। ওই হাবসী বেটা ম'রে জন্মের মতন শুয়েছে, আর তুমি ভূত হয়ে পথে পথে ঘুরতে বেরিয়েছ। নাও, আর বৰ্দ্ধমান যেতে হবে না—ফেরো।

রঙ্গ। না ভোলাই, আমাকে যেতে নিষেধ ক'র না।

ভোলাই। তা হ'লে বৰ্দ্ধমানে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ বল?

রঙ্গ। দূর গাধা!

ভোলাই। গাধা হ'তে পারি, কিন্তু ভেড়ো নই ছোটবাবু। বেটী একবার কাছটিতে পেয়েই তোমাকে গিলে খেয়েছে। তুমি যখন হুট্ বলতে চল্লিশ ক্রোশ

বৰ্দ্ধমান চলেছ, মাঝে মেদিনীপুর—তখন সে তোমাতে আর পদার্থ রাখে নি।

রঙ্গ। নে মাতলামী করে না, পথ ছাড়।

ভোলাই। ঠেলে যাও—ঠেলে যাও। বড়মার অঞ্চলের নিধি তুমি—কোথাকার পথে পড়া ঝুঁটো মুক্তোর খাতিরে আমি তোমাকে বৰ্দ্ধমানে যেতে দেব?

রঙ্গ। তুই আমার সঙ্গে মারামারি করবি না কি?

ভোলাই। দরকার হয়, তাও করতে হবে বই কি।

রঙ্গ। তা হ'লে ত তোকে জানিয়ে অন্যায় করলুম।

ভোলাই। তুমি কি জানাও—খোদা জানিয়ে দেয়। আজ সকালে হুজুর সমস্ত পাইক হলফ ক'রে তোমার গোলামী নিয়েছে। আমি সেই গোলামের গোলাম ভোলাই। আমাকে ভুলিয়ে যাওয়া কি তোমার ক্ষমতা?

রঙ্গ। আমি যে তোর বড়মার অনুমতি পেয়েছি।

ভোলাই। রাখ তোমার অনুমতি। আমি যেমন তোমার বৰ্দ্ধমান বুঝেছি, বড়মাও সেই রকম বুঝেছে। বড়বাবুর হুকুম পেয়েছ? •

রঙ্গ। মা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর দেখা পাই নি। রাত্রি থাকতে মেদিনীপুর পার হ'তে হবে ব'লে, আমি আর তাঁর দেখার অপেক্ষা করি নি।

ভোলাই। বাবার সঙ্গে দেখা করেছ?

রঙ্গ। তোর বাবা এখন অসংখ্য কাজে ব্যস্ত। সে তোদের যে যেখানে মরদ আছে, তাদের এক স্থানে জড় করবার জন্য ছুটোছুটি করছে। তাকে এখন আমার এই সামান্য ব্যাপারের জন্য মাথা ঘামাতে দিতে আছে?

ভোলাই। ফেরো—ফেরো! তুমি বড়বাবুকে লুকিয়েছ, বাবাকে লুকিয়েছ, মাকে ফাঁকি দিয়েছ। ছোটবাবু, তুমি ছোটবাবু না হ'লে আমি তোমাকে জুয়োচোর বলতুম, ফেরো।

রঙ্গ। তা যা বলেছিস ঠিক। বৰ্দ্ধমান যে কোথায়, কতদূর, তা আমি বলি নি। মায়ের সঙ্গে একটু জুয়াচুরী করেছি।

ভোলাই। কেমন, ঠিক বলেছি ত? এইবারে ফেরো।

রঙ্গ। আর আমি যে প্রতিশ্রুত হয়েছি! কথা মিথ্যা হয়ে যাবে?

ভোলাই। আরে রাখ তোমার পিতিচ্ছুতো? বেশ, পিতিচ্ছুতো হয়ে থাক,—বৰ্দ্ধমান তোমার কাছে এগিয়ে আসবে।

রঙ্গ। এতক্ষণ বেশ কইছিলি। এইবারে আবার মাতলামী আরম্ভ করলি।

ভোলাই। লাগ্—লাগ্—ভেল্‌কি লাগ। আয় বৰ্দ্ধমান চ'লে আয়। হাড়ী-ঝি-পেঁচোর মার আজ্ঞে—চ'লে আয়। বৰ্দ্ধমানের রাঙ্গা মাটী—বুড়ীকে ধ'রে ক্যাঁচ ক'রে কাটি—ফুঃ—

রঙ্গ। নে আর মাতলাম করে না; দু'জন লোক এই দিকে আসছে, চল, একটু আড়ালে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সুলেমান ও জুনিদের প্রবেশ)

সুলে। জুনিদ, আমার প্রত্যাশা আর ক'র না!

জুনিদ। তা কি হয় জনাবালি? আপনার কাছেই বাল্য থেকে আমার সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা। আপনার শিক্ষার সাহসেই আমি বিশ হাজার পাঠান নিয়ে লক্ষ মোগলকে আক্রমণ করেছিলুম।

সুলে। আবার আমরাই দোষে তোমার সেই অমানুষিক বীরত্বের কার্য্য ব্যর্থ হ'ল।

জুনিদ। আপনার দোষে হবে কেন? নসীবের দোষে।

সুলে। স্তোক বাক্যে আমাকে ভুলিও না। বারবার মোগলের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছি মনে ক'রে আমি যে পূর্ব্ব-দম্ভ ত্যাগ করেছি, এটা মনে ক'র না। সমস্ত হারিয়েছি—এক কন্যা বাদে আমার সব গেছে, তবু বাপ, আমি মঙ্গোলীবংশের দম্ভ পরিত্যাগ করি নি। আমিই তোমার পরাজয়ের কারণ। সমান সমান সৈন্য—মোগলের প্রচণ্ড কামানের কাছে দাঁড়াতে পারলুম না। তবু আরও এক দিন তাদের গতিরোধ করা আমার সাধ্য ছিল।

জুনিদ। এক দিন হ'লে ত আমি টোডরমল্লের সৈন্য পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করতুম; অন্ততঃ একবেলা রাখতে পারলে আমি পরাস্ত হতুম না।

সুলে। রোধ করবার সামর্থ্য সত্ত্বেও বুদ্ধির দোষে তা আমি করতে পারলুম না। আমার কামান, গোলা বারুদ রসদ সমস্ত শত্রুতে অধিকার ক'রে নিয়েছে, সৈন্য একরূপ নির্ম্মূলই হয়েছে। অবশিষ্ট যৎসামান্য যা ছিল, যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। বেশী আর কি বলব জুনিদ, বিশ ক্রোশ রাস্তা আমি একা

আসছি। আমাকে একটা কথা ব'লে আশস্ত করে এমনও একটা আমার সহচর নেই। একমাত্র সঙ্গী বল, ভৃত্য বল, বাহক বল—একমাত্র ঘোড়া আমার অবশিষ্ট ছিল, সেও উপযুক্ত আহার ও সেবার অভাবে পথের মাঝে ম'রে গেছে।

জুনিদ। এতদূর দুর্দ্দশা!

সুলে। এতদূর দুর্দ্দশা! ফকীরের কোমরে তলোয়ার বাঁধা শোভা পায় না ব'লে এই ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে একটা গাছে তাকে আমি ঝুলিয়ে রেখে এসেছি।

জুনিদ। আপনার বংশের সেই পবিত্র তরবারি—

সুলে। পার, কুড়িয়ে আন। আমার কন্যাকে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেইটি যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ ক'র। যাও জুনিদ, কন্যাকে নাও, আর আমার তলোয়ার নাও। সামান্য পথিক সে তলোয়ার স্পর্শ করতে সাহস করবে না।

জুনিদ। আসুন জনাবালি, সঙ্গে আসুন। সে সকল কথা পরে। দেখে বোধ হচ্ছে, সারাদিন আপনি অন্নজল স্পর্শ করেন নি।

সুলে। না জুনিদ, আর আমাকে খাবার জন্য অনুরোধ ক'র না। আমি ইচ্ছা করেছি, এখান থেকে নাগপুর হয়ে, বোম্বাই হয়ে, সমুদ্রপথে মক্কাসরীফ চ'লে যাব। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই এ দিকে এসেছি।

জুনিদ। সে পরের কথা পরে। এখন ত আমার তাঁবুতে গিয়ে জীবন রক্ষা করুন।

সুলে। তোমার ভাবী শ্বশুর হয়ে যাব, না উজীর হয়ে যাব?

জুনিদ। সে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। এখন আপনি যা আছেন, সেই মূর্ত্তিতে যাবেন। আপনি উজীর।

সুলে। কোথায় সুলতান যে, আমি উজীর? সুলতান রাজ্যহারা পথিক, আমি ফকীর।

জুনিদ। বেশ, নিজেকে উজীর না বলতে চান, পাঠান-সৈন্যের সেনাপতি ত আপনি?

সুলে। আমার নিজের কিন্তু একটিও সৈন্য নেই।

জুনিদ। না থাকে, দেব।

সুলে। একমাত্র তুমিই পাঠানকুলের মান-রক্ষা করেছ। তোমার সৈন্য ত আমি নেব না।

জুনিদ। না নেন, অন্য সৈন্য দেব।

সুলে। কোথায় পাবে?

জুনিদ। মোগলের এক আক্রমণেই কি বাঙ্গলা-থেকে পাঠানকুল নির্ম্মূল হয়ে গেল! বক্তিয়ার খিলিজীর সময় থেকে এ দেশে পাঠান বাস করছে। পাঠানের সঙ্গে কত রাজপুত এ দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই জেলাতেই কিছু না হয়, অন্ততঃ বিশ পঁচিশ হাজার খিলিজী পাঠান আছে। সৈন্যের আপনার ভাবনা কি?

সুলে। ফিরতে আমার আর অভিরুচি হচ্ছে না, জুনিদ খাঁ!

জুনিদ। আমার আপনাকে ফেরাতে অভিরুচি হচ্ছে। সৈন্য দিতে পারি—ফিরবেন। না পারি, আপনার যা অভিরুচি করবেন। আমি কোনও আপত্তি করব না।

সুলে। তোমার তাঁবু এখান থেকে কত দূর?

জুনিদ। আপনি ক্ষণেকের জন্য এই তরুমূলে বিশ্রাম করুন। আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি। দোহাই, আর কোথাও যাবেন না।

সুলে। রইলুম জুনিদ খাঁ।

জুনিদ। ভাল কথা—আপনার কন্যা ত সাবাজ খাঁর দলে মিশতে পারেন নি?

সুলে। মিশতে আমি নিষেধ করেছিলুম। একায়েক তাকে কটকে নিয়ে যেতে নসীব খাঁর উপর ভার দিয়েছিলুম।

জুনিদ। সেটা কি ভাল করেছেন?—আমি জানতুম—

সুলে। জুনিদ খাঁ! তোমারই কাছে আমি ফকীর। নিশ্চিন্ত হও—সিংহশাবককে কেউ স্পর্শ করতে সাহস করবে না।

[জুনিদের প্রস্থান।

বিশ্রাম? একেবারে বিশ্রাম নেওয়াই কর্ত্তব্য ছিল। যাক্—একবার দেখি, অদৃষ্ট আরও কত নীচে আমাকে ফেলতে পারে। (বৃক্ষতলে উপবেশন করিতে করিতে) ঠিক জায়গায় এনে ফেলেছ খোদা! এই ত মানুষের শেষ বিরামস্থান—তখন আবার সেই বিষয়ের দিকে টানছ কেন? মোগলকে পরাস্ত ক'রে বাঙ্গলায় আবার পাঠানের প্রতিষ্ঠা করব, সে আশা আর নেই। তবে কিসের জন্য বেঁচে আছি? কলি! মা! তোকেও অন্ততঃ সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখলে বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে

মরতে পারি।—(মৃত হাবসীকে দেখিয়া)—এ কি! নসীব খাঁ! নসীব খাঁ, আমার কন্যা? পরপার থেকে যদি কথা কইবার শক্তি থাকে, শীঘ্র বল, আমার কন্যা কোথায়? নসীব খাঁ—নসীব খাঁ! (মৃতদেহ পরীক্ষা) —হায়! তোমার সঙ্গে যদি কন্যারও মৃতদেহ দেখতে পেতুম, তা হ'লেও মৃত্যুর পূর্ব্বে নিশ্চিন্ত হতুম। ঠিক হয়েছে! আক্ষেপ করবার তুমি আর কিছু রাখ নি! মূর্খ সুলেমান! আগেই তোমার মরা কর্ত্তব্য ছিল। দুর্দ্দশার এই চরমটুকু ভোগ করবার লোভ সংবরণ করতে পার নি, তাই তুমি এখনও জীবিত ছিলে। আর কেন হতভাগ্য, যাও—যোগ্যস্থানে চ'লে যাও—যোগ্য স্থানে চ'লে যাও। (ছুরিকা বাহির)—কে ও—ফরীদ? নিতে এসেছিস—আয়! আয়!—

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

তাই ত! এ কি রকমটা হ'ল! কই ফরীদ! কবরস্থ প্রিয়তম! কোথায় তুমি? আমাকে আত্মহত্যা করতে দেবে না ব'লেই কি এই অপরিচিত যুবকে লহমার জন্য নিজমূর্ত্তি প্রতিফলিত করলে?

রঙ্গ। জনাবালি, এই রাত্রিকালে বনের ধারে না ব'সে, নিকটের কোনও আশ্রয়ে রাত্রি অতিবাহিত করলে হয় না?

সুলে। কে তুমি?

রঙ্গ। এখানে আর কথা কেন? সেই-খানেই চলুন না। পরিচয় দিলেও ত আপনি বুঝতে পারবেন না?

সুলে। (স্বগত) জিজ্ঞাসা করব? জিজ্ঞাসা করব? কোথায় কলি, একবার তত্ত্ব নেব?

রঙ্গ। জনাবালি, হুকুম?

সুলে। (স্বগত)—না না! দুনিয়া ছাড়তে চলেছিস, তখন আর কেন সুলেমান? এই চরম দেখেও তোর জ্ঞান হ'ল না? বেঁচে থেকে আরও কত কি কুৎসিত কথা শুনতে চাস?

রঙ্গ। হুজুরালি! হুকুম?

সুলে। না—আমি যাব না, তুমি যাও। (রঙ্গলালের উপবেশন) এ কি, বসছ কেন?—কি বিপদ! তুমি এখানে বসলে কেন?—যাও।

রঙ্গ। আপনি এখানে থাকলে আমি ত যাব না।

সুলে। কি বিপদ! এর মানে কি?

রঙ্গ। মানে আর কিছু নয় হুজুরালি! আপনি যখন একা,—আর সময় রাত্রি, স্থান জঙ্গল, তা দেখে চ'লে যাওয়া আমার কুষ্ঠীতে লেখে নি।

সুলে। তুমি কি আমার রক্ষক এলে না কি?

রঙ্গ। অহঙ্কার করব কেন জনাবালি, যখন শক্তি আপনার জানি না। তবে আপনার বর্ত্তমান অবস্থা দেখে আমি উঠতে পারি না।

সুলে। ও সব কথা রাখ—চ'লে যাও—যাও (স্বগত) খোদা! এ কি! সুশৃঙ্খলে মরতেও দিলে না দেখছি।

[প্রস্থানোদ্যত।

রঙ্গ। নিকটে আশ্রয় আছে।

সুলে। থাক্, আমার প্রয়োজন নাই।

[প্রস্থান।

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। ভোলাই? শীগ্‌গির যা, নায়েব মশাইকে খবর দে আমি বাড়ী চললুম। আর আমাকে বর্দ্ধমান যেতে হ'ল না।

ভোলাই। বর্দ্ধমান এসেছে?

রঙ্গ। তুই সাধু বাপের বেটা, তোর কথার জোর কত, কথার টানে বর্দ্ধমান কাছে এসেছে। কিন্তু দেখিস্—আবার যেন বর্দ্ধমান স'রে না যায়?

ভোলাই। আবার? বর্দ্ধমানের মাটী কামড়ে প'ড়ে থাকব।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বন

বঙ্গ-রমণীগণের গীত।

ভারতীর কুটীরে এ কি দেখে এলাম সই।
মরমভাঙ্গা কথা সে যে কেমন ক'রে কই॥
কেমন নাপিত সে যে কেমন না তার হিয়া
এমন চাঁচর চিকণ কেশ দিলেক মুড়াইয়া॥
ভুঁয়ে-ঝরা কোটি চাঁদ সোনার গৌরাঙ্গ।
কোন প্রাণে কে দিল রে তার শ্রীকরে করঙ্গ॥

কি করছে তার সোনার বউ—কি করছে
তার মায়।
পরাণ ছাড়া দেহ বুঝি লোটায় আঙ্গিনায়॥
রাধার পায়ে দাসখত লিখে বৃন্দাবনে
(মোরা শুনে এলেম গো)
রাধার রূপে কালাচাঁদ নাচিবে কীর্ত্তনে॥
(রাধারাণীর ঋণের দায়ে—শুনে এলেম গো)

(সাবাজের প্রবেশ)

সাবাজ। হাঁ রে. এ আমি কোথায় এসেছি বলতে পারিস ?

১ম রমণী। কুথাকে যাবে ?

সাবাজ। কোথাও যাব না—স্থানটার নামটা জানতে চাচ্ছি।

১ম রমণী। ঘোষালের ডাঙ্গা বটে।

সাবাজ। (স্বগত) তাই ত! এই বাইশ বছরে স্থানের এতই পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে যে, বাড়ীর দোরের কাছে এসেও পথ চিনতে পারলুম না। (প্রকাশ্যে) সরদিয়া গ্রাম কোন্ দিকে ?

১ম রমণী। হোই ? সরদিয়া লগিচ বটে! হুই ঠাকুরবাড়ী! স্থাখ্যা লও, হুঁথা আমাদের রাজ্জা রইছে।

সাবাজ। কে গো, ছত্রীবাবুরা ?

১ম রমণী। হুঁ—আজ্ঞে।

সাবাজ। তোরা কি ?

১ম রমণী। বাউরি গো ?

সাবাজ। কোথা গিয়েছিলি ?

১ম রমণী। মেদিনীপুর হাট করত্যা গেই-ছিলুম।

সাবাজ। আচ্ছা, বাবুদের এখন কে আছে বল্‌তে পারিস ?

১ম রমণী। হোই ? বড়বাবু রইছ্যা, ছোটবাবু রইছ্যা, সব্বাই ত রইছেন বটে!

সাবাজ। আর ?

(জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। হোই ছুঁড়ীগুলা করছুস্ কি ? ছুট্যা চল্ লবাবরা টুক্‌চ্যা থাপ্পা হইছে—ছুট্যা চল—ঘর বাড়ী লুট্যা লিবে—ছুট্যা চল্।

সাবাজ। কি জন্য থাপ্পা হ'ল রে ?

বৃদ্ধ। আমি ত ছোঁড়া বট্যে—কইত্যা লারবো—কইত্যা লারবো।

[সাবাজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সাবাজ। তাই ত গোপাল! আর যে এক পা এগুবো, তার উপায় রাখলে না, তোমার মন্দিরকে লুকিয়ে একবার বাড়ী দেখে আসব মনে করেছিলুম। অন্তর্য্যামী তা তুমি করতে দিলে না। বাইশ বৎসর পূর্ব্বের সমস্ত মনের কথা প্রত্যেক ইষ্টকে ক্ষোদিত ক'রে—গোপাল! তোমার মন্দির সেই তীব্র মর্ম্ম-বেদনার কাহিনী আমাকে পড়াবার জন্য যেন দাঁড়িয়ে উঠেছে। না—না—আর আমার যাওয়া হ'ল না। গোপাল! ভাঙ্গা মন্দির চোখের সম্মুখে ধ'রে আর আমাকে টিটকারী দিও না; তোমাকে পরিত্যাগের ফল পেয়েছি, ধর্ম্মত্যাগ কর্‌লুম, কিন্তু পাঠান পাঠানই রইল—আমাকে আপনার করলে না—তেলে জল মিশতে পারলে না। সোনার সংসার পরিত্যাগ ক'রে নূতন সংসার পাতলুম—সে সংসারও ভেঙ্গে গেল! একমাত্র বালকপুত্র অবশিষ্ট। গোপাল! আত্ম-প্রতারকের চূড়ান্ত শাস্তি হয়েছে! প্রায়শ্চিত্ত যে করব, তারও উপায় রাখ নি। তবে আর নয়—আর নয়—গোপাল, সেলাম! দেশ নব-চৈতন্যধর্ম্মে মেতেছে, আর আমি এমন শুভ সময়ে ধর্ম্মত্যাগ করেছি। শান্তি! শান্তি! শান্তি! ভগবান কোথা শান্তি ?

(জৈনুদ্দীনের প্রবেশ)

জৈনু। বাবা ?

সাবাজ। এ কি জৈনুদ্দীন! তুমি কেমন ক'রে এলে ?

জৈনু। আমি বরাবর আপনার পিছন পিছন আসছি। কার সঙ্গে কথা কইছিলেন ব'লে আপনার কাছে আসি নি।

সাবাজ। তোমার রক্ষী ?

জৈনু। দূরে আছে—আসতে বলব।

সাবাজ। থাক, আমি বলছি। সহবৎ খাঁ ?

(সহবৎ খাঁর প্রবেশ)

সহবৎ, এ—আমার সঙ্গে থাক্—তুমি তাঁবুতে ফিরে যাও।

[সহবৎ খাঁর প্রস্থান।

জৈনু। পথ ছেড়ে এ দিকে এলেন কেন বাবা ?

সাবাজ। কেন এলুম—এ কথার ঠিক উত্তর তোমাকে দিতে পারব না ত।

জৈনু। কেন পারবেন না বাবা ?

সাবাজ। শুনলে তোমার ভয় হবে।

জৈনু। না বাবা, আমার ভয় হবে না। আপনি বলুন।

সাবাজ। তোমার বাবার বলতে ভয় হচ্ছে। (জৈনুদ্দীনের হস্ত নিজ বক্ষে রাখিয়া) বুঝতে পারছ বাপ ?

জৈনু। তাই ত বাবা, আপনার বুক যে বড় ঢিব ঢিব করছে ?

সাবাজ। বুঝতে পেরেছ, আমি কত ভীত হয়েছি। তবু আমি বৃদ্ধ। আমার হৃদয়ের রক্ত-প্রবাহ মন্দীভূত হয়ে এসেছে।

জৈনু। কাকে এত ভয় করছেন বাবা ?

সাবাজ। যাকে ভয় করছি, তাকে এখনও দেখি নি।

জৈনু। না দেখে এত ভয় !

সাবাজ। দেখবার আগেই এত ভয় !

জৈনু। সে কি বাঘ ?

সাবাজ। এই ত জৈনুদ্দীন ভুল করলে ? বাঘকে কি কখনও ভয় করেছি শুনেছ ?

জৈনু। তা হ'লে সে কি বাবা ?

সাবাজ। আমি দেখতে পাচ্ছি না—তুমি দেখ দেখি ওদিকে কিছু দেখতে পাও কি না।

জৈনু। একখানা বাগান।

সাবাজ। সেই বাগানের মধ্যে—একটু তুলে ধরি, তা হ'লেই দেখতে পাবে।

জৈনু। দেখতে পেয়েছি—একটা যেন মস্‌জিদ—হাঁ বাবা ও মস্‌জিদে এত মিনার কেন ?

সাবাজ। ও হচ্ছে হিন্দুর মস্‌জিদ। ওকে মন্দির বলে। ওই, ওর ভিতরে যে আছে, তাকে আমি ভয় করি।

জৈনু। মস্‌জিদের ভিতরে ত কিছু থাকে না।

সাবাজ। কিছু থাকে না - অথবা যিনি থাকেন, তাঁর আকার নেই। তাঁকেই অর্চ্চনা করতে সেখানে সর্ব্বদাই ভক্তের সমাগম হয়। তবে ও মন্দিরে যিনি আছেন, তাঁর আকার আছে।

জৈনু। তাকেই আপনার ভয় ?

সাবাজ। বিষম ভয় ! আমি এখান থেকে তাঁর মন্দিরের চূড়া দেখবার আগেই কাঁপছি।

জৈনু। সে কি এতই দুর্দ্দান্ত ?

সাবাজ। না বাপ, সে তোমারই মত বালক, তোমারই মত কোমল।

জৈনু। তাকে আপনি ভয় করছেন !

সাবাজ। কতবার বলব জৈনুদ্দীন ! মৃত্যুকে আমি তিলমাত্রও ভয় করি না, কিন্তু ওই মন্দিরের চারি পার্শ্বের মৃদুসঞ্চরণশীল বায়ুকেও আমি ভয় করছি। পাছে মন্দিরগাত্রের একটা কণা সমীরে ভেসে এসে আমার বক্ষ স্পর্শ করে।

জৈনু। স্পর্শ করলেই কি আপনার মৃত্যু হবে ?

সাবাজ। আবার ভুল করছ জৈনুদ্দীন !

জৈনু। তবে কি হবে ? আমি যে আপনার কথা বুঝতে পারছি না বাবা !

সাবাজ। কি হবে, আমিও তোমাকে বোঝাতে পারব না। মনের সে অবস্থায় যদি আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে অভিলাষ করি, মৃত্যু আমার স্পর্শ-ভয়ে দূরে স'রে যাবে। হবে কেন জৈনুদ্দীন তার মৃদু ক্রিয়া আগে হ'তেই আরম্ভ হয়েছে। বাপ, এস, এ স্থান ত্যাগ করি। তুমি কাছে রয়েছ। তোমার এই অপরিচিত বান্ধবহীন নির্জ্জন দেশে আমি মাত্র তোমার সঙ্গী। অনুচরেরা এখান থেকে অনেক দূরে। যদিও জানি, ডাকলে মৃত্যু আসবে না, তবু তুমি কাছে থাকলে মৃত্যুকেও ডাকতে পারব না ! (জৈনুদ্দীন উভয় করতলে চক্ষু ও মুখ আবৃত করিল)—এস, আমরা তাঁবুতে ফিরে যাই। জৈনুদ্দীন—জৈনুদ্দীন ! ও কি ? ও কি করছ জৈনুদ্দীন—কাঁদছ ? জৈনুদ্দীন ! (মুখাবরণ উন্মোচন) তুমি কাঁদবে কেন ? তোমার ত এতে কাঁদবার কিছু নেই।

জৈনু। না—কাঁদব কেন ? আমি ভাবছিলুম, কেমন ক'রে আপনার ভয়টা দূর করি।

সাবাজ। আমার ভয় তুমি দূর করবে ?

জৈনু। কেন, আপনি কি মনে করেছেন, আমি পারব না ?

সাবাজ। তুমি সিংহশাবক—ইচ্ছা করলে তুমি অসাধ্য-সাধন করতে পার ; কিন্তু আমার ভয় কি জন্য,

যখন তুমি জান না, তখন তুমি কেমন ক'রে তা দূর ক'রবে?

জৈনু। কিজ ন্য ভয় নাই বা জানলুম। যার জন্য ভয়, তাকে দূর করলেই হ'ল।

সাবাজ। কেমন ক'রে দূর করবে?

জৈনু। ওই মন্দিরের ভিতর যে আছে, তাকে আমি কেটে ফেলব।

সাবাজ। হাঁ, তা করতে পারলেই আমার মনুষ্যত্বের কার্য্য পূর্ণ হয়!

জৈনু। আপনি কি মনে করেছেন বাবা, আমি তাকে কাটতে পারব না?

সাবাজ। তুমি তাঁকে কাটতে পার, কিন্তু আমি তাঁর কাছে অপরাধী, আমার অপরাধে তাঁকে কাটবে কেন?

জৈনু। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। তা আপনি কেমন ক'রে তার কাছে অপরাধ করলেন? আমরা ছিলুম গৌড়ে, আর সে আছে এই জঙ্গলভরা দেশের এক মন্দিরে।

সাবাজ। আমি চিরদিন গৌড়ে ছিলুম না। প্রায় বাইশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই দেশে ছিলুম। সেই সময় গোপালের সঙ্গে আমার বড়ই প্রণয় ছিল।

জৈনু। কি বল্লেন—গোপাল! গোপাল কি?

সাবাজ। ওই মন্দিরে যিনি বাস করেন, তাঁর নাম গোপাল।

জৈনু। বাইশ বৎসর আগে যাকে দেখেছেন, এখন সে আমার মত বালক হবে কেমন ক'রে?

সাবাজ। সে চির-কিশোর।

জৈনু। বাঃ—বাঃ! এ ত মজার গোপাল! তারই কাছে অপরাধ করেছেন?

সাবাজ। তাঁরই কাছে অপরাধ।

জৈনু। বেশ, তবে গোপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। অপরাধের মার্জ্জনা চান।

সাবাজ। ইহজন্মে সে অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

জৈনু। মার্জ্জনা নেই মানে কি বাবা? গোপাল কি আপনাকে মাফ করবে না? তা যদি সে না করে, তা হ'লে তাকে আমি কেটে ফেলব। আমি এক ফকীরের মুখে শুনেছি, যে অপরাধ করে, সে যত না পাপী, যে অপরাধের মাফ করতে জানে না, সে তার চেয়ে বেশী পাপী।

সাবাজ। আমার সেখানে যাবার যো নেই।

জৈনু। বেশ, আমাকে অনুমতি করুন। আমি যাই—আপনার হ'য়ে মাফ চাই।

সাবাজ। তুমিই বা কেমন ক'রে যাবে? আমার যে দশা তোমারও তাই। তুমি মুসলমান। গোপালের মন্দিরদ্বারে যে হিন্দু রক্ষী আছে, সে ত তোমাকে মন্দিরে ঢুকতে দেবে না।

জৈনু। ভালয় ভালয় ঢুকতে না দেয় তরোয়ালের জোরে ঢুকব।

সাবাজ। শুধু কি তোমারই তরোয়ালের জোর আছে জৈনুদ্দীন! তাদেরও কি নেই?

জৈনু। না ঢুকতে পারি, মন্দিরদ্বারে ম'রব—গোপালকে আমার পরিচয় শোনাতে শোনাতে মাটীতে দেহ রাখব। আমি পাঠান, আমি কি মরণের ভয়ে পেছিয়ে আসব?

সাবাজ। তুমি পাঠান নও জৈনুদ্দীন।

জৈনু। পাঠান নই?

সাবাজ। না। তুমি রাজপুত-মুসলমান। তোমার মা ছিলেন পাঠানী পিতা রাজপুত।

জৈনু। আপনি রাজপুত?

সাবাজ। রাজপুত। শুধু তাই নয়, পূর্ব্বে আমি হিন্দু ছিলেম।

জৈনু। তবে ত আমিও রাজপুত—আমিও রাজপুত। বাবা! তবে আমি গোপালকে দেখব।

সাবাজ। ভাগ্যবশে দেখা হয়, দেখবে। তোমাকে অনুমতি দিতে পারি না। ক্ষুণ্ণ হও না বীর। তুমি সাহসী হ'লেও নিতান্ত বালক—এই উচ্চভূমি থেকে ওই মন্দির-চূড়া দেখতে পেয়েছ ব'লে ও মন্দির নিতান্ত নিকটে মনে ক'র না। এখান থেকে দুই ক্রোশের কম নয়। তার উপর এখান থেকে ওখানে যাবার সুগম পথ নেই। পথও নিরাপদ নয়।

জৈনু। শুধু কি এই বাধা?

সাবাজ। আরও অনেক বাধা। যদি ওখানে তোমার যাবার একান্তই ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, আজ রাত্রির মত অপেক্ষা কর। কাল তোমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। রাত্রি হয়ে যাচ্ছে; আজ শিবিরে ফিরে চল। যেতে আবার দাঁড়ালে কেন? (জৈনুদ্দীন করপল্লবে মুখ আচ্ছাদন করিল) এ তুমি কি বে-আদবী করছ জৈনুদ্দীন?

জৈনু। বাবা, রাত্রিকাল—কেউ দেখতে পাবে না।

সাবাজ। তুমি যাবে?

জৈনু। আপনি আমাকে ওই মন্দিরের কাছ পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসুন না কেন?

সাবাজ। তুমি কি যাবার খেয়ালটা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছ না?

জৈনু। কে যেন কোথা থেকে আমাকে বলছে—ওই চোর—ওই চোর—পালিয়ে যাচ্ছে।

সাবাজ। একান্তই যাবে? কিন্তু জৈনুদ্দীন, আর যদি আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ না হয়?

জৈনু। আর দেখা হবে না?

সাবাজ। ভয় নেই বালক! আমি তোমাকে পথে ফেলে যাব না। যদি আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়, তুমি নিরাশ্রয় হবে না। তোমার সাহস পরীক্ষা করলুম—সন্তুষ্ট হ'লুম। ভয় নেই—তোমাকে ওখানে পাঠাবার যদি অন্য উপায় না করতে পারি, আমিই তোমাকে ওই গোপাল-মন্দিরের দ্বারে রেখে আসব। তৎপূর্ব্বে আমার অপরাধটা কি তোমাকে একবার জানান কর্ত্তব্য। জানাবার জন্য বুঝি গোপালের ইচ্ছায় প্রকৃতি আজ সাহায্য করছে। কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ দিগন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। পশ্চিমাকাশের নীলিমা পূর্ব্বাকাশের পলায়নপর নীলিমাকে বুকে আশ্রয় দিয়ে দেখতে দেখতে নিবিড় হয়ে উঠল। জৈনুদ্দীন, চাঁদকে পিছন কর। তোমাকে আর একবার তুলে ধরি, তুমি আর একবার গোপাল-মন্দির নিরীক্ষণ কর। (উত্তোলন)

জৈনু। বা! বা! কি শোভাই হয়েছে বাবা! প্রতি মিনারের মাথায় সোনার গোলক চাঁদের কিরণে এক একটা সোনার চাঁদ হ'য়ে যেন সাগরদীঘিতে ভাসছে।

সাবাজ। মন্দিরের কি শোভা এখন বুঝতে পারছ?

জৈনু। খুব পারছি।

সাবাজ। ক'টি চূড়া দেখতে পাচ্ছ?

জৈনু। যে ক'টা আছে সব।

সাবাজ। ক'টা?

জৈনু। এক দুই (অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে গণনা)—আটটা।

সাবাজ। আর একটা ছিল। (জৈনুদ্দীনকে ভূমিতে রক্ষা)

জৈনু। আরও একটা ছিল?

সাবাজ। সেইটিই ছিল সবার মধ্যস্থলে। সেটি সবার চেয়ে বড়—সবার চেয়ে সুন্দর।

জৈনু। তা হ'লে ত মন্দিরের শোভার হানি হয়েছে?

সাবাজ। হানি কেন বাপ, পূর্ব্বশ্রীর কণামাত্রও এখন ও-মন্দিরে নেই। ওই নয় চূড়ার মন্দির—হিন্দুরা যাকে নবরত্নের মন্দির বলে, এক সময় এ দেশের লোকের একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল।

জৈনু। সে চূড়ার কি হ'ল?

সাবাজ। তার মাথার উজ্জ্বল স্বর্ণ-গোলক বাইশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি এক রাত্রির চাঁদের আলোকে মেদিনীপুরের জায়গীরদার সাদী খাঁর বেগমমহলে কিরণ নিক্ষেপ করেছিল। সেই বে-আদবীর শাস্তি দিতে জায়গীরদার ঐ মন্দিরের শ্রেষ্ঠ চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছে।

জৈনু। উঃ! সাদী খাঁ ত বড় নিষ্ঠুর! আপনি সে চূড়া ভাঙ্গা দেখেছেন?

সাবাজ। দেখেছি—পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। তখন এমন শক্তি ছিল না যে, পাঠানের এই অকারণ অত্যাচারের প্রতিবিধান করি। তবে মর্ম্মান্তিক যাতনায় গোপালের সম্মুখে প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সেই দিনেই দেশত্যাগ করেছিলুম।

জৈনু। প্রতিশোধ নিতে পারেন নি?

সাবাজ। প্রতিশোধ কেমন ক'রে নেব? বাড়া থেকে বেরিয়ে অদৃষ্টবশে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। আজ বাইশ বৎসর পরে গোপালের চক্রে মোগলের তাড়নে এখানে এসে পড়েছি। নইলে এ দেশে আমার আর আসবার সম্ভাবনা ছিল না।

(ব্রজনাথের প্রবেশ)

ব্রজ। আপনারা কে গো?

সাবাজ। আমরা বিদেশী। তাই ত! এ কি! ঘোষাল বুড়ো আজও বেঁচে আছে?

(ব্রজ নিকটে আসিয়া সাবাজের
মুখ নিরীক্ষণ করিলেন)

সাবাজ। (স্বগত) আমাকে চিনলে না কি? আমার চেয়ে বড়, তবু ঘোষাল ঠিক সেই আছে। কিন্তু হায়, মানসিক পীড়ায় আমি ওর চেয়ে বৃদ্ধ হয়েছি।

ব্রজ। কেও? হুজুর, সেলাম।

সাবাজ। আপনি কি আমাকে চেনেন ?

ব্রজ। আজ্ঞে—আজ্ঞে— দেশের মালেক আপনারা, বাদশার জাত, আপনাদের আর চেনবার দরকার হয় না।

সাবাজ। মুখের দিকে বিশেষ রকমে দেখছিলেন ব'লে আমি মনে করেছিলুম, আপনি হয় ত কোথাও আমাকে দেখেছেন ?

ব্রজ। আজ্ঞে হুজুর, আপনাকে মিছে কইব কেন। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমি কিছু চম্‌কে উঠেছিলুম!

সাবাজ। কোনও আত্মীয়-ভ্রম হয়েছিল বোধ হয় ?

ব্রজ। আত্মীয়—আত্মীয়—(দীর্ঘশ্বাস) যাক হুজুরালি! আমি বড় ব্যস্ত আছি। অধিকক্ষণ হুজুরের কাছে থাকতে পারব না। এটি কি—

সাবাজ। পুত্র।

ব্রজ। বা! বা! অতি সুন্দর বালক! তা ওটিকে তুলে ধ'রে কি দেখাচ্ছিলেন ?

সাবাজ। ওই দূরে একটি মন্দির রয়েছে, তাই দেখাচ্ছিলুম! বালক ওরূপ আকারের মন্দির পূর্ব্বে কখন দেখে নি। মন্দিরটি দেখতে অতি সুন্দর বোধ হ'ল, কিন্তু দেখলুম, তার একটি চূড়া ভেঙ্গে গিয়েছে।

ব্রজ। এখন ওর সৌন্দর্য্যের কি আছে হুজুর ? সে চূড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের পোনেরো আনা শ্রী চ'লে গিয়েছে। যা বা ছিল, তাও দুই এক দিনের ভিতর যায়।

সাবাজ। কেন—কেন ?

ব্রজ। ঐ গ্রামের মালিক বাবু রতিলাল রায় ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামান্য একটা অছিলায় বছর বাইশ আগে মেদিনীপুরের মামলৎদার ওই চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আবার কি একটা অছিলায় পাঠানরা ওই মন্দির চূর্ণ করবার সঙ্কল্প করেছে।

সাবাজ। কি অছিলা বাবুজী ?

ব্রজ। হুজুরালি, মাফ্‌ করুন, আমি আর অধিকক্ষণ থাকতে পারব না ; যত দেরী করব, ততই বিপদ আরও ঘনীভূত হবে। হবে কেন, হয়ে উঠেছে। আপনার কাছে আমি এতক্ষণ থাকতে পারতুম না— তবে—

সাবাজ। আত্মীয়-ভ্রম হওয়াতে আপনি মমতায় একটু বিলম্ব ক'রে ফেলেছেন।

ব্রজ। বাইশ বছরের বিবাদ—হুজুর, আপনাকে দেখে প্রবল হয়ে জ্বলে উঠেছিল। আর নয়—বড়ই শঙ্কট সময়—মেয়েছেলেদের মর্য্যাদা রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। রতিলাল বাবুর প্রতিষ্ঠিত দেবতা গোপালের শ্রীবিগ্রহকে স্থানান্তরিত করতে হবে। বিলম্ব হ'লে হয় ত কিছু করতে পারব না।

জৈনু। না—গোপালকে কোথাও পাঠাতে পারবেন না।

(সাবাজ ব্রজনাথের অজ্ঞাতে হস্তদ্বারা
জৈনুদ্দীনকে চুপ করিতে বলিলেন)

ব্রজ। হুজুর! আপনি কি গোপালকে মন্দিরে রাখবার আশ্বাস দিচ্ছেন ?

সাবাজ। বালক আপনার কথা শুনে বোধ হয় একটু ব্যাকুল হয়েছে, ক্ষুদ্র বালক—ও আপনাকে আশ্বাস কি দেবে ? এক আশ্বাস দিতে পারতুম আমি। কিন্তু বাবুজী, আমি মুসলমান। হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গায় মুসলমানকে বাধা দিতে আমার অধিকার নাই।

ব্রজ। তা হ'লে হুকুম করুন, আমি আসি।

সাবাজ। কোথায় গিয়েছিলেন ?

ব্রজ। মেদিনীপুরে—মামলৎদার সাদী খাঁর কাছে। যদি বিবাদের কোনরূপ একটা মীমাংসা হয়।

সাবাজ। মীমাংসা হ'ল না ?

ব্রজ। একবার গেছি! এই বৃদ্ধ বয়সে সরদিয়া আর মেদিনীপুর বারবার যাতায়াত করেছি। মীমাংসা হ'ল না। তারা রায়বংশকে সরদিয়া থেকে উচ্ছেদ করবার সঙ্কল্প করেছে।

সাবাজ। আপনারা অবশ্য যথাসাধ্য প্রতীকারের ব্যবস্থা করবেন ?

ব্রজ। যথাসাধ্য—হুজুর! সেই পরামর্শই স্থির করতে চলেছি! জানি, বড় একটা কিছু করতে পারব না। আমার পূর্ব্ব প্রভু রতিলাল পারেন নি। মনের দুঃখে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। জানি, কিছু করতে পারব না। তবু মনিবকে দেশে রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিছু না পারি, সাদী খাঁর বেটাকে একবার দেখে নেব।

সাবাজ। সে বুঝি আপনার বড় অপমান করেছে ?

ব্রজ। আমার করলে, আমি গ্রাহ্য করতুম না। আমার সম্মুখে আমার পূর্ব্ব প্রভুকে অকথ্য ভাষায় গাল

দিয়েছে। আমি সব সহ্য করতে পারি, আমার সম্মুখে আমার সে মনিবের নিন্দা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। তাঁরই মায়াতে আমি চল্লিশ বৎসর রায়েদের সংসারে আবদ্ধ আছি। এই আমার মৃত্যুকাল। আর কিছু করতে পারি আর না পারি—মরবার সময় একবার মরণ-কামড় কামড়ে যাব।

(কলু সর্দ্দারের প্রবেশ)

কালু। বাঃ বাঃ! নায়েব মশায়, তুমি ত বেশ!

ব্রজ। চল, যাচ্ছি!

কালু। এখনও যাচ্ছি? তুমি কি নিজেই সব মাটী ক'রে দেবে না কি?

ব্রজ। এই মিঞাসাহেবের সঙ্গে দুটো কথা কইতে দেরী হয়ে গেছে।

কালু। আবার মিঞাসাহেব কে? ওরা সব পাঠান! ওদের সঙ্গে কথা কইবার তোমার কোনও প্রয়োজন নেই।

ব্রজ। বলতে নেই—বলতে নেই। হুজুরালি বড় ভাল লোক। বিশেষতঃ ওঁর এই বালক পুত্র—

সাবাজ। যান বাবুজী, আর আপনি বিলম্ব ক'রবেন না।

ব্রজ। বল্লেন আপনি বিদেশী। ছেলে নিয়ে এই রাত্রে এই নির্জ্জন দেশে এসেছেন। এসে দাঁড়িয়েছেন রতিলাল বাবুর বাড়ীর দোরে। কিন্তু আজ আমার এমনি দুর্ভাগ্য মিঞাসাহেব, আপনাকে তাঁর বাড়ীতে আবাহন করতে পারলুম না।

সাবাজ। যান—দুঃখ করবেন না। ঈশ্বরের যদি মরজি হয়, এক দিন আপনাদের ঘরে অতিথি হব।

কালু। চ'লে এস।

ব্রজ। সেলাম হুজুর।

[ব্রজনাথের প্রস্থান।

সাবাজ। কি বালক, গোপালকে দেখতে যাবে?

জৈনু। আপনিও চলুন না বাবা!

সাবাজ। যার একটা চূড়া ভাঙ্গতে দেখে দেশত্যাগ করেছি, ধর্ম্মত্যাগ করেছি, জাতীয় রাঠোর নাম মুছে দিয়েছি, বাইশ বৎসর পরে ফিরে সেই মন্দিরকে ভূমিসাৎ দেখতে যাব?

জৈনু। কেন, আপনার তাঁরেও পাঁচ হাজার সেপাই আছে।

সাবাজ। মূর্খ বালক! তারাও যে পাঠান!

জৈনু। আগে থাকতেই হতাশ হচ্ছেন কেন বাবা?

সাবাজ। বেশ, পরীক্ষা করবে এস।

জৈনু। (কিয়ৎদূর যাইয়া) হাঁ বাবা! আপনারই নাম কি রতিলাল রায়?

সাবাজ। জৈনুদ্দীন! জৈনুদ্দীন! যদি প্রতিজ্ঞা কর, সরদিয়ায় গিয়ে আমার পরিচয়ের অন্বেষণ করবে না, আমার সেখানে কে আছে, কি আছে, জানতে চাইবে না, তা হ'লে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই। যা আমার মুখে শুনলে, ঐ বৃদ্ধের মুখে শুনলে, সে সমস্ত কথা হৃদয়মধ্যে কবরস্থ কর।

জৈনু। করলুম।

সাবাজ। আমারই নাম ছিল রতিলাল রায়।

চতুর্থ দৃশ্য

রায়দীঘি।

নসীর মামুদ।

গীত

চলত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচনি কাঁচনি
বেত্র বেণু মুরলী খুরলী গান রে।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি, তপন-তনয়া-
তীরে কেলি
"ধবলী শ্যামলী আওরে আওরে"
ফুকরি চলত কানু রে॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি,
বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি,
চারুচন্দ্র গুঞ্জাহার বদনে মদন ভানরে।
আগম নিগম বেদসার,
লীলায় করত গোঠবিহার,
নসীর মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রে॥

নসীর। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে! গোপাল! তারা তোমার এই অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় মন্দিরের মধ্য-চূড়া ভেঙে দিয়েছে—ঠিক হয়েছে! তারা অজ্ঞ; তারা কি জানে? তুমি ত কৃপা ক'রে তাদের দেখাও নাই যে, তোমার নিত্য মন্দিরের চূড়া উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ

ভেদ ক'রে চ'লে গেছে! তুমি ত তাদের কৃপা ক'রে বোঝাও নাই, মন্দিরের চারি পার্শ্বের প্রাঙ্গণকে গোচারণের মাঠ ক'রে নিত্য ব'লে গোপাল-মূর্ত্তিতে তুমি পাঁচনবাড়ী হাতে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি ত তাদের কৃপা ক'রে শুনাও নাই, চিন্ময় নাম—চিন্ময় ধাম—নামের বেষ্টনে অনন্তরূপের লীলায় তুমি দুনিয়াকে মোহিত ক'রে রেখেছ! তারা ত জানে না—অনন্ত মত—তোমার কাছে পৌঁছিবার অনন্ত পথ। তোমাকে না জেনে তারা অজ্ঞ বালকের মত পথ নিয়েই মারামারি করছে। সেই মোহের বশে হজরতের উপদেশের মর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে ফকীরী-ধর্ম্মের অঙ্গে আজ তারা বাদ্শাহী বিলাসিতার আবরণ দিতে ব্যগ্র হয়েছে। তার ফলে পরধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ আজ স্বধর্ম্মের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ধর্ম্মের নামে তুচ্ছ মৃত্তিকাকে সার ক'রে আজ মুসলমান মুসলমানের গলা কাটবার জন্য ছুরি তুলেছে। মোগল আজ পাঠান ধ্বংস করবার জন্য উন্মত্তের মত ছুটে আসছে। কিন্তু লীলাময়, জীবের এই ক্ষণভঙ্গুর লীলামধ্যে আমি তোমার এক অপূর্ব্ব মধুময়ী লীলার আভাস পাচ্ছি। আমার মন বলছে এই পাঠান-মোগলের পরস্পরের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষের কেন্দ্র-মধ্যে তুমি কি এক অপূর্ব্ব মিলন গান শোনাবার জন্য—এ গোলাম দরবেশকে তোমার মন্দিরপার্শ্বে টেনে এনেছ। দেখাও গোপাল, দেখাও খোদা, সে লীলা কোন্ দিকে কি ভাবে কি আবেগে স্ফুরিত হচ্ছে! গোলাম বুঝতে পারছে না। সৌরভে দিক পূরে যাচ্ছে—চক্ষু জলভারে অবসন্ন হ'ল—গোলাম আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।—মেহেরবাণী ক'রে তাকে দেখাও।

প্রভু মায় গোলাম. মায় গোলাম,
মায় গোলাম তেরা
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান,
তু দেওয়ান মেরা ॥
দো রোটী এক লেঙ্গটী তেরে
পাশসো পাওয়া।
ভকতি ভাও দে আরোগ নাম
তেরা গাওয়াঁ ॥
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম
তেরা বারেয়া।
গোলাম তেরা শরণে আয়া চরণ
লাগে তারেয়া ॥

[প্রস্থান।

(সাবাজ ও জৈনুদ্দিনের প্রবেশ)

সাবাজ। আমার বুক কাঁপ্‌ছে, পা কাঁপ্‌ছে—জৈনুদ্দীন! আর আমি অগ্রসর হতে পারব না। আমার জিহ্বায় জড়তা আস্‌ছে, অধিকক্ষণ আর আমি তোমার সঙ্গে কথাও কইতে পারব না। বামদিকে চেয়ে দেখ, ওই আমার বাড়ী। দক্ষিণে চেয়ে দেখ, ওই রায়বংশের দেবালয়, মধ্যে দেশবিশ্রুত রায়দীঘি। এক দিকে জন্মনিকেতন—অন্যদিকে গোপাল-ভবন—মধ্যে সাগরতুল্য সরোবর স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে নিজের হৃদয়ে এক সঙ্গে শয়ন করিয়ে মমতাময়ী জননীর মত দূর অতীতের ঘুম পাড়ান গান গাইছে। ও গান অধিকক্ষণ শুন্‌লে আমি চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ব। আমার প্রভুভক্ত পাঠান সহচরগণ হিন্দুর মন্দির-রক্ষা কার্য্যে তোমার সঙ্গী হ'ল না।

জৈনু। নাই হোক, তাতে দুঃখ কি বাপ্! তারা তাদের মত বুঝেছে, আমি আমার মত বুঝেছি।

সাবাজ। না, এখন্‌ও তোমার একমাত্র সঙ্গী আমি। মাতৃহীন বালক, এইখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে প্রথম বুঝতে হবে যে, আমি ছাড়া সংসারে তোমার কেউ নেই।

জৈনু। কেন, গোপাল?

সাবাজ। (স্বগত) তাই ত গোপাল! আমার উপর এ কি ভীষণ প্রতিশোধ নিচ্ছ! এ বিধর্ম্মী বালক বলে কি?

জৈনু। গোপাল কি আপনার পুত্র ব'লে আমাকে সঙ্গী কর্‌তে নারাজ হবে!

সাবাজ। এর উত্তর দিতে পারব না,—দিতে পারব না, জৈনুদ্দীন! গোপালকে যদি চিন্‌তুম, তা হ'লে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে তাকে পরিত্যাগ করব কেন? কিন্তু গোপাল আমাকে পরিত্যাগ করে নি। এখন দেখছি জৈনুদ্দীন, গোপাল তোমাকে পুত্ররূপে দান ক'রে তাকে পরিত্যাগ করবার প্রচণ্ড প্রতিশোধ নিয়েছে। তা হ'লে শোন—শোন—জৈনুদ্দীন! আমি দেখছি, গোপাল তোমার ভিতর থেকে উঁকি মারছে। ঠিক বলেছ। এ দুনিয়ার গোপালই তোমার একমাত্র সঙ্গী। এইবারে যাও—আমার কথা শুনে বুঝি ওই দেখ, বৃক্ষান্তরালের অদৃশ্য চাঁদ রায় দীঘির অগণ্য তরঙ্গ-শিরে তার রহস্যের হাসি মিশিয়ে দিচ্ছে। এ তীব্র রহস্যেও তার বুঝি মনস্তুষ্টি

হ'ল না ; দেখ জৈনুদ্দীন, হাসি জলতরঙ্গ থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে গাছের পাতা ধ'রে দুলতে লাগল।

জৈনু। গোপাল! গোপাল!! গোপাল!!!

সাবাজ। কৈ কৈ কৈ বাপ, কৈ গোপাল?—কৈ গোপাল?

জৈনু। হাঁ বাবা, গোপাল কি জলের ভিতরে ডুবে নাচতে পারে?

সাবাজ। দেখেছ—দেখেছ—তুমি ঠিক দেখেছ?

জৈনু। আগে দেখলুম ঢেউ, তার পর দেখলুম যেন হাজার ফণাধরা সাপ—সব মাথায় মাণিক জ্বলছে—সেই ফণার উপর দাঁড়িয়ে আপনি যেমনটি বলছেন ঠিক সেই রকম—নবীন মেঘের মত ঘন নীল, মাথায় কি সুন্দর শিখিপাখার চূড়া, যুগল হাতে অধরে ধরা মুরলী—ও কি সুন্দর—ও কি সুন্দর—গোপাল! গোপাল!!

সাবাজ। একটু দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও! তুমি ঠিক দেখেছ! কিন্তু আমার চক্ষু ক্রমশঃ অন্ধ হয়ে আসছে। আমার অন্ধের যষ্টি! একবার দাঁড়াও। বুঝেছি, আর তোমাকে কাছে রাখতে পারব না। তবে একবার দাঁড়াও, যাবার পূর্ব্বে একটি কথা ব'লে যাও। বল, গোপাল! এর পর আমাকে না দেখতে পেলে, আমার জন্য একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস পর্য্যন্ত ত্যাগ করবে না?

জৈনু। না।

সাবাজ। তবে যাও গোপাল, যাও। বিদায়—চিরবিদায়। আমি ধর্ম্মত্যাগী, ও মন্দিরের ছায়াও স্পর্শ করতে আর আমি অধিকারী নই!

[প্রস্থান।

জৈনু। না না—ওই যে গোপাল! তুমি আমাকে ইঙ্গিত করছ। দাঁড়াও গোপাল—দাঁড়াও। আমি তোমার কাছে যাব।

(জলে ঝম্পপ্রদান)

(পটপরিবর্ত্তন)

মন্দির সংলগ্ন বাগান।

নসীর মামুদের ক্রোড়ে জৈনুদ্দীন।

নসীর। এ কি আশ্চর্য্য! এ যে দেখছি মুসলমান বালক! কোন ওমরাহের পুত্র! বা—কি অপূর্ব্ব লক্ষণযুক্ত বালক!—ব'স।

জৈনু। কে আপনি?

নসীর। বলছি! আগে তুমি বল, পাগলের মত জলে ঝাঁপ দিয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে কেন?

জৈনু। জলের ভিতর গোপাল ছিল! আমি তাকে ধরতে যাচ্ছিলুম!

নসীর। জলের ভিতর গোপাল ছিল, তোমাকে বল্লে কে?

জৈনু। আমি দেখেছি।

নসীর। আমি যদি বলি মিছে কথা।

জৈনু। না না—আমি দেখেছি—ঠিক দেখেছি। জলের ভিতর প্রকাণ্ড সাপ—তার কত ফণা! গুণে শেষ করতে পারলুম না। সব মাথায় মাণিক জ্বলছে। গোপাল সেই সকল ফণার উপর নৃত্য করছে!

নসীর। আমি যদি বলি তুমি ভুল দেখছ? যদি বলি, নীলাকাশ দীঘির হিল্লোলভরা জলে প্রতিফলিত হ'য়ে অগণ্য ফণার রূপ ধরেছে, তার উপর আকাশের তারা প'ড়ে মাণিকের মত দেখিয়েছে, দেখে তোমার দৃষ্টিভ্রম হয়েছে?

জৈনু। না—না—অমন কথা বলো না। আমি ঠিক দেখেছি। গোপাল আমাকে কাছে যেতে ইঙ্গিত করলে। কিন্তু ওগো! কাছে যেতে না যেতে, বাবার উপর অভিমানে গোপাল অদৃশ্য হয়ে গেল! আমাকে ধরা দিলে না। গোপাল! গোপাল!

নসীর। দাঁড়াও বাপ—দাঁড়াও, ভয় কি? যদিই তুমি গোপালকে দেখে থাক—

জৈনু। আবার যদি—আবার যদি? আমি ঠিক দেখেছি—এবারে যদি—যদি বল, আমি তোমাকে কেটে ফেলব।

নসীর। বেশ বাপ্, আর বলব না। তবে বল গোপালকে কেমন দেখলে?

জৈনুদ্দীনের গীত।

মনোহর কেশ বেশ, মনোহর মালতীমাল।
মনোহর মনিকুণ্ডল ঝলমল,
মনোহর তিলক রসাল!
মনোহর অধরে মনোহর মুরলী,
মনোহর লোচনে চায়।
মনোহর কটিতট, মনোহর পীতপট
মনোহর নূপুর পায়॥

নসীর। দেখেছ—দেখেছ। ভাগ্যবান বালক, তুমি ঠিক দেখেছ।

জৈনু। ওগো! কেমন ক'রে তাকে পাব?

নসীর। তা বলতে পারি না। গোপালের অহেতুকী করুণা। আজীবন কঠোর সাধনেও যাঁর সন্ধান মেলে না, ক্ষুদ্র বালক হ'য়েও তুমি বিনা সাধনে তাঁর দর্শন পেয়েছ। তবে সাধুমুখে শুনেছি, তাঁকে পেতে হ'লে তাঁর নামবীজ ল'য়ে তাঁকে ডাকতে হয়। ডাকতে—ডাকতে—ডাকতে তাঁর কৃপা হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়।

জৈনু। সে নামবীজ কেমন ক'রে পাব? দাও হজরত, ব'লে দাও। তুমি জান—তুমি জান। বাঃ—বাঃ! এই যে আমি পেয়েছি—এই যে আমি পেয়েছি (নসীর মামুদকে বেষ্টন) তোমাকেই যে গোপাল দেখছি। গোপাল! গোপাল!!

নসীর। তাই ত গুরু, গোলামকে এ কি বিচিত্র লীলা দেখাতে এখানে নিয়ে এলে! অরূপের সন্ধানে আমি দুনিয়া ঘুরে এলুম—আমাকে কি না এই বনদেশে এনে রূপের সাগরে ডুবিয়ে দিলে! এস গোপাল, এস বাপ, গোপালের চরণকমল যে কাঞ্চনময় সূত্রে বাঁধা, সেই সূত্রের প্রান্ত আমি তোমাকেই ধরিয়ে দিই।

(মন্ত্র প্রদান)

জৈনু। আমি ধন্য—আমি ধন্য! গুরু—গুরু! সেলাম—(নতজানু) বহুত বহুত সেলাম। আনন্দে আমার প্রাণ উথলে উঠছে, আমি গোপালকে পেয়েছি।

নসীর। আমিও আমার গুরু শ্রীসনাতন গোস্বামীর আদেশ মাথায় ক'রে গোপালের অন্বেষণে দুনিয়া ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। এতদিন পরে তাকে বাহুর বেষ্টনে পেয়েছি। তবে তুমি গোপালকে বংশীধারী দেখেছ। আর আমি দেখেছি আমার প্রাণের গোপাল অসিধারী। দেখছি, বহুদিনের বিচ্ছেদের পর প্রিয়র সঙ্গে প্রথম সম্মিলনে অভিমানে তার চারু অধর কম্পিত হচ্ছে!

জৈনু। এইবারে আমি কি করব গুরু?

নসীর। কি করতে চাও বল। আমাকে সখা-জ্ঞানে বল।

জৈনু। আমি ওই মন্দিরে যাব ব'লে এসেছিলুম।

নসীর। তা হ'লে এস গোপাল, আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ।

রঙ্গলাল ও ভোলাই।

রঙ্গ। শুনছিস, পাঠান দু'হাজারের ওপর জড় হয়েছে। শুনছি, আরও চারিদিক থেকে পাঠান আসছে।

ভোলাই। আসুক পাঠান—দু'হাজার দশহাজার বিশহাজার কত আসতে পারে আসুক। কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। পীর সাফরদী তোমার সহায়। তুমি ব'ল্লে, যে তোদের পীর, সেই আমাদের গোপাল, এখন বুঝতে পারছি যেন তাই, নইলে সেই বিশহাজারের কর্ত্তা আজ তোমাদের ঘরে অতিথি হবে কেন? আমি একটা মাতাল, বুদ্ধিহীন গাড়োল, নেশার ঝোঁকে কি একটা কথা কইলুম, তাই কি না সত্যি হয়ে গেল। চল্লিশ পঞ্চাশ ক্রোশ তফাতের বর্দ্ধমান, সে কি না কাছারী বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পেস্তা খাচ্ছে! এতে আর বুঝতে কি বাকী আছে? গোপাল তোমাকে উঁচু ক'রে তুলে ধরেছে। সে বাবা গোপালের হাত—যে যতই উঁচুতে উঠুক না কেন, কচি আঙ্গুল তার এক কাটি উঁচু হয়ে যাবে। কেউ নাগাল পাবে না।

রঙ্গ। চুপ—কে যেন দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভোলাই। কই—কই?

রঙ্গ। ওরে ভোলাই, আর এক জন আসছে! ওরে বোধ হচ্ছে যেন পাঠান।

ভোলাই। বাঃ—বাঃ—ঠিক হয়েছে। হুকুম কর ছোটবাবু, গোপালের ভোগে লাগিয়ে দিই!

রঙ্গ। দূর হতভাগা, গোপালের সেবায় কি হিংসা চলে রে!

ভোলাই। হিংসে কি আমারও আছে? আমি সরল ভাবেই হাসতে হাসতে ভোগে লাগিয়ে দিই।

রঙ্গ। না রে পাগল! যদি আমার জয় চাস্, তা হ'লে শুনে রাখ, যেন এতটুকুও অধর্ম্ম করিস্ নি। কে ওরা, কি করতে এসেছে—আগে আড়াল থেকে ভাল করে জানি।

ভোলাই। এত রাত্রে তোমার বাড়ীর কানাচে পাঠান। এতে আর জানবার কি আছে?

রঙ্গ। (বিরক্তভাবে) তবু জানবো। বোকা, এমন ক'রে কথা কাটাস নি।

ভোলাই। তবে জানো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সাবাজ ও সহবৎ খাঁর প্রবেশ)

সাবাজ। আবার এলে কেন সহবৎ খাঁ? আমি ত তোমাদের সকলকেই নিষ্কৃতি দিয়েছি।

সহবৎ। আপনি নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমরা ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি ক'রে, কেউ এর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি নিতে পারি নি। হুজুরালি, বহু দিন আপনার অধীনে কার্য্য ক'রে বহু যুদ্ধে আপনার সঙ্গী হ'য়ে আমরা যে গৌরব লাভ করেছি, সেটা আমরা ভুলতে পারি নি। এই জন্য আমরা স্থির করেছিলুম যে, ওই মন্দির ধ্বংসে বাধা না দিলেও আমরা সকলে নিরপেক্ষ থাকবো। কিন্তু তা আর হ'ল না। আমরাও দুর্ব্বৃত্ত কাফেরদের এদেশ থেকে একেবারে উচ্ছেদ করতে আমাদের মেদিনীপুরী পাঠান ভাইদের সঙ্গে যোগদান করব।

সাবাজ। এরূপ দারুণ ক্রোধ হবার কি কোনও নূতন কারণ হয়েছে?

সহবৎ। দুর্ব্বৃত্তেরা যা করেছে, তাতে তাদের ধ্বংসই হচ্ছে একমাত্র ঔষধ।

সাবাজ। আমাকে বলতে সঙ্কোচ কেন?

সহবৎ। এই গ্রামে রতিলাল ব'লে এক বেটা বদমায়েস ছত্রী বাস করত।

সাবাজ। তারপর?

সহবৎ। রঙ্গলাল ব'লে তার একটা দুর্ব্বৃত্ত ছেলে আছে।

সাবাজ। রঙ্গলাল?

সহবৎ। হাঁ হুজুরালি, ওই নামই শুনে এলুম। তারা দুই ভাই। বড়র নাম নন্দলাল, এটা ছোট।

সাবাজ। বুঝেছি। (স্বগত) আমি গর্ভবতী পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলাম, দেখছি গৃহত্যাগের পর আমার এক পুত্র হয়েছে। (প্রকাশ্যে) সে কি করেছে?

সহবৎ। মোগলে যা করতে পারে নি, তাই করেছে। সমস্ত পাঠানের মাথা হেঁট করেছে।

সাবাজ। স্পষ্ট ক'রে বল। কোন পাঠান-কুল-মহিলার উপর অত্যাচার করেছে?

সহবৎ। কোন কি? স্বয়ং উজীর সাহেবের কন্যা!

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। এ দেশে বক্তিয়ার খিলিজীর আমল থেকে অনেক পাঠান বাস করে। জুনিদ খাঁ তাদের সাহায্য চাইতে সেখানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি নিজে এই কথা শুনে এসেছেন। দুরাত্মা সেই কন্যার রক্ষীকে হত্যা ক'রে পথ থেকে তাকে চুরী ক'রে নিয়ে গেছে।

সাবাজ। তা যদি ক'রে থাকে তা হ'লে শুধু তুমি কেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে ওই মন্দির-ধ্বংসের সাহায্য করব।

সহবৎ। যদি কেন, জুনিদ খাঁ শুধু শুনে তুষ্ট হন্ নি। তিনি স্বচক্ষে সেই রক্ষীর মৃতদেহ দেখে এসেছেন।

সাবাজ। দেখে কি করছেন?

সহবৎ। তা আমি জানি না। তবে সমস্ত পাঠানকে এই দারুণ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে ব'লে গেছেন। মেদিনীপুরী পাঠান আজ রাত্রেই এই গ্রাম আক্রমণ করবে। তারা জুনিদ খাঁর ফেরবার অপেক্ষায় ব'সে আছে। এই শুনে কি আপনি আমাকে ওই মন্দির-রক্ষায় সাহায্য করতে আদেশ করেন?—

সাবাজ। না সহবৎ খাঁ। তবে কথাটা বড়ই অবিশ্বাস্য। একটা ক্ষুদ্র মৌজাদারের পুত্র—

সহবৎ। যে দুর্ব্বৃত্ত, তার ছোট বড় নেই হুজুরালি! শুনলুম রতিলাল রায় নিজেও ওইরূপ দুর্ব্বৃত্ত ছিল।

সাবাজ। বটে—বটে!

সহবৎ। সেও এক সময় পাঠানের সঙ্গে কি অসদ্-ব্যবহার করেছিল। পাঠানরা ওই মন্দিরের একটা চূড়া ভেঙ্গে শয়তানকে শাস্তি দিয়েছিল। শয়তানের ছেলে দ্বিতীয় শয়তান। দুরাত্মা রঙ্গলালকে শাস্তি দিতে সাহায্য করা আপনারও কর্ত্তব্য।

সাবাজ। কর্ত্তব্য বলছ কি সহবৎ খাঁ, তোমরা যদি তাকে ক্ষমা কর, আমি করব না।

(রঙ্গলাল ও ভোলাইয়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। এই উল্লুক! জল্‌দি অস্ত্র বার কর্। তোকে জাহান্নমে পাঠিয়ে চ'লে যাই।

সহবৎ। কে তুই?

ভোলাই। মরবার পর পরিচয় শুনবি।

রঙ্গ। অস্ত্র বার কর্—তোকে আমি ছেড়ে যাব না। দুরাত্মা! তুই আমার বাপকে গাল দিয়েছিস্।

সাবাজ। এই—এই রঙ্গলাল?

ভোলাই। হুজুরকে গাল দিয়েছিস।

রঙ্গ। আমাকে গাল দিলে ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু পিতৃনিন্দা—স্বকর্ণে শুনেছি—দুরাত্মা কিছুতেই তোকে ক্ষমা করব না। শোন্, আমিই মহাত্মা রতিলালের পুত্র রঙ্গলাল।

সাবাজ। (স্বগত) হা গোপাল! এই আমার রঙ্গলাল!

সহবৎ। হুজুরালি! আর আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হ'ল না। খোদার মর্জ্জিতে দুরাত্মা নিজেই মৃত্যুমুখে উপস্থিত হয়েছে। (অস্ত্র বহিষ্করণ)

সাবাজ। উভয়েই ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

রঙ্গ। অপেক্ষা করবার সময় নেই। আপনি সমস্ত কথা এর মুখে শুনেছেন; পাঠান আমাদের বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে।

সাবাজ। তবু অনুরোধ করছি।

রঙ্গ। মিছে অনুরোধ জনাবালি। অতি অকথ্য ভাষায় এ ব্যক্তি আমার মহাত্মা পিতাকে গাল দিয়েছে। যাদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে তিনি গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন, এ দুষ্ট তাদের পক্ষে সাহায্য করতে এসেছে। ওর সমস্ত কথা আমরা শুনেছি। ওর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ, তাও শুনেছি। ও বেইমান! ওকে আমি ছাড়ব না।

সাবাজ। আমি বৃদ্ধ, তোমাকে অনুরোধ করছি—

রঙ্গ জনাবালি! রাখব না। পিতৃনিন্দা! পিতা এসে যদি অনুরোধ করতেন—

সাবাজ (ঈষদুচ্চস্বরে) পিতা এসে অনুরোধ করলেও রাখতে পারতে না?

ভোলাই। না।

সাবাজ থাম্ উল্লুক, তোকে আমি জিজ্ঞাসা করছি না।

ভোলাই। (স্বগত)—ও বাবা! কথার এত জোর। গাটা কেঁপে উঠেছে! এ—বুড়ো ত কেউকেটা নয়?

সাবাজ। বল বাবু সাহেব?

রঙ্গ। কে আপনি?

সাবাজ। তুমি আমার কথার আগে উত্তর দাও।

রঙ্গ। রাখতে পারতুম কি না সন্দেহ।

সাবাজ। যদি তোমার পিতা তোমাকে অনুরোধ করেন?

রঙ্গ। পিতা—পিতা! তিনি কি আছেন? কে আপনি—কে আপনি?

সাবাজ। বলছি—আগে তুমি বল, সত্যই কি তুমি উজীর-কন্যাকে অপহরণ করেছ?

রঙ্গ। না, আমি তাকে পাঠানের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছি।

সাবাজ। (পশ্চাতে চলিতে চলিতে)—রঙ্গলাল!

রঙ্গলাল। কে আপনি—কে আপনি? বুঝেছি—যাবেন না—যাবেন না,—জীবনে প্রথম—জানি না—বুঝি না, কি বলব? পিতা! দাঁড়ান।

সাবাজ। রঙ্গলাল! আমি মরেছি—অনেক দিন—এখন প্রেত—এসো না। দেখ—দূর থেকে দেখ—কাছে এসো না! অনুরোধ—তোমার পিতার পুত্রতুল্য সহচর—বহু যুদ্ধের সঙ্গী—ক্ষমা—তোমার পিতার অনুরোধ—ওই যুবককে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

ভোলাই। হুজুর! ধ'রব?

রঙ্গ। না—না—না। পবিত্র দেহ স্পর্শ করিস্ নি।

ভোলাই। কর্ত্তাবাবু কর্ত্তাবাবু—সেলাম।

রঙ্গ। পিতৃ-সহচর! আপনাকে কি ব'লে সম্বোধন করবো?

সহবৎ। গোলাম—গোলাম—গোলাম।

রঙ্গ। না—না—ভাই—ভাই—ভাই, আপনি আমার ভাই।

(পরস্পরে উষ্ণীষ-বিনিময়)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাছারী বাটী।

সুলেমান ও ব্রজনাথ।

সুলে। আপনার আদর-যত্নে আমি যে কি আপ্যায়িত হয়েছি, তা আমি একমুখে জানাতে পারছি না।

ব্রজ। কিছুই করতে পারিনে মিঞা-সাহেব। আমার মনিবের সংসার অতিথি অভ্যাগতের সৎকারের জন্য

চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁর মৌজায় এসে আপনি যদি অনাহারে চ'লে যেতেন, তা হ'লে আমার দুঃখের অবধি থাকতো না।

সুলে। কে আপনার মনিব?

ব্রজ। মনিব জীবিত নাই। না—না—আপনি অতিথি—নারায়ণ—আপনার কাছে সত্য-গোপনও পাপ। প্রায় বাইশ বৎসর হ'ল, কোনও কারণে নিদারুণ মর্ম্মপীড়িত হয়ে মনিব আমার গৃহত্যাগ করেছেন। আর আসেন নি। আমার বিশ্বাস, তিনি জীবিত নাই, কেন না, জীবিত থাকলে তিনি অন্ততঃ আমার সঙ্গে একবার দেখা করতেন।

সুলেমান। কি কারণ, জানতে অভিরুচি হচ্ছে।

ব্রজ। মাফ করুন জনাব, এখন তা জানাতে পারব না। যে অবস্থায় তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, আজ বাইশ বৎসর পরে মনিবের গৃহে সেই অবস্থা। বিশ্রাম করুন। আমি আপনাকে বিশ্রাম নিতে দেখে চ'লে যাব। প্রাতঃকালে যদি ফিরে আসি, আর আপনার জানতে যদি একান্তই অভিরুচি হয়, তা হ'লে সে মর্ম্মবেদনার কথা আপনাকে শোনাতে পারি।

সুলে। কোথায় যাবেন?

ব্রজ। মনিবের বাড়ী।

সুলে। সে এখান থেকে কতদুর?

ব্রজ। বেশী দূর নয়—ক্রোশ দুয়েকের মধ্যে। আমার এতক্ষণ সেখানে থাকাই কর্ত্তব্য ছিল। প্রভু-পুত্র ব্যাকুল হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন।

সুলে। আমার জন্যই আপনি দেখা করতে পারছেন না।

ব্রজ। আমার যাবার যা প্রয়োজন, তা এখান থেকেই একরূপ নিষ্পন্ন করেছি। শুধু তাঁর সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ। দেখছেন আমি বৃদ্ধ, আমার দ্বারা তাঁর কার্য্যে কোন শারীরিক সাহায্যের আশা নেই। বাল্যকাল থেকে মানুষ করেছি—আমি কাছে থাকলেই তাঁর যথেষ্ট সাহস।

সুলে। জানবার বড় কৌতূহল উদ্দীপন ক'রে দিলেন বাবুজী।

ব্রজ। বেশ ত জনাব, প্রাতঃকালেই জানবেন।

সুলে। আমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না।

ব্রজ। সে কি, এখনি যাবেন? এখন এই রাত্রি—মৌজার চারিদিকে ঘন জঙ্গল! এ সময় কোথা যাবেন।

সুলে। কটক যাব ইচ্ছা করেছি।

ব্রজ। ইচ্ছা ক'রে থাকেন, প্রাতঃকালে যাবেন। এখন ত আপনাকে আমি কোনও মতে যেতে দেব না।

সুলে। ভয় নেই, আমি মরব না।

ব্রজ। কেমন ক'রে বুঝব?

সুলে। আমি আজ আত্মহত্যা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলুম। যখন সে সঙ্কল্পে বাধা পড়েছে, তখন বুঝবেন, শীঘ্র আমার মৃত্যু নাই।

ব্রজ। বলেন কি? আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন?

সুলে। দেখছেন, আমার সৈনিকের পরিচ্ছদ। আমি মিথ্যা কই নি।—আমার নিকটে আপনার উপস্থিত হ'তে যদি আর একটু বিলম্ব হ'ত, তা হ'লে এই ছোরা (ছোরা বাহির করণ) আমূল আমার বক্ষে প্রবেশ করত।

(পানীয়াধার লইয়া কালুর প্রবেশ)

ব্রজ। জানাবালি! কিছু সরবৎ?

সুলে। উঃ—যোগ্য সময়ে পানীয় এনেছ। (ছোরা ভূমিতে রাখিয়া কালুর হস্ত হইতে পানীয় গ্রহণ ও ব্রজনাথের ইঙ্গিতে কালুর ছোরা লইয়া প্রস্থান) বাবুজী! বড়ই উপযুক্ত সময়ে আপনি সরবৎ সরবরাহ করেছেন। আপনার আকৃতি ও আচরণ দেখে বোধ হচ্ছে আপনি সাধু।

ব্রজ। দোহাই জনাব, অযোগ্যকে অত উচ্চ অভিধান দেবেন না।

সুলে। আমার বক্তব্য আপনাকে ব'লে যাচ্ছি। (সরবৎ পান করিতে করিতে) ছোরা বার করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার আবার মরণপিপাসা জেগে উঠেছিল। আমার এখন মনে হচ্ছে, আপনি ভিন্ন অন্য কেহ আমাকে স্থানত্যাগ করাতে পারত না। আপনার আমার সঙ্গে দেখা হবার কিছু পূর্ব্বে একটি সুন্দর-কান্তি যুবক আমাকে আশ্রয় দিতে বহু সাধ্যসাধনা করেছিল। আমি তার কথা রাখি নি।

(সরবৎ নিঃশেষে পান)

ব্রজ। কালু!—(কালুর পুনঃ প্রবেশ ও পানপাত্র লইয়া প্রস্থান) আপনি তারই কথা রেখেছেন।

সুলে। না বাবুজী, আমি তার উপরোধ রক্ষা করি নি। সে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল।

ব্রজ। পাকে প্রকারে সে আপনাকে উপরোধ রক্ষা করিয়েছে। আমাকে আপনার সংবাদ দিয়েছে —সেটি আমার প্রভুপুত্র!

সুলে। আপনার প্রভুপুত্র ত নিতান্ত বালক।

ব্রজ। আমার বলতে কিছু ভুল হয়ে গেছে। আমার মনিবের দুই পুত্র। যেটিকে দেখেছেন, সেটি ছোট। প্রভুর গৃহত্যাগের পর জন্মগ্রহণ করেছে। যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি বিজ্ঞ, তাঁর পিতারই মত সাধু।

সুলে। আর ছোট?

ব্রজ। কেন জনাব, সে কি আপনার সঙ্গে কোনও অসদ্ব্যবহার করেছে?

সুলে। অসদ্ব্যবহার কি বাবুজী, অত্যাচার!

ব্রজ। অত্যাচার করেছে?

সুলে। ভীষণ অত্যাচার।

ব্রজ। জনাবালি—জনাবালি—(করযোড়ে) —এই বৃদ্ধের প্রতি দয়া ক'রে তার প্রতি ক্ষমা করুন।

সুলে। (হাস্য)—আপনার প্রতি দয়া ক'রে তার প্রতি ক্ষমা করব?

ব্রজ। আমি এখনি সে দুষ্টকে ধ'রে এনে আপনার চরণতলে নিক্ষেপ করছি।

সুলে। সে ভীষণ অত্যাচারের ক্ষমা নেই।

ব্রজ। তারই অত্যাচারে পীড়িত হ'য়ে কি আপনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন?

সুলে। (ব্রজনাথের হস্তধারণ)—ব'স সাধু, ব'স—ভয় নেই। আত্মহত্যায় মানসিক প্রচণ্ড যন্ত্রণার অবসান করতে যাচ্ছিলুম, তোমার প্রভুপুত্র তাতে বাধা দিয়েছে। এই ছোরাখানি—এ কি? ছোরা?

ব্রজ। যথাসময়ে পাবেন।

সুলে। ওঃ! বৃদ্ধ! তুমি অপূর্ব্ব বুদ্ধিমান্। কিন্তু ভয় নেই!—জীবন দুর্ভর হ'লেও আমি এখন থেকে তাকে বহন ক'রব।

ব্রজ। এই পর্য্যন্ত যা শোনালেন, আপনি বার বার বলুন। কিন্তু খোদাবন্দ! রহস্য ক'রেও বৃদ্ধকে আর ভয়ের কথা শোনাবেন না।

সুলে। কেন? ভয়ের কি কোন বিশেষ কারণ আছে বাবুজী?

ব্রজ। জনাব! যুবক কিছু উচ্ছৃঙ্খল।

সুলে। সে আমি নিজে জেনেছি। সে যখন আমার নিকটে বসেছিল, তখন তার মুখে সরাবের গন্ধ পেয়েছিলুম।

ব্রজ। তবে ত আপনি সমস্তই জেনেছেন। যুবক সর্ব্বসদ্‌গুণের আধার। তবে অসৎসঙ্গে প'ড়ে তার স্বভাবের কিছু বিকৃতি হয়েছে।

সুলে। এক পানদোষ; আর কোনও দোষ ধরেছে। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে? ভয় নেই—আমাকে বন্ধুজ্ঞানে বলুন।

ব্রজ। এত দিন চরিত্রহানির কথা শুনি নি। কিন্তু আজ—

সুলে। বল বাবুজী, বল।

ব্রজ। বড় কঠিন কথা!

সুলে। যুবক কোনও রমণীর উপর অত্যাচার করেছে?

ব্রজ। যে সে রমণী হ'লে ভয়ের তত কারণ ছিল না। পাঠান-রমণী—

সুলে। (হাস্য) পাঠান-রমণী?

ব্রজ। সেই জন্য মর্ম্মান্তিক ক্রোধে এ দেশের সমস্ত পাঠান রায়বংশকে উচ্ছেদ করবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছে।

সুলে। ঠিক করেছে—পাঠান তা হ'লে বেঁচে আছে।

ব্রজ। আপনি উঠ্‌ছেন যে?

সুলে। আমি এখনি এ স্থান ত্যাগ করব!

ব্রজ। বিশ্রামে আপনার অভিরুচি না হয়, আর আপনাকে ধ'রে রাখব না। কিন্তু হঠাৎ আপনার ভাবপরিবর্ত্তনে আমার কিছু ভয় হচ্ছে। সে রমণীর সঙ্গে আপনার কি কোনও সম্বন্ধ আছে?

সুলে। আমাকে আর কোনও প্রশ্ন ক'র না— আমি উত্তর দিতে পারব না।

ব্রজ। উত্তেজিত হবেন না। আমাকে আপনি বন্ধু বলেছেন—

সুলে। পথ রোধ ক'র না—

(কালুর প্রবেশ)

কালু। দশ বার জন হেতিয়ার ধরা পাঠান— এক জন তাদের সরদার—মিঞা সাহেবের খবর জানতে চাচ্ছিল। আমি খবর দিতে তারা ভিতরে আসতে চায়। কি হুকুম?

ব্রজ। সকলেই ?

কালু। তা জিজ্ঞাসা করি নি—জেনে আসি। মিঞা সাহেব ? আমার ফিরে যাবার অপেক্ষা করতে পারলেন না।

(সৈন্যগণসহ জুনিদের প্রবেশ)

জুনিদ। চুপ রও উল্লুক! তোর হুকুমে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব ?

ব্রজ। কালু! (ইঙ্গিতে ক্রুদ্ধ হইতে নিষেধ করিলেন)

জুনিদ। হুজুরালি! চ'লে আসুন—জল্‌দি। আপনার কন্যার সন্ধান পেয়েছি।

সুলে। কোথায়—কোথায় ?

জুনিদ। এই স্থানেরই এক দুরাত্মা মৌজাদার তাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

সুলে। আমায় হত্যা কর। আমার তুল্য হতভাগ্য দুনিয়ায় আর নেই। আমি কন্যাপহারী শয়তানেরই ঘরে অতিথি হয়ে তার দত্ত অন্নজলে উদর পূর্ণ করেছি।

জুনিদ। এই সেই সয়তানেরই বাড়ী ? এদের কি করব, হুকুম করুন।

সুলে। এরা নিরপরাধ—কিছু ব'ল না। পার, সে সয়তানকেই শাস্তি দাও।

ব্রজ। না—না—আমরা অন্যায় অনুগ্রহের ভিখারী নই। কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা যে কে তাও আমি জানি না। অতিথি ব'লে পরিচয় গ্রহণ করি নি। কিন্তু এই যুবকের কথায় বুঝেছি, আপনারা শক্তিমান। করযোড়ে আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, আপনারা কিয়ৎক্ষণের জন্য এ গোলামের ঘরে বিশ্রাম করুন। আমি একবার জেনে আসি। শুনুন হুজুরালি—আপনিও শুনুন—রায়বংশের দুর্ভাগ্যে সত্যই যদি এমন নরাধম জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে, তা হ'লে সে বংশের উচ্ছেদ করতে আমি নিজেই আপনাদের সাহায্য করব।

জুনিদ। তোমার সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি পথ ছাড়। যদি কথা না শোন, তোমাকেই আগে জাহান্নমে পাঠিয়ে দেব।

ব্রজ। জাহান্নমে পাঠাবার কর্তা, কে তুমি ?

১ম সৈন্য। এই উল্লুক খরবদার!

সুলে। দাঁড়াও! এ বৃদ্ধের প্রতি অত্যাচার ক'র না। আমি ওঁর ব্যবহারে পরম তুষ্ট হয়েছি। উনি কে জানতে চাও। উনি গৌড়ের বাদশার ভাই।

ব্রজ। আর আপনি ?

জুনিদ। কি করছেন হুজুরালি ? যে গোলামের গোলাম হবার যোগ্য নয়, তার কাছে আপনি কি করছেন ?

সুলে। কিন্তু গোলামের গোলামের কাছে আমি জীবনের জন্য ঋণী।

ব্রজ। আর আপনি ?

সুলে। আমি তাঁর উজীর।

ব্রজ। খোদাবান্দ! যতক্ষণ না গোলাম ফিরে আসে, ততক্ষণ আপনাদের এখানে অবস্থান করতে হবে।

জুনিদ। এক মাসের মধ্যে যদি তুমি না ফিরে এস ?

ব্রজ। আপনি রাজার ভাই ? তা হ'লে এমন অবিজ্ঞের মত কথা কচ্ছেন কেন হুজুর! আর এই কথাই যদি আপনার মনে উঠে থাকে, তা হ'লে একমাসই এখানে আপনাকে অবস্থান করতে হবে।

জুনিদ। এই, এ বৃদ্ধ ক্ষিপ্ত। অথবা এর মতলব ভাল নয়। একে এখানে বন্দী ক'রে রেখে দে।

ব্রজ। কালু! যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, ততক্ষণ এই উদ্ধত যুবককে এই খানে আবদ্ধ ক'রে রেখে দে।

জুনিদ। কি বল্‌লি কম্‌বখ্‌ত ?

ব্রজ। অস্ত্রে হাত দিও না হুজুরালি! আমার প্রভুর ঘর অভ্যাগতের রক্তে কলঙ্কিত ক'র না।

কালু। এ দিকে কি দেখছ জনাব! সুলতান মারাই এক সময় আমাদের পিতৃপুরুষের ব্যবসা ছিল। মনিব আমার সাধু—তাই বারংবার তোমার কড়া কথা সহ্য করছে। কিন্তু আমার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠছে। আর ওঁকে কড়া কথা কইলে আমি বাদশার ভাই ব'লে মানব না।

সৈন্যগণ। কেয়া ?

(গৃহের চারিদিক হইতে সশস্ত্র
পাইকগণের প্রবেশ)

পাইকগণ। কেয়া ?

কালু। বুঝ্‌তে পেরেছ হুজুর ?

সুলে। জুনিদ! অসি কোষবদ্ধ রাখ। অনেক

যুদ্ধ ক'রে এসেছি। মোগলের যুদ্ধও দেখেছি। কিন্তু এ ব্যাপার—আমার মত যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর পক্ষে—নূতন—নূতন—নূতন।

ব্রজ। ওরা গৌড়ের বাদশাহের খাস পল্টন—প্রসিদ্ধ পাইকের বংশধর। গৌড়ে ওদের কি প্রভুত্ব ছিল, যদি আপনাদের জানা থাকে, তা হ'লে আর উত্তেজনা দেখিয়ে আত্মহত্যা করবেন না।

মুলে। যাও বাবুজি! আমরা তোমার বন্দী। যতক্ষণ না ফিরে এস, ততক্ষণ আমরা এইখানেই রইলুম।

ব্রজ। আমি আপনাদের গোলাম। আপনাদের কথাই আপনাদের বন্দী রাখতে প্রহরী। কালু! যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ এই দুই হুজুরের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

[প্রস্থান।

মুলে। স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে ভাবছ কি জুনিদ? আমার সঙ্গে বিশ্রাম করবে এস। শক্তি দেশের কোন্ কেন্দ্রে কি ভাবে লুকিয়ে আছে, তা আমরা জানতুম না। জানলে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য এত সহজে দুষমনের হাতে তুলে দিতুম না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোপাল-বাড়ীর বহির্দ্বার।

রঙ্গলাল ও ভোলাই।

ভোলাই। করেছ কি ছোট বাবু, বড় মাকে একা এই মন্দিরের ভিতর পূরে রেখে গেছ?

রঙ্গ। আমার ইচ্ছায় নয় ভোলাই—তাঁরই হুকুমে আমি তাঁকে গোপাল-বাড়ীতে আবদ্ধ ক'রে রেখে গেছি! তুই ত জানিস, তাঁর আদেশ কখনও অমান্য করি নি। ভাল মন্দ বিচার করি নি।

ভোলাই। যাও যাও আর দেরি ক'র না। চারিদিকে শত্রু পাঠান—এমন অসমসাহসিক কাজও করে?

রঙ্গ। (দ্বার মুক্ত করিয়া) তা হ'লে তুই ফটকে ব'স। আমি ভিতর থেকে ফটক বন্ধ ক'রে যাই।

ভোলাই। কি বল্লে?

রঙ্গ। তুই একা। তাতে সারাদিনের পরিশ্রম। তার ওপর তোর এখন মেজাজের ঠিক নেই। যদিও দুষমনেরা এখনও পর্য্যন্ত আসে নি, কিন্তু তারা ভিতরে ভিতরে কি ক'রছে জানতে পারছি না। দুটিমাত্র স্ত্রীলোক মন্দিরে। যদি অতর্কিতে বহু লোক একেবারে এসে ফটক আক্রমণ করে—তাই সাবধান হ'তে চাচ্ছি। তুই ভিতরে আসতে চাস ভিতরে আয়—আমি ফটক বন্ধ করি। (ভোলাইয়ের ক্রন্দন)—ওকি রে, কেঁদে উঠলি কেন?

ভোলাই। ছোট বাবু! তুমি শেষকালটার আমার এই অপমানটা করলে!

(পুনরায় ক্রন্দন)

রঙ্গ। আরে মর্, চেঁচাস নি—লোক-জানাজানি হবে।

ভোলাই। ফটক, মিঞা নিজেই যখন এই কথা শুনলে, তখন আর লোক-জানাজানির বাকি রইল কি? আমার এত অপমান! যে ফটকে আমি ব'সে রইব, সেই ফটক বন্ধ থাকবে? ছোট বাবু! তুমি কি মনে করছ, তুমি আজ যা কারদানী দেখিয়েছ, তাতে আমার ঈর্ষা হয় নি? কালু সরদারের সাক্রেদ হ'য়ে তুমি পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন জোয়ান পাঠানকে একটা বে-পরোয়া যায়গায় হিম-সিম খাইয়ে দিলে—আর আমি তার বেটা দাঁড়ালুম সড়কী হাতে—তুমি ফটক বন্ধ ক'রে চ'লে যাবে (পুনঃ ক্রন্দন)—দুষমনের ভয়ে?

রঙ্গ। আর চেঁচাস্ নি—এই ফটক খোলা রইল। আমি চল্লুম—

ভোলাই। যাও। আমার হাতে আজ ভারি লগ্ন এসেছে—সড়কী নাচছে।

রঙ্গ। আমি যাব, আর মা ও বিবি-সাহেবকে নিয়ে ফিরব। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। উজীর-সাহেব চ'লে যেতে না যেতে তাঁর কন্যাকে সেখানে উপস্থিত করতে হবে।

ভোলাই। উপস্থিত ক'রতেই হবে?

রঙ্গ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করছিস্?

ভোলাই। জিজ্ঞাসা করব না? অমন পরী ছোট মা হবে—

রঙ্গ। ভোলাই—

ভোলাই। কেউ জানবে না ছোট বাবু। যে কদরের জিনিষ জয় ক'রে এনেছ, তাকে অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে বিলিয়ে দিও না।

রঙ্গ। দেব' না ?

ভোলাই। কিছুতেই না।

রঙ্গ। তারপর—জাত ?

ভোলাই। ভালবাসায় যদি জাত যায়, যাক্—

রঙ্গ। এর ভেতর আবার ভালবাসা দেখলি কোথায় ?

ভোলাই। তুমি না দেখতে পাও—আমি দেখতে পাচ্ছি।

রঙ্গ। ভালবাসা কি আমার দেখলি ?

ভোলাই। তোমার না হয় তার।

রঙ্গ। তাকে দেখলি নি চক্ষে—

ভোলাই। নাই বা দেখলুম—সে যদি পেতনী পরী হয়, তা হ'লে সে কি করে—বলতে পারি না। কিন্তু তা নয় ছোট বাবু, তোমার মুখে তার কথা শুনে আমি বুঝেছি, সে জহুতের পরী। সে তোমার অদ্ভুত শক্তি চক্ষে দেখেছে। আমি কালু সরদারের বেটা—কাট-খোট্টা ভোলাই—আমি তোমার শক্তির কথা শুধু কানে শুনিছি। কিন্তু, মাইরি বলছি ছোট বাবু, আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি মেয়ে মানুষ হতুম, তা হ'লে তোমাকে খসম ক'রে ফেলতুম।

রঙ্গ। দূর বেটা।

ভোলাই। তবে কি জান ছোট বাবু, আমি মরদের বেটা মরদ। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা অনেক মরদের ঘাড় ভেঙ্গে দিতে পারে। আমি মরদের অহঙ্কার ত ছাড়তে পারি না। কাজেই আমার এই ধকধকে কলজের ভালবাসা দিয়ে, আমি তোমার গোলামী কিনেছি। তুমি এখনি আমাকে মাতাল ব'লে গাল দেবে—নইলে ছোট বাবু এই দাঁত দিয়ে কুট ক'রে তোমার পায়ের একটি আঙ্গুল কেটে নিতুম।

রঙ্গ। হয়েছে—কাটাই হয়েছে। ভোলাই আমার কল্‌জে কেটেছিস্। তা হ'লে এক কাজ কর, বিবি-সাহেবকে আমি আনি, তুই তাকে সঙ্গে ক'রে আমাদের ঘরে নিয়ে যা।

ভোলাই। আমি ?

রঙ্গ। হাঁ—তুই। পথে তোর মত প্রহরীর প্রয়োজন। তোর বড় মা আর তাকে। সেখানে দাদা একা আছেন। আমরা কে কোথায়, কিছুই জান্‌তে না পেরে অতি বিষণ্ণ চিত্তে তিনি সঙ্গীহীন অবস্থান করছেন। আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম কিন্তু দেখা করতে সাহস করি নি। কেন বুঝেছিস্ ?

ভোলাই। বুঝেছি, তবু তুমি বল।

রঙ্গ। বিবি-সাহেবকে দেখে অবধি মন আমার এমন হ'ল কেন ?

ভোলাই। ঠিক্ ঠিক্—দোষ নেই ছোট বাবু—

রঙ্গ। দোষ কি গুণ তা জানি না, কিন্তু মনের সে অবস্থায় আমি দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলুম না। ভোলাই, তোকে বলব কি ? যে কাজ করেছি, গর্ব্বের সঙ্গে তার কথা আমি দাদাকে বলতে পারতুম। বল্লে দাদা আমাকে আলিঙ্গন করতেন। আনন্দে আজ পাঠানদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু আমি এত ক'রেও আজ যেন চোর হয়েছি এ চোরের প্রাণ নিয়ে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে পারছি না।

ভোলাই। (বুক ঠকিয়া)—আমি হব, আমি হব—আমি উপস্থিত হব। তা হ'লে তুমি আর দেরী ক'র না ছোট বাবু। আজকের ফাঁড়া কেটে গেল। (সচকিতে)—ছোট বাবু, একবার দাঁড়াও ত।

রঙ্গ। কি হলো ?

ভোলাই। দীঘির পাড়ে কি যেন একটা ফিস্‌-ফিস্‌নি আওয়াজ শুনলুম।

রঙ্গ। ও কিছু নয়। দীঘির ধারে গাছ। বাতাসে পাতার ফাঁকে ফাকে লোকের ফিস্‌ফিসে কথার মত আওয়াজ হচ্ছে। তারা যদি আসে, অমন চোরের মত লুকিয়ে আসবে কি ?

ভোলাই। সাবধানের মার নেই। তবু একবার দেখে আসি।

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

রঙ্গ। অগ্নি—অগ্নি! যত নেশা ছাড়ছে, ততই মনের কোন্ লুকান দেশ থেকে গুচ্ছে গুচ্ছে বহ্নিশিখা বেরিয়ে আমার কল্‌জেতে এসে ধাক্কা মারছে। আর ত কল্‌জে অক্ষত থাকে না! জাতির প্রবোধ দিয়ে মনকে অনেকটা আশ্বস্ত করেছিলুম। অবস্থার পার্থক্য আলোচনা ক'রেও মনকে মাঝে মাঝে ধিক্কার দিয়েছিলুম। আমি হিন্দু, সে মুসলমান। জাতিগত বিদ্বেষ, পরস্পরকে পার্শ্বে রেখেও, যেন অতি দূর দূরান্তরে নিক্ষেপ করেছে। তার উপর সে উজীর-কন্যা। আমার অবস্থায় আমি তার পিতার গৃহে সামান্য ভৃত্যের অধিকার পেতে পারি মাত্র। দাম্ভিকা

পাঠানী যদি আমার দিকে নিরীক্ষণ করে, প্রভুকন্যার দম্ভমাথা করুণা ভিন্ন অন্য কিছু সমতার দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করবে না। কিন্তু সে প্রবোধ ত মন আর মানছে না! এ কি দেখলুম—পিতা? জীবনে যাঁকে কখনও দেখি নি, মৃত জেনে দেখবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি, সেই পিতা আজও জীবিত! শুধু তাই নয়, উজীরের সঙ্গে সমান অবস্থাপন্ন গৌড়ের কোন পদস্থ ওমরাও? আজ যদি আমি জাতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিই, পিতারই মত পূর্ব্ব-পরিচয় সমস্ত কবরস্থ ক'রে, পিতারই কথামত প্রেতের মূর্ত্তিতে তাঁর চরণপ্রান্তে পতিত হই, তা হ'লে এক দিনে আমি ওমরাও-পুত্র। তখন পাঠানী!—না—না থাক্। এ কি আত্ম হারিয়ে দেওয়া চিন্তা! তাই ত! নেশা ছাড়ছে না বাড়ছে? আহা! সে কি সুকণ্ঠ? পাঠানী—পাঠানী! তাই ত গোপাল! তোমার মন্দিরে আজ কাকে আশ্রয় দিয়েছ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দলালের বাটীর সম্মুখ।

নন্দলাল ও গজানন।

গজা। ছোট বাবুর সন্ধান পেয়েছ?

নন্দ। না। আর তাকে খোঁজ করবার সময় নেই। এখন গিন্নীর খবর বল্।

গজা। মায়ের খবর আমি কি জানি?

নন্দ। এ কি মূর্খ! কি বলছিস?

গজা। কিছু না জান্‌লে কি বলব!

নন্দ। (তরবারি বাহির করণ ও গজাননের কেশ-ধারণ)—বল্ উল্লুক, গিন্নী কোথায়?

গজা। ধৈর্য্য ধর বড় বাবু! আমাকে কাটবার জন্য এত ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমি গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বড় মা'র খবর তুমি কিছু জান না?

নন্দ। আমি কি জানব রে হতভাগা? তাঁকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য তোকে হুকুম ক'রে আমি যে চ'লে গিয়েছিলুম।

গজা। আর বাড়ীতে আসেন নি?

নন্দ। আর কথা ক'স নি। তোর কথায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হচ্ছে।

গজা। তবু আমি জিজ্ঞাসা করব। বাবু! তাঁকে তোমার স্ত্রী জেনেই না তুমি ধৈর্য্যহারা হচ্ছ! কিন্তু তিনি যে আমার মা! আমি রাণী ভুবনেশ্বরীকে সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী জ্ঞান ক'রে, অন্তরে বাহিরে ইষ্টদেবতার মত পূজা করি। মর্‌তে—বিশেষতঃ তোমার হাতে মর্‌তে আমি যে আহ্লাদের সঙ্গে প্রস্তুত! কিন্তু মার কথা না জেনে মরলে যে, মরেও আমার সুখ হবে না। বড় বাবু! সত্য সত্যই আমি মূর্খ, গাধা। তবু মা'র কথা একটু আমাকে বুঝতে দাও। তার পর কাটো। পাঠান তোমাদের উচ্ছেদ করবার জন্য তোমার বাড়ী-ঘেরে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি সিংহের মতন একা নিশ্চিন্তে নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে আছ, এ দেখে আহ্লাদে আমার সর্ব্ব-শরীর নৃত্য ক'রে উঠেছিল। গর্ব্বে বুক পাঁচ হাত ফুলে উঠেছিল। সেই তুমি মায়ের কথায় এত আত্মহারা হ'য়ে পড়লে যে, আমার মাথার চুল টেনে ধরলে? কখনও তোমার ক্রোধ দেখি নি, আজ তুমি তাই দেখালে? বড় বাবু! আর আমার বাঁচতে ইচ্ছা নেই।

নন্দ। গজানন! আমাকে ক্ষমা কর।

গজা। ওকি বড় বাবু! ওকথা যা বল্লে, আর ব'ল না। ফের ওরূপ কথা বল্লে, তোমাকে কাটতে সময় দেব না। তোমার সম্মুখেই আমি আত্মহত্যা করব। আমার মাথার চুল ধরেছ ব'লে আমার দুঃখ নাই। এ মাথার মূল্য কি? কিন্তু বড় বাবু, তোমার ধৈর্য্য অমূল্য!

নন্দ। তবে আর কি, চল। এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার আর কোনও সার্থকতা নেই।

গজা। কেন?

নন্দ। তোর বড় মা নিরাপদ জেনে, আমি আততায়ী পাঠানদের সঙ্গে একা লড়াই করব ব'লে উল্লাসের সঙ্গে ঘরে ফিরে এসেছিলুম। সে উল্লাস ত আর রইল না।

গজা। কেন রইবে না! বড় বাবু! আমি তোমার হুকুম মত তখনই এক যোল বেহেরার পাল্‌কি এনে-ছিলুম এসে দেখলুম, বাড়ীতে কেউ নেই। ভিতর-বাড়ী বার-বাড়ী একেবারে জনশূন্য। তখন মনে করলুম। মাকে রক্ষা করতে ব্যাকুল হয়ে তুমি আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পার নি। নিজেই

মাকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়েছে। এখন বুঝতে পারলুম তা নয়। কিন্তু তাতে তোমার উল্লাস থাকবে না কেন বড় বাবু? তুমি কি মনে করছ, মা হারিয়ে গেছে।

নন্দ। তোমার মনে কি নিচ্ছে?

গঙ্গা। আমার মনে যা নিক্, তুমি কি মনে করেছ বল না।

নন্দ। পাঠানে তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

গঙ্গা! ছি ছি! ওকথা কি মুখে উচ্চারণ করতে আছে। বড় বাবু! তুমি না রাজপুত? রাজপুতনী নিজের মর্য্যাদা রাখতে স্বামীর মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এ কথা কখন কি শুনেছ? বিশেষতঃ মা ভুবনেশ্বরী! জীবন্ত মায়ের গায়ে পাঠানে হাত দেবে! তুমি বাড়ীর ভিতরটা দেখে এসেছ?

নন্দ। বাড়ীতে ঢুকেই হতভাগা ছোঁড়ার সন্ধানে অন্দরে প্রবেশ করেছিলুম। গিয়ে দেখলুম, সেখানে কেউ নেই।

গঙ্গা। আর একবার দেখে এস।

নন্দ। এইমাত্র শূন্য ঘর দেখে বাইরে ফিরে এসেছি।

গঙ্গা। আর একবার দেখে এস। অস্থির মনে তুমি ভাল ক'রে দেখ নি।

নন্দ। তা বোধ হয় দেখি নি।

গঙ্গা। যাও—যাও। মা হয় ঘরে নয় মন্দিরে। শিশোদীয়া কন্যা আর কোন স্থানে আশ্রয় নেয় নি।

নন্দ। তোর মন ঠিক বলছে?

গঙ্গা। শুধু মন কেন বড় বাবু, মুখও বলছে। রাজপুত! তুমি বাঙ্গলায় জন্মগ্রহণ করেছ। কিন্তু আমার জন্ম রাজস্থান। পঞ্চাশ বৎসর তোমার পিতার সঙ্গে এ দেশে এসেছি। কিন্তু এ পঞ্চাশ বৎসরেও বাঙ্গলাকে আমি স্বদেশ মনে করতে পারি নি। তোমাকে আমি চঞ্চল দেখলুম। শিশোদীয়া কন্যাও যদি তোমার মত চঞ্চল হয়, তা হ'লে—এই যে নিশ্বাস ফেলবো—বাঙ্গলার বাতাস আর—(বক্ষে হস্ত দিয়া)—এখানে প্রবেশ করতে দেব না—তুমি দেখে এস। মা যদি না ঘরে থাকেন, নিশ্চয় তিনি গোপাল-মন্দিরে।

নন্দ। তা হ'লে তুই এখানে থাক্। আমি আর একবার বাড়ীর ভিতর দেখি। সেথায় না দেখতে পাই, তোর কথা মত একবার গোপাল মন্দিরে যাব, সেখানেও যদি বড় বউ না থাকে, তা হ'লে শোন্ গঙ্গা! তুই রইলি, আর তোর ছোট বাবু রইল, আমি আর এ মুখে ফিরব না।

গঙ্গা। তোমার এখানে জন্ম। আমার জন্ম রাজস্থান। শুধু তোমরা দুই ভাই আর বড়মার মমতায় এখানে আটকে আছি। সত্য কথা বলতে কি—বড় বাবু, এ দেশের জন্য আমার কোনও মমতা নেই। তুমি যদি না ফেরো, আমিই বা এখানে থাকবো কেন? আমার রাজস্থান বেঁচে থাক। এখানকার চর্ব্ব্য চোষ্য চাই না। সেখানকার মাটী খেয়ে আমি জীবন রাখবো।

নন্দ। সে তোমার ইচ্ছা। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সিংহের মত আমি যে গ্রামে চলা-ফেরা করেছি, রাত্রি প্রভাতে স্ত্রীর লাঞ্ছনার কথা শোনবার ভয়ে আমি যে শৃগালের মত লুকিয়ে লুকিয়ে সেই গ্রামের পথে চলব, তা জীবন থাকতে পারব না।

গঙ্গা। ওসব অলক্ষণে কথা কইছ কেন?—

নন্দ। তোর বিশ্বাসকে অবলম্বন ক'রে আমি বড় বউকে খুঁজতে চল্লুম।

গঙ্গা। যাও। কতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করবো?

নন্দ। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত। সে সময় না ফিরি, তা হ'লে বুঝবি, আমি আর ফিরলুম না।

গঙ্গা। তবে যাও।

[নন্দলালের প্রস্থান।

তাই ত গোপাল! দম্ভের সঙ্গে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা একমাত্র রাজপুতনীরই অধিকার। বাঙ্গলায় দু'দিন বাস ক'রেই রাজপুতনীর সে অজর অধিকারের ব্যতিক্রম হবে? সে দুর্দ্দশার কথা শোনবার আগে মৃত্যু ভাল।

সাবাজ। (নেপথ্যে) ব্রজনাথ!

গঙ্গা। এ কি? বাইশ বৎসর পরে এ কি কণ্ঠস্বর! এ কি স্বপ্নে শুন্‌লুম। না—না—আমি ত দিব্য জেগে আছি!

সাবাজ। (নেপথ্যে) ব্রজনাথ! একবার দাঁড়াও।

গঙ্গা। অ্যাঁ—অ্যাঁ! পাগল হলুম না কি, পাগল হলুম না কি! প্রভু? গুরু? রতিলাল? না—না পাগল হয়েছি। দিবারাত্রি তার কথা ভেবে ভেবে আমি পাগল হয়েছি—আমি পাগল হয়েছি—আমি পাগল হয়েছি। [প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য

রতিলাল রায়ের বাটীর সান্নিধ্য।

সাবাজ ও ব্রজনাথ।

সাবাজ। কথা কইছ না কেন সখা?

ব্রজ। (মুখ ফিরাইলেন)—

সাবাজ। মুখ ফিরিও না। আমাকে দুটো তিরস্কার কর শুনি। তোমার মুখ ফেরানো সহ্য হচ্ছে না!

ব্রজ। স্বধর্ম্মত্যাগী! আপনার মুখ দর্শন করতে নেই।

সাবাজ। বেশ, আমি প্রণাম করছি। আমার প্রণামটা গ্রহণ করবার জন্যও অন্ততঃ একবার মুখ ফেরাও।

ব্রজ। আপনি কেন এলেন?

সাবাজ। দেখলুম, তুমি একান্তই আমাকে চিন্‌তে পারলে না, তাই এলুম। গোপালের সঙ্গে প্রতারণা করেছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারলুম না। কপট পরিচয়ে তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে কথা কইলুম। দেখলুম, তুমি কোন মতেই আমাকে চিন্‌তে পারলে না। বড় ইচ্ছা হ'ল আমাকে তুমি চেনো। একবার মনে করলুম, তখনি তোমাকে ডাকি। অতি কষ্টে ইচ্ছা দমিত করলুম। কিন্তু যেই তুমি চোখের অন্তরাল হ'লে, অমনি বন্ধুত্বের এক প্রচণ্ড অভিমান বুকের ভিতর জ্বলে উঠল। ভাবলুম, বাইশ বৎসর পরে তোমাকে দেখা মাত্র আমি চিন্‌তে পারলুম, আর বহুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কয়েও তুমি আমাকে চিন্‌তে পারলে না? গলার স্বর শুনেও পারলে না?

ব্রজ। তুমি আর চেনবার যোগ্য নও ব'লে তোমাকে চিনতে পারি নি। আগেকার সেই শালবৃক্ষ থাকতে, তা হ'লে যতই বৃদ্ধ হও না কেন, চিনতে তোমাকে বিলম্ব হ'ত না। কিন্তু তুমি অঙ্গারে পরিণত হয়েছ। আমি যে—সেই আছি। আমার এই লোল অঙ্গ আমার সে যৌবন প্রকৃতিকে আবৃত করতে পারে নি। যে ভালবাসায় আমি রতিলাল রায়ের কাছে আবদ্ধ হয়েছিলুম, সেই ভালবাসা অক্ষুণ্ণ শক্তিতে তার বংশের সঙ্গে আমাকে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু বাবু, তুমিই শত্রুতা সাধলে। তোমারই অত্যাচারে আজ প্রথম সেই বন্ধন শিথিল হ'ল।

সাবাজ। না—না, বন্ধন শিথিল ক'র না। আমি এখনি চ'লে যাচ্ছি।

ব্রজ। তা হ'লে এখনি যাও। স্ত্রীপুত্রের বিয়োগে আমি শূন্য-সংসার। তবু তোমার বিয়োগ স্মরণ ক'রে তোমারই পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে সংসার করছি। তোমার পত্নী সূতিকাগারে এক সাধ্বী সতীর অঙ্কে এক পুত্র ফেলে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা ক'রে গেছে। তুমিও আবার সে ভাল মানুষের কন্যার উপর অত্যাচার করতে এলে?

সাবাজ। তোমার মুখে তোমাদের বিপদের কথা শোনাও এখানে আসবার একটা কারণ।

ব্রজ। সবার চেয়ে বেশী বিপদ তুমি! তুমি অনেক-দিন মরেছ। মহা-সমারোহে তোমার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়েছে, সপিণ্ডীকরণ হয়েছে। দু'দিন আগে অমাবস্যায় তোমার একোদ্দিষ্ট হয়ে গেছে। প্রেত! পিণ্ডে মাত্র তোমার অধিকার। এখনও যদি তোমাতে কিছু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট থাকে, তা হ'লে এখনি এ দেশ ত্যাগ কর। পাঠান আমাদের ধ্বংস করুক, কিন্তু তোমাকে মৃত জেনে বক্ষের রক্ত দিয়ে যে সংসারকে পুষ্ট করেছি, সে সুপ্রতিষ্ঠিত পবিত্র সংসার তুমি এসে ধ্বংস ক'র না।

সাবাজ। না ব্রজনাথ, আর থাকব না। এই চল্লুম। তবে যেতে যেতে একটা কথা তোমাকে ব'লে যাব। তুমি পিছন ফিরেই শোন। তোমার কাছে এই প্রথম শুনলুম, আমার স্ত্রী নেই। সে মমতাময়ী আমার অদর্শন-ক্লেশ সহ্য করতে পারে নি। তবে মমতার স্থান করুণা অধিকার করেছে। তোমার কথায় বুঝলুম, আমার পুত্রবধূ সূতিকা-ঘর থেকে আমার সদ্যোজাত শিশুকে বক্ষে তুলে নিয়েছিলেন।

ব্রজ। করুণা কাকে বলছেন জানি না। মমতা—মমতা—এমন মমতা বুঝি কখন কোন জননীতে দেখি নি। সেই মমতার জন্য মায়ের নিত্য লাঞ্ছনা, স্বামীর কাছে লাঞ্ছনা, আমার কাছে লাঞ্ছনা, ঘরে পরে লাঞ্ছনা। পাছে পুত্রবাৎসল্যের তিল মাত্র অঙ্গহানি হয়, এই জন্য মা আমার পুত্র-কামনা করলেন না।

সাবাজ। ব্রজনাথ! ক্ষান্ত হও, যাবার মুখে বাধা দিও না। দিলে আবার আমি তোমাদের উপর অত্যাচার করব।

ব্রজ। এর চেয়ে আর কি অত্যাচার করবেন?

এতক্ষণ খাড়া ছিলুম, বাবু? আপনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

সাবাজ। মাথা ভূমিতে ঠেকিয়ে দেব। এবারকার অত্যাচারের ভারে মাটীতে সংলগ্ন মাথা আর তুমি উপরে তুলতে পারবে না। চোখ দিয়ে ইহজন্মে আর আকাশ দেখবার শক্তি থাকবে না। তুমি বিব্রত হবে, মা বিব্রত হবেন, বিব্রতের সংসার নিয়ে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হ'তে পারবে না।

ব্রজ। না—না, চ'লে যান, চ'লে যান, আর বিব্রত ক'রে কাজ নাই। আমি মরতে বসেছি, আমার বিব্রত হওয়ায় ক্ষতি নেই। আপনি কি বলতে চাচ্ছিলেন, আমি অনুমানে বুঝেছি। আর ব'লে কাজ নেই। পিতৃগুরু জ্ঞানে যে নিত্য আপনার পাদুকা পূজা করে, তাকে আর বিব্রত করবেন না। আপনার এক দুরন্ত পুত্রের জন্য মায়ের একদণ্ডও শান্তি নেই। আর তাকে অন্য পুত্রের ভার দিয়ে চরম অত্যাচার করবেন না।

সাবাজ। রঙ্গলালকে আমি দেখেছি ব্রজনাথ।

ব্রজ। তা হ'লে আবার এলে কেন? তুমিই ত আগে থাকতে সংসারটা চূর্ণ ক'রে দিয়েছ।

সাবাজ। হয় হোক। পুত্রবধূর মাতৃস্নেহ বসরাই গোলাপের মত আমার চোখের উপরে ফুটে উঠেছে; আমি দেখছি। ব্রজনাথ! তোমার হাতে সংসার তুলে দিয়ে আমি পালিয়েছিলুম। তুমি সেই সংসার বজায় রেখেছ, তোমার দেবনিশ্বাসে পরিবর্দ্ধিত তরু কখনও কু-ফল প্রসব করবে না। আমি বলছি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আমি চল্লুম। আমার বংশের প্রদীপ নন্দলালকে দেখবার লোভও সংবরণ করেছিলুম, অমন সাবিত্রী তুল্য পুত্রবধূকেও দেখবার লোভ সংবরণ করেছিলুম; কিন্তু সখা, তোমার কাছে অচেনা থাকবার ক্রোধ সংবরণ করতে পারি নি। তাই এলুম—দেখলুম। ব্রাহ্মণ! আবার প্রণাম নাও, চল্লুম। রঙ্গলালকে তিরস্কার ক'র না। হোক্ সে দুরন্ত, তার অপরিচিত জনকের নামের উপর শ্রদ্ধা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তার বীরত্ব দেখে গর্ব্বে বক্ষ ফুলে উঠেছে। অনুমতি কর সখা, এইবারে বিদায় গ্রহণ করি।

ব্রজ। কি বল্‌তে চেয়েছিলেন?

সাবাজ। আর বলব না।

ব্রজ। বাবু!

সাবাজ। আর পিছু ডেকো না ব্রজনাথ, আমি সাবাজ খাঁ।

ব্রজ। আমাদের সে খাঁ বাবু? তাকে কোথায় রেখে এলেন?

সাবাজ। কেন ব্রজনাথ, আবার তাকে কেন? তবে হে কঠোর! তোমার চোকে না কি জল নেই!

ব্রজ। আপনার ওপরই রাগ। সে যে পরাণ-পুতলি। অপবিত্র স্থানে যদি ছোলা-গাছ হয়, তার ফলেও দেবতার নৈবেদ্য হয়। তার এক কথাতেই আমি বুঝেছি, সে সোনার চাঁদ।

সাবাজ। সে কোথায়, আমি জানি না।

ব্রজ। সে কি?

সাবাজ। আমি তাকে গোপাল মন্দিরের দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলুম। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না। তাকে বোধ হয় রায়দীঘি কোলে ক'রেছে। [প্রস্থান।

(গজাননের প্রবেশ)

গজা। বাবু! বাবু!

[প্রস্থান।

সাবাজ। (নেপথ্যে) গজানন! আমি তোর বাবু নই, আমি সাবাজ খাঁ।

(গজাননের পুনঃ প্রবেশ)

গজা। নায়েব মশাই—নায়েব মশাই!

ব্রজ। হুঁসিয়ার গজানন! এ কথা যদি মুখ থেকে বেরোয়, তা হ'লে তুই রাজপুত নোস্।

গজা। তবে আর কেন ঘোষাল মশায় চল্লুম! বাঙ্গলার সরস বায়ু আমার সইল না। [প্রস্থান।

ব্রজ। এ কি বিভীষিকার দৃশ্য! দেখে হাত পা অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু হতভাগ্য শেষকালে কি ব'লে গেল? সত্য সত্যই কি অমন সোনার পুতুলটাকে জলে ডুবিয়ে গেল না কি? আর হতভাগ্যের সংসারই দেখছি যখন ডুবতে বসলো, তখন তার একার ভাবনা ভেবে মরি কেন? পিপাসার্ত্ত মৃত্যু রায়বংশের রক্ত-পানের জন্য আকাশটাকে হাঁয়ের আকারে পরিণত করেছে। আমি তার কোন্ অংশ বন্ধ করবো? এ কথা কি গোপন থাকবে? মা জানবে, নন্দলাল জানবে, ছোটটা আগেই জেনেছে। গেল গেল, ডুবে গেল—রায় বংশটা বুঝি রায়দীঘির উদরস্থ হ'ল।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-বাটীর সম্মুখ।

নসীরমামুদ ও জৈনুদ্দীন।

নসীর। তাই ত গোপাল, বড় যে আক্ষেপ রইলো, তোমার হাতে আমি বাঁশী দিতে পারলুম না।

জৈনু। আমি যে বাঁশী নেবো না।

নসী। নেবে না?

জৈনু। না গুরু, শ্রেষ্ঠ অসিধারীর পুত্র আমি। অসি ফেললে বাবার মান থাকবে কেন?

নসীর। বেশ বাপ, বেশ। অসি বাঁশী মিলিয়ে নে, দেখে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হোক। বাঁশীর সুরে অসির ঝঙ্কার, অসির ঝঙ্কারে বাঁশীর সুর—শুনে আমার কর্ণ শীতল হোক। ঐ দেখ বংশীধারী গোপাল আমার অসিধারী গোপালকে আলিঙ্গন করবার জন্য তাঁর ঘরের দ্বার উন্মোচন ক'রে রেখেছেন। যাও গোপাল, প্রবেশ কর।

নসীরমামুদের গীত।

তুঝ্ সে হাম্‌নে দিলকো লাগায়া
যো কুছ হায় সো তুঁহি হায়।
এক তুঝ্‌কো আপনা পায়া
যো কুছ হায় সো তুঁহি হায়।
দেলকী মকা সবকী মকীতু,
কোন্‌সা দিল হায় বিসমে নাহি তু;
খোদা এক দিল্‌মে তুনে সমায়া,
যো কুছ হায় সো তুঁহি হায়।
কেয়া মুলাএক কেয়া ইন্‌সান,
কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।
যৈসা চাহা তুনে বানায়া,
যো কুছ হায় সো তুঁহি হায়।
কাবামে কেয়া, আউর দয়েরমে কেয়া,
আগে তেরে শির সজেনে ঝোকায়া
তেরে পরাস্তাস্ হায়গা সব জা
যো কুছ হায় সো তুঁহি হায়।
আস্ সেলে ফস জমীতক,
আউর জমীনসে আস্ বরীতক্,
যাঁহা যাই দেখা তুঁহি নজরমে আয়া,
যো কুছ হায় সো তুঁহি হায়।
সোচা সমঝা দেখাভলা,
তু যৈসা নাকোই ঢুঁড় নিকালা,
আব ইয়ে সমঝ্‌মে জফরকি আয়া,
যো কুছ হায় সো তুঁহি হায়।

[নসীর মামুদের প্রস্থান।

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

ভোলা। আরে মল, এ ফিসির ফিসির বেটাকে কোথাও যে খুঁজে বার করতে পারলুম না গা! এখানেও ফিসির ফিসির? এ কি, ভূতে আওয়াজ করছে না কি বাবা! না—না—ও কি! গুড়ি গুড়ি মেরে ফটকের ভিতর ঢুকছে! কে তুই?

জৈনু। কঠোর কথা কয়ো না! কে আমি তা বলব না।

ভোলা। তোকে বলতে হবে না, তোর বলবার আগেই তা বুঝেছি। তুই পাঠানের চর। ভিতরে কি আছে জানবার জন্য তোকে এক মজার সাজে সাজিয়ে পাঠিয়েছে। কার সঙ্গে কথা কইছিলি?

জৈনু। তাও ত তোমাকে বলব না।

ভোলা। উঃ! ছোঁড়া ত ভারি চালাক! কে তোর সঙ্গে ছিল বল্। নইলে কান পাকিয়ে ছিঁড়ে দেব। আমি কি দেখি নি মনে করেছিস্?

জৈনু। তুমি ত দেখতে জান না, তুমি কেমন ক'রে তাঁকে দেখবে?

ভোলাই। উঃ! এমন চালাক ত আমি কখন দেখি নি।

জৈনু। তোর দুর্ভাগ্য তাই দেখিস্ নি।

ভোলাই। কি বল্লি?

জৈনু। সুমুখ থেকে স'রে যা বে-আদব! এতক্ষণের কথাতেও যখন তোর জ্ঞান হ'ল না, তখন তুই মাতাল। আর আমি তোর কথার উত্তর দেব না—(অভ্যন্তরে গমনোদ্যত)।

ভোলাই। এ দিকে কোথায় চলেছ খোকা মিঞা? এ তোদের পাঠানের মস্‌জিদ নয়, হিন্দুর মন্দির! এখানে তোর ঢোকবার অধিকার নেই! (ভোলার জৈনুদ্দীনের সম্মুখে গমন ও জৈনুদ্দীনের অসিতে হস্তক্ষেপ)—তাই ত! কি এ? এ যে আমাকে অবাক ক'রে ফেল্‌লে দেখছি! বালকের এত সাহস! তা হ'ক, অন্ততঃ ছোটবাবুকে না জানিয়ে একে ত আমি

ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে পারি না! আচ্ছা, আমার কথা যদি তোমার কড়া বোধ হয়ে থাকে, আমাকে মাপ্ কর। কিন্তু এখন তোমাকে আমি ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে পারি না। ঠাকুরবাড়ীর মালিক ভিতরে গেছেন। তিনি এখনি ফিরে আসবেন। তিনি যদি তোমায় যেতে বলেন, আমার আপত্তি নেই।

জৈনু। মিছে কথা। তুই ঠাকুরবাড়ীর মালিককে দেখিস্ নি।

(গমনোদ্যোগ)

ভোলাই। তবে রে বে-আদব! এই সড়্কি দিয়ে তোকে আমি দেয়ালে গেঁথে ফেলব।

(সড়কি উত্তোলন। জৈনুদ্দীন অসির দ্বারা সড়কিতে আঘাত করিল, সড়কি দূরে বিক্ষিপ্ত হইল এবং ভোলাই ভূমিতে পড়িল)

জৈনু। (ভোলাইয়ের পৃষ্ঠস্পর্শ) কি ভাই? এই-বারে যাব?

ভোলাই। যাও হজরত! তবে একটি কথা ব'লে যাও। ঘাড় ধরতে গিয়েছিলুম। ধরতে গিয়ে ঘাড় গুঁজুড়ে মাটীতে পড়েছি। প'ড়ে প'ড়ে এই পা ধরলুম। যদি না বল, ম'রে ম'রেও তোমার পা ধ'রে থাকব।

জৈনু। কি বল?

ভোলাই। হজরৎ! আমি নিরেট মুর্খ। আদব জানি না, কথা জানি না। এক মাত্র বলের অহঙ্কার নিয়ে খাড়া ছিলুম, তাও আমার আজ চূর্ণ হয়ে গেল। মূর্খকে ছলনা ক'র না। সত্য বল, তুমি কে?

জৈনু। তাই ত ভাই, এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন করলে!

ভোলাই। তবে কেমন ক'রে ভিতরে যেতে পার যাও।

জৈনু। তুমি কি কিছু অনুমান করেছ?

ভোলাই। আমি যা করবার করেছি; তুমি বল।

জৈনু। কাউকেও বল্‌বে না?

ভোলাই। মূর্খ—কথার ঠিক কোন কালেই রাখি নি। বলব না এ কথা হলফ্ ক'রে বলতে পারি না।

জৈনু। পা ছাড়।

ভোলাই। বলবে না?

জৈনু। বলব! বলব! যখন বলেছি, তখন তুমি নিশ্চিন্ত হও। তবে তুমি আগে বল, তুমি আমাকে কি মনে করেছ?

ভোলাই। এই ভারি গোল বাধালে।

জৈনু। বল—বল!

ভোলাই। আমি মাতাল, আমার কি চোখের যুৎ আছে?

জৈনু। বল ভাই, বল। আর আমি দেরি করতে পারব না। মন্দির আমাকে টান্‌ছে।

ভোলাই। তুমি গোপাল।

জৈনু। কি ক'রে বুঝলে ভাই?

ভোলাই। তুমি হাঁ কি না, আগে বল।

জৈনু। আমার এখন ওই নাম।

ভোলাই। কি বল্লে, আবার বল, আবার বল। আমি মাতাল ব'লে যেন আমাকে তামাসা ক'র না।

জৈনু। তামাসা নয় ভাই, বাবা আমাকে ওই নামে ডেকেছেন। গুরু আমাকে ঐ নাম দিয়েছেন। আমি—(নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) গোপাল! গোপাল! গোপাল!

[প্রস্থান।

ভোলাই। যাক্ বাবা, জন্ম সার্থক হয়ে গেল। পাকের ছেলে হ'য়ে সাধু ছোট বাবুর সঙ্গের গুণে আজ আমার গোপালের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেল। আমি ধন্য—আমি ধন্য! নেশা আবার ঘেরে এলো। তবে থাক ফটক, তুই আপনাকে আপনি আগ্‌লাতে থাক্। আমি ফাঁকে ফাঁকে চোক্‌বুজে গোপাল গোপাল ক'রে আর একটু নেশা ক'রে নি। গোপাল—গোপাল,—গোপাল! এক এক নামে এক একটি পিপের মদ যেন চাপ্ বেঁধে ঢুকে আছে। আর দাঁড়াতে পারি না। যার বাড়ীর ফটক, সে নিজে আগ্‌লাক্—আমি শুয়ে চোক্ বুজে কেবল দেখতে থাকি—গোপাল! গোপাল!! গোপাল!!!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনপথ।

সাবাজ ও সহবৎ।

সহবৎ। তাই ত হুজুরালি, অমন অপূর্ব্ব পুত্র প্রথম-দৃষ্ট পিতার স্নেহ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে দাঁড়াল, আপনি ওাকে নিরাশ ক'রে পালিয়ে এলেন ?

সাবাজ। অপূর্ব্ব ? তুমিও বলছ অপূর্ব্ব ? আমি বলছি তোমার অপূর্ব্ব ! তোমার কথায় সে যুবকের পরিচয় হবে ? না। একবার দেখা, মুহূর্ত্তের জন্য দেখা—তবু আমিই তোমাকে বলছি—সে অপূর্ব্ব ! কিন্তু সহবৎ ! পিতা ও পুত্রের মিলন-রহস্যটা কি অদ্ভুত অপূর্ব্ব, সেটা তুমি দেখলে না ?

সহবৎ। বিলক্ষণ দেখলেম হুজুরালি !

সাবাজ। সর্ব্বত্র শুনেছ, সর্ব্বত্র দেখেছ, স্নেহ চিরদিনই আকর্ষণ করে, কিন্তু আজ প্রথম দেখলে সেই স্নেহ তড়িৎ-প্রবাহের মত চক্ষের নিমেষে আমাকে কত দূরে নিক্ষেপ ক'রে দিলে। এতদূর যে, আর আমি তার সমীপস্থ হ'তে পারব না।

সহবৎ। আপনার অবস্থা দেখে আমার কান্না আসছে।

সাবাজ। আর আমার অবস্থা স্মরণ করতে না করতে আমার প্রবল হাসি আসছে। সহবৎ ! তোমাকে সন্তানের মত দেখি। স্বহস্তে আমি তোমাকে মানুষ করেছি। আমি যাতে হাস্‌ছি, তুমি তাতে কাঁদবে কেন ? পুত্রকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাইশ বৎসরের আমার রহস্যময় জীবনের ইতিহাস এক মুহূর্ত্তে আমার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে। গোপালের মন্দির-চূড়া ভাঙ্গবার প্রতীকারের জন্য আমি সারদিয়া ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলুম। প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, যদি না প্রতীকার ক'রতে পারি ত আর দেশে ফিরে আত্মীয়ের কাছে মুখ দেখাব না ! গৌড়ে গেলুম। ওমারাহের কাছে আবেদন করলুম, বাদশার কাছে আবেদন করলুম, কেউ আমার আবেদনে কর্ণপাত করলে না। শুধু কর্ণপাত করলে না নয় সহবৎ, যার কাছে গেলুম, তার কাছে তিরস্কার মাত্র আমার লাভ হ'ল। বারংবারের লাঞ্ছনায় শেষে গোপালের উপরেই আমার দারুন ক্রোধ জন্মে গেল। ভাবলুম, যে নিজেরই আশ্রয়-মন্দির রক্ষা করতে অপারাগ, তার আশ্রয় গ্রহণ করবার মূল্য কি ? সেই সময়েই এক ফকীরের মহত্ত্বে আকৃষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে নূতন সংসার। সুন্দরী পাঠান-কন্যার রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে তাকে বিবাহ করলুম। তারপর অসংখ্য ঘটনা ! কি আর বলব ? মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, ভারে ভারে এই ভাগ্যবান্ সাবাজকে আশ্রয় করলে। কি বল্লুম সহবৎ—ভাগ্যবান্! নিজেকে ভাগ্যবান্ বল্লুম না ?

সহবৎ। আর আপনাকে বলতে হবে না। আপনি শিবিরে চলুন।

সাবাজ। সহবৎ, আমার কথা শুনে তুমি আমাকে পাগল মনে ক'র না। আমি সত্য সত্যই ভাগ্যবান্। শুধু ভাগ্যবান্ কেন, আমার ভাগ্যের তুলনা নেই। আমি পতিব্রতা পত্নীকে ত্যাগ ক'রে গেছি। অপূর্ব্ব গুণময়ী পুত্রবধূ ত্যাগ ক'রে গেছি। পিতৃপরায়ণ, তখনকার একমাত্র পুত্র, রতিলালের একমাত্র বংশধর পরিত্যাগ ক'রে গেছি। শেষে ইহজন্মের মত গোপালকে ত্যাগ ক'রে গেছি। তবু—তবু আমি ভাগ্যবান্। আমি গোপালকে পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু এখন দেখছি গোপাল আমাকে পরিত্যাগ করে নি। আজ বাইশ বৎসর পরে তার মন্দির চূর্ণ দেখবার জন্য আমাকে সে নিমন্ত্রণ ক'রে সর্‌দিয়ায় নিয়ে এসেছে।

সহবৎ। ও সব কথা ছেড়ে দিন হুজুরালি।

সাবাজ। এক দিন আগে এলুম না কেন—এক দিন পরে এলুম না কেন ? ঠিক্ সেই দিন ? যে দিনে মন্দির চূর্ণ করবার কথা উঠেছে, সেই দিন এলুম ? যেমন এলুম, যেমন সরদিয়া-প্রান্তে পা দিলুম, অমনি শুনলুম ? সহবৎ ! তুমি মুসলমান, আমার চ'ক্ষে খাঁটি মুসলমান। তোমাকে বলছি—শুনে তুমি তৃপ্তি পাবে ব'লে বলছি—শোন, এ মন্দির চূর্ণ দেখতে এখন আমার কোনও দুঃখ নেই।

সহবৎ। মন্দির চূর্ণ হবে আপনাকে বল্লে কে ?

সাবাজ। আহা শোন—কথায় বাধা দিও না। আমি সত্য সত্যই বলছি, কোনও দুঃখ নাই। ভাঙ্গুক —ভাঙ্গুক ! শুধু মেদিনীপুরের পাঠান কেন, সমস্ত পাঠান—যারা আজ আশ্চর্য্য ভাবে এখানে সমবেত হয়েছে, তারা সকলে একত্র হ'য়ে এ মন্দির চূর্ণ করুক, আমি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তা

দেখব। তবে একটা আশ্চর্য্য কথা শোন, রঘুপতির উত্তর-কোশল আর যদুপতির মথুরাপুরী কতকাল মাটীর গর্ভে মিশিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের অধিপতির রাম-কৃষ্ণ-নাম কই, কাল ত কোনও ক্রমে বিলয় করতে পারলে না। সে চিন্ময় নামের চিন্ময় ধাম অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে আজও পর্য্যন্ত জগতে কিরণ বিতরণ করছে সহবৎ! তোমরা মৃন্ময় মন্দির ভাঙ্গতে পার, গোপালের মৃন্ময় আধার ভাঙ্গতে পার, কিন্তু চিন্ময়—গোপালকে ত ভাঙ্গতে পারবে না।

সহবৎ। এ সব কথা কেন তুলছেন? পাঠানে আপনার এ মন্দির আর ভাঙ্গছে না।

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। আমি বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন।

সাবাজ। তুমি বল্‌লেই আমি বিশ্বাস করব? আর গোপাল যে আমার এক চিরহিতৈষী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে এত বড় নিমন্ত্রণ কথাটা শুনিয়ে দিলে, সেটাকে অবিশ্বাস করব?

সহবৎ। না ক'রে কি করবেন? যে জন্য আপনার পুত্রের উপর পাঠানের ক্রোধ হবে, সে গোল্‌মাল মিটে যাচ্ছে!

সাবাজ। কি রকম, কি রকম?

সহবৎ। আপনার পুত্র উজীর-কুমারীকে তাঁর পিতার কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

সাবাজ। কোথায় তাঁর পিতা?

সহবৎ। খোদার বিচিত্র মর্জি! আজ তাঁরই ইচ্ছায় উজীর সাহেব আপনার ঘরে অতিথি।

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। এই যে বল্‌লুম হুজুরালি! আপনি দেখতে ইচ্ছা করেন? চলুন দেখিয়ে আনি।

সাবাজ। যে ব্যক্তি আমার চির শত্রু, সেই আমার পুত্রের ঘরে অতিথি!

সহবৎ। আর পুত্রের ঘর বলছেন কেন? আপনি যখন ফিরে এসেছেন, তখন সে আপনারই ঘর।

সাবাজ। আমার ঘর? সোনার চাঁদ ছেলে—প্রথম দেখা—বুকের কাছে এলো আলিঙ্গন করতে পারলুম না! জ্যেষ্ঠ পুত্র—রামের মতন গুণবান্, পুত্রবধূ—সতী সীতার মত গুণবতী—তাদের আড়াল থেকেও দেখ্‌তে সাহস করলুম না! ছোট ছেলে—মাতৃবিয়োগের পর থেকে যে এক দণ্ডও আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারত না, সে আমার মুখে গোপালের নাম শুনে পাগলের মত গোপাল ধর্‌তে ছুটে গেল! আমি ধর্‌তে গিয়ে পেছিয়ে এলুম! আমার ঘর?

সহবৎ। হুজুরালি! রাত্রি প্রভাতে সমস্ত গোলমাল মিটে যাবে। আমি রঙ্গলাল বাবুকে সমস্ত কথা বলেছি। আগে উজীর-কন্যার ঝঞ্চাট মিটে যাক্। এখনি তিনি ফিরে এসে আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের সন্ধান কর্‌বেন।

সাবাজ। তাই ত! কোথা থেকে উজীরও সরদিয়ায় এসে জুটলো? তাই কি না এই রাত্রেই? এক দিন আগে নয়, এক দিন পরে নয়? প্রভাতেও নয়? সহবৎ! তুমি বুঝতে পারবে না, এ আমাদের নারদের নিমন্ত্রণ—মন্দির আর থাকে না।

(নেপথ্যে কোলাহল)

সহবৎ। হুজুরালি! একটু আড়ালে চলুন। আপানাকে এখানে কোন পাঠান দেখে, এটা আমার ইচ্ছা নয়।

সাবাজ। উজীর-কুমারীকে যে দিন ছেলে রক্ষা করলে, সেই দিনেই উজীর এসে অতিথি হ'ল!

[উভয়ের অন্তরালে গমন।

(অনুচরগণ সহ মুদ্দা খাঁ ও পাঠান
সরদারের প্রবেশ)

মুদ্দা। যদি পারবেন না, সে কথা বললেই ত হোত; আমি নিজে রায়-গুষ্টিকে বুঝে নিতুম।

সর। পারব না। এ কথা আপনাকে বললে কে? তবে সেনাপতির দোস্‌রা হুকুম না এলে পারব না।

মুদ্দা। রাত ত শেষ হ'তে চললো, আর হুকুম কবে আসবে? আপনাদের সেনাপতি মাঝে প'ড়ে ব্যাঘাত না দিলে আমি নিজেই এতক্ষণে সব কাজ শেষ ক'রে ফেলতুম। দু'হাজার খিলিজি পাঠান অস্ত্র-শস্ত্র হাতে নিয়ে পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে আছে। আপনাদের মুখ চেয়ে আমি তাদের হুকুম দিতে পারলুম না।

সর। বেশ ত, কাল দেবেন। একটা তুচ্ছ মৌজাদার মার্‌তে এত ব্যস্ত কেন খাঁ সাহেব?

মুদ্দা। কাল তাদের হুকুম দিয়ে ফল কি? কাল রায়েরা কি আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকবে?

সর। না থাকে উপায় নেই। একটা মাছি

মারতে আমরা যে এই রাত্রিতে লুকিয়ে কামান পাতবো, তা পারবো না। কাল আমাদের এক একটা সেপাই তলোয়ারের চোটে দশ দশটা মোগলের মাথা নিয়েছে। সেই আমরা এক জন নগণ্য মৌজাদারকে শাস্তি দিতে রাত্রিকালে চোরের মত মাথা গুঁজে যে এতদূরে এসেছি, এতেই আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে।

মুন্দা। নগণ্য আপনারা বলছেন। তারা ত আপনাদের নগণ্য বলে না। তা যদি তারা বোধ করত, তা হ'লে উজীর-কন্যাকে তারা চুরি করতে সাহস করত না।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সর্দার এখানে আছেন ?

সর। কি খবর ?

সৈনিক। জলদি আসুন। আমরা মন্‌সব্‌দারকে খুঁজে পাচ্ছি না।

সর্। সে কি ?

মুন্দা। আর খুঁজে পেয়েছ! তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়েছে।

সর্। খবরদার খাঁ সাহেব।

সৈনিক। না—না ওঁকে কিছু বলবেন না। তাই আমাদের সন্দেহ। মন্‌সবদার জীবিত নেই। উজীর-কন্যার শোকে মন্‌সবদার হয় ত এ বুনো দেশের কোথাও অসাবধান হয়েছিলেন। শয়তানেরা তাঁকে সেই সুযোগে মেরে ফেলেছে।

সর্। আর তোমরা ?

সৈনিক। মন্‌সবদারের পর আপনি। আপনার হুকুম না পেলে ত আমরা কিছু কর্‌তে পারি না।

সর্। দুশো কামান একেবারে বারুদ পূর্ণ ক'রে প্রস্তুত রাখ। যান খাঁ সাহেব আপনি ঘরে যান। সরদিয়াকে ভূমিসাৎ করিতে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

[সরদার ও সৈনিকের প্রস্থান।

মুন্দা। ইয়া আল্লা! আবার আশা! শোন ভাই সব, এই ফাঁকে যদি তোরা উজীর-কুমারীর সন্ধান করতে পারিস, তা হ'লে লোক পিছু হাজার টাকা বকৃসিস্। সন্ধান কর্—চুপে চুপে—যেন কেরাণী পাঠান না জান্‌তে পারে। একবার তাকে কোনও ক্রমে ঘরের ভিতর ঢোকাতে পারলে, আর দুনিয়া তার সন্ধান পাবে না। ভাই সব! আমি তোমাদের পিছনের বল ঠিক করতে চললুম।

[সকলের প্রস্থান।

সাবাজ। শুন্‌লে সহবৎ ?

সহবৎ। ও কম্‌বখত মুন্দা খাঁ কি করবে? আপনার পুত্রের সহায় যে সব বীর দেখে এলুম, তারা ওরূপ দশ হাজার পাঠানের যোগ্য। কিন্তু ওরা কি এতই হীন-বুদ্ধি হবে যে, প্রচণ্ড মোগল দশ কোশ পিছনে জেনেও, এইখানে ব'সে বারুদ-গোলা-গুলোর অপব্যয় করবে ?

সাবাজ। (হাস্য) দশ ক্রোশ পিছনে তোমাকে কে বললে ? পিঠে এসে চেপেছে। হতভাগারা এতই মোহগ্রস্ত যে, তা বুঝতে পারছে না।

সহবৎ। এ সব কি বলছেন ?

সাবাজ। এই ঝাড়খণ্ডের পার্শ্বে এসে পড়েছে। মাঝে শুধু একটি জঙ্গলের ব্যবধান। কাঁসাইয়ের ঝঞ্ঝাট মিটিয়েছে! শুধু এই কলাইকুণ্ডার জঙ্গল। যদি ঘুণাক্ষরে তারা বুঝতে পারে আমরা এত নিকটে ছাউনি ক'রে আছি, তা হ'লে এইখানেই পাঠান রাজত্বের হেস্ত-নেস্ত হয়ে যায়।

সহবৎ। তা হ'লে কি হবে হুজুরালি ?

সাবাজ। যে সব কথা তোমার ভাই-বেরাদারদের মুখে শুনলুম, তাতে কি হবে আর জানতে ইচ্ছে হয় না। সহবৎ! সহবৎ! বিশ্বাস ঘাতক হব ?

সহবৎ। দোহাই দোহাই—ও কথা বলবেন না। অন্ততঃ এ গোলাম জীবিত থাকতে বলবেন না।

সাবাজ। তা হ'লে যাও, উজীর যদি সত্যই আমার বাড়ীতে অতিথি, আমি তাঁকে এক চিঠি দিই, এখনি গিয়ে তাঁকে দিয়ে এস। সেই সঙ্গে এক তলোয়ার, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে এক গাছে পেয়েছি, সেটাকে দেখে উজীরের ব'লে বোধ হয়েছে। চ'লে এস, বিলম্ব ক'র না ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির-সম্মুখস্থ সোপান।

কলিবেগম।

(গীত)

এ মোর নূতন বীণা বেঁধেছি নূতন তারে।
জেগেছে নূতন প্রাণ ভেসেছে নূতন গান
কি এক নূতন সুরে॥
নূতন বাসনা জাগে
কি নবীন অনুরাগে!
খুলেছি হৃদয়-দ্বার, আনিতে ঘরে
কি জানি কেমন মোর প্রাণ বঁধুয়ারে॥

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। এ কি, বেগম-সাহেব, আপনি যে একা!

কলি। বা! বা! কে-ও বাবু-সাহেব? আপনিও যে একা?

রঙ্গ। আমার কথা পরে বলছি। আপনি আগে বলুন, যাঁর হাতে আপনাকে স'পে দিয়ে গেছি, তিনি ত আপনাকে ফেলে যাবার পাত্রী ন'ন।

কলি। তিনি আমাকে ফেলে যান নি। আর যদি আমি চিরদিনই তাঁর আশ্রয়ে থাকতে চাই, আমার বিশ্বাস, চিরদিনই আমাকে কাছে রাখবেন। এমন দয়াময়ী আমি জীবনে কখনও দেখি নি। ফেলে গেছেন আপনি।

রঙ্গ। আমি ত আপনার পিতার অনুসন্ধানে যাবার জন্য আপনার কাছে বিদায় নিয়ে গেছি বিবি-সাহেব!

কলি। আপনি আমার পিতার সন্ধান পেয়েছেন।

রঙ্গ। কেমন ক'রে বুঝলেন? আমি এ কথা ত এখনও কাউকে বলি নি!

কলি। বিস্মিত হবেন না। আপনি বিস্মিত হচ্ছেন দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। আপনি সত্যবাদী। যখনই আপনাকে ফিরতে দেখেছি, তখনই বুঝেছি, পিতার সন্ধান না নিয়ে আপনি ফেরেন নি।

রঙ্গ। তাঁকে পেয়েছি।

কলি। পেয়েছেন, ভালই হয়েছে। আপনারা আমাকে রক্ষার দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গেছে। মা আসুন, তাঁকে আপনি স্থাননির্দেশ ক'রে দেবেন। মা নিয়ে যান; তাঁর সঙ্গে যাব। নইলে আমি নিজেই যাব বাবু-সাহেব?

রঙ্গ। আমার নিয়ে যাওয়ায় কি আপত্তি আছে?

কলি। আমার আপত্তি নেই। পূর্ব্বেই ত বলেছি, আমার পিতার আপত্তি আছে। তাঁর সঙ্গে যদি ওমরাও থাকেন, তাঁদের আপত্তি আছে। বিশেষতঃ এক জন আমীর যদি তাঁর সঙ্গে থাকেন, আপনার সঙ্গে আমার যাওয়ায়, তাঁরই বিশেষ আপত্তি হবে।

রঙ্গ। তিনি কি আপনার—

কলি। কেউ নন।

রঙ্গ। বিবি-সাহেব! বিদায়-মুখে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অনুমতি করুন।

কলি। বলুন।

রঙ্গ। আগে বুঝেছিলেম আপনি কুমারী।

কলি। না বাবু-সাহেব, আমার স্বামী আছেন।

রঙ্গ। আছেন?

কলি। খুব আছেন। (উদ্দেশে বারংবার সেলাম করণ) তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

রঙ্গ। তিনি কোথায়?

কলি। এ কথা কি উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করছেন?

রঙ্গ। উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আপনার যাওয়ায় তাঁরই বিশেষ আপত্তি হ'তে পারে।

কলি। যে আমীরকে আমি উদ্দেশ করলুম, তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল।

রঙ্গ। স্বামী থাকতে?

কলি। মূর্খ রাজপুত! পাঠান কি এতই মর্য্যাদা-হীন?

রঙ্গ। (মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) বিবি-সাহেব বড় হেঁয়ালি! শেষ কথাটার এক বর্ণ বুঝতে পারলেম না।

কলি। বুঝে কাজ নেই, চ'লে যান। মা আসছেন। আপনাকে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে, তিনি দুঃখিত হবেন।

রঙ্গ। তাই ত! আমি আপনার এত কাছে!

মাফ করুন, অন্যমনস্কে মর্য্যাদার ব্যবধান রাখতে পারি নি।

(রঙ্গলাল পিছাইতে লাগিলেন—কলিবেগম তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন)

এ কি বিবি-সাহেব! আপনি আবার কাছে আসছেন কেন?

কলি। আমি আপনার কাছে থাকলে মা দুঃখিত হবেন না। আমি তাঁর কাছে মন্ত্র পেয়েছি।

রঙ্গ। ওঃ! তা হ'লে আমার এখানে থাকতে আপনারই বিশেষ আপত্তি!

কলি। তবে থাকুন।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবনে। কলি!

কলি। কি মা?

ভুবনে। পাঠান আবার মেদীনাপুরের দিকে চ'লে গেল। আমার স্বামীকে দেখবার যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে এই উপযুক্ত সময়। কে-ও—রঙ্গলাল? তুমি বর্দ্ধমান গিয়েছিলে?

রঙ্গ। গেলে কি এখনি ফিরে আসতে পারতেম? বর্দ্ধমান এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ।

ভুবনে। পঞ্চাশ ক্রোশ! তুমি আমাকে ত দূরের কথা কও নি? এত দূরের কথা বললে আমি কখনই তোমাকে যেতে অনুমতি দিতেম না। বেশ, তবে এখনি ফিরে এলে কেন? পথ থেকে বেরিয়ে দূরের স্মরণেই কি তোমার সঙ্কল্পচ্যুতি হ'ল?

রঙ্গ। না, পথেই বিবি-সাহেবের পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

ভুবনে। নিশ্চিন্ত। তবে আর কি? মাকে তুমি তাঁর কাছে উপস্থিত কর।

রঙ্গ। তাঁর সঙ্গে এখনও আমার পরিচয় হয় নি। আমি লুকিয়ে তাঁর পরিচয় জেনেছি।

ভুবনে। এ রকম করবার প্রয়োজন?

রঙ্গ। যে অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সে অবস্থায় তাঁর পরিচয় নেওয়া আমি ভাল বোধ করি নি। তিনি বিপন্ন। পরিচয় গোপন ক'রে পথ চলছেন।

ভুবনে। তিনি আছেন?

রঙ্গ। আছেন। দেওয়ানজী তাঁকে আমাদের কাছারী-বাড়ীতেই আবদ্ধ করেছেন।

ভুবনে। কলি! এঁর সঙ্গে যাওয়া তুমি ভাল বিবেচনা কর, না আমার সঙ্গে যাওয়া ভাল মনে কর?

কলি। কাছারীবাড়ী এখান থেকে কত দূর?

ভুবনে। ক্রোশ দুই হবে।

কলি। আমি নিজেই তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া ভাল মনে করি।

ভুবনে। সেটা যে হ'তে দিতে পারব না মা!

কলি। সঙ্গে দাসী দাও।

ভুবনে। রঙ্গলাল! তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

রঙ্গ। (অবনতমস্তকে) না।

ভুবনে। সঙ্কোচের সহিত বলছ কেন? তাঁর দেখা পাও নি, না দেখা করতে সাহস কর নি? সঙ্কোচ কেন মূর্খ! বল, আমি তাঁর সংবাদ জানতে ব্যাকুল হয়েছি।

রঙ্গ। নেশার মুখে তাঁকে অন্বেষণ করেছিলেম। খুঁজতে খুঁজতে যখন নেশা ছেড়ে গেল, তখন তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে আমার ভয় হ'ল।

ভুবনে। তাঁর খবর পেয়েছ?

রঙ্গ। তা পেয়েছি। এখন বোধ হয়, তিনি বাড়ীতে।

ভুবনে। একা?

রঙ্গ। বোধ হয়।

ভুবনে। তাঁর সঙ্গে কি তোমার দেখা করতে ইচ্ছা আছে?

রঙ্গ। ইচ্ছা ছিল—সাহস ছিল না, এইবারে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

ভুবনে। তা হ'লে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'র না, এখনি যাও। যদি এখনও যেতে ইতস্ততঃ কর, তা হ'লে তোমাকে 'মা' বলতে যে নিষেধ করেছিলুম, তাতে আমার আর আক্ষেপ থাকবে না।

রঙ্গ। স্বামী আছে! স্বামী আছে! আর কেন, এইবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে দাদার সঙ্গে দেখা করি।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

কলি। সন্তানের উপর আজ এত কঠোর কেন হ'লে মা!

ভুবনে। জিজ্ঞাসা ক'র না মা! আমার উত্তর তোমার শুনতে বড়ই কঠোর হবে।

কলি। কোমলতাময়ি! একবার কঠোর হও, দেখি।

(ভুবনেশ্বরীর চক্ষে অঞ্চল দান)

শিশোদীয়া কন্যা! আমি তোমার পরলোকগত সতী-সঙ্গিনীদের তেজোদৃপ্ত মুখশ্রী তোমার মুখে প্রতিফলিত দেখতে এসেছি। তোমার চক্ষের জল দেখতে আসি নি।

ভুবনে। তোমাদের উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের পরিচয় দিয়েছ কি?

কলি। পরিচয় দেবার সমস্ত সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল—দিই নি। অতি কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করেছিলেম।

ভুবনে। তুমি ধন্য! আর তোমার সঙ্গ যদি এই সামান্য ক্ষণের জন্যও পেয়ে থাকি, তা হ'লে আমিও ধন্য।

কলি। বললে প্রতীকার নেই। নিরর্থক তাঁকে কষ্ট দেওয়া ব'লে বলি নি। আমার ভাগ্যে যা হবার তা হ'য়ে গেছে। মনঃপ্রাণ যখন আপনার সন্তানকে সমর্পণ করেছি, তখন ঠিক জেনো মা, যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকি, আমি তাঁর। সাম্রাজ্যের প্রলোভনেও অন্য পুরুষ আমার ইঙ্গিত আকর্ষণ করতে পারবে না।

ভুবনে। তুমি সতীকন্যা সতী। তোমাকে আর কোনও কথা আমার বলবার নেই। অতি কঠোর সমাজ বাধা না দিলে আজ আমি তোমার মুখচুম্বন করতুম।

কলি। মা মা! তোমার গোপালের প্রসাদ খেয়েও কি এ মুখে পবিত্রতা এলো না?

ভুবনে। ওঃ! তুমি বড় বলেছ—(হস্ত দ্বারা কলির চিবুক স্পর্শ ও চুম্বন) গোপাল! গোপাল! গোপাল! এ বালিকা যে তোমারই চরণামৃত—আকাশ থেকে তোমার চরণে ঝ'রে পড়া নির্ম্মাল্য, কিন্তু বিধিলিপি—এমন রত্ন হাতে পেয়েও বুকে ধরতে পারলুম না—নিক্ষেপ করতে হ'ল!

কলি। মা! হৃদয় কাতর হয়ে আসছে। বিলম্ব করলে কাঁদব। আমাকে যত শীঘ্র পার বিদায় দাও।

ভুবনে। বিদায়—এ কথা কেমন ক'রে মুখে আনবো মা? মা! গোপালমন্দিরের চূড়ায় ব'সে তুমি সঙ্কল্প নিয়ে সতীধর্ম্ম গ্রহণ করেছ। যেখানে যে অবস্থায় থাক, আমারও যদি সতীত্বের অভিমান থাকে, আমি মুক্তকণ্ঠে গোপালকে শুনিয়ে বলছি, তুমি রাঠোর-কুলবধূ—আমার মা। তুমি কাঁদবে? আমি কাঁদছি। শুধু আমি কাঁদছি? আমার গোপাল কাঁদছে। শোন প্রিয়তমে! গোপালের ঘরের দ্বার রোধ করতে গিয়ে শুনি, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে গোপাল মন্দির-হৃদয় কাঁপিয়ে তুলেছে।

কলি। বল কি মা, গোপালের আমার প্রতি এত করুণা?

ভুবনে। করুণা কি কলি—প্রেম! তুমি যে সতী! গোপাল সৎপুরুষ! তুমি আজ তার ঘরে অতিথি। তুমি চ'লে যাবে, বিরহভয়ে গোপাল ব্যাকুল হয়েছে। মিথ্যা বলি নি মা! প্রথমে শোনবার ভুল মনে করলুম! তখন আবার শুনলুম—আবার শুনলুম। মা! সে কি মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস! গোপাল ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে। তবু আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে বুক বেঁধেছি।

কলি। রত্রি শেষ হয়ে আসছে। এক জন দাসী দাও। রাত্রি থাকতে থাকতে সে আমাকে পিতার কাছে রেখে আসুক।

ভুবনে। এই যে, দাসী তোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

কলি। ও কি বলছেন মা!

ভুবনে। কিছু অন্যায় বলি নি! সন্তানের দাস্য-রস মায়ের মত কে কোথায় আস্বাদন করেছে? সূতিকা ঘর থেকে যাকে বুকে ক'রে মানুষ করেছিলেম, তুমি তাকে মনে মনে পতিত্বে অঙ্গীকার করেছ। বিধাতার ইচ্ছায় তোমাদের উভয়ের মধ্যে বাড়বানল-ভরা বিশাল সাগরের ব্যবধান। তা ব'লে তোমাকে আমি বক্ষের কাছে পেয়ে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করব কেন? আর মুখের দিকে চেয়ো না, দ্বিরুক্তি ক'র না, আমার অনুসরণ কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গোপাল-বাটীর সম্মুখ।

ভোলাই।

ভোলাই। গোপাল—গোপাল! বা! গোপাল! বা! মেরে ফেলে চ'লে যাচ্ছিলে ভাই, সে যে আমার ছিল ভাল। এ যে পিঠে হাত দিয়ে, ভাই বোলে আদর ক'রে আমার দফা রফা ক'রে গেলে! খোদার নাম নিয়ে গোপালকে আগলাতে এলুম, গোপাল পেয়ে গেলুম। কোথা থেকে কি ক'রে সড়্‌কির মুখে গোপাল-কমল ফুটে উঠলো। বিঁধতে গেলুম, কমল লাফিয়ে বুকে এলো। হা আল্লা! তার মৃণাল এমন ক'রে বুকে বিঁধে গেছে যে, কালু সরদারের সড়কিও হাজার খোঁচা দিয়ে তাকে বুক থেকে তুলতে পারবে না। বাবা! গোপাল-মদে এমন নেশা? মদের সৌরভে এমন আকুল ক'রে দিয়েছে যে, ইহজন্মে আর যে ভাল ক'রে চোখ মেলে চাইব, তারও উপায় নেই।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। বাড়ীর কোথাও তারে দেখতে পেলুম না। বাগান-বাড়ীতে পেলুম না। একমাত্র আশা—মন্দির। কিন্তু একা এতক্ষণ সে কি মন্দিরে আছে? এই যে মন্দিরের ফটক খোলা! তবে কি আর সে আছে?—কে তুমি?

ভোলাই। চোক চাইতে পারছি না, তবে কথাতে বুঝেছি, তুমি বড় বাবু। সেলাম বড় বাবু, সেলাম।

নন্দ। কেও—ভোলাই?

ভোলাই। আজ্ঞে।

নন্দ। তুই এখানে কি করছিস্?

ভোলাই। এই ত হুজুর দেখতেই পাচ্ছ। ছোট বাবু আমাকে ফটক আগলাতে রেখে গেছে।

নন্দ। তা বুঝি এমনি ক'রে আগলাচ্ছ?

ভোলাই। আজ্ঞে এমন সুবিধার পাহারাদারী আমার জীবনে কখন ঘটে নি।

নন্দ। আঃ—মাতাল!

ভোলাই। আজ্ঞে হুজুর, শু'ড়ির সাক্ষী মাতাল নই। গোপাল-মদে মাতাল। উঃ! গোপাল-মদে এত নেশা?

নন্দ। ছি ভোলাই—অমন বাপের নাম ডোবালি!

ভোলাই। আমার বাপের নাম কি হুজুর।

নন্দ। দূর বেটা, দুঃখের উপরও হাসি আনালি।

ভোলাই। কিসের দুঃখ, তোমার কিসের দুঃখ? হাসো—হাসো কেবল হাসো। আগে ছিলুম নকল ভোলাই, এখন হয়েছি খাঁটি। গোপাল-মদে আমার বাপের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে।

নন্দ। তোর বড়-মা এর ভিতরে আছে কি বলতে পারিস?

ভোলাই। তোমার কিসের দুঃখ? বড়-মা গোপালের মা—তুমি—গোপালের বাপ।

নন্দ। যা বল্লুম, শুনতে পেলি?

ভোলাই। শুনেছি—গোপালের মা—বাবা তাঁর নাম শুন্‌বো না? সেলাম—গোপালের মা! সেলাম।

নন্দ। (স্বগত) বেটা প্রচণ্ড মাতাল হয়েছে। ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফল কি?

ভোলাই। গোপাল—গোপাল—গোপাল। গোপালের বাপ, গোপালের মা—গোপাল যদি আমাকে ভাই বলে, আমিও তোমাদের ছা। তা হ'লে যা ভোলা, বাবার পায়ের কাছে গড়িয়ে যা।

নন্দ। দূর হতভাগা, দূর। আর তোর পাহারাদারী করতে হবে না, ঘরে যা। তোর পিয়ারের বাবু কোথা?

ভোলাই। ভিতরে ঢুকেছিল। তার পর কি বলব হুজুর?

নন্দ। মদ খেতে গেছে?

ভোলাই। গোপালের বাপ, কি না!—অন্তর্য্যামী। কথা মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতে ধ'রে ফেলেছে।

নন্দ। হাঁ রে ভোলাই!

ভোলাই। হুজুর।

নন্দ। ছোটবাবু যে মেয়েটিকে এনেছে—

ভোলাই। ছোট-মা'র কথা বলছ হুজুর?

নন্দ। দূর হ—উঠে যা (ভোলাই নন্দলালের পা ধরিল) পা ছেড়ে দে ভোলাই। রাগে বলছি নি—উঠে যা—তোর বাপের কাছে যা। পথে কোথাও থাকিস্ নি।

ভোলাই। কেন হুজুর?

নন্দ। এখনও পাঠানের ভয় যায় নি। এখনও তাদের আক্রমণ করবার সম্ভাবনা আছে। তোকে এ অবস্থায় দেখতে পেলে তারা মেরে ফেলবে।

ভোলাই। মেরে ফেলবে? আমাকে? (উঠিয়া বসিল) আমি গোপালের পাইক—আমাকে পাঠানে মেরে ফেলবে? বল কি হুজুর? গোপালের বাপ হয়ে তুমি এই কথাটা বললে! পাঠান ত এসেছিল। কই —ভোলাকে মারতে পারলে না?

নন্দ। পাঠান এসেছিল কি রে?

ভোলাই। পাঠান ত এসেছিল—

নন্দ। পাঠান এসেছিল কি? কালু সর্দ্দারের বেটা! পাঠান এলো, তুই চুপ ক'রে ব'সে রইলি!

ভোলাই। ব'সে কি হুজুর, শুয়ে—সে কি ছোট খাট পাঠান, চোক বুজেই বুঝলুম, এমন এমন পালোয়ান। এলো, খোলা ফটক দেখে ঢুক্‌তে গেল, আর ভোলা মিঞার একটি মর্ম্মভেদী কথা শুনে হুড়্ হুড়্ ক'রে পালালো। হুজুর! আমি তোমার গোপালের সঙ্গে আজ লড়াই করেছি। হেরে মরেছি—তা হোক্, হেরে হেরেও তাকে হারিয়ে দিয়েছি। শেষকালে পিঠে হাত দিয়ে, ভাই ব'লে খোসামুদি কত!—বাপ! সে কি আফ্রেসিয়াব, না দুনিয়ার রাজা পালোয়ান রোস্তম?

নন্দ। তবেই ঠিক হয়েছে! এ কিছু দেখতে পায় নি। বড় বউকে ঠিক ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। রঙ্গলাল যাকে ধ'রে এনেছিল, মুদ্দা খাঁ বোধ হয়, তাকেও ফিরে পেয়েছে। পাঠানের প্রতিশোধ নেবার যে চূড়ান্ত কাজ গোপাল মূর্ত্তি-চূর্ণ—তাও বোধ হয়, তারা শেষ করেছে।

ভোলাই। বাপ্! তুমি আফ্রেসিয়াব না রোস্তম্? তোমার নাম উচ্চারণ করতে না করতে পাঠান পালোয়ান পালিয়ে গেল।

নন্দ। ভোলাই! সত্য ক'রে বল, তোর কোনও সঙ্কোচ করতে হবে না, সত্য বল্, তোর বড়-মা ভিতরে আছে কি না?

ভোলাই। কি ক'রে জানব হুজুর! তাঁকে ঢুকতেও দেখি নি, বেরুতেও দেখি নি! এই সবে চোক্ মেলছি। তোমার হাঁটু পর্য্যন্ত দৃষ্টি উঠেছে। দেখছি, তোমার হাঁটু কাঁপছে, না, আমার দৃষ্টি কাঁপছে?

নন্দ। মহাত্মা কালুর পুত্র হয়ে তুই এমন পশু, তা আমি জানতুম না।

ভোলাই। (দাঁড়াইয়া উঠিল) বড়-বাবু! এতক্ষণে নেশা ছুটল।

নন্দ। আমার সর্ব্বনাশ ক'রে তোর নেশা ছুটলেই কি আর না ছুটলেই কি! যা উল্লুক, এ ফটক আগলাবার কাজ তোর হয়ে গেছে। এখান থেকে চ'লে যা।

ভোলাই! বড় বাবু! বড় বাবু! কড়া কথায় পাক বাপের খাতির রাখে না।

নন্দ। ভোলাই! তোর বড়-মা'র চিন্তায় আমি আত্মহারা হয়েছি। আমাকে ও খাতির দেখাবার তোর প্রয়োজন নেই। যদিও এখনি তোকে আমি টুকরো ক'রে রেখে যেতে পারি, কিন্তু আমি তা করব না। তুই আমাকে এইখানে এই গোপালের ফটকে শুইয়ে রেখে যা, আমি কোড়ে আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত তোর বিরুদ্ধে তুলব না। (ভোলাই নন্দলালের পদ ধরিল) হয়েছে হয়েছে ওঠ্। তোর সঙ্গে কথা কাটাবার আমার সময় নেই। ক্ষমা করলুম—ওঠ্। আরে গেল—হতভাগা ছাড়। তুই কালুর বেটা, কালু আমার রঙ্গলালের ওস্তাদ্—আমার ভাই।

ভোলাই। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বড়-বাবু! অধম পাইকের পেটে গোপাল-মদ সইল না। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কখনও তোমার হাঁটুর ওপর চোক তুলিনি, আজ তোমার মুখের ওপর চেয়ে জবাব দিলুম! আমাকে কেটে ফেল।

নন্দ। আর কাটতে হবে না ওঠ্।

ভোলাই। বাবা শুন্‌লেই আমাকে কেটে ফেল্‌বে।

নন্দ। আরে হতভাগা, এ কথা আমি কি তোর বাবাকে বলতে পারি?

ভোলাই। তুমি বলবে কেন, আমি নিজে বলব। বাবা যেমন শুনবে, আমি তোমার মুখের ওপর জবাব দিয়েছি, তখনি কেটে ফেল্‌বে, তার পর পুত্রশোক সামলাতে না পারে কাঁদবে।

নন্দ। খবরদার! যদি আমাকে ভালবাসিস, তা হ'লে কখনও এ কথা তাকে বলিস নে।

ভোলাই। তা হ'লে আশীর্ব্বাদ কর, গোপাল-মদ আমার পেটে সইবে।

নন্দ। গোপাল-মদ কি?

ভোলাই। আমি বলি, আর মদের তুমি পিপেটাকেই পেটে পূরে দাও।

নন্দ। দূর হতভাগা।

ভোলাই। বল সইবে! বল—

নন্দ। সইবে, সইবে।

(ভোলাই দাঁড়াইল ও সড়কি
অন্বেষণ করিয়া তুলিল)

ভোলাই। তা হ'লে বড়-মা মন্দিরে আছে কি না একবার দেখে এস, আমি ছোট বাবুকে খুঁজতে চল্লুম।

চতুর্থ দৃশ্য

নাটমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।
ভুবনেশ্বরী।

ভুবনে। আর ভাবতে পারি না। আর ভাবতে গেলে মাথা ঠিক রাখতে পারব না। পাঠানী মা, বিদায়। তোকে ঘরে রাখতে অন্যায় সাহস আমি কিছুতেই করতে পারি না। রাখতে গেলে আমার কুঁড়ে ঘরের যা কিছু সঞ্চিত ধন এক পলকে মিলিয়ে যায়। গোপাল! রায়বংশকে কেবল রহস্য করতেই কি তুমি ওই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করেছিলে? রহস্যের পর রহস্য—এত দিনের চেষ্টায় কোনও রকমে প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলুম। নিয়ে অভাবকে ভাব ক'রে দিন কাটিয়ে আসছিলুম। কিন্তু শেষে এ কি করলে? কোথা থেকে কি ক'রে এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় পথ দিয়ে এ কি বিচিত্র অতিথি আমার ঘরে ধ'রে নিয়ে এলে? তোমার এ রহস্য আমি সহ্য করব না। কিন্তু—মনে কথা তুলতেই প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠছে। তবু পাঠানীকে বিদায় দেব। গোপাল, তোমার এক রহস্যে সদ্যোজাত শিশু কোলে ক'রে বন্ধ্যা পুত্রবতী হয়েছে। দ্বিতীয় রহস্যে এক মুসলমানী বধূ ঘরে পূরে আমি আবার বন্ধ্যা হ'তে পারব না।

(কলির প্রবেশ)

কি গো? এত দেরী ক'রে এলি যে? গোপালের সঙ্গে কি কথা কইছিলি না কি?

কলি। কথাই কইছিলুম। তুমি বললে, গোপাল অঘটন ঘটাতে পারে, পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘন করাতে পারে। কিন্তু তার আগে একবার বলেছিলে, আমার ও তোমার পুত্রের মধ্যে বাড়বানল-ভরা বিশাল সাগরের ব্যবধান। তাই গোপালকে জিজ্ঞাসা করছিলুম, গোপাল! এই সাগর শুকিয়ে তুমি চলাচলের একটা সুগম পথ ক'রে দিতে পার না?

ভুবনে। তা হ'লে আমার পুত্রকে পাবার তুমি আশা রেখেছ?

কলি। সে কি মা! অবস্থার তীব্র রহস্যে স্বামীকে পাওয়া অতি অসম্ভব জানি, কিন্তু তা ব'লে আশাকে পরিত্যাগ করব কেন?

ভুবনে। না মা, যদি সতীত্বের অভিমান রাখি, তোমাকে আশা-ত্যাগের কথা বল্‌তে পারি না। ক্ষণপূর্ব্বে আমি নিজের স্বামীকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলুম। সেই স্বামী আসছেন। একবার অন্তরালে যাও, অন্তরাল থেকে তাঁকে ভাল ক'রে দেখে নাও। যখন ডাকব, তখন কাছে এস।

কলি। কেমন ক'রে তাঁকে অভিবাদন করব?

ভুবনে। কেন মা, তোমাদের যেমন রীতি—সেলাম করবে।

কলি। না না। আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠ। তোমার তিনি স্বামী। আমি গোপালকে সেলাম করেছি। বালক দেখে করেছি। তাঁকে করব না। জলদি বল, কি করব?

ভুবনে। আমি যেমন ক'রে গোপালকে প্রণাম করেছি। হাঁটু গেড়ে ভূমিতে মাথা স্পর্শ করাই আমাদের দেবতা ও গুরুজনকে অভিবাদনের রীতি।

[কলির প্রস্থান।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। এ তুমি কি করলে বড়-বউ? তোমাকে পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে গেলুম, তুমি কি না ইচ্ছা ক'রে আমাকে বিপদগ্রস্ত করলে! তোমার জন্য গো-বেচারা গজানন আমার কাছে লাঞ্ছনা খেলে।

ভুবনে। আমি ত যাচ্ছিলুম। যাবার সময় তুমি বংশের কথা তুল্‌লে কেন? তুমি রাঠোর, তুমি শত্রুভয়ে ঘর ত্যাগ করলে না, আমি শিশোদীয়া কন্যা—ত্যাগ করব? রঙ্গলাল তোমার সঙ্গে দেখা করেছে?

নন্দ। সে বেঁচে আছে?

ভুবনে। দেখা করে নি?

নন্দ। না।

ভুবনে। আমার এত অনুরোধ সত্ত্বেও সে দেখা করলে না?

নন্দ। না। দেখা? সেই মূর্খটাকে খুঁজতেই আমি আত্মরক্ষার কোনও ব্যবস্থা করতে পারলুম না।

যাক্! এখনি চ'লে এস। কি তোমার অন্যায় সাহস! এই দোর-খোলা মন্দির-বাড়ীতে একা তুমি কেমন ক'রে ব'সে আছ? পাঠানের প্রকৃতি আমি বুঝতে পারছি না। শুনলুম, অস্ত্রধারী কতকগুলো দুর্ব্বৃত্ত একটু আগে ফটকের কাছ পর্য্যন্ত এসে ফিরে গেছে। বোধ হয় তারা বুঝেছিল, এর ভিতরে কেউ নেই। কেউ আছে জানলে, বোধ হয় —বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তারা ফিরে যেত না। যতই সাহসিনী হও, শিশোদীয়-কন্যা একা তোমার এরূপ সময় সাহস ভাল হয় নি!

ভুবনে। একা কোথায়? কলি!

(কলির প্রবেশ)

নন্দ। আমি ত বুঝতে পারছি না—কে ইনি, বড়বউ?

(ব্রজনাথের প্রবেশ)

ব্রজ। বড় বাবু! বড় বাবু! শীঘ্র আমার সঙ্গে এস। এ কি! এ'কি? মা? তুমি আছ? আচ্ছা বেশ করেছ—বেশ করেছ। ভেতো বাঙ্গালীর বুদ্ধিতে তোমাকে ঘর ছেড়ে চ'লে যেতে হুকুম করেছিলুম। তুমি যে যাও নি, বেশ করেছ। সঙ্গে উটি কে?

ভুবনে। মা! ইনি আমার স্বামী। আর এই আমাদের বংশের সুহৃৎ—তেজোমণ্ডিত ব্রাহ্মণ—ঋষি গুরু বশিষ্ঠ।

(কলির উভয়কে প্রণাম করণ)

ব্রজ। হাঁ মা? এই ইনি?

নন্দ। এই ইনি?

ভুবনে। ইনিই।

নন্দ। অভিবাদনের এরূপ রীতি তুমি কোথা থেকে শিক্ষা করলে মা?

ব্রজ। সম্মুখে মা দাঁড়িয়ে, কে শিখালে এ কথা আর কি জিজ্ঞাসা করতে হয় বড় বাবু? উজীর-কন্যা!

নন্দ। উজীর-কন্যা? (অভিবাদনোদ্যোগ)

ভুবনে। (নন্দের হস্ত ধরিয়া) সেলাম পরে ক'র! আগে নায়েব-মশায়ের কথা শোন।

ব্রজ। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্য ক'রে বল, তোমার মর্য্যাদা অটুট আছে?

কলি। আছে জনাবালি! আমার এক রক্ষীর সঙ্গে আমি কটক যাচ্ছিলুম। এই গ্রামেরই সন্নিকটে একটা জঙ্গলে তার অপঘাত মৃত্যু হয়। আমাকে নিঃসহায় বুঝে এক দুর্ব্বৃত্ত পাঠান-সর্দ্দার আমাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল। এ'র পুত্র—শুধু হাতে জনাবালি —বীরের কন্যা হ'য়েও এরূপ বীরত্ব আমি দেখি নি। দেখি নি, বলার মূল্য নেই—শুনি নি। শুধু হাতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী পাঠানের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন।

নন্দ। হাঁ বড় বউ! হতভাগাটা এলো না— এলো না? আমার সঙ্গে দেখা করলে না! রঙ্গলাল! রঙ্গলাল!

ভুবনে। ব্যাকুল হয়ো না। এখন এ কন্যাকে কি করব বল।

নন্দ। কি করব নায়েব ম'শায়?

ব্রজ। কি করতে চাও মা?

ভুবনে। সে কথা বল্‌তে আমার ত অধিকার নেই ঠাকুর। তবে রাজপুতানা হ'লে বল্‌তে পারতুম। বীর্য্যশুল্কা নারী ক্ষত্রিয় অন্তঃপুরের গর্ব্ব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বাপ্পারাও আফগান জয় ক'রে পাঠানপতির কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন! এ আপনাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাঙ্গলা। ক্ষত্রিয়ের এ বাঙ্গলার সমাজে কতটা অধিকার আছে জানি না।

ব্রজ। মা! উজীর-কন্যাকে জিজ্ঞাসা কর, উনি কি করতে চান।

ভুবনে। আপনিই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রজ। মা! পিতার কাছে ফিরে যেতে চাও, না এখানে থাকতে চাও।

কলি। স্থান আমি মনে নির্দ্দেশ করি নি। পিতার কাছে পাঠিয়ে দিতে চান, সেখানে থাক্‌ব। এখানে রাখতে চান, থাক্‌ব। তবে যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, সর্ব্বদাই আমি মনে করব, আমি রাঠোর-কুলবধূ। এ'র সন্তানই আমার স্বামী।

ব্রজ। এ'র সন্তান যদি আপনাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ করতে না চান?

কলি। পত্নী ব'লে আমাকে গ্রহণ করা তাঁর সাধ্য কি? আর কুলবধূরূপে ঘরে রাখতে আপনাদেরই বা সাহস কি? আজ যিনি বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমীর, কাল হবেন যিনি বাঙ্গালীর দণ্ডমণ্ডের বিধাতা, সেই প্রসিদ্ধ পাঠান বীর জুনিদ খাঁ আমার পাণিপ্রার্থী।

ব্রজ। তাদের সে অবস্থা আর নেই। পাঠান স্থানচ্যুত শক্তিহীন।

কলি। তা আমি জানি। তথাপি যে শক্তি তাদের এখনও অবশিষ্ট আছে, তাতে এক জন ক্ষুদ্র মৌজাদারের ঘর ধূলিসাৎ করতে তাদের কিছুমাত্র সময় লাগবে না।

ব্রজ। তা হ'লে, এর পর যখন তুমি গৌড়ে বাদশার সিংহাসনের পার্শ্বে বসবে, তখনও কি মনে করবে তুমি রাঠোর-কুলবধূ?

কলি। মা! এঁকে বশিষ্ঠ না কি একটা বল্লে? তুমি যখন বলেছ, তখন আমি বুঝেছিলুম, বশিষ্ঠ কথাটার মান জ্ঞানী। মা! তা হ'লে এই জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে দাও।

ব্রজ। সতি! ওঁকে আর বোঝাতে হবে না। তোমার কথাতেই বুঝেছি। তুমি কি বোঝবার জন্যই এতগুলো প্রশ্ন করলুম।

ভুবনে। ঠাকুর, গোপালমন্দিরের চূড়ায় ব'সে, আমি এই বালিকাতে আজ সতীতেজের স্ফুরণ দেখেছি।

ব্রজ। তা হ'লে মা-লক্ষ্মীকে ঘরে রাখ।

ভুবনে। আপনি তা হ'লে কি করবেন?

ব্রজ। তোমার পুত্রের বৌ-ভোজের দিন মাতৃদত্ত মিষ্টান্ন আমিই সর্ব্ব প্রথম মুখে তুলব।

নন্দ। উজীর-পুত্রি! তোমাকে ভ্রাতৃবধূ ব'লে গ্রহণ করলুম। ক্ষুদ্র মৌজাদার হ'লেও আমি রাজপুত। তোমার গর্ব্বের কথাও সেই সঙ্গে গ্রহণ করলুম। তোমাকে গৃহে রাখতে যদি আমার গৃহ ধূলিসাৎ হয়, তাও স্বীকার, তবু তোমাকে আমি রাখব।

ভুবনে। তা হ'লে আপনারা অনুমতি করুন, রঙ্গলাল ডাকাতের উপর ডাকাতি করেছে, সে আনা ত ঠিক্ আনা হয় নি, মাকে তার পিতাকে দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

নন্দ। পিতা? বাঙ্গলার উজীর? তাঁকে কোথায় কেমন ক'রে দেখিয়ে আন্‌বে?

ব্রজ। ভয় কি বড় বাবু! তোমার কাছারী-বাড়ীতে আজ বাঙ্গলার বাদসাহীকে আবদ্ধ করেছি।

নন্দ। বিচিত্র! বিচিত্র! তা হ'লে যাও মা, এঁর সঙ্গে, পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ফিরে এস। বাঙ্গলা বুঝি আজ রাজপুতনার অভিনয় দেখ্‌তে ব্যগ্র হয়েছে। নইলে এরূপ অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা সকলের একত্র সমাবেশ কেউ কল্পনাতেও আন্‌তে পারে না।

ভুবনে। চল ছোট বউ, আমাদের বাপের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।

———

পঞ্চম দৃশ্য

কাছারী বাটীর প্রাঙ্গণ

জুনিদ্ ও সুলেমান।

জুনিদ্। হুজুরালি! আমাদের দ্বারা আর বাঙ্গলার মালিকানি চলবে না।

সুলে। বুঝতে পেরেছ জুনিদ খাঁ? একটা ক্ষুদ্র মৌজাদারের নায়েব আমাদের চোখের ইঙ্গিতে বন্দী ক'রে গেল।

জুনিদ। আপনার কন্যার জন্য আমার এই দুরবস্থা?

সুলে। একটা তুচ্ছ বালিকার মোহে তোমার এই দুরবস্থা?

জুনিদ। সিংহাসনের মোহ পরিত্যাগ করতে পারি, তবু আপনার কন্যার মোহ পরিত্যাগ করতে পারি না। সৈন্য-সংগ্রহের নিমিত্ত আমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আপনার কন্যার দুরবস্থা শুনেই আমার মস্তিষ্ক একেবারে বিচলিত হয়ে গেল। খিলিজি পাঠান তিন্‌শ' বৎসর এ দেশে বাস ক'রেও জাতির মহত্ব বিস্মৃত হয় নি। এক অজ্ঞাত-কুলশীলা পাঠান-কন্যার মর্য্যাদা তারা নিজের ঘরের ইজ্জত মনে ক'রে তার রক্ষার সঙ্কল্পে অস্ত্র ধরেছে, আর আমি শুনে চুপ ক'রে থাকব? কালে যে এক দিন সমস্ত বাঙ্গলার অধীশ্বরী হবে, একটা ঘৃণিত তুচ্ছ কাফের তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, এ কথা শুনে আমি কিছুতেই মস্তিষ্ক স্থির রাখ্‌তে পারলুম না। কোথা থেকে এসেছি, কি করতে এসেছি, এক মুহূর্ত্তে সে সমস্ত ভুলে গিয়েছিলুম। দুরাত্মাকে ও যে যেখানে তার আত্মীয় স্বজন আছে—সকলকে ধ্বংস করতে নিজের ফৌজকেই হুকুম করব মনে মনে স্থির করেছিলুম। হায়! কুক্ষণে সে সময় আপনার কথা স্মরণে এলো। তা যদি না হ'ত, এতক্ষণ সব কার্য্য আমার নিষ্পন্ন হয়ে যেত। দুরাত্মাদের শাস্তি

হোতো, আপনার কন্যার উদ্ধার হোতো আর বিক্রমশালী নূতন পাঠান-সৈন্যের সাহায্যে এতক্ষণে আমার প্রভুভক্ত সহচরেরা রাজা টোডরমল্লের পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিক্ষত করতো। মোগল-সৈন্য হয় বন্দী, নয় সমূলে ধ্বংস হোত।

সুলে। বল, এখনও যদি মোগলকে আক্রমণ করবার তোমার সময় থাকে, তা হ'লে সাবাজ খাঁর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যত শীঘ্র পার তাদের আক্রমণ কর। আমি তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করছি।

জুনিদ। আর আপনি?

সুলে। আমাকে মুক্ত দেখবার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়ো না, আমি আমার প্রিয় তরবারিকে যখন স্বেচ্ছায় হস্তচ্যুত করেছি, তখন আমার মুক্তি মূল্যহীন। তুমি যদি মুক্তি চাও, বল!

জুনিদ। আপনার তরবারি আমি যদি আনিয়ে দিই?

সুলে। বৃদ্ধ বয়সে আমাকে কন্যাঘাতী দেখবে কেন?

জুনিদ। বলেন কি?

সুলে। কন্যাকে জীবিত দেখতে আর আমার ইচ্ছা নেই। জুনিদ খাঁ! যে মর্য্যাদার অভিমান মঙ্গোলী বংশের একায়ত্ত ছিল, তা সর্‌দিয়ার অনুর্ব্বর প্রান্তরে মৃত্তিকাসাৎ হয়েছে। আমার কন্যাকে এর পর তুমি রাজ্যেশ্বরী করলেও সে মর্য্যাদা—আর ফিরে আসবে না। তরবারি ফিরে পেলে কন্যাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়াই আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

জুনিদ। তা হ'লে যদি পারেন, আপনি আমাকে মুক্ত করুন।

সুলে। মুক্ত হয়ে কি করবে?

জুনিদ। সর্ব্বাগ্রে আমি আপনার কন্যার উদ্ধার করব।

সুলে। আর বাঙ্গলা?

জুনিদ। তার পর বাঙ্গলা উদ্ধার করতে পারি, বহুত আচ্ছা! না পারি অন্য ব্যবস্থা। আমার পিতৃব্য সুলেমান কেরাণী পথে হাঁটতে হাঁটতে বাঙ্গলাটাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আমিও সেই রকম আপনার কন্যাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে হিন্দুস্থানের পথে হাঁটবো;—দেখবো, আমিও তাঁর মত কোনও একটা জায়গা কুড়িয়ে পাই কি না।

সুলে। আমি যদি তোমাকে কন্যা না দিই?

জুনিদ। হুজুরালি! আপনাকে পিতার তুল্য শ্রদ্ধা করি। আপনি আমাকে উত্তেজিত করবেন না। আমার মনের অবস্থা ভাল নয়।

সুলে। যদি না দিই?

জুনিদ। আপনার এখন কথার মূল্য কি? না দেন, ভদ্রতার খাতিরে একবার মাত্র আপনাকে জানাব। তার পর আপনার কন্যা গ্রহণ করব।

সুলে। তা ঠিক বলেছ। আমার কথার এখন মূল্য নেই। আমি স্থানচ্যুত, মোগল যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে আমার শক্তির চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রাখে নি। কিন্তু তথাপি জুনিদ খাঁ, আমার তরবারির মূল্য আছে।

(কালুর প্রবেশ)

কালু। খোদাবন্দ! এ তলোয়ার কি আপনার?

সুলে। জুনিদ খাঁ! তরবারি স্মরণ করতেই তরবারি এসেছে।

জুনিদ। এসেছে—আমাকে কোতল করুন। আমি জীবিত থাকতে আপনার কন্যার লোভ পরিত্যাগ করবো না। তার একটি কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেব না।

সুলে। তরবারি কোথায় পেলে সর্দ্দার?

কালু। এক ওমরাও এটাকে এনেছেন। আপনার কাছে পাঠিয়ে তিনি আপনার সঙ্গে দেখার অপেক্ষায় আমাদের কাছারীবাড়ীর দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুলে। তাঁকে নিয়ে এস। [কালুর প্রস্থান] এখনও বল, মুক্ত ক'রে দিই।

জুনিদ। আপনিও ত বন্দী।

সুলে। আমি এখন আমারই কাছে বন্দী—আর কারও কাছে নয়। সুলেমানের হাতে তার চির প্রিয় "আফ্‌তাফ"—ফিরে এসেছে।

জুনিদ। বলুন আপনি কন্যাকে বিনষ্ট করবেন না?

সুলে। কন্যার লাঞ্ছনা আর গোপন রইল না। অনেক কান হয়ে গেল। এর পরে কি তুমি তার সর্ব্বনাশের কথা আমাকে শোনাতে চাও? হৃদয় এখনি ভেঙ্গে আসছে! এর পরে মৃত্যু। না—না, মৃত্যুর পূর্ব্বে ভঙ্গুর দেহে বুঝি তার দুর্দ্দশার কাহিনী আমাকে শুনতে হবে। তা হবে না—তা হবে না। জুনিদ খাঁ! কন্যার দুঃখ-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গোলী বংশের মর্যাদাভিমান কথাটাও দেশমধ্যে প্রচারিত হোক।

(সহবৎ খাঁর প্রবেশ)

সুলে। সহবৎ খাঁ!

সহবৎ। গোলাম হুজুরালি! আমার হুজুর আপনার কাছে এই চিঠি পাঠিয়েছেন।

সুলে। এ তলোয়ার তুমিই এনেছ?

সহবৎ। ঝাড়গ্রামের নিকট একটি গাছে আমার প্রভু এটাকে ঝুলতে দেখেছিলেন। তিনি একে দেখে বুঝেছেন এ আপনার তরবারি।

সুলে। আমি এখানে আছি, তিনি জান্‌লেন কি ক'রে?

জুনিদ। এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হবে না। আপনি চিঠি পড়ুন।

সহবৎ। কেও জুনিদ খাঁ? হুজুরালি, সেলাম। এ পত্র আপনিও পাঠ করুন।

জুনিদ। উজীর সাহেবের পাঠ হ'লেই আমার জানা হবে।

সুলে। তুমি যা ভেবেছিলে তাই। সাবাজ খাঁও শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করেছেন। তিনি পত্রপাঠ আমাদের উভয়কেই নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে মোগল শিবির আক্রমণ করতে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, আক্রমণের পূর্ণ সুযোগ চ'লে গেছে। তবে এখনও সুযোগ একেবারে যায় নি। এখনও আশা আছে। শত্রু ক্লান্ত, তার উপর ঝাড়খণ্ড সুরক্ষিত করবার তারা এখনও অবকাশ পায় নি। সুতরাং এখনও পাঠানের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। এ সুযোগ ছাড়লে আর হবে না।

জুনিদ। সহবৎ খাঁ! তোমার প্রভুকে সেলাম দিয়ে বোলো আমি উঠেছি।

সুলে। সাবাজ খাঁকে আমারও সেলাম দিয়ে বোলো, আমিও উঠেছি। তবে এই একমাত্র তরবারি ভিন্ন আর আমার কিছু নাই।

সহবৎ। আমার প্রভুর সেটা অবিদিত নেই। তিনি বলেছেন, সে জন্য উজীর সাহেব যেন ব্যাকুল না হন্। তাঁর সৈন্যের অভাব হবে না।

সুলে। আমি ত তাঁর সৈন্য নিয়ে তাঁকে দুর্ব্বল করবো না।

সহবৎ। তাঁর একটি সেপাইও আপনি পাবেন না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। প্রভু আমাদের উদার মহৎ হ'লেও আমরা সেরূপ উদার মহৎ নই। তাঁর প্রতি আপনার আচরণ তিনি ভুলতে পারেন। আমরা ভুলব না।

সুলে। তোমাদের প্রভুভক্তিতে সন্তুষ্ট হলুম। তা হ'লে জুনিদ—

জুনিদ। আমি ত আগেই উঠেছি জনাবালি।

সহবৎ। আপনি অগ্রসর হ'ন্। আমি উজীর সাহেবের ফৌজের ব্যবস্থা করি।

[প্রস্থান।

জুনিদ। জনাবালি! আমার মুক্তি?

(কালুর প্রবেশ)

সুলে। সর্দ্দার! তোমার প্রভুর ফেরবার অপেক্ষা করতে পারছি না। আমরা যে এখনি মুক্তি চাই।

কালু। খোদাবন্দ! আপনি ত কখনই বন্দী হন্ নি। নায়েব মশাই ব'লে গেছেন, যখনই আপনাদের যাবার অভিরুচি হবে, তখনই আপনারা চ'লে যাবেন।

সুলে। তা হ'লে জুনিদ খাঁ, তুমি অগ্রসর হও। আমি আমার অচেনা অজানা ফৌজের প্রতীক্ষা করি।

(জুনিদ খাঁ কিছুদূর অগ্রসর হইলে কলিবেগমের প্রবেশ)

জুনিদ। এ কি!

কলি। জুনিদ খাঁ, জল্‌দি একটু তফাৎ হও। আমার সঙ্গে জেনানা।

সুলে। তাকে বাইরেই থাকতে বল। প্রয়োজন বোধ করি, আমি তাকে ডাকবো। তুমি কাছে এস। জুনিদ খাঁ! তুমি যাও।

জুনিদ। দোহাই জনাবালি, আমার প্রতি দয়া করুন।

সুলে। মূর্খ পাঠানের স্বাধীনতা একটা তুচ্ছ বালিকার চেয়ে অনেক গুণে মূল্যবান্।

জুনিদ। আমি যাব না। যদি যাই, আপনার কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

সুলে। তবে দাঁড়াও (তরবারিতে হস্ত দান)।

জুনিদ। মোঙ্গোলী—আমি জীবিত থাকতে নয়।

সুলে। তুমি তবে মৃত।

(উভয়ের অসি-যুদ্ধ

জুনিদের হস্ত হইতে অস্ত্র পতন।)

জুনিদ। (সুলেমানের পদ ধরিয়া) দোহাই জনাবালি আমার সম্মুখে হত্যা করবেন না।

স্থলে। তবে এই অস্ত্র নিয়ে চ'লে যাও।

জুনিদ। অগ্রে আমাকে হত্যা করুন।

স্থলে। তা হ'লে দাঁড়াও, কন্যাকে অগ্রে হত্যা ক'রে পশ্চাতে তোমাকে হত্যা করবো। আশা করেছিলুম, তোমা হ'তে এক দিন না এক দিন বঙ্গে পাঠান-শক্তির পুনরুদ্ধার হবে। এখন বুঝেছি, হবে না। তোমারও মৃত্যু শ্রেয়ঃ। অপেক্ষা কর। এর পরে যে লোকে বলবে, এক মোঙ্গোলীর জন্য পাঠান-রাজ্যের ধ্বংস হ'ল, সে কলঙ্ক রাখবো না। যার মোহে তুমি আজ জাতি-গর্ব্ব বিস্মৃত হচ্ছ, তোমারই চোখের সম্মুখে আগে তাকে দুনিয়া থেকে সরাই। তার পরে তোমাকে সরাব। নতুবা জুনিদ খাঁ,—এখনও পর্য্যন্ত সময় দিচ্ছি, তুমি স্থানত্যাগ কর।

জুনিদ। আমি স্থান ত্যাগ করবো না।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

কলি। এসো না মা, এসো না। এ মৃত্যুর লীলা-ভূমি। জীবনময়ী তুমি—এখানে পদার্পণ ক'র না।

ভুবনে। এ কি মা কলি, এরই মধ্যে ভুলে গেলি। মন্দিরের চূড়ায় ব'সে তোতে যে আমি সতী-শক্তির স্ফুরণ দেখেছি। এইটুকু পথ আসতেই কি তা হারিয়ে ফেল্‌লি? সতি! এক স্বামী ভিন্ন জগতের সমস্ত জীবই সতীর সন্তান। মৃত্যুও সেইরূপ সন্তান। সতী মৃত্যুকে সন্তান জ্ঞানে শিশুর মত তাকে অঞ্চলে ঢেকে ঘুরে বেড়ায়।

কলি। তবে দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে আমার মৃত্যু দেখ।

স্থলে। কে ইনি?

কলি। পরিচয় নেবার ত অবসর দিলেন না। আর পরিচয়ে প্রয়োজন নেই।

ভুবনে। আমিও আপনার কন্যা। পিতা! কি অপরাধে আমার ভগিনীকে হত্যা করছেন, এ কন্যাকে বল্‌তে কি আপনার আপত্তি আছে?

স্থলে। জুনিদ খাঁ! কিছুক্ষণের জন্য পার্শ্বের ঘরে অবস্থান কর। আর যদি যেতে ইচ্ছা কর, এই অস্ত্র নাও—এখনও সময় আছে, চ'লে যাও।

জুনিদ। আমি যাব না জনাবালি।

(অস্ত্রপাণে গমন)

স্থলে। আমি নির্ব্বন্ধ হ'তে যাচ্ছিলাম। কে মা তুমি এসে বাধা দিলে?

ভুবনে। কি অপরাধে ভগিনীকে হত্যা করবেন?

স্থলে। অপরাধ? বালিকার বর্ত্তমান অবস্থাই তার অপরাধ! এ অবস্থায় ওকে আমি রাখতে পারি না।

ভুবনে। ওর কি মর্য্যাদাহানির আশঙ্কা করছেন?

স্থলে। পূর্ব্বে করেছিলুম। কেমন ক'রে তোমার আশ্রয় পেয়েছে জানি না। তবে তোমাকে দেখে, আর তোমার কথা শুনে বুঝেছি, তোমার আশ্রয় পেয়ে কন্যার মর্য্যাদা শতগুণে বেড়েছে। এমন অপূর্ব্ব অমৃত-ময় কথা আমি আর কখন শুনি নি।

ভুবনে। (জোড়করে নমস্কার) এ কন্যার গর্ব্ব, না তার পিতার গর্ব্ব?

স্থলে। আর ব'ল না মা, আর ব'ল না! হাত আমার অবশ হয়ে আসছে। তবু আমি কন্যাকে কাটবো, এ কন্যা জীবিত থাকলে পাঠান-রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

ভুবনে। এ কন্যার সঙ্গে পাঠান-রাজ্যের কি সম্বন্ধ জানি না। তবে এটা বলতে পারি যে, এক সতী কন্যার তুলনায় সারা দুনিয়াটা মূল্যহীন। দুনিয়া ভাঙলে আবার গড়ে। পিতা! সতীত্ব ভাঙলে আর গড়ে না।

স্থলে। তবু আমি কাটবো। কন্যাকে রক্ষা করি এমন স্থান আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার বংশের ওই বালিকাই একমাত্র অবশিষ্ট। যাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব মনে করেছিলুম, তাকে এ কন্যা দিতে আর আমার প্রবৃত্তি নেই।

ভুবনে। পিতা! আমার ভগিনী আমাকে দিন। চির-কুমারী রেখে আমি ওর সেবা করবো।

স্থলে। এইবার তোমাকে পাগলিনী বল্‌বো। ওর যদি পরিচয় গোপন থাকতো, তোমাকে দিতে পারতুম। পরিচয় প্রকাশ হয়েছে। মঙ্গোলী বংশের মর্য্যাদার তুলনায় আমিও সারা দুনিয়াটা শোলার মত হালকা মনে করি। বিশেষতঃ বাদশা পর্য্যন্ত এ কন্যাকে পাবার প্রত্যাশী। তুমি নিয়ে রাখতে পারবে কেন। কলি! ঈশ্বর স্মরণ কর।

(জুনিদের পুনঃ প্রবেশ)

জুনিদ। আল্লার দোহাই, কাটবেন্‌ না।

স্থলে। এত কথা শুনেও আবার যদি তুমি কাঁদতে এসো, তা হ'লে বুঝব, জুনিদ খাঁ, তুমি মনুষ্যত্বহীন।

ভুবনে। সর্দ্দার! এই জিঘাংসু পিতার হস্ত থেকে কন্যাকে উদ্ধার করতে পারবে না?

কালু। কেন পারবো না, হুকুম করলেই পারি।

ভুবনে। তবে রক্ষা কর।

স্থলে। এসো, রক্ষা কর। (উভয়ের অসিযুদ্ধ)

(কালুর পতন)

কালু। মা মা! এ যে স্বয়ং রোস্তম! আমি ত পারলুম না!

স্থলে। কি মা লয়লী? আর কেউ তোর আছে?

ভুবনে। রঙ্গলাল? এই জিঘাংসু পিতার হস্ত হ'তে বালিকাকে রক্ষা কর।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

স্থলে। কে হে তুমি?

রঙ্গ। আজ্ঞে হজুরালি, আমি।

ভুবনে। রঙ্গলাল! এই জিঘাংসু পিতার হস্ত হ'তে বালিকাকে রক্ষা কর। যদি পার, আমিই এই কন্যা তোমাকে দান করবো।

রঙ্গ। দানের লোভ কেন দেখাচ্ছ মা? বিবি-সাহেবকে রক্ষার যে আদেশ করেছ, সেই আদেশই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ভুবনে। কেন যথেষ্ট রঙ্গলাল! তোমাকে কোলে পেয়ে একদিন বন্ধ্যা নিজেকে পুত্রবতী মনে করেছিল। শুধু স্তন্যপান করাতে পারি নি। কিন্তু সেই পালনের গর্ব্ব আজ অনুভব করলুম। বুঝলুম, তিলোত্তমার রূপ নিয়েও এ মুসলমানী তোমাকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে নি। আজ আমি তার পুরস্কার দেবার জন্য দাঁড়িয়েছি। এই ভীষ্মতুল্য অস্ত্রধারী বৃদ্ধের হাত থেকে এই কন্যাকে উদ্ধার ক'রে তুমি তাকে গ্রহণ কর।

রঙ্গ। ওঁর যে স্বামী আছেন।

ভুবনে। মূর্খ! বালিকার কথার অর্থ বুঝতে পার নি। ওঁর স্বামী আছেন। রঙ্গলাল, সে আর কেউ নয়, তুমি।

কলি। দন্ত পেষণ ক'র না জুনিদ খাঁ, উনিই আমার স্বামী।

স্থলে। কি বললি কম্‌বখতি?

কলি। যা বলবার বলেছি, আপনি শুনেছেন।

স্থলে। সুবেদার মোনাইম খাঁর ঘরে তোকে প্রবেশ করতে দিলুম না। দিলে আমিই বাঙ্গালার মালিক হ'তে পারতুম। বাঙ্গালার ভাবী সুলতান এই যুবকেও তোকে দিলুম না। দিলে হয় ত এক দিন তোকে রাজ্যেশ্বরী দেখ্‌তে পেলুম। সেই আমার সুমুখে তুই বললি, এই ক্ষুদ্র নগণ্য হিন্দু যুবক তোর স্বামী?

কলি। যতক্ষণ রসনার কথা বলবার শক্তি থাক্‌বে, ততক্ষণ বল্‌বো স্বামী। যখন বনের মধ্যে নিঃসহায় বুঝে বলপূর্ব্বক পাঠান-দস্যু আমাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন কোথায় ছিলেন আপনি? আর কোথায় ছিলেন এই ভবিষ্যৎ বঙ্গেশ্বর? এই মহাপুরুষ একা নিরস্ত্র—পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী পাঠানকে বিধ্বস্ত ক'রে আমাকে রক্ষা করেছেন। না করলে এই অস্ত্র নিয়ে আপনি কন্যার গলার কাছে ধ'রে আজ এই মর্য্যাদা-রক্ষার অভিনয় দেখাতে পারতেন না। দু'দিন মাত্র কন্যার শোকে অশ্রু বর্ষণ করতেন। আর ভবিষ্যৎ বঙ্গেশ্বর দিন দুই আমার জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়ে অন্য কোন রমণীকে সিংহাসনপার্শ্বে বসিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। আর আমি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ঘৃণিত নারকীর অন্তঃপুরে আমরণ বন্দিনী হয়ে থাকতুম। তখন সূর্য্য পর্য্যন্ত আমার অস্তিত্ব জানতে পারতো না।

জুনিদ। এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

কলি। তোমার বিশ্বাস না হ'লে আমার কোনও ক্ষতি নেই জুনিদ খাঁ! যে বংশের কন্যা আমি, সে বংশের এই মহান্ প্রতিনিধি যদি এ কথা বিশ্বাস না করেন, তা হ'লে আমি ক্ষতি বোধ করবো।

স্থলে। ব'লে যাও—আমি বিশ্বাস করছি।

কলি। সে অদ্ভুত বীরত্ব আমি দেখেছি। কাছে ব'সে রহস্যালাপ করেছি। ওঁর চরিত্রের মহত্ত্ব অনুভব করেছি। রূপ দেখেছি। সে রূপ হৃদয়ে লুকিয়েছি। যেখানে লুকিয়েছি, অস্ত্র দিয়ে খণ্ড খণ্ড করলেও আপনি সে স্থান খুঁজে বার করতে পারবেন না।

ভুবনে। বাবা, অস্ত্র কোষবদ্ধ করুন। পিতা ব'লে আনন্দ পেয়েছি। আপনাকেও আনন্দ আশ্রয় করতে দেখলে নিশ্চিন্ত হই। বেশী বল্‌তে পারছি না; তবে যে কুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, আর যে কুলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, সেই উভয় কুল স্মরণ ক'রে আপনাকে বলি, বিদ্বেষের দৃষ্টিতে এ যুবককে ক্ষুদ্র নগণ্য দেখে নিরর্থক অন্তর্দাতনায় নিজেকে জীর্ণ শীর্ণ করবেন না।

আপনার তুলনায়, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা ক্ষুদ্র নগণ্য হ'তে পারি, কিন্তু পিতা, অতি ক্ষুদ্র তৃণের অগ্রভাগে একটি যে অতি ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু অবস্থান করে, সে তার সেই ক্ষুদ্রতার আবরণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লুকিয়ে রাখে। এই জেনে অভিমান ত্যাগ ক'রে ভগিনীকে আমার এই দেবরের হাতে সমর্পণ করুন।

স্থলে। রঙ্গলাল! আমার কন্যা তোমাকে দান করলুম, গ্রহণ কর।

কলি। জুনিদ খাঁ! ক্ষুব্ধ হয়ো না, সহোদরার যা ভালবাসা, সে সমস্ত আমি তোমাকে দান করবো। (জুনিদ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।)

স্থলে। কিন্তু তোমাকে যৌতুক দেবার যোগ্য আমার কিছুই নাই। এই—এই (অস্ত্র প্রদর্শন) একমাত্র অবলম্বন, বংশানুক্রমিক মঙ্গোলী মহাবীরগণের ন্যস্ত ধন—এই অসি তোমাকে প্রদান করলুম। কলি! আমার অধিকার থেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনে রাখ, আমা হ'তে বাঙ্গলার মঙ্গোলী বংশের শেষ। মা! এই পিতা-পুত্রীর শেষ মিলন। আজ হ'তে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আর স্মরণে এনো না।

[প্রস্থান।

কলি। না পিতা, যত দিন জীবিত থাক্‌বো, তত দিন আপনি আমার সুমুখে আছেন মনে করবো।

জুনিদ। রঙ্গলাল বাবু! মতিহীন বৃদ্ধ তোমাকে এই কন্যা দিয়ে চ'লে গেল। কিন্তু এতে পাঠানজাতির মাথা হেঁট হ'ল। পাঠান তো এ অপমান সইবে না! তুমি এ কন্যাকে রাখতে পারবে?

ভুবনে। সে বিষয়ে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। বাবা! রাজপুত, কুলবধূকে কেমন ক'রে রক্ষা করতে হয় জানে। যদি চিতোরের ইতিহাস আপনার জানা থাকতো, তা হ'লে এমন প্রশ্ন করতেন না। আলাউদ্দীন—দেবী পদ্মিনীর লোভে চিতোর জয় করতে এসে, শুধু চিতোরের দগ্ধ-মৃত্তিকা স্পর্শ করেছিল, কোনও রমণীর অঙ্গে হাত দিতে পারে নি।

জুনিদ। বাবু-সাহেব!—তা হ'লে আমাকে হত্যা করুন।

রঙ্গ। হত্যা? আপনাকে? আমাদের গৃহে আপনি অতিথি। ছিঃ হুজুরালি, আমাকে অন্য কোন প্রকারে গালি দিন।

জুনিদ। এ কথা পাঠানেরা শুনলে নিরস্ত করতে আমারও ক্ষমতা থাকবে না। তাই বলছি, আমাকে হত্যা করুন।

(অস্ত্রত্যাগ)

রঙ্গ। (জুনিদের অস্ত্র কুড়াইয়া হস্তে দান) এই নিন্‌। এই আমার উন্মুক্ত বক্ষ। মা যদি ব্যাকুল হন, জীবনে প্রথম বুঝবো উনি আমার মা ন'ন্‌। স্ত্রী যদি ব্যাকুল হন, তা হ'লে বুঝবো মঙ্গোলী সাহেবের কন্যা ওঁর লোকাপবাদ। উনি রাঠোর-কুলভুক্ত হবার অযোগ্য। আপনি এই বক্ষে অস্ত্র পূরে আপনার মর্ম্মবেদনা দূর করুন।

জুনিদ। মর্ম্মবেদনা! না বাবু-সাহেব! বালিকার প্রতি অগাধ ভালবাসার কল্পনায় তার দুরবস্থার চিন্তায় যে মর্ম্মবেদনা আমার হয়েছিল, এখন তার কণামাত্রও আমাতে নাই। তোমার ব্যবহার দেখে, আর মা, তোমার মুখে রাজপুতনারীর সতীত্ব-গৌরবের কথা শুনে বুঝলুম, বালিকার পক্ষে এই রাজপুতের আশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কলি! তুমি আমাকে সহোদরার ভালবাসা দিতে এসেছ, আমাকে তাই দাও। আমার সহোদরার অভাবই পূর্ণ কর। মা! মর্ম্মবেদনা এক দিকে যেমন ঘুচে গেল, অন্য দিকে তেমনি রাশি রাশি ঘেরে এলো। বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ-সুলতানা এক জন তুচ্ছ মৌজাদারের ঘরে আবদ্ধ হয়েছে শুনলে দাম্ভিক পাঠান কখন চুপ ক'রে থাকবে না। কথা গোপন থাকবে না, তারা শুনবে আর যেমন শুনবে, অমনি আমার শত নিষেধ সত্ত্বেও বালিকার উদ্ধারের নিমিত্ত প্রবল বন্যার মত সরদিয়া গ্রাম তারা প্লাবিত ক'রে চ'লে যাবে। আমি পাঠান। ইচ্ছা না থাকলেও তাদের নেতৃত্ব আমি গ্রহণ না ক'রে থাকৃতে পারবো না। তার একমাত্র প্রতীকার (সহসা কটিদেশ হইতে ছোরা বাহির করিয়া বক্ষে আঘাত)—এই।

ভুবনে। (জুনিদকে ধরিয়া) জুনিদ! জুনিদ! বাপ্‌! এ কি করলে?

জুনিদ। ছেড়ে দাও মা, ছেড়ে দাও! বাঙ্গলার পাঠান-রাজত্ব ধীরে ধীরে লোক-অগোচরে এই কুটীরে সমাধিস্থ হোক্‌! (পতন ও মৃত্যু)

ভুবনে। রঙ্গলাল! এই মহিমামণ্ডিত রক্তস্তূপের সম্মুখে একবার পত্নীর হস্ত ধর। রাজপুত-পত্নী! এই-দ্বারে তোমার মর্য্যাদা।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবির।

মোনাইম খাঁ, টোডরমল ও ব্রজনাথ।

টোডর। সমস্ত ফৌজ নিয়ে যেতে হবে ?

ব্রজ। যদি পাঠানরাজ্যের ভিত তুলে দিতে চান, তা হ'লে সমস্ত। নইলে পাঠানের জড় মরবে না। রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করতে বহুকাল আপনাদের কষ্ট পেতে হবে।

টোডর। পাঠান ফৌজ এ দেশে আছে ?

ব্রজ। আছে ? আছে কি রাজা—আপনাদের বড় ভাগ্য, তারা আজ ব্রজ ঘোষালের খর্পরে পড়েছিল। নইলে আছে কি না আছে, আজ তারা আপনাদের ভাল ক'রে দেখিয়ে দিত। মোগল সৈন্যকে আর দেশে ফিরতে হ'ত না। আপনাদের বাঙ্গলা-জয়ের আশা এইখানেই শেষ হয়ে যেত। বড় ভাগ্য, মাঝখানে এই বুড়ো হাড়ের বেড়া পড়েছিল। লড়াইয়ের বারো আনা আমি জিতে দিয়েছি। বাদ-বাকিটুকু আপনারা শেষ করুন।

মোনা। রাজা ! ইতো বাউরা হ্যায়।

ব্রজ। আপনিও কি আমাকে বাউরা মনে করে-ছেন রাজা ?

টোডর। না।

মোনা। তুমি যে রকম আরব্য উপন্যাসের মত কথা বলছ, তাতে তুমি হয় পাগল, না হয় পাঠানের চর।

ব্রজ। পাগল বল্লে, কি ক'রে প্রতিবাদ করব হুজুর ? তবে চর যে নই, তা এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। যদি না যান, তা হ'লে এইখানেই আপনাদের বন্দী করব। তা হ'লে কেমন ক'রে এসেছি, আপনাদের দেখাতে দেখাতে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে নিয়ে যাব। দু'ধারে আপনাদের ফৌজ দাঁড়িয়ে—আপনাদের সেলাম করবে, কিন্তু আপনাদের অবস্থা যে কি কেউ জানতে পারবে না। (ইঙ্গিত)

মোনা। বাঃ বাঃ ? কি সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক !

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

টোডর। কি যুবক ! তুমি আমাদের দু'জনকে বন্দী করতে এসেছ ?

রঙ্গ। বন্দী করতে আসিনি রাজা, নিমন্ত্রণ করতে এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে এসেছি। মৃত্যু নিমন্ত্রণ করে, জীব সে নিমন্ত্রণ খেতে এগিয়ে যায়। মৃত্যু এক জায়গায় ব'সে আছে। সম্মুখে নিমন্ত্রণলুব্ধ পথিকের প্রান্তর। জীব কখনও সেখানে একা আসে, কখন দল বেঁধে পাতা পেতে বিরাট ভোজে সারি সারি ব'সে যায়। মৃত্যু ব'সে দেখে—স্বস্থান থেকে এক পদও স্থান-পরিবর্ত্তন করে না। সেই ভোজের পরিচর্য্যা করতে কোথা থেকে কত কি এসে মৃত্যুকে সাহায্য করে। রাজা, সেই মৃত্যুর ভোজের উৎসব দেখবার জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

টোডর। যদি না যাই ?

রঙ্গ। মৃত্যুর নিমন্ত্রণ—তার আদেশ ব'লেই জানবেন।

ব্রজ। কি হুজুর ? এর কথায় নিমন্ত্রণ রাখবেন, না আরও লোক ডাকব ?

মোনা। এরূপ আহাম্মুখ আর কত ?

ব্রজ। আজ্ঞে আরও একশ। স্ফূর্ত্তি করতে করতে আমরা হাজার তাঁবু অতিক্রম ক'রে চ'লে এলুম। আমরা সেলাম দিলুম, তারাও সেলাম দিলে ; বিভিন্ন জাতীয় লোক নিয়ে আপনাদের সৈন্য। সমস্ত রাত্রির জাগরণে সকলেই ক্লান্ত ; সুতরাং উষাকালে তাদের ঘুমন্ত চোখের উপর দিয়ে একশ' লোকের ফাঁকি দিয়ে আসা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়।

মোনা। বুঝেছি বৃদ্ধ ! তুমি অসামান্য বুদ্ধিমান্। কিন্তু বুঝতে পারছি না, পাঠানের উপর তোমার এত মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হলো কেন ?

ব্রজ। সে কথা এখানে জিজ্ঞাসা করবেন না ! এতক্ষণ কার্য্যসিদ্ধির গর্ব্বে সব ভুলে গিয়েছিলুম। বল্‌তে মর্ম্মভেদ হয়ে যাবে। যদি সসৈন্য আসতে চান—এখনি আসুন। পাঠান-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝবেন ! যদি তা না করতে চান, তা হ'লে মাফ করুন হুজুর, যা বলেছি তা করব।

মোনা। আর করতে হবে না ! বৃদ্ধ ! আমরা তোমার কাছে পরাভব স্বীকার করছি।

ব্রজ। (বারংবার সেলাম) তা হ'লে হুজুর, এই যুবককে আমি আপনার আশ্রয়ে নিক্ষেপ করলুম। এর আত্মীয়-স্বজন আজ বিপন্ন। ক্ষুদ্র এক মৌজাদারকে সবংশে মৃত্তিকাসাৎ করতে সমস্ত পাঠান আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! যদি ফিরে গিয়ে তাদের দেখতে পাই, তা হ'লেই এ জয় আমার সার্থক। নইলে—(চক্ষে বস্ত্রদান)

টোডর। কাঁদবেন না! আপনার এই অদ্ভুত শক্তিতে আমাদের বিস্মিত ক'রে কেঁদে ব্যাকুল করবেন না। কিন্তু জানতে বড় কৌতূহল হয়েছে। সামান্য মৌজাদারকে ধ্বংস করতে পাঠান—

ব্রজ। রাজা! ঈশ্বরের রাজ্যে অতি সূক্ষ্ম বীণার তারেই জীবন-মরণের গান ভেসে উঠে। যখন জানতে কুতূহলী হয়েছেন, তখন গোপন করব না। ঘটনাচক্রে উজীর-কন্যা কলিবেগম এই যুবকের প্রতি অনুরাগিণী হয়েছেন।

মোনা। কি বল্লে? আর একবার বল।

ব্রজ। হুজুর! আবার কি আপনার অবিশ্বাস হচ্ছে?

মোনা। ব্রাহ্মণ! স্বয়ং সম্রাট তাকে লাভ করলে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

ব্রজ। তিনি আজ রতিলাল রায়ের পুত্রবধূ।

মোনা। আমি তাকে পুত্রবধূ করতে পারলে, তার জন্য সাম্রাজ্য বিনিময় করতে পারি।

টোডর। তোমরা কি?

রঙ্গ। রাঠোর।

টোডর। উজীর-কন্যা?

রঙ্গ। রাঠোর-কুলবধূ!

টোডর। কুলবধূর মন্ত্র পেয়েছে?

রঙ্গ। নইলে একমাত্র সঙ্গি-সহায় তাকে বনপ্রান্তে রেখে এখানে আসতে পারতুম না, রাজা?

ব্রজ। হুজুরালি! সেই পাঠান-কন্যার দেহের চারি পাশে এখন যে বিশাল বহ্নির আবরণ, তাকে স্পর্শ করতে গেলে, আপনার সাম্রাজ্য ভগ্নস্তূপের ভিতর থেকে হাহাকার করবে।

মোনা। নিশ্চিন্ত হও যুবক! গত যুদ্ধে আমি পুত্রহীন হয়েছি। তোমাকেই পুত্রের আদরে অভ্যর্থনা করছি। রাজা! প্রস্তুত হ'ন—আপনার অনুমানশক্তিকে আমি সেলাম করি। আপনারই সেনাপতিত্বে আজ পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

ব্রজ। যুদ্ধের জন্য বেশী আয়াস করতে হবে না। আগেই পাঠানের গর্দ্দান গেছে। জুনিদ খাঁ এই বৃদ্ধের জন্যই আত্মহত্যা করেছে, উজীর বুঝি এতক্ষণ তীর্থের পথে। মাথা-শূন্য পাঠান-সৈন্য কবন্ধের মত নৃত্য করছে। (দূরে কামানধ্বনি) ওই—ওই—আসুন —আসুন, কবন্ধধ্বংসের এমন সুবিধা আর পাবেন না, আসুন—আসুন—আসুন। সূর্য্যদেব উঠে দেখুন, ক্ষুদ্র সরদিয়া পাঠান-রাজ্যকে সঙ্গে নিয়ে মাটীর ভিতরে ঢুকে গেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রতিলালের বহির্ব্বাটী।

সহবৎ।

সহবৎ। প্রভুর এ জীবন-যন্ত্রণা দেখার চেয়ে, মনে হচ্ছে, স্বজাতির কামান-নিক্ষিপ্ত গোলায় বুক দিয়ে মরা আমার ছিল ভাল! কই হুজুরালি?

(সাবাজের প্রবেশ)

সাবাজ। দেখেছ?

সহবৎ। দেখেছি। সব স্থান তন্ন তন্ন ক'রে দেখেছি, কেউ নেই। তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, হিন্দু ধর্ম্মনাশ-ভয়ে গোশালা গো-শূন্য করেছে।—বাড়ীর সব আস্‌বাব অনাদৃত ভাবে যেখানে সেখানে প'ড়ে আছে। ঘরের সকল দ্বারই একরূপ উন্মুক্ত।

সাবাজ। তবে নেই—নেই—কেউ নেই।

সহবৎ। কেউ নেই—এখানে ত নেই-ই, গ্রামে একটা এমন চোর পর্য্যন্ত নাই যে, এই অপূর্ব্ব সুযোগে এসে রায়দের সর্ব্বস্ব চুরি ক'রে নিয়ে যায়। এক চোরের কার্য্য করেছি আমি,—শুধু আপনার জন্য। যে কার্য্য কখন কল্পনাতেও আনতে পারিনি। বিধর্ম্মী হয়ে হিন্দুগৃহস্থের অজ্ঞাতসারে তার অন্দরে প্রবেশ করেছি।

সাবাজ। তুমি সন্তান—তুমি সন্তান! ঈশ্বর যদি সুযোগ দিতেন, তা হ'লে তোমাকেও আমি এই সংসারের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিতুম! সহবৎ, প্রেম যার নিজস্ব সম্পত্তি—তার নাম হৃদয়। জাতিধর্ম্ম নিয়ে তার নাম নয়। যে তার অধিকারী, তার নাম মানুষ।

সহবৎ। যাক, আর বিলম্ব করবেন না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখে আপনার পরিবারবর্গ গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। মন্দিরে যখন প্রবেশ করতে আপনার সাহস নাই, তখন এই স্বজনপরিত্যক্ত গৃহে আপনি প্রবেশ করুন। এই আপনার শেষ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। সমস্ত পাঠান সর্দ্দার আপনার অনুসন্ধান করছে। তাদের অভিপ্রায় আপনাকে এই গ্রাম-ধ্বংসকারীদের নেতা করবে। সে দুর্ভাগ্য আসবার আগে আপনার মৃত্যু হোক। মৃত্যু—যে প্রিয়জনের মত আপনাকে সম্মান দেখাবে, সে আসুক। এসে আপনার ঘরকেই আপনার সমাধিস্তূপে পরিণত করুক।

সাবাজ। ঠিক্—ঠিক্! শান্তির লোভে ঘর ছেড়ে দূর-দূরান্তরে ছুটে গিয়েছিলুম, নিশ্চিন্ত বসব ব'লে পাহাড়ের উপর ঘর রচনা করেছিলুম। সেই দূর, হতাশার প্রচণ্ড করপেষণে নিকট হ'য়ে গেল। পৃথিবীর মর্ম্মচাঞ্চল্যের পাহাড় আমার সে আশ্রয়গৃহকে নিয়ে মাটীর ভিতর ঢুকে গেল। কিন্তু আমার সেই পুরাতন—এখনও চির-নূতন সৌন্দর্য্যে আমাকে কোলে নেবার জন্য করুণা-মাখা স্থির ইঙ্গিত নিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে! যাও, সহবৎ, এইবারে তুমি চ'লে যাও। কটকে গিয়ে সেই হতভাগ্য সুলতানকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'ল, আমি পুত্রদোহী, পত্নীদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী হয়েছি, কিন্তু প্রভুদ্রোহী হই নি।

সহবৎ। যদি পৌঁছিতে পারি বলব। হুজুরালি! সেলাম। মর্ম্মতন্ত্রী ছিঁড়ে আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। জাতির সমস্ত দোষ জেনেও আপনার পুত্রের পক্ষ অবলম্বন ক'রে আমি জাতিদ্রোহী হ'তে পারলুম না। (দূরে কামানধ্বনি) ওই তারা আপনার কাছারী বাড়ী ভূমিসাৎ করছে। যদি তাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারি ত এই উপযুক্ত সময়।

[প্রস্থান।

সাবাজ। বাস্তুদেবতা! আমি আবার তোমার কোলে আশ্রয় নিতে এসেছি। কিন্তু মা, তুমি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত ক'রে তোমার প্রিয়জনের—আমার পুত্র ও পুত্রবধূর পুনরাগমনপ্রত্যাশায় দূরে দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে রেখেছ। করুণার নেত্র একবার নামাও মা। ধর্ম্মত্যাগী কাঁদতে জানে না! কিন্তু তার মর্ম্মের রোদন হৃৎপিণ্ডের প্রতি পরমাণু ভেদ ক'রে ফোয়ারা তুলছে। ভাবময়ি! এ চোখ দেখো না। সে আজ আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত জমটাবাঁধা প্রস্তর-গোলকের মত কঠোর। কিন্তু তার স্পর্শের উত্তাপে লৌহহৃদয় বিগলিত হয়।

[প্রস্থান।

(ভুবনেশ্বরী ও কলির প্রবেশ)

ভুবনে। যাও মা, শ্বশুর-ঘরে একবার প্রবেশ না ক'রে যখন তুমি শান্তি পাচ্ছ না, তখন সে শান্তিতে বাধা দিতে আমাদের আর অধিকার নেই। যাও, তোমার পতি-গৃহের সন্ধান ব'লে দিয়েছি; একবার সেখানে ব'সে এসো। মৃত্যু দূর থেকে ঈর্ষ্যার নিনাদ করছে। সে আমাদের আসবার আগে এ ঘরকে গ্রাস করতে পারলে না। যাও, বিলম্ব করো না। তোমার ভাসুর ফিরে না আসতে আসতে ফিরে এস। আমি সঙ্গে যেতে পারলুম না; গেলে বুঝি আর ফিরতে পারবো না।

কলি। কেন মা, আর ফেরবার দরকার কি?—এসো না—তোমাদের চিতোরের মত অগ্নি-কুণ্ড ক'রে তার ভিতরে দু'জনে ব'সে তার নারী-গৌরবের গল্প করি।

ভুবনে। আছে—আছে। আমরা পুত্রহীন! শ্বশুরের বংশ রক্ষার প্রত্যাশা নষ্ট করতে ধর্ম্ম আমাদের বাধা দিচ্ছে। মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যতক্ষণ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো, ততক্ষণ তোমাকে মরতে দেব না। বিজয়লব্ধ মণি তুমি, তোমাকে রাখবার লোভ আমরা সহজে ছাড়ব না।

[কলির প্রস্থান।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। বড় বউ! গোপালমূর্ত্তিকে স্থানান্তরিত করতে পারলুম না। এ বয়স পর্য্যন্ত একদিনও আমি গোপালকে স্পর্শ করি নি। বিশেষতঃ বাবার গৃহত্যাগের পর এক দিনও গোপালের মুখ ভাল ক'রে দেখি নি। আজ হঠাৎ পারব কেন? নাটমন্দিরের কাছে যেতে না যেতে—মন্দিরের মাথার উপর আমার দৃষ্টি প'ড়ে গেল। দেখামাত্র, বুকের ভিতর কতকালের ছাইচাপা আগুন হাজার হাজার প্রচণ্ড শিখা নিয়ে দপ ক'রে জ্বলে উঠলো। আর এগুতে পারলুম না।

ভুবনে। আমারও তাই! আপদ্ধর্ম্ম মনে ক'রে, আমি নিজেই ব্যাকুল হ'য়ে গোপালকে কোলে করতে ছুটেছিলুম। যেতে যেতে মন্দিরের মাথার উপর

আমারও দৃষ্টি প'ড়ে গেল। দেখি, ভাঙ্গা-চূড়ার ঠিক উপরটিতে চাঁদ এসে দাঁড়িয়েছে, অমনি মনে হ'ল, চাঁদকে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে তার সমস্ত হাসি যেন লুটে নিয়ে ভাঙ্গা মন্দির আমাদের রাঠোর নামের উপর পরিহাস সারা আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে মর্ম্মভেদী পরিহাসকে সম্মুখে ক'রে আর আমি এগুতে পারলুম না।

নন্দ। কোথায় কি অবস্থায় যে বাবার দেহ ত্যাগ হ'ল, কিছুই জানতে পারলুম না।

(কালুর প্রবেশ)

কালু। আর দেরী করছ কেন বড় বাবু! আমরা পা'ক্। আমরা দুষমনের গোলা দেখে পিছুবো না। তোমাদের নিরাপদে রেখে স্ফূর্ত্তি ক'রে গোলার মুখে বুক দেবো! তাতে বাধা দিচ্ছ কেন বড় বাবু?

ভুবনে। তা বল্লে যে আমি যাব না কালু! মর্‌তে হয় এক সঙ্গে মরব।

কালু। বেশ, সন্তানদের উপরে তোমার যদি এতই মমতা মা! তা হ'লে—জল্‌দি ক'রে এস।

নন্দ। যাও বড় বউ! বৌমাকে নিয়ে এস। যদি মিছামিছি মরবার প্রয়োজন না থাকে, তা হ'লে আর বিলম্ব করা কেন?

কালু। বিলম্ব ক'র না মা, বিলম্ব ক'র না। ভোলাই!

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

মায়ের সঙ্গে তুই থাক।

[কালু ও ভুবনেশ্বরীর প্রস্থান।

নন্দ। ভোলাই! তোর বগলে কি?

ভোলাই। আজ্ঞে হাতে সড়কি।

নন্দ। হাতে সড়কি কি আমি দেখতে পাচ্ছি নে? বগলে কি?

ভোলাই। আজ্ঞে খুঁজে দেখি!

নন্দ। আবার মদ এনেছিস্ ভোলাই!

ভোলাই। দোহাই বড় বাবু, মদ নয়, জীবন এনেছি। নেশা ছাড়ছে, আর ভয় হচ্ছে! গোপাল আমার পিঠে হাত দিয়েছে. এখনও যেন সে মধুর পরশ পিঠে মাখানো রয়েছে। ভাই ব'লে আদর ক'রে ডেকেছে। এখনও যেন সে মধুকথা কানের ভিতর ঝঙ্কার তুল্‌ছে। কিন্তু আর থাকে না। নে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের ছবি আমার চোখ থে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড় বাবু! হুকুম কর।

নন্দ। তাই ত ভোলাই! বার বার তোর ক শুনে আমারও যে মাতাল হ'তে ইচ্ছা হচ্ছে।

ভোলাই। বড় বাবু,হুকুম কর, ছিপি খুলে ফেলি

নন্দ। মুসলমান হয়ে গোপালের প্রতি তুই ভালবাসা দেখাচ্ছিস্, হিন্দু হ'য়ে গোপালের সেবব ব'লে পরিচয় দিয়েও আমি গোপালকে যে সে ভাল বাসার কণাও দেখাতে পারি নি।

ভোলাই। খুব দেখিয়েছ সড়কি দিয়ে বিঁধতে গিয়ে আমি অধম পাক যদি গোপালের আদর পাই— এতকাল ক্ষীর, ননী, ছানা খাইয়ে তুমি গোপালের ভালবাসা পাবে না? বড় বাবু! হুকুম কর। কখন খাও নি, এর একটু পেটে পড়তে না পড়তে তোমার নেশা হবে। বাদ-বাকিটুকু আমি প্রসাদ পাই।

নন্দ। তবে অপেক্ষা কর্। তোর বড়-মা ছোট-মার ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন দেখি।

(ভুবনেশ্বরীর পুনঃপ্রবেশ)

নন্দ। একি বড়-বউ? অমন ক'রে আসছ কেন?

ভুবনে। বুঝতে পারছি না। আমাদের অনুপস্থিতিতে পাঠান বুঝি বাড়ীতে প্রবেশ করেছে।

কলি। (নেপথ্যে) মা! মা!

নন্দ। (ব্যস্তভাবে) এ কি ব্যাপার বড়-বউ! সত্যই ত পাঠান! কিন্তু ছোট বৌমা তার হাত ধ'রে নিয়ে আসছে যে!

(কলি ও সাবাজের প্রবেশ)

কলি। ভয় নেই মা! ইনি আমার পিতৃতুল্য। শৈশবে এঁর কোলে আমি কত নৃত্য করেছি, আমি বলতে পারি না। আপনাদের অনুমতি, ইনি হুকুম করলেই, এখনি সমস্ত পাঠান আমাদের আক্রমণ করা থেকে নিরস্ত হয়।

ভুবনে। (সাবাজের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া গলবস্ত্রে প্রণাম)।

নন্দ। করলে কি বড়-বৌ? জীবনের জন্য ঘৃণিত বিধর্ম্মীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে মহাত্মা রতিলাল রায়ের নাম ডুবিয়ে দিলে!

ভুবনে। প্রথমে দেখে চিনতে পারি নি।

অপরাধ—অপরাধ—অপরাধ। অনেক দিন—অনেক দিন—আমি তখন বালিকা, শ্বশুরের ঘরে নবাগত। দু'দিন শ্বশুরের ঘর করতে এসেই দেখি পাঠান গোপাল-মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গছে। সমস্ত গৃহটা মুহ্যমান! আপনি শোকে উন্মত্ত। তারপর, আর দেখি নি—আর দেখি নি।

নন্দ। আপনি! কে—কে? বাবা? বাবা? গুরু—ইষ্ট—ধর্ম্ম?

(পদতলে পতন)

সাবাজ। নন্দলাল! নন্দলাল! নন্দলাল!—

(মূর্চ্ছা)

নন্দ। (উঠিয়া) বড়-বউ! বড়-বউ! বুকে যে বিষম বেদনা ধরলো, আর ত বেশীক্ষণ বাঁচব না।

ভুবনে। আমি কি করব বল।

নন্দ। সে কি? আবার কি করবে বড়-বউ! এ বাইশ বছরের ভিতরে একদিনও এমন সৌভাগ্য আসে নি। গুরুর বাহিরের রূপ দেখে ভয় পাচ্ছ কেন? সর্ব্বরূপে সর্ব্ব অবস্থায় পিতা—পিতা। শুশ্রূষা—শুশ্রূষা কর।

সাবাজ। (উঠিয়া) না মা—আমি সুস্থ হয়েছি।

নন্দ। পিতা! পিতা! এইবারে আশীর্ব্বাদ করুন, গোপালকে বুকে ধ'রে যেন মরতে পারি। আপনারই জন্য অভিমানে আমি তার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে গিয়ে ফিরে এসেছি। আর ত গোপাল অভিমান কর্‌বার উপায় রাখলে না!

সাবাজ। যাও নন্দলাল! (নন্দলালের প্রণামান্তর বেগে প্রস্থান) যাও মা, তোমরাও যাও। আমি সুস্থ হয়েছি,—আমি সুস্থ হয়েছি।

ভুবনে। না না ছোট বউ! তুমি থাক। শ্বশুরের শুশ্রূষা করবার ভাগ্য আমি তোমাকে দিয়ে গোপাল-মন্দিরে চল্‌লুম। ভগিনি, এখন তুমি আমার অন্তর্যাতনা বুঝতে পারবে না। পিতৃলোকে আছেন জেনে বহুবার যাঁর উদ্দেশে আমি স্বামীর হাতে শ্রাদ্ধের পিণ্ড তুলে দিয়েছি, কল্পনার সে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির এ কালিমাময় প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পারছি না। ভোলাই! (ভোলাইয়ের প্রবেশ) তোর কাছে আমার মা রইল। মায়ের কাছে আমার মৃত শ্বশুরের রাঠোর-গর্ব্বের পেটিকা। আগলে থাক্—আগলে থাক্।

[প্রস্থান।

কলি। ভোলাই! ভিতরে যা।

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

হুজুরালি! রাঠোরের অতিথিসৎকারের রীতি আমি জানি না। আমার শ্বশুর মহাত্মা রতিলালের গৃহে আপনার কিরূপ অভ্যর্থনা করব?

সাবাজ। পেয়েছি পেয়েছি। রতিলালের কুললক্ষ্মি! রাঠোর-গৃহের যোগ্য অভ্যর্থনা পেয়েছি। তবে একবার দাঁড়াও, একবার দাঁড়াও। শৈশবে এই কোলে চঞ্চলা পাঠানী বালিকার নৃত্য দেখেছি। আর আজ একবার গর্ব্ববিস্ফুরিতেক্ষণা নিশ্চলা রাঠোর কুলবধূর মূর্ত্তি দেখি।

[সাবাজের প্রস্থান ও কলির দরজা বন্ধ করণ।

তৃতীয় দৃশ্য

গর্ভ-মন্দির।

জৈনুদ্দীন।

জৈনু। গোপাল! এত রূপ ভাই আমাকে কেন দেখালে! মুষ্টির ভিখারী আমি, আমার সুমুখে বাদশার ভাণ্ডার! আমি যে কোন্ রূপ ছেড়ে কোন রূপ নেবো, তা বুঝতে পারছি না। চক্ষু কাল হলো। ধর গোপাল, আমাকে ধর। নইলে দুনিয়া আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়।

(গীত)

বদন-চাঁদ কোন কুঁদারী কুঁদিল গো
কেবা কুঁদিল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ
কেমন করে,
কেমনে ধৈরয ধ'রে থাকি।

(প্রতিধ্বনি)

গোপাল! গোপাল! আমি যে তোমাকে কাটবো বলেছিলুম। আমাকে দেখে তুমি হাসলে! এত ভালবাসা আমার জন্য তুমি ওই পদ্মপলাশ চক্ষু দুটির পলকে লুকিয়ে রেখেছিলে! চেয়ো না, অমন কোরে অপাঙ্গে ইঙ্গিত পূরে আমায় পানে চেয়ো না। দোহাই!

আমি বেয়াদবী কোরে অনেক দূরে এসেছি। গুরু সাহস দিয়েছে, তাই এসেছি। নইলে আস্‌তে পারতুম না। চেয়ো না ভাই, অমন কোরে চেয়ো না। আমি তা হ'লে আর এখানে থাকতে পারবো না। এখনি তোমাকে জড়িয়ে ধরব। তবু চেয়ে আছ? তবে আর আমার দায় দোষ নেই।

(গীত)

নাসিকার আগে দোলে এ গজ-মুকুতা গো
সোনায় মুড়িত তার পাশে।
বিজুরি জড়িত যেন চাঁদের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে।

(প্রতিধ্বনি)

এ কি? আমাকে এ কারা তামাসা করছে! মনে হচ্ছে যেন কতকগুলো মেয়ে এই ঘরের কোণে কোণে লুকিয়ে আছে। তারা আমাকে চেনে না ব'লে তামাসা করছে। দাও গোপাল, তুমি তাদের আমার পরিচয় দিয়ে দাও। ব'লে দাও ভাই, ব'লে দাও, আমরা দুটি ভাই। আমরা ও বাবা রতিলাল রায়।

নেপথ্যে। (অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে) পেয়েছি—পেয়েছি।

জৈনু। না না! এ কারা কথা কইলে?

নেপথ্যে। খবর দে—খবর দে—জল্‌দি—।

জৈনু। এ কি গোপাল! কেঁপে উঠলে কেন ভাই?

নেপথ্যে। এই ঘরে—এই ঘরে।

জৈনু। এ কারা কথা কইছে! কথা শুনে এদের মতলব ত ভাল বোধ হচ্ছে না।

নেপথ্যে। আর যাবে কোথা! হুজুরকে খবর দে।

জৈনু। তাই ত গোপাল? তুমি যে আবার কাঁপলে! (পাদপীঠে উঠিয়া গোপালকে ধারণ) এখনও কাঁপছ! তা হ'লে ত আর সন্দেহই নেই। যারা আস্‌ছে, তারা নিশ্চয়ই দুষমন। ভয় কি গোপাল, ভয় কি ভাই! আমি অস্ত্র ধরতে জানি। আমিও তোমার মত বালক বটি, কিন্তু আমি পাঠানী মায়ের পেটে জন্মেছি। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই কুলই আমার অস্ত্রব্যবসায়ী। আমি শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারীর প্রিয়তম শিষ্য! সেই গুরুদত্ত অস্ত্র আমার সঙ্গে আছে, ভয় কি!

নেপথ্যে। ঠিক—ঠিক এই ঘরে। খবর দে, জল্‌দি—জল্‌দি।

জৈনু। তবু কাঁপছ! তবে এস ভাই, তোমাকে আমি আগে লুকিয়ে রাখি। ভয় কি আমার কলিজা, ভয় কি? দুষমন্ তোমাকে ছুঁতে পারবে না! তুমি বাঁশীর গোপাল, আর আমি ভাই, অসির গোপাল। তারা এসে আমাকে দেখবে—তোমাকে দেখতে পাবে না।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির-সংসর্গ চত্বর।

পাঠানগণ।

১ম পাঠান। আমি ভিতর থেকে কথা শুনেছি।

২য়। পাঠান। আমিও শুনেছি দোরে কান পেতে। বলছে—"পরাণ কেমন করে"। এতটুকু সন্দেহ নেই।

(মুদ্দা খাঁর প্রবেশ)

হুজুর! সন্ধান পেয়েছি।

মুদ্দা। চুপ, গোল করো না। আমিও টের পেয়েছি। আস্‌তে আস্‌তে গলার সুর শুনেছি। শুনেই বুঝেছি, এই মন্দিরেই বদমায়েস রঙ্গলাল বেগম সাহেবকে পূরে রেখে গেছে। এমন মিঠে গলা আমি উমেরে কখন শুনি নি। এই সুযোগ—রায়েরা প্রাণভয়ে সরদিয়া ফেলে পালিয়েছে। রায়েদের উপর উত্তেজিত করতে যে কথা কেরাণীসর্দারকে বলেছিলুম, খোদার মর্জ্জিতে তাই সত্য হয়ে গেছে। মতিহীন রাজপুত জুনিদ খাঁকে একলা পেয়ে কাছারী বাড়ীতে পূরে গুম্‌খুন করেছে। পাঠানরা জান্‌তে পেরে রাগে অন্ধ হ'য়ে কাছারী-বাড়ীর উপর কামান দাগ্‌ছে। কামানের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পারছ না? এই বারে তারা রায়েদের বাড়ী মন্দির কবরে দিতে আসছে। জুনিদ খাঁর ফৌজ বিবি-সাহেবের খবর জানতে না জানতে; এই বেলা সরদিয়া জনশূন্য। গাঁয়ের যেখানে যে কেউ ছিল, সব পালিয়েছে। এই বেলা—এই বেলা! এই সুযোগ গেলে আর হবে না।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

কুটীল কুন্তল, কুসুম কাছনি
কান্তি কুবলয় ভাস রে।
কুঞ্চিতাধর, কুমুদ-কৌমুদী
কুন্দকোরক হাস রে।

১ম পাঠান। হুজুর!

মুদ্দা। জল্‌দি জল্‌দি। কল্‌জে কেটে টুকুরো হ'ল। নিয়ে আয়। বক্‌সিস্—হাজার—দু-হাজার—দশহাজার।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-মন্দির।

বেদীপার্শ্বে জৈনুদ্দীন।

জৈনু। আর ভয় কি! গোপাল, তোমাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে এসেছি যে, তুমি নিজে না ধরা দিলে, এক গুরু ভিন্ন আর কেউ তোমাকে খুঁজে বার করতে পারবে না। কিন্তু গোপাল! ও রূপ দেখেও যে আঁখির পিপাসা গেল না। গোপাল! ভাই! কি কোমল অঙ্গ তোমার! একবার বুকে ক'রে এ জ্বালার বিরাম যে হ'ল না।

(গীত)

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরশ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥

(নেপথ্যে—দ্বারভঙ্গ-শব্দ)

তাই ত! মনে ছিল না ত! দুষমন—গোপালকে মারতে আসছে। (বেদীর উপরে উঠিয়া) মা! মা! যে স্তন্যপান করিয়ে আমাকে গোপাল দেখবার চোখ দিয়েছ, আমার হাতে গোপালের শত্রুনাশের বল দিয়ে সেই স্তন্যমাহাত্ম্য পূর্ণ কর।

(পাঠানগণের প্রবেশ)

১ম পা। উঃ! কি অন্ধকার!

২য় পা। তাই ত রে ভাই, কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না। মশাল না এনে ত বড় অন্যায় করেছি।

১ম পা। বাইরে বেশ ফর্শা হয়েছে। এর ভিতরে যে এত অন্ধকার, তা কি ক'রে জানবো! ওরে দেখ, দুটো মাণিকের মত কি যেন জ্বলছে!

২য় পা। ওই রায়দের ঠাকুর রে! ওই গোপাল!

(মুদ্দা খাঁর প্রবেশ)

মুদ্দা। কি রে? তোরা দেরি করছিস কেন! উঃ! কি অন্ধকার!

১ম পা। হুজুর! কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে, কি হবে?

মুদ্দা। হা আল্লা! তবে ত সব মাটী। মশাল—মশাল। আল্লা! একটা মশাল! তাই ত অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে ও কি রে?

২য় পা। হুজুর! ওই ঠাকুরের দুটো চোখ।

মুদ্দা। বা! বা! কেয়া রে—কেয়া রে!

১ম পা। হুজুর! হুজুর! আছে—আছে। বিবি-সাহেব আছে। নিশ্বাসের শব্দ—শুনতে পেয়েছি।

মুদ্দা। বিবি-সাহেব! আর বৃথা লুকিয়ে কষ্ট দাও কেন! তোমাকে না নিয়ে ত যাব না। বেরিয়ে এস। আমি এই জেলার মালেক। মেহেরবাণী ক'রে বাইরে এস। তবু আসছ না? মনে করেছ, রঙ্গলাল তোমাকে রাখতে পারবে? তবে শোন। তার বাপের এই মন্দিরের চূড়া আমরাই চূর্ণ ক'রে দিয়েছি।

১ম পা। হুজুর! ঠাকুরের চোক যেন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠলো!

মুদ্দা। তবে র'স্ তো'। ঠাকুরের চোক দুটোর দফা আগে রফা করি। আছাড় মেরে পুতুলটাকে মাটীতে গুঁড়িয়ে দিই।

১ম ও ২য় পা। হুজুর! হুজুর! ঠাকুর নড়ছে!

মুদ্দা। য়্যাঁ—য়্যা—তাই ত—তাই ত!

১ম ও ২য় পা। পালিয়ে—পালিয়ে—এ কেয়া তাজ্জব! এ কেয়া তাজ্জব!

[উভয়ের পলায়ন।

মুদ্দা। ফেলে যাসনি—ফেলে যাস্‌নি—আমি যাব। অন্ধকার—অন্ধকার। পথ দেখতে পাচ্ছি না।

জৈনু। (লম্ফ প্রদানে অবতরণ) এই যে একেবারে লম্বাপথ দেখিয়ে দিচ্ছি। (অস্ত্রাঘাত, মুদ্দা খাঁর পতন) পর-বিদ্বেষী মূর্খ পাঠান! একদিন অকারণে তোর বাপ এই মন্দিরের চূড়া ভেঙে, আমার বাপের কলিজায় ছোরা মেরেছিল, এত দিন পরে তোকে মেরে শোধ নিলুম।

নেপথ্যে। দোহাই নন্দলাল বাবু! দোহাই! আগেই মরেছি। মরাকে মেরো না!

জৈনু। এ কি! ভাই? নন্দলাল ত আমার ভাই! তাই ত—ওই যে! বাবার মত মূর্ত্তি। কিন্তু আমি ত দেখা দিতে পারব না। পরিচয় দিতে মানা। আমি ত দেখা দেবো না।

[অন্য দিক্ দিয়া প্রস্থান।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। কই ? গোপাল—গোপাল কই ? গোপাল ! গোপাল ! কোথায় তুমি ?—এ কি ! কে তুমি ?

মুদ্দা। নন্দলাল বাবু !—আমি !

নন্দ। আমি ? (মুখ নিরীক্ষণ) এ কি ! খাঁ সাহেব ?

মুদ্দা। ক্ষমা—নন্দলাল বাবু, ক্ষমা। আজ বিশ পঁচিশ বৎসর ধ'রে আমরা পিতাপুত্রে নিরীহ তোমাদের উপর যে অত্যাচার ক'রে আস্‌ছি,—আজ তার প্রতিফল।

নন্দ। কে আপনাকে মারলে খাঁ সাহেব ?

মুদ্দা। তোমাদের গোপাল।

নন্দ। আমাদের গোপাল ! গোপাল কে ?

মুদ্দা। তোমাদের গোপালকে তুমি চিন্‌লে না নন্দলাল বাবু ! আমি চিন্‌লুম ! তুমি, কে গোপাল বললে ! ননীর মত কোমল বালক। অতি অত্যাচারে পাথরে প্রাণ এসেছে। অচল গোপাল সচল হয়েছে। অস্ত্র ধ'রে আমাকে কেটেছে !

নন্দ। পাঠান ! আপনি আমার অপেক্ষা ভাগ্যবান্। গোপাল আপনাকে না কেটে যদি আমাকে কাটতো, তা হ'লে সে আরও কাজ ভাল করতো। আমি নরাধম। হিন্দু নাম আমার প্রতারণা। আসুন—আপনি আমার কাঁদে উঠুন।

মুদ্দা। না না। আমার দিন শেষ—যেতে দাও—ক্ষমা।

নন্দ। তা হ'তে পারে না।

[মুদ্দা খাঁকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দিরাভ্যন্তর।

নন্দলাল।

নন্দ। বড়-বউ ! বড়-বউ ! গোপাল আমাকে কাপুরুষ দেখে হেয়জ্ঞানে নিজেই অস্ত্র ধ'রে আত্মরক্ষা করেছে। ক'রে এ পাপ মুখ দেখতে হ'বে ব'লে মন্দির ছেড়ে চ'লে গেছে।

(জৈনুদ্দীনকে কোলে লইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ।

ভুবনে। কেন যাবে ! যেতে দেয় কে ? এই নাও রক্তাক্ত অসি। তোমার সচল গোপালকে ধ'রে এনেছি।

নন্দ। তাই ত ! কোথা থেকে কেমন ক'রে ধ'রে আন্‌লে বড়-বউ ?

ভুবনে। দেখছ—দেখছ ? বুঝতে পারছ না ?

নন্দ। বা ! বা ! বড়-বউ ! আবার যে রঙ্গলাল বালক হ'য়ে তোমার হাত ধ'রেছে।

জৈনু। আমি ত পরিচয় দেবো না।

নন্দ। তোমার পরিচয় দিচ্ছি। তুমি আমার ভাই। রতিলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ বংশধর।

ভুবনে। পরিচয় দিতে চাইলেও ত আমরা পরিচয় নেবো না। নিতে আমাদের সাহস নেই। শুধু ভাই বললে কেন গোপাল ! তুমি ভাই, বাপ, পিতামহ। আমার শ্বশুর যা করতে পারেন নি, আমার স্বামী যা পারেন নি, তাই তুমি করেছ। এরা পারলে না দেখে গোপাল ! তুমি আমার পাঠানী মায়ের গর্ভে স্থান নিয়ে সচল হয়ে এখানে ফিরে এসেছ।

জৈনু। দুষমন্ পাছে গোপালের গায়ে হাত দেয়, তাই আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি।

ভুবনে। কই লুকিয়েছ ! এই যে আমি তপ্ত বুকের প্রতি পরমাণুতে গোপালের শীতল দেহ স্পর্শ করছি।

জৈনু। আমি পরিচয় দেবো।

ভুবনে। আমি ত নেবো না। দিতে এলে, কানে আঙুল দিয়ে থাকবো।

জৈনু। (অস্ত্র নিক্ষেপ ও বাহু দিয়া ভুবনেশ্বরীর গলদেশ বেষ্টন) মা ! মা ! আমি তোমার ছেলে।

ভুবনে। জন্ম-জন্মান্তরের হারানিধি ! আর একবার বল্।

জৈনু। মা ! মা ! বড় ঘুম পাচ্ছে। তোমার কোলে শুয়ে ঘুমুবো।

ভুবনে। দাঁড়িয়ে দেখছ কি স্বামিন্ ! রঙ্গলালকে পুত্র বলতে পার নি। গোপাল পুত্র বুকে ধ'রে অপুত্রক নাম দূর কর।

নন্দ। আয় বাপ ! আয় ব্রহ্ম-গোপাল—বুকে আয়।

ভুবনে। এইবারে চ'লে এস।

নন্দ। চল চল। (নেপথ্যে ভীম কোলাহল ও কামানধ্বনি) বড় বউ, আর ত যাওয়া হ'ল না। (মুহুর্মুহু কামান-গর্জ্জন) ওই ফটক ভগ্নস্তূপে পরিণত হ'ল। বিরাট ধূলিরাশি আকাশমার্গে উঠে নবোদিত সূর্য্যকে ঢেকে ফেল্‌লে অন্ধকারে মন্দির-প্রাঙ্গণ ডুবে গেল।

ভুবনে। গোপাল! গোপাল!—এ কি ঘুম! গোপাল!

(কোলে গ্রহণ)

নন্দ। ওই মন্দির-দ্বারে ঘা পড়লো। ওই যাবার পথ রুদ্ধ হলো।

ভুবনে। ব'সে পড়, ব'সে পড়। (জৈনুদ্দীনকে কোলে শয়ন করাইয়া উপবেশন) গোপালকে ঘেরে ব'সে পড়। যশোদার স্নেহ! একবার বুকে আয়। আমি আমার গোপালকে আচ্ছাদন করি।

(কোলাহল—মুহুর্মুহু কামান-গর্জ্জন ও মন্দির-ভঙ্গ)

(পুনঃ কোলাহল)

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার পাঠান। পালা পালা। (কামান-গর্জ্জন) দুষমন মোগল এসে পড়েছে। কামান দাগছে—পালা—পালা।

(রঙ্গলালের বেগে প্রবেশ)

রঙ্গ। দাদা! দাদা! দেখা করতে এসেছি। মা! মা! মোগলের কাছ থেকে সনন্দ নিয়ে দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। জলেশ্বরের রাণী! রাজাকে ডেকে দাও, সনন্দ চরণে রেখে ধন্য হই। ডেকে দাও মা, একবার ডেকে দাও। পাঠান পালিয়েছে। স্তূপভেদ ক'রে বাইরে এসে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর।

(মস্তকে হস্ত দিয়া উপবেশন)

(কলির প্রবেশ)

কলি। এ কি ছোট বাবু! মাথায় হাত দিয়ে বসেছ যে!

রঙ্গ। সমস্ত শেষ হয়ে গেছে! মন্দিরের চিহ্নমাত্র নেই।

কলি। তা আমিও দেখছি। কিন্তু স্তূপ আছে। আর সেই স্তূপের ভিতরে আমার নবজীবনদায়িনী মা, আর তাঁর মহান্ স্বামী আছেন। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা গোপালকে কোলে ক'রে স্নেহসম্ভাষণে ডাকবার জন্য বিরাট আকাশের একটি কণার প্রত্যাশায় তোমার কল্পনার মুখের পানে চেয়ে আছেন।

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। তাই ত দেবি, সব বৃথা হ'ল! দাদার সঙ্গে দেখা করতে পারলুম না! দাদা!

কলি। ভোলাই!

ভোলাই। ছোট মা!

কলি। তোর কাছে এখনও সে বোতল আছে?

ভোলাই। আছে মা, আছে। (বোতল বাহির করিয়া) বড় বাবু প্রসাদ ক'রে দেবে ব'লে চ'লে গেল, আর এলো না। আর ত একে স্পর্শ করতে পার্‌লুম না!

কলি। আমাকে দাও।

ভোলাই। এই ন্যাও! এই নাও। মাটীতে পর্য্যন্ত একে রাখতে ভরসা করছি না। যখন চোখ ছিল, তখন দেখি গোপাল নিজে মন্দিরের ভিতরে-বাইরে আনন্দে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে। আর এখন নেশা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। আমি গোপালকে দেখতে পাচ্ছি না, তার মন্দির দেখতে পাচ্ছি না।

কলি। ছোট বাবু! যদি মা বেঁচে থাকেন? যদি তোমার ভাই এখনও জীবিত থাকেন?

রঙ্গ। এ কি বলছ! এই বিশাল স্তূপ আর আমি একা। সর্‌দিয়া জনশূন্য।

কলি। এই নাও ছোট বাবু!

রঙ্গ। এ নিয়ে আর কি করব?

কলি। পান কর। কাল প্রাতঃকালে যখন তুমি পান করেছিলে, তখন তোমাতে আমি আফিসিয়ারের বীরত্ব দেখেছিলুম। এখন দেখছি নেশা চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সে অপূর্ব্ব মনুষ্যত্ব চ'লে যাচ্ছে। তুমি দেখছ সবদিয়া শূন্য। কিন্তু আমি ত দেখছি না। ছোট বাবু! আমি দেখছি, এক লাখ লোক আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একটু মাদকতার অভাবে সে লক্ষ জন-শক্তি আজ কার্য্যহীন। নাও, পান কর। (হস্তে বোতল দান)

রঙ্গ। (বোতল নিক্ষেপ ও কলির হস্তধারণ)

তবে এস ছোট-বউ! ও মাদকতায় আর আমার প্রয়োজন নেই। ভোলাই! দেখে আয়, স্তূপমধ্যে একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকারও প্রবেশের পথ আছে কি না। (ভোলাইয়ের আগমন) এস শক্তি! তোমার অগ্নিময় আঁখির দীপ্তি আগে থাকতেই আমার মস্তিষ্ক মাদকতায় ভরিয়ে দিয়েছে। এইবারে এই কোমল করাঙ্গুলির প্রান্ত দিয়ে মাদকতার প্রবাহ আমার ধমনী-পথে ছুটে আসুক। হৃদয় তীব্র-জীবন-স্পন্দনে নৃত্য করুক, দেহ একবার মত্ত দেব-মাতঙ্গের মত বলীয়ান্ হোক।

কলি। আর আমার যে হৃদয়ের রাজা, তার সিংহাসন-তল থেকে বাদশা তার সিংহাসন-গর্ব্ব কুড়িয়ে নিয়ে যাক্।

রঙ্গ। দেখতে পেলি ভোলাই?

ভোলাই। এই একটা খিলেন ভেঙ্গে পড়েছে, এইখান দিয়ে একটু ফাঁক আছে।

রঙ্গ। ঠিক্—ঠিক ভোলাই, এই ত ছিল গর্ভ-মন্দিরের প্রবেশদ্বার! স'রে আয় ভোলাই, স'রে আয়।

ভোলাই। কেন ছোট বাবু?

রঙ্গ। এই পথ দিয়ে আমি মন্দিরে প্রবেশ করব।

ভোলাই। (খিলানের মুখ পরীক্ষা ও তুলিতে বলপ্রয়োগ) সে কি ছোট বাবু, এ তো হাড়ের ভার যেন।

রঙ্গ। কই দেখি। (মাটীতে বক্ষ দিয়া ও খিলানে পৃষ্ঠ দিয়া উত্তোলন) ছোট বউ! এইবারে যাও, মা আর দাদাকে খুঁজে এসো।

(মন্দির মধ্যে কলির প্রবেশ)

কলি। ছোট বাবু! মাকে পেয়েছি। কিন্তু মা তো নেই।

রঙ্গ। (হস্তদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত হইল) দাদা?

কলি। হায়! তাঁকেও পেয়েছি। কিন্তু তিনিও জীবিত নেই।

রঙ্গ। চ'লে এসো—জল্‌দি চ'লে এস—

কলি। পেয়েছি—পেয়েছি।

রঙ্গ। কি পেয়েছ? (স্বর ক্রমশঃ গম্ভীর হইতে লাগিল)

কলি। গোপাল!

রঙ্গ। নিয়ে এসো—জল্‌দি নিয়ে এসো।

ভোলাই। নিয়ে এসো ছোট মা, নিয়ে এসো!

রঙ্গ। জল্‌দি—জল্‌দি।

(মূর্চ্ছিত জৈনুদ্দীনকে কোলে লইয়া কলির বহিরাগমন)

ভোলাই। গোপাল! গোপাল!—এস গোপাল!

কলি। এ কি! ছোট বাবু, এ যে তোমার ভাই!

রঙ্গ। ভাই?

কলি। আমার পাঠানী শাশুড়ীর গর্ভজাত সন্তান!

রঙ্গ। নিয়ে যাও—ছোট-বউ! গোপাললালকে নিয়ে যাও। বংশ রক্ষা কর! বংশ রক্ষা কর।

কলি। আর কেন, তুমিও এস।

রঙ্গ। ছোট-বউ! বড়-বউ আমাকে যে মাতৃ-স্নেহে শৈশবে বুকে তুলে মানুষ করেছিলেন, তুমিও সেই স্নেহে গোপাল বালককে মানুষ কর—বংশ রক্ষা কর।

কলি। আর তুমি?

রঙ্গ। ভোলারই!

ভোলাই। ছোট বাবু! কি কর্‌লে?

রঙ্গ। চির জাগন্ত প্রহরী হ'য়ে—গোপালকে, তার মাকে রক্ষা—

কলি। ছোট বাবু, বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস।

রঙ্গ। দেবি! মাকে উদ্ধার কর্‌বার লোভে তোমার মুখ দেখে পাহাড় মাথায় তুলেছিলুম। মা নেই, তোমারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না—পাহাড় চেপে ধরেছে—আর বেরুবার উপায় নেই! মা! মা! মা!

(স্তূপ সম্মুখে ভোলাই ও কলির বারংবার মস্তক অবনমন)

যবনিকা

পলিন

(নাটক)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

আলমামুন	...	...	...	তুর্কীর সুলতান।
মুর্ত্তাজা	...	...	...	ঐ প্রধান উজীর।
মোবারক	...	...	...	উজীর-পুত্র।
হাসান	...	...	...	সুলতানের দেহরক্ষক।
ওমার	...	...	...	রাণী আইরিণীর পুত্র।

উদ্যানরক্ষক, প্রহরী, বান্দা, ওমরাহগণ, সিস্তানসর্দ্দার।

স্ত্রী

আইরিণ	...	...	সিস্তানের রাণী।
রেবেকা	...	...	আলমামুনের কন্যা—রুম-রাজকুমারীর গর্ভজাতা।
রুমা	...	...	আলমামুনের প্রথমা পত্নী—পলিনের গর্ভধারিণী
পলিন বা পুরুষবেশে আসাদ—		...	আলমামুনের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা এবং সিস্তানের রাণী আইরিণ কর্তৃক পুরুষবেশে পালিত।

সখীগণ, সিস্তানরমণীগণ, নর্ত্তকীগণ, বাঁদী।

পলিন

প্রস্তাবনা

গীত।

ক'য়ে থাক যদি ব্যথার কথা, খুলে থাক যদি প্রাণ।
নয়নের জলে ভিজায়ে হৃদয় ক'রে থাক যদি দান॥
(যদি) এমনি মধুর চাঁদের আলোকে,
কম্পিত হৃদে পলকে পলকে,
অধরে অধর-পরশ মাখান সুধা ক'রে থাক পান।
তবে সুধীবর এসো হে,
ধীরে ধীরে পাশে বসো হে,
এমন তরল চাঁদিনী যামিনী না হ'তে অবসান।
প্রাণে প্রাণে ভরি লহ উপহার এ নব-মিলন গান॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদসংলগ্ন সুসজ্জিত উদ্যান,

দূরে নীলপাহাড়।

উদ্যান-রক্ষক।

রক্ষক। তাই ত, ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছি ত! যাঃ—করেছি কি! পূর্ব্ব দিক্ যে ফরসা হয়ে গেছে! আর ঘুমুবার অপরাধ কি! চির-কালটাই সারারাত সমভাবে জাগছি। মানুষের দেহ ত, আর কত সয়! আর জেগেই বা কি, ঘুমিয়েই বা কি? মিছে জাগা! আমাদের বাদশার রাজ্য থেকে যখন চোরের নাম উঠে গেছে—তখন মিছে জেগে লাভ কি? দুনিয়ার ভেতরে এমন বুকের পাটা কার যে, বাদশার বাড়ীর দোরে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাগিচায় চোর হয়ে প্রবেশ করে!

নেপথ্যে। কে ওখানে?

রক্ষক। এ কি—বাদশা! এই ভোরে? আমাকে দেখ্‌তে পেলেন নাকি? দেখতে পেলেই ত গিয়েছি!

(আলমামুনের প্রবেশ)

আল। কে ওখানে? (রক্ষকের অভিবাদন) তুই-ই এখানের পাহারাদার?

রক্ষক। আজ্ঞে জাঁহাপনা।

আল। ওখানে কে? আরে আহাম্মোক ও দিকে চাচ্ছিস কি? নীচে নয় উল্লুক—উপরে ওই নীলপাহাড়ের গায়। দেখতে পাচ্ছিস না, কে যেন একটি বালক দাঁড়িয়ে রয়েছে!

রক্ষক। হাঁ জাঁহাপনা, এক ছোকরা।

আল। ছোকরা ওখানে কেমন ক'রে গেল? কাঁপছিস কি? খাড়া রও, সচ্ বোলো!

রক্ষক। গোলাম জানে না!

আল। এ দিক দিয়ে যায় নি?

রক্ষক। কই না জাঁহাপনা!

আল। ঠিক?

রক্ষক। গোলাম ত পাহারা দিচ্ছে।

আল। হাসান!

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। ব্যবস্থা ক'রে এসেছি জাঁহাপনা—এতক্ষণ সমস্ত সহর সৈন্য-পরিবেষ্টিত হয়েছে।

আল। বেশ করেছ, এখন একবার দেখ ত নীল-পাহাড়ের ওপরে কে উঠেছে—আর কোথা দিয়ে উঠেছে। যদি এই পথ দিয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে—এই কম্‌বখ্‌তকে কোতল কর। যদি অন্য পথ দিয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে সেই পথের পাহারাদারকে আমার কাছে নিয়ে উপস্থিত কর। উল্লুকেরা জানে না যে, ওখান থেকে আমার অন্দর দেখা যায়।

হাসান। আর যে উঠেছে, তার সম্বন্ধে কি করব?

আল। তুমি শুধু তাকে ধ'রে আমার কাছে নিয়ে আসবে। হয় সে উন্মত্ত, নয় সে মৃত্যুকামী। নইলে

আলমামুনের সহরে এসে তার অন্দর দেখতে সাহস করে, এমন সাহসী দুনিয়ায় আছে! যাও দেরী ক'র না, দেরী করলে স'রে পড়তে পারে। আর এই বান্দাকে আটক কর।

[রক্ষক ও হাসানের প্রস্থান।

দুনিয়ার অধীশ্বরত্ব পেয়েও আমি দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পেলুম না। সকলেই জানে, আমার মতন সুখী সম্রাট্ আর নেই। আমার রাজ্য সেই সুদূর ইস্পানীদের দেশ থেকে হিন্দুস্থানের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমার রাজধানীতে জগতের জাতি সমবেত হয়েছে। সহস্র ক্রোশ দূরে ভীম অরণ্যের ভিতর আমার নাম নিয়ে সালঙ্কারা রমণী দস্যুদলের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে হাসতে হাসতে চ'লে যায়। শীকারের উপর লাফ দিতে গিয়ে হিংস্র সিংহও যদি আমার নামের দোহাই শুনতে পায়, তা হ'লে সেও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে শীকার ফেলে পলায়ন করে। কিন্তু আমি জানি, সেই আমার মতন দুঃখী দুনিয়ায় আর নেই। কেন নাই, তা আমি নিজের কাছে বলতেও সাহস করি না। পাছে প্রকৃতি শুনতে পেয়ে চার ধার থেকে তীব্র রহস্যে আমার মর্ম্মে শেল বিদ্ধ করে। কি খবর?

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। মোবারককে কোথায় পাঠিয়েছিলেন জ'াহাপনা?

আল। মোবারক ফিরে এসেছে?

উজীর। ফিরে এসেছে,—কিন্তু সে অকৃতকার্য্য হয়েছে ব'লে জ'াহাপনার সঙ্গে দেখা করতে সাহস করছে না। সে আমার কাছে বিদায় গ্রহণ করতে চায়।

আল। বিদায় নেবার কিছু প্রয়োজন নেই। আমি যাকে পৃথিবী অন্বেষণ ক'রে খুঁজে পাই নি, তার অন্বেষণে অকৃতকার্য্য হ'য়ে তার লজ্জার বিষয় কিছুই নেই।

উজীর। কাকে অন্বেষণ জ'াহাপনা?

আল। কাকে?—কি বলব উজীর—বলতে আমার হৃদয়-বলে কুলিয়ে উঠছে না।

উজীর। বিশ্ববিজয়ী আলমামুন, শত শত দর্পী সাম্রাজ্যপতির মস্তক অবনতকারী আলমামুন—তাঁর হৃদয়-বলে কুলিয়ে উঠছে না! সে নামের কি এতই শক্তি জ'াহাপনা?

আল। তার কথা মনে করতেই আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে আমার বিশাল সাম্রাজ্য অন্ধকার-সাগরে বিলীন হয়ে যায়! তখন মনে হয় উজীর, আলমামুনের চেয়ে পথের ভিখারীও বুঝি সুখী।

উজীর। সম্রাট্! দুনিয়ার মালিকের সুখের অংশভাগী ব'লে এতকাল আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান্ স্থির করেছিলুম, এখন বুঝলুম সেটা ভ্রম। এখন দুঃখের অংশভাগী হবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। আমার প্রতি করুণা করুন।

আল। আমার স্ত্রী।

উজীর। সে কি জ'াহাপনা—তিনি ত প্রাসাদে অবস্থান করছেন। রুম রাজকুমারীকেই আমরা সাম্রাজ্ঞী ব'লে জানি।

আল। সে আমার ঐশ্বর্য্যের সহচরী—দিগ্বিজয়ে পৃথিবীর বড় বড় রাজা ও সম্রাটদের হারিয়ে, তাদের রাজ্য লুট ক'রে যে সমস্ত অমূল্য রত্ন সংগ্রহ ক'রে আমি ইস্তাম্বুলে এনেছি, সাম্রাজ্ঞী তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু উজীর, এ তা নয়—এ আমার দুঃখের সঙ্গিনী—আমার সহধর্ম্মিণী।

উজীর। তা তো কৈ এক দিনও আপনার মুখে শুনি নি!

আল। কেমন ক'রে শুনবে! তোমরা আমার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে, আমার ধরণী-সীমান্তগামী রাজ্যের সঙ্গেই পরিচিত। আমার পূর্ব্বজীবনের সঙ্গে—আমার জন্মভূমির একটি ক্ষুদ্র পল্লীর একটি অর্দ্ধভগ্ন কুটীরের সঙ্গে—ত পরিচিত নও।

উজীর। সম্রাট্, তা নই।

আল। সেই কুটীরবাসী এক যুবক সেই পল্লীর এক দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করেছিল।

উজীর। তার পর?

আল। উভয়েই দরিদ্র—কপর্দ্দকশূন্য। যুবক-যুবতী পরস্পরে শুধু প্রেমের যৌতুক দানে আবদ্ধ হয়েছিল। উজীর! পল্লীর সে দাম্পত্যজীবনের সুখ এখন যদি আমার সাম্রাজ্য বিনিময়েও কেউ আমাকে ফিরিয়ে দেয়, আমি তাও দিতে প্রস্তুত আছি।

উজীর। পেতে বাধা কি?

আল। বাধা অদৃষ্ট। তাকে সুখী করবার জন্য আমি অর্থোপার্জ্জনে বিদেশে যেতে তার কাছে বিদায় প্রার্থনা করি! তাতে সে আমাকে বলেছিল—"আমি রাজ্যৈশ্বর্য্যের প্রয়াসিনী নই। তুমিই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সুখ।” কুক্ষণে আমি সে কথায় অবিশ্বাস করেছিলুম। আমি রমণীহৃদয়-মাহাত্ম্য বুঝতে না পেরে অর্থে তাকে সুখী করতে গৃহত্যাগ করলুম। পথে দস্যু কর্ত্তৃক ধৃত হলুম, এক ক্ষুদ্র সরদারের কাছে বিক্রীত হলুম, ক্রমে অদৃষ্টের প্রসন্নতায় সরদারী লাভ করলুম। ক্রমে সরদারী থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুকুট, সম্রাটের কন্যা, গর্ব্বিত অসংখ্য জাতির স্বাধীনতা,—সব পেয়েছি, কিন্তু আমার সে স্ত্রীকে—উজীর, শুধু স্ত্রী নয়—তার গর্ভস্থ সন্তান—আমি তাকে গর্ভবতী ফেলে চ'লে এসেছি।

উজীর। মোবারককে কি তাঁর সন্ধানেই পাঠিয়েছিলেন?

আল। সে বুদ্ধিমান্ জেনে, অথবা ভবিষ্যতে আমার রাজ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণের সে যোগ্য কি না, তাই বুদ্ধির পরিচয় নিতে, তাকে পাঠিয়েছিলুম।

উজীর। বালক, তার বুদ্ধির মূল্য কি? আমাকে পাঠান।

আল। তুমি! এই বৃদ্ধ বয়সে! আমি নিজেই অনুসন্ধানে যেতে সাহস করি না!

উজীর। আপনার সাহস আপনার কাছে, আমি সে সম্বন্ধে কি বলব? কিন্তু সাম্রাজ্য-জয়ে সহায়তা ক'রে, আপনাকে অসুখী দেখে কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখে যাব! আপনার সুখের নিদানের অনুসন্ধানে যাব, তাতে কি বয়সের বাধাকে ভয় করি সম্রাট্?

আল। উত্তেজিত হ'য়ো না উজীর! আগে তোমার পুত্রের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনতে দাও।

উজীর। বেশ, আপনি শুনুন। আমার কিন্তু কথাও যা, কাজও তা। আমি যাবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছি। আপনি কি মোবারককে দিয়ে এই প্রথম সন্ধান নিতে পাঠিয়েছেন?

আল। না, অনেকবার সন্ধান করিয়েছিলুম।

উজীর। সন্ধান পান নি?

আল। প্রথম প্রথম সন্ধান পেয়েছিলুম।

উজীর। আপনি নিজে কখন যান নি?

আল। না, লোক দিয়ে তাকে আনতে পাঠাতুম। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ঐশ্বর্য্যের কথা শুনলে আমার স্ত্রী প্রলুব্ধা হয়ে আমার কাছে আসবে। প্রথম সরদারী হবার লোভ দেখিয়ে আমি সওগাত দিয়ে তার কাছে লোক পাঠিয়েছিলুম। স্ত্রী আমারি সওগাত গ্রহণ করে নি, আসেও নি। আমারও প্রলোভন দেখাবার জেদ হ'ল। আমি তার পর ক্রমে ক্রমে সুবেদারনী ও রাণী হবার লোভ তার সম্মুখে উপস্থিত করলুম।

উজীর। আপনি কি নিজে গিয়েছিলেন, না লোক পাঠিয়েছিলেন?

আল। আমি নিজে আর কই গেলুম উজীর! আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল! উঃ! রমণীর এত অভিমান! পর্ণকুটীরবাসিনী ভিখারিণী—রাণী হবার জন্য নিমন্ত্রণ কর্‌লুম—তবু এলো না!

উজীর। বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

আল। তার পর রোম-সাম্রাজ্য জয় ক'রে যখন সম্রাট্কুমারীকে জয়ের নিদর্শনস্বরূপ সঙ্গে আনি, তখন ছদ্মবেশে আমার কুটীরপার্শ্বে একবার উপস্থিত হই।

উজীর। গিয়ে দেখেন কুটীর পরিত্যক্ত?

আল। পরিত্যক্ত—আমার বাসস্থান শৃগালের লীলাভূমি হয়েছে।

উজীর। আপনি তাকে হারিয়েছেন।

আল। হারিয়েছি উজীর—হারিয়েছি!

উজীর। আমার স্থির বিশ্বাস, ইহজীবনে আর তাঁকে পাবেন না। এখন সে মহিমময়ীর কিছু অবশিষ্ট আছে কি আপনি বলতে পারেন? পুত্র কিংবা কন্যা?

আল। অবশিষ্ট আছে জেনেছি, কিন্তু পুত্র কিংবা কন্যা, তা জানতে পারি নি।

উজীর। এ কি তিনি জান্‌তে দেন নি?

আল। না উজীর, অতি যত্নে সে আমার লোকে-দের কাছ থেকে তার অস্তিত্ব গোপন ক'রে রেখেছিল।

উজীর। তাঁর গ্রামের লোক, তারাও কি জানে না?

আল। তারাও জানে না। কিংবা কি তার আশ্চর্য্য শক্তি, তারা জানলেও বলে না।

উজীর। আপনার গ্রাম?

আল। তা বলবো না। তোমার পুত্রকে বলেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে বলেছি, অন্য কেউ যদি জান্‌তে পারে, তখনি তার শিরশ্ছেদ করবো! আমার এই কথা শুনে যদি তুমি অনুসন্ধান করতে সাহস কর—কর।

উজীর। এই কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

আল। তুমি কি যথার্থই অনুসন্ধানে বেরুবে?

উজীর। এই আমি বেরুলুম।

আল। সন্ধান পাবে তোমার বিশ্বাস?

উজীর। সন্ধান পেয়েছি।

আল। (হাস্য)

উজীর। আমার উজীরী বুদ্ধিতে চিরকাল যেমন বিশ্বাস স্থাপন ক'রে এসেছেন, এতেও তেমনি করুন।

আল। তোমার বীর পুত্রকে আমি উত্তরাধিকারের প্রলোভন দেখিয়ে, কন্যা রেবেকার প্রলোভন দেখিয়ে সন্ধান নিতে পাঠিয়েছিলুম।

উজীর। তার মা অতি যত্নে আপনার কাছ থেকে তার সন্তানটিকে লুকিয়ে রেখেছে। সে কৌশল ভেদ করবে আমার ছেলে?

আল। আমার মুলুকের ভেতরে এমন সাহস কার যে, তাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে!

উজীর। সে আপনার মুলুকে নেই।

আল। তবে কি সে হিন্দুস্থানে?

উজীর। রমণী বোধ হয় অতদূর যেতে সাহস করেন নি।

আল। তবে আমার মুলক নয়, দুনিয়ার এমন স্থান কই?

উজীর। আপনি ভুলে গেছেন—আছে! ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সিস্তানকে আপনি আজও বশে আনতে পারেন নি।

আল। উজীর! আর যুদ্ধ করতে হবে না ব'লে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম, এখন বুঝলুম, নিশ্চিন্ত হ'তে এখনও আমার বিলম্ব আছে। আমি সপ্তাহ মধ্যেই সিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবো। জীবন পণ—যদি না ফিরি, আমার কন্যা রেবেকার- উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন ক'রে তার হাতে সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করো।

উজীর। ব্যাকুল হবেন না সম্রাট্, আমাকে অনুসন্ধানের অবসর দিন। আমি অপারগ হ'লে, আপনার যা অভিরুচি করবেন। এখন বলুন, তাদের চেনবার কোনও নিদর্শন আছে?

আল। যদি থাকে।

উজীর। কি সে?

আল। পিতৃদত্ত তাম্রের এক অঙ্গুরি! তাতে অতি সূক্ষ্ম অক্ষরে লেখা আছে, "এয়সা দিন নেহি রহেগা"। পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে সেইটি আমার অবশিষ্ট ছিল। বিবাহ দিবসে তা আমি আমার স্ত্রীকে যৌতুক দিয়েছিলুম।

উজীর। তিনি আপনার কাছে আসবেন কেন সম্রাট্? ঐশ্বর্য্যের সারভাগ আগে তাঁকে দান ক'রে শেষে কি না অসারের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন! ব্যস্ত হবেন না—আমার অনুরোধ, আমার অনুসন্ধান কাল পর্য্যন্ত আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ।

সখীগণ।

(গীত)

তুমি এস, ধীরে উঠে বস, অরুণ পূরব আসনে।
নিজে এস, সাথে লয়ে এস, সুরভিত মধু পবনে॥
কঠোর শিশির অন্ত—
উড়িল আকাশে আবাহনে পাখী,
নবীন অরুণ অলোক মাখি,
কোমল করুণ শান্ত (এস বসন্ত, এস বসন্ত)
সাথে লয়ে এস স্বগণে;
নিভৃত কুঞ্জ বিহগপুঞ্জ কূজিত নূপুর চরণে॥

(রেবেকার প্রবেশ)

রেবেকা। তাই ত! আমি এ কি দেখলুম! ঊষার রক্তিম আলোক-ধারা নীলাচলের শিখরে প'ড়ে কি কমনীয় মূর্ত্তি ধ'রে ঘুমন্ত চক্ষুকে প্রস্ফুটিত ক'রে দিলে!

১ম, স। এ কি বাদসাজাদী, আজ তোমার মুখ এমন মলিন কেন?

রেবেকা। তোরা কি কেউ তাকে দেখেছিস্?

১ম, স। কাকে রাজকুমারী?

রেবেকা। কাকে?—কি বলব কাকে! অভাগী বাঁদী, এমন মধুর ঊষায় তোরা বৃথা জেগে রইলি—কেউ দেখতে পেলি নি!

১ম স। কি দেখব রাজকুমারী?

রেবেকা। কি দেখবি? কি দেখতে দুনিয়ায় এসেছিস?

১ম স। যা দেখতে এসেছি, তা ত তোমার প্রশ্নেই উত্তর হয়েছে। আমরা বাঁদী—আমরা এ দুনিয়ায় শুধু সৌন্দর্য্য দেখতে এসেছি। ভাগ্যবশে আপনার আশ্রয় পেয়েছি। সেই সঙ্গে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ, সেই প্রাসাদ-সংলগ্ন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ উদ্যান, আর সেই উদ্যান-মধ্যে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রেবেকাকে দেখেছি।

এর চেয়ে আর বেশী কি দেখবার আছে জানি না যে শাজাদী!

রেবেকা। দেখবার আছে, কিন্তু দেখতে পেলি নি। দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য দেখা দিতে আজ নব বসন্ত-প্রভাতে চোখের উপরে ফুটে উঠেছিল, তবু তোরা দেখতে পেলি নি।

১ম স। কোথায় শাজাদী?

রেবেকা। নীল কাদম্বিনীর বক্ষোভেদ ক'রে চঞ্চল রজতপুষ্পমালার ন্যায় নীলাচলের পার্শ্ব হ'তে একবার মাত্র দেখা দিয়ে, আমার ভূস্বর্গকে, আমার এই জগৎ-প্রসিদ্ধ সৌন্দর্য্যকে রহস্য-কটাক্ষে একবার মাত্র দেখে মিলিয়ে গেল!

১ম স। সত্য শাজাদী?

রেবেকা। নববসন্তে ঊষার আলোক মুখে মাখাব ব'লে, আমি শয্যা থেকে উঠে বাতায়নে মুখ বাড়িয়েছি, এমন সময় অলক্তকরাগরঞ্জিত নীলাচল-শিখরের উপর আমার দৃষ্টি পতিত হ'ল। মুগ্ধ হয়ে একদৃষ্টে সেই মহান্ দৃশ্য দেখছি—এমন সময় পুষ্পধনুর মত এক অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি সহসা কোথা থেকে তার উপরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে একবার অরুণ রঙে মুখ মাখিয়ে আমার দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চেয়ে চকিতের ন্যায় মিলিয়ে গেল। আহা, কি দেখলুম!

১ম স। বল কি শাজাদী!

রেবেকা। কিন্তু আর দেখতে পেলুম না। দেখবার আশায় কতক্ষণ চেয়ে রইলুম, কত চোখ মুছলুম—আর দেখতে পেলুম না।

১ম স। দেখেছ, সেটা কি ঠিক শাজাদী?

রেবেকা। তুই কি বলতে চাস সেটা মিথ্যা?

১ম স। কতক্ষণ দেখেছিলে?

রেবেকা। কতক্ষণ কি, সে ত এখনও দেখছি!

১ম স। তা ত দেখবেই—যতক্ষণ না এ দু'টি খঞ্জননয়নে অঞ্জন লাগিয়ে দেব, ততক্ষণই দেখবে।

রেবেকা। বলছিস্ কি?

১ম স। নাও চল—স্নান ক'রে চোখ থেকে বসন্তের ঘুম ধুয়ে ফেল—চোখে নবানুরাগের অঞ্জন প'রে অত আকাশপানে চেয়ো না।

রেবেকা। তুই মনে করছিস কি এ স্বপ্ন?

১ম স। শুধু আমি কেন রাজকুমারী—যে শুনবে, সেই মনে করবে? তোরা কি মনে করলি সই?

সকলে। স্বপ্ন—স্বপ্ন।

রেবেকা। তাই ত, এ কি স্বপ্ন!

সখীগণের গীত।

অকরুণ যৌবন, যামিনী অকরুণ
অকরুণ ভারে হিয়া চেপেছে।
বসন্ত অকরুণ, অকরুণ স্বপনে,
অকরুণ করে তুলি ধরেছে॥
অকরুণ কুসুমে অকরুণ সমীরণ বহে,
অকরুণ পঞ্চমে অকরুণ কোকিল গাহে।
অকরুণ অরুণ অকরুণ অচলে
অকরুণ উল্লাসে চলেছে।
(ও গো তাই গো ধনি)
অকরুণ মদন অকরুণ ফুলবাণে
তোমার কোমল হিয়া বিঁধেছে।

তৃতীয় দৃশ্য

নীল পাহাড়।

আসাদ।

(গীত)

স্বপ্নবশে কোন্ দিবসে কোন্ দরিয়ার কূলে।
ব'সে ব'সে স্রোতের পাশে,
কি আলসে ঝাঁপ দিয়েছি জলে॥
কেউ বুঝলে না গো, দেখলে না গো শুনলে না গো গান,
ভিজলো নাকো নয়ন কারো গললো নাকো প্রাণ,
আশা দিতে কেউ কথা গো কইলে নাকো ভুলে॥
মিলতে আঁখি চেয়ে দেখি ভেসে গেছি কোন্ দেশে—
সে দেশে নূতন চাঁদ, নূতন হাসির নূতন ফাঁদ,
নূতন ধারা ভাসছে তারা নূতন আকাশে।
তারা তুলে নিলে গো! তুলে নিলে গো (আমায়)
মিশিয়ে দলে দলে॥

(গীতের অনুকরণ করিয়া পশ্চাৎ
হইতে হাসানের প্রবেশ)

আসাদ। বা! বা! তুমি ত বেশ গাইতে পার মিয়া!

হাসান। পারি বইকি। গাইতেও পারি, আবার বাজাতেও পারি।

আসাদ। বা! বা! তুমি ভাই বেশ মানুষ—বাজাতেও পার? বেশ, নিজে বাজিয়ে একটা গান গাও ত মিয়া!

হাসান। এই যে তারই ব্যবস্থা করছি। নে ছোঁড়া, পিঠ পাত্।

আসাদ। কেন?

হাসান। বাঁয়া হবি, আমি তোর পিঠে ঠেকা দেবো।

আসাদ। আরে দুর, তবে ত তুই ভারি বাজিয়ে। বাঁয়াতে ঠেকা দেওয়া ছাড়া বুঝি তোর বিদ্যা নেই! নে, তুই ধ্রুপদ গা, আমি পাখোয়াজ বাজাই।

হাসান। বাজনা কই!

আসাদ। কেন, তোর গাল। এই দেখ না কেমন বাজে। এই শোন্—এই ধামারের বোল।

হাসান। তাই ত! ছোঁড়াটা সত্যি সত্যিই যে দেখছি আমাকে ঠেঙ্গিয়ে দিলে। ছোঁড়াটাকে শাসন করতে এলুম, এসে নিজেই অপদস্থ হলুম। আমি দিগবিজয়ী বাদশার দেহরক্ষী—বাদশার হাজার লড়াই জয়ের বখরাদার। এ আমি কি করলুম! কেমন ক'রে নষ্ট মান আবার ফিরিয়ে পাই?

আসাদ। কি রে, ভাবছিস্ কি?

হাসান। অথচ এর ওপর অত্যাচার করতে বাদশা নিষেধ করেছেন। আমারও ত ছোঁড়াটার গায়ে হাত দিতে মন কেমন করছে। কিন্তু কিছু শিক্ষা না দিলেও ত মান থাকে না। বাদশা যদি কোনও রকমে ঘুণাক্ষরে আমার এ লাঞ্ছনার কথা জানতে পারেন, তা হ'লে ইস্তাম্বুলেই থাকা আমার ভার হবে।

আসাদ। কি, মনে মনে বোল মুখস্থ করছিস নাকি?

হাসান। বালক, তোর সাহসকে বলিহারি!

আসাদ। ওঃ! ভাগ্যি বললি, নইলে আমার তালে ভুল হয়ে যাচ্ছিল। নে, এইবারে সুর ফাঁকতালের বোল শোন্!

হাসান। (ঈষৎ পিছাইয়া) আমি কে তা জানিস।

আসাদ। যেই হ' না, বাজনার বোল শুনবি, তাতে কি? নে গাল বাড়িয়ে দে। এয়সা দিন নেহি রহেগা! আমার হাতে লয় এসেছে। এ লয় গেলে আর আসবে না।

হাসান। কোথায় এসেছিস জানিস্?

আসাদ। পাহাড়ে।

হাসান। কার পাহাড় তা জানিস্।

আসাদ। কার পাহাড়?

হাসান। সাহান সা বাদশা আলমামুনের।

আসাদ। (হাস্য) বোকা তুই, বড় বেসুরো বলছিস্। নে কান বাড়িয়ে দে—ম'লে সুরটো ঠিক ক'রে দি। খোদারই পাহাড়, খোদারই পর্ব্বত, খোদারই দরিয়া, খোদারই দুনিয়া—এই ত আজন্ম শুনে আসছি। এখানে এসে তোর মুখে নতুন শুনলুম।

হাসান। কেয়া বেয়াদব! এতক্ষণ কিছু বলি নি ব'লে—আমাকে 'তুই'!

আসাদ। তুই আমাকে 'তুই' বললি কেন বান্দা!

হাসান। তবে রে বজ্জাৎ!

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। হাঁ, হাঁ, ও যে বালক—কর কি ভাই!

হাসান। তুমি কে?

ওমার। আমি বিদেশী—তুমি কে?

হাসান। আমি কে, এখনি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ বালক, তাই এ নিস্তার পেয়ে গেল। তুই এ পাহাড়ে কেন উঠেছিস্?

ওমার। আমি তোমার বীরত্ব দেখতে উঠেছি।

হাসান। এখানে উঠে কেউ প্রাণ নিয়ে নামে নি, তা জানিস্?

ওমার। এখনও ত নামি নি, তবে কেমন ক'রে জানব!

আসাদ। তুইও ত উঠেছিস, তুই প্রাণ নিয়ে নামবি কেমন ক'রে?

ওমার। কেন ভাই, আমরা কি কিছু বিশেষ অপরাধ করেছি?

হাসান। যেমন তেমন অপরাধ, মাথাটি দিয়ে বাড়ী যেতে হবে।

আসাদ। তা হ'লে বাড়ীর লোক যখন জিজ্ঞাসা করবে, মাথা কোথায় রেখে এলি, তখন তাদের কি বলব?

ওমার। চুপ কর না আসাদ। একটা গোলামের সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে কথার মান মর্য্যাদা নষ্ট কর কেন!

আসাদ। তোর বাদশাকে আর একটা এই রকম

পাহাড় তৈরী করতে বল, তবে বিশ্বাস করবো এ পাহাড় তার।

হাসান। তবে রে বদ্মাস্! (অস্ত্র বাহির করণ)

ওমার। ছি ছি—বান্দা! ও বালক—করিস কি!

হাসান। তবে রে কমবখত, তোকেই আগে জাহান্নমে পাঠাই (অস্ত্রাঘাতের উদ্যোগ।)

[ওমার হাসানের মণিবন্ধে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। হাসানের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল। হাসান মূর্চ্ছিতপ্রায় হাত ধরিয়া ভূমিতে বসিল। ওমার হাসানের অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন]

ওমার। আসাদ। বান্দার কাছেই অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণ সহরের তত্ত্ব নিয়ে আসি। হুঁসিয়ার বান্দা! এ বালকের ওপর যদি কোনও অত্যাচার কর, তা হ'লে তুই যার গোলাম, সেই বিশ্ববিজয়ী বাদসার ওপর পর্য্যন্ত আমার ঘৃণা হয়ে যাবে। যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ তোকেই এর দেহরক্ষী নিযুক্ত করলুম।

[ওমারের প্রস্থান।

আসাদ। ওঠ ভাই!

হাসান। না, আর উঠবো না।

আসাদ। দুঃখ ক'র না ভাই—এয়সা দিন নেহি রহেগা। আজ আমাদের দুঃখের প্রথম দর্শন। হয় ত একদিন আনন্দের মধুর মিলনে পরিণত হবে।

হাসান। তা ত হবে, কিন্তু তত দিন টেঁকে থাকলে ত!

আসাদ। কেন, তোমাকে কি বড়ই আঘাত লেগেছে?

হাসান। আঘাত! সে কথা আর তোকে কি বলব ভাই! হাসান শক্তিতে এক বাদশা ছাড়া আর কারও কাছে মাথা হেঁট করে নি। কিন্তু এ কি? বাদশার সহরে এসে, মহলের দেউড়ীতে ব'সে কে তোরা আমাকে এমন ক'রে অপদস্থ করলি! বাদসা আমাকে প্রাণে রাখবেন না। তাঁর হুকুমে আমি তোকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

আসাদ। বেশ, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল!

হাসান। না, তা তোমাকে নিয়ে যাব না। আমার ভাগ্যে যা থাক, আমি যখন তোমাদের কাছে হেরেছি, তখন কিছুতেই তোমাকে বাদশার কাছে নিয়ে যাব না।

আসাদ। আরে ভাই, এয়সা দিন নেহি রহেগা! আজ হার, কাল জিত। তুমি চলো।

হাসান। নেহি—

আসাদ। আলবৎ।

হাসান। হাম জান দেগা।

আসাদ। ময় দেনে নেই দেগা।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। হাসান!

হাসান। হুজুর, আমি হেরে গেছি, আমার মাথা নিন।

উজীর। তুমি বাদশার জীবনরক্ষার বর্ম্ম। এ ক্ষুদ্র বালকের কাছে তোমার হারই জিত। তুমি চ'লে যাও। বাদশা যদি এ বালকের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ব'ল, উজীরের জিম্মায় রেখে এসেছি। যাও. আর এখানে থেকো না। (হাসানের প্রস্থান) কি ভাই, এয়সা দিন নেহি রহেগা?

আসাদ। নেহি রহেগা।

উজীর। কে তোমাকে এ কথা বলেছে!

আসাদ। তা আপনাকে বলবো কেন?

উজীর। আমি বলব? আপাদমস্তক দেখছ কি —আমি জীবনে এই তোমাকে প্রথম দেখলুম। প্রথম দেখা কেন, সূর্য্যোদয়ে পাখীর কলঝঙ্কারের সঙ্গে প্রথম তোমার কথা কানে প্রবেশ করেছে।

আসাদ। তবে বলতে পারবেন না।

উজীর। যদি পারি? আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখো না। আমি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের উজীর, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করছি না।

আসাদ। বেশ বলুন।

উজীর। তোমার আংটী (আসাদের পলায়নোদ্যোগ) পালাবে কোথায় ভাই? তোমাকে খুঁজতে দুনিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত যাব সঙ্কল্প ক'য়ে এই বৃদ্ধ বয়সে ঘর থেকে বেরিয়েছি। যেন আগে থাকতে জেনে, করুণা ক'রে তুমি আমার গৃহের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছ। এখন পালাতে চাইলে ছাড়বো কেন?

আসাদ। ছাড়বেন না?

উজীর। এ জীবন থাকতে না। বিশেষতঃ তুমি কে যখন বুঝতে পেরেছি।

আসাদ। আমি কে?

উজীর। আমার ভাই।

আসাদ। আমি ত আর এখানে থাকবো না!

উজীর। না থাকো—কোথায় যাবে চল?

আসাদ। আপনি—উজীর—আপনি আমাকে কেন ভাই বল্লেন?

উজীর। তুমি ভাই ব'লেই বলেছি। আমি মিথ্যা কই নি—আমি তোমাকে ছাড়বো না।

আসাদ। আমি কোথায় যাব জানি না।

উজীর। বেশ, ঈশ্বর যখন যেখানে আমাদের নিয়ে যাবেন, সেইখানে যাব; যেখানে আমাদের যে দিন রাখবেন, সেইখানে আমরা থাকবো। এস ভাই! তোমার মতন আনন্দদায়ী ভাইকে পেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে আবার আমি সেই মধুর বাল্যজীবনের আস্বাদ গ্রহণ করি।

আসাদ। আমি যে স্বাধীন নই হুজুরালি?

উজীর। স্বাধীন নও—তবে কি ক্রীতদাস?

আসাদ। ক্রীতদাস।

উজীর। ক্রীতদাস! দুনিয়ায় এমন ধনবান্ আছে, যে তোমাকে কিনতে পারে?

আসাদ। তা জানি না হুজুরালি—কিন্তু তিনি আমাকে কিনে রেখেছেন।

উজীর। বেশ, আমি তোমাকে আশ্রয় দিচ্ছি!

আসাদ। বিজ্ঞ হয়ে আপনি এ কি কথা বললেন হুজুরালি? আমি এখানে এসেছি সত্য, কিন্তু তাঁর অধিকার আমার সঙ্গে এসেছে। আমি ত মুক্ত নই। আমাকে মুক্তি দিয়ে আশ্রয় দিতে চান, আমি নিতে প্রস্তুত আছি। অমুক্ত অবস্থায় আমি কেমন ক'রে আপনার কাছে থাকি হুজুরালি?

উজীর। বেশ, তোমার মনিবকে আমায় একবার দেখাও।

আসাদ। তিনি রমণী—আমি তাঁকে কেমন ক'রে দেখাব!

উজীর। তা না পার—কে তিনি বল?

আসাদ। সিস্তানের রাণী আইরিণ।

উজীর। আমি যে প্রতিজ্ঞা করলুম বালক!

আসাদ। ক্ষুদ্র বালক বোধে আমাকে আয়ত্ত করতে আস্‌বেন না। আমার পশ্চাতে বিপুল বল আছে। যদি সে বলকে ক্ষুব্ধ ক'রে আমাকে গ্রহণ করতে চান, তাতেও আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে না। সেই তেজস্বিনী রাণীর অনন্য আদেশ আমি নতশিরে বহন ক'রে এনেছি। আমার পৃষ্ঠবল বিধ্বস্ত হ'লেও, জীবিত আমি আপনার কাছে উপস্থিত হ'তে পারবো না।

উজীর। যাও ভাই, তবে তুমি চ'লে যাও—তুমি আমার অধীন নও। কিন্তু সিস্তানে ফিরে রাণী আইরিণকে বলো, তার একটা ক্ষুদ্র বালক-বান্দা দুনিয়ার বাদসার আদেশ অমান্য ক'রে নীল পাহাড়ে উঠে, তাঁর অন্দরের আবরু নষ্ট করেছে। বান্দার এই বিষম অপরাধের শাস্তি তাঁকে ভোগ করতে হবে। তাঁকে গিয়ে ব'লো, সত্বরেই বাদশার এক লক্ষ ভুবনবিজয়ী সৈন্য তাঁর ক্ষুদ্র সিস্তানকে অবরোধ করবে।

আসাদ। যো হুকুম—সেলাম—

উজীর। সেলাম।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্ত্রণা-কক্ষ।

আলমামুন ও মোবারক।

আল। কোনও সন্ধান পেলে না?

মোবা। আজ্ঞা জাঁহাপনা, সন্ধান পাওয়া ত দূরের কথা—কোন নির্দ্দেশও পেলুম না।

আল। কোথায় কোথায় সন্ধান করেছ?

মোবা। আপনার বিস্তৃত রাজ্যের মধ্যে এমন স্থান নেই, যেখানে আমি যাই নি। আপনার অধীন রাজা, সরদার—তাঁরাও এ অনুসন্ধানের সহায়তা করেছেন। কিন্তু কেউ কোন খবর দিতে পারলে না।

আল। সিস্তানের সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়েছিলে?

মোবা। সেই আরণ্য গ্রামের ঘর ঘর তল্লাস করেছি।

আল। তারা সেই দরিদ্র যুবক সম্বন্ধে একটা কথাও বললে না?

মোবা। তা বলেছে। সেই দরিদ্র যুবকের কথা এখনও পর্য্যন্ত পল্লীবাসী স্মরণ করে। তার শৌর্য্য-বীর্য্যের গল্প নিয়ে এখনও পর্য্যন্ত উল্লাস করে। আমাকে তারা সেই গ্রামে তার অনেক বীরত্বের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়ে মুগ্ধ করেছে। কোথায় সে খরস্রোতা নদীর জল থেকে এক জন মগ্ন বিদেশীকে উদ্ধার

করেছিল, কোথায় প্রচণ্ড দস্যুদলের আক্রমণ থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেছিল, কোথায় নিরস্ত্র মল্ল যুদ্ধে একটা ব্যাঘ্র হত্যা ক'রে, তার মুখ থেকে এক দুঃখিনীর সন্তানকে কেড়ে এনেছিল, তা সব আমাকে দেখিয়েছে। কিন্তু জাঁহাপনা, ওই পর্য্যন্ত। আর তার কোন সংবাদ তারা দিতে পারে না। এখন শুধু তার নাম নিয়ে আক্ষেপে মনোবেদনা প্রকাশ করে।

আল। যাক্, তার স্ত্রীরও কোন সন্ধান পেলে না?

মোবা। তার স্ত্রী একরাত্রে তার সন্তানটিকে নিয়ে কোথায় যে চ'লে গেছে, গ্রামবাসী আজও পর্য্যন্ত তা ঠিক করতে পারে নি। তাদের শক্তির অনুযায়ী তারা তার খোঁজ করেছিল, গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে তার তত্ত্ব নিয়েছিল, কিন্তু কেউ কিছু বল্‌তে পারে নি। কেউ মনে করে, তারা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছে, কেউ মনে করে, অরণ্যের মধ্যে ব্যাঘ্রমুখে তারা জীবন দিয়েছে। (আলমামুনের চক্ষে রুমাল দান) জাঁহাপনা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

আল। কি জিজ্ঞাসা করবে, বুঝতে পেরেছি। সেই দরিদ্র যুবকের সঙ্গে বাদশার এমন কি সম্বন্ধ যে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও-পুত্রকে তার সন্ধানে দুনিয়া ঢুঁড়তে হয়।

মোবা। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের আদেশে আমি উদ্দেশ্যহীন জীবন নিয়ে আমরণ পরিভ্রমণ করতে পারি। জাঁহাপনা, সে জন্য নয়—আমি যত দিন আপনাকে দেখছি, তার ভিতরে এক জনের নাম স্মরণমাত্রেই আপনার চক্ষু হ'তে এরূপ মুক্তাবিন্দু পতিত হ'তে দেখি।

আল। মোবারক! সেই দরিদ্র যুবকই আমার এই অনন্ত সুখের প্রতিদ্বন্দ্বী। দুনিয়ার অসংখ্য বীর রাজাকে আমি যুদ্ধে পরাস্ত করেছি। কেবল সেই যুবককে পারি নি। যত দিন তাকে পরাস্ত করতে না পারছি, তত দিন আমার সাম্রাজ্যজয় অসম্পূর্ণ। রোমকে পরাস্ত ক'রে, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বাদশা-দুহিতাকে লুণ্ঠনের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলুম। মোবারক, তাতে আমার দারিদ্র্য দূর হ'ল না। যত দিন না তার স্ত্রীকে এনে এই রাজপ্রাসাদে স্থান দিতে পাচ্ছি, তত দিন আমার অভাবের পূরণ হবে না। যদি না পারি, তা হ'লে জেনে রাখ মোবারক, যখনই তুমি দুনিয়ার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাসাদের দিকে ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, তখনই মনে করবে, এই প্রাসাদের ভিতরে আলমামুন ব'লে একজন লোক বাস করত, তার তুল্য দুঃখী এ দুনিয়ায় কোন কালে কেহ ছিল না।

মোবা। এবারে গোলাম কি করবে, অনুমতি করুন।

আল। আর তোমাকে সে অসম্ভব কার্য্যে প্রেরণ করিতে পারি না। তুমি যে আমার আজ্ঞা যথাযথ পালন করেছ, জীবনের মমতা পরিত্যাগ ক'রে, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে, সেই যুবক ও তার পত্নীর সন্ধান করেছ, এইতেই আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার মত বীর যুবকই আমার কন্যা রেবেকার যোগ্য পাত্র। আমি সহরে—

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। সঙ্কল্প করবেন না জাঁহাপনা।

আল। তুমি এখনি ফির্‌লে যে উজীর?

উজীর। কেন, পরে বলছি। মোবারক, যদি পুত্রত্বের অভিমান রাখ, কিংবা রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণের অভিলাষ রাখ, তা হ'লে আগে জাঁহাপনার অপমানের শোধ নাও।

আল। আমার অপমান— কে কর্‌লে উজীর?

(হাসানের প্রবেশ)

একা আস্‌ছিস যে হাসান? যে বালককে গ্রেপ্তার কর্‌তে তোকে পাঠালুম, সে বালক কই?

হাসান। আমি তাকে গ্রেপ্তার কর্‌তে পারি নি।

আল। গ্রেপ্তার করতে পারিস্ নি—দ্বারভরা প্রহরী থাক্‌তে আমার সহরে এসে চোর আমার অন্দরের আবরু নষ্ট ক'রে চ'লে গেল!

হাসান। আমাকে কোতল করুন জাঁহাপনা।

আল। কোতল ত তোকে করবই। তবে যদি সুখে মর্‌তে চাস, তা হ'লে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বল্।

উজীর। আমার মুখে শুনুন জাঁহাপনা। হাসানের অপরাধ নেই। ও সেই বালককে আমার কাছে জিম্মা রেখে চ'লে এসেছিল। আমি তাকে আটকে রাখতে পারি নি।

হাসান। না জাঁহাপনা, আমি জিম্মা রাখি নি। উজীর গোলামের প্রতি দয়া করে আপনাকে ওই কথা বলেছেন। আমি সে বালকের কাছে পরাস্ত হয়েছি।

আল। সেই বালক তোমাকে হারিয়ে দিলে?

হাসান। আজ্ঞে জাঁহাপনা, দিলে! অকুতোভয় বালক আপনার নাম, আমার বল কিছু গ্রাহ্য করলে না।

আল। আশ্চর্য্য কথা!

হাসান। তার পশ্চাতে বিপুল বল আছে। সে নীল-পাহাড়ের উপর জাঁহাপনার অধিকার স্বীকার করতে চায় না। আজ প্রভাতে নবোদিত সূর্য্যের সম্মুখে এক জন অপরিচিত বিদেশীর কাছে জাঁহাপনার বিপুল মান খর্ব্ব করেছি। জাঁহাপনা, এখনি এ গোলামকে কোতল করুন।

আল। এ প্রহেলিকা যে বুঝতে পারছি না উজীর!

উজীর। এখন বোঝাতে পারবো না—হাসান মিথ্যা কয় নি—তার পশ্চাতে বিপুল বল আছে। আমিও সে বালককে আবদ্ধ করতে পারি নি। তাই মোবারককে বলছি—আমার অপমানে জাঁহাপনার অপমান হয়েছে। পুত্র যদি এই বৃদ্ধ পিতৃ কর্ত্তৃক জাঁহাপনার এ অপমানের শোধ নিতে না চায়, তা হ'লে আপনি হাসানের সঙ্গে আমাকেও কোতল করুন।

মোবা। কার বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্র ধরতে হবে হুকুম করুন।

উজীর। সিস্তানের রাণী। আমি আগে থাকতেই তার বিরুদ্ধে সমর-ঘোষণা ক'রে এসেছি।

আল। সিস্তানের রাণী! রাজা বল।

মোবা। আজ্ঞা না জাঁহাপনা—রাণী। সিস্তান এখন এক রাণীর অধিকারে। জাঁহাপনা! আদেশ করুন। সেই উদ্ধতা রমণীকে বন্দী ক'রে আপনার কাছে এনে দি।

হাসান। জাঁহাপনা, গোলামকে শাস্তি দিন!

আল। তোমার যে অপরাধ, তার উপযুক্ত শাস্তি ত আমি দেখতে পাচ্ছি না। তুমি দিগ্বিজয়ে আমার পার্শ্বচর, মৃত্যু তোমার আশে পাশে কতকাল ঘুরেছে, সুতরাং মৃত্যু তোমার শাস্তি নয়। তুমি যার কাছে হেরেছ, হেরে তোমার দাম্ভিক প্রভুকেও হারিয়েছ, যদি পার, আজ হ'তে তুমি সেই বান্দা বালকের দাসত্ব গ্রহণ কর!

হাসান। বান্দার বান্দা হব?

আল। মূর্খ! সে বান্দা আমাকে বান্দা ক'রে গেছে। যত দিন না তাকে আয়ত্তে এনে শাস্তি দিতে পাচ্ছি, তত দিন সে বালকের কাছে আমি পরাজিত। সে বালক আমার অন্দর দেখে, রেবেকাকে দেখে চ'লে গেছে।

হাসান। তার বান্দা হ'লে যে আমাকে আপনার দুস্‌মন হতে হবে জাঁহাপনা!

আল। আলমামুনকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি হাসান?

হাসান। বেশ, জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

[হাসানের প্রস্থান।

উজীর। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজও পর্য্যন্ত আমার সে দুর্ভাগ্য ঘটে নি।

আল। তা হ'লে আমি বুঝেছি, তুমি আমার সুখের নিদানের সন্ধান পেয়েছ।

উজীর। পেয়েছি—কিন্তু জাঁহাপনা আয়ত্ত করতে পারি নি।

আল। সেই বালক?

উজীর। সেই বালক।

আল। উজীর, আমার দ্বারসমীপে এসে বালক তোমার হাত এড়িয়ে চ'লে গেল? আয়ত্ত করতে পারলে না?

উজীর। হাসান পারলে না, আমি পারলুম না! আপনি যদি পারেন, তা হ'লে বুঝবো, আপনার দিগ্‌বিজয়ী নাম সার্থক। নতুবা বুঝবো, জাঁহাপনা, গৌরবের নাম নিয়ে এত দিন আপনি জগৎকে প্রতারিত করেছেন!

আল। বল কি!

উজীর। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে অশক্ত হয়ে মর্য্যাদা হারিয়েছি। এখন আপনার পালা। সেই বালককে আয়ত্তে এনে নিজের গৌরব রক্ষা করুন। কিন্তু আপনি রক্ষা করতে পারবেন কি না আমার সন্দেহ।

আল। কারণ?

উজীর। সিস্তানের রাণীর ক্রীতদাস।

আল। আলমামুনের পুত্র ক্রীতদাস!

উজীর। তাই ত দেখলুম।

আল। কোথায় দেখলে?

উজীর। আপনার সহরে—হাজার হাজার মুলুকের বিভিন্ন বর্ণের ক্রীতদাসে যাঁর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ পূর্ণ, সেই প্রাঙ্গণে সে ক্রীতদাসের লীলা দেখিয়ে চ'লে গেল। বারো বৎসর সিস্তানের অবরোধ কার্য্যে আপনি রাজার যা

ক্ষতি করতে পারেন নি, সেই সিস্তানের রাণী তার একটা ক্রীতদাসকে আপনার নগরে মুহূর্ত্তের জন্য পাঠিয়ে তার শতগুণ আপনার ক্ষতি করেছে। তবু জাঁহাপনা, আমি ভিন্ন এ সহরের দ্বিতীয় ব্যক্তি এ সংবাদ জানে না। আর এক জন জানলে আপনার আকাশস্পর্শী গর্ব্ব একমুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। তৃতীয় ব্যক্তি জানতে না জানতে আপনি সিস্তানের রাণীকে বাঁদী ক'রে আনুন!

আল। আলমামুনের নাম বজায় রাখতে হ'লে সিস্তান জয় ভিন্ন আর গতি নাই?

উজীর। সিস্তান জয় ভিন্ন আপনার গতি নাই।

আল। আমি প্রকাশ্যে ত রাণীকে সে বালককে ফিরিয়ে দিতে আদেশ করতে পারব না।

উজীর। কোনমতেই পারবেন না! যদি রাণী বালককে ফিরিয়ে দিতে না চায়, তা হ'লে এক লহমার ভিতরে সমস্ত দুনিয়া শুনবে, সম্রাট্ আলমামুনের সন্তান সিস্তানের রাণীর ঘরে গোলাম হয়ে আছে।

আল। তোমার কি অনুমান, রাণী বালকের পরিচয় অবগত আছে?

উজীর। অনুমান কি জাঁহাপনা, স্থিরবিশ্বাস। যে দণ্ডে সে বালককে আপনার সহরে দেখেছি, সেই দণ্ডেই আমি বুঝেছি, বান্দা বাদশাপুত্রকে আপনার সম্মুখে পাঠিয়ে রাণী এক মুহূর্ত্তে আপনার বার বৎসরের সিস্তান আক্রমণের শোধ নিয়েছে! রাণী জানেন, নীলপাহাড়ের উপর কোন পুরুষ আরোহণ করলে বিনা শাস্তিতে সে নিস্তার পাবে না। সুতরাং বালকও শাস্তির জন্য আপনার সম্মুখে নীত হবে। আর সেই সময় রাণী আপনার সমস্ত প্রজার সম্মুখে তার পরিচয় প্রকাশ করিয়ে দেবেন!

আল। উজীর! এমন বিপদে আর কখন পড়ি নি। এ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় স্থির কর। শাস্তি দিতে যদি অপারগ হই, তা হ'লে আইরিণের বান্দাকে সর্ব্বসমক্ষে পুত্র স্বীকার করতে হবে। যদি না স্বীকার করি, তা হ'লে—যে প্রিয়-পদার্থের পরিবর্ত্তে আমি আমার সাম্রাজ্য বিনিময় করতে প্রস্তুত—সেই প্রিয়পদার্থকে সর্ব্বসমক্ষে বলি দিতে হবে।

উজীর। সিস্তান জয় ভিন্ন গতি নাই।

আল। সিস্তান জয় ভিন্ন গতি নাই।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জাঁহাপানা সিস্তান হ'তে এক দূত এসেছেন।

আল। যত শীঘ্র পার, এখানে তাকে নিয়ে এস। [প্রহরীর প্রস্থান। কি কর্ত্তব্য উজীর?

উজীর। সে ব্যক্তি না এলে কর্ত্তব্য বুঝতে পারছি না।

আল। কেন আসছে বুঝতে পেরেছ?

উজীর। আপনি কি বুঝেছেন জাঁহাপনা?

আল। আমার বোধ হচ্ছে, রাণী কোনও ক্রমে বালকের পরিচয় পেয়েছে, তাই ভয়ে আমার সামগ্রী আমাকে পাঠাবার প্রস্তাব করতে এসেছে। রাণী বুঝেছে, যদি আমি ঘুণাক্ষরে জানতে পারি যে, সম্রাট্-পুত্রকে সে বান্দা ক'রে রেখেছে, তা হ'লে তার পার্ব্বত্য সিস্তান চূর্ণ হয়ে সাগরজলে মিশিয়ে যাবে।

উজীর। আমার বোধ হয়, তা নয়!

আল। তবে?

উজীর। কি, তা না শুনে বলতে পারছি না জাঁহাপনা।

(ওমারের প্রবেশ)

আল। তুমিই সিস্তান-রাণী-প্রেরিত দূত?

ওমার। আজ্ঞে হাঁ সম্রাট্!

আল। বল, কি প্রয়োজনে এসেছ?

ওমার। এই পত্রে তিনি আপনাকে প্রয়োজন জানিয়েছেন। (পত্র দান)

আল। (মনে মনে পত্র পাঠ করিলেন) হুঁ! তুমি কে?

ওমার। আমি সেই মহিমময়ী রাণীর এক জন সামান্য ভৃত্য।

আল। রাণীর ছেলে আছে?

ওমার। আজ্ঞে সম্রাট্, ঐ পত্রেই ত দেখছেন।

আল। পত্রে দেখছি, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখছি কই?

ওমার। কেন জাঁহাপনা?

আল। তা হ'লে তার পৈতৃক রাজ্য একটা স্ত্রীলোকের হাতে পড়ল কেন?

ওমার। কেন জাঁহাপনা, তিনি ত তাঁর মা!

আল। জননী অন্তঃপুরের ঈশ্বরী, রাজ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি? আমি সেই বন্য রমণীর পুত্রকে

আমার দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কন্যা রেবেকাকে দান করব?

ওমার। জাহাপনা, পত্রোত্তরে তা লিখে দিন।

আল। তুমি সে রমণীকে গিয়ে বল, সম্রাট্ পত্রোত্তর সিস্তানের অধিত্যকায় উঠে প্রদান করবেন।

উজীর। দূত! তোমাদের রাণী আদব জানেন না। জগজ্জয়ী সম্রাটের কাছে প্রস্তাব পাঠাবার পূর্ব্বে সওগাত পাঠিয়ে তাঁর সম্বর্দ্ধনা করা উচিত ছিল।

ওমার। সওগাত ত এসেছে হজুরালি!

উজীর। তা হ'লে এখনও সম্রাটের উত্তর হয় নি। সম্রাট ক্রোধের বশে যা বলেছেন, আমি রাজ-ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ ওমরাও হয়ে তা প্রত্যাহার করছি। উত্তর এখানে নয়-- দরবারে। হাসান! একে লাল মহল্লায় শ্রেষ্ঠ ওমরাওয়ের কামরায় স্থান দিয়ে সম্বর্দ্ধনা কর। আর এর সঙ্গে যত লোক আসবে, সকলের স্থানের ব্যবস্থা কর।

[হাসান ও ওমারের প্রস্থান।

আল। কি করলে উজীর, একটা তুচ্ছ পার্ব্বত্য সরদারনীর একটা অতি তুচ্ছ গোলামের কাছে অপদস্থ করলে?

উজীর। অপদস্থ করি নি সম্রাট্! সন্তানস্নেহে আত্মহারা হয়ে আপনি জগতের কাছে হাস্যাস্পদ হ'তে যাচ্ছিলেন, আমি তা থেকে আপনাকে রক্ষা করলুম।

আল। তুমি কি মনে করছ, আমি সিস্তান জয় করতে পারব না?

উজীর। অবশ্য যুদ্ধ করলে সিস্তান জয় করতে পারেন, কিন্তু রাণীকে জয় করতে পারবেন না।

আল। পারব না?

উজীর। তা যদি পারেন, তা হ'লে বুঝব, আমার বুদ্ধির কিছু মূল্য নেই।

আল। যদি পারি?

উজীর। আমার শির জামীন।

আল। বহুৎ আচ্ছা, দূতকে দরবারে আসতে নিমন্ত্রণ কর।

[ন]ব[ম] দৃশ্য

নগরপ্রান্ত।

(আসাদের গীত)

ঘুরে ফিরে আয় রে আমার পাখী।
(আমার ঝড়ে ওড়া মন-পাখী)
আবার তোরে যতন ক'রে সোনার খাঁচায় পুরে রাখি॥
দেখলি ত চারিদিকে চেয়ে,
আঁধারে গিয়েছে ছেয়ে,
শিল প'ড়ে তোর ভাঙলো পাখা,
(এখন) আছাড় খেতে আছে বাকী॥

হাসান। হুজুর!

আসাদ। আর লজ্জা দিও না ভাই! ক্ষুদ্র বান্দা আমি—বন্যরাণীর দেশে বাস করি—আমার বুদ্ধি কতটুকু। আমি মর্য্যাদা রাখতে পারি নি।

হাসান। তুমি যারই বান্দা হও, আমার মনিব।

আসাদ। তুমি বাদশার প্রধান শরীর রক্ষী—

হাসান। আমি তাঁর শরীর-রক্ষী নই। এখন তোমার বান্দা।

আসাদ। সত্যি, না তামাসা?

হাসান। হাসান মিথ্যা কথা কয় না।

আসাদ। আমি যা হুকুম করব তাই শুনবে?

হাসান। খোদার দোহাই, আমি মিথ্যা কথা কইছি নি। তোমার কাছে হেরেছি শুনে, সম্রাট্ আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। আর বলেছেন, তোমার দাসত্ব করাই আমার শাস্তি।

আসাদ। উঃ! বিষম শাস্তি—তোমার মতন প্রভুভক্ত বীরকে মৃত্যু দেওয়াও এ হ'তে লঘুতর শাস্তি হ'ত! জনাব! (নতজানু) আপনি মুক্ত—আমি আপনার আশ্রিত। উজীর করুণা ক'রে আমাকে সমস্ত ঘটনা ব'লে গেছেন! আপনার উপর সম্রাটের নিষ্ঠুর আচরণ আমার কর্ণগোচর হয়েছে। তিনি কাউকে বলতে নিষেধ করলেও, আমি আপনার কাছে কথা প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারলুম না। আপনি মুক্ত—আমি আশ্রিত।

হাসান। (হাত ধরিয়া উত্তোলন) না হুজুর! তুমি আমার মনিব। তবে আগে মর্ম্মবেদনায় তোমার দাসত্ব করতে এসেছিলুম। এখন বুঝলুম, আলমামুনের

শাস্তি তার চিরানুগত ভৃত্যের প্রতি পুরস্কার। তুমি আমার মনিব। এখন যদি সম্রাট্ আমার শাস্তি মকুফ করতে আসেন, আমি তা গ্রহণ করব না।

আসাদ। তুমি আমার বড় ভাই, আমি তোমার ছোট।

হাসান। কখন না, তুমি মনিব, আমি গোলাম।

আসাদ। একান্ত বলতে হবে?

হাসান। আমি ত মিছে কথা কই নি হুজুরালি!

আসাদ। যা বলব, তাই করবে?

হাসান। একান্ত সাধ্যের অতীত না হ'লে অবশ্য করব।

আসাদ। বেশ, আমার কান ম'লে দাও।

হাসান। কান ম'লে দেব কি!

আসাদ। এই, ও বান্দা, আমার প্রথম আদেশ পালন কর—দাও—আমার কান ম'লে দাও। জলদি হুকুম তামিল কর।

হাসান। ও বাবা, এ কি বিপদ!

আসাদ। বিপদ ত বটে। কিন্তু এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া ত বান্দার সাধ্যাতীত নয়!

হাসান। মনিবের কান ম'লে দেব কি?

আসাদ। আমার কান সড় সড় করছে।—

হাসান। আমি হার মানলুম। আমি তোমার কাছে নিজের কান মলছি। বুঝতে পেরেছি—তুমি যদি বান্দা হও, তা হ'লে রাজা কাকে বল্‌ব জানি না। বল ভাই, তোমাকে কি বলব?

আসাদ। শুধু ভাই, আর কিছু নয়!

হাসান। বেশ, কি করব বল?

আসাদ। আমাকে আদর কর, যত্ন কর—আশ্রয় দাও। আর আমাকে সঙ্গে রেখে আমার প্রভুর কল্যাণ সাধন কর।

হাসান। তোমার প্রভু ত এখানে নেই।

আসাদ। আছেন বই কি ভাই!

হাসান। তিনিই সিস্তানরাজ?

আসাদ। তিনিই সিস্তানরাজ!

হাসান। আসাদ, ভাই, তোমার তৃপ্তির জন্য আজ থেকে তোমার সঙ্গে তোমার প্রভুর দাসত্ব গ্রহণ করলুম। চিরদিন যার আদেশ এতকাল আমি কোরাণের আদেশ ব'লে পালন ক'রে এসেছি—যুদ্ধে, বিশ্রামে, দুঃখে, আনন্দে, বিপদে আমি কখন যাঁর সঙ্গ ত্যাগ করি নি, আজ আমি তাঁরই আদেশে তাঁর সঙ্গ থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে তোমার সাহচর্য্য করব স্বীকার করলুম।

আসাদ। কি আনন্দ—কি আনন্দ—ভাই! শক্তিমান বাদশা আজীবনের পরিশ্রমে যে বিশাল রাজ্য জয় করেছেন, আজ ভাগ্যবলে তোমাকে পেয়ে আমি সেই বিশাল রাজ্যের প্রাণ অধিকার করলুম।

(রমণীগণের প্রবেশ)

১ম র। কি করছিস্ রে—বাদশার বাড়ী সওগাৎ নিয়ে যেতে হবে, সেটা কি ভুলে গেছ?

আসাদ। বহিন, আজ আমাদের বড়ই আনন্দ।

১ম র। কবে বা আনন্দ কম ছিল রে!

আসাদ। তার ওপরেও আনন্দ। এই যে একে দেখছিস্ ইনি বাদশার চিরসঙ্গী—দক্ষিণ হস্ত। এঁকে আমরা ফাঁকে ফাঁকে লাভ করেছি।

১ম র। কি ক'রে রে?

আসাদ। সে যে ক'রে হ'ক, শুনে রাখ, এই বুড়ো ভাই আজ থেকে আমাদের-বাদশাহ। বাদশা যে দুনিয়ার মালিক, আমরা তার স্তম্ভ পেয়েছি।

১ম র। বলিস কি রে—তা হ'লে ত আনন্দের কথাই বটে রে।

হাসান। হাঁ বহিন, আমি তোদের।

(গীত)

কোথা ছিলি কোন্ বনের কোন্ ঝোপের
কোন্ কোণে;
এতদিনের পরে কি রে পড়লো মোদের মনে।
কি আনন্দ পোরা ছিল ভাই তোর
চোখের ভিতরে;
বহুদিনের পরে দেখা মুক্ত গেল ঝ'রে রে॥
তোরে দেখে বাড়ছে কেবল দেখার পিপাসা,
ভরা গাঙের বান বুঝি রে করলে বুকে বাসা॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লালমহল্লার অভ্যন্তর।

আসাদ।

(গীত)

এ কি নূতন সুরে বাজিল বাঁশী।
এ কি নূতন কথা কয়, প্রাণে নূতন মলয় বয়,
আমায় বুঝি করলে উদাসী।
ছিলাম ঘরে অন্য মনে, বাঁশী আনলে টেনে বনে
চারিদিকে দেখি উদাস নয়নে।
কোথা থেকে উঠলো সুর, দেখতে এলাম কতদূর,
এখন আত্মহারা পথহারা চির-প্রবাসী ॥

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। এ কি আসাদ! তুমি যাও নি ?

আসাদ। কেমন ক'রে যাব ?

ওমার। তোমার ত থাকবার কোনও প্রয়োজন নেই! বিশেষতঃ রাণী যখন তোমাকে অবিলম্বে ফিরে যেতে আদেশ করেছেন।

আসাদ। ফিরে ত যাচ্ছিলুম—কিন্তু যখন শুনলুম, আপনি সম্রাটের কাছে বোকা ব'নে চ'লে এসেছেন, তখন পথ থেকে আমি ফিরে এলুম।

ওমার। আমি বোকা ব'নে এলুম, এ কথা তোমাকে কে বললে ?

আসাদ। যেই বলুক, আপনি বোকা ব'নে এসেছেন কি না বলুন না ?

ওমার। কই, লোকে বোকা মনে করবে, এমন উত্তর আমি কি দিয়েছি, আমার ত মনে হয় না।

আসাদ। আমি বলব ?

ওমার। তুমি কি ক'রে বলবে ?

আসাদ। বেশ, আমি বলি, আপনি শুনুন।

ওমার। বল।

আসাদ। সম্রাট্ আপনাকে রমণীর পুত্র বলেছেন। বিস্মিত হবেন না—বলেছেন ত ?

ওমার। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে আসাদ ?

আসাদ। বলি, আমার জানা বড় হ'ল, না আপনার শোনা বড় হ'ল ?

ওমার। বলেছে সম্রাট্, শুনেছে তার বৃদ্ধ উজীর —গুপ্তগৃহে চতুর্থ ব্যক্তি প্রবেশ করে নি!

আসাদ। তথাপি আপনার এ অপমানের কথা আমি শুনেছি। শুনে আপনার সঙ্গে আমার কথা কইতে ইচ্ছা করছে না। আমার বিশ্বাস, সম্রাটের মুখে এই অপমানের কথা শুনে আপনি চুপ করেছিলেন, এ কথা যদি আমার মা শুন্‌তে পান, তা হ'লে তিনি আর আপনার মুখদর্শন করবেন না।

ওমার। সে কঠোর বাক্য শুনে, অতি কষ্টে আমি ধৈর্য্যধারণ করেছিলুম। বালক! প্রাণভয়ে আমি চুপ করেছিলুম না—শুধু দূতের পরিচ্ছদ আমাকে প্রত্যুত্তর দিতে বাধা দিয়েছে।

আসাদ। দুঃখিত হবেন না। কি কষ্টে আপনি আত্মগোপন করেছেন, বুঝিছি বলেই আমি সেই কথার উত্থাপন করেছি এবং মনে মনে আপনার ধৈর্য্যের প্রশংসা করেছি।

ওমার। এক একবার মনে হচ্ছে, এ ঘৃণিত ছদ্মবেশ এখনি পরিত্যাগ ক'রে সম্রাট্‌কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করি।

আসাদ। না, তা করবেন না। মায়ের আজ্ঞা আপনি দেবাদেশ মনে ক'রে আজন্ম পালন ক'রে আসছেন, নিজের মর্ম্মবেদনা সত্ত্বেও তাঁর আদেশ রক্ষা ক'রে আপনি যথার্থই মাতৃভক্তের যোগ্য কার্য্য করেছেন। কিন্তু রাজকুমার, একটা উত্তর ত আপনি দিতে পারতেন! তাতেও আপনার ছদ্ম-বেশের কোনও হানি হ'ত না!

ওমার। কি উত্তর আসাদ ?

আসাদ। সম্রাট আপনাকে যখন বলেছিলেন, "পত্রের উত্তর সিস্তানের আখিত্যকায় উঠে প্রদান করব," সে সময় নীরব থাকা আপনার উচিত হয় নি।

ওমার। আমি দূত, সে কথার উত্তর প্রদান করা আমার অধিকার নয়।

আসাদ। ভাল, তা না হয়, সম্রাট্ যখন বল্‌লেন, তাঁর কন্যা রেবেকা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, আর সেই জন্য তিনি জঙ্গলি রাণীর পুত্রকে দিতে ইচ্ছুক নন, তখন ত আপনার একটা উত্তর দেওয়া উচিত ছিল।

ওমার। এ কথার উত্তর কি দেব ?

(আইরিণের প্রবেশ)

আই। উত্তর দিতে হবে সিস্তানরাজপুত্র। সে উত্তর আমি ব'লে দিচ্ছি।

ওমার। কেও মা, এখানে!

আই। বিশ্ববিজয়ী বীরের বিরুদ্ধে তোমাকে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছি, আমি কেমন ক'রে ঘরে ব'সে থাকি?

ওমার। তুমি সমস্ত কথা শুনেছ?

আই। সমস্ত শুনেছি। শুনে আমিও সেই দাম্ভিক সম্রাটের দর্প চূর্ণ করতে সঙ্কল্প করেছি।

ওমার। বিষম সঙ্কল্প করেছ যে মা! আমি সম্রাটের ঐশ্বর্য্য ও বল দেখে বিস্মিত হয়েছি। তাঁর একটা সামান্য গোলামের যে ঐশ্বর্য্য, সিস্তানরাজের তাও নেই।

আই। কে বললে নেই সিস্তানরাজ!

ওমার। আমার কি আছে মা?

আই। আছে, তোমার মাতৃভক্তি—তোমার সেই ভক্তির সহায়তা গ্রহণ ক'রে, আমি তোমার কাছে সেই আকাশস্পর্শী শৈলের মস্তক অবনত করাব। হুঁসিয়ার ওমার! সম্রাটের কথাও যা, কাজও তা। যদি তুমি মাতৃভক্তির পথ থেকে একটু মাত্রও বিচলিত হও, তা হ'লে তোমার সিস্তানের নাম জগৎ থেকে মুছে যাবে!

ওমার। বেশ, কি বলবে বল?

আই। যে উত্তর শুনে তুমি মর্ম্মাহত হয়েছিলে, দরবারে বহু ওমরাওয়ের সুমুখে তোমাকে আবার সেই মর্ম্মভেদী কথা শুনতে হবে—তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ?

ওমার। তা বুঝতে পেরেছি।

আই। তুমি কি উত্তর দিবে?

ওমার। আর সে কথা বলব কেন? এখন আমার মা এসেছেন, মা বলবেন।

আই। বেশ, যেমন সম্রাট্ বলবেন—"আমার কন্যা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। বন্য রমণীর পুত্রকে সে কন্যা দান করব না।" তুমি বলবে—"বন্য-রমণী সভ্য সম্রাটের এ কথায় বিশ্বাস করবেন না। আপনার কন্যা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কি না আমি দেখতে চাই!"

ওমার। আমি যে দূত, আমাকে সম্রাট্ কন্যা দেখাবেন কেন?

আই। দেখাতে অনিচ্ছুক হ'লে, তথনি সর্ব্বসমক্ষে নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করবে? সম্রাট্ কাপুরুষ নন, তিনি সিস্তানরাজকে কন্যা দেখাতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। তার পর তুমি যখন কন্যা দেখবে, তখনি বলবে—"সম্রাট্! আপনার এ কন্যা দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী নয়।"

ওমার। আমি ত কখন কোন রমণীর মুখ দেখি নি—আমি কেমন ক'রে মিথ্যা কইব?

আই। হুঁসিয়ার ওমার! তুমি এখনি আপনার কাছেই পরাজিত হচ্ছ! কার সঙ্গে কথা কচ্ছ, ভুলে গেছ—আমি তোমার ভক্তির পাত্র সমুখে। তোমাকে অপদস্থ হ'তে আমি সম্রাটের কাছে প্রেরণ করছি না। যাও, দরবারের জন্য প্রস্তুত হও। মিথ্যা নয় ওমার! আমি এক রমণী দেখেছি, তার তুল্য সুন্দরী দুনিয়ায় থাকতেই পারে না। রূপের শ্রেষ্ঠ সাক্ষী, রমণী—পুরুষ নয়। পুরুষ আবৃত চক্ষে রমণী-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করে, রমণী মুক্ত চক্ষে দেখে।

ওমার। কোথায় দেখেছ মা?

আই। তা বলব না—তোমায় দুনিয়া ঢুঁড়ে অন্বেষণ ক'রে নিতে হবে।

ওমার। বেশ, আমি বলব!

আই। সন্তুষ্ট হলুম—এইবারে তুমি যেতে পার। আমি সম্রাট্‌কে সওগাত পাঠাবার সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।

[ওমারের প্রস্থান।

আসাদ। এ কি করলেন মা?

আই। কি করলুম আসাদ?

আসাদ। অমন মাতৃভক্ত সন্তানকে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ হ'তে বঞ্চিত করলে!

আই। কে বললে, করলুম?

আসাদ। আমি যে দেখলুম! বাদশাজাদী রেবেকা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

আই। তুমি দেখেছ?

আসাদ। দেখেছি। আমি এমন সুন্দর আর কখনও দেখি নি। শুনলুম, বাদশার রাজ্যে এমন সুন্দরী আর নেই।

আই। কেমন ক'রে দেখলে?

আসাদ। ওই নীল পাহাড়ের ওপর থেকে। ওখান থেকে বাদশার অন্দর দেখা যায়।

আই। আরসীতে কখন, নিজের মুখ দেখেছ বালিকা?

আসাদ। মায়ের নিষেধ—কখন দেখি নি।

আই। তা হ'লে তোমার দেখা সম্পূর্ণ হয় নি। আসাদ! তুমি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

আসাদ। আমি—আমি?

আই। তুমি! ভয় কি মা—এ গৌরবের কথা শুনে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?

আসাদ। দোহাই হুজুরাইন—আমি বাঁদী।

আই। কুচ পরোয়া নেই, তুমি প্রেমের বাঁদী, অর্থের নও—তুমি তোমার বাঁদী, অন্যের নও। এয়সা দিন নেহি রহেগা। নিরাশার মহৌষধ অঙ্গুলিতে বেঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছ। হুঁসিয়ার, দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে এ অমূল্য অঙ্গুরীর মর্য্যাদা নষ্ট ক'র না।

আসাদ। তা হ'লে আমি এখন কি করব, হুকুম করুন।

আই। আর কি করবে—এই দাম্ভিক সম্রাট্‌কে যুদ্ধে পরাস্ত করতে আমার সহায়তা কর। আমার জ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার আমি তোমার জন্য তুলে রাখলুম। আমি আর এখানে অধিকক্ষণ থাকব না। এখানে তুমি থাকতে চাও, থাক, যেতে চাও আমার সঙ্গে এস।

আসাদ। আমি থাকব।

আই। বেশ থাক!

[আইরিণের প্রস্থান।

আসাদ। আমি আমার বাঁদী, অন্যের নয়! দরিদ্রা রমণী-কন্যা, আমার প্রতি তোমার এত করুণা! বেশ সিস্তানরাণী, তোমার কথাতেই বলি, এয়সা দিন নেহি রহেগা! আজ যেমন তুমি আমাকে আমার বাঁদী ব'লে আমাকে খোলসা দিয়ে গেলে, আমিও ব'লে রাখছি, আমি দুনিয়ার মালিকানি পেলেও তোমার বাঁদীগিরি পরিত্যাগ করব না। এখানে কে আছিস রে?

(রমণীগণের প্রবেশ)

আসাদ। হাঁ রে বোন্?

১ম র। কি ভাই সাহেব?

আসাদ। তোরা হুজুরকে বেশী মানিস, না হুজুরের নামকে বেশী মানিস?

১ম, র। নামকে মানি।

আসাদ। তা হ'লে—যে হুজুরের নামের ক্ষতি করবে, সে আমাদের দুসমন্!

১ম র। আলবৎ—সে আমাদের দুসমন্।

আসাদ। এখানকার রাজা আমাদের রাজাকে জঙলী বলেছে।

১ম র। কি, আমাদের রাজা জঙলী!

আসাদ। তা হ'লে রাজার সঙ্গে আমরা যে সব প্রজা এসেছি—আমরা সব জঙলী!

১ম র। কি আমরা জঙলী!

আসাদ। কিন্তু এখানকার রাজা যখন আমাদের জঙ্‌লি বলেছে, তখন আমাদের জঙ্‌লী হ'তে হবে।

১ম র। আলবৎ!

আসাদ। হাজার হ'ক রাজা ত বটে।

১ম র। তা আর বল্‌তে।

আসাদ। তা হ'লে আমরা জঙ্‌লী।

১ম র। বেসক্।

আসাদ। তা হ'লে সকলে চল, আমরা জঙলী হয়ে লালমহল্লা ছেড়ে জঙ্গলে আড্ডা করি।

সকলে। চল্—চল্—জঙ্গলে চল্।

(সকলের গীত)

জঙ্গলা বঁধু রইল না ঘরে।
তার পালাও দেখে প্রাণ কেমন করে।
পোলাও দেখে সোনার থালে (বাহার)
চক্ষু দুটো উঠলো কপালে,
বদর বদর বদর ব'লে তুলতে গালে,
খাঁচার ভিতর পরাণ চাচার হাঁফ গেল ধ'রে।
সে উঠবে গাছে রাখবে কাছে গেছো প্রেয়সী,
প্রেম সোহাগে পাতা খাবে ডালেতে বসি,
কখন কাঁদি কি হাসি (ও কান্না মাসী)
চেয়ে দেখ্ বদন মেলে তোর বোন্‌ঝিকে ফেলে
বদর বদর বদর ব'লে
পাগলা জামাই পালিয়ে গেল পগার পারে লাফ মেরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লালমহল্লার সম্মুখ।

মোবারক ও প্রহরী।

মোবা। বাদশা সিস্তানীদের পরিচর্য্যার ভার আমার উপর দিয়েছেন, কিন্তু লালমহল্লার তাদের কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি না। সব ঘর খালি প'ড়ে রয়েছে, তাকিয়া আসবাব সব উল্‌টে-পাল্‌টে এখানে প'ড়ে রয়েছে।

প্রহরী। কেমন ক'রে দেখবেন, তারা সব মহল্লা ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়েছে।

মোবা। জঙ্গলে পালিয়েছে!

প্রহরী। হুজুর! সে বড় মজার কথা। কাল সমস্ত রাত্রি তারা মহালের ভেতরে কেবল লাফালাফি দুপোদুপি ক'রে বেড়িয়েছে।

মোবা। কেন?

প্রহরী। কেন, কি বলব হুজুর! তারা সব জঙ্গলী—ঝোপে-জঙ্গলে পাহাড়ের গর্ত্তে বাস করে, আপনারা তাদের ঠাঁই দিয়েছেন একেবারে এমন কামরায়, যেখানে রাজা বাদশা ভিন্ন কখন থাকতে পারে না; সেখানে তারা থাকতে পারবে কেন?

মোবা। বটে! ফরাস সব কেটে কুটীকুটী করেছে।

প্রহরী। প্রথমে ত তারা মহলে ঢুকতেই চায় না। কত সাধ্য-সাধনা ক'রে যদিও তাদের ঢোকালুম, কিন্তু একবার না ঢুকেই মহল্লার ঘর না দেখে, তারা হুড়হুড় ক'রে ছুটে বেরিয়ে এল। ঘরের কৌচ-কেদারা খাট-পালং দেখে তারা মনে করলে বুঝি সেগুলো ফাঁদ। কেউ সে দিকে এগুলো না। আমি দু'এক জনকে অনেক বুঝিয়ে একটা ঘরের মেঝেতে বসালুম। এখন সেই ঘরের দেয়ালে ছিল বড় বড় ছবি। সেই ছবি দেখেই পড়ি কি মরি ক'রে তারা ঘর ফেলে দে ছুট্। মনে করলে, বুঝি মানুষের গলায় দড়ী দিয়ে আমরা দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছি।

মোবা। তার পর তারা কোথায় গেল?

প্রহরী। একেবারেই তারা দেশ ছেড়ে পলাবার মতলব করেছিল, কেবল আমরা কৌশল ক'রে যেতে দিই নি। লালবাগকে জঙ্গল ব'লে সেই খানে তাদের আড্ডা দিয়েছি।

মোবা। বস্, তা হ'লে তারা আছে।

প্রহরী। আছে—কেউ গাছের তলায়, কেউ গাছের ডালে—কতকগুলা তালাওয়ের ধারে—কেউ মাদল বাজাচ্ছে—কেউ নাচছে—কেউ গাইছে।

মোবা। বাদশারও যেমন কাণ্ড, এই ভূতগুলোকে এমন পরীস্থানে ঠাঁই দিয়েছেন। আর তাদের সঙ্গে যে দূত এসেছিল?

প্রহরী। সে-ও তাদের সঙ্গে বাগানে আছে।

মোবা। এখানে তা হ'লে কেউ নেই?

প্রহরী। একজন আছে—সেই দূতের সঙ্গে যে ছোকরা বান্দা এসেছে, কেবল সেই আছে।

মোবা। বেশ, তাকে একবার ডেকে দে দেখি। (প্রহরীর প্রস্থান) তাই ত এরা কেন এসেছে? বারো বৎসর লড়াই ক'রে স্বয়ং বাদশা যাদের হারাতে পারেন নি, তারা উপযাচক হয়ে এমন অসময়ে জাঁহাপনার দরবারে উপস্থিত হ'ল কেন? সিস্তান অধিকার করতে না পারলে, আমি রেবেকাকে পাব না। রেবেকা—রেবেকা—আমার জীবনের একমাত্র প্রার্থনীয় রত্ন রেবেকা! তোমাকে লাভ করবার জন্য রাজ্যদেশে আমি দুনিয়া পরিভ্রমণ করেছি, তোমাকে লাভ করবার জন্য আমি আবার সিস্তানজয়ে প্রস্তুত হয়েছি। এমন সময় সিস্তানীরা এখানে বশ্যতা স্বীকার করতে এসেছে। করুণাময় পরমেশ্বর আমার মর্ম্ম কথা শুনতে পেয়েছেন, শুনে আমার কার্য্যভার লাঘব ক'রে, রেবেকা, তোমাকে আমার নিকটস্থ ক'রে দিয়েছেন। যে দিন তোমাকে হৃদয়ে ধরব, সে দিন যেন আমি চক্ষের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি।

(আসাদের প্রবেশ)

কি বালক! কাল কি তোমাদের থাকবার কিছু কষ্ট হয়েছে?

আসাদ। আমাদের থাকবার কষ্ট হবে কেন?

মোবা। হয় নি ত?

আসাদ। হয় নি ত?

মোবা। আরে গেল, এ কি জঙলি!

আসাদ। আরে গেল, এ কি জঙলি!

মোবা। বেশ ভাই, আমি জঙ্গলি!

আসাদ। বেশ ভাই, আমিও জঙ্গলি।

মোবা। তোমার নাম কি?

আসাদ। তোমার নাম কি?

মোবা। আমার নাম মোবারক।

আসাদ। আমার নাম আসাদ।

মোবা। ভাল আসাদ মিঞা!

আসাদ। কি মোবারক মিঞা!

মোবা। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব?

আসাদ। কর।

মোবা। তোমরা এখানে কি জন্য এসেছ?

আসাদ। বেশ, বলব। কিন্তু তুমিও আগে বল, আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তুমি তার উত্তর দেবে?

মোবা। দেব, কিন্তু উত্তর দেবার যোগ্য না হ'লে দেব না।

আসাদ। বেশ, আবার প্রশ্ন কর।

মোবা। তোমরা কি জন্য এসেছ?

আসাদ। আমরা বাদশাজাদীকে সাদী করতে এসেছি।

মোবা। (উচ্চ হাস্য)

আসাদ। হাসলে যে!

মোবা। কে বিয়ে করবে? তুই নাকি?

আসাদ। বেশ আমি! আমাদের রাজা বাদশাজাদীকে বিবাহ করবার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে। বেশ, তুমি যখন বললে, তখন আমাদের রাজাকে নিষেধ ক'রে আমিই বিয়ে করব!

মোবা। (হাস্য) আরে ম'ল, এ জঙলিগুলোর আস্পর্দ্ধা দেখ।

আসাদ। এখন আমার কথার উত্তর দাও।

মোবা। যা যা জঙলি—আগে মানুষের মতন কথা কইতে শেখ, তবে তোর কথার উত্তর দেব।

আসাদ। বলবে না?

মোবা! কি বলব—ঘরে বাস করতে জানিস না —অমন মহল্লায় থাকতে দিলুম, তোরা তাই ফেলে গাছের তলায় পালিয়ে গেলি—আরে ম'ল বানরটার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! হুঁসিয়ার! বাদশার সুমুখে ভুলেও যেন এ কথা তুলিস নি। ফের কথা তুললে— কেটে দুখানা ক'রে ফেলব—

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। কি কথা আসাদ?

আসাদ। এ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি উত্তর দিলুম। আমি জিজ্ঞাসা করছি, এ উত্তর দিতে চায় না।

ওমার। কি জিজ্ঞাসা করছ?

আসাম। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—বাদশাজাদী আমাদের রাজার যোগ্য সুন্দরী কি না?

ওমার। কি মিঞা, তুমি উত্তর দিতে চেয়েছ?

মোবা। চুপ কর্ বেয়াদব—জঙ্গলি রাজার গাড়োল দূত - কার সঙ্গে কি ক'রে কথা কইতে হয়, জানিস না?

ওমার। যা জিজ্ঞাসা করেছে, আগে তার উত্তর দাও।

মোবা। হুঁসিয়ার! (অস্ত্র বহিষ্করণ)

ওমার। বালক যা জিজ্ঞাসা করেছে, তার উত্তর দাও। বল, বাদশাজাদী আমাদের রাজার যোগ্য সুন্দরী কি না!

মোবা। তবে রে গিধ্বোড়! (উভয়ের অস্ত্রযুদ্ধের উদ্যোগ)

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। হাঁ হাঁ—কর কি উজীর-পুত্র। এরা বিদেশী, এরা এ সহরের আইন না জানতে পারে। তুমি ত জান—এখানে যে ব্যক্তি পথে বিবাদ করবে, তাকে শাস্তি পেতে হবে।

মোবা। বেশ হাসান, এই জঙলিদের বুঝিয়ে দাও, কোহিনুর বানরের গলায় যেরূপ যোগ্য, আমাদের বাদশাজাদী জঙলি সিস্তানরাজের পক্ষে সেইরূপ যোগ্য।

আসাদ। আর আমাদের পক্ষে?

মোবা। বাদশা আমার মৃত্যু-শাস্তির ব্যবস্থা করেন, সে-ও স্বীকার, তবু আমি এই বেয়াদব বান্দাকে জাহান্নমে পাঠাব।

হাসান। আমি পাঠাতে দেব কেন?

মোবা। না দাও, বুঝব তুমি বিশ্বাসঘাতক।

হাসান। বিশ্বাসঘাতক তুমি। তুমি বাদশাজাদীর লোভে আগন্তুকের অপমান ক'রে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশার সম্ভ্রম নষ্ট করছ।

মোবা। তা ব'লে বেয়াদব জঙলি বান্দা বাদশাজাদীর পবিত্র নাম নিয়ে রহস্য করবে, আর আমি তাই শুনে চুপ ক'রে থাকব, তা পারব না।

হাসান। ওর খুসী, তুমি শুনতে না পার, স'রে যাও। বীরত্ব এখানে দেখাচ্ছ কেন? বারো বৎসর সম্রাট আর সম্রাটের সঙ্গে এই আমি এই পার্ব্বত্য জাতিকে বশে আনতে চেষ্টা করেছিলুম, পারি নি। তুমি সেই সিস্তানে গিয়ে এইরূপ বীরত্ব দেখাতে পার, তবেই তোমার বীরত্বের গৌরব করব।

মোবা। সম্রাটের নাম নিয়ে তুমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে নিরস্ত করলে।

হাসান। বেশ নিরস্ত হও।

মোবা। নইলে হাসান্, রোমবিজয়ী, পারস্যজয়ী, তাতারজয়ী বীর সাহানশা আলমামুন বার বৎসর লড়াই ক'রে একটা ক্ষুদ্র অসভ্য জাতিকে বশে আনতে পারেন নি, এ কথা তুমি একশ বার হলফ ক'রে বল্লেও বিশ্বাস করি না।

হাসান। বিশ্বাসে দরকার কি। তবে আগে তাদের জয় ক'রে এসে এ গরীবকে তিরস্কার করলে ভাল হয় না?

মোবা। ভাল, তাই করব। তুমি যাকে পরাস্ত করতে অপারগ হয়েছ, সে যে অন্যের অজেয়, এটা মনে ক'র না হাসান!

হাসান। আচ্ছা করব না—

মোবা। আজ তোমার আচরণ দেখে বড়ই বিস্মিত হচ্ছি।

হাসান। কি করব—হও।

মোবা। তোমার বেয়াদবীর কথা এখনি আমি পিতার কাছে জ্ঞাপন করব।

হাসান। পুত্রের কর্ত্তব্য করবে, আমি তাতে বাধা দেব কেন—এখনই কর, এই তোমার বাপ আসছেন।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। এই যে, জনাবালি! সাহানশা বাদশা আপনাদের দরবারে নিমন্ত্রণ করতে আমাকে প্রতিনিধি ক'রে পাঠিয়েছেন।

ওমার। হুজুরালি! বহুমানে সাহানশার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম।

উজীর। আর আপনার এই বান্দা বালককেও তিনি স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন।

ওমার। বান্দা কে? সিস্তানরাজ্যের বান্দা নেই। সকলেই রাণীর পুত্র-কন্যা।

উজীর। বেয়াদবী মাফ করুন—বালক! সম্রাট তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

আসাদ। হুজুর!

ওমার। মুখের দিকে চাচ্ছ কেন—অনুমতির অপেক্ষা কেন? সাহানশা যখন তোমাকে স্বতন্ত্র সম্মান দিয়েছেন, তখন সসম্মানে তা' গ্রহণ কর।

আসাদ। উজীর সাহেব! আমরা যে জঙলি!

উজীর। সে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা বুঝবেন মোবারক! এঁরা যখন দরবারে যাবেন, তুমিই এঁদের পরিদর্শক হয়ে সসম্ভ্রমে সঙ্গে নিয়ে যাবে। হুঁসিয়ার, যেন সম্ভ্রমের ত্রুটি না হয়।

মোবা। যো হুকুম।

উজীর। জনাবালি সেলাম। (সকলের প্রত্যভিবাদন) [উজীরের প্রস্থান।

মোবা। (স্বগতঃ) তাই ত! জঙলিদের কাছে সকাল বেলাটায় এ কি অপমান। (প্রকাশ্যে) জনাব! অসদ্ব্যবহার করেছি মাপ করুন।

ওমার। কিছুই করেন নি—মাপ কি!

মোবা। অবশ্য করেছি। বালক; তোমার কাছেও করেছি।

আসাদ। কিছু না—কিছু না—(হাসানের প্রতি) কেমন মিঞা কিছু না?

হাসান। কিছু না, কিছু না—

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

আসাদ। কেমন বাঁদীরে কিছু না?

গীত।

কিছু না, কিছু না, কিছু না, কিছু না—
জমাটী পিরীতে এই রীতি হে বুঝে দেখ না।
পিরীত প্রথম দেখাশুনা
অন্ধকারে আনাগোনা,
ধুম ধড়কা সকলি ফক্কা, তা-না না-না-তিনি-না॥
কোলাকুলি কিলোকিলি,
গলাগলি আর ঠেলাঠেলি,
চোক বুজে চলাচলি,
যেন কোন কালে কেউ কারে চিনি না।
দূর থেকে হামাগুড়ি,
কাছে এসে হুড়োহুড়ি,
যেই হ'লো ছাড়াছাড়ি (অমনি)
বাঁচি না-বাঁচি না-বাঁচি না-বাঁচি না॥

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ কক্ষ।

আমীরগণ।

১ম আ। তাই ত হে, এ হ'ল কি! একটা জঙলি রাজার দূত আসছে, তাকে খাতির দেখাবার যে বন্দোবস্ত, বড় বড় রাজা আসতেও যে তা হয় নি হে!

২য় আ। তাই ত দেখছি—সমস্ত রাজসভা ফুল-মালা দিয়ে সাজান, পথে পথে পাতা লতা—যেন বাদশাজাদীর বিয়ের বর আসছে হে!

১ম আ। ওমরাওদের উপর খাতির করবার ভার

দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সব পথে পথে জঙ্গলীগুলোকে আগ বাড়িয়ে দরবারে আনবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। উজীরপুত্র মোবারক শার উপর পরিচর্য্যার ভার পড়েছে। ব্যাপারটা কি বল দেখি?

২য় আ। থাকবার জন্য লাল মহল্লা, হুকুম তামিল করতে বাদসার খাস বান্দা।

১ম আ। আমাদের ও ত দরবারে হাজির হবার জরুরি তলব পড়েছে। আমাদের কি জঙ্গলীদের খাতিরের জন্য থাকতে হবে নাকি!

২য় আ। সেইটেই ত দেখছি।

১ম আ। তা হ'লে ত বড়ই লজ্জার কথা হ'ল হে। আমরা আমীর—এক একটা মুলুকের সরদার —আমাদেরও জঙ্গলীদের কাছে মাথা নোয়াতে হবে!

২য় আ। মিঞারা কোথায় আছে তা জান?

১ম আ। এই যে বললে লালমহল্লা।

২য় আ। লালমহল্লায় যদি থাকবে, তবে জঙ্গলী কি!

১ম আ। তা হ'লে কোথায় আছে?

২য়, আ। ও আল্লা, তা বুঝি জান না। মোবারক শা খাতির তদারক করতে গিয়ে দেখে যে লালমহল্লা ফাঁক। সব জঙ্গলী মহল্লা ছেড়ে পালিয়েছে।

১ম আ। পালিয়েছে!

২য় আ। বলছি শোন না। গিয়ে দেখে বাড়ীতে একটিও প্রাণী নেই। আসবাব সব ওলটপালট— খানার ছড়াছড়ি —অথচ কেউ নেই। খোঁজ খোঁজ —কোথায় গেল খোঁজ—খুঁজতে খুঁজতে দেখে সব জঙ্গলের ভেতর ঢুকে ব'সে আছে। কেউ ঝোপে মুখ গুঁজড়ে আছে —কেউ বাঁদরের মতন গাছে ঝুলছে।

১ম আ। বল কি! গাছে ঝুলছে!

২য় আ। কেউ পানকৌড়ির মতন জলে ডুবছে আর উঠছে—কেউ ঘাস খাচ্ছে।

১ম আ। (হাস্য) ঘাস পর্য্যন্ত খেয়ে মেরে দিচ্ছে!

২য়, আ। পেটের জ্বালা ধরেছে, না খেয়ে আর কি করবে! কাল তাদের খানার জন্য পোলাও, কালিয়া, কাবাব, কোপ্তার বন্দোবস্ত হয়েছিল— —বাদশার নিজের খানার যে মসলা, সেই সব ভাল ভাল মসলা দিয়ে সেই সব তরকারি রান্না —কিন্তু হ'লে কি হবে, জঙ্গলী—তারা কচু ঘেঁচু খায়—যেই খানার ভরভরে গন্ধ তাদের নাকে ঢুকেছে, অমনি তারা হাঁচতে হাঁচতে নাক টিপে দৌড়। শেষে পেটের জ্বালায় সারারাত ঘাস খেয়েছে। কৈসরবাগ শুনলুম একেবারে সাফ—

১ম আ। তুমি দেখেছ?

২য় আ। না, শুনে এলুম—

১ম আ। হাঁ হে ভাই সব—জঙ্গলীগুলো না কি কাল কৈসরবাগের ঘাস খেয়ে ফেলেছে!

২য় আ। হাঁ, আমরা ত তাই শুনলুম।

১ম আ। সকলেই যদি শুনলে, তা হ'লে দেখলে কে?

(হাসানের প্রবেশ)

২য় আ। এই হাসান মিয়া দেখেছে—

১ম আ। কি হে মিয়া তুমি দেখেছ?

হাসান। কি মিয়া?

১ম আ। যে জঙ্গলীগুলো এসেছে, তারা নাকি কৈসরবাগের ঘাস খেয়ে ফেলেছে?

হাসান। হুঁ! এই রকম ত শুনছি।

১ম আ। হা আল্লা! তুমিও শুনছ!

হাসান। শুনছিও কতক, দেখছিও কতক।

১ম আ। শুনলে কি, আর দেখলে কি?

হাসান। শুনছি তারা ঘাস খেয়েছে—দেখছি তোমরা জাবর কাটছ।

১ম আ। (হাস্য) তামাসা! তাই ত বলি, যতই জঙ্গলী হোক—মানুষ ত! তারা ঘাস খাবে কি?

সকলে। তাই ত —এও কি কখনও বিশ্বাস হয়!

২য়, আ। তা যা হ'ক মিয়া, তাদের এত খাতির কেন?

১ম আ। তাই ত ভাই, রাজারাজড়া, আমীর-ওমরাও বাদশার কাছে যে খাতির পায় নি, সেই খাতির পেলে কি না জঙ্গলী!

হাসান। বাদশা সূক্ষ্মদর্শী—যে যেমন মান পাবার, তাকে তেমনি মান দিচ্ছেন। তারা খাতির পাবে না ত কি খাতির পাবেন আপনারা? আপনারা সভ্য বটে, কিন্তু গোলাম, আর তারা অসভ্য হয়েও স্বাধীন।

১ম আ! অন্য রাজারা যখন প্রথম রাজধানীতে এসেছেন, কই তাঁরাও ত এমন খাতির পান নি।

হাসান। তারা বাদশার আক্রমণের বেগ মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করতে পারে নি—নদীস্রোতের মুখে বেতগাছের মতন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মাথা নুইয়েছে—আর এরা প্রাসাদ-সম্মুখস্থ নীল পাহাড়ের মতন আজও পর্য্যন্ত বাদশার দন্তের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

১ম আ। এইবারে ত মাথা হেঁট করলে!

হাসান। করলে কি না, তা শেষ না দেখলে কেমন ক'রে বলব!

১ম আ। সে আমাদের আগে দেখা আছে। জঙ্গলী—সে শুধু বাদশার দয়াতে এতকাল স্বাধীন আছে?

হাসান। কি, বাদশা জঙ্গলীর কৃপায় এত দিন স্বাধীন আছে!

১ম আ। কি বললে হাসান—এ কি! হাসান কি বললে? বাদশার গোলাম হয়ে বাদশার নামের অপমান করলে!

সকলে। কি বললে! (কর্ণে অঙ্গুলি)

হাসান। কে বলে আমি বাদশার গোলাম?

১ম আ। গেল—গেল—বাদশা শুনলেই গেল—

সকলে। গেল, গেল—

হাসান। চোপরাও—কোন্ কমবখতে বলে আমি 'গেল'!

সকলে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে—মাথা খারাপ হয়ে গেছে—

হাসান। এখনও বলছি হুঁসিয়ার—

১ম আ। চুপ চুপ—বাদশা—বাদশা—

হাসান। তোদের বাদশা, আমার কি!

সকলে। গেল—গেল—কাঁচা মাথা—কাঁচা মাথা—

আলমামুনের প্রবেশ)

আল। আমীরগণ! আপনারা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে, আপন আপন আবাসে প্রস্তুত থাকুন। আপনাদের দরবারে হাজির হবার পরোয়ানা না যাওয়া পর্য্যন্ত, অথবা দোসরা পরোয়ানা না পাওয়া পর্য্যন্ত কেউ আবাস ত্যাগ করবেন না।

১ম আ। যো হুকুম জাঁহাপনা।

[আমীরগণের প্রস্থান।

আল। বেইমান! তুমি আমার অনুগত সামন্তের সম্মুখে আমার মর্য্যাদা নষ্ট করছ!

হাসান। হুসিয়ার সম্রাট্, আমি বেইমান নই।

আল। কেয়া গোলাম! (অস্ত্র বাহির করণ)

হাসান। আপনি ভুলে গেছেন, আমি এখন সিস্তানের গোলাম, আপনার নই।

আল। ওঃ! কি দারুণ বিস্মৃতি! হাসান,মাপ কর।

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। জাঁহাপনা, আমাদের রাণী ভেট পাঠিয়েছেন।

আল। বালক! তোমার সঙ্গে আমি কথা কইতে ইচ্ছা করি।

আসাদ। হাসান! (স্থানত্যাগের ইঙ্গিত। হাসানের প্রস্থান) কি বলবেন জাঁহাপনা?

আল। তোমাদের রাজ্যে কি বাঁদী নেই?

আসাদ। না জাঁহাপনা, বাঁদী বান্দা কিছু নেই—সব স্বাধীন।

আল। কিন্তু তুমি আমার উজীরের কাছে বলেছ, তুমি ক্রীতদাস।

আসাদ। তা বলেছি।

আল। তবে বান্দা নেই বলছ যে?

আসাদ। পয়সা দিয়েই কি সব সময় কিনতে হয় জাঁহাপনা! আর কি কেনবার মূল্য নেই?

আল। আছে—প্রেম।

আসাদ। আমিও তাইতে কেনা।

আল। আমি যদি তোমায় চাই?

আসাদ। আমার মনিব ছাড়বে কেন?

আল। আমার দুনিয়া বিনিময় করলেও ছাড়বে না?

আসাদ। আমার মনিব ইচ্ছা করলে দুনিয়া জয় করতে পারেন।

আল। এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

আসাদ। কেন, আপনার উজীর ত লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিস্তানে যাবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। সেনাপতি হয়ে আপনি যাবেন, তা হ'লেই বুঝতে পারবেন।

আল। তোমার কে আছে?

আসাদ। মা আছে, বাপ ম'রে গেছে।

আল। মা আছে!

আসাদ। চমকে উঠলে কে জাঁহাপনা?

আল। তা হ'লে তোমাকে পাবার প্রত্যাশা আছে।

আসাদ। মা স্বর্গে আছে।

আল। তা হ'লে মাও তোমার নেই!

আসাদ। কে বলে নেই? আমার মা—আমার মা—আমার সে স্নেহময়ী মা! ঠিক আছে—সঙ্গে সঙ্গে আছে—প্রতি মুহূর্ত্তে আমি তাঁর স্নেহ অনুভব করছি। আমার বাপ নেই—

আল। সেও কি দুনিয়ায় নেই?

আসাদ। তা জানি না—আর জানবারও ইচ্ছা রাখি না। আমি জন্ম অবধি তাঁকে দেখি নি।

আল। আমি যদি অনুসন্ধান ক'রে তাকে দেখাই।

আসাদ। কেন, দরকার কি! মরা বাপকে দেখে কি করবো?

আল। মরা বাপ তোমাকে কে বললে?

আসাদ। আমার মাই বলেছে। আমি ছেলেবেলায় দেখতুম, সব ছেলের বাপ আছে, কেবল আমারই বাপ নেই। আমি মাকে বাপের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। মা বলেছিল, "তোমারও বাপ আছে। সে বিদেশে আমাদের জন্য পয়সা রোজগার করতে গেছে। সে আসবে—অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের তাদের বাপ যেমন বুকে তুলে আদর করে—তোমাকেও তেমনি আদর করবে।"

আল। তার পর?

আসাদ। তার পর আর বলতে ইচ্ছা করে না—বাপের মৃত্যু-কথা জাঁহাপনা, বড় সুখের কথা নয়।

আল। বাপ ম'রে গেছে কত দিন আগে জেনেছ?

আসাদ। আমি রোজ বাপকে দেখবার জন্য পথপানে চেয়ে থাকতুম। এমনি ক'রে একদিন চেয়ে আছি, মা কোথা থেকে পিছনে এসে পিটে চাপড় মেরে বললে—"কাকে খুঁজছিস—সে ম'রে গেছে? সে এক বাদশাজাদী প্রেতনীকে নিকে ক'রে তার পূর্ব্বজীবন হারিয়ে ফেলেছে। আর সে আসবে না! যদি সে আসে, সে আর আগেকার সে নয়—তার প্রেতমূর্ত্তি—তাকে দেখতে নাই।"—

আল। তার পর?

আসাদ। তার পর মা আমাকে সেই পথ থেকে কোলে তুলে পথ ধ'রে চ'লে গেল—আর বাড়ীতে ফিরলো না! কত দূর মা আমাকে নিয়ে গেল! কিন্তু মা আমার বাপের শোক সইতে পারলে না! চলতে চলতে পথের মাঝখানে মা দেহত্যাগ করলে—ক'রে স্বর্গে চ'লে গেল। চারিদিকে জঙ্গল—চারিদিকে অন্ধকার—চারি দিকে বাঘ-ভালুকের মেলা—মাঝখানে সাত বছরের আমি—আর আমার তীর্থযাত্রী মা—কোথা থেকে খোদা সেই বিজন বনে এই রাণীকে পাঠিয়ে দিলে!—রাণী ঘোড়ায় চ'ড়ে সেই বনে বাঘ শীকার করতে এসেছিল। মা যাবার সময় রাণীকে কাছে ডেকে কানে কানে কি বললে, আর আমাকে বললেন, আজ থেকে তুই এর ক্রীতদাস! রাণী আমাকে কোলে তুলে নিলে—তার পর ঘোড়ায় চাপিয়ে এক বাঁশি বাজালে—চারিদিক্ থেকে লোক জড় হ'য়ে মাকে ঘেরে ফেল্‌লে! রাণী আমায় নিয়ে ছুটে চ'লে গেল!

আল। আর মাকে দেখ নি?

আসাদ। রাণী আর দেখতে দিলেন না! কেবল আমাকে বললে, "আসাদ, যদি আমার নাম আইরিণ হয়, তা হ'লে তোর মরা বাপের শ্রাদ্ধ করব।" জাঁহাপনা, আর কিছু আপনার শোনবার আছে?

আল। না, আর শোনবার কি আছে?

আসাদ। কিন্তু জাঁহাপনা, আমার এখনও বলবার আছে। আমার জন্য রাণী ছেলেকে রাজ্য দিলে না। যত দিন আমার মরা বাপের শ্রাদ্ধ না হবে, তত দিন সে রাজ্য পাবে না।

আল। যদি শ্রাদ্ধ না হয়?

আসাদ। তা হ'লে সে রাজ্য আমার।

আল। ভাল, যে দিন তোমার মরা বাপের শ্রাদ্ধ হবে, সে দিন কি তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করবে?

আসাদ। সে কথা, রাণীকে না জিজ্ঞাসা ক'রে কেমন ক'রে বলব।

আল। জিজ্ঞাসা করবে?

আসাদ। করব।

আল। বহুত আচ্ছা—সেলাম।

[আসাদের প্রস্থান।

আল। সাম্রাজ্য? না! মৃত্যু? না! ধর্ম্ম? না! তবে কি বিনিময়ে, একবার মাত্র তোমার অভিমানানত নয়নের ঈষৎ কৃপাদৃষ্টি ভগ্ন কুটীরদ্বারের একটা ধূলিকণার সঙ্গে মূল্যে তুল্য হবে না! মৃত্যুতেও যে তোমাকে লাভ করব, আমার সে আশা নাই। তুমি আছ স্বর্গের কোন্ উচ্চশিখরে, আমি যাব নরকের কোন্ নিম্ন গহ্বরে। ধর্ম্ম! পতিসোহাগিনী ভিখারিণী সতীকে অসহায় রেখে বনে ফেলে চ'লে এসেছি,

—অহঙ্কারে আত্মহারা হ'য়ে সত্যলঙ্ঘন করেছি— আমার আবার ধর্ম্মগৌরব করবার কি আছে ? তবু কি তোমায় পাব না ? সতী, যেখানেই থাক, জানি আমি, অন্ততঃ ভ্রুকুটীভঙ্গে আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য তুমি কোন লোকান্তরালে আমার অপেক্ষায় লুকিয়ে ব'সে আছ। তোমার প্রেমাকর্ষণ এ নিস্পন্দ অসাড় দেহেও আমি যেন একটু একটু অনুভব করতে পারছি। শরীরী হও,অশরীরী হও—যদি তোমার ভগ্ন কুটীরদ্বারে অবনত-জানু হ'য়ে দর্শন ভিক্ষা করি, করুণাময়ি, তা হ'লে কি দেখা পাব না ?

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কি জঁাহাপনা, দেখা হ'ল ?

আল। দেখা হ'ল, কিন্তু কেমন ক'রে পাব উজীর! রাজ্য সম্মুখে সওগাত ধরলুম, ছুঁলে না— পিতাকে দেখাতে চাইলুম, কথা কানে তুললে না।

উজীর। নিদর্শন দেখলেন ?

আল। নিদর্শন! তার স্ফুরিত অধরের প্রতি কথা, তার চঞ্চল নয়নের প্রতি ভঙ্গী, তার কোমল বাহুর অঙ্গুলিসঞ্চালনটি পর্য্যন্ত—কি বলব, বালকের কোমল কান্ত মূর্ত্তির প্রত্যেক অংশই—সে অভাগিনীর সৌন্দর্য্যের নিদর্শন। আর অন্য নিদর্শনের কথা কি বল—আলমামুনের সমস্ত দম্ভ বালক যেন আমার অজ্ঞাতসারে আয়ত্ত করেছে। উজীর, আমি তার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় পরাস্ত হয়েছি।

উজীর। শুনে সন্তুষ্ট হলুম সম্রাট্! আমি আমার পরাভবের সঙ্গী পেলুম। তবে কি অপরাধে দরিদ্র হাসান নির্ব্বাসিত হ'ল জঁাহাপনা ?

আল। প্রভুভক্তির গুণে হাসানের নির্ব্বাসন, তার স্বগৃহ-গমনে পরিণত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, রাজ্য দিতে চাইলেও আর সে বালকের সঙ্গ ত্যাগ করবে না। কিন্তু কেমন ক'রে তাকে ফিরিয়ে পাব ?

উজীর। তাকে ফিরিয়ে পেতে চান ?

আল। না পেলে আমার বাসনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি বিশ্বজয় করেও এ রত্নের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারছি না!

উজীর। যদি পেতে চান, অদৃষ্টস্রোতে গা ভাসাতে হবে! অদৃষ্ট আপনাকে ক্ষুদ্র কুটীর থেকে টেনে এনে দুনিয়ার রাজমুকুটের উপর প্রতিষ্ঠিত আসনে স্থান দিয়েছে ; অদৃষ্ট আপনাকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকে যেতে হবে। সাবধান, এতটুকু বল প্রয়োগ করবেন না! বিশ্বজয়ের দম্ভে আঘাত দিতে প্রকৃতি পুত্ররূপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে এসেছেন। জয়-পরাজয়ের সমান ফল, একটু বলপ্রয়োগ করলেই মৃত্যু।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। জঁাহাপনার আদেশমত দরবার-গৃহ সজ্জিত হয়েছে। সিস্তানী দূত আগমনের জন্য প্রস্তুত।

উজীর। মোবারক!

মোবা। আদেশ পিতা—

উজীর। তুমি বাদসাজাদার আশা পরিত্যাগ কর।

আল। সে কি ? কেন—কিসের জন্য ? আমি মোবারককে রেবেকা-দানে সঙ্কল্প করেছি!

উজীর। কি মোবারক, উত্তর দিচ্ছ না কেন ?

আল। উত্তর দেবার কোনও প্রয়োজন নেই।

উজীর। আমি জানি, তুমি পিতৃভক্ত সন্তান।

আল। তা হোক—আমি রাজা—

উজীর। আমি পিতা।

মোবা। পিতা, প্রত্যাশা পরিত্যাগ করলুম।

[প্রস্থান।

উজীর। খোদা তোমাকে সুখী করুন।

আল। তা হবে না—মোবারক! আমি পুত্র পরিত্যাগ করব, তবু সঙ্কল্পচ্যুত হব না! সিস্তানীকে কন্যা দেব না। মোবারক—

উজীর। হুঁসিয়ার সম্রাট্! অদৃষ্টের উপর শক্তিপ্রয়োগ করবেন না! মৃত্যু—বিশ্বজয়ী আলমামুন! সতীর দীর্ঘশ্বাসের আবরণে মৃত্যু আপনাকে গ্রাস করতে আসছে। সাবধান!

তৃতীয় দৃশ্য

বনলতা ও বনপুষ্প-আবরণে দরবার-গৃহ।
আমীর ও ওমরাওগণ।

নর্ত্তকীগণ—গীত।

কহত কহত সখী বোলত বোলত দেখি,
আমারি পিয়া কোন্ দেশে।
স্মরিয়া স্মরিয়া লেহ, এ তনু জর জর,
শুনিতে কুশল সন্দেশে॥

আমারি আঁখি দিয়ে সে মুখ দেখেছে কে,
আমারি মন নিয়ে কে সে রূপে মজেছে,
আমারি হিয়া নিয়ে কে বল নিশিদিন,
মরম পরশ দিয়ে আঁখি জলে ভাসে ॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

(এক দিক্ হইতে আলমামুন ও উজীর,
অপরদিক্ হইতে মোবারকের প্রবেশ)

আলমামুনের গদীতে উপবেশন,
বাম পার্শ্বে উজীর।

মোবা। জ াহাপনা! আদেশ হয়ত সিস্তানী দূতকে দরবারে আনয়ন করি।

আল। নিয়ে এস। (মোবারকের প্রস্থান) উজীর, সিস্তানের পত্র দূতকে কি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে ?

উজীর। না জ াহাপনা, আপনার আদেশ না পেলে ত ফিরিয়ে দিতে পারি নি!

আল। চিঠি আপনার কাছে আছে ?

উজীর। এই জ াহাপনা।

আল। আমাকে দিন। (পত্র গ্রহণ) ওমরাওগণ! আমীরগণ! আপনারা শুনুন। সিস্তানের রাণী এই পত্রে তাঁর পুত্রের জন্য আমার দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কন্যা রেবেকাকে প্রার্থনা করেছেন। শুধু আমার কন্যা ব'লে প্রার্থনা করেন নি—আমার কন্যা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ব'লে প্রার্থনা করেছেন। আপনারা সকলে পত্রের মর্ম্ম শুনলেন ?

সকলে। শুনলুম, জ াহাপনা।

আল। দূতের সম্মুখে এর উত্তর দেওয়া হবে। আপনারা উত্তরের অপেক্ষা করুন।

(মোবারক, ওমার ও আসাদের প্রবেশ)

ওমার ও আসাদের আলমামুনকে অভিবাদন,
সওগাত দান ও নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন।

আল। দূত! আপনার পত্রের মর্ম্ম দরবারকে শুনিয়েছি। এইবারে তার উত্তর শোনাব।

ওমার। বলুন!

আল। আমি জঙলী রমণীর পুত্রকে কন্যা দিতে ইচ্ছা করি না। দেওয়া ঘৃণা মনে করি।

ওমার। রাণীকে চিঠি দিন।

আল। চিঠি এখানে দেব না—সেই বন্য রমণীর বেয়াদবির জন্য চিঠির উত্তর একেবারে সিস্তানের অধিত্যকায় প্রদান করব। উজীর! দূতকে আর এই বান্দা বালককে যথাযোগ্য খেলাত দিবার ব্যবস্থা করুন।

উজীর। যো হুকুম।

আল। বান্দা! তুমি নীলপাহাড়ের উপর উঠেছিলে ?

আসাদ। উঠেছিলুম জ াহাপনা!

আল। আপনি সক্ ক'রে উঠেছিলে, না কারও আদেশে উঠেছিলে ?

আসাদ। বান্দার আবার সক্ কি জ াহাপনা ?

আল। বেশ, তা হ'লে শুনুন দূত, আপনাদের রাণীকে এই বান্দা বালকের বেয়াদবির জবাবদিহি করতে হবে।

ওমার। বহুত আচ্ছা, হুজরালি।

আল। আপনার কিছু বলবার আছে ?

ওমার। আলবৎ আছে।

আল। বলবার থাকে নিঃসঙ্কোচে বলুন।

ওমার। অসভ্য রমণী সভ্য সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করেন না। বারো বার আপনি সিস্তান-জয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, সুতরাং আপনার ত্রয়োদশবারের প্রতিজ্ঞার মূল্য রাণীর অবিদিত নাই। রাণী জানেন, আপনি কন্যা দিতে অস্বীকার করবেন। সুতরাং আগে থাকতে কন্যা-প্রাপ্তির ব্যবস্থা না ক'রে তিনি দূত পাঠান নি। তবে তার পূর্ব্বে তিনি জানতে চান, আপনার কন্যা গ্রহণযোগ্য কি না! আপনার কথামত তিনি শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কি না!

আল। কি ক'রে জানাব ?

ওমার। আমি আপনার কন্যাকে দেখতে চাই।

আল। তুমি ক্ষুদ্র দূত, তোমাকে আমি কন্যা দেখাব কি ? তোমার দৃষ্টির মূল্য কি ?

ওমার। তবে শুনুন সম্রাট্, আমিই সিস্তানরাজ —ওমার।

আল। শুধু বেশ পরিবর্ত্তনেই আমি তোমাকে সিস্তানপতি ব'লে স্বীকার করতে পারি না। নিদর্শন কই ?

ওমার। আমার নিদর্শন আমার কথা। এখনি সম্রাট্ আমার অস্তিত্বের নিদর্শন দেখাচ্ছি। কাল দূতের পোষাক তোমার অপমানে আমাকে প্রতিশোধ

নিতে বাধা দিয়েছিল। প্রস্তুত হও আলমামুন, তোমার বারো বার সিস্তান আক্রমণের প্রত্যুত্তর আজ আমি দিতে এসেছি।

আল। কমবখতকে এখনি গ্রেপ্তার কর।

(ওমরাওগণের ওমারকে আক্রমণের চেষ্টা)

উজীর। দোহাই সম্রাট্, রাজমর্য্যাদা লঙ্ঘন করবেন না।

আল। কিছু না—গ্রেপ্তার কর।

আসাদ। তৎপূর্ব্বে সম্রাট্, তুমি ঈশ্বর স্মরণ কর। দুনিয়ার ভেড়ার পালের সঙ্গে লড়াই ক'রে আপনাকে অজেয় মনে ক'র না। সিস্তানীর বাঘনখ কখন দেখ নি—সিস্তানের বালক রমণী বৃদ্ধ যে কেউ যদি ইচ্ছা করে, এক লহমায় তোমার হাজার পলটনকে জাহান্নমে পাঠাতে পারে। আমার রাজার গায়ে কেউ হাত দেবার আগে তোমাকে দুনিয়া ছাড়তে হবে।

আল। কম্‌বখত! আমিও অস্ত্রের খেলা জানি!

ওমার। জান?

আল। আলবৎ জানি—(বাঘনখ বাহির করণ)

ওমার। তা হ'লে বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্ আলমামুন—তুমি সিস্তানী!

উজীর। জাঁহাপনা! মর্য্যাদা!

মোবা। ক্ষান্ত হন সম্রাট্, আপনার বিধি আপনি লঙ্ঘন করবেন না—দূত অবধ্য।

আল। আসুন সিস্তানরাজ, আপনাকে কন্যা প্রদর্শন করি।

পঞ্চম দৃশ্য

রেবেকা।

সখীগণের গীত।

মরমে মরম ব্যথা মনের কথা ঢেলে দিব মনে।
তোমায় আমায় বাঁধন দেবো সঙ্গোপনে
দু'জনের কেউ যেন না জানে।
তোমার ঘরে থাক্‌বে তুমি আমি আমার ঘরে
কেউ জানবে নাকো শুন্‌বে নাকো
(যেমন) লুকিয়ে থাকে চোরে।
যেমন হারিয়ে যাবে প্রাণ
দু'জনে দু'দিক্ থেকে তুলবো দুখের গান।
কুড়িয়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি আদান প্রদান
আমি রাখবো যতনে, তুমি রাখবে যতনে,
আমি তোমার প্রাণে তুমি আমার প্রাণে॥

[প্রস্থান।

রেবেকা। কই, আর ত দেখতে পেলুম না? নীলাচল-শিখরে, কাঞ্চন জলদকুসুম-রঞ্জিত নীল আকাশ-সরোবরে, সেই যে একটি কাঞ্চন-কমল একবার আমার চোখের উপর প্রস্ফুটিত হয়েছিল, সেটিকে ত আর দেখতে পেলুম না! দেখবার আশায় অনুক্ষণ চেয়ে আছি—কোথায় আছ, আর একটিবার শৈলশিখরে উঠে রূপ-পরিমলে আমার পিপাসু লোচনকে তৃপ্ত কর।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। বাদশাজাদী

রেবেকা। কে-ও, মোবারক! তুমি এমন সময় এখানে কেন?

মোবা। প্রবেশ ক'রে কি অপরাধ করলুম শাজাদী?

রেবেকা। আমাকে না জানিয়ে সহসা এখানে প্রবেশ করা উজীরপুত্রের যোগ্য কার্য্য হয় নি।

মোবা। আজ আমি তোমায় দেখতে আসি নি—তোমায় বলতে এসেছিলুম—বাদশার আদেশে—কিন্তু শাজাদী, বলতে এসে খোদার দয়ায় দেখতে পেলুম। দেখে সন্তুষ্ট হলুম—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলুম!

রেবেকা। কি দেখলে?

মোবা। তুমি কি দেখলে সাজাদী? নীলপাহাড়ের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে এই এতক্ষণ চেয়েছিলে, তুমি কি কিছু দেখতে পেলে?

রেবেকা। মোবারক! দেখার জন্য বাদশাজাদীকে কি কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে?

মোবা। অন্ততঃ আমার কাছে তোমার দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাও আর তোমাকে দিতে হবে না। বাদশাজাদী! আমি তোমাকে পাবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করেছি। পাছে এ কথা শুনলে তোমার মর্ম্মবেদনা হয়, তাই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে আসছিলুম। করুণাময় আমার প্রার্থনা শুনেছেন। দেখে সন্তুষ্ট হলুম রেবেকা, তুমি অন্যের প্রতি আসক্ত।

রেবেকা। আমার শৈলদর্শনের আগ্রহ তোমার ঈর্ষার কারণ হ'ল না কি ?

মোবা। বাদশাজাদী! রমণীসুলভ প্রতারণায় আমাকে মুগ্ধ করতে এস না। আমি তোমাকে মিথ্যা বলি নি—আমি তোমার প্রত্যাশা ত্যাগ করেছি। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার প্রিয়বস্তুকে আত্মসমর্পণ করতে পার।

রেবেকা। আর তুমি কোন্ নূতন প্রিয়বস্তুর লোভে আমার আশা ত্যাগ করলে মোবারক ?

মোবা। রেবেকা, আমার এ প্রেম প্রতিগ্রাহী নয়। আমি রাজ্যলোভে তোমাকে ভালবাসি নি। খোদার দোহাই, তুমি সুখী হও, তুমি সুখী হ'লেই আমি সুখী। আর আমি অধিকক্ষণ থাকব না—বাদশার হুকুম তোমায় শোনাতে এসেছি। সিস্তানরাজপুত্র তোমাকে দেখতে আসছেন, তুমি তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত থাক।

[মোবারকের প্রস্থান।

রেবেকা। মোবারক—মোবারক—দোহাই মোবারক, আমাকে অবিশ্বাসিনী জ্ঞান ক'র না! তাই ত, কি করি?—সে আসছে!—যাকে আর একটিবার দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি, সে আমাকে দেখা দিতে আসছে! কিন্তু মোবারক! দোহাই মোবারক —দেখা,—শুধু দেখা—একবার সেই নীল নলিনাভ নয়ন—দেখা। না, তাই কি? শুধু দেখার জন্যই কি? তারে দেখলে কি আমার সকল তৃষ্ণার নিবারণ হবে? সে নয়নের বঙ্কিম সাগ্রহ দৃষ্টি শুধু কি রেবেকার চোখে প্রতিফলিত হয়েই মিলিয়ে যাবে? সে কি কিছু ছোঁবে না—কিছু নেবে না? মোবারক! মোবারক! কেন তুমি আমার আশা পরিত্যাগ করলে? তুমি কি বুঝেছ, আমি তোমার হব না? কেমন ক'রে বুঝলে? কই মোবারক, আমি ত তোমায় কিছু বলি নি! কিন্তু আমি—কই আমি—আমার অস্তিত্বের মূল্য গেছে। এক চঞ্চল চাহনির অন্বেষণে কোন্ দূরদেশে চ'লে গেছে। তোমরা বলছ সে আসছে—কিন্তু কই—কই—কোথায় সে—কোথায় সে?

[প্রস্থান।

(বান্দা ও বাঁদীর প্রবেশ)

আসন রক্ষা করিতে করিতে গীত।

বান্দা। বিরহিনী চলে গুটি গুটি।

বাঁদী। বিরহী তার আশে, নয়ন-জলে ভাসে
পায়ে পায়ে ভিজে মাটী।

উভয়ে। বলে কোথা সে, কোথা সে
কোন দূর দেশে।
কেন সে গেল সে কি আশে, ব'সে ব'সে
ভেবে ভেবে দেহ হ'ল মাটী

বান্দা। তুই নিয়ে আয় তুই নিয়ে আয়,

বাঁদী। আমি অবলা জাতে,

বান্দা। পঙ্গু আমি চৌরঙ্গী বাতে, আয় কাঁধে
ভর দিয়ে করে নি লাঠি।

উভয়ে। পরস্পরে দিয়ে ভর গুটি গুটি হাঁটী।

[প্রস্থান।

(আলমামুন ও ওমারের প্রবেশ)

আল। এইখানে ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম কর রাজকুমার।

ওমার। তাই ত, কি দেখব জানি না! শুনেছি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। কেমন ক'রে ভুবনপ্রসিদ্ধা কান্তিময়ী ললনাকে কথার আঘাতে ব্যথিত করব? তথাপি আমাকে বলতে হবে। মা! তুমি জান, জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কে—কিন্তু দুনিয়া জানে রেবেকা। তোমার কথায় প্রত্যয় ক'রে আমাকে দুনিয়ার বিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তোমার কৃপা ভিন্ন তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারব না। বল্লেই বাদশা সে সুন্দরীকে দেখতে চাইবে—কিন্তু আমি ত জানি না—তুমি জান—আমি ত জানি না।

(সহসা পশ্চাতে রেবেকার অবির্ভাব)

রেবেকা। সিস্তানরাজ!

ওমার। (দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইলেন)

রেবেকা। (স্বগতঃ) এ কে? এ ত নয়! এ ত সে নয়!

ওমার। রেবেকা—রেবেকা—রেবেকা!

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। সিস্তানরাজ! (স্বগতঃ) হা খোদা! আমাকেই এই উন্মত্ততার সাক্ষী ক'রে পাঠালে?

ওমার। রে-বে-কা!

মোবা। সিস্তানরাজ! অসহ্য—অসহ্য—না না অসহ্য কেন—পিতার আদেশ, রেবেকার সুখ—কেন অসহ্য? আমি দেখব না ত দেখবে কে? ধর হৃদয়, ধৈর্য্য ধর সিস্তানরাজ! সম্রাট্—স্নানাগারে—

ওমার। আহা! স্নান—স্নান—তা—তা—

মোবা। স্নানাগারে—

ওমার। অ্যাঁ—অ্যাঁ—তা স্নান কর।

মোবা। সম্রাট্ স্নানাগারে আপনার অপেক্ষা করছেন।

ওমার। কি—কে—কে—তুমি—কি চাও?

মোবা। আমি কিছু চাই না—সম্রাট্ আপনাকে দেখতে চাইলেন।

ওমার। হাঁ হাঁ—সেলাম—চলুন—

(উজীর ও আলমামুনের প্রবেশ)

আল। আর যেতে হবে না। মোবারক! তুমি শাজাদীর হাত ধ'রে নিয়ে যাও।

মোবা। দোহাই জঁাহাপনা, ওই আদেশ করবেন না—আমি অতিথিকে হত্যা করতে পারব না। অতিথি আপনার কন্যার রূপ দর্শনে জ্ঞানশূন্য।

[মোবারকের প্রস্থান।

উজীর। মোবারককে কেন জঁাহাপনা!

আল। বেশ ভাই, তুমিই রেবেকাকে চ'লে যেতে সাহায্য কর।

উজীর। আসুন শাজাদী—

[উজীর ও রেবেকার প্রস্থান।

ওমার। (স্বগতঃ) তাই ত মা, কি বলব—এই ঘনকম্পিত হৃদয়ে, এই উছলিত রূপরাশিতে নিমগ্ন হয়ে—কেমন ক'রে বলব?

আল। কি সিস্তানরাজ!

ওমার। দোহাই মা, কোপ-দৃষ্টিতে চেয়ো না! বলব—অবশ্য বলব। কি বলছেন সম্রাট্?

আল। আমার কন্যাকে কেমন দেখলেন?

ওমার। আপনার কন্যা—আপনার কন্যা—সম্রাট্! আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

আল। অবশ্য করব।

ওমার। আপনি যে কোন ভাগ্যবান্‌কে এ কন্যা প্রদান করুন! আমি—আমি—প্রার্থনা প্রত্যাহার করছি।

আল। কেমন দেখলেন?

ওমার। পরমা সুন্দরী।

আল। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কি না?

ওমার। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) না।

আল। না?

ওমার। না।

আল। আপনি এ হ'তে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেখেছেন?

ওমার। না।

আল। তবে কেমন ক'রে এ মিথ্যা কথা কইলেন?

ওমার। মায়ের আদেশে ক'য়েছি—

আল। আপনি কি মায়ের চক্ষু দিয়েই দুনিয়া দেখেন?

ওমার। এতকাল দেখে এসেছি, কিন্তু সম্রাট্, আজ দেখি নি—আপনার কন্যাকে দেখে আমি আত্মহারা হয়েছি। আমার মনে হয়, আপনার কন্যা বিধাতার চরম কল্পনা। প্রকৃতি রেবেকাসুন্দরীর অঙ্গসৌষ্ঠব পূর্ণ করতে তার ভাণ্ডারে যেখানে যা অলঙ্কার ছিল, সব দিয়েছে—দিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। তথাপি বলব—না—আপনার কন্যা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নয়। মা বলেছেন, আমি এক কন্যা দেখেছি, তা হ'তে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এ দুনিয়ায় থাকতে পারে না। রমণীরূপের সাক্ষী রমণী—পুরুষ নয়।

আল। আমায় দেখাতে পারেন?

ওমার। আমি ত জানি না, আমি কেমন ক'রে দেখাব?

আল। তবু মায়ের কথায় এত বিশ্বাস?

ওমার। এত বিশ্বাস!

আল। যদি দেখতে চাই?

ওমার। মায়ের আদেশ দুনিয়া ঢুঁড়তে হবে।

আল। তাতে যদি না পান?

ওমার। মা ধর্ম্মতঃ দেখাতে বাধ্য।

আল। সিস্তানরাজ, তোমার মহত্ত্বের কাছে আমি মস্তক অবনত করি—আমি দেখব।

ওমার। এক বৎসর সময় দিন।

আল। যদি কথা মিথ্যা হয়?

ওমার। আমি আপনার গোলাম হব, যদি সত্য হয়?

আল। আমি, আমার কন্যা, আমার সাম্রাজ্য—সব তোমার।

ওমার। তা হ'লে বিদায় দিন।

আল। (বংশীধ্বনি) (প্রহরীর প্রবেশ) সিস্তান-রাজকে গুপ্তপথ দিয়ে তাঁর আবাসস্থানে রেখে এস।

[ওমার ও প্রহরীর প্রস্থান।

আল। উজীর!

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। জাঁহাপনা ! সর্ব্বনাশ হয়েছে—আপনার অভাগিনী কন্যা আপনার পুত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

আল। আবদ্ধ কর—অভাগিনীকে এখনি আবদ্ধ কর।

উজীর। কোথায় আবদ্ধ করব ?

আল। গুলমার্গ দুর্গে—দিবারাত্রি দশহাজার সৈন্যকে প্রহরায় নিযুক্ত রাখ। হুঁসিয়ার! পিপীলিকা পর্য্যন্ত সে দুর্গে প্রবেশ করতে না পারে। বিলম্ব ক'র না—আবদ্ধ কর, আবদ্ধ কর। পৃথিবী জয়ী দাম্ভিক আলমামুন এরূপ বিপদে কখন পড়েনি। আবদ্ধ কর—আবদ্ধ কর।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লালমহল্লা।

হাসান।

হাসান। তাই ত! এ কি। এ আমি বালক-রূপী কোন মহাশক্তিমানের ভৃত্যত্ব করতে এসেছি ? বালকের শক্তিকথা এক দিনে সহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বলাবলি কর্‌ছে, সিস্তান-রাজের সঙ্গে এক বান্দা বালক এসেছে, তার কাছে হাসান হেরেছে, উজীর হেরেছে, বাদশা হেরেছে। তাই ত, তুমি বালকবেশে কোন্ রাজার রাজা ?

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। হাসান!

হাসান। কি হুজুর!

আসাদ। আবার ?

হাসান। না, তুমি হুজুর। আর বারণ করলে আমি শুনব না। কিন্তু হুজুর, বৃদ্ধ হয়েছি—বান্দা আমি—কোন্ দিন আছি না আছি তার ঠিক নেই—আমি জান্‌তে চাই, আমার প্রভু কে ?

আসাদ। একান্ত জান্‌তে চাও ?

হাসান। না জান্‌তে পারলে, ম'লেও সুখী হ'ব না।

আসাদ। বেশ, বলব। আমার বল্‌বার সময় এসেছে। আর যদি বলতে হয়, তোমার মতন অকৃত্রিম বন্ধু ছাড়া আর কাকে বলব ? কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভাই, আমার একটি কাজ করতে পার ?

হাসান। কি কাজ বল।

আসাদ। তুমি শাজাদীকে দেখেছ ?

হাসান। তোমার মতন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি।—শৈশবে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছি।

আসাদ। আমাকে দেখাতে পার ?

হাসান। সে কি ? কাকে দেখাব ? কেমন ক'রে দেখাব!

আসাদ। পার না ?

হাসান। তুমি দেখতে চাইলে! বেশ, একবার আমি ঘুরে আসি। এসে পারি কি না পারি, বলব।

আসাদ। বেশ, তুমিও ঘুরে এস, আমিও ততক্ষণ একটা ফন্দী ঠাওরাই—ঠাওরে আমিও পারি কি না পারি, তোমাকে বলব।

[হাসানের প্রস্থান।

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। আসাদ!

আসাদ। এই যে প্রভু, এসেছেন ?

ওমার। এসেছি, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। আমি তোমাদের রেখে এখনি এ সহর পরিত্যাগ করব।

আসাদ। আপনার মুখ এত মলিন হ'ল কেন প্রভু ?

ওমার। মলিনতা তোমার চোখের ভ্রম।

আসাদ। না প্রভু, বড় মলিন! গরীব বান্দার গরীব চোক দুটির এত নিন্দা করবেন না; আপনি দেখেছেন ?

ওমার। দেখেছি।

আসাদ। বলেছেন ?

ওমার। বলেছি।

আসাদ। কি বললেন ?

ওমার। বললুম, "বাদশা, আপনার এ কন্যা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নয়।"

আসাদ। কি দেখলেন ?

ওমার। কি দেখলুম—কি দেখলুম—আসাদ, এ জীবনে কখনও সুন্দরী ললনা দেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নি। কিন্তু প্রথমেই আমি যে মূর্ত্তি দেখেছি, তা হ'তে সুন্দরী দুনিয়ার আর কোথায় কেমন ক'রে থাক্‌তে পারে, আমি জানি না।

আসাদ। আপনি ঠিক দেখেছেন—আপনার দৃষ্টির প্রশংসা করি। আমিও দেখেছি।

ওমার। তুমিও দেখেছ ?

আসাদ। দেখেছি—এ সহরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি—নীলাচলে উঠে নগর দেখতে বাদশা-জাদী আমার চক্ষে পড়েছে।

ওমার। কি রকম দেখেছ আসাদ ?

আসাদ। এ হ'তে সুন্দরী দুনিয়ার আর কোথায় কেমন ক'রে থাক্‌তে পারে, আমিও বলতে পারি না। তবে আছে।

ওমার। আছে আসাদ ? কোথায় আছে আসাদ ?

আসাদ। আপনি আপনার জননীর কথায় বিশ্বাস করেন না ? তিনি বলেছেন আছে ; সুতরাং নিশ্চয় আছে। আমি এত দিন দেখি নি—দেখতে সাহস করি নি—আজ দেখ্‌বো।

ওমার। আজ দেখ্‌বে ?—সে কি এত নিকটে আছে ?

আসাদ। (স্বগত) তাই ত! মনের আবেগে এ কি ব'লে ফেল্‌লুম ?

ওমার। কোথায় আছে আসাদ, আমি যে তার অন্বেষণে দুনিয়া ঘুর্‌তে চলেছি।

আসাদ। তবে ঘুরেই আসুন।

ওমার। যদি জান, নিকটে আছে, তা হ'লে মিছামিছি আমাকে দুনিয়া ঘোরাবে কেন ?

আসাদ। আমার ইচ্ছা! অবাক হয়ে দেখছেন কি ?—আমি যদি দেখি, তা হলেই বা আপনাকে বলব কেন ? যদি আমি তাকে দেখে ভালবাসি, তা হ'লে কি প্রভুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব ?

ওমার। (হাস্য) তুমি ভালবাসবে ?

আসাদ। কেন, আমার কি ভালবাসতে নিষেধ আছে হুজুরালি ?

ওমার। তুমি যাকে ভালবাসবে, সে পৃথিবীতে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসার সামগ্রী!

আসাদ। যদি রেবেকাকে ভালবাসি ?

ওমার। ভাল কি বেসেছ আসাদ ? তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, বাদশাজাদী তোমার চিত্ত আকর্ষণ করেছে।

আসাদ। মনে করুন করেছে, তা হ'লে আপনি কি কর্‌বেন ?

ওমার। আমি—আমি ?—বারংবার কেন এ প্রশ্ন করছ আসাদ ?

আসাদ। আপনার কথার ভাবে আমার বোধ হচ্ছে—রেবেকা আপনারও চিত্ত আকর্ষণ করেছে।

ওমার। যদিই আকৃষ্ট হয়, তাতে আমার চিত্তের অপরাধ নেই। কিন্তু আসাদ, আমি ত তাকে পাব না!

আসাদ। কেন প্রভু ?

ওমার। আমি মায়ের আদেশ পালন কর্‌তে তার পিতার মর্ম্মে আঘাত দিয়েছি। আমি ত পাব না!

আসাদ। কেন পাবেন না—আমি যদি পাইয়ে দি!

ওমার। যদি তুমি বাদশাকে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেখাতে পার, তা হ'লে পেতে পারি, নতুবা নয়।

আসাদ। তা হ'লে গরীব "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর" কি হবে ?

ওমার। তার কি হবে জানি না—কিন্তু যদি দেখাতে পার, তা হ'লে আলমামুনের সাম্রাজ্যের সঙ্গে রেবেকাকে তোমার ক'রে দিই—না পার্‌লে আসাদ, আমাকে সম্রাটের গোলামী গ্রহণ কর্‌তে হবে।

আসাদ। এই কি প্রতিজ্ঞা ?

ওমার। এই প্রতিজ্ঞা।

আসাদ। এখন কি কর্‌বেন ?

ওমার। কি করব বল ?

আসাদ। সিস্তানে ফিরে যান। আর মুহূর্ত্তমাত্র এখানে থাক্‌বেন না।

ওমার। আর তুমি ?

আসাদ। আমি সে সুন্দরীকে দেখতে চল্‌লুম।

ওমার। তাই ত! এ কি! বালক বলে কি ? —এত নিকটে।—আসাদ—আসাদ!—তাই ত, কি

দেখলুম!—বালকের চোখের এত মধুরতা! হৃদয়-বিকম্পী কটাক্ষের এত মাদকতা আর কখনও ত অনুভব করি নি!

[ওমারের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

আসাদ।

আসাদ। দরিদ্রার কন্যা—সাহস ক'রে তোমার মুখের পানে চাইতে পারি নি—সাহস ক'রে তোমাকে ভালবাসতে পারি নি। কি জানি—ভিখারিণীর মূল্য, হীন ভালবাসায় পাছে গর্ব্বের লাঘব হয়। আর ভয় কর্ব না—তোমাকে ধর্তে হাত বাড়াব—ও দিকে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী বাদশাজাদী তোমাকে ধর্তে হাত বাড়িয়েছে। তা হ'ক,—আমি মাতৃহীন, পিতৃহীন, সহায়হীন, সম্পত্তিহীন, স্থানহীন—এতকাল স্বরূপ গোপন ক'রে, দুনিয়াকে—এমন কি নিজেকেও—প্রতারিত ক'রে আস্‌ছি। তা হ'ক—এয়সা দিন নেহি রহেগা। আমার ভালবাসা তোমার। আমার প্রণয়িনীর যৌতুক তুমি। কি খবর হাসান?

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। খবর ভাল নয়। বাদশাজাদীকে বন্দিনী ক'রে সম্রাট্‌ গুলমার্গ দুর্গে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

আসাদ। কেন বল দেখি?

হাসান। কেন, কেউ বলতে পারছে না। শুনলুম, দশ হাজার সৈন্য দিবারাত্রি কেল্লা পাহারা দিতে নিযুক্ত হয়েছে। এই রাত্রেই রওনা হচ্ছেন। সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য।

আসাদ। কেউ বল্‌তে পার্‌লে না ব'লে কি তুমিও কারণ বলতে পার না?

হাসান। আমি নির্ণয় করেছি। কারণ, তুমি নীল পাহাড়ের উপর যে সময়ে উঠেছিলে, সেই সময় দুর্ভাগ্যক্রমে শাজাদী তোমাকে দেখে ফেলেছে, দেখে উন্মত্ত হয়েছে।

আসাদ। দুর্ভাগ্য কেন হাসান?

হাসান। বাদশা জানেন তুমি বান্দা।—সুতরাং দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলব? পাছে কোনও উপায়ে তোমাদের মিলন হয়, তাই বাদশা তাকে এমন জায়গায় বন্দী ক'রে রাখছেন যে, দুনিয়ার কোন শক্তিশালী বীরও তোমাদের দুজনের মিলন সংঘটন কর্‌তে পার্‌বে না।

আসাদ। অথচ মিলন চাই।

হাসান। কে মেলাবে হুজুর?

আসাদ। গুলমার্গ কেল্লা কোথায়?

হাসান। এখান থেকে শত ক্রোশ দূরে। এক গভীর বিশাল হ্রদমধ্যস্থ পর্ব্বতের উপরে।

আসাদ। তুমি সে দুর্গ দেখেছ?

হাসান। আমিই সেই দুর্গ জয় করেছিলুম। সে অভেদ্য দুর্গ জয়ের যশঃ আমারই একায়ত্ত। যে পর্ব্বতের উপর সেই দুর্গ, সেই পর্ব্বত জল থেকে একেবারে পাঁচশো হাত সোজা হয়ে উঠে আকাশে যেন মিলিয়ে গেছে। বহু চেষ্টায়, বহু দিনের অবরোধেও বাদশা সে কেল্লা জয় কর্‌তে পারে নি। আমি জয় করেছি। ঘোর অন্ধকারময় রাত্রে সাঁতার দিয়ে সেই প্রাচীরমূলে উপস্থিত হই। তার পর শুধু এই হস্তপদের সাহায্যে সেই পর্ব্বতগাত্রে আরোহণ করি। কেউ স্বপ্নেও জানতো না যে, মানুষ সে পথে কখন উঠতে পার্‌বে। সুতরাং সেদিকে প্রহরী ছিল না। আমি দুর্গে প্রবেশ ক'রে নিদ্রিত প্রহরীর পার্শ্ব দিয়ে গিয়ে দুর্গের দ্বার খুলে দি।

আসাদ। বা! বা! হাসান! আর একবার উঠতে হবে!

হাসান। তখন আমি যুবক, এখন আমি বৃদ্ধ।

আসাদ। বেশ, উঠতে না পার, উঠা দেখতে পার্‌বে না?

হাসান। তুমি কি বল?

আসাদ। তুমিই বৃদ্ধ, আমি ত বৃদ্ধ নই হাসান!

হাসান। স্বপ্নেও ওঠার কথা মনে ক'র না। দোহাই বালক, মৃত্যু—ভীষণ মৃত্যু আলিঙ্গন করতে যেও না।

আসাদ। তবে তুমি থাক, আমি শাজাদীকে দেখবো, সুতরাং উঠবো।

হাসান। বেশ চল, পর্ব্বতের তলদেশে তোমাকে উপস্থিত করিয়ে দিই। কিন্তু দোহাই বালক—চলবার আগে আর একবার মতিস্থির কর।

(অইরিণের প্রবেশ)

আই। তবে কি তুই বলতে চাস বান্দা, আমার এ সন্তান এতই হীন যে, তাকে ভালবাসার অপরাধে বাদশাজাদী আজীবন বন্দিনী হয়ে থাকবে ?

আসাদ। মা, মা—এসেছ ?

আই। আসব কি—আসাদ—আছি।—তোমাদের এখানে রেখে আমি কি অন্যত্র গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি ? আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর—আমি আল-মামুনের কন্যাকে পুত্রবধূ করব ব'লে পুত্রকে এখানে পাঠিয়েছি। তুমি কি মনে করেছ, অপারগ হ'লে আমি সিস্তানে আর ফিরে যাব। ভয় নেই, আমি পরাস্ত হ'তে এ রাজ্যে অভিযান করি নি—হবে আমি তোমাদের শক্তি দর্শনের অপেক্ষা করছি। তোমরা না পারলে আমি। এখন আমার সঙ্গে এস, দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী তোমাকে একবার দেখিয়ে দিই।

হাসান। এ বান্দা কি করবে হুজুর ?

আই। এ বান্দা কার ?

আসাদ। আমার।

আই। শক্তি কি ?

হাসান। আপনার কাছে শক্তির অহঙ্কার কি করব মা ? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, দুনিয়ার সমস্ত শক্তি আপনা হ'তে উদ্ভূত হয়েছে।

আই। যা আদেশ করব, তা করতে পারবে ?

হাসান। আপনি আদেশ করতে পারলেই পারব।

আই। অবশ্য মনুষ্যে যা না পারে, এমন আদেশ তোমাকে করব কেন ? কিন্তু যখন আদেশ করব, তখন অপারগ হ'লে তোমার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি অপরাধী। পার আমার সঙ্গে এস—না পার, বৃদ্ধ, এই স্থান থেকেই বিদায় গ্রহণ কর।

হাসান। না মা, থাকবো।

আই। বেশ,—তা হ'লে তুমিও প্রভুর সঙ্গে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেখবার অধিকারী। স্বর্গের তোরণ মুক্ত হও—দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তড়িল্লতাবলম্বনে একবার চিরতৃষিতের দৃষ্টিপথে অবতীর্ণ হও।

(পট পরিবর্ত্তন)

(কমলদলস্থা প্রতিবিম্বিতা সুন্দরীর আবির্ভাব)

হাসান। ইয়া আল্লা, এ কি !

আসাদ। মা—মা—

আই। হুঁসিয়ার ! স্বর্গের স্বপন ভাঙ্গিয়ে দুনিয়ার মর্ম্মবেদনাময় জাগরণে আর তাকে টেনে এন না।

হাসান। এ কি দেখলুম মা ? দেখে বৃদ্ধের লৌহময় দেহের সমস্ত স্নায়ু স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। এ কি দেখালে মা ?

আই। এখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো না। বৃদ্ধ ! যদি এই দৃশ্য আর কখনও দেখবার অভিলাষ রাখ, তা হ'লে এই বালককে সঙ্গে নিয়ে বন্দিনী শাজাদীর উদ্ধার সাধন কর।

হাসান। যদি উদ্ধার করতে পারি ?

আই। তা হ'লে দেখতে পাবে। নতুবা এই দৃশ্যের যবনিকা তোমাদের দৃষ্টিপথে জন্মের মত নিক্ষিপ্ত হ'ল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নগরপ্রান্ত—শিবির।

ওমার।

ওমার। কি বললে আসাদ, এত দিন দেখি নি—দেখতে সাহস করিনি—আজ দেখবো ! আমিও ত এত দিন দেখি নি ! দেখতে সাহস করি নি ব'লে দেখি নি নয়,—দেখতে জানি নি ব'লে দেখি নি। মা বালক সহচর ক'রে যে দিন থেকে তোমাকে আমায় উপহার দিয়েছে, সেই দিন থেকে বালক-বোধেই তোমাকে দেখে আসছি। তুমি ভৃত্যবেশে আমার পাশে পাশে বেড়িয়েছ—ভৃত্যবেশে অকৃত্রিম প্রভু-ভক্তিতে আমাকে আপ্যায়িত করেছ—মৃগয়াবসানে ঘনারণ্যের নির্জ্জন পাদপতলে কত দিন তুমি আমার পার্শ্বে ব'সে আমার ক্লান্তদেহের অবসাদ দূর করেছ ! কত ঘনান্ধকারময়ী রজনী শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট তোমার মধুর স্বর-ঝঙ্কারের অন্তরাল দিয়ে আমার অলক্ষ্যে আত্মহারাবৎ কালতরঙ্গে মিশিয়ে গেছে। পুষ্পমালার নির্ব্বাক্ প্রসঙ্গের মত কত দিন তোমার ধীরতরঙ্গিত কান্ত সৌন্দর্য্য আমার ললাটের স্বেদজলে পরিমল মাখিয়ে আমাকে ধীরে ধীরে মোহঘুমে আবৃত করেছে। কিন্তু কই, একদিনও ত বুঝতে পারি নি—একদিনও ত তোমার দেখতে পাই নি ? সরল দর্শন কোমল

কটাক্ষের অলঙ্কারে শোভিত ক'রে তুমি একদিনও ত আমার পানে চাও নি—একদিনও ত কোমল দীর্ঘশ্বাসে আমার মর্ম্মস্পর্শ কর নি? আসাদ—আসাদ! আর একবার আমার পানে চাও। অপাঙ্গপ্রেরিত জ্যোতি-ধারায় সিক্ত ক'রে এ অযোগ্য দৃষ্টিহীনের চক্ষে দৃষ্টিশক্তি প্রদান কর।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। কে তুমি?

ওমার। তুমি কে?

মোবা। এই যে অসভ্য বন্য সরদার, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম।

ওমার। (অস্ত্র বহিষ্করণ) খুঁজতে হবে কেন, আমি ত এখানে তোমাদের বুকের ওপরে পা দিয়ে বিচরণ করছি।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কি কর, কি কর মূর্খ পুত্র। কার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেছ! (অস্ত্র বহিষ্করণ)

মোবা। কেন? আততায়ীর সঙ্গে। আপনার আদেশে এই বর্ব্বরের জন্য আমি শাজাদীর আশা পরিত্যাগ করেছিলুম। কিন্তু নগরবাসী বুঝেছে, এই রাজকুমারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হব ব'লে, ভয়ে আমি শাজাদীর লোভ ত্যাগ করেছি! আপনার পুত্র হয়ে আমি আজীবন সে অপবাদ বহন করব, আর এ ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে শাজাদীকে দেখে, প্রতারণা ক'রে পালিয়ে যাবে!

ওমার। বর্ব্বর হ'লেও আমি আপনাকে এ অপবাদ বহন করতে বলতে পারি না।

উজীর। আমিও বহন করতে বলতুম না, যদি জানতুম, তোমাদের এক জনের মৃত্যুতে সে অপবাদ দূর হয়ে যেত!

মোবা। কেন দূর হবে না?

উজীর। শাজাদী তোমাদের উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজকুমারীর প্রণয়পাত্র তোমাদের উভয়ের মধ্যে কেউ নয়।

মোবা। আমি জানতুম—আমি।

ওমার। আমিও জানতুম—আমি।

উজীর। কিন্তু আমি জানি, আর এক জন। সে ব্যক্তি এত শক্তিশালী যে, তার ভয়ে বাদশা কন্যাকে রাজধানীতে রাখতে সাহস করছেন না। বিপুল সৈন্য সঙ্গে দিয়ে তাকে গুলমার্গ দুর্গে প্রেরণ করেছেন। মোবারক! এই রাজার সম্মুখে আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি যে, তোমার মত পুত্রলাভে আমি গৌরবান্বিত। তোমার বীরত্ব, তোমার মহত্ত্ব আমার অবিদিত নেই—বাদশারও অবিদিত নেই। তাই বাদশা তোমাকে কন্যাদানের জন্য অভিলাষ করেছিলেন। কিন্তু তুমি যে আমার আদেশে দুনিয়ার এ শ্রেষ্ঠরত্ন-লাভ পরিত্যাগ করবে—নিজের মর্ম্ম ছিঁড়ে প্রণয় বিসর্জ্জন দেবে, তা বুঝতে পারি নি—সম্রাট্‌ও পারেন নি। তিনি তোমার আচরণে বিস্মিত—তোমাকে কন্যাদানের জন্য এখনও লালায়িত। কিন্তু অভাগিনী অন্যের প্রেমাসক্ত হয়ে পিতৃ-আদেশে বন্দিনী। সুতরাং এক অভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নিজের অভাগ্য শতগুণে বর্দ্ধিত ক'র না। যদি তোমার পূর্ণ মহত্ত্ব দেখিয়ে তোমার পিতাকে পূর্ণসুখে সুখী করতে চাও, তা হ'লে রেবেকার উদ্ধারসাধন ক'রে এই রাজকুমারকে প্রদান কর।

মোবা। তা হ'লে ত বাদশার সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে?

ওমার। কিছু করতে হবে না।

উজীর। তা কেমন ক'রে বলব সিস্তানরাজ? আপনি ত দরবারে সম্রাটের প্রতিজ্ঞা শুনেছেন!

ওমার। তবু করতে হবে না, জনাবালি, বিশ্বাস করুন—অন্তঃসারশূন্য গর্ব্বে আপনাকে সন্তুষ্ট করছি না। আমি বিনা যুদ্ধে এই দাম্ভিক সম্রাট্‌কে বশীভূত করব—তাঁর কন্যা গ্রহণ করব। কিন্তু জনাবালি, আমি তাঁকে বাদশার সম্মুখে প্রত্যাখ্যান করেছি। সৌন্দর্য্যে ভূষিত হ'লেও, আমি আর তাকে গ্রহণ করব না। আমি আর এক সুন্দরী দেখেছি! শাজাদীর রূপ-মোহের আবরণ তার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গেছে! এক অপূর্ব্ব প্রেমশক্তি ছিন্নাবরণের অন্তরাল দিয়ে ধীরে ধীরে আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ ক'রে, আমার হৃদয়কে আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে। প্রেমের প্রভাব এতকাল বুঝতে পারি নি—ক্ষণপূর্ব্বে বুঝেছি! তার মুহূর্ত্তের স্পর্শ যুগের যাতনা আমার হৃদয়মধ্যে ঢেলে দিয়ে গেছে। এই অসহ্য যাতনা চিরদিনের জন্য বহন করতে, আপনার আদেশে আপনার এই মহানুভব পুত্র, তাঁর হৃদয়ের সার সর্ব্বস্ব আমাকে দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন—আমি কি তা গ্রহণ করতে পারি? এস বন্ধু, তোমার প্রণয়িনীকে মুক্ত

করবার উপায় অন্বেষণ করি। না পারি, এই রকমে হাত ধরাধরি ক'রে দু'জনে দুনিয়া পর্য্যটন করব।

ওমার। পিতা!

উজীর। যাও মোবারক! পিতা পুত্রের জন্য মহৎ সঙ্গ কামনা করে—মহৎ সঙ্গ লাভের জন্য কত লোক দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি বিনা আয়াসে ঘরের পাশে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছ। ভাগ্যবান্! এখনি তুমি তা গ্রহণ কর।

মোবা। সিস্তানরাজ!

ওমার। এখন প্রথম কার্য্য শাজাদীর উদ্ধার, কি বল সখা?

উজীর। উল্লাসে, বিস্ময়ে, ব্যাকুলতায়—তোমার সখার স্বর বদ্ধ হয়ে গেছে। আমি বলছি, অবশ্য উদ্ধার করবে। তবে আমি সম্রাটের গোলাম—আমি তাঁর দুষমণের সাহায্য করবার অধিকারী নই।

[প্রস্থান।

মোবা। সত্য সত্যই আপনি আমাকে গ্রহণ করলেন সিস্তানরাজ?

ওমার। (বংশীধ্বনি)

(ছদ্মবেশী সৈনিকগণের প্রবেশ)

ওমার। এই যে ধ'রে আছি সখা! সমস্ত পাহাড়ী সরদারদের খবর দাও—তিন দিনের মধ্যে যেন তারা গুলমার্গ দুর্গের পাদদেশে সমবেত হয়। আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বে যদি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে পার, উত্তম—না পার, আমার পৌঁছিবার অপেক্ষা। কিন্তু হুঁসিয়ার—দুর্গাধিকারের পূর্ব্বে কেউ যেন তোমাদের অস্তিত্ব বুঝতে না পারে। সত্বর চ'লে যাও—সকলকে জানাও—জীবনমরণ সংগ্রাম।

চতুর্থ দৃশ্য

গুলমার্গ দুর্গের সন্নিকটস্থ হ্রদ।

আসাদ।

আসাদ। কি বললে রাণী? আমি বাদশাজাদী? শুধু তাই নয়, বাদশার সহধর্ম্মিণী আমার মা? আমার নিষ্ঠুর পিতা আমার মাকে কুটীরে পরিত্যাগ ক'রে, দুনিয়ার মালিকানি ভোগ করছে? লড়ায়ে লুণ্ঠিত বন্দিনীদুহিতা শ্রেষ্ঠ রত্নরাজিসজ্জিত বাসগৃহে, আর আমি গোলামবেশে, মর্য্যাদা-নাশভয়ে পুরুষবেশে, পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি? পতি-পরিত্যক্তা রমণীর সমস্ত যন্ত্রণা নীরবে হৃদয়ে আবদ্ধ ক'রে, সেই উত্তপ্ত বুকে আমাকে রেখে পালন করেছ! মা! তোমার অকৃত্রিম সন্তানস্নেহ কি বৃথা যাবে? অজ্ঞাতসারে তোমার প্রাণের জ্বালার প্রতি স্পন্দনে আমি অভ্যস্থ হয়েছি। দুনিয়ার কোন্ বিভীষিকা আমাকে ভয় দেখাতে পারে? আমি কি তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারব না?

(হাসানের প্রবেশ)

কি খবর?

হাসান। খবর ভাল নয় হুজুর—আমাদের আসবার একঘণ্টা বিলম্বে সমস্ত সুবিধা নষ্ট হয়ে গেছে। একঘণ্টা আগে দশ হাজার পল্টন শাজাদীকে নিয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেছে। আমি উপস্থিত হয়ে দেখি, কেল্লার ফটক প'ড়ে গেছে। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উপস্থিত হ'তে পারলে, আমরা পল্টন পৌঁছিবার আগে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করতে পারতুম।

আসাদ। এখন?

হাসান। কেল্লার ফটক প'ড়ে গেছে—এখন লক্ষ সৈন্য চেষ্টা করলেও সে ফটক খুলতে পারবে না।

আসাদ। তবে এসে কি হ'ল?

হাসান। বৃথা আসা—

আসাদ। তুমি?

হাসান। আমি? কি বলব প্রভু, পূর্ব্বের 'আমি'র আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার সাক্ষী তুমি। তোমার প্রভুর এক মুষ্ট্যাঘাতে আমি অবসন্ন হয়েছি।

আসাদ। তা হ'লে শাজাদীর উদ্ধার হবে না? আমাকে ভালবাসার অপরাধে চিরদিন সে এই ভয়ঙ্কর দুর্গে বন্দী হয়ে থাকবে?

হাসান। তা আমি আর কি বলব, হুজুর! পূর্ব্বেই বলেছি, এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করবার যশের আমিই একমাত্র অধিকারী। বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমিও তোমার মতন এক দিন এইখানে দাঁড়িয়ে এই দুর্গের পানে এমনি সতৃষ্ণ নয়নে চেয়েছিলুম। সম্মুখে কি দেখছ?

আসাদ। কি বিচিত্র! কি বিশাল—কি মহান্! বিচিত্র বিশাল নাল জলাশয়ের উপরে, বিচিত্র মহান্

নীল শৈল যেন আকাশ-ধরণীর সংযোগস্থল হয়ে অবস্থান করছে।

হাসান। আমিও এক দিন এই বিচিত্র বিশালতার মর্ম্ম গ্রহণ করতে এইস্থানেই দাঁড়িয়েছিলুম। সম্মুখে এই হ্রদ, হ্রদমধ্যে এই পাহাড়, পশ্চাতে এই বিশাল অরণ্য, আমি এই তিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে দারুণ চিন্তামগ্ন —প্রতিজ্ঞা এই দুর্গজয় করতে হবে। আজ আমার দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় পেয়ে আকাশে চাঁদ উঠে হাসছে, জলে চাঁদ ডুবে আমাকে ইঙ্গিতে রহস্য করছে। কিন্তু সে দিন আমার শক্তিভয়ে আকাশে চাঁদ উঠতে সাহস করে নি—আমার চতুর্দ্দিকে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার বিরাজ করেছিল।

আসাদ। না হাসান, না ভাই, সে জন্য নয়। সে দিন দুর্ভাগ্যক্রমে চাঁদ তোমার সেই অমানুষিক বীরত্ব দেখতে পায় নি, তাই আজ দেখে ধন্য হবে ব'লে আগে থাকতে আকাশে উঠেছে!

হাসান। দোহাই হুজুর, এ কাজ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কোন অলক্ষ্য দৈবশক্তির সহায়তা না পেলে আমি কখনই উঠতে পারতুম না! তবে ভাই, এ কথা বলছি, যদি আমার পূর্ব্বের মতন শক্তি ও সাহস থাকত, তা হ'লে আজই শাজাদীকে উদ্ধার করবার শ্রেষ্ঠ দিন। কেন না, একশ ক্রোশ পথ পর্য্যটন ক'রে, সমস্ত সেপাই—শাজাদীর সমস্ত সঙ্গী—ক্লান্ত হয়েছে।

আসাদ। আমাদের অবস্থাতেই তা বুঝতে পারছি।

হাসান। যদি শাজাদীর উদ্ধার হয়, তবে সে আজ—আজ গেলে আর নয়!

আসাদ। আজ কি সহায়তা পাব না?

হাসান। কার সহায়তা হুজুর?

আসাদ। দেবতার।

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। অবশ্য পাবে—তোমার সতী জননীর আশীর্ব্বাদরূপ রজ্জু পর্ব্বতগাত্রে নিবদ্ধ আছে। আসাদ! আমি সেই রজ্জু ধ'রে তোমার গর্ব্বরক্ষার জন্য দুর্গে প্রবেশ করতে চল্লুম। (জলে পতন)

আসাদ। তা হবে না—প্রভু! আমার জন্য তোমাকে মরতে দেব না। মরতে হয় একসঙ্গে মরব —একসঙ্গে মরব। (জলে পতন)

হাসান। হা আল্লা! এ কি! এমন উন্মত্ত সাহসী আমি আর ত কখন দেখি নি! ধন্য তোমাদের সাহস —ধন্য তোমাদের সাহস! তবে তোমরা মরতে জান, আর আমি কি কেবল দাঁড়িয়ে দেখতে জানি? এ সময় যদি তোমাদের সঙ্গে না মরব, তবে আর সুখে মরবার সময় পাব কখন? ঈশ্বর! বিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার নাম নিয়ে আমি আর একবার এই হ্রদে ঝাঁপ দিয়েছিলুম! তখন ক্ষুদ্র শক্তিতে আমার কিছু অহঙ্কার ছিল। এখন আমি বৃদ্ধ—আমাতে সে শক্তির কথা নেই। এখন শুধু তোমার নাম সম্বল—তোমার নাম হজরৎ!—তোমার নাম!—(জলে ঝম্প প্রদান)

পঞ্চম দৃশ্য

গুলমার্গ দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

রেবেকা ও সখীগণ।

(সখীগণের গীত)

ভালবেসে শুধু ভালবেসে, সুধু মুখখানি দেখে তার।
আপনার ঘরে আপনি বন্দিনী, ওগো রাণী,
কেন মুখখানি ক'রে ভার॥
তোমারে বাঁধিতে তোমারি প্রাণ,
তোমারে বিলাতে তোমারি দান,
মান অপমান সমানে সমান,
আপনার লাজে আপনি বেড়েছ করেছ গলার হার।
প্রেম সার প্রেম ভার, তুমি কার কে তোমার,
কেন মিছে আঁখিজল সার॥

রেবেকা। যা বাঁদীরা, সব চ'লে যা, আমার শরীর-মন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। আমাকে কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে দে, বিশ্রাম করতে দে। (সখীগণের প্রস্থান) আর দেখা হ'ল না, বুঝি আর দেখা হবে না। আমি বন্দিনী, শুধু দেখবার অপরাধে, শুধু ভালবাসার অপরাধে আমি বন্দিনী। আর দেখা হ'ল না, বুঝি আর দেখা হবে না।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হ্রদমধ্যস্থ গুলমার্গ পর্ব্বত।

ওমার ও আসাদ।

ওমার। তাই ত আসাদ! দূর থেকে এক রকম দেখেছিলুম, কিন্তু পর্ব্বতের তলে এসে একে আর এক রকম দেখছি। এ শৈল যে এত মহান্, তা ত দূর থেকে অনুভব করতে পারি নি!

আসাদ। আমিও ত পারি নি প্রভু! এইটুকু সন্তরণে আস্‌তে আমার হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে।

ওমার। আসাদ! আমি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী খুঁজে পেয়েছি।

আসাদ। কোথায় প্রভু?

ওমার। চাঁদের আজ এত শোভা কেন আসাদ?

আসাদ। ধরণীর চলন্ত চাঁদ আজ নিশ্চল শৈলজলদে ভেসে উঠেছে। কিন্তু পাদমূল বিশাল হ্রদ তরঙ্গে তরঙ্গে এমন উল্লাস দেখাচ্ছে কেন প্রভু?

ওমার। যা কখন সে আর দেখবে না—তা দেখেছে, চাঁদের কিরণে প্রস্ফুটিত কাঞ্চন-শতদল নীলতরঙ্গে ভেসে উঠেছে। আসাদ! একবার চাঁদের পানে চাও, তার পর শীতল কিরণ মুখে মেখে সেইরূপ স্নিগ্ধ কটাক্ষে একবার এই দৃষ্টিহীনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর! এ অপরূপ রূপ—এ মধুর হৃদয় এতকাল আমার কাছে কি অপরাধে লুকিয়ে রেখেছিলে প্রাণেশ্বরি!

আসাদ। নীরস শৈলতলে—নির্ম্মম হ্রদজলে—মৃত্যুর কোলে উপবেশন ক'রে, এ আমি কি শুনছি? আর কি শোনবার স্থান ছিল না? কি করলে প্রভু! আমি যে বাঁদী—এ কি করলে রাজা?

ওমার। আর প্রভু কেন—প্রভু দাস হয়েছে আসাদ!

আসাদ। আর আসাদ কেন! আমি তোমার বাঁদী পলিন।

ওমার। পলিন! আহা কি মধুর নাম! পলিন—পলিন—আমার রাণী—বাঁদী ব'ল না। আমার গলদেশে বাহুবেষ্টনে একবার আমাকে ওমার বল।

আসাদ। অদৃষ্টের তীব্র রহস্যে আমার বড় হাসি পাচ্ছে! খোদা! পুরস্কার দিলে, কিন্তু কোথায় দিলে? এ উষ্ণ সুধা কণ্ঠে ঢেলে গলাধঃকরণ করতেও পারছি না, ফেলতেও পারছি না! ওমার! মধুময় ওমার! উল্লাসে বিষাদে আমার সর্ব্বশরীরে অবসাদ! কি করব! তুমি এমন মধুর, আমিও ত বুঝতে পারি নি!

ওমার। চির ব্যাকুলিত বক্ষ তোমার বিশ্রামের জন্য যে উন্মুক্ত রেখেছি প্রাণেশ্বরি!

আসাদ। দেখ ওমার! পর্ব্বত ভয় দেখাচ্ছে, গভীর হ্রদ ভয় দেখাচ্ছে, সম্মুখের তীরভূমি মরণ অন্ধকার হৃদয়ে পূরে আমাদের গ্রাস করবার জন্য যেন মুখ ব্যাদান করছে। আঃ! কিন্তু কি সুখের অবসাদ প্রাণেশ্বর!

ওমার। আহা হা—কি সুখের অবসাদ প্রাণেশ্বরি!

(আসাদের গীত)

দুনিয়া মিলিয়া তুলিয়া সুর,
করে আবাহন আমার প্রাণ-বঁধুর।
শুনিব কি কানে, বেঁধে লব প্রাণে,
ঢালিয়া দিব কি সমীরণে,
মগ্ন হব কি নগ্ন পরশে মধু হ'তে সে মধুর।
লহর সরশে মিশে মিশে মিশে
ভেসে যাব কতদূর॥

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। বা বা! তোমরা ধন্য! ধন্য তোমাদের সাহস! এই ভীষণ স্থানে ব'সেও তোমরা উল্লাস করছ!

আসাদ। হাসান, তুমি এলে?

হাসান। তোমরা মরিয়া হয়ে জলে ঝাঁপ দিলে—আমি দেখে থাকতে পারলুম না। নাও—ওঠ।

আসাদ। ভাই, একটু বিশ্রাম কর।

হাসান। বিশ্রাম—এখানে কেন? বিশ্রাম একেবারে পাহাড়ের ওপরে শাজাদীর ঘরে।

ওমার। তুমি বালককে তীরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—আমি উঠি। তোমার ন্যায় সহৃদয় বন্ধুর মৃত্যু আমি দেখতে পারব না।

হাসান। (হাস্য) প্রভু! হাসান সঙ্কল্প ক'রে, মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত, কার্য্য শেষ রেখে ফেরে না। তোমরা ফের, আমি উঠি।

আসাদ। তবে সকলেই উঠি।

ওমার। ভাই, বালক পরিশ্রমে অবসন্ন হয়েছে।

হাসান। অবসন্ন হয়েছে প্রভু? বেশ, তবে পিঠে ভর দাও। যৌবনে এই পর্ব্বতে একা উঠেছিলুম। বার্দ্ধক্যে ঈশ্বর পৃষ্ঠে এক ভার সংলগ্ন ক'রে দিলেন। বেশ দাও। তবে—আমার প্রভু—আমার প্রভু—করুণাময়! বৃদ্ধ বয়সে তুমিই আমাকে দান করেছ! এস প্রভু! উপরে চেও না—খোদার নাম লও—পিঠে ভর দাও—ওঠ।

(উপর হইতে রজ্জু-পতন)

ওমার। হে করুণাময়, হে করুণাময়! এ কি, করলে? হাসান! চেয়ে দেখ। ধার্ম্মিক মুসলমান! তোমার মনের বল রজ্জুরূপে উপর থেকে তোমার সহায়তা করতে এসেছে।

হাসান। সত্যি—ইয়া আল্লা এ কি!

আসাদ। ওঠ হাসান—ওঠ—ঈশ্বরের মহৎ নাম স্মরণ করতে করতে ওঠ—হাসান—ওঠ!

সপ্তম দৃশ্য

গুলমার্গ দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

রেবেকা ও সখিগণ।

(গীত):*

জীবন গাথা নিয়ে আমার কথা তারে শোনাব।
নয়ন-আসারে রচিয়া মুকুতা-হার
আজি রে প্রথমে তারে পরাব॥
অনুরাগ-অঞ্জন নয়নে মাখাব তার,
তারি সুখ আশে তারে ক'রে লব আপনার,
মরম দিয়ে দূর, তাহার মরম 'পরে,
মরম ভাগায়ে মোর দেখাব॥

[প্রস্থান।

(আসাদ, হাসান, সিস্তান-সর্দ্দারের প্রবেশ)

সর্দ্দার। সম্রাটের অশ্বরক্ষক সেজে সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে আমি দুর্গে প্রবেশ করেছি। জানি তোমরা আসবে; শাজাদীকে উদ্ধার করতে হবে; তাই সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারের সমস্ত উপায় নিয়ে এসেছি। পাহাড়ী ভাঙ্গে সব পাহারাদারকে বেহুঁস করেছি। এইবারে কি করব সর্দ্দার, হুকুম কর।

হাসান। আর তোমাকে কিছু করতে হবে না। ভাই, ধন্য তোমার সাহস। এস আমার সঙ্গে এস, এই দুর্গের পলায়ন-পথ আমার জানা আছে, এস আমার সঙ্গে—আমরা পথ পরিষ্কার করি।

আসাদ। বিলম্ব ক'র না—চুপে চুপে। প্রভু বাহিরের রক্ষিরূপে অপেক্ষায় আছেন। একা—শীঘ্র যাও সংবাদ দিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠা দূর কর।

[আসাদ, হাসান ও সর্দ্দারের প্রস্থান।

(রেবেকার পুনঃ প্রবেশ)

রেবেকা। শূন্য—শূন্য—সব শূন্য! কি ভীষণ নিস্তব্ধতা এ পুরী আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে! আমার হৃদয় পাষাণ, তাই এই পাষাণ পুরীতে এখনও জীবিত রয়েছি। আর কি দেখতে পাব না? নীলাচল-শিখরের উপর রক্তিম-রাগ-রঞ্জিত যে জ্যোতি এক-বার মাত্র আমার হৃদয়াকাশে উদিত হয়ে আমার চির-বিষাদ-তমোময় জীবনকে মুহূর্ত্তের জন্য সুখের দিব্যা-লোকে আলোকিত ক'রে দিয়ে চকিতের মধ্যে মহা-শূন্যে মিশিয়ে গেল, আর কি এ জীবনে সে জ্যোতির অমৃতস্পর্শ স্নিগ্ধালোক অনুভব করতে পারব না? পিতা, এত নিষ্ঠুর তুমি? বিশ্ববিজেতা সম্রাটের কন্যা আমি—কি অপরাধে আজ এই ভীষণ প্রস্তরদুর্গে বন্দিনী? শুধু দেখার অপরাধে! শুধু প্রাণবিনিময় ভালবাসার অপরাধে আমি বন্দিনী!

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। তাও কি কখন হয় বাদশাজাদী। প্রেম কখনও বন্দী হয় না! প্রাণ কখনও বন্দী হয় না।

রেবেকা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—এ কি! এ কি! স্বপ্ন—না মায়া?

আসাদ। স্বপ্ন নয়—মায়া নয়—সত্য। প্রত্যক্ষ জাগ্রত সত্য।

রেবেকা। তবে সত্যই কি তুমি আমার প্রাণের আরাধ্য দেবতা, আমার স্বপ্ন-জাগরণের নিত্য সহচর, আমার ধ্যান-ধারণায় জাগ্রত ছবি সত্যই কি তুমি এসেছ?

---

* এই গানটি ১ম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আসাদের গীত হইবে এবং সেই গানটি এইস্থানে বসিবে।

আসাদ। ধীরে সুন্দরী—ধীরে। প্রেমের সর্ব্বত্র অবাধ গতি, তাই এসেছি। সুন্দরি! যদি এই গোলামকে দেখা, এই বান্দাকে ভালবাসা জাঁহাপনার চক্ষে অপরাধ হয়, তা হ'লে এই শুভক্ষণে জাঁহাপনাকে শিক্ষা প্রদান কর। দাম্ভিক বিশ্ববিজয়ী সম্রাটকে বুঝিয়ে দাও যে, প্রেম কখনও বন্দী হয় না —প্রাণ কখনও বন্দী হয় না। চল—আমার সঙ্গে চল, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'র না। যদি ভালবাসা তোমার মুখের কথা না হয়, তবে এখনই ওঠ, হাত ধর —সঙ্গে এস। চল—আমার সঙ্গে চল, যেখানে প্রেমে অন্তরায় নাই, সেখানে চল। যেখানে ভালবাসায় দুঃখ নাই, যেখানে প্রণয়ীযুগল অবিরাম অবিশ্রামে স্বর্গীয় বিমল সুখসুধামগ্ন, তথায় চল। আমায় বিশ্বাস ক'রে যেতে পারবে কি শাজাদী?

রেবেকা। তোমাকে বিশ্বাস? যাকে মুহূর্ত্তের জন্য দর্শনমাত্র জীবন-যৌবন প্রাণ-মন সব সমর্পণ করেছি, তাকে বিশ্বাস করতে পারব কি না জিজ্ঞাসা করছ? তুমি কঠিন পুরুষ, নারী-হৃদয় জান না। চল—এখনই চল, তুমি যেখানে যেতে বলবে, সেই আমার স্বর্গ—চির সুখময়—স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত। চল—কোথায় যাবে চল। আমার হাত ধর, হৃদয়েশ্বর; আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে।

(আসাদের গীত)

তুলি ধরি (ছবি) আঁকিতে যাই,
আকুলি ব্যাকুলি মুখটি চাই।
নয়নে নয়ন অবশ অঙ্গ,
তুলি গেল ঝ'রে একি রে রঙ্গ,
নয়নের ঠারে বিঁধেছে আমারে,
মরমে এখন মরিয়া যাই॥
কেবা তুমি কোথা আছ গো,
আমার হইয়া দেখ গো;
মুদি গেছে আঁখি (রূপ) দেখি কি লিখি।
ভেবে না পাই আকুল তাই॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(উজীর ও আলমামুনের প্রবেশ)

আল। কি করব উজীর? আমার নসীব! আমি বালককে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কিন্তু আর ত পারি না। অভাগিনী রেবেকা না জেনে সেই বালকের রূপে মোহিত হয়েছে। যত দিন না সে মতি-পরিবর্ত্তন ক'রে, মোবারককে স্বামিরূপে গ্রহণ করে, তত দিন সে এই ভীষণ দুর্গে আবদ্ধ থাকবে। আর সেই বালক,—সে-ও ত জানে না! আর সে আমার আকাঙ্ক্ষিত বক্ষে স্থান পেলে না—চিরদিন বান্দা হয়ে তাকে থাকতে হ'ল। কিন্তু এ কি উজীর! সমস্ত পুরী এমন বিষম ঘুমে আচ্ছন্ন কেন? এ হ'ল কি?

উজীর। তাই ত দেখছি জাঁহাপনা!

আল। এ সময় যদি শত্রু এসে দুর্গে প্রবেশ করত, তা হ'লে রক্ষা করত কে?

উজীর। আকাশ থেকে প্রস্তুত হ'য়ে যদি শত্রু ঝরে, তবেই এ দুর্গ অধিকৃত হ'তে পারে।

আল। নিজের শক্তিতে যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যেতে পারে, তার ভাগ্যেই শত্রু আকাশ থেকে পতিত হয়।

(নেপথ্যে)। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার—সিস্তানী চোর কেল্লায় ঢুকেছে।

উজীর। এ কি—এ কি!

(জনৈক বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। জাঁহাপনা, সর্ব্বনাশ হয়েছে, শাজাদীকে সিস্তানীরা চুরী ক'রে নিয়ে গেছে।

আল। যা—উজীর সব গেল! মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম —সব গেল!

উজীর। কিছু যাবে না জাঁহাপনা, বরং সমস্ত জগতে আপনার মহিমা প্রচারিত হবে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

চলে আসুন, চলে আসুন। ধন্য সিস্তানী!

আল। লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিস্তান অবরোধ করব, যদি কন্যা না পাই, সিস্তান ধ্বংস করব।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

ভগ্নোদ্যান।

আইরিণ।

আই। তারা আসছে—তারা আসছে—চারিদিকে রব উঠল—তারা আসছে! পার্ব্বতী তটিনী অবিচ্ছিন্ন কল্লোলে গাইছে তারা আসছে! শৈলকন্দর

প্রতিধ্বনি তুলে বলছে—তারা আসছে। বিহগ-কাকলি-মুখর তরু অহ্বান-গানে তাদের আগমন সূচনা করছে। মনে বিষম ব্যাকুলতা! এত দিন ত কই কারও প্রত্যাশায় প্রাণ আমার এত ব্যাকুল হয় নি! এস ওমার, এস পলিন! বিশ্বজয়ী সম্রাটের গর্ব্ব লুণ্ঠন ক'রে আমাকে উপহার দাও!

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। মা—মা—এসেছি।

আই। এসেছিস মা,—এসেছিস্—কি করলি—একা এলি?

আসাদ। সে কি মা! তোমার মেয়ে—আদেশ মাথায় ক'রে বেরিয়েছি—একা আসব—বল কি মা!

আই। এনেছিস? পলিন! এনেছিস? এত দিন পরে কি তোর নাম ধ'রে ডাকতে পারব?

আসাদ। ডাক মা! একবার আমাকে পলিন ব'লে ডাক—কোন্ যুগে মধু আদরে একবার ওই নাম ডাকা শুনেছিলুম! ও নাম যে ভুলে গেছি মা!

আই। ওমার?

আসাদ। শাজাদীকে সঙ্গে নিয়ে মহলে প্রবেশ করেছেন?

আই। ফৌজ আসছে কার?

আসাদ। সম্রাট্ উন্মত্ত হয়ে লক্ষ ফৌজ নিয়ে সিস্তান আক্রমণ করতে আসছেন।

আই। ভয় নেই মা! বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আজ বন্য রমণীর নিকট পরাজিত হবে। এ বিপদের দিন নয় মা, আনন্দের দিন। পুরস্কারের দিন আজ তোমার মরা বাপের শ্রাদ্ধ হবে—আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে। আজ তোমাকে জগৎ সমক্ষে পুরস্কৃত করব—স্বর্গের দ্বার মুক্ত ক'রে তোমাকে দিব্য সুখ অনুভব করাব। তোমার গলে নন্দনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারিজাত-হার অর্পণ করব। এস মা পলিন, সম্রাটকে বন্দী করবার ব্যবস্থা করি।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

সিস্তান—কবর।

(উজীর, আলমামুন ও ওমরাওগণের প্রবেশ)

১ম ওমরাও। দোহাই জাঁহাপনা, এ দুসমনের দেশে, এ বেশে আপনি আর অগ্রসর হবেন না! দোহাই জাঁহাপনা, ফিরুন—ফিরুন—

আল। উজীর! এদের বিরক্ত করতে নিষেধ কর, হুঁসিয়ার, যেন একজনও অস্ত্রধারী এখানে না প্রবেশ করে। যার অস্ত্র আছে, সে এখনি এ স্থান ত্যাগ কর। যদি আসতে চাও, অস্ত্র ত্যাগ ক'রে দীন-বেশে এখানে ফিরে এস।

উজীর। জাঁহাপনা যা আদেশ করছেন, এখনি তা পালন করুন। (ওমরাওগণের প্রস্থান) জাঁহাপনা! বলতে সাহস করছি না—

আল। প্রিয় সুহৃৎ! বলবার আর কথা নেই। ভাই, কিয়ৎক্ষণের জন্য পূর্ব্ব-জীবন-স্মৃতি ভুলে যাও—দীনবেশে নতমস্তকে—তোমার একটি দরিদ্র বন্ধুর পরিত্যক্ত বাল্যলীলাস্থলে একবার প্রবেশ কর। দেখ, দেখ, শৈশবস্মৃতি সহস্র পরীর মূর্ত্তি ধ'রে আমাকে বেষ্টন করতে আসছে।

উজীর। জাঁহাপনা, আপনার গা টল্‌ছে।

আল। ভুলে গেলে—ভাই ভুলে গেলে! জাঁহাপনা? কে সে? (হাস্য) দেখতে পাচ্ছ না—তোমার সম্বোধনে তারা কি রহস্য করছে—দেখতে পাচ্ছ না? আর বল না—হুঁসিয়ার! ভুলে যাও—তোমার দরিদ্র বন্ধু—নাম থরম—এই ভগ্নকুটীরস্তূপের এক অংশে জন্মেছে। ধীরে—ধীরে—এখানকার মৃত্তিকা একদিন দরিদ্র ক্ষুধার্ত্তের অশ্রুজলে সিক্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে—এ মৃত্তিকার স্পর্শশক্তি আছে—দুরন্ত পাদস্পর্শে এ মৃত্তিকাকে নিষ্পীড়িত ক'র না!

উজীর। ধীর আমি সখা—তুমি অধীর হ'য়ো না। আমি দেখছি বিশ্ববিজয়শক্তি তার উদ্ভবমুখে স্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়। অধীর পদক্ষেপে এ পবিত্র তীর্থে প্রবেশ ক'র না—ফিরে এস—ফিরে এস।

আল। ঠিক বলেছ সখা, অগ্রসর হ'তে সাহস হচ্ছে না। ঐ মধ্যে একটি দীন মৃত্তিকাস্তূপ দেখতে পাচ্ছ?

উজীর। পাচ্ছি।

আল। ওটির ভিতরে কে লুকিয়ে আছে বুঝেছ?

উজীর। বুঝেছি। প্রিয়পরিত্যক্তা দারিদ্র্য-নিষ্পীড়িতা এক সতী জীবনভারে আক্রান্ত হ'য়ে ওই শান্তিময় দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

আল। সখা, সমস্ত দুনিয়া ওই স্তূপ-পাদমূলে অঞ্জলি দিলে কি ওই সতীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে পারব না?

উজীর। তা যদি পাও, তা হ'লে বুঝব, তোমার মত ভাগ্যবান্ এ জগতে আর কেহ কখন জন্মগ্রহণ করে নি।

আল। নইলে?

উজীর। ধরণী জয় করতে গৃহত্যাগ ক'রে তুমি ধরণীবাসীর সমস্ত দুঃখ নিজের মস্তকে বহন ক'রে এনেছ।

(আইরিণের প্রবেশ)

আই। সাধ্বী পত্নী-পরিত্যাগী বেইমানী সিস্তানী! এত দিন পরে আমি তোমাকে আয়ত্তে পেয়েছি।

আল। অবনত মস্তকে শাস্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছি রাণী।

আই। তোমার শাস্তি সিস্তানের আইনে নেই।

উজীর। রাণী—রাণী—আমার সখার হয়ে, আমি তোমার কাছে অবনত জানুতে ভিক্ষা চাচ্ছি—মা, হতভাগ্য অপরাধীকে ক্ষমা কর।

সকলে। ক্ষমা কর মা—ক্ষমা কর।

উজীর। মা হতভাগ্যের ঘর গেছে—গর্ব্ব গেছে—ধর্ম্মের একমাত্র সঙ্গিনী স্ত্রী গেছে—শাস্তির চূড়ান্ত হয়েছে—দীন প্রজাকে ক্ষমা কর।

রাণী। তোমরা ক্ষমা চাচ্ছ, কিন্তু এ ব্যক্তি ত চাচ্ছে না?

আল। আমি ত ক্ষমার যোগ্য নই, কোন্ সাহসে চাইব।

আই। তার উপর, তুমি আবার বিদ্রোহী। ফৌজ নিয়ে তুমি বারবার জন্মভূমি আক্রমণ করেছ।

আল। না রাণী, বিদ্রোহী নই, ধর্ম্মযুদ্ধে সিস্তান-রাজকে পরাস্ত করতে এসেছিলুম। যদি বিদ্রোহী হ'তুম, তা হ'লে বারংবার পরাজয়ের অপমান নিয়ে ফিরে যেতুম না। রাণি! দুনিয়া জয়ের সঙ্কল্পই বারংবার তোমার সিস্তান জয় করতে এসেছি! পরাজিত হয়ে উল্লাসে ফিরে গিয়েছি! মনের এ উল্লাসের কারণ আমি কারও কাছে প্রকাশ করতে পারি নি। এত পবিত্র—তোমার সিস্তান আমার চক্ষে এত পবিত্র। সিস্তানীর গুপ্ত যুদ্ধমন্ত্র আমার সৈন্যের কাছে প্রকাশ করলে আমার যুদ্ধ-জয় কেউ রোধ করতে পারত না।

আই। শুনে সন্তুষ্ট হলুম, ক্ষমা করলুম। তবে আজ আবার বহু সৈন্য নিয়ে এসেছ কেন?

আল। আজ কেন এসেছি বুঝতে পারছ ত রাণি! আজ বিদ্রোহী হবার সঙ্কল্প ক'রে এসেছি! আজ আমার সব যায়—আমার পুত্র সম্পর্ক না জেনে আমার অভাগিনী কন্যাকে হরণ ক'রে এনেছে। আমার ধর্ম্ম যায়। তা যদি যায়, গুপ্ত মন্ত্র সমস্ত সৈন্যকে ব'লে দেব—এক দিনে সিস্তানকে ভূমিসাৎ ক'রে চ'লে যাব।

আই। বেশ, তবে পুত্রকে তোমার সমস্ত ওমরাওয়ের সম্মুখে পুত্র ব'লে স্বীকার কর।

আল। এখনি করছি। ওমরাওগন!

(ওমরাওগণের প্রবেশ)

আল। ইস্তাম্বুলের দরবারে যে বালককে বান্দা ব'লে সম্বোধন করেছিলুম, শোন ওমরাওগণ, সেই বালক সম্রাট আলমামুনের সহধর্ম্মিণীর গর্ভজাত পুত্র। রাণি! এইবারে আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

আই। পলিন!

আসাদ। এই যে মা!

(রমণীবেশে আসাদ, রেবেকা, ওমার ও মোবারকের প্রবেশ)

সকলে। এ কি?

আই। (নতজানু) সম্রাট! ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাণী—অমর্য্যাদা করেছি! পুত্র নয় সম্রাট—কন্যা—বুকে ক'রে রেখেছি।

আল। মা, মা,—তুমি যে বিশ্বেশ্বরী। আমি চিরদিন তোমার প্রজা। তোমার গৌরব নিয়েই আমি বিশ্বজয় করেছি, এ বিশ্ব তোমার।

আই। এই ভগ্ন কুটীরস্তূপে—এক অংশে জন্মেছে। আজ হ'তে এই বালকের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন—এতদিনে আমার কার্য্য শেষ হ'ল। রেবেকা এই নাও, তোমার রূপমোহের শান্তিস্বরূপ আমার পুত্রতুল্য—এই সাধু যুবককে গ্রহণ কর।

রেবেকা। মোবারক, অপরাধিনী আমি, আমাকে ক্ষমা কর।

আই। আর এই নিন সম্রাট, আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা। আপনার কনিষ্ঠাকে দেখিনি—এখন দু'জনকে একত্র দেখে, কে শ্রেষ্ঠা বুঝতে পারছি নি।

উজীর। আমি বলছি মা, জ্যেষ্ঠা সুতরাং শ্রেষ্ঠা। এস মা, আমি সম্রাটের হয়ে তোমাকে এই পুরুষ-শ্রেষ্ঠের হাতে সমর্পণ করি।

আল। আর আমি আমার উপার্জ্জিত সমস্ত সাম্রাজ্য তোমাদের উভয়কে যৌতুক প্রদান করি।

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। জাঁহাপনা, গোলামকে মরণের চেয়ে বেশী শাস্তি দেবেন ব'লে বান্দা-বালকের গোলামী করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু নসীব ত আমাকে আপনার গোলামী ত্যাগ করতে দিলে না। মরণের চেয়ে বেশী শাস্তি গোলামের গোলামী, তার চেয়ে যদি কিছু বেশী শাস্তি থাকে, গোলামকে দিতে হুকুম করুন।

আল। তার চেয়ে বেশী শাস্তি এই প্রাণহীনের প্রাণ। নাও হাসান, তোমাকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করব ব'লে এই বালকের অবস্থা পূর্ব্ব হ'তে জেনে তোমাকে তোমার অজ্ঞাতসারে তার অভিভাবক নিযুক্ত ক'রে পাঠিয়েছিলুম। আজ তুমি আমি এই মহীয়সী রাণীর সম্মুখেই এক অবস্থায় দাঁড়িয়েছি। নাও হাসান, আমার হৃদয় নও।

হাসান। অপেক্ষা করুন জাঁহাপনা, অসম্পূর্ণ কার্য্যে গোলামকে এত পুরস্কার দেবেন না! মা! গোলামের কাছে যা প্রতিশ্রুত ছিলে পালন কর।

আই। কি বল?

হাসান। তুমি দৈবশক্তির অধীশ্বরী। সকলে সব পেলে, শুধু তোমার এই ভক্ত প্রজার সুখটুকু কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে?

আল। দোহাই হাসান! মর্ম্মদ্বার সবলে আবদ্ধ ক'রে রেখেছি, তুই কেমন ক'রে জানলি? ভিতরের মর্ম্মকথা কেমন ক'রে পাঠ করলি? উদঘাটন করিস নি—উদঘাটন করিস নি।

হাসান। একবার দেখাও মা—একবার আমার রাজাকে দেখাও মা।

আল। দেখবে? কি দেখাব—রাণী। স্বপ্নের আবরণ কি সত্য সত্যই উন্মুক্ত হবে?

আই। পাবার বিশ্বাস আছে?

আল। তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস।

আই। অভিমানিনি! তোমার স্বামী এসেছে, তবে আর কেন ভুবনেশ্বরী, মুক্ত কবর থেকে উত্থিত হয়ে, অনুতপ্ত পতিকে আশ্বস্ত কর।

(পটপরিবর্ত্তন)

(সিংহাসনোপরি—রাণীর আবির্ভাব)

আসাদ। মা। মা!

আল। অনুতপ্ত—নতজানু—তোমার কুটীরে এসেছি। যদি বেঁচে থাক, কথা কও।

রাণী। স্বামিন্, ভিখারিণীকে আশ্রয় দিন—অভাগিনীকে মার্জ্জনা করুন।

(সখীগণের গীত)

স্বপনে শ্রবণে গোপনে কয়,
আঁখির পলক পাশে আর থাকা ভাল নয়।
এস হৃদিধন করিয়া যতন মনের মতন,
ভবন রচেছি তব তরে,
এস মোর প্রাণসখা একবার দিতে দেখা,
এস ফিরে আপনার ঘরে,
স্বপন কুসুম হেথা স্বপন মলয়।
স্বপন বাসে স্বপন আকাশে,
স্বপনভরা গানে স্বপনহারা প্রাণে,
ধীরে বয় ধীরে কথা কয়,
ভুবন হয়েছে স্বপনময়॥

যবনিকা।

মিডিয়া

(নাটক)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

আল মনসুর	তুর্কীর সুলতান।
সমসের	ঐ উজীর।
ফেরান	সুলতানের দেহরক্ষক।
বুলবন মাবুব }	ঐ ওমরাওদ্বয়।
এলাহী	গ্রাম্য সর্দ্দার।
জিবার	বিজ্ঞান-সাধক।

কৃষকগণ, ওমরাওগণ, চর।

স্ত্রী

মিডিয়া	গ্রীক্-রাজকন্যা।
দৌলত	এলাহীর স্ত্রী।
লুনা	ঐ পৌত্রী।

কৃষকরমণীগণ, শ্রীসঙ্গিনীগণ, বিজলী-সঙ্গিনীগণ।

মিডিয়া

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পল্লীগ্রামস্থ শস্যক্ষেত্র।

গ্রাম্য রমণী।

(গীত)

দিলচোরী ভই মেরি ননদিয়া।
আঁখমে বাণ জোড়ি, জান উখাড়ি
মুলুক হামারি ছোড়ি দিয়া।
হাত জোড় করি মিনতি করিনু হাম,
শ্রবণহি পরশ না গেল ;
যব দূর গেলা বঁধু, ময় সে কুলবধূ
পুনঃ তঁহি দরশ না ভেল।
তবু তক্ থির নেহি হিয়া ননদিয়া,
মেরি আঁখিয়া রোয়ে রোয়ে লালিয়া ॥

(কৃষকের প্রবেশ)

১ম, কৃ। এই, আজ আর তোদের মাঠে কাজ কর্‌তে হবে না—ঘরে চ'লে আয়।

১ম, র। কেন ?

১ম, কৃ। কেন, যে যার ঘরে গিয়ে শুন্‌তে পাবি।

২য় র। তুই কাকে বল্‌ছিস্ ?

১ম কৃ। সকলকেই বলছি—এ কি আর বেছে-গুছে বল্‌ছি, সকলকে এক-সাপটা বল্‌ছি। কেউ আর আজকে মাঠে থাকতে পাবি নি।

১ম, র। আবার তোরা কারও সঙ্গে লড়াই বাঁধালি না কি ?

১ম, কৃ। ও বাঁধাবাঁধির খবর আমি রাখি না। মোড়ল তোদের ঘরে পাঠিয়ে দিতে আমাকে হুকুম করেছে, তাই তোদের বল্‌তে এসেছি। যা, আর দেরী করিস্ নি, ঘরে যা। সেখানে যা জান্‌বার, জান্‌তে পাবি।

১ম, র। মোড়ল যখন হুকুম করেছে, তখন কিছু না কিছু গণ্ডগোল বেঁধেছে। তবে চল্—মাঠের ফসল আজ মাঠেই পড়ে থাক্।

[রমণীগণের প্রস্থান।

(কৃষকগণের প্রবেশ)

২য় কৃ। কি রে, সব জায়গায় খবর দিয়েছিস্ ?

১ম, কৃ। আর দুটো একটা মাঠ বাকী আছে—

২য়, কৃ। যা,—জল্‌দি তাদের খবর দিয়ে আয়।

[১ম কৃষকের প্রস্থান।

৩য়, কৃ। রাজার ইয়াররা শীকার কর্‌তে আস্‌ছে; এ খবর তুই কোথায় পেলি ?

২য়, কৃ। গাঁয়ের পর গাঁ খবর চালাচালি হয়ে গেল। রাজার কতকগুলো বাছা বাছা দানো মোসাহেব—গাঁয়ে গাঁয়ে হৈ চৈ প'ড়ে গেছে। গেরস্ত মেয়ে ছেলে সব ভিন্ন গাঁয়ে সরিয়ে দিয়েছে! দোকানী-পসারী দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে পালিয়েছে।

৩য়, কৃ। তা হ'লে আমাদেরও মেয়েছেলেগুলোকে ত গাঁ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত ?

২য় কৃ। উচিত কি—এখনি দে—ঘরে স্ত্রীলোকের নামের গন্ধ পর্য্যন্ত রাখিস্ নি।

৩য় কৃ। থেকেই বা লাভ কি—রাজার সঙ্গে বিবাদ ত চল্‌বে না—অথচ অন্যায় দেখলে চুপ ক'রে থাকৃতেও ত পার্‌ব না।

২য় কৃ। তা হ'লে গাঁয়ে থাক্‌বে কে ?

(এলাহীর প্রবেশ)

এলাহী। শুধু আমি থাক্‌ব। আর কারও থাক্‌বার দরকার নেই।

৩য় কৃ। বহুত আচ্ছা, তা হ'লে আর কারো থাক্‌বার দরকার নেই।

[তৃতীয় ও দ্বিতীয়ের প্রস্থান।

এলাহী। কোন কিছু গোল বাধুক, আগে থাকৃতে সাবধান হওয়ায় দোষ নেই।

(লুনার প্রবেশ)

লুনা। হাঁ দাদা, লড়াই বাঁধবে নাকি শুনতে পাচ্ছি ?

এলাহী। ঠিক লড়াই নয়, আর বাঁধলেই বা করবি কি ? রাজার সঙ্গে ত আর লড়াই চল্‌বে না ! কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে কি জলে বাস চলে ? যাক্, আর দেরী করিস্ নি, আমার এ ছাড়া দোস্‌রা কাজ আছে, এই বেলা সেরে ফেলি।

লুনা। হাঁ দাদা, সকলে চলে যাবে, আর তুই একা থাক্‌বি ?

এলাহী। আমি না থাক্‌লে গাঁ রক্ষা করবে কে ?

লুনা। জোয়ান জোয়ান মানুষ সব পালাচ্ছে, তুই কোন্ সাহসে থাক্‌বি ?

এলাহী। এই কল্‌জের সাহস।—এ বয়স পর্য্যন্ত জ্ঞানতঃ কখন অন্যায় করি নি। আর যদিই না জেনে খোদার কাছে অপরাধ ক'রে থাকি,খোদা শাস্তি দিতে হয় দেবে। কোথায় পালিয়ে তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাক্‌ব, লুনা ? এইটুকু জেনে এ বয়স পর্য্যন্ত বিপদ পিছনে রেখে পালাই নি। আজও পালাব না।

লুনা। আমি কি করব ?

এলাহী। তুই আর তোর দিদি ওদের সঙ্গে চলে যা। আজ রাত্তিরের মত ইলদিজে গিয়ে থাক্, এ দানাগুলো চ'লে গেলে কাল ফজেরে আবার আসিস্ !

লুনা। আমি যদি থাকি ?

এলাহী। থাক্‌বি !

লুনা। কেন, তুমি কি থাক্‌তে নিষেধ কর ?

এলাহী। থাক্‌তেও বলি না, নিষেধও করি না,—কল্‌জের জোর থাকে, থাক্। তবে যদি থাক, আমাকে আশ্রয় ক'রে থেকো না।

লুনা। তোমাকে আশ্রয় ক'রেই থাক্‌বো। তবে আমার জন্য তোমাকে বিপদে পড়তে দেব না—এটা নিশ্চয় জেনো দাদা ! আশ্রয়—তুমি আমার সহজ আশ্রয় নও। তুমি বেঁচে আছ মনে হ'লেই আমি বাদশার সঙ্গীদের আমার কাছ থেকে দূর ক'রে দিতে পারি। কিন্তু যে তোমার আশ্রয়ে নেই, যে কারও আশ্রয়ে নেই, একা বনের ভিতরে পাহাড়ের ধারে আপনাকে আপনি নিয়ে বাস করে, সে যদি গাঁয়ে থাক্‌তে পারে, আমি থাক্‌তে পার্‌ব না কেন ?

এলাহী। তাই ত, তাই ত লুনা, মিডিয়ার কথা যে ভুলে গিয়েছিলুম !

লুনা। তাই কি সে যেমন তেমন মিডিয়া—তার রূপের কি তুলনা আছে ! তার রূপ দেখলে ইচ্ছা হয়, মিনি মাইনের তার ঘরে বাঁদী হয়ে থাকি।

এলাহী। মনে ছিল না। লুনা, তোর যাওয়া হ'ল না। মিডিয়া ত গাঁ ছেড়ে কোথাও যাবে না। যা, এখনি যা,—আমার নাম ক'রে এখনি তাকে ধ'রে আমাদের ঘরে নিয়ে আয়, আমি আর সব মেয়েছেলে-গুলোকে ইলদিজে পাঠাবার যোগাড় ক'রে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লুনা।

লুনা। ওরা সব মনের আনন্দে গান গায়—হেথা সেথা ছুটে যায়—পাখীর মত নাচে। আমি দেখি, আর মলিন মুখে ব'সে থাকি। ওরা আমায় ডাকে, কাছে পেলে আদর করে, ভালবাসার কত নিদর্শন সুমুখে ধরে—আমি কিন্তু তা গ্রহণ করতে পারি না—মনের সঙ্গে মিশতে পারি না—ওদের মত গাইতে পারি না।

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। কি ভাই লুনা, এমন ক'রে ছুটে আসছিস্ কেন ?

গীত।

কোন্ দেশে কোন্ সোনার বাগানে।
ফুটেছিলি গোলাপ-রাণী, ভেসে এলি বানে॥
ঘুমন্ত দরিয়া ভুলে,
ফেলে রেখে গেছে কূলে,
কুড়িয়ে পেয়েছি আমি এনেছি কূলে,
সুবাসে ধরেছে নেশা, পড়েছি টানে॥

লুনা। এখানে আর এক লহমাও থাকিস্ নি, চ'লে আয়।

মিডিয়া। কেন ?

লুনা। সে সব বল্‌বার সময় নেই। শুন্‌তে হয়, পরে শুন্‌বি।

মিডিয়া। কোথায় যাব ?

লুনা। আমাদের ঘরে। দাদা ব'লে দিলে,—"মিডিয়াকে যেখানে দেখতে পাবি, সেখান থেকেই ধ'রে নিয়ে আস্‌বি।"

মিডিয়া। আমি যাব না।

লুনা। না বল্‌লে শুন্‌বো না, আজ আর কিছু-তেই নিষেধ মান্‌বো না।

মিডিয়া। কারণ কি, না জান্‌লে কোনও উত্তর দিতে পার্‌ব না।

লুনা। দুষ্ট রাজার দুর্দ্দান্ত ওমরাওগুলো বনে শীকার কর্‌তে এসেছে। অনেক দৈত্য-দানা। দাদা ক্ষেতে কাজ কর্‌তে কর্‌তে দেখেছে। দেখেই সকলকে সাবধান কর্‌তে ছুটে এসেছে! তোর ঘরের দোর দিয়ে চ'লে গেছে। সেথা তোকে দেখতে পায় নি। সেই জন্য আমাকে পাঠিয়েছে।

মিডিয়া। তোমার দাদাকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'ল, তার স্নেহ প্রদর্শনে আমি ধন্য হলুম, কিন্তু আমি তাঁর হুকুম রাখতে পার্‌লুম না।

লুনা। এ কথা শুনেও যাবি না!

মিডিয়া। না লুনা, যাব না।

লুনা। তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি?

মিডিয়া। পাগল হব কেন?

লুনা। দেখতে পাচ্ছি হয়েছিস্, আর কেন? নইলে দুর্দ্দান্ত বাদশা আসছে শুনে, এখনও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস!

মিডিয়া। তুইও ত দাঁড়িয়ে আছিস্!

লুনা। আমার পিছনে বল আছে। আমি আর তুই কি এক?

মিডিয়া। আমরাও পিছনে বল আছে।

লুনা। কই, কে তোর্ বল? এক বাপ ছিল, তা' সেও ত ম'রে গেছে। কই আর কাউকে ত দেখি নি।

মিডিয়া। আছে বই কি,—পিছনে বল না থাক্‌লে, কি সাহসে একা এই বনের ভিতরে, লোকালয় থেকে কত দূরে বাস করি। তবে সে বল চক্ষের বিশেষ জ্যোতি না থাক্‌লে দেখতে পাওয়া যায় না।

লুনা। সে কি বল, বল্ না শুনি।

মিডিয়া। হৃদয়-বল ব'লে একটা জিনিস আছে শুনেছিস্?

লুনা। আচ্ছা, সে চোখে সুর্‌মা দিয়ে দেখা যাবে। আর শোনাশুনির দরকার কি?

(নেপথ্যে কোলাহল)

ওই রে, এই দিকেই আসছে—চ'লে আয়।

মিডিয়া। তুই যা লুনা, ঘরে যা—

লুনা। কিছুতেই যাবি নি?

(এলাহীর প্রবেশ)

এলাহী। কই লুনা। কোথায় তুই? আরে ম'ল, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্?

লুনা। তা কি ক'র্‌ব—এ ছুঁড়ী যে কিছুতেই যেতে চায় না।

এলাহী। আজ যাব না বল্‌লে চল্‌বে না মিডিয়া, আজ আমি তোকে নিয়ে যাব।

মিডিয়া। আমি যে যেতে পারব না।

এলাহী। সে কথা আমি শুনব না।

মিডিয়া। আমার যাবার যো নেই।

এলাহী। কেন?

মিডিয়া। পিতার নিষেধ, মৃত্যুকালের প্রতিশ্রুতি —পার্‌ব না।

এলাহী। তোর বাপ পাগল ছিল!

মিডিয়া। না এলাহী, বাপ আমার জ্ঞানী ছিলেন।

এলাহী। (হাস্য) জ্ঞানী ছিল!

মিডিয়া। দুনিয়ার এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তাঁর তুল্য জ্ঞানী ছিল না।

এলাহী। সে ব্যক্তি বুঝি তুমি?

মিডিয়া। না বৃদ্ধ, আমি নই। তিনি জগৎ-প্রসিদ্ধ জিবার।

এলাহী। আরে আল্লা—সেটা ত একটা বেহদ্দ পাগল ছিল। চিরকালটা কেবল কিমিয়া কিমিয়া—সোনা সোনা—আর অমর হবার দাওয়াই খুঁজে মরেছে।

মিডিয়া। সেই পাগল ওস্তাদ, এই দুজনের অভাবে দুনিয়া এমন দুটি মাণিক হারিয়েছে, হাজার বছরের ভিতর সে মাণিক মেলে কি না সন্দেহ।

এলাহী। পাগলের বেটী পাগলী—নে চ'লে আয়। রাজার দানো মোসাহেবগুলোর হাতে প'ড়ে কেন বেইজ্জত হবি—এই বেলা মানে মানে আমার কুঁড়েতে আড্ডা নে।

মিডিয়া। নিতে হয়, এর পরে না হয় নেওয়া যাবে।

এলাহী। তা হ'লে আজ আর নয়?

মিডিয়া। আজ কিছুতেই নয়।

লুনা। আ মর্, মিছে কথা কাটাচ্ছিস্ কেন? নে, আমার সঙ্গে আয়।

মিডিয়া। আজ কিছুতেই নয়। আজ পিতার

জ্ঞানের পরীক্ষা। দুনিয়া এক দিকে, আর আমি এক দিকে।

এলাহী। তা হ'লে মানে মানে যাবি নি?

মিডিয়া। হুসিয়ার বৃদ্ধ, আমি গ্রীক দুহিতা। যে গ্রীক, সে তুর্কীর সাহায্যে রক্ষা পেতে চায় না। এলাহী, আমার আত্মরক্ষার প্রয়োজন, আমি চ'ললুম।

(নেপথ্যে কোলাহল)

এলাহী। নে লুনা, চ'লে আয়। ও কম্বক্তির মতলব ভাল নয়।

[মিডিয়ার প্রস্থান।

এলাহী। কি করব লুনা?

লুনা। করবার আর কি আছে দাদা—আমি ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

এলাহী। তবে যাক্, দূর হ'ক। চ'লে আয়। ও কম্বক্তির মতলব ভাল নয়।

লুনা। তাই মনে হচ্চে। কম্বক্তি মনে করেছে, বাদশাকে রূপে ভুলিয়ে বশ ক'রবে।

এলাহী। (হাস্য) ঠিক তাই লুনা, ঠিক তাই—নইলে আমি প্রাণের আবেগে তার ধর্ম্মরক্ষা করতে এলুম—কম্বক্তি আমার সঙ্গে এলো না। (হাস্য) রুমের বাদশা—দুনিয়ার মালিক—সে বনের জানোয়ারকে কি বেগম করবে মনে করেছে?—ভুলিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবে—ধর্ম্ম খাবে—তার পর কস্‌বী ক'রে রাস্তায় ছেড়ে দেবে। রাণী হবে ব'লে সারা দুনিয়ার সেরা সুন্দরী এসেছে—এসে ধর্ম্ম বেচে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘরে ফিরে গেছে। নে আয়। রূপ! তাদের তুলনায় তোর রূপ!—যা, দূর হয়ে যা! যাবি—ধর্ম্ম হারাবি—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বনে আসবি। কিন্তু বেইমানী, তুমি যেই হও—তখন তোমাকে আমি এ অঞ্চলে আর আসতে দেব না। ইমান হারিয়ে তুমি যে আমার গাঁয়ের হাওয়া খারাপ ক'রে দেবে, তা হবে না—তখন চুলের মুঠি ধ'রব—আর—

লুনা। উঃ—উঃ!—আমি—আমি!

এলাহী। তুই—লুনা—তুই? মিডিয়া মনে ক'রে তোর চুল ধরেছি?

লুনা। চুলের মুঠি ধ'রে কি করবে—মা'রবে? হাঁ দাদা—মিডিয়াকে কি মা'রবে?

এলাহী। এতই ভুল করলুম যে, তোর চুলের মুঠি ধরলুম!—কি ব'ললে লুনা? মিডিয়া কি ব'লে গেল? আমার বাপ জ্ঞানী!" ঠিক ত লুনা, মিডিয়া ত ঠিক ব'লে গেল! তার বাপ যথার্থই দেখছি জ্ঞানী! জ্ঞানীর মেয়ে জ্ঞানী—এই বনের রাণী। আমি চাষা—নিরেট মূর্খ—তাকে সাজা দেবার কথা মনে আনতে, তোকে সাজা দিয়ে বসলুম!

লুনা। পরের মেয়ে, তাকে সাজা দেবার দরকার কি দাদা?

এলাহী। পরের মেয়ে—ও কথা বলিস্ নি লুনা—মিডিয়া পরের মেয়ে নয়।

লুনা। তবে কার মেয়ে?

এলাহী। এখন আমার মেয়ে! শুনলি নি তার বাপ জ্ঞানী। দুনিয়া থেকে তাড়া খেয়ে কোথা থেকে এখানে এসেছিল—এক বছর রইল, তার পর মেয়েকে একা রেখে—লুনা—লুনা—গাঁয়ের বাইরে বড় একটা পা দিই নি, দুনিয়ার সেরা রূপ কি তা জানি না—কিন্তু লুনা, মিডিয়াকে দেখে মনে হয়, এ রূপ বুঝি দুনিয়ায় নেই—বেহেস্তে নেই—সেই মেয়েকে একা রেখে, বৃদ্ধ বিদেশী দুনিয়া ছেড়ে চ'লে গেছে। জ্ঞানী—শুনলি নি? ব'ললে, জ্ঞানী! কেন সে বনে এল, কেন সে মেয়েকে এখানে রেখে চ'লে গেল? সে জানে যে, এখানে এলাহী আছে। রাজার আশ্রয়ে সে মেয়েকে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি—তাই এই চাষার কাছে রেখে গেছে। দুনিয়া ছাড়বার সময় নিশ্চয় মনে মনে ব'লে গেছে—"এলাহী! আমার মিডিয়াকে তোমার কাছে রেখে গেলুম।" নে, আয় দিদি ঘরে যাই—ঘরে বসি, ব'সে ভাবি—মিডিয়া আমার ঘরে এলো না—এত সাধলুম এলো না। কেন এলো না—কেন এলো না—কেন এলো না!—

লুনা। দাদা! আমাকে আর একবার ছেড়ে দাও।

এলাহী। না, এখন ছাড়ব না। (নেপথ্যে কোলাহল) ওই আসছে—অত্যাচারী রাজার অত্যাচারী ওমরাও—মিডিয়ার কুঁড়ে ঘর—গাঁয়ে ঢুকতেই তাদের চক্ষে পড়বে! তারা সেই ঘরে ঢুকে দেখবে, গাঁ থেকে দূরে, জন-প্রাণীর অগোচরে, দুনিয়ার সেরা সুন্দরী। লুনা, জ্ঞানীর মেয়ে কেমন ক'রে ইজ্জত বজায় রাখে, আমি একবার দেখব। তার পর তোকে ছাড়ব।—যা, এখন ঘরে যা, এই লাঙ্গল নিয়ে যা—ঘরে গিয়ে তোর দিদিতে আর তোতে দরজা বন্ধ ক'রে

ব'সে থাক। যতক্ষণ না ফিরবো, ততক্ষণ দরজা খুলিস্ নি।

(গীত)

সে যে বসে আছে কাছে আপনার।
ঘেরে আছে তারে, তারই মন ব্যথা,
তাহারই কাহিনী সজনী তার॥
কোথা হ'তে এল কে জানে,
ফুটেছিল কোন্ কাননে,
সারা বেলা থাকে বিজনে সে বসে, মুখ পানে
চেয়ে কার,
সে বোঝে, সে জানে, সে কয়, সে শোনে,
বাহিরে লুকিয়ে ছুনিয়ার॥

তৃতীয় দৃশ্য

শৈলতল।

মিডিয়া।

মিডিয়া। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচ বৎসর অতীত হ'য়ে গেল। পাঁচ বৎসর এই বনভূমে আমি একা। আমাকে সুখী কর্‌বার জন্য গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ছুটে আসে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গ গ্রহণ করতে পারি না ব'লে তারা এসে এসে ফিরে যায়—মলিন মুখে ফিরে যায়। হতাশ হ'য়ে তারা আমার কাছে আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। লুনা কেবল আমাকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লে না। আর পার্‌লে না এলাহী। আজ আমার বিপদ বুঝে আবার আমার কাছে ছুটে এসেছে। আমি সাহায্য নিতে চাই না ব'লে, বৃদ্ধ কৃষক মনোভঙ্গে ফিরে যায়—সময়ে সময়ে ক্রোধে তার মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আমি তা দেখি, কিন্তু দেখেও তার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে পারি না। পারি না- কেন? প্রচণ্ড দম্ভ—রাজ্যেশ্বর পিতা আমাকে আশ্রয় দিতে পার্‌লে না, ক্ষুদ্র কৃষক আমাকে আশ্রয় দিবে কি! পিতা—আমার জ্ঞানী পিতা—আজন্ম আমাকে একাকিনী থাকৃতে শিক্ষা দিয়েছেন—রাজকন্যা, প্রাসাদের মধ্যে বাস ক'রেও আমি সঙ্গী পাই নি। সঙ্গীর মধ্যে ছিলেন একমাত্র পিতা—সেই পিতা আমাকে এই বনভূমে নিরাশ্রয় রেখে চ'লে গেছেন। ব'লে গেছেন, মিডিয়া আমার গুরু ছাড়া আর কারও আশ্রয় গ্রহণ ক'র না। কিন্তু কোথায় গুরু? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার তাঁকে দেখেছিলুম—আর তাঁকে—আমি কেন—পিতা পর্য্যন্ত দেখেন নি। পিতা মৃত্যুকালে গুরুকে দেখবার জন্য বিস্ফারিত নেত্রে দেহত্যাগ করেছেন। সে অতিবৃদ্ধ কি আজও বেঁচে আছে? যদি থাকে, আমি কেমন ক'রে তার আশ্রয় নেব? এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা রাজ্যহারা, আমি পিতৃহারা—সে কেমন করে আমাকে খুঁজে পাবে? আমি একান্ত সঙ্গিহীন—আকর্ষণ মন্ত্র জানি না ব'লে পশুপাখীও আমার কাছে আসে না। কেবল থেকে থেকে মনে হয়, আকাশভেদী ধূসর শৈল এই নিরাশ্রয়াকে বুক দিয়ে যেন আবৃত ক'রে রাখে—তারাদীপ্ত তরঙ্গ-বক্ষে কৃষ্ণসাগর যেন আমার পানে প্রহরীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। আমি নিরাশ্রয়—কল্পব্যাপী কর্কশতার মধ্যে যদি এখনও পর্য্যন্ত তোমার হৃদয়ে কোমলতার একটি-মাত্র বিন্দুও লুকায়িত থাকে, তা হ'লে শুন গিরিরাজ, আমি নিরাশ্রয়। স্মরণাতীত কালের কোন করুণাময়ের আবদ্ধ অশ্রুজলে যদি তোমার লবণাম্বুদেহ সৃষ্ট হয়ে থাকে, তা হ'লে শুন কৃষ্ণসাগর, আমি নিরাশ্রয়।

(গীত)

আজি ভাসায়ে দিলাম অকূলে।
যেথানে যা ছিল আশা, ভালবাসা, মরম-মূলে॥
হৃদয়ের তার ছিঁড়িছে আমার,
কেন আঁখি হল ভার কি জলে,
মন না মানি, কেন কি জানি, কি মধুর বাণী,
শ্রবণে তুলে॥

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। গা, গা—আবার গা—আবার গা'—শুনি।

মিডিয়া। কে তুমি?

জিবার। আবার গা—আবার—দূরের ক্ষীণ-কণ্ঠ—শুনে পিপাসা মিটিল না—আবার গা'—শুনি।

মিডিয়া। কে তুমি?

জিবার। পাঁচ বৎসর মনুষ্যকণ্ঠ শুনি নি, জীবের স্বর পর্য্যন্ত কানে প্রবেশ করে নি—নিজে কথা ক'য়ে নিজে শুনে মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছি—সেই আমি শ্রবণ-ভিখারী—গা গা—আর একবার গা,—শুনি।

মিডিয়া। কেও—তুমি! গুরু!

জিবার। গুরু! কে তুই—কে তুই—আমার ইজিয়াস? প্রিয় শিষ্য—জ্ঞানীর শিরোমণি—ইজিয়াস?

মিডিয়া। ইজিয়াস নেই।

জিবার। নেই! ইজিয়াস নেই! গেছে—এরই মধ্যে চ'লে গেছে! আমার ফেরবার অপেক্ষা করলে না! আমি যাকে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দেব ব'লে—এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর—দুরন্ত অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এলুম—সে ইজিয়াস নেই! যাক্, তার রাজ্য?

মিডিয়া। নেই—প্রবলপ্রতাপ সম্রাট আল্ মনসুর তা অধিকার করেছে।

জিবার। রাজ্য গেছে!—আচ্ছা যাক্। তার কন্যা?

মিডিয়া। আছে।

জিবার। কোথায় আছে?

মিডিয়া। এই আপনারই সম্মুখে—

জিবার। তুই—তুই ইজিয়াস-কন্যা মিডিয়া? তুই আমাকে চিনতে পেরেছিস্! একবার দেখা—তবু তুই আমাকে চিন্‌তে পেরেছিস্ মিডিয়া? বা মিডিয়া, ধন্য মিডিয়া—আছে, আমার ইজিয়াস বেঁচে আছে—এমন মেয়ে যার, সে মরে নি। পাঁচ বৎসর—একাকী দুনিয়ার অভ্যন্তরে—মানুষের স্মৃতির বাইরে—আগে-পাছে অন্ধকার—আশে পাশে অন্ধকার—উপরে নীচে—উঃ! মিডিয়া, কি অন্ধকার! অন্ধকার পান করেছি, অন্ধকার গায়ে মেখেছি—অন্ধকারের বিছানা ক'রে অন্ধকারের বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়েছি—এখনও প্রতি লোমকূপে রাশি রাশি অন্ধকার ঢুকে আছে—

মিডিয়া। তবু আপনি বেঁচে আছেন?

জিবার। মনে হচ্ছে আছি! অন্ধকার থেকে বেরিয়ে দেখি, সুমুখে কৃষ্ণসাগর। মুখ দেখলুম, নিজেকে চিন্‌তে পারলুম না! সর্ব্বাঙ্গে হাত দিলুম—আছি কি না আছি বুঝতে পারলুম না। শেষে তোর গান আমার কানে ঢুকলো, তখন মনে হ'ল আমি আছি। তুই আমাকে দেখলি, চিন্‌লি—এখন মনে হচ্ছে আমি আছি। গা—মিডিয়া, আবার গা—আর একবার শুনি—শুনে, আমি আছি বুঝে নিশ্চিন্ত হই। তোর পিতার মমতায় পঞ্চবর্ষ আমি স্বরচিত অন্ধকারে—দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতরে—আলোক-লাঞ্ছিত দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান ক'রে বাস করেছি। দুনিয়ার আমি, এই রাগে আমি আমাকে পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছি। তুই গুরু ব'লে না চিন্‌লে আমাকে আমি ব'লে আমার বিশ্বাস হ'ত না। গা—মিডিয়া—গা—আর একবার গা—এমন মধুর স্বর তোর কণ্ঠে লুকানো ছিল মিডিয়া!—গা—আর একবার গা।

মিডিয়া। আর গাইব না।

জিবার। আর গাইবি নি! আমাকে দেখে কি তোর উল্লাস নিবে গেল?

মিডিয়া। নিবে গেল! আবার কেন এলে গুরু? তোমার আশাপথ চেয়ে চেয়ে পিতা বিস্ফারিত নেত্রে দেহত্যাগ করেছেন। তোমার পথ চেয়ে চেয়ে আজ সবে মাত্র আমি হতাশ হয়েছি। হতাশার পর মুহূর্ত্তে এক নূতন আনন্দ লাভ করেছি! সে আনন্দে, জীবনে সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীত আমার কণ্ঠ থেকে স্ফুরিত হয়েছে। যে দণ্ডে জেনেছি জগতে আমার কেউ নেই; সেই দণ্ডেই সুর-লয়ে আশ্বাস-বাণী আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করেছে।

জিবার। ঠিক মিডিয়া—ঠিক?

মিডিয়া। এই বাণীই এখন থেকে আমার সহচরী। এই শৈলতল এখন থেকে তার লীলাস্থল!

জিবার। ঠিক মিডিয়া—ঠিক? (তীব্র দৃষ্টিতে মিডিয়ার পানে চাহিল)

মিডিয়া। কি দেখছেন গুরু—আমি মিডিয়া কি না তাই দেখছেন?

জিবার। (হাস্য) সেই মিডিয়া!

মিডিয়া। না।

জিবার। সেই কমল-পলাশ তুল্য কোমল—সেই দূর-গগনের চিরকম্পিত তারকা-প্রতিভার মত উজ্জ্বল সেই মিডিয়া। আমি একবার তোর মুখ দেখেছি—আবার পাঁচ বৎসর পরে আজ দেখ্‌লুম—তুই সেই মিডিয়া!

মিডিয়া। না গুরু! আর একবার দেখুন, ভাল ক'রে দেখুন—আজ আমি এই যুগান্তদর্শী শৈলের কাছে কঠোরতা, আর এই পদতলস্থ বন্ধুর অধিত্যকার কাছে সহিষ্ণুতা উপহার পেয়েছি।

জিবার। ঠিক পেয়েছ?

মিডিয়া। ঠিক পেয়েছি। আর আমার দুনিয়ায় কারও জন্য মমতা নাই।

জিবার। ঐশ্বর্য্যে?

মিডিয়া। সে মমতা ত পাঁচ বৎসরের তীব্র দারিদ্র্যের পেষণে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

জিবার। জীবনে?

মিডিয়া। তা থাকলে, সিংহ-নিষেবিত এই গভীর অরণ্যে, এই শিলাতলে, ব'সে গান গাইতে পারতুম না।

জিবার। রূপে?

মিডিয়া। গুরু, পাঁচ বৎসর আপনি অন্ধকারের পূজা করেছেন। যদি এমন কোন অন্ধকার আপনার অধিকারে থাকে, যা গায়ে মাখ্‌লে, কৃষ্ণসাগরের সমস্ত জলেও তা ধৌত করতে না পারে, আমাকে দিন—এখনি দিন। আমি আপনার সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে, এ ছাই রূপকে দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দিই। যে চিরদুঃখী, তার আবার রূপ কেন?

জিবার। কি বল্‌লি, রূপ কেন? আমার প্রাণের ইজিয়াস—তার কন্যার রূপ থাকবে না! খবরদার, আর এমন কথা বলিস্ নি!—সুধু রূপ—চিরযৌবনার রূপ—মিডিয়া তোকে আমি যদি অনন্ত যৌবন, অটুট রূপ দিতে না পার্‌লুম, তবে ইজিয়াসের গুরু ব'লে আমার কিসের অহঙ্কার?

মিডিয়া। অনন্ত যৌবন, অটুট রূপ নিয়ে আমি কি ক'রব?

জিবার। নেচে গেয়ে আমাকে ভোলাবি—জগৎকে ভোলাবি।

মিডিয়া। তুমি ক' দিন থাক্‌বে গুরু?

জিবার। যত দিন তোর অভিরুচি, তত দিন থাক্‌ব।

মিডিয়া। গুরু, আপনি যে অন্ধকার থেকে এসেছেন, সেই অন্ধকারে ফিরে যান।

জিবার। কেন মিডিয়া?

মিডিয়া। আপনাকে পাগল জ্ঞানে, আপনার প্রতি আমার অভক্তি আসছে। (নেপথ্যে—কোলাহল)

জিবার। কিসের কোলাহল মিডিয়া?

মিডিয়া। দুর্দ্দান্ত আল্‌মন্‌হুর, তার দুর্ব্বৃত্ত সহচর সঙ্গে এই বনে মৃগয়া করতে এসেছে।

জিবার। আল্‌মন্‌হুর! সেই ত তোর পিতার রাজ্য গ্রাস করেছে?

মিডিয়া। পিতার রাজ্য গ্রাস করেছে—এখন আমাকে গ্রাস করতে আসছে।

জিবার। তুই আল্‌মন্‌হুরকে দেখেছিস্?

মিডিয়া। না।

জিবার। দেখ্‌বি?

মিডিয়া। যদি পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পার্‌তুম, তা হ'লে দেখ্‌তুম।

জিবার। যদি নেবার ব্যবস্থা করি?

মিডিয়া। আপনি? বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের বিরুদ্ধে? কম্পিত-দেহ স্থবির! অন্ধকারের পুনরাশ্রয় নিতে, আপনি এই মুহূর্ত্তেই এই স্থান ত্যাগ করুন। পিতার আদেশে পাঁচ বৎসর আপনার প্রতীক্ষায় একাকিনী এই পার্ব্বত্য অরণ্যে বাস কর্‌ছিলুম। নিরাশ্রয় বালিকা বোধে এক করুণাময় কৃষক আশ্রয় দিতে এসেছিল। আমি তাকে অপমানিত ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি। কৃষ্ণসাগরে ঝাঁপ দিয়ে এখনি আমাকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে। গুরু, আপনার অপেক্ষায় ছিলুম, যেন আপনাকে দেখে আমি নিরাশ হয়েছি।

জিবার। যদি পারি?

মিডিয়া। কেন আমাকে শুদ্ধ পাগল করবে! তুমি চ'লে যাও।

জিবার। বল মিডিয়া, আল্‌মন্‌হুরকে জাহান্নমে পাঠিয়ে, আমার প্রিয় শিষ্যের অকালমরণের প্রতিশোধ নি। বল্‌লি নি, বিশ্বাস হ'ল না? বেশ আমার আশ্রয় নিতে যদি তোর লজ্জা হয়—আমাকে বাঁচা!

মিডিয়া। কেমন ক'রে বাঁচাব?

জিবার। একটু জল দিয়ে।

মিডিয়া। (স্বগত) তাই ত! ঘরে ত এক ফোঁটাও জল নেই। জল আন্‌তে হ'লে আমাকে নিশ্চয়ই ঐ দুর্ব্বৃত্তদিগের সম্মুখে পড়্‌তে হবে।

জিবার। দিতে পার্‌বি না?

মিডিয়া। রহুন, একটু ভাবি।

জিবার। বেশ, তুই ভাব। ততক্ষণ আমি শুই। যদি না উঠি, তা হ'লে আমাকে তোর পিতার করব-পার্শ্বে আশ্রয় দিস।

মিডিয়া। (স্বগত) পিতৃগুরু—সম্মুখে তৃষ্ণায় পানীয়ের অভাবে মরবে? (প্রকাশ্যে) না হজরত, শয়ন করবেন না। কুটীরে জল নেই—ঝরণা থেকে আমি জল নিয়ে আসি।

[মিডিয়ার প্রস্থান।

জিবার। ইজিয়াস—ইজিয়াস—তোমার কন্যাকে পেয়ে, তোমার জন্য শোক কর্‌বার আমি অবসর পেলুম না। আল্‌মন্‌হুর্ আর আমি—মিডিয়া, আমার প্রাণের

প্রাণ ইজিয়াস-নন্দিনী মিডিয়া! তোকে একপাশে আর জগজ্জয়ী আল্‌মনসুরকে একপাশে রেখে দুনিয়াকে দেখাব, বিজ্ঞানবলে আর পাশববলে কত প্রভেদ! দেখাব—তোকে দিয়ে দেখাব—দুনিয়া দেখবে। দেখলে আমার বিজ্ঞান-শিক্ষা সার্থক হবে! (নেপথ্যে কোলাহল) তাই ত গোলমালটা এইদিকেই আসছে না? তবে কি সত্য সত্যই পাষণ্ড বাদশা মিডিয়াকে একাকিনী মনে ক'রে তার প্রতি অত্যাচার করতে আসছে?

(বুলবনের প্রবেশ)

বুল। বস্! এতক্ষণ পরে খুঁজে বার করেছি। বেশ, বিবিজান বেশ, এমন দেদো পাহাড়ের গর্ত থেকে পাপিয়ার তান ধরতে হয়? সমজদারে এ তান শুন্‌লে ব'সে আছাড় খায় যে বিবি! কি ক'রে যে তোমাকে খুঁজে বা'র্ করেছি, তা' যদি তুমি শোন, তা হ'লে বুঝতে, প্রাণটা আমার আগেই তোমার গায়ে ছুড়ে মেরেছি। শেষে তোমার প্রেমের রশির সঙ্গে বেঁধে ঝুলতে ঝুলতে পাহাড়ে উঠেছি।

(মাবুবের প্রবেশ)

মাবুব। বিবি কোথায় হে! এ যে বাবা!

বুল। আরে ম'ল! বাবা?

মাবুব। বাবা ব'লে বাবা, এ যে আদম বাবার চৌদ্দ পুরুষ। বয়সের গাছ-পাথর নেই।

বুল। তাই ত! ও বুড়ো ইয়ার, তুমি এইখানে লুকিয়ে লুকিয়ে পাপিয়া বিবির পিলু বাঁরোয়ার জাবর কাটছ!

জিবার। তোমরা কে বাবা?

বুব। চোপ—বাবা কি রে শালা—তোমার বাবা হ'তে হ'লে চা'র হাতে ডালে ঝুলতে হয়!

মাবুব। তোমার আগে কি আর মানুষ আছে?

বুল। নে, বল্—এখানে যে গান গাচ্ছিল, সে কোথা গেল? হাঁ ক'রে মুখের দিকে চাচ্ছ কি—ব'লে ফেল মিঞাজান—

মাবুব। ভয় নেই—ব'লে ফেল মিঞাজান। আমরা শুধু আল্‌টপকায় দুটো গান চেকে নেব—

বুল। ভয় নেই, তোমার জাবরের বখরা নেব না।

জিবার। (স্বগত) দেখছি এ দুর্ব্বৃত্তেরা মিডিয়ারই অনুসন্ধান করেছে। বালিকাকে দেখলে এরা তার ইজ্জত রাখবে না। শক্তি-ভাণ্ডার আবিষ্কার ক'রে দুটো দুর্ব্বৃত্ত পশুর হাতে আমার মিডিয়ার লাঞ্ছনা দেখ্‌ব?

বুল। মনে করেছ কি, বল্‌বে না?

জিবার। যদি না বলি?

বুল। (জিবারের গলা ধরিয়া) না বল্‌লে এই—

মাবুব। থাক্ থাক্—বুড়ো মানুষ—

জিবার। ছেড়ে দাও, বুঝেছি—বল্‌ছি। (স্বগত) হতভাগারা কার গলা ধরেছে তা ত জানে না। এখনি যে দুটোকে তুচ্ছ কীটের মত অঙ্গুলির টিপে মেরে ফেল্‌তে পারি, তা বোঝবারও ত শক্তি এদের নেই। আমাকে দুর্ব্বল মনে ক'রে আক্রমণ করতে এসেছে,—আমার হাসি পাচ্ছে!

বুল। হাঁ বাবা, পথে এস।

জিবার। (স্বগত) আমার ওপর অত্যাচার ক'রে যেন বেঁচে গেল। কিন্তু মিডিয়ার গায়ে হাত ঠেকানটি পর্য্যন্ত যে সহ্য কর্‌তে পারব না।

মাবুব। কি বাবা, আবার বুঁজে গেলে যে!

জিবার। আর বলাবলি কি—কোথায় সে আছে, দেখিয়েই দিইগে চল।

বুল। চল।

মাবুব। এই ত ইয়ারের মতন কথা—দেখিয়ে দাও—তার পর বক্‌সিস নাও।

জিবার। বেশ চল।

[সকলের প্রস্থান।

(কলসী মস্তকে মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। নিত্য সহচর দুঃখ এখন আমার একমাত্র সুখের নিদান হয়েছে। এখন অন্য সঙ্গে আমার সুখ নাই। তাই লুনাকে সঙ্গে রাখি না, গ্রাম্য বালিকাদের কাছে আস্‌তে দিই না। এলাহীর অনুচর হবার কাতর আবেদন উপেক্ষা করি। হে স্থবির! তবে কিসের আস্বাদ দিতে পাঁচ বৎসর পরে কম্পিত-কলেবরে আমাকে দেখা দিতে এসেছ? পাগল না হ'লে আর কেহ এ আশ্বাসবাণী আমাকে শোনাতে সাহস কর্‌ত না! এত উন্মত্ত তুমি, তুমি আমাকে দুর্দ্ধর্ষ আলমনসুরের প্রতিপক্ষ কর্‌তে চাও! নাও গুরু, জলপান কর। তাই ত! কই গুরু?—পিপাসার উন্মত্ততায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বৃদ্ধ কি কোন দিকে ছুটে গেল?—না না—ও কি? বৃদ্ধকে অপমানিত কর্‌তে কর্‌তে ও কারা যাচ্ছে? বুঝতে পেরেছি। ওরা

সব পাপিষ্ঠ বাদশার সঙ্গী—আমারই অন্বেষণে এসেছে; আমারই জন্য ওরা বৃদ্ধকে লাঞ্ছনা দিচ্ছে। তাই ত, কি করি? পিতা যাঁর নামের উপর আমাকে সমর্পণ ক'রে সুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, সেই গুরু আজ পাপিষ্ঠদের হাতে লাঞ্ছিত। জরাজীর্ণ স্থবির আপনাকেই রক্ষা করতে অশক্ত, আমাকে কেমন ক'রে রক্ষা করবেন? রক্ষা—আর রক্ষা—কোথা রক্ষা—পিপাসার্ত্ত শুষ্ক প্রহারে জর্জ্জরিত! তাই ত বৃদ্ধকে আপাততঃ রক্ষা করতে হ'লে আমি এখানে আছি, পাপিষ্ঠদের জানাতে হয়—তার পর? এখনি ত আমার পিছনে ছুটবে!—কোথায় যাব! কার আশ্রয় নেব? —মেরে ফেল্‌লে—পিতার গুরুকে মেরে ফেল্‌লে! ওগো—ওগো! বৃদ্ধকে মেরো না—আমি এখানে (নেপথ্যে ঐ—ঐ)। [মিডিয়ার প্রস্থান।

(বুল্‌বনের প্রবেশ)

বুল্। পেয়েছি—তোমায় পেয়েছি—

(মনসুরের প্রবেশ)

মন। ফিরে এস, ছোটবার প্রয়োজন নেই।

বুল। জঁাহাপনা! এক অপূর্ব্ব সুন্দরী! হুকুম করুন, তাকে এনে আপনাকে উপহার দি।

মন। প্রয়োজন নেই।

বুল। আমাদের জ্ঞানে এরূপ সুন্দরী আর কখনও দেখি নি।

মন। তা' হ'ক, তবু প্রয়োজন নেই।

বুল। প্রয়োজন নেই?

মন। না। সুন্দরী এনে এনে আমি ক্লান্ত হয়েছি। যে উদ্দেশ্যে সমস্ত দুনিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী আমি রাজপ্রাসাদে আনিয়েছিলুম, তা সিদ্ধ হ'ল না। যা' চেয়েছিলুম, তা' পেলুম না। এখন বুঝেছি, দম্ভের উপর আত্মনির্ভর ক'রে, আমার তাকে—কি বলব—তাকে পাবার চেষ্টা করা বৃথা। অন্বেষণে হতাশ হ'য়ে, শীকারের ছল ক'রে, আমি আজ এখানে এসেছিলুম। ছদ্মবেশে দেখতে এসেছিলুম, আমার নাম প্রজার হৃদয়ে কি ছবি অঙ্কিত করেছে। কি ছবি অঙ্কিত করেছে, তা' তোমরাও দেখতে পাচ্ছ। তোমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে পূর্ব্বাহ্লেই গ্রামবাসী সব ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। সুতরাং মন থেকে সুন্দরী আনয়নের ইচ্ছা একবারেই উন্মূলিত কর। হুঁসিয়ার—আর কোন রকমে যেন দরিদ্রের বিভীষিকার কারণ হয়ো না। সুন্দরীর অন্বেষণ রেখে নিকটে যদি কোথাও সুপেয় জল পাও, নিয়ে এস। এ জনশূন্য স্থানে ঘুরে ঘুরে আমি তৃষ্ণার্ত্ত!

বুল। যো হুকুম জঁাহাপনা। আমরা জলের অন্বেষণে চল্লুম। [প্রস্থান।

মন। মূর্খ! আমি যা'কে চাই, তাকে তোরা এখানে কোথা পাবি? যার অন্বেষণে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করেছি, যাকে লুকিয়ে রেখেছে মনে ক'রে, আমি এক এক ক'রে সহস্র রাজ্য পদানত করেছি—যাকে দ্বিতীয়বার দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে সিন্ধুনদের পশ্চিমোপকূল হ'তে ইস্পানের পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত উপঢৌকন দিয়েছে, তবু তাকে দেয় নি—সে কি এত নিকটে—আমার রাজধানীর ছায়ার ভিতরে অবস্থান করে? যাক্‌—রূপের পিপাসা মিটেছে। এখন জলের পিপাসা। জল—জল—কই জল? না—এ ত জল নয়। এ যে বালুকা-প্রান্তরে প্রতিফলিত বিশাল কৃষ্ণসাগরের যাতনাপূর্ণ লবণাম্বুরাশি। এতকাল সহচরদের কাছে রূপের পিপাসা গোপন ক'রে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম, জলের পিপাসাও গোপন রাখব—চুপি চুপি জলের সন্ধান করলুম—কোথাও পেলুম না। প্রিয়তমাকে খুঁজলুম, খোঁজা আমার বিফল হ'ল? জল খুঁজলুম—বিফল হ'ল। কোথাও আমার পিপাসা মেটবার জল নেই। চারিদিকে জল, চারিদিকে কৃষ্ণসাগরের বিশাল লবণাম্বুরাশি—তথাপি আমার পিপাসা মেটবার জল নেই!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পর্ব্বত—সম্মুখে কৃষ্ণসাগর।

ফেরান।

ফেরান। তাই ত, কোন স্থানেও ত জঁাহাপনাকে খুঁজে পাচ্ছি না। এ কি বিপদ! দুরাত্মা জেনে যাকে হত্যা করতে এসেছিলুম, এখন তার প্রাণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লুম যে!—এই যে—এই যে—কোথায় ছিলেন জঁাহাপনা?

মন। কেউ চিন্‌তে পারে নি—কেমন না ফেরান?

ফেরান। আজ্ঞে না সম্রাট, চেনা ছেড়ে যে দেখেছে, সেই আপনাকে একটা বাজে ওমরাও মনে করেছে!

মন। ব্যাপার বুঝলে কি?

ফেরান। সে ত আপনিও বুঝেছেন সম্রাট। আমি আপনাকে কিছু ব্যাকুল দেখছি।

মন। আমাদের আগমন-বার্ত্তা শুনে আগে থাকৃতেই লোক সকল গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। যে ক'টা গ্রামের মধ্য দিয়ে এলুম, সবগুলো জনশূন্য। যদি পিপাসায় মরি, তা হ'লে এক ফোঁটা জল দেবার লোক নেই। সম্মুখে বিশাল কৃষ্ণসাগর লবণাক্ত জল-তরঙ্গে আমাকে আবাহন-রহস্য করছে। ফেরান, দেখছ না? যেন বলছে—"তৃষ্ণার্ত্ত সম্রাট! পিপাসা মেটাতে চাও, আমাতে ডুব দাও। আমার উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে তোমার রাজ্য—আমি তোমার রাজ্য-প্রাচীরে আবদ্ধ হয়ে তড়াগ মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছি। সাগর নাম এখন আমার অপমান—মনঃ-ক্ষোভে আমি কৃষ্ণমূর্ত্তি। রাজা, সাগরের গর্ব্ব হারালুম, কিন্তু তড়াগের গর্ব্বও ত পেলুম না? আমার লবণাম্বুরাশি নিত্য আমারই হৃদয় ক্ষার করছে। সম্রাট! তোমার আকাশস্পর্শী অহঙ্কার নিয়ে আমার জলটাকে সুপেয় করতে পার? যদি পার, প্রথমে তোমাকে আমি সেই জল উপঢৌকন দিই, তুমি আকণ্ঠ পান কর।"

ফেরান। সহসা এরূপ ভাব মনে উঠল কেন সম্রাট?

মন। বুঝতে পারছ না, আমি তৃষ্ণার্ত্ত। এমন নিষ্ফল যাত্রা আমার জীবনে আর কখনও হয় নি। মৃগয়ায় একটা শশকও হত্যা করতে পারলুম না। অথচ সারাদিনের বৃথা পর্য্যটনে তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু গ্রাম সব পরিত্যক্ত, একবিন্দু জলদান করবারও লোক নেই। সাগরের তীর থেকে আরম্ভ ক'রে যত দূর দেখা যায়, তত দূর পর্য্যন্ত পর্ব্বত-মালা। কোথায় যে তার করুণার ধারা লুকিয়ে রেখেছে, তা দেখতে পেলুম না।

ফেরান। সম্রাট! গোলামকে একটা কথা বলতে হুকুম দিন।

মন। বল।

ফেরান। মানুষ যত বড় শক্তিমান হ'ক, তার শক্তির মূল্য নেই।

মন। আজ তা বুঝতে পেরেছি।

ফেরান! শুধু বোঝাই কি আপনার সার হবে?

মন। না, এবার থেকে ভাল হবার চেষ্টা ক'রব —চেষ্টা করব কেন,—হব!

ফেরান। তা যদি হন সুলতান, তা হ'লে এখনও আপনার সাম্রাজ্যের মূর্ত্তি ফিরে যায়। কিন্তু হওয়া অসম্ভব!

মন। কেন?

ফেরান। আপনি ভাল হ'তে পারেন—পারেন কেন—যখনই আপনার ভাল হবার প্রবৃত্তি হয়েছে, তখনই বুঝেছি, আপনি ভাল হয়েছেন। কিন্তু আপনার দুর্ব্বৃত্ত পারিষদ?

মন। তারা কি ভাল হবে না?

ফেরান। আপনার সাম্রাজ্যে কোটি প্রজা আছে, কিন্তু কালিফ আছেন কয়জন!

মন। আমি পূর্ব্বপ্রবৃত্তি ত্যাগ করলে তারা ত্যাগ করবে না?

ফেরান। তারা প্রবৃত্তি ত্যাগ করবে! দুর্ব্বলতা-বালুকার উপর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছেন। সে আপনার ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এখন তার এক দিক মেরামত করতে গেলে সমস্ত ইমারত ভূমি-সাৎ হবে! ত্যাগ ত তারা করবেই না, লাভের মধ্যে তাদের ভাল করতে গেলে আপনার প্রাণ যাবে—রাজ্য যাবে।

মন। আমাকে ভাল হ'তে হ'লে যে তাদের দমন করতেই হবে।

ফেরান। তাদের দমন না হ'লে আপনার ভাল হওয়া মিছে।

মন। ফেরান, উপায় স্থির কর।

ফেরান। পথে উপায় এক কথায় ত দাঁড়িয়ে স্থির হবে না। রাজধানীতে ফিরে চলুন।

মন। প্রাণ যাবে? প্রাণ ত যায়—আর এক ঘণ্টার মধ্যে জল না পেলে আমি বাঁচব না।

ফেরান। এত পিপাসা?

মন। এত পিপাসা। তবে এই পিপাসা আমার গুরু। আজ যদি বাঁচি তা হ'লে এই পিপাসাকে স্মরণ ক'রে আমার দুর্ব্বৃত্ত ওমরাওদের শাসন করব!

ফেরান। জাঁহাপনা, শুভ অভিলাষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি আপনার সহায়তা করতে আসছে। এই দেখুন, আকাশে বিজলীভরা মেঘ! আপনার কথা

শুন্‌তে পেয়ে, আপনাকে দেখতে লুকিয়ে লুকিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠেছে। আর এক ঘণ্টার দেরী সইবে না। এখনি মুষলধারে জল আসবে।

মন। দেখে পিপাসা বেড়ে গেল। ফেরান, ঐ পর্ব্বতশিখরে উঠে মেঘের কাছ থেকে একটু জল নিয়ে এস। জল—জল!

(গাগরী হস্তে জনৈক ওমরাওয়ের প্রবেশ)

ওম। জল—জল—জাঁহাপনা জল পেয়েছি।

মন। ভাই, আমার প্রাণ বাঁচাও।

ওম। এই নিন্ পান করুন, জাঁহাপনা তাজ্জব ব্যাপার! এ জল আপনার পায়ের কাছেই লুকুন ছিল।

মন। (স্বগত) পায়ের কাছে ছিল! তা হ'লে যে রূপতৃষ্ণায় আমি সারা দুনিয়ায় ছুটোছুটি করেছি, সে রূপ ত আমার কাছে ঘরের কাছে থাক্‌তে পারে! মৃত্যুমুখে পড়তে পড়তে প্রাণ ফিরে এল। অন্ধকারমুখে পড়তে পড়তে কি আলোক ফিরে আস্‌বে না?

ফেরান। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা? তাই ত! তৃষ্ণায় সম্রাট জ্ঞানশূন্য হ'লেন না কি?—জাঁহাপনা!

মন। হুঁ—জল দাও—বড় পিপাসা—ছাতি ফেটে যাচ্ছে—জল দাও।

ফেরান। এত তৃষ্ণায়, এতজল পান করলে, প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। জাঁহাপনা, একটু অপেক্ষা করুন।

মন। চোপরও উল্লুক—জল—জল।

ফেরান। এ রকম গাগরী ক'রে জল খাওয়া আপনার জীবনে কখন ঘটে নি, আপনি গাগরীর জল খেতে জানেন না। যদি দুর্ভাগ্যবশে জল আপনার উদরস্থ না হয়, তা হ'লে হর্ষ-বিষাদে এখনি আপনার প্রাণ যাবে।

মন্। এখানে ত পাত্র নেই—কেমন ক'রে খাব?

ফেরান। আপনি অঞ্জলি পাতুন, আমি তাতে ধীরে ধীরে জল ঢেলে দিই।

মন। অঞ্জলি? সে আবার কি?

ফেরান। ভুলে গেছি সম্রাট, অঞ্জলি ভিখারীর সম্পত্তি, সম্রাটের নয়। কি ক'রে অঞ্জলি পা'ত্‌তে হয়, আসুন আপনাকে দেখিয়ে দি। (মনসুরের দুই হস্ত একত্র করিয়া) নিন, আমীর সাহেব, ধীরে ধীরে অঞ্জলিতে জল দিন।

মন। কি, হাত জোড় করব, ভিক্ষা?

ওম। (স্বগতঃ) আঃ! শালার বান্দা এত ফাঁক্‌ড়াও তুল্‌তে পারে! আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'তে যাচ্ছে, এ শালা বিদেশী, হ'তে দিলে না দেখছি।

ফেরান। তা হ'লে দোহাই জাঁহাপনা, একটু অপেক্ষা করুন, আমি গাছের পাতায় পাত্র প্রস্তুত করি।

[ফেরানের প্রস্থান।

ওম। ভিক্ষা কিসে জাঁহাপনা! আপনার রাজ্য—নদী, সাগর, পর্ব্বত—এখানে যা আছে, সব আপনার। এ গোলাম আপনার—ভিক্ষা কার কাছে সম্রাট?

মন্। না—না। ফেরান! জলদি পাত্র প্রস্তুত কর। জীবনের জন্য আল্‌মনসুর তার নফরের কাছে হাতজোড় করবে? ফেরান—জল্‌দি—বড় পিপাসা!

(ফেরানের প্রবেশ)

ফেরান। গোলাম পাত্র প্রস্তুত ক'রে এনেছে জাঁহাপনা! এইবারে ব'সে নিশ্চিন্ত হয়ে জল পান করুন।

মন্। তোমাদের কাছে কি ক'রে কৃতজ্ঞতা জানাব, বল্‌তে পারছি না! দাও ভাই, এইবারে আমাকে জল দাও। তোমাদের সম্রাটের প্রাণরক্ষা কর। (ঠোঙ্গা হস্তে মনসুর উপবেশন করিলেন), ব'স—একটু বিলম্ব—একটা কথা। যে ব্যক্তি জল দিয়েছে, তাকে কি পুরস্কার দেবে বলেছ?

ওম। জাঁহাপনা, জল ত কেউ দেয় নি।

মন্। সে কি! তবে এ গাগরী কোথা পেলে?

ওম। পাহাড়ের তলায় এই জলপূর্ণ গাগরী পেয়েছি।

মন্। ব'স—ব'স—ক্ষণেক অপেক্ষা কর। কার গাগরী জান না?

ওম। আজ্ঞে না।

মন্। কেন রেখে গেছে জান না?

ওম। না জাঁহাপনা!

ফেরান। এর আবার জান্‌তে বাকী কি আছে জাঁহাপনা! আপনার ওমরাওদের এমনি সুনাম যে, সঙ্গীদের আগমন-বার্ত্তা শুনেই কোন কুলবালা গাগরী ফেলে পালিয়েছে। ও কি! উঠ্‌ছেন কেন সম্রাট্?

মন্। যাও গোলাম, যেখান থেকে গাগরী এনেছ, এখনই সেই স্থানে গাগরী রক্ষা ক'রে এস। নির্ব্বোধ! অপহৃত বস্তু দিয়ে তোমার সম্রাট প্রভুর প্রাণরক্ষা করতে এসেছ!

ওম। জাহাপনা, বুঝতে পারি নি, চিন্তা ক'র্‌বার অবকাশ পাই নি। বুলবন ও মামুদ খাঁ আপনি তৃষ্ণার্ত্ত শুনে ঝরণার অনুসন্ধানে পর্ব্বতগাত্রে উঠেছিলেন।

ফেরান। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে—পর্ব্বতগাত্রে আমি একটা কুটীর দেখেছি। দু'জন অপরিচিতকে পাহাড়ে উঠ্‌তে দেখে কুটীরবাসী গাগরীর মমতা পরিত্যাগ ক'রে পালিয়েছে।

মন্। এই গাগরীর যে অধিকারী, সে যদি আমার মতন তৃষ্ণার্ত্ত হয়?—পিপাসা—এই পিপাসা? উঃ! উচ্চারণে মৃত্যুফল। যাও, গাগরী নিয়ে চ'লে যাও। হুঁসিয়ার, একবিন্দু জল যেন ভূমিতে না পড়ে, এক ফোঁটা জল বৃথা নষ্ট না হয়। এস ফেরান, জল—জল—ফেরান জল।

(দৌলতীর প্রবেশ)

দৌলতী। কে গা—কে গা তুমি জল জল ক'রে চেঁচাচ্ছ?

ফেরান। এস মা—এস মা—আমার এই বন্ধু পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ—একটু জল দিয়ে তার প্রাণ-রক্ষা কর।

দৌলতী। এস বাবা, কাছে এস—আমি একে বুড়ী, তাতে ভয়ে গুঁড়িসুঁড়ি! আমার সোয়ামী আর নাতনী মাঠে গিয়েছে। আর বাদশার দানা গাঁয়ে ঢুকেছে। গাঁয়ের লোক গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে—আমার বুড়ো আর একমাত্র নাতনী প'ড়ে আছে। ওগো, বুড়োর জন্যে খানা পানি মাঠে নিয়ে গিয়েছিলুম গো! মাঠে গিয়ে দেখি কেউ নেই।

মন্। বেশ, মা জল দাও—আমি জলপান ক'রে তোমার স্বামী ও পৌত্রীকে খুঁজে এনে দিচ্ছি।

দৌলতী। দেবে বাবা, দেবে? বুড়ীর প্রতি দয়া করবে? এই নাও বাবা, জল খাও—খেয়ে পাত্র এই খানেই ফেলে রাখ—আমি একবার দেখি! ও বাবা, তারা বাদশার দানা—তারা চোক থাক্‌তেই কানা—গরীব দেখবে না, বল্‌লে শুন্‌বে না—ও গো আমার কি হ'ল গো!

[ফেরানের হস্তে জল দিয়া প্রস্থান।

(পাত্র মুখের কাছে তুলিলেন)

[ওমরাওয়ের প্রস্থান।

(ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি)

(দণ্ডহস্তে জিবারের প্রবেশ)

জিবার। এক ফোঁটা জলের জন্য ব্যাকুল হয়েছি। দে খোদা, আমার পিপাসা মিটিয়ে দে। পাঁচ বৎসরের অন্ধকার ভোগের পর আলো দেখলুম। এখন আলোয় এনে আমাকে অন্ধকার দেখাস্ নি—আমার পাঁচ বৎসরের কঠোর সাধনা পণ্ড করিস্ নি। ঠিক হয়েছে—মিডিয়া জল আন্‌তে গিয়ে ধরা পড়েছে।—দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে আমি এক ফোঁটা জলের জন্য ব্যাকুল হয়েছি?

ফেরান। জল হাতে ক'রে স্থির হ'লেন কেন?

মন্। বৃদ্ধ কি বলে শোন।

জিবার। মরি—এক ফোঁটা জলের জন্য মরি।

মন্। ফেরান—এই জল বৃদ্ধকে দাও—আমি এখনও এক ঘণ্টা বাঁচব—কিন্তু দেখছ না, বৃদ্ধ আর বাঁচে না! প্রাণ ওষ্ঠ ছেড়ে আকাশে ভেসেছে—বৃদ্ধ তাকে আঁকড়ে ধরেছে।

জিবার। জল—জল—এক ফোঁটা জল—দে আকাশ! জল দে।

মন্। জলদি, জলদি ফেরান—বৃদ্ধ গেল।

ফেরান। অ্যাঁ—এ কি! জগতের চক্ষে ঘৃণিত আলমনস্থর, এ কি!

মন্। জল—এক ফোঁটা জল। আকাশ! এক ফোঁটা জল দে। আমি আবার কার ভিক্ষাদত্ত খাব! চাতকের তৃষ্ণা। দারুণ পিপাসায় ম'লেও সে দুনিয়ার নদনদীর কাছে জল ভিক্ষা করে না—এক ফোঁটা মেঘের উপহারের জন্য আকাশ পানে চেয়ে থাকে। আয়, মেঘ আয়, আমি দুনিয়ার মালিক—এই প্রাণ নিয়ে দুনিয়াকে পদানত করেছি। তা হ'লে দে কাদম্বিনী—উল্লাসধ্বনি পূর্ণ অম্বর থেকে আমাকে তোর এক ফোঁটা আনন্দাশ্রু উপহার দে।

[প্রস্থান।

জিবার। আমি আজ এই প্রাণ নিয়ে বিব্রত হয়েছি। যদি বাঁচি, যেমন শক্তির উৎস আবিষ্কার

করেছি, তেমনই প্রাণের উৎস আবিষ্কার ক'রে দুনিয়াতে ঢেলে দেব—দুনিয়ার জীবকে অমর করব।

ফেরান। বৃদ্ধ জল পান কর।

জিবার। জল—এনেছ—দাও। আগে প্রাণ বাঁচাও—তারপর কি নেবে নাও।

ফেরান। কিছু নেব না—তুমি প্রাণ বাঁচাও।

জিবার। আঃ—প্রাণ বাঁচালে—বৃদ্ধ মনে ক'রে দয়া করলে ? বেশ, দুনিয়া যা' দেখে নি, আমি সেই জিনিষ তোমাকে উপহার দেব।

ফেরান। যাও বৃদ্ধ—অতি মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে, এই ক্ষণস্থায়ী মূল্যহীন জীবন লাভ করেছ। পুরস্কারে কাজ নেই, চ'লে যাও।

জিবার। নিলি নি—বেশ, যদি কখন তোর পুরস্কার নেবার ইচ্ছা হয়—আসিস্। দেব - দেব—প্রাণ বাঁচিয়েছিস্,—দেব। বা, বা, আয় ধারা বর্ষণ আয়—আঃ—এলি—আয়। সঙ্গে সঙ্গে বিজলী আয়—গুরুর আজ্ঞা—আমার এই দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ কর্। আয়—আয়—দুনিয়ার গর্ভে আবদ্ধ শক্তি আকাশে উঠেছিস্—তাই কি তোর এত হাসি ? আয়—আয়—অত রাগ করিস নি—আয় আয়—ধীরে ধীরে আমার দণ্ডে আয়। ওই মিডিয়া পাষণ্ডদের হাতে প'ড়ে কাতর কণ্ঠে কাঁদছে—আয় আয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ।

মিডিয়া।

মিডিয়া। এমন ঝড় বৃষ্টি-তুচ্ছ ক'রেও শয়তানেরা আমার দিকে ছুটে এসেছে। ঝড় থামল—বৃষ্টি গেল, তবু পাষণ্ডদের অনুসরণের বিরাম হ'ল না। এইবারে আমাকে ঘেরাও ক'রে ধরলে, আর পালাবার পথ নেই। তা হ'লে আর ছুটব কেন, বসি। এই একমাত্র গুল্মাবরণ অবলম্বন ক'রে এইখানে একটু বসি। যাদের কাছে আশ্রয় পাবার আশা ছিল, তারা আমাকে আশ্রয় দিতে পারে নি। লতা, লতা! তুই আমাকে আশ্রয় দিতে পার্‌বি ?

(এলাহীর প্রবেশ)

এলাহী। আমি এখনও তোকে আশ্রয় দিতে পারি। বল্ মিডিয়া, বল্—আমি গরীব চাষা ব'লে আমাকে হীন মনে করিস্ নি। বুড়ো ব'লে ঘৃণা করিস নি—বল্ মিডিয়া, বল্— একবার বল্—

মিডিয়া। তাই ত, গ্রীককন্যা হয়ে হীন তুর্কীর কাছে ইজ্জত দেব ? গুরু রক্ষা করতে পারলে না, তবে কে রাখ্‌বে ? এই বৃদ্ধ দরিদ্র কৃষক এলাহী ?

এলাহী। তুর্কী ব'লে আমাকে ঘৃণা করিস্ নি। আমিই তুর্কী, আমার মমতা ত তুর্কী নয়। মা, বাঘে প্রাণিহত্যা করে, কিন্তু মা, তার বাচ্ছার প্রতি মমতা ত প্রাণিহত্যা করে না।

মিডিয়া। কি বলব ?

এলাহী। বল্—এলাহী "আমাকে আশ্রয় দাও।"

মিডিয়া। বলা যে বৃথা হবে।

এলাহী। না মিডিয়া হবে না।

মিডিয়া। তুমি দুর্ব্বল অশক্ত কৃষক, আমি জেনে শুনে কেমন ক'রে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করব ?

এলাহী। বলতে পারবি না ?

মিডিয়া। না।

এলাহী। তা হ'লে মরাই সাব্যস্ত করলি ?

মিডিয়া। তাও ত পারছি না এলাহী, হাতে অস্ত্র নেই।

(নেপথ্যে কোলাহল)

এলাহী। অস্ত্র আছে, এই নে। নে কন্থক্তি, যদি ইজ্জত রাখতে চাস্ তা হ'লে আত্মহত্যা কর্—নইলে শয়তানে ছোঁবার আগে আমিই তোকে মেরে ফেলব।

(অস্ত্র বাহির করিতে করিতে বুলবন্ ও সহচরগণের প্রবেশ ও এলাহীকে ধারণ)

বুল। নে শালার ভোজালি কেড়ে নে। —শালা চাষা, তুমিই আমাদের এতক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারছিলে ? বা বা! এত রূপ—এত রূপ!

মিডিয়া। কই এলাহী—শয়তানে স্পর্শ করে—আমাকে হত্যা কর।

এলাহী। না, অসময়ে মর্‌তে খোদা তোকে দুনিয়ার পাঠায় নি। খোদা! মিডিয়ার ধর্ম্মরক্ষা করতে গরীব চাষার অন্তর ব্যাকুল হয়েছিল—আমার বেয়াদবীর শাস্তি হয়েছে।

বুল। শাস্তি কোথায় হয়েছে উল্লুক!—শাস্তি

হবে—বা বা! কি অপূর্ব্ব রূপ পর্ব্বতগহ্বরে লুকিয়ে রেখেছিলে! সুন্দরি, প্রথমে আমি নিজের জন্য তোমার অনুসরণ করেছিলুম। তখন তোমার মুখ দেখি নি—এখন দেখে বুঝলুম, তুমি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাদশার শয্যাশায়িনী হবার উপযুক্ত। আমি তাঁর ভৃত্য—সুতরাং তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার অনুসরণ কর। যদি না কর, বাধ্য হয়ে বলপ্রয়োগ করব। শাস্তি হয়েছে কই উল্লুক! কাকে আজ অকারণ ঘুরিয়েছিস্. তা জানিস্? নে উল্লুককে বেঁধে—হাত-পা বেঁধে—পাহাড় থেকে গড়াতে গড়াতে ফেলে দে।

এলাহী। খোদা, তুমি রক্ষা কর, মিডিয়ার ধর্ম্ম-রক্ষা কর।

মিডিয়া। দোহাই তোমাদের, নিরাশ্রয় জেনে দয়াপরবশ হয়ে বৃদ্ধ আমাকে রক্ষা করতে এসেছিল। দোহাই—সদাশয় কৃষককে পরিত্যাগ কর—হত্যা ক'র না।

বুল। বল, বিনা আপত্তিতে সঙ্গে যাবে?

মিডিয়া। না শয়তান, না।

বুল। তবে দে, কম্বক্তকে এখনি ফেলে দে।

এলাহী। দে, আমায় ফেলে দে, তাতে দুঃখ নেই; কিন্তু—কিন্তু—না না, এরা শয়তান, শুনবে না—খোদা তুমি শোন—

বুল। হাঁ হাঁ—গড়াতে গড়াতে শোন—

সকলে। শোন, শোন।

মিডিয়া। হা ঈশ্বর! নিরাশ্রয়ের কি কেউ নেই?

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। আছে—গুরু—গুরু—গুরু আছে—ভয় কি? মা আমার, ভয় কি?

(বুলবন ও সহচরগণকে দণ্ড স্পর্শ করাইলে সহচরগণের কতক পড়িল—কতক পলায়ন করিল।)

মিডিয়া। তাই ত—এ কি, গুরু, গুরু—তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা!

জিবার। আবার কে? আবার কে? হা! হা! এ পাশবিক বল নয়—বিজ্ঞান-বল—অস্ত্র এখানে ফুল-দল, বাণ এখানে পুষ্পবর্ষণ। কেমন, অস্ত্র ধরবে? পশু, বৃদ্ধ দেখে, দুর্ব্বল দেখে গলায় হাত দিয়েছিলে। সে হাত অস্ত্র ধ'রে রাখতে পারলে না! নাও, বালিকা দেখে নিঃসহায় মনে ক'রে, যেমন ছুটে ধরতে এসেছিলে তেমনি এই তোমাদের দেহে চিরদিনের চিহ্ন বহন কর। চিরজীবনের জন্য অশক্ত হও! আজিকার কার্য্যের স্মৃতি চিরদিনের জন্য তোমাদের মনে জাগরূপ থাক্।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গুহা।

(গীত)

শক্তি-সঙ্গিনীগণ।

অধরে অধরে রেখেছি ধ'রে, আশার কোমল বাণী॥
ফিরোনাক পাছে, ধীরে এস কাছে, তোমারে
শুনাব রাণী॥
নিরাশ প্রাণের অমিয় বিন্দু, যা কিছু ধ'রেছ চক্ষে,
বসিয়া সকলে, নয়নের তলে, আমরা ধরেছি বক্ষে।
ফুল কিসলয়ে ঢেকেছি তখনি শত নৃপতির মণি।
যতনে এনেছি তোমারই ঘরে তোমারে
সাজাতে রাণী!

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। মিডিয়া! দুনিয়ার মালিক এক দিকে, আর তুই এক দিকে। রমণী! জগজ্জনীর অংশরূপা—যেখানে তোর অপমান, সেখানে জগজ্জনীর অপমান—এ অপমানের শোধ মানুষকে নিতে হয় না—মা নিজে নেন। পাপিষ্ঠ আল্‌মনসুর। না, থাক—আমি তাকে দেখি নি, আমি তার চরিত্র জানি নি—তবে থাক্। জানে মা; জানবে মিডিয়া—মায়ের বাঁদী, এই শক্তি-ভাণ্ডারের মালিকনী! পাঁচ বৎসর অন্ধকার ভেদ ক'রে এই ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছি। মানুষ যে দুনিয়ার পৃষ্ঠ নিয়ে দম্ভে উন্মত্ত হচ্ছে, আমি সেই দুনিয়ার কেন্দ্র অধিকার করেছি। লোকে দুনিয়ার পিঠে চ'ড়ে মারামারী কাটাকাটী করছে, আর আমি কেন্দ্রে ব'সে হাসছি। যাক্, হাসি-কান্নাও আজ থেকে আমার শেষ হ'ল। নে মিডিয়া নে। এ দুর্ভর শক্তিভার আর আমি বহন করতে পারছি না। এ ভার তোর পিতাকে দেব ব'লে সঙ্কল্প ক'রে ধরণীগর্ভ থেকে বেরিয়েছিলুম। তোর পিতাও এ ভার সহ্য করতে পারত না ব'লে, আগে থাকতে আমাকে

লুকিয়ে দুনিয়া থেকে স'রে গিয়েছে। উঃ! স'রে গিয়েছে! না, মৃত্যু চুরী করেছে। থাক্‌লে, মৃত্যু, আজ আমি একবার দুনিয়াকে দেখিয়ে তোর সঙ্গে যুদ্ধ দিতুম—ইজিয়াসকে তোর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতুম। তুই আমার প্রিয় শিষ্যকে চুরী করেছিস্! তুই চোর—মৃত্যু তুই চোর—আমার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে পারিস নি! যাক্—নে মিডিয়া তুই নে—কামিনীকাঞ্চন-সেবী এ শক্তির ভার সহ্য করতে পারত না—তুই পারবি। নে মিডিয়া নে। চেয়ে দেখ, কবি এইখান থেকে সুর নিয়ে গান গায়, সমর-বিজয়ী এইখান থেকে শক্তি নিয়ে যুদ্ধ জয় করে। শিল্পীর ছবির ছাঁচ এই ভাণ্ডারে রক্ষিত আছে। মন্ত্রীর মন্ত্রণা-বুদ্ধি এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে রয়েছে। নে মিডিয়া নে—আমার জীবন-ব্যাপী সাধনার ফল তোর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

(মিডিয়ার ও এলাহীর প্রবেশ)

এলাহী। বাপ্! কি অন্ধকার! আর পারলুম না।

[প্রস্থান।

মিডিয়া। উঃ! কি অন্ধকার! গুরু গুরু—কই তুমি?

জিবার। আয়—আয়, ভয় কি!—এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি পাঁচ বৎসর ধ'রে এই অন্ধকার ভোগ করেছি বেটী, তুমি এক লহমা তা ভোগ কর্‌তে পার্‌বে না!—তুমিই এখানে আসবার যোগ্য। অযোগ্য এ অন্ধকার ভেদ কর্‌তে পারে না। এস এস—দেখছ, —দেখতে পাচ্ছ,—অন্ধকারের পর আবার আলোক—স্নিগ্ধ আদিত্য-জ্যোতিঃ পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাস কর্‌ছে—দেখতে পাচ্ছ?

মিডিয়া। হজরত! আমি কথা কইতে ভয় পাচ্ছি। তুমি আমাকে সাহস দিয়েছিলে, আমি তাই এখানে আস্‌তে পেরেছি। রাশ রাশ অন্ধকার আমার ঘাড়ে পড়েছে—নাকে মুখে চোখে অন্ধকার ঢুকেছে। হজরত! জ্ঞানহীনা নারী—আমি কি দেখব?

জিবার। ভয় নেই, জ্ঞানী ইজিয়াসের আদেশে যখন তুমি পাঁচ বৎসর একাকিনী অবস্থান করেছ,তখন এক-মাত্র তুমিই এখানে আসবার উপযুক্ত। আর ভয় নেই—অন্ধকারের পরে আলো পেয়েছ—এ স্নিগ্ধ জ্যোতি নয়ন থেকে আর অপসৃত হবে না। মিডিয়া—মিডিয়া এইবারে এই দ্বারপথ অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হও।

মিডিয়া। প্রতিশ্রুত হও যদি ভয় পেয়ে পথ থেকে ফিরে আসি, তা হ'লে এ বাঁদীকে ত্যাগ কর্‌বে না।

জিবার। আঃ! রাক্ষসী। শক্তিতে অবিশ্বাস কর্‌লি, এত অন্ধকার ভেদ ক'রে কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখলি।

মিডিয়া। বল, আর আমাকে ত্যাগ কর্‌বে না?

জিবার। ফির্‌বি কেন?

মিডিয়া। যদি ফিরি?—যদি অপারগ হই? গুরু, অসম-সাহসে অন্ধকার ভেদ করছি—এলাহী কেঁপেছে—ভয়ে ফিরে গেছে। আমি কিন্তু তোমার এই হিমশৈলের মত অটল। কিন্তু এখানে প্রবেশ ক'রে আমার গা কাঁপছে—মনে হচ্ছে আজ দুনিয়াতে বুঝি ফিরতে পার্‌ব না। বল—বল— গুরু—আমাকে আর ত্যাগ কর্‌বে না।

জিবার। শোন্ রাক্ষসী, শোন্—তোকে ত্যাগ কর্‌বার আমার আর যো নাই। কিন্তু দোহাই মিডিয়া, আমার এ অধিকারের উপর তুমি অত্যাচার ক'র না। দ্বারপথে চরণে দেবার পূর্ব্বে একবার প্রতিজ্ঞা কর। বল, যত দিন জীবন থাক্‌বে তত দিন পর্য্যন্ত শেষ দেখার সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌ব না।

মিডিয়া। প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম শক্তি থাক্‌তে শেষ না দেখে ফিরব না।

জিবার। তবে যাও, এগিয়ে যাও।

মিডিয়া। বা! বা!

জিবার। কি দেখছ?

মিডিয়া। অগাধ রজত-কাঞ্চন।

জিবার। এগিয়ে যাও—

মিডিয়া। শৈলপ্রমাণ মণি-মাণিক্য।

জিবার। এগিয়ে যাও।

মিডিয়া। এ কি গুরু—আর যে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বুঝতে পেরেছি কি এক অপূর্ব্ব রত্ন এই গুপ্তভাণ্ডারে নিহিত রয়েছে। তার জীবিতবৎ কিরণমালা চারিদিকে প্রসৃত হ'য়ে সমস্ত স্থানকে সুবর্ণস্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

জিবার। সে গুপ্ত রত্নের নাম পরশমণি—দুনিয়ার প্রভাহীন প্রস্তররাশি যার অঙ্গস্পর্শের অপেক্ষায় অনন্তকাল ধ'রে পৃথিবী-পৃষ্ঠে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এগিয়ে যাও।

মিডিয়া। আর দেখবার কিছু নেই।

জিবার। অনুভবের?

মিডিয়া। সমস্ত—মানবের চির-আকাঙ্ক্ষিত সম্পত্তি—অগাধ অনন্ত। বক্তার ভাষা, বিজয়ীর বল, রাজনৈতিকের কৌশল—মানবের যা নিয়ে গর্ব্ব অহংকার,—সে সমস্তের মূল অনন্ত অনুভবে এখানে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে।

জিবার। তার পর?

মিডিয়া। মধুরতাপূর্ণ বসুন্ধরে! এত মধু হৃদয়-ভাণ্ডারে পূরে অতৃপ্ত বাসনালতার অতি তুচ্ছ ফলরাশি মানবকে উপঢৌকন দিয়ে তোর অঙ্কবিহারী সন্তানগুলাকে কেন মা এতকাল ধ'রে প্রতারিত ক'রে রেখেছিস্?

জিবার। দেখেছ?

মিডিয়া। দেখেছি—জগতের সমস্ত বিভিন্ন শক্তি-বিকাশের মূলে এক অপূর্ব্ব অপরিচ্ছন্ন শক্তিপ্রবাহ—অক্ষয় অব্যয়, অনন্ত—চিরোজ্জ্বল প্রাণপূর্ণ মধুর—কবি এই স্থান থেকে গান গায়, শিল্পী এই স্থান থেকে কল্পনার তুলি হাতে ক'রে জগতে অনন্ত সৌন্দর্য্যের রাশি বিলিয়ে দেয়।

জিবার। তার পর?

মিডিয়া। আর এগুতে পার্‌ব না—গা কাঁপছে।

জিবার। চ'লে এস।

মিডিয়া। তার পর কি আছে গুরু? দূর থেকে বিচিত্র ছবির আভাস দেখে সর্ব্বশরীর আমার থর থর ক'রে কেঁপে উঠেছে।

জিবার। তার পর কি আছে আমি জানি না। এর পর কি আছে জান্‌তে তোমার আমার সমান অধিকার। মানুষকে অমর কর্‌বার জন্য সোমরসের অন্বেষণে আমি এই গুহামধ্যে প্রবেশ করেছিলুম। ওই পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরেছি। তোমাকে এই গুহার ভার দিয়ে আমি আবার তার অন্বেষণে ছুটব। যত দিন না পাই মিডিয়া তত দিন আমার বিশ্রাম নাই।

মিডিয়া। যদি পাও—আমায় দেবে?

জিবার। সে কথা বলতে পার্‌ব না। যার মর্ম্ম জানি না, যা দেয় কি অদেয় বুঝি না—তা তোমাকে কেমন ক'রে দিতে প্রতিশ্রুত হব!

মিডিয়া। করুণাময় গুরু আশীর্ব্বাদ কর, যা দিয়েছ, আমি যেন তার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি।

জিবার। আশীর্ব্বাদ 'এই বিজলীদণ্ড—নাও—হাতে নাও। নিয়ে পাপিষ্ঠ আল্ মনসুরকে সমরে আহ্বান কর। রণক্ষেত্রে বিজয়ামূর্ত্তি ধারণ ক'রে সমস্ত দুনিয়ার নরনারীকে অভয় দাও। স্বজাতির মর্য্যাদা রক্ষা কর।

মিডিয়া। এই বিজলীদণ্ডের কি গুণ—আমাকে ব'লে দিন।

জিবার। যার প্রতি রুষ্ট হবে, তাকে এই দণ্ড স্পর্শ করালে সে তোমার ইচ্ছামত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যার প্রতি তুষ্ট হবে সে তোমার ইচ্ছামত লাভবান্ হবে। শত্রুনিক্ষিপ্ত বাণ তোমার অঙ্গে পতিত হ'তে এসে এই দণ্ডে আকৃষ্ট হয়ে আবার শত্রুর কাছে ফিরে যাবে। রোগী রোগমুক্ত হবে, বিয়োগী শান্তি পাবে। মানবজীবনের সুখ দুঃখ এখন একমাত্র তোমার ইচ্ছার উপর স্থাপিত হ'ল!—কিন্তু—

মিডিয়া। কিন্তু কি?

জিবার। কিন্তু।

মিডিয়া। কিন্তু কি হজরত?

জিবার। মিডিয়া, আমার কাছে কোন কথা গোপন ক'র না।

মিডিয়া। আর মিথ্যা বল্‌বার আমার ক্ষমতা নাই।

জিবার। আর একবার বল—আল্ মন্‌সুরকে দেখেছ?

মিডিয়া। দেখি নি!

জিবার। তার সম্বন্ধে কিছু শুনেছ?

মিডিয়া। সে পাপিষ্ঠ।

জিবার। তার উপর ক্রোধ?

মিডিয়া। দুর্জ্জয়।

জিবার। তার উপর প্রতিশোধ নিতে কুণ্ঠিত হবে না?

মিডিয়া। যদি না নিতে পারি, তা হ'লে বুঝবেন, এত শক্তি আপনি অতি অযোগ্য পাত্রীকে দান করেছেন।

জিবার। কখনও কোন পুরুষের রূপে আকৃষ্ট হয়েছ?

মিডিয়া। কই স্মৃতিতে ত আন্‌তে পার্‌ছি না! না—না—

জিবার। না কি?

মিডিয়া। এক জন।

জিবার। এক জনের রূপে আকৃষ্ট হয়েছ?

মিডিয়া। আকৃষ্ট—আকৃষ্ট।—আমি দেখেছি।

জিবার। তার পর?

মিডিয়া। আর দেখি নি।

জিবার। কোথায়?

মিডিয়া। মিরিবামের প্রাসাদ-শিখরে বিচরণ কর্‌তে কর্‌তে দেখেছিলুম।

জিবার। কে সে জান?

মিডিয়া। না।

জিবার। তা হ'লে দণ্ড গ্রহণের পূর্ব্বে আমার শেষ কথা শ্রবণ কর। যত দিন পর্য্যন্ত তুমি অন্তরে বাহিরে কৌমার্য্য রাখতে সক্ষম হবে, তত দিন পর্য্যন্ত তুমি অজেয়। কিন্তু মিডিয়া যে দণ্ডে তুমি চিত্তের বিচলন অনুভব কর্‌বে সেই দণ্ডেই দণ্ড পরিত্যাগ ক'র। প্রেমাস্পদের দেহস্পর্শমাত্র দণ্ডে আর শক্তির কণাপর্য্যন্ত অবস্থান কর্‌বে না। নির্ম্মোক-ত্যাগিনী ফণিনীর ন্যায় তখন তুমি ক্ষুদ্র বালকেরও বধ্য। নাও, বুঝে এই অপূর্ব্ব দণ্ড গ্রহণ কর। চির জীবনের সাধনায় এই দণ্ড মধ্যে বিজলী বেঁধেছি—বিশ্বনাশী শক্তিকে বন্দিনী করেছি। নাও, আকাশবাসিনী চপলাকে ধরণীতে বিচরণ কর্‌তে দেখে মানব মানবী ধন্য হ'ক। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুটীর-সম্মুখ।

এলাহী।

এলাহী। বাপ! এ কি! এ কি অন্ধকার। অন্ধকার জানতুম চিরকাল চোকই চাপে! ও বাবা, এ যে নাকে ঢোকে, পেটে ফাঁপে, কানে ফর্‌ফর্‌ করে, গায়ে জড়ায়।—আরে ম'ল, এ যে দেখছি মাকড়সার জালের মত ছেড়েও ছাড়ে না। (অন্ধকার গাত্র হইতে দূর করিবার অভিনয়)

(লুনার প্রবেশ)

লুনা। এই যে, এই যে—দাদা! তুমি এখানে! —তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমি হায়রান্ হয়েছি। এ বিষম ঝড়ে যে যার ঘরে মাথা গুঁজে প্রাণরক্ষার জন্য খোদার নাম নিচ্ছে, আর তুমি সমস্ত ঝড়-বৃষ্টি মাথায় ক'রে মিডিয়ার কুঁড়ের দোরে দাঁড়িয়ে আছ!

এলাহী। কেও—লুনা? এলাহীকে খুঁজতে এসেছিস্? তোর দাদা মরেছে কি বেঁচে আছে দেখতে এসেছিস্?

লুনা। তাই ত, বেইমানী। যে তোমাকে রক্ষা কর্‌তে আমাকে পর্য্যন্ত ভুলে পাগলের মতন ছুটে এল, শয়তানদের হাতে প'ড়ে আমার কি হবে একবার ভাবলে না, আমার সেই দাদাকে এই ঝড়-বৃষ্টিতে বাইরে দাঁড় করিয়ে নিজে মজা ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুকে আছ! মিডিয়া বেইমানী দোর খোল্।

এলাহী। চুপ কর্—গোল করিস্‌নি লুনা—গোল করিস্ নি।

লুনা। আর ভয় কি—দানারা ঝড়ের তাড়ায় পালিয়েছে।

এলাহী। পালিয়েছে—বস্—আমিও পালিয়েছি—

লুনা। পালিয়েছ কি?

এলাহী। খুব পালিয়েছি—শালার অন্ধকার যে তাড়া দিয়েছিল—চেপে মার্‌বার যোগাড়ে ছিল—লুনা, বড় কড়া জান, তাই বেঁচে গেছি।

লুনা। অন্ধকার তাড়া দিয়েছিল কি? তুমি এ পাগলের মতন কি বল্‌ছ?

এলাহী। চুপ—গোল করিস্ নি। সাড়া পেলে আবার তেড়ে আস্‌বে। আমার কড়া জান, তাই আমাকে গিল্‌তে পারে নি—তোর কচি প্রাণ—একবার পূরলে আর বেরিয়ে আস্‌তে পার্‌বি নি। নে লুনা, কানে গোটা দুই ফু দে—এক শালা বাচ্ছা আঁধার কানের ভেতরে ঢুকে আছে—আরে শালা চোক ছাড়ে ত কান ছাড়ে না। দে—দে—দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

লুনা। মিডিয়া—বেইমানী মিডিয়া—দাদাকে আমার কুঁড়ের দোরে ঝড়-বৃষ্টিতে দাঁড় করিয়ে পাগল ক'রে দিলি! এই কি তোদের জাতির আচরণ—মিডিয়া—মিডিয়া! এ কি দাদা, এই যে দোর খোলা —ঘর খালি—অন্ধকার—

এলাহী। এই সর্ব্বনাশ কর্‌লে, অন্ধকার? যা বেঁচেও বাঁচা হ'ল না।

লুনা। মিডিয়া কোথায়?

এলাহী। আর কোথায় লুনা, অন্ধকারে তাকে খেয়ে ফেলেছে—পালা পালা লুনা, ওই অন্ধকার আবার আসছে। জটার মতন গেঁটে ও গরিলার মতন বেঁটে, ওই ঘুটঘুটে চিটচিটে অন্ধকার এখনি তোকে ধর্‌বে, গালে ফেল্‌বে, ঢোঁক গিল্‌বে, আর ফিরে আসতে পার্‌বি নি।

লুনা। মিডিয়া—মিডিয়া, কোথায় গেলি ? আয় ভাই আয়—দাদা তোর শোকে পাগল হ'ল—আয় ভাই আয়। হাঁ দাদা, শয়তানে কি মিডিয়াকে ধ'রে নিয়ে গেছে ?

এলাহী। শয়তান পালিয়েছে—এ অন্ধকার। দানাগুলো ত ভাল ছিল, শুধু ঘাড় ধরেছিল। এ শালার অন্ধকার ঘাড়, পিঠ, নাক, কান, মাস, হাড় কিছু ছাড়ে নি। সে অন্ধকার মিয়ার একটি ছোট ছড়ি যেমন ছুঁলে, আর বাপ্—ব'লে—পড়ি কি মরি ক'রে—দানা মিয়ারা ছুট দিলে—এক দানা অন্ধকার মিয়াকে তরোয়াল দিয়ে কাটতে গেল; তাতে লাভ হ'ল, দানা মিয়া খাড়া ছিল, খোঁড়া হ'ল। অন্ধকার মিয়াকে ছুঁলেই যখন এই, তখন আমি ত অন্ধকারে ঝাঁপাই ঝুড়িছি। মিয়ার অন্ধকার খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে। লুনা, তোর দিদিকে গিয়ে বল, সে যদি আলোর পাঁচন তৈরী ক'রে আমাকে খাওয়াতে পারে, তা হ'লে আমি ঘরে যাই, নইলে এইখান থেকে আমি তোদের কাছে বিদায় নি।

লুনা। কোথায় যাবে ?

এলাহী। যাবার কি আর আমার যো আছে ? দুনিয়া অন্ধকার—এখানে একটু আধটু যা আলো ছিল, তাও নেই। লুনা, লুনা, মিডিয়া-দীপ নিবে গেছে, আঁধারে তাকে গ্রাস করেছে। এই আমি, এই কুঁড়ের দোরে মাথা দিয়ে শোব, যত দিন পর্য্যন্ত না মরণের অন্ধকারে চোক বুজে যায়, তত দিন পর্য্যন্ত মিডিয়া মিডিয়া ব'লে কাঁদব।

লুনা। মিডিয়া, মিডিয়া! কোথা ছিলি, কেন এসেছিলি, কেন দেখা দিলি ? শেষে আমাদের কাঁদবার জন্য রেখে চ'লে গেলি ? মিডিয়া, মিডিয়া!

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। এই যে, এই যে সই!

লুনা। এসেছিস্ মিডিয়া, এসেছিস্। দাদা তোর শোকে পাগল হয়েছে।

মিডিয়া। এলাহী!

এলাহী। চোপ্, আগে গা টিপে দেখ, ওটা অন্ধকারের ডেলা—

মিডিয়া। না এলাহী, না ধর্ম্মবীর, আমি সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে, তোমার নিঃস্বার্থ সেবার পুরস্কারস্বরূপ তোমার নন্দিনীরূপে আবার তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি। এলাহী, আমার সেলাম নাও। তোমার লুনাতে আর আমাতে ভেদজ্ঞান ক'র না। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ?

এলাহী। না মিডিয়া, না। অন্ধকারেও কথা কয়। কখন মিডিয়ার মতন কয়, কখন আবার সেই অন্ধকার মিয়ার গলার সুরে—না মিডিয়া, না।

মিডিয়া। আবার অন্ধকার। অন্ধকার জয় করেছি। এখন থেকে আলোকময়ী প্রকৃতি ক্ষুদ্র হরিণ-শিশুর মত, নিত্য কোমল কটাক্ষে আমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে ইঙ্গিতমাত্রে আমার সম্মুখে নৃত্য করবে। এলাহী, নির্ভয় হও, এখন থেকে তুমি আমাকে লুনার পার্শ্বে স্থান দাও। আলোক পেয়েছি; কিন্তু স্নেহের তরঙ্গ বহুকাল অনুভব করি নি! পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকা ধরণীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য পেয়েও স্নেহের অভাব ভুলতে পারছে না। তোমাকে তুর্কী ব'লে অবজ্ঞা করেছি। এখন বুঝেছি, যে মানুষ, সে তুর্কীও নয়, গ্রীকও নয়; মানবত্বই তার ধর্ম্ম, মনুষ্যত্বই তার জাতীয়ত্ব।

এলাহী। এতক্ষণে অন্ধকার ছাড়ল! গরীব চাষা, বুঝতে পারে নি, সে তোকে অসহায় মনে ক'রে রক্ষা করতে গিয়েছিল। অন্ধকারে ডুবিয়ে হজরত আমাকে জ্ঞান দিয়েছে। জ্ঞান দিয়েছে, যে সহায়হীন, খোদা তার সহায়। চল্ মিডিয়া, পাঁচ বৎসর তোকে আমাদের ঘরে নিয়ে যেতে পারি নি। আজ একবার ঘর আলো করবি চল।

মিডিয়া। তবে চল্ সই!

লুনা। ও কথা বলিস্ নি মিডিয়া, আমি তোর বাঁদী।

মিডিয়া। শতবার বল্‌ব, সহস্রবার বল্‌ব। তুই বাঁদী ? তুই চিরস্বাধীনা অমরবাঞ্ছিতা করুণা। তোর স্নেহেই এই পাঁচ বৎসর আমি পিতৃশোকের প্রবল পীড়নেও প্রাণধারণ করেছিলুম। নে সই, আলিঙ্গন দে।

লুনা। তুই যে কি হয়েছিস বল্‌লি।

মিডিয়া। আমি অনন্ত-ঐশ্বর্য্যের রাণী হয়েছি।

লুনা। তোকে জড়াতে যে আমার সরম হচ্ছে!

মিডিয়া। কিন্তু তোমার মতন রত্ন না পেলে সে মণিভাণ্ডার আমার অসম্পূর্ণ।

(লুনাকে আলিঙ্গন করিল)

এলাহী। যাক্, অন্ধকারের ভুঁড়ি এইবারে ফেঁসে গেল।

লুনা। আর তবে দেরী কেন ভাই, চল আমরা ঘরে যাই।

(লুনার গীত)

কোন্ দেশে কোন্ সোনার বাগানে।
ফুটেছিলি গোলাপ-রাণী ভেসে এলি বানে॥
ঘুমন্ত দরিয়া ভুলে, ফেলে রেখে গেছে কূলে,
কুড়িয়ে পেয়েছি আমি এনেছি তুলে
সুবাসে ধরেছে নেশা, পড়েছি টানে॥

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য-পথ।

ফেরান্ ও মনসুর।

ফেরান্। সমস্ত ঝড়-বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেল। উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়িয়ে আপনি ক্রুদ্ধা প্রকৃতির সমস্ত প্রকোপ সহ্য করলেন। ধন্য আপনার সহিষ্ণুতা—ধন্য আপনার সাহস!

মন। না ফেরান্, ধন্যবাদ সমস্ত তোমার প্রাপ্য। তুমি নীরবে আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে এই বিষম ঝড়ের আক্রমণ সহ্য করেছ। অন্ধকার তোমার মুখের প্রসন্নতা আমার কাছে গোপন কর্‌তে পারে নি। বেশ ফেরান্, বেশ!

ফেরান্। না জাঁহাপনা, এ অসমসাহসিকতায় গোলামের গর্ব্ব কর্‌বার কিছু নেই। আমি পর্ব্বতের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলুম। একাকী থাক্‌লে, এতক্ষণ আমাকে যে কোন লোকের ঘরে আশ্রয় নিয়ে থাকতে হ'ত! সত্য কথা জাঁহাপনা, এরূপ সাহস আমি জীবনে এক মহাপুরুষ ছাড়া, অন্য কোন ব্যক্তির দেখিনি।

মন্। কে তিনি ফেরান্?

ফেরান্। তিনি কে! না জাঁহাপনা, এখন বলতে পারব না। তবে সম্রাট যখন জান্‌তে চেয়েছেন, তখন উপযুক্ত অবসরে এক দিন বলব! এখন আর এখানে দাঁড়াবেন না। সর্ব্বাঙ্গ আপনার জলে সিক্ত। সম্রাট! যে দণ্ডে আপনি ভাল হবার সঙ্কল্প করেছেন, সেই দণ্ডেই প্রকৃতি অঞ্জলি পূরে আপনাকে জীবনপূর্ণ জল উপহার দিয়েছে।

মন্। অত্যাচারী আল্-মনসুরকে হত্যা কর্‌বার জন্য আকাশ বিদ্রোহী হয়েছিল।

ফেরান। কিন্তু হত্যা কর্‌তে এসে, তার নূতন মূর্ত্তি দেখে, প্রভঞ্জন মস্তক অবনত ক'রে উপঢৌকন দিয়ে চ'লে গেছে। এখন প্রকৃতি শান্ত। এখন আপনি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর্‌লে, আপনার গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হবে না।

মন্। বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হয়েছে।

ফেরান। ঐ সম্মুখে একটি আলো জ্বল্‌ছে। আসুন, ওই আলোক লক্ষ্যে চ'লে যাই।

মন। কিন্তু যেতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

ফেরান। কেন জাঁহাপনা?

মন। এই রাত্রিতে—এই অবস্থায়—কোন দরিদ্রের গৃহের শান্তিভঙ্গ কর্‌ব!

ফেরান। এই প্রচণ্ড ঝড় মাথায় ক'রে তার জন্য ভাগ্য বহন ক'রে এনেছে!

মন্। এটা তবে কি প্রকৃতির করুণা?

ফেরান। যথার্থই যদি প্রকৃতি মানুষের প্রতি করুণা ক'রে তাদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেন, তা হ'লে দুনিয়ার অনেক ভার লাঘব হয়।

মন। তা হ'লে আমাকেও ত প্রকৃতির দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না ক'রে তৃষ্ণার্ত্ত আমাকে জল দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে। এত বজ্র ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত হ'ল, কই একটাও ত আমাকে সামান্যমাত্রও বিভীষিকা দেখালে না?

ফেরান। আপনি যদি ঝড়ের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে ভাল হবার সঙ্কল্প না কর্‌তেন, তা হ'লে আজ আপনার ভাগ্যে কি হ'ত, বল্‌তে পারি না। আপনি অনেক সাধু গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করেছেন।

মন্। এক জনেরও না। রাজা, রাজ্য-শাসন করেছি। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেছি।

ফেরান। অনেক সতীর সতীত্ব নাশ করেছেন।

মন্। এক জনেরও না।

ফেরান। কি বল্‌ছেন সম্রাট! জগতের সীমান্ত পর্য্যন্ত আপনার দুর্নাম প্রসৃত হয়েছে।

মন্। তা হ'ক, আমি এক জনেরও সতীত্ব নাশ করি নি। আমি আমার প্রাসাদে রমণী আনিয়েছি, দেখেছি, শেষে অর্থ দিয়ে বিদায় দিয়েছি। এ হস্ত আজও পর্য্যন্ত কোনও যুবতীর অঙ্গ স্পর্শ করে নি। সেই জন্য এই বাহু বিশ্ব-বিজয়ী। এই বাহুধৃত অস্ত্রভয়েই

প্রকৃতি আজ তৃষ্ণার্ত্তের কাছে জল উপঢৌকন নিয়ে এসেছে, বজ্র আঘাত করতে এসে পালিয়েছে। অত্যাচার করি নি, কিন্তু ফেরান, অনেক অত্যাচারের কারণ হয়েছি। মৎকর্ত্তৃক আনীত অনেক রমনী আমার দুরাত্মা সহচরগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়েছে।

ফেরান। এ বিচিত্র আমোদ অনুভব কেন করেছেন সম্রাট্?

মন্। কেন করেছি? কেন করেছি? ফেরান! হৃদয়ের উত্তাপে,—দেহের উষ্ণতায়, এই দেখ আমার সিক্ত বস্ত্র শুষ্ক হ'য়ে গেল!

ফেরান। এ কি বিচিত্র! বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্! এত জ্বালা আপনি হৃদয়ে পূরে রেখেছেন!

মন্। এত জ্বালা হৃদয়ে পূরে রেখেছি! এই জন্য দুর্দ্দান্ত সহচরগুলোকে দমন করি না। তারা মানুষকে কত জ্বালা দিতে পারে! এই জন্য লোক-নিন্দাকে গ্রাহ্য করি নি। সে আমাকে কত জ্বালা দিতে পারে!

ফেরান। গোলাম কি একটু ইতিহাস শুনতে পায় না?

মন। বেশ, শোনাব। তুমিও যখন সেই অসমসাহসিক মহাপুরুষের কথা বলবে, তখন শোনাব। এই মর্ম্মজ্বালা স'য়ে যদি আর কেহ জীবন ধারণ ক'রে থাকতে পারে, তাকেই আমি বীর বলি—তার কাছেই কেবল আমি মস্তক অবনত করি।

ফেরান। কৌতুহল-বশে সহস্র ক্রোশ দূর হ'তে দুর্দ্ধর্ষ সম্রাট্ আল-মন্‌সুরকে দেখতে এসেছিলুম—

মন। দেখতে এসেছিলে, না হত্যা করতে এসেছিলে?

ফেরান। যদি না বলি?

মন্। তা হ'লে বুঝব, প্রাণভয়ে তুমি আমার কাছে সত্য গোপন করছ।

ফেরান। বেশ, তা যদি বলি, বলুন আপনি আমাকে শাস্তি দেবেন!

মন্। শাস্তি দেবার হ'লে প্রথম দিনেই দিতুম।

ফেরান। প্রথম দিনেই দিতেন! প্রথম দিনে আমাকে দেখে হত্যাকারী ব'লে কি আপনার সন্দেহ হয়েছিল?

মন্। ফেরান! আমার রোজ-নামচা আছে—রাজধানীতে ফিরে গিয়ে তোমাকে দেখাব।

ফেরান। কি লেখা আছে বলুন?

মন্। ব্যাকুল কেন যুবক! রাজধানীতে ফিরে নিজের চক্ষে দেখো!

ফেরান। জাঁহাপনা, চির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। গোলামের কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

মন্। তবে দেখ। (ফেরানের খাতা দর্শন ও কম্পন) এখন কাঁপছ কেন ফেরান?

ফেরান। জিঘাংসু জেনেও আপনি আমাকে শরীররক্ষী নিযুক্ত করেছেন, গোলামকে এত ভালবাসা দিয়েছেন!

মন্। ভালবাসা দিই নি, দিতে পারবও না। ভালবাসা এক জনকে দিয়েছি—ভাণ্ডার শূন্য ক'রে দিয়েছি। নিজেকে পর্য্যন্ত দিই, এমন এক বিন্দুও অবশিষ্ট রাখি নি।

ফেরান। ও কথা বলবেন না, দোহাই হজরত, ও কথা বলবেন না। ভালবাসার নিরুদ্ধ উৎস বুঝি কার ভাগ্যে এক দিনের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। দুনিয়ার দুর্ভাগ্যে তা আবার অবরুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু অনন্ত—অনন্ত অন্তঃসলিল প্রস্রবণ! এক দিন খুলবে। শুনুন সম্রাট্! এক দিন এ ভালবাসা অনন্ত স্রোতে দুনিয়া ভাসিয়ে ছুটে যাবে!

মন্। স্বপ্ন দেখো না ফেরান্।

ফেরান। এই আমি, যথার্থই জাঁহাপনা, হত্যা করতে এসেছিলুম, দুনিয়াকে নিষ্কণ্টক করবার জন্য পাপিষ্ঠ আল্-মন্‌সুরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে এসেছিলুম. প্রতিজ্ঞা করছি, সেই আমিই দুনিয়ার চক্ষে এই নিরুদ্ধ স্রোত উন্মুক্ত ক'রে দেব।

মন্। থাক্, কে এক জন আলো নিয়ে এই বনে প্রবেশ করছে।

(আলোক হস্তে লুনার প্রবেশ)

লুনা। যদি কেউ এই বনের ভিতরে পথ হারিয়ে থাক, তা হ'লে উত্তর দাও।

ফেরান। এই দিকে।

মন্। চুপ, রমনী দেখছ না!

ফেরান। জাঁহাপনা! আশ্রয় দিতে এসেছে।

মন্। আরে মূর্খ, রমনীর আশ্রয় গ্রহণ করব কি! এই বুদ্ধিতে তুমি আমার প্রেমের উৎস উন্মুক্ত করবে? হুঁসিয়ার, আল্-মন্‌সুরের সহচর হবার যদি অভিমান

রাখ, তা হ'লে আর কখনও এ নীচ অভিলাষ মনে স্থান দিও না।

ফেরান। বেশ, দেব না।

লুনা। যদি কেউ পথ হারিয়ে থাক, উত্তর দাও। এই যে—এই যে! তোমরা এমন পাগল! এত ডাকৃছি, তবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ!

ফেরান। তুমি কাদের অনুসন্ধান করছ?

লুনা। যে কেউ অন্ধকারে নিরাশ্রয়, তাকে খুঁজছি। চ'লে এস, জল্‌দি চ'লে এস। দূরে সিংহের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। এখনি লোকালয়ে আস্‌বে। আর দেরী ক'র না—চ'লে এস।

মন্। তুমি যাও।

লুনা। আমার সঙ্গে যাবে না!

মন্। এ গাঁয়ে কি পুরুষ নেই?

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। পুরুষ থাকবে না কেন? তবে রমণী রাজার কতকগুলো রমণী সঙ্গী গাঁয়ে এসেছে। পাছে পুরুষ দেখ্‌লে ভয় পায়, তাই আমরা রমণী তাদের আশ্রয় দিতে এসেছি। না, না—তুমি! তুমি! তুমি!

মন্। খোদা, বাক্য দাও।

মিডিয়া। (দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া পলায়ন)।

মন্। (কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া)।

ফেরান। রমণী—রমণী—হুঁসিয়ার, প্রতিজ্ঞাকারী বীর—হুঁসিয়ার! চকিতা, সন্ত্রস্তা, পলায়নপরা বালিকার পশ্চাতে ছুটবেন না, ছুটবেন না!

মন্। না, এই ছোটার অবসান করছি।

ফেরান। ও কি? ও কি?

মন্। (স্বীয় পদে অস্ত্রাঘাত করিয়া ভূপতিত) ফেরান, আমাকে ধর।

ফেরান। (ছুটিয়া মনস্থরকে ধরিলেন) এ কি কর্‌লেন প্রভু?

মন্। পাষণ্ড,—অসংযত,—সঙ্কল্পরক্ষায় অপারগ,—কাপুরুষ মনসুরকে শাস্তি দিলুম। নইলে দুনিয়ার কোনও শক্তি ঐ বালিকার অনুসরণে তাকে বিরত করতে পারত না।

ফেরান। কি করলেন বাতুল সম্রাট্? পদখানা দেহ থেকে আর একটু হ'লে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেত।

মন্। বিচ্ছিন্ন হয় নি! ফেরান, এ হাতে আর শাসন-দণ্ড ধরা কর্ত্তব্য নয়, হাত আমার দুর্ব্বল হয়েছে।

ফেরান। কিছু হয় নি, আপনি গোলামের কাঁধে ভর দিন। সুন্দরি!

লুনা। (মনসুরের সম্মুখে নতজানু) রাজা! আমাদের ঘরে যাবে?

মন। এ অবস্থায় কেমন ক'রে যাব?

লুনা। এ আমি দেখতে দেখতে সারিয়ে দেব।

ফেরান। বল কি?

লুনা। আমার কাছে এমন দাওয়াই আছে, সে দাওয়াই দিলে হাড় পর্য্যন্ত জুড়ে যাবে—ঘায়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকবে না।

মন্। এমন দাওয়াই আছে?

লুনা। আছে। না যদি পারি, ওই তলোয়ার আমার গলায় মেরো।

ফেরান। সম্রাট্! অনুমতি করুন।

মন্। আমি রাজার পরিচয় নিয়ে কেমন ক'রে যাব?

লুনা। আমি বল্‌ব না। আমাকে খোদা জানিয়েছেন। খোদা আর কাউকে জানায়, সে জানবে; আমি বল্‌ব না। অন্ধকারে সিংহ আসবে রাজা।

মন্। চল মা! আমি জননীর আশ্রয় গ্রহণ করি।

ফেরান। দাম্ভিক সম্রাট্! জননীর আশ্রয় জন্মের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, একবার বলুন, রমণীর আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লুম।

চতুর্থ দৃশ্য

জিবার।

জিবার। সন্দেহ—মস্তিষ্কভেদী সন্দেহ! আমার এত যত্ন, এত চেষ্টা, সব কি বৃথা হবে? মিডিয়া কি পার্‌বে না? সারা দুনিয়াকে করতলগত ক'রে আমার বিজ্ঞানের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পার্‌বে না! খুব পার্‌বে। আমি তার মুখ, চোক, চিবুক, হাসি সব দেখেছি। হতাশার পর মুহূর্ত্তে যে উল্লাসময় সঙ্গীতে সে কৃষ্ণসাগরের তরঙ্গমালা চুম্বিত করেছিল, তা শুনেছি। তার নীরব আবেদন,—ইঙ্গিতের ঝঙ্কারভরা লোচনের সঙ্কোচ-প্রসার—পূর্ণাভিমানে কোমল-হৃদয়গত দুঃখের আবেগে ওষ্ঠাধরের তীব্র কম্পন—সব প্রত্যক্ষ করেছি। কথা অক্ষরে অক্ষরে—ঝঙ্কারে

ঝঙ্কারে—নানা অর্থ বহন ক'রে, আমার পিপাসু শ্রবণ চরিতার্থ করেছে আমি তাই শুনে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মায়াবিমুগ্ধ হয়েছিলুম। পারবে—মিডিয়া ঠিক পার্‌বে। দুর্ব্বৃত্ত আল্‌-মনসুরকে সগণে নিহত ক'রে, দুনিয়ার গৃহবাসীকে শান্তি দিতে মিডিয়া সক্ষম হবে। তথাপি সন্দেহ, বিষম সন্দেহ। চিন্তার কম্পনের ফাঁকে ফাঁকে,—আশার পুষ্পোদ্গমের মুখে মুখে—এক দুরন্ত সন্দেহ উঁকি মারছে। বল্‌লে—দেখেছি। একবার —আর নয়। পিতার প্রাসাদের ছাদে বিচরণ করতে কর্‌তে একবার এক জনকে দেখেছি। একবার দেখেছে। কে সে, কোথা সে, জানে না। তবে ভয় কি? ঠিক পার্‌বে, মিডিয়া ঠিক পার্‌বে। দূর ছাই, তবু এ পাপিষ্ঠ সন্দেহ আমার মস্তিস্কের বিন্দুগুলোকে নিয়ে এত কোলাহল কর্‌ছ কেন? দেখেছে! পুরুষের মুখ দেখা থেকে বঞ্চিত কর্‌বার জন্য, তাকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখতে তার পিতার ওপর আদেশ দিয়েছিলুম। তবু দেখেছে।

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। ঠিক পার্‌বে, মিডিয়া ঠিক পার্‌বে।

জিবার। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি বল্‌লি মিডিয়া, পার্‌বি? দে, আশ্বাসবাণী দে।

মিডিয়া। কেন পার্‌ব না?

জিবার। দূর ছাই, তবু এ পাপিষ্ঠ সন্দেহ আমার মস্তিস্কের বিন্দুগুলোকে নিয়ে এত কোলাহল কর্‌ছে কেন?

মিডিয়া। এ সন্দেহের কারণ কি গুরু?

জিবার। পুরুষের মুখ দেখা থেকে বঞ্চিত কর্‌বার জন্য, তোকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখ্‌তে তোর পিতার ওপর আদেশ করেছিলুম।

মিডিয়া। সে আপনি?

জিবার। আমি। তবু ত তোকে পুরুষদর্শন থেকে বঞ্চিত করতে পারি নি! তবু তুই দেখেছিস্‌!

মিডিয়া। তবু আমি দেখেছি। কৈশোর-যৌবন-মিলনমুখে মিরিবামের প্রাসাদ-শিখর থেকে, প্রকৃতির কি জানি কি মোহ-প্রসারিণী অবস্থায়, আকাশের কি কুহক-বিস্তারী বর্ণসম্ভারে, নগরপ্রান্তস্থ শস্য-শ্যামল প্রান্তরে—দেখেছি।

জিবার। সে বড় সুন্দর?

মিডিয়া। সুন্দর! সে কি সুন্দর! গুরু, আপনার কিমিয়া শাস্ত্রে রসায়নসংযোগে কল্পনাতেও যদি কখন কোন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রে থাকেন, তা হ'লে তা স্মরণ করুন।

জিবার। তবে?

মিডিয়া। তবু নির্ভয়। আমি পারব। যদি দ্বিতীয়বার তাকে না দেখতুম, তা হ'লে বোধ হয়, আপনাকে এ সাহস দিতে পারতুম না।

জিবার। দ্বিতীয়বার দেখেছিস্‌?

মিডিয়া। আজ, এই মাত্র। দেখে আমি চ'লে আস্‌ছি।

জিবার। চ'লে এলি?

মিডিয়া। তবে আর কি করব?

জিবার। কে সে?

মিডিয়া। দুর্ব্বৃত্ত আল্‌-মনসুরের অন্যতম সহচর। যে দণ্ডে তা' বুঝ্‌তে পেরেছি, সেইদণ্ডেই আমার চিত্ত থেকে তার মাধুর্য্য অপসৃত হ'য়ে গেছে।

জিবার। তাকে হত্যা কর্‌লি নি!

মিডিয়া। হত্যা! সে কি! কি অপরাধে?

জিবার। হত্যা—আলবৎ—বিষম অপরাধে। যেহেতু তুই তাকে দেখেছিস।

মিডিয়া। আমি দেখেছি, তাতে তার অপরাধ!

জিবার। নিশ্চয়। যে প্রাসাদ-শিরে মিডিয়া বিচরণ করে, কেন সে তার নিকটের শস্য-শ্যামল প্রান্তরে দাঁড়িয়েছিল!—যা, এখনি ফিরে যা—এই বিজলীদণ্ড স্পর্শে তাকে হত্যা ক'রে এখনি আমাকে সে সুসংবাদ এনে দে।

মিডিয়া। তা পার্‌ব না!

জিবার। (মাথা নাড়িয়া) সন্দেহ—সন্দেহ—

মিডিয়া। কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

জিবার। (মাথা নাড়িয়া) মিডিয়া, এত অন্ধকার ভোগ বৃথা হ'ল!

মিডিয়া। সন্দেহ করছেন কেন?

জিবার। (মাথা নাড়িয়া) হা ঈশ্বর, আমার বিদ্যার মর্য্যাদাটা দুনিয়া আর দেখতে পেলে না? পাশবিক বলই কি প্রবল হ'ল?

মিডিয়া। এক জন নিরপরাধীকে হত্যা করলে যদি আপনার বিদ্যার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হ'লে সে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই।

জিবার। তবু তাকে হত্যা কর।

মিডিয়া। নিরপরাধকে হত্যা, এ কোন্ ধর্ম্মে শিক্ষা দিয়েছে গুরু?

জিবার। ধর্ম্মের তুই কি জানিস? এক দেশে এক জন নিরপরাধের পঞ্জরের অস্থিতে আকাশের ভীম-নাদী বজ্র রচিত হয়েছিল।

মিডিয়া। সে পঞ্জরের অস্থি কে নিলে?

জিবার। স্বর্গের দেবতা নিলে, তাইতে দুনিয়া থেকে দানবের শাসন চ'লে গিয়েছিল।

মিডিয়া। যে দেশে এই রকম নির্দ্দোষের নাশে ধর্ম্মের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, অষ্টবজ্রে তার অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করুক।—আমি এ রকম ক'রে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা চাই না।

জিবার। পারবি নি?

মিডিয়া। দোহাই গুরু, আমাকে অন্যায় আদেশ করবেন না।

জিবার। তবে দে, আমার বিজলী-দণ্ড ফিরিয়ে দে।

মিডিয়া। এখন দেব না। আগে সে ব্যক্তি গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাক্, তখন চাইবেন, দেব।

জিবার। মিডিয়া! আর গোপন করিস্ নি, তুই তাকে ভালবাসিস্।

মিডিয়া। কই?—না।

জিবার। ঠিক বল্‌ছিস্?

মিডিয়া। ঠিক—হাঁ—না।

জিবার। যদি সে তোকে ভালবাসা জানিয়ে বিবাহ করতে চায়?

মিডিয়া। হাঁকিয়ে দেব।

জিবার। যদি না পারিস্?

মিডিয়া। তখন স্বহস্তে আমাকে বধ করবেন।

জিবার। পারলে এখনি করতুম। তা হ'লে যা বলি তা শোন্। যদি কখন তোর মনে বিবাহের পাপ অভিরুচি জাগে, প্রতিজ্ঞা ক'র, বিবাহের যৌতুকস্বরূপ তার কাছ থেকে আল্-মনসুরের মাথাটা উপহার গ্রহণ কর্‌বি?

মিডিয়া। বললে সন্তুষ্ট হন?

জিবার। আপাততঃ।

মিডিয়া। বেশ প্রতিজ্ঞা করলুম!

জিবার। ভাল, আপাততঃ চললুম। কিন্তু শুনে রাখ,—আমাকে কোনও কিছু গোপন করা তোমার সাধ্যাতীত—আমি সত্বরেই ফিরে আস্‌ছি।

মিডিয়া। যথা আজ্ঞা। (জিবারের প্রস্থান) নিরপরাধকে হত্যা ক'রে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে!

(লুনার প্রবেশ)

লুনা। রাণী—রাণী—

মিডিয়া। রাণী কে?

লুনা। কেন তুই—সেই যে তুই বল্‌লি, আমি রাণী হয়েছি।

মিডিয়া। আমি ঐশ্বর্য্যের রাণী হয়েছি ব'লে কি তোরও রাণী হয়েছি!

লুনা। হাঁ, হাঁ—তুই হয়েছিস্।

মিডিয়া। আচ্ছা বেশ, হয়েছি—তোরও রাণী হয়েছি—তুই কৃষক এলাহীর ঘরে রাজার লোভনীয় ঐশ্বর্য্য। এখন কি করতে এসেছিস বল্?

লুনা। জল্‌দি আমাকে দাওয়াই দে—

মিডিয়া। দাওয়াই দে কি!

লুনা। যে দাওইয়ে কাটা হাড় জোড়া লাগে। জলদি দে, দেরী করিস্ নি—নইলে আমার মর্য্যাদা থাক্‌বে না—আমার না থাক্‌লে, তোরও মর্য্যাদা থাক্‌বে না। কেন না, তোর জোরেই আমার জোর।

মিডিয়া। এরই মধ্যে হাড় ভেঙ্গে গেল কার?

লুনা। কার কি? নিজে খুন ক'রে এলি, জানিস্ না!

মিডিয়া। আমি খুন ক'রে এলুম!

লুনা। দেখা দিয়ে মজিয়ে এলি, তার পর আলো নিবিয়ে ছুট্‌লি। সে গরীবের কি অবস্থা হ'ল, তার কি কিছু খোঁজ রাখলি?

মিডিয়া। কি হয়েছে বুঝিয়ে বল্।

লুনা। তুইও ছুটলি, সেও তোর পিছন পিছন ছুট্‌ল।

মিডিয়া। তার পর অন্ধকারে পা ভাঙলো। এই ত? সেই নরাধমের জন্য তুই ওষুধ নিতে এসেছিস্!

লুনা। কথা শেষ কর্‌তে দে! তাকে ছুটতে দেখে তার সঙ্গী বললে পালিয়ে যাচ্ছে যে রমণী, তার পশ্চাতে ছোটা বীরধর্ম্ম নয়—

মিডিয়া। তাতেও দুরাত্মা নিবৃত্ত হ'ল না ব'লে বন্ধু বুঝি তার পায়ে তরোয়ারের চোট মেরেছে? লুনা, সে পাপিষ্ঠের ঠিক শাস্তি হয়েছে, তাকে ঔষধ দেব না! তুই সেই বন্ধুটিকে ডেকে আন। বুঝতে পারছি, পাপ সঙ্গে এখনও তার মনুষ্যত্ব লোপ পায়

নি। তুই তাকে সঙ্গে নিয়ে আয়, আমি তাকে পুরস্কার দেব।

লুনা। তবে তুই যা খুসী বল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি—আর লোকটা এর মধ্যে ম'রে যাক্।

মিডিয়া। বুঝেছি, পাষণ্ড বাধা পেয়ে তার বন্ধুর গায়ে অস্ত্রাঘাত করেছে।

লুনা। তোর মাথা করেছে। কথা শেষ কর্‌তে দিবি নি,—তা হ'লে কি বল্‌ব বল্।

মিডিয়া। ও! তা হ'লে বুঝেছি।

লুনা। ছাই বুঝেছিস।

মিডিয়া। এলাহী তাকে মেরেছে।

লুনা। না।

মিডিয়া। এলাহীও নয়, তবে কে? কোন্ সাধু আমাকে নিরাশ্রয় জেনে রক্ষা কর্‌তে এসেছিল?

লুনা। সে নিজে।

মিডিয়া। নিজে?

লুনা। যখন দেখলে মন তার কিছুতেই বশে আসে না—কিছুতেই সে ছোটা থেকে ক্ষান্ত হ'তে পারে না, তখন সে নিজে পায়ে তরোয়ালের চোট মেরে অচল হ'য়ে পড়ল।

মিডিয়া। লুনা—লুনা!

লুনা। আমরা তাই দেখে অবাক্। বন্ধু বল্‌লে, কর্‌লে কি? সে বল্‌লে, বালিকার অনুসরণে কোনমতেই ক্ষান্ত হয় না দেখে, দুরাত্মাকে শাস্তি দিয়েছি, তার চল্‌বার দফা জন্মের মতন রফা করেছি।

মিডিয়া। লুনা—লুনা—

লুনা। লুনা লুনা কর্‌ছিস্ কেন? ওষুধ দে না।

মিডিয়া। দিচ্ছি। নিয়ে যা—আর সঙ্গে সঙ্গে—আমি যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয়েছি—সব নিয়ে যা। তুই-ই রাণী হবার যোগ্য—আমি গুরু-রচিত কুসুমকাননমধ্যে সুপেয় জলাশয় তীরে বাস ক'রেও গোপনে মরীচিকা কিনে এনেছি। যা হ'তে আমার সাধ্য নাই, তাই হ'তে গিয়েছি। যা হ'তে আমার অধিকার নাই, সেই চিরকুমারীর একায়ত্ত জগতের কল্যাণবিধায়িনী শক্তির লোভে গুরুকে মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত করেছি—নে লুনা, শীঘ্র নে।

লুনা। আচ্ছা সে পরে, এখন সে গরীব মরে—দাওয়াই দে।

(ফেরানের প্রবেশ)

ফেরান। লুনা!

লুনা। দে, মিডিয়া—শীঘ্র দে—দেরী দেখে তার সঙ্গী ব্যাকুল হ'য়ে আমাকে খুঁজতে এসেছে।

ফেরান। এ কি কর্‌ছ লুনা, করুণার আশ্বাসবাণী কি শেষে পাগলের প্রলাপকথায় পরিণত হ'ল?

মিডিয়া। কেন হবে! মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের প্রাণ আমার অধিকারে। আমার সহচরী যার জীবনরক্ষার আশ্বাস দিয়েছে—শুনে রাখ ধীমান, সে বেঁচেছে।

ফেরান। তাই ত, তখন ত আমি দেখি নি—না দেখে আমি অনুসরণকারী হতভাগ্য বন্ধুকে তিরস্কার করেছিলুম। ভূ-বিচারিণী শশিকলা! অন্তরে পাবক বেঁধে আর ক্ষণজীবী পতঙ্গগুলোকে দগ্ধ ক'র না! মা! নিরপরাধের প্রাণ বাঁচাও। তার পর সরম বসনে রূপ গোপন কর।

মিডিয়া। মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর, ওষধির আবাহন করি।

(গীত)

মধুময় বহ রে সমীর।
ঋতু হও মধুময়, মধুময়ী প্রকৃতির॥
ধূলা হও মধুময়, মধুময় জলাশয়।
মধুর নিলয় হও, নিশির শিশির॥
জাগো মধু শৈলে, জাগো মধু ফুলদলে
জাগো মধু লতিকা-মূলে :—
মধু জাগো রসে রসে, যা রে ব্যাধি দূর দেশে,
মুক্ত হও, সুস্থ হও ব্যাধিত শরীর॥

পঞ্চম দৃশ্য

কুটীর।

ফেরান ও মনসুর।

ফেরান। আরোগ্যলাভ করেছেন, জাঁহাপনা?

মন্। সম্পূর্ণ—আঘাতের চিহ্নমাত্রও নেই।

ফেরান। বড়ই ত আশ্চর্য্য!

মন্। শুধু তাই নয়। ঔষধ দেহমধ্যে প্রবেশ ক'রে, দেহে নব জীবনীশক্তির সঞ্চার করেছে।

দেহের সমস্ত ক্লান্তি দূরে হয়েছে। এখন আমি পূর্ব্বের চেয়ে বলিষ্ঠ, যবিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ।

ফেরান। বালিকা তা হ'লে ত দেখছি, আপনাকে বড় ঋণী করলে!

মন্। ঋণী কর্‌লে কি ফেরান, বালিকার এ ঋণ শোধ হয় না।

ফেরান। তাই ত দেখ্‌ছি—রাজধানীতে ফির্‌লে এ আঘাত নিয়ে আপনাকে বড়ই কষ্ট পেতে হ'ত।

মন্। কষ্ট পেয়েও যদি আমার অঙ্গহানি না হ'ত, তা হ'লেও আক্ষেপ থাক্‌ত না। রাজধানীতে ফির্‌লে আমাকে এ পায়ের মায়া ত্যাগ করতে হ'ত। ফেরান, আমার প্রাসাদের সমস্ত চিকিৎসক মিলেও এ ছিন্নাংশ দেহে সংলগ্ন রাখতে পারত না।

ফেরান। তবে বালিকাও ভাগ্যবতী, সে আজ আপনাকে ঋণী করেছে।

মন্। মূর্খ অপ্রেমিক, বার বার ঐ কথা? একবার আমার কথা শুনেও তোমার জ্ঞান হ'ল না! নিজেকে দিয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য যে সুখী হব, সে ভালবাসাও আমাতে অবশিষ্ট নেই।

ফেরান। তবে সে অজ্ঞাত-কুলশীলার পিছনে ছুটেছিলেন কেন? এত আকর্ষণ যে, পায়ে আঘাত ক'রে তবে আপনাকে আকর্ষণের বেগ রোধ কর্‌তে হয়েছে!

মন্। তুমি তাকে দেখেছ?

ফেরান। আমি তখন লুনাকে দেখ্‌ছিলুম।

মন্। ঠিক!

ফেরান। বালিকাতে একটা অনন্যসাধারণ মাধুর্য্য আছে—কথায় অনেকটা মাদকতা আছে।

মন্। যাক্, শুনে একটু সন্তুষ্ট হ'লুম। হৃদয়ের অনেকটা ভার লাঘব হ'ল।

ফেরান। বাহিরে একটা গরিমা আছে, অন্তরে একটা মহিমা আছে। প্রথমে দেখে তাকে আমি চাষার মেয়েই মনে করেছিলুম।

মন্। ফেরান, তুমি বালিকাকে বিবাহ কর।

ফেরান। আমি বিবাহ কর্‌ব?

মন্। নিশ্চয়! আমার আদেশ।

ফেরান। আমি বিবাহ কর্‌তে চাইলে, সে বালিকা বিবাহ কর্‌বে কেন?

মন্। রাজ্য যৌতুক দেব। তাতেও না সম্মত হয়, আমার সাম্রাজ্য।

ফেরান। তাতেও যদি না হয়?

মন্। তা হ'লে দরবেশ সেজে মাথা মুড়িয়ে দুনিয়া পরিভ্রমণ কর। মূর্খ নীরস ইস্পানী! রমণী-হৃদয় অধিকারে এতটুকু পর্য্যন্ত সাহস নাই?

ফেরান। আর আপনি?

মন্। আমি সেই রমণীর অনুসরণ কর্‌ব।

ফেরান। সমস্ত ভালবাসা যাকে ঢেলে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, এ কি সেই?

মন্। মনে হচ্ছে সেই। কিন্তু সে এখানে কেমন ক'রে আসবে? ফেরান, যার অন্বেষণে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পরিভ্রমণ করেছি—রাজ্যের কোন নিভৃত স্থানে লুকিয়ে রেখেছে মনে ক'রে, একটি একটি ক'রে শত রাজ্য জয় করেছি, সহস্র সহস্র নগর, লক্ষ লক্ষ গ্রাম ভগ্ন, দগ্ধ, বিধ্বস্ত ক'রে প্রকৃতির বক্ষে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছি, সেই—সেই—আল্-মন্সুরের শুভ্র যশের সচল সমাধি—রাজধানীর এত নিকটে!

ফেরান। সে যদি না হয়?

মন্। তা হ'লে তাকেও এক রাজ্য দেব। তার প্রিয়ের সঙ্গে সে সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করুক। তার আকর্ষণেরও ত মূল্য আছে!

ফেরান। যদি হয়?

মন্। ফেরান! তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারি নি মনে ক'র না।

ফেরান। আপনি বিশ্বজয়ী সম্রাট্, আপনি তুচ্ছ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পারবেন না?

মন্। এ বিষয়ে আমি অনেক দিন চিন্তা করে-ছিলুম। প্রথমে মনে করেছিলুম, সে যদি আমার না হয়, তাকে হত্যা কর্‌ব। আমার বাঞ্ছিতা আবার অন্য কার ভোগ্যা হবে! তার পর ভেবেছিলুম, আত্ম-হত্যা কর্‌ব। একটা তুচ্ছ রমণীর হৃদয়াকর্ষণ করতে যদি একান্তই অপারগ হই, তা হ'লে সমস্ত দুনিয়ার মালিক হয়েও আমার জীবনের কোনও মূল্য নেই। সর্ব্বশেষে স্থির করেছি, যে ভাগ্যবান তার হৃদয়াকর্ষণ করেছে, আমার সাম্রাজ্য তার পাদমূলে অঞ্জলি প্রদান করে, কোন চিরতুষারসেবিত শৈল-শিখরে প্রকৃতির নির্ম্মম কঠোরতায় আত্মসমর্পণ ক'রে দুনিয়াবাসীর দৃষ্টির অন্তরালে শেষ জীবন যাপন কর্‌ব। আমি উপার্জ্জক—সে ভোগাধিকারী।

ফেরান। না সম্রাট্, আপনাকে তা করতে হবে না। বিশ্বজয়ী বীর! আত্মমর্য্যাদায় হতাশ হবেন

না। যদি মানবত্বে আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তা হ'লে আমার স্থির ধারণা, সে কোহিনুর আপনারই জন্য ধরণীতে প্রেরিত হয়েছে। অগণ্য জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী আকাশে বিদ্যমান থাক্‌তেও কমলিনী এক সূর্য্য ভিন্ন আর কারও কাছে হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত করে না। আপনি নিশ্চিন্ত হন।

মন্। নিশ্চিন্ত হব! নিশ্চিন্ত নহি কি ফেরান! গুপ্তঘাতক-কুলের বস্ত্রাভ্যন্তরনিহিত অস্ত্রারণ্য মাঝে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিচরণ করি। জগদ্ব্যাপী অপ-যশের তীব্র কোলাহলে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যাই। নরকের ভীমাগ্নি কল্পনার বিভীষিকায় সহস্র লোল রসনায় আমার এই দেহ স্পর্শ কর্‌তে আমার নিশ্চিন্ততাকে উত্যক্ত কর্‌তে পারে নি। যার জন্য আমার এই নিশ্চিন্ততা, আমার সেই প্রিয়তমা, মিরিবামের গ্রীকরাজ-দুহিতা মিডিয়া, একবার মাত্র আমার দৃষ্টিপথে প'ড়ে আজও পর্য্যন্ত অজ্ঞাত পরিচয়ে দুনিয়ার কোন্ সীমান্তে অবস্থান কর্‌ছে। একবার চিন্তা—উঃ!—কি বিষম চিন্তা!—সহস্র ঝটিকার প্রহারে হৃদয়টাকে আলোড়িত করেছিল—তার পর—স্থির। শান্ত প্রকৃতির পুনরাবর্ত্তনে নিশ্চল সমীর-সেবী কৌমুদী-বিলাসী প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় অতি স্থির জীবন নিয়ে নিরাশার নিশ্চিন্ততায় দরিদ্র আল্-মন্সুর ধরণীতে বিচরণ কর্‌ছে। স্বপ্ন-সলিলোত্থিত বিম্বের মত প্রিয়তমার ছায়ামূর্ত্তি গত রজনীতে আর একবার আমাকে ব্যাকুল করেছিল, কিন্তু ফেরান, আমি ত তার শাস্তি দিয়েছি।

ফেরান। সম্রাট্! আমি অজ্ঞ অন্ধ! আমি আপনাকে দেখেও দেখতে পাচ্ছি না। তবে এক অনুরোধ—আপনি সে সুন্দরীর আশা পরিত্যাগ করুন।

মন্। পরিত্যাগ ত করেছি।

ফেরান। তার দেখার আশা পরিত্যাগ করেছেন, তার আশা ত্যাগ করেন নি। দেখতে পেলে, তদ্দণ্ডেই তাকে পাবার লোভ বেড়ে উঠবে।

মন্। সম্ভব।

ফেরান। কিন্তু তাকে পাবেন না। পেতে গেলে অপদস্থ হবেন।

মন্। অপদস্থ হব!

ফেরান। দোহাই রাজা, তার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হ'ন।

মন। (ক্রোধভরে) কেন?

ফেরান। আমি এক মহাপুরুষের কথা আপনাকে বলব বলেছিলুম।

মন্। বলেছিলে।

ফেরান। তিনিই মিডিয়ার পিতা ইজিয়াস। তিনি আপন হ'তে অধিক শক্তিমান্।

মন্। চুপ রও মূর্খ, আমি তার রাজ্য কেড়ে নিয়েছি।

ফেরান। তিনি দয়া ক'রে আপনাকে রাজ্যভিক্ষা দিয়ে গেছেন।

মন্। তৃতীয়বার এ কথা বল্‌লে, তোমার শিরশ্ছেদ করব।

ফেরান। আমি দেখেছি।

মন্। কি দেখেছ?

ফেরান। তার শক্তি—যে দিন আপনার রণতরী মিরিবামের বন্দরে উপস্থিত হয়, সে দিন আমি তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলুম। আপনার নৌ-বহর দেখে, তিনি একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে, আমাকে ব'লেছিলেন—"ফেরান! আমি বৈরাগ্য গ্রহণ করব।" আমি শুনে বিস্মিত হ'য়ে বল্লুম—"সে কি! শত্রুকে বাধা দেবেন না?" তিনি বল্‌লেন—"মৃত্তিকা-লোভী বালকের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, আমি আমার বিদ্যার অমর্য্যাদা করব না!" এই ব'লে তিনি আমাকে কতকগুলো আয়না দেখালেন। দেখিয়ে বল্‌লেন—এই আয়নাগুলো সাজিয়ে তাতে সূর্য্যকিরণ ঘনীভূত ক'রে এখনি অতি দূর থেকে আল্-মন্সুরের সমস্ত জাহাজ ভস্মীভূত ক'রে ফেলতে পারি।" কিন্তু করব না—আমার বিদ্যা নালোচনার সুযোগে ওমরাও বিদ্রোহী হয়েছে, প্রজা পাপী হয়েছে। আমি বৈরাগ্য গ্রহণ করব।

মন্। প্রলাপী! আমার সুমুখ থেকে চ'লে যাও।

ফেরান। আমিও তার কথা প্রলাপ ব'লে বোধ করেছিলুম! কিন্তু জাঁহাপনা, আপনার কি স্মরণ নাই যে, আপনার বহরের একটি ক্ষুদ্র লোকশূন্য তরী বিনা অগ্নিসংযোগে সহসা প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছিল?

মন। মনে পড়েছে,—আমরা কেউ তার কারণ নির্ণয় কর্‌তে পারি নি।

ফেরান। মহাত্মা ইজিয়াস সূর্য্যের কিরণে তা দগ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। দগ্ধ কর্‌তে কর্‌তে বলেছিলেন, "গ্রীক জ্ঞানী আরকিমিডিস্ এক দিন এই যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুর রণতরী দগ্ধ করেছিলেন।"

মন। তিনি আমার রণতরী দগ্ধ কর্‌লেন না কেন?

ফেরান। কারণ ত বল্লুম—অন্য কারণ আমি জানি না। আমার মনে হয় দয়া—করুণার আধার বৃথা প্রাণি-হত্যা করতে অশক্ত হ'য়ে, বিনা যুদ্ধে আপনাকে মিরিবাম দিয়ে চ'লে গেলেন।

মন্। তা হ'তে পারে। তথাপি সে কাপুরুষ। আমি যদি তার সহরের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে ছোরার মুখে তুলে দিতুম?

ফেরান। কই আপনি ত দেন নি? আপনি দুনিয়ার অনেক সহর ধ্বংস করেছেন: কিন্তু মিরিবামের একটি প্রাণীর কেশাগ্রও স্পর্শ করেন নি।

মন্। ফেরান ভাই—সে যে মিডিয়ার সহর—আমার পুণ্য তীর্থ!

ফেরান। তা হ'লে সে শক্তিমান্‌কে এইখান থেকে সেলাম ক'রে, তার কন্যাপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করুন।

মন্। তুমি মিডিয়াকে দেখ নি?

ফেরান। আমি কেন, আপনি ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ তাকে দেখে নি। বালিকা আজন্ম অন্তঃপুরে পালিত হয়েছে।

মন্। তথাপি তার আশা আমি পরিত্যাগ কর্‌ব না।

ফেরান। তার ওপর আজ আবার আর এক বিচিত্র ব্যাপার দেখেছি।

মন্। আবার কি?

ফেরান। এক বিচিত্র পুরুষ—

মন্। সে বুঝি ইজিয়াসের চেয়েও শক্তিমান্?

ফেরান। দোহাই প্রভু, অবিশ্বাস কর্‌বেন না। সে আকাশ থেকে বিজলী টেনে দণ্ডের ভিতর পূরে রাখে। সে মিডিয়ার রক্ষক।

মন্। মিডিয়ার সৃষ্টিকর্ত্তা যদি তার রক্ষাকল্পে প্রহরীর কার্য্য করে, তথাপি তার আশা পরিত্যাগ কর্‌ব না।

ফেরান। আমার বক্তব্য আমি বল্লুম, আপনার কর্ত্তব্য আপনি করুন।

মন্। ভালবাসুক আর না বাসুক, তুমি সেই কুহক-কন্যাকে বিবাহ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাক।

(লুনার প্রবেশ)

লুনা! দেখ মা, তোমাকে আমি কিছু উপহার দেব, নেবে?

ফেরান। না লুনা, নিয়ো না। অতি অকিঞ্চিৎকর দান—অতি তুচ্ছ—মূল্যহীন—তুমি যা রাজাকে দিয়েছ, রাজা নিজে বলেছেন তার বিনিময়ের বস্তু নেই।

লুনা। আমি কি দিয়েছি, আমি ত কিছু দিই নি! সত্যি সত্যি আমি ত কিছু দিই নি রাজা! ওষুধ দিয়েছে ওই ছুঁড়ী, আহার দিয়েছে ওই ছুঁড়ী, ঘরটি কেবল দাদার—আমরা অতি গরীব—ওরূপ আহার কখন চক্ষে দেখি নি।

মন্। তা হ'ক, তুমি উপহার গ্রহণ কর। বল, যা দেব—বিনা বিচারে গ্রহণ করবে?

ফেরান। তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ—আমি জানি লুনা, মূল্যহীন।

লুনা। তোমরা দেবে, দয়া ক'রে দেবে—গরীব লুনার কাছে তা তুচ্ছ হবে কেন! তবে আমি নিতে পার্‌ব না।

মন্। না লুনা, দয়া ক'রে দিচ্ছি না, তুচ্ছ ব'লে দিচ্ছি না। তোমার প্রাপ্য—আমার ঋণ—আমার ভাণ্ডারে যা শ্রেষ্ঠ ব'লে বোধ করছি, তাই দিচ্ছি।

লুনা। আমি নিতে পারব না রাজা! আমার পিতামহ আছে।

মন্। কোথায় তোমার পিতামহ?

লুনা। তোমার দলবল গাঁয়ে আস্‌ছে শুনে, মেয়েছেলে সব ভিন গাঁয়ে পালিয়েছিল, দাদা তাদের আন্‌তে গেছে।

মন্। আমার দলবল ত গাঁ ছেড়ে যায় নি, তা হ'লে কি সাহসে তোমার দাদা তাদের ফিরিয়ে আনছে!

(নেপথ্যে কোলাহল)

লুনা। ঐ বুঝি দাদা আসছে—দাদা বক্‌সিস্ নিতে বলে, আহ্লাদের সঙ্গে নেব। যদি নিতে মানা করে, তা হ'লে নিতে পার্‌ব না। অপরাধ নিয়ো না রাজা!

মন্। শুনে সন্তুষ্ট হলুম লুনা। চল মা, তোমার পিতামহকে দেখে ধন্য হই। অপরাধ নেবার কোন কাজ কর নি। বরং তোমাদের গ্রামে এসে অশান্তির কারণ হয়েছি ব'লে আমরাই তোমাদের কাছে অপরাধী।

(দৌলতীর প্রবেশ)

দৌলতী। ও লুনা—পালা। দানারা একযোগে

আমার ঘর চড়াও হয়েছে—আমাকে খুন করবে, তোকে লুটে নেবে—পালা।

লুনা। কি হবে মিঞা!

মন। ভয় নেই বৃদ্ধা, কেউ তোমাদের কোন অনিষ্ট করবে না।

দৌলতী। ঠিক?

মন্। নিশ্চয়—তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

দৌলতী। তা হ'লে কাঠ চেলাই?

ফেরান। নিশ্চিন্ত হয়ে—কাঠ চেলাও, গম ভাঙ্গ—ছোলা খাও।

দৌলতী। ওঃ! তোমরা বুঝি বড় দানা?

ফেরান। দানা কি—ইনি বেদানা—আর আমি আখ্‌রোট।

দৌলতী। আখ্‌রোট বেদানা—ও লুনা—তা হ'লে তুই হবি কি!

লুনা। আমি তোর মতন পিণ্ডি খেজুর হব। যা, চ'লে যা।

দৌলতী। পিণ্ডি হবি কেন—দেদো গাছে ঝুলবি, কলসীতে ফুলবি? তাই ত বলি, মিন্‌সেও সরেছে, ঝড়ও উঠেছে—ফাঁক পেয়ে বেদানা আখ্‌রোট আমার ঘরে উড়ে পড়েছে—কিন্তু খায় কে?

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুটীর-প্রাঙ্গণ।

এলাহী।

এলাহী। কেন এলো না, কেন এলো না—সারা দিন ভেবেছিলুম। কেন সে আস্‌বে, লুনা? দুনিয়ার মালিক তার কাছে আস্‌বে, হাঁটু গাড়বে, হাত জোড় কর্‌বে, ভিক্ষা নেবে—সে গরীব চাষার আশ্রয় নিয়ে মান খোয়াবে কেন? এখন সে আশ্রয় নেবার ছল ক'রে আশ্রয় দিতে এসেছে। ওমরাওদের সঙ্গে লড়াই, তাতে আমাকে জয় দিয়ে চাষার প্রতিপত্তি বাড়িয়েছে। মিডিয়া, মিডিয়া, মা! এত ভালবাসা আমার জন্য প্রাণে রেখে পাঁচ বৎসর বিদেশীর মত দূরে দূরে স'রে ছিলি?

(দৌলতীর প্রবেশ)

দৌলতী। তাই ত, গাঁয়ে ত লোক নেই, ঝড়ে ত গাছ নাই, চালে ত খড় নেই। বুড়ো মোড়ল সেই যে কাল বাড়ী ছেড়েছে, আজও পর্য্যন্ত দেখা নেই। বাড়ীতে দু-দুটো অতিথ, এদের দেখে কে?—এক লুনা কি তাদের যত্ন কর্‌তে পারে? গরীব চাষার ঘরে কখন অতিথ আসে নি। যদিই এলো, যদিই বেরালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়লো—তা ছাই তাদের সেবা হ'ল না! কোথায় গেল? এ রকম ক'রে বাড়ী ছেড়ে ত সে থাকে না!

এলাহী। বস্,* ভেবে দেখলুম—এখন থেকে ঘাড়ে বিষম ভার পড়েছে। মিডিয়া আমার জানের সঙ্গে গেঁথে গেছে। নিজেকে বাঁচতে হ'লে মিডিয়ার জান দেখতে হবে। তার বাপ নেই, মা নেই, দুনিয়ায় কেউ নেই। দুনিয়ার রাণী হ'য়েও আমার কাছে মমতা ভিক্ষা করতে অঞ্জলি পেতেছে! আমি সে অঞ্জলিপূরেই মমতা দেব। মিডিয়াকে পেয়ে আজ আমি চাষা হ'য়েও রাজা।

দৌলতি। এই যে মোড়ল—মনে করতে কর্‌তেই এসেছে।

এলাহী। কি খবর?

দৌলতী। ঘরে দুই অতিথ এসেছে, তাদের তত্ত্ব নে।

এলাহী। অতিথ!

দৌলতী। এক নয়, দুই! কাল রাত্তিরে—ঘুটঘুটে আঁধারে লুনা তাদের কোথা থেকে কি এনে পরিচর্য্যা করেছে। আমাকে যেতে নিষেধ করেছে, আমি যাই নি। তুই যা, খবর নে—তীর বল্লম নিয়ে একবার বনে যা—কিছু শীকার আন্, পরিচর্য্যা কর্—

এলাহী। তা হ'লে তুই এক কাজ কর—মিডিয়াকে আমার ঘরে নিয়ে আয়।

দৌলতী। মিডিয়া! সে কি আস্‌বে? এত কাল আসে নি—আজ আমি আন্‌তে গেলে আস্‌বে?

এলাহী। আসবে।

দৌলতী। সত্যি সত্যি সে আস্‌বে?

এলাহী। আলবৎ আস্‌বে—তুই আন্ গে যা—আস্‌বে, তোর ঘর আলো কর্‌বে—আন্ গে যা।

দৌলতী। যদি না আসে?

এলাহী। আস্‌বে—আস্‌বে—আস্‌বে।

দৌলতী। তুই জানিস্—আর মিডিয়া জানে। আ! আল্লা, নিজের মেয়েছেলে হারিয়ে, পরের মেয়েতে টান! মিডিয়া আসবে! মা নেই, বাপ নেই, বনে

বনে ঘোরে, বনেই দিন কাটায়—বুনো মেয়ে ডাক্‌লে আসে না। আমরা বুড়ো বুড়ী আড়াল থেকে আগলে আছি—সেই মিডিয়া আস্‌বে!

(বালিকাগণের প্রবেশ)

১ম বালিকা। মোড়ল, আমরা এসেছি।

এলাহী। বেশ করেছিস্—ঠিক সময়ে এসেছিস ভাই। যা তোরা এই বুড়ীর সঙ্গে গিয়ে মিডিয়াকে নিয়ে আয়।

সকলে। চল্ বুড়ী, জল্‌দি চল্!

(গীত)

চাচী ছিল হেঁসেলে গালে পূরে পান।
চাচা ছিল গোয়ালে ঠোঁটে ভরা গান।
শিকেয় ছিল ডিমের হাঁড়ি,
তলায় ছিল ভাতের কাঁড়ি,
আড়ায় ব'সে মেনি-রাণী মিটির মিটির চান।
ঝুপ ক'রে এক শব্দ হোল,
ঐ গেল ঐ গেল গো ঐ গেল ঐ গেল—
কত্তে তাড়া উঠলো ঝড়, হেঁসেল করে মড় মড়,
চাচীর কল্‌জে ফঁড় ফড়, নদীই এল বান॥
আঁধার এল ঘুট্‌ঘুট্, চাচা দিলে ছুট্,
ডিম প'ড়ে সব গড়িয়ে গেল, যেন মাণিক-পীরের লুট।
মনের দুঃখে তখন চাচী বলে বাঁচি আর না বাঁচি
গণ্ডা গণ্ডা আণ্ডা খাব যায় যাবে মোর প্রাণ॥
ফিরে গেলেন ঝড়ের গোঁ (ভোজন দেখে)
ঘরের এলেন চাচার পো,
মিলে গেল চাচা-চাচী ফুরিয়ে গেল গান॥

[এলাহী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

এলাহী। তাই ত অতিথ এল—এও আমার ভাগ্যে হ'ল! এরা সেই দানাদের সঙ্গী নয় ত? খেয়েদেয়ে লুনাকে লুটে নিয়ে যাবে না ত! দূর্ ছাই—কু ভাবি কেন? অতিথ—অতিথ। আমি গৃহস্থ—অতিথ-সেবা আমার ধর্ম্ম—সে চোর হ'ক, ডাকাত হ'ক, দানা হ'ক, যতক্ষণ ঘরে আছে, ততক্ষণ অতিথ—ততক্ষণ সেবা। লুনা!

(লুনা, মন্‌সুর ও ফেরানের প্রবেশ)

লুনা। এই আমার দাদা।

মন্। মিঞা সাহেব, কাল জল-ঝড়ে বিপন্ন হ'য়ে তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলুম। তোমার পৌত্রী আমাদের যথেষ্ট সমাদর করেছে। আমরা ধন্য হয়েছি।

এলাহী। এস মিঞা এস—যদি মেহেরবাণী ক'রে এসেছ, তা হ'লে দুদিন থেকে যাও। লুনা! শিগ্‌গির আমার বল্লমটা দে। একটা শীকার ক'রে নিয়ে আসি।

মন্। আজ আর নয় বৃদ্ধ। যদি বাঁচি, তা হ'লে আর এক দিন। আজ আমরা বিদায় গ্রহণ কর্‌ব।

এলাহী। সে কি—বিনা সেবায় চ'লে যাবে?

মন্। সেবা! যা পেয়েছি, তা জীবনে ভুল্‌ব না। যদি তোমার এই পৌত্রীর সেবা না পেতুম, তা হ'লে কাল আমাদের জীবন থাক্‌ত না।

এলাহী। তাই ত, এটা কি রকম হ'ল!

মন্। কিছু চিন্তা ক'র না বৃদ্ধ, আমরা প্রতিশ্রুত হচ্ছি—এক দিন সুস্থচিত্তে তোমার কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ কর্‌ব। হাঁ লুনা, সে কথাটা তোমার দাদাকে বল!

লুনা। দাদা, এরা যাবার সময় আমাদের কিছু বক্‌সিস্ দিতে চাচ্ছে।

এলাহী। বক্‌সিস্—কি করেছি, তা বক্‌সিস্?

মন্। যা করেছে, তার তুলনা নাই।

এলাহী। তা হ'ক—বক্‌সিস্ কি!

মন্। পুরস্কার নয়—উপহার।

এলাহী। ও একই কথা—না!

মন্। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন।

এলাহী। না। বক্‌সিস্! তুমি কি চাষা মনে ক'রে, আমাকে এত হীন ঠাওরেছ?

মন্। না বৃদ্ধ, তা ঠাওরাই নি।

এলাহী। বক্‌সিস্! বক্‌সিস্ তুমি চাও, দিতে পারি।

মন্। বেশ, আমি চাইলে দিতে পার?

এলাহী। বেয়াদব ওমরাও, গরীব মনে ক'রে তুমি আমাকে অপমান কর্‌তে এসেছ? বক্‌সিস্ তোকে কি—আমি তোদের রাজাকে বক্‌সিস্ দিতে পারি।

মন্। রাজার সুমুখে এ কথা বল্‌তে পার কৃষক?

লুনা। হাঁ—হাঁ—দাদা—দাদা!—

মন্। জল্‌দি বল, রাজার সুমুখে এ কথা বল্‌তে পার?

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। বল পারি।

ফেরান। (স্বগতঃ) ইয়া আল্লা! এ কি! এ কি! এই মিডিয়া! এই মিডিয়া—বা—বা! ভুবনেশ্বরীর রূপ-মোহ—আর ভুবনেশ্বরের দম্ভ—পরস্পরে যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হয়েছে। এ কি দৃশ্য! ধন্য আমি, এ দৃশ্য দেখ্‌তে আমি দাঁড়িয়ে আছি—বেঁচে আছি, জ্ঞানে আছি!

মন। (স্বগত) হৃদয়ের উত্তাপ—আর মর্য্যাদার অভিশাপ—প্রাধান্য—প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। যাও হৃদয়! কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রিত হও! জাগো দম্ভ! জাগো তেজ! বিশ্ববিজয়ীর অন্তরে স্থান পেয়ে নিভে যেয়ো না। (প্রকাশ্যে) বিশ্বাস করব কেমন ক'রে সুন্দরি! তুমি যদি আমার অনুপস্থিতির অবকাশে পালিয়ে যাও।

মিডিয়া। বিশ্ববিজয়ী আলমন্‌সুরের ক্ষুদ্র সহচরগণেরও এক এক জন দিগ্‌বিজয়ী বীর! আমি তাই মনে করি,—আপনি কি তাদের ক্ষুদ্র মনে করেন?

মন্। না।

মিডিয়া। তা হ'লে বীর, সর্ব্বাগ্রে আপনার যোগ্য পুরস্কার নিন্। তা হলেই আপনার বিশ্বাস হবে।

মন্। বেশ দাও।

(মিডিয়ার ইঙ্গিতধ্বনি। গ্রাম্য বালিকাগণ-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বুলবন, মাবুর ও অন্যান্য ওমরাওগণ প্রবেশ করিল।)

মন্। এ কি!

মাবুর। জাঁ—জাঁ—

মন্। চোপরও উল্লুক।

ফেরান। চোপরও বন্ধু—ওদের উল্লুক বল্‌তে একমাত্র আমার অধিকার। কেন না, আমিই জাঁহাপনার প্রধান সঙ্গী। তুমি আমার তাঁবে। (মাবুরের প্রতি) জাঁ—জাঁ—জাঁ—জান দিলে না কেন? জাঁহাপনা যদি শোনেন, তা হ'লে তোমাদের সঙ্গে আমাদের দু'জনের যে গর্দ্দান যাবে।

মিডিয়া। বীরবর! এঁরাই সম্রাট্ আল-মন্‌সুরের রাজ্যের স্তম্ভ। আমাকে অবলা মনে ক'রে, ফাঁকি দিয়ে লুটে নিতে এসেছিলেন। যিনি দম্ভে লাফিয়েছিলেন, তিনি আজ খঞ্জ! যিনি আমার কেশাকর্ষণে হাত বাড়িয়েছিলেন, তিনি এই স্তম্ভিতবাহু। যিনি জিহ্বা বাহির করেছেন, তাঁর রসনা আর মুখগহ্বরে প্রবেশ করে নি, যিনি মুখভঙ্গী করেছেন, তাঁর মুখ আর ভঙ্গী ছাড়েনি—এইরূপ অপরাধের তারতম্যে সকলেরই অল্প বিস্তর অঙ্গহানি হয়েছে।

মন্। যথেষ্ট পুরস্কার—এ পুরস্কার সুন্দরি, আমি বহুমানে গ্রহণ করলুম।

মিডিয়া। সন্তুষ্ট হলুম—তবে এ হতভাগ্যদের এই প্রথম অপরাধ। আর এই দুর্ভর পুরস্কার বহন ক'রে নিয়ে যেতে অক্ষত শরীরে সবে মাত্র দুই-জন। সুতরাং এবারে এদের ক্ষমা করলুম। কাপুরুষ! হও, তোমরা মুক্ত হও। কিন্তু মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখ, যেখানে পর-পীড়িত দুর্ব্বল, তারই পশ্চাতে বিশ্বেশ্বরের দানবধ্বংসী শূল অবস্থান করে। যাও, মুক্ত হও। কিন্তু নির্ব্বোধ সকল! শোন, যত দিন পর্য্যন্ত চরিত্র ও চিত্ত সংশোধন করতে না পারবে, তত দিন পর্য্যন্ত তোমাদের জড়ত্ব সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে না।

মন্। বৃথা মুক্তি দিলে সুন্দরি! সম্রাটের কাছে হতভাগ্যদের পরাজয় আমাকে জ্ঞাপন করতেই হবে। ওরা ত প্রাণে বাঁচবে না।

মিডিয়া। বেশ, সেই সঙ্গে এই কথাও তাকে জ্ঞাপন করবেন। আগে সম্রাট্ আমার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে যেন এ পাপিষ্ঠদের শাস্তি দেন—নইলে তাঁর গৌরবের প্রতিষ্ঠা হবে না। আর দুর্ব্বৃত্তের অধিপতি জীবিত থাক্‌তে তার পার্ষদের বিনাশে জগতের কিছুমাত্র ভার লাঘব হবে না।

মন্। বেশ, এ কথাও তাঁকে বল্‌ব।

মিডিয়া। যাও, এলাহী, এদের গ্রামের বাইরের পথ দেখিয়ে দাও।

[মন্‌সুরের প্রস্থান।

(গীত)

বালিকাগণের—

বনে কেন লুকিয়ে ছিলি, ভুল ক'রে কি সাধ ক'রে।
এখন কেন ঘরে এলি, সাধ ক'রে কি ভুল ক'রে॥
এ চোক দিয়ে দেখবো কি তোর চন্দ্রবদনখানি।
এ হাত দিয়ে ফুলের অঙ্গ ছুঁয়ে দেবো কি রাণী।
বলে' দে বলে' দে বল্ গো।
কেন করেছিলি ছল্ গো।
যদি এলি ঘরে চল্ গো বুকে বেঁধে রেখে দেখি তোরে।
বুক ভরে কি চোক ভরে॥

তৃতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

উজীর।

উজীর। কিছুতেই মনের সন্দেহ যাচ্চে না। কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারছি না যে, সম্রাট্ প্রাণে বেঁচে আছেন। অনুসন্ধানে সকল দিকেই চর পাঠালুম। সকলেই প্রায় ফিরে এল! এক জনও সম্রাটের সংবাদ আন্‌তে পার্‌লে না! বাকী আছে এক জন। সে ফিরে এলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। যথেচ্ছাচারিতায় সম্রাট্ দুনিয়াকে শত্রু করেছেন। কোথায় কোন্ গুপ্ত-ঘাতক পথের পার্শ্বে লুকিয়েছিল, তার ঠিক কি! যে সমস্ত দুর্ব্বৃত্ত সহচরের বন্ধুত্বে বিশ্বাস ক'রে জাঁহাপনা নিশ্চিন্ত ছিলেন, হয় ত তাদেরই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাঁর প্রাণসংহার করেছে। কিন্তু অতগুলো ওমরাও সঙ্গে গেল, তাদেরই বা কি হ'ল? তাদের মধ্যে এক জনও ত ফিরে আস্‌তে পার্‌ত! বিষম সমস্যা—বিষম চিন্তা! সম্রাট্ নেই মনে ক'রে রাজ্য সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা কর্‌ব, তারও উপায় নেই। অথচ রাজা নেই, প্রজা ঘুণাক্ষরে যদি এ কথা জান্‌তে পারে, তা হলে এক মুহূর্ত্তে দেশমধ্যে যে বিদ্রোহানল প্রজলিত হবে, রক্তের সাগর ঢাল্‌লেও তা নির্ব্বাপিত হয় কি না সন্দেহ।

(মন্‌সুরের প্রবেশ)

মন্। উজীর সাহেব!

উজীর। এই যে—ব্যাপার কি জাঁহাপনা?

মন্। আর আমি জাঁহাপনা নই—বিশ্ববিজয়ীর দম্ভ আমি আজ কৃষ্ণসাগর-তীরের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে সমাধিস্থ ক'রে এসেছি।

উজীর। বলেন কি?

মন্। ওই ত তার সাক্ষী দেখলেন! আমার পক্ষাঘাতগ্রস্ত সহচররা ত আপনার কাছে আমার পরাজয়-বার্ত্তা ঘোষণা ক'রে গেল!

উজীর। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত এরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার দেখি নি। কিন্তু প্রভু, ভৃত্যকে ক্ষমা করুন, তাতে আমার দুঃখ না হয়ে উল্লাস হচ্ছে। যদিই এই সকল আবর্জ্জনাময় পরিচ্ছদ সম্রাট্ আল্‌মন্‌সুরের অঙ্গ থেকে অপসৃত হয়, তা হলে মেঘমুক্ত প্রভাকরকে দেখে দুনিয়াবাসী আবার সুখী হবে। প্রারম্ভে আপনি প্রজার চক্ষে যে অপূর্ব্ব মনোহর মূর্ত্তি ধরেছিলেন, সম্রাট্ আল-মন্‌সুর, প্রজা আজও তা বিস্মৃত হয় নি। সেই হতভাগ্যদের মধ্যে এ গোলামও এক জন। সেইরূপ আবার দেখবার প্রত্যাশায়, শত অপমান সয়েও এ বৃদ্ধ সম্রাটের গোলামী কর্‌ছে। মিরিবামের ক্ষুদ্র গ্রীক্-রাজ্য ধ্বংসের পর আপনার এই দশা। এক আল্-মন্‌সুর গেলেন, আর এক আল্-মন্‌সুর ফিরে এলেন। হুজুর, ব্যাপার কি?

মন্। আর আমি আল্-মন্‌সুর নই।

উজীর। সে কথা জীবন থাক্‌তে বল্‌তে পার্‌ব না।

মন্। তা হ'লে আমারই সঙ্গে জীবন বিসর্জ্জন দিন। আমি আমার ভৃত্যসকলের সহচর হ'য়ে বেঁচে এসেছি। আল্-মন্‌সুর এ পরিচয় দিলে আমি প্রাণ নিয়ে ফিরে আস্‌তে পার্‌তুম না।

উজীর। এ আপনি কি বল্‌ছেন?

মন্। আমি কিছু অতিরিক্ত বলি নি। এখন আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করব! বিষম সমস্যায় বিজ্ঞ উজীরের পরামর্শপ্রার্থী।

উজীর। আমার?

মন্। আপনার। এতকাল নিই নি ব'লে আপনার মনঃক্ষোভ হ'তে পারে। আল্-মন্‌সুরের দম্ভ—যতকাল সে প্রয়োজন বোধ না করে, ততকাল সে কারও কাছে কোন পরামর্শ গ্রহণ করে না। কিন্তু আল্-মন্‌সুরের বুদ্ধি—সে আপনাকে পরিত্যাগ ক'রে নি—আপনার অমর্য্যাদা করে নি।

উজীর। সেই জন্যই গোলাম শত চেষ্টাতেও আপনার সঙ্গ ছাড়তে পারে নি।

মন্। সম্রাট্ জান্‌তো এক দিন না এক দিন আপনার পরামর্শের প্রয়োজন হবে। আর যখন প্রয়োজন হবে, তখন এই বৃদ্ধ উজীর ভিন্ন আর কেউ সে পরামর্শ দিতে পার্‌বে না।

উজীর। বৃদ্ধের অযথা সুখ্যাতি কর্‌বেন না প্রভু! পরামর্শ নিতে চাইতেন না ব'লে মনে এতদিন অভিমান ছিল, আজ ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আপনাকে বুদ্ধি দেয়, এমন বুদ্ধিমান্ দুনিয়ায় নেই।

মন্। আছেন, আমার উজীর। আমি চাটুকার নই।

উজীর। কি হয়েছে গোলামকে বলুন।

মন। মিরিবাম-জয়ের অভিলাষে নগরের

আভ্যন্তরিক অবস্থা জান্‌বার জন্য এক দিন আমি তার প্রাসাদ-সন্নিহিত-প্রান্তরে ছদ্মবেশে বিচরণ কর্‌ছিলুম। সেই সময় প্রাসাদের শিরে এক সুন্দরী আমার নয়ন-পথে পতিত হয়। তাকে সেই একবার মাত্র দেখেছিলুম,—

উজীর। প্রভু! ওরূপ ভাবে বললে সম্বৎসরেও আপনার বলা শেষ হবে না। আমি বল্‌ছি শুনুন—

মন্‌। আমার মনের কথা আপনি কি ক'রে বল্‌বেন?

উজীর। আমার যতটুকু বুদ্ধি, তাই অবলম্বন ক'রে অনুমানে বল্‌ব, যেখানে ভুল হবে, আপনি সংশোধন ক'রে দেবেন।

মন্‌। বলুন।

উজীর। মিরিবামের প্রাসাদের শিরে আপনি একটি রমণী দেখেছিলেন। দেখেছেন একবার—দেখেই মুগ্ধ হয়েছেন—পাবার জন্য রাজা আক্রমণ করেছেন—রাজ্য পেয়েছেন, কিন্তু তাকে পান্‌ নি।

মন্‌। না। প্রাসাদ অধিকার ক'রে দেখি প্রাসাদ জনশূন্য!

উজীর। শেষে তার অন্বেষণে দুনিয়া পরিভ্রমণ করেছেন। দুনিয়া পেয়েছেন, তবু তাকে পান্‌ নি। অনেক দেশ থেকে অনেক সুন্দরী আপনার প্রাসাদে আনিয়েছেন, যদি তার ভিতরে আপনার আকাঙ্ক্ষিতের মুখ দেখ্‌তে পান। একটিকে দেখবার জন্য অনেক দেখেছেন—দুনিয়াবাসীর বিরাগ-ভাজন হয়েছেন—তারা জেনেছে যে, আপনার মত চরিত্রহীন সম্রাট্‌ আর নেই—এ দুর্নাম একের লোভে আপনি সহ্য করেছেন।

মন্‌। উজীর সাহেব!

উজীর। সম্রাট্‌! আপনার উজীর পর্য্যন্ত প্রতারিত হয়েছে! আপনি তাকে পর্য্যন্ত আপনার অবস্থা বুঝতে দেন নি। যার জন্য এত করেছেন, এতকাল পরে তাকে পেয়েছেন।

মন্‌! পেয়েছি?

উজীর। পেয়ে উল্লাসে আত্মহারা হ'য়ে বালকের ন্যায় আপনি আমার কাছে সেই আনন্দ-সংবাদ শোনাতে এসেছেন।

মন্‌। এ কি উজীর, আপনি আমাকে রহস্য কর্‌ছেন?

উজীর। প্রভুর সঙ্গে গোলাম রহস্য কর্‌বে?

মন্‌। তবে পেয়েছি বল্‌ছেন কেন? বরং পাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। পেতে গিয়ে আমার সমস্ত সহচর জীবনের মত অকর্ম্মণ্য হয়ে এসেছে।

উজীর। কই, আপনি ত হন্‌ নি? আপনি ত বেশ অক্ষত-শরীরে ফিরে এসেছেন!

মন্‌। আমিও তাকে ধর্‌তে গেলে ওই অবস্থাপন্ন হতুম। সে বাঘিনী আল্‌-মনসুরের রক্ত-পিপাসিনী—পাবার নয়।

উজীর। আপনি কি সহচরদের দুর্দ্দশা দেখে ভয়ে তাকে ধর্‌তে ক্ষান্ত হয়েছেন?

মন্‌। তা হই নি—তবে তাকে ধর্‌বার অবকাশ পাই নি। কেমন ক'রে তাকে ধরব, সেই পরামর্শ জান্‌তেই আপনার কাছে এসেছি।

উজীর। তাকে আপনি দেখেছেন?

মন্‌। দেখেছি! শুধু দেখেছি কেন—কথা কয়েছি। বাঘিনী সদম্ভে আল্‌-মনসুরকে সমরে আহ্বান করেছে!

উজীর। আল্‌-মনসুরকে করেছে, কিন্তু তার সহচর আপনাকে ত করে নি।

মন্‌। সমরের অযোগ্য—তুচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে করে নি।

উজীর। প্রেমাস্পদ ব'লে করে নি।

মন্‌। (হাস্য) আপনি ক্ষিপ্ত হয়েছেন।

উজীর। তা হ'লে আমাকে পদচ্যুত করুন।

মন। প্রেমাস্পদ! আমি!

উজীর। আপনি—দ্বিতীয় ব্যক্তি নয়।

মন। (স্বগত) তাই ত, উজীর বলে কি?

উজীর। ভাবছেন কি—আপনি তাকে দেখেছেন, আর সে কি আপনাকে দেখে নি?

মন। (স্বগত) তাই ত! তাই কি প্রথম দর্শনে আমাকে দেখে সে দীপ নির্ব্বাপিত ক'রে পালিয়েছিল?

উজীর। এখনও কি আমাকে ক্ষিপ্ত বলে বোধ হচ্ছে?

মন্‌। উজীর, কেমন ক'রে তাকে পাব?

উজীর। তার বল কি?

মন্‌। কি জানি কি বল—ফেরান্‌ বলে, বিজ্ঞান বল। অবলা একটি ক্ষুদ্র দণ্ডের সাহায্যে এই বীরগুলোকে দেখ্‌তে দেখতে বালকের মত শক্তিহীন ক'রে ফেল্‌লে। প্রথমে তাদের যা দুর্দ্দশা করেছিল,

তা আপনি দেখেন নি। কি জানি সহসা তার কেন দয়া হ'ল, তার দণ্ডস্পর্শে আবার তারা পূর্ব্বাবস্থা কতক ফিরে পেয়েছে।

উজীর। দয়া নয় জাঁহাপনা—প্রেম। আপনিও যেমন তাকে পুনর্দ্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন, সেও সেইরূপ আপনাকে দেখেছে—দেখে পুনর্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

মন্। তাকে কেমন ক'রে পাব উজীর? যদি সে আমাকে দেখে থাকে, কিন্তু সে আমাকে জানে না! আমাকে ভাল-বাস্‌লে আল্‌মনস্থরের তাতে লাভ কি? সে আল্-মনস্থরের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তাকে যুদ্ধের নিমন্ত্রণ করেছে।

উজীর। আপনি আল্-মনসুরের যোগ্য সহচর—আপনি যুদ্ধ দিন—সুন্দরীকে জয় ক'রে সম্রাট্‌কে উপহার প্রদান করুন!

মন্। তা হ'লে সৈন্য সামন্ত নিয়ে সুন্দরীকে বন্দিনী কর্‌তে যাব না?

উজীর। স্বপ্নেও ও কথা মনে আন্‌বেন না। লোক নেবেন না, অস্ত্র হাতে কর্‌বেন না সম্রাট্! অস্ত্রের জয় আপনার সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে—প্রেমের জয় অবশিষ্ট আছে, তাতেই জয়ী হউন।

মন্। উজীর, আমার মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

উজীর। খোদা চিরদিন আপনার মর্য্যাদা রেখে এসেছেন, আজও রাখ্‌বেন—ভয় কি জাঁহাপনা!

মন্। মর্য্যাদা থাকবে—অবশ্য থাক্‌বে—এখন সাহস হচ্ছে। কেন না, মত্ততার অবস্থায় অনেক গর্হিত কার্য্য করেছি; কিন্তু জ্ঞান-তরুর মূলোৎপাটন করি নি। আমি উজীরকে ধ'রে রেখেছি। উজীর সাহেব! এক দিকে সম্রাটের মর্য্যাদা, অপর দিকে তার প্রেম—এক দিকে দুনিয়া গ্রাসের দম্ভ—অপর দিকে একের জন্য দুনিয়া বিলিয়ে দেবার প্রাণ—দুয়ে যুদ্ধ বেধেছে। আপনি এ দুয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করুন। সে যত বড় মায়াবিনীই হ'ক, এখনি শক্তির ফুৎকারে তার আশ্রয় স্থানকে ধূলিকণার মত উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু দেব না—কেন দেব না—সে প্রচণ্ড ফুৎকার আল্-মন্‌সুরকে শুদ্ধ দুনিয়ার পারে উড়িয়ে দেবে। সচিবপ্রধান! পাব না জেনে নিশ্চিন্ত হ'তে অভ্যাস কর্‌ছিলুম। একরূপ নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। সহসা মধুরতাময় নিশ্চিন্ততা-মুখে তাকে দেখেছি—দেখে উন্মত্ত হয়েছি।

উজীর। জাঁহাপনা, ভবিষ্যৎ নিশ্চিত জেনে নিশ্চিন্ত হ'ন। সম্পদের প্রারম্ভে তাকে পেয়ে পাছে কর্ম্মহীন অলসতায় আপনি আত্মসমর্পণ করেন, তাই রাণী তাঁর অন্বেষণে আপনাকে দিয়ে দুনিয়া জয় করিয়েছেন। দুনিয়া জয় হয়েছে, এবারে তার শাসনকর্ত্তাকে শাসন কর্‌তে জগদ্ধাত্রীরূপিণী আমাদের গৃহে আগমন করছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

আল্-মনসুর কর্তৃক নিমন্ত্রিত কৃষকবালাগণ।

(গীত)

আমরা সহুরে হয়েছি রাতারাতি।
সোণার খড়ে ছাইব কুঁড়ে, আগোড়ে বাঁধবো হাতী।
গোলাপ জলে রাঁধবো ভাত,
কেওড়া দিয়ে ধোব হাত,
তীরের ছায়ে মাজবো দাঁত, জ্বালব মালাই বাতি॥
চড়ব দুম্বো ভেড়ার জুড়ি—হড়বড়ি,
গদীর ওপর বসে খাব একটি টাকার মুড়ী,
তুড়ি দিয়ে তুলব হাই,
কথায় কথায় রেগে কাঁই,
আসবে, বসবে, তুষবে নবাব খাঞ্জাখানের নাতি।
থাকবে ঘেরে হাজার বাঁদী, ধরবে মাথায় ছাতি॥

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। এস মা, সরম ক'র না। নিঃসঙ্কোচে তোমরা এখানে প্রবেশ কর। ঠিক হয়েছে। খোদা, তোমার অপার মহিমা! বিশ্ববিজয়ী দাম্ভিক রাজার দর্প চূর্ণ কর্‌তে কতকগুলো চাষাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ক'রে পাঠিয়েছেন। এস মা, রাজা তোমাদের সকলকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করেছেন।

তৃতীয় দৃশ্য

আল্‌মনস্থরের রত্নাগারের সম্মুখ।

মনস্থর ও লুনা।

লুনা। রাজা, তোমার এত ঐশ্বর্য্য!

মন। এ সব তোমারই মনে ক'রে প্রবেশ কর। ঐশ্বর্য্য! তুমি যে, ঐশ্বর্য্য দেখতে জান না, লুনা। আমি যৎসামান্য জানি—তাতে এই বুঝেছি, এত ধন-রত্নে পূর্ণ হয়েও এই প্রাসাদ তোমার দাদার কুটীরের সমকক্ষ হ'তে পারে নি।

লুনা। ও তুমি কি বল্‌ছ, আমি বুঝতে পার্‌ছি না যে রাজা!

(উজীরের প্রবেশ)

মন্‌। উজীর সাহেব! যার কথা ক্ষণপূর্ব্বে বলেছি, এই সেই বালিকা। যার কাছে সম্রাট প্রাণের জন্য ঋণী।

উজীর। সম্রাট যার কাছে ঋণী, আমরা তার গোলাম।

লুনা। আমি ত বলেছি রাজা, সে আমি নই।

মন। সে তুমি যা বল, কিন্তু আমি জানি, তুমি। আর জেনেও তোমাকে বল্‌ছি শোন। আমি তোমাদের কিছু উপহার দিতে চেয়েছিলুম। প্রত্যুত্তরে এলাহী যা বলেছে শুনেছ।

লুনা। শুনেছি।

মন্‌। আমি তোমার পিতামহের কাছে পুরস্কার চাইব।

লুনা। যদি দাদা তোমার মনের মতন পুরস্কার দিতে না পারে?

মন্‌। আমি রাজা—অপরাধীর শাসনকর্ত্তা। যদি দিতে না পারে, এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জন্য আমার কাছে তার কি প্রাপ্য তুমিই বল।

লুনা। আমার তা হ'লে কি হবে?

মন্‌। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমার সাম্রাজ্য নাও।

লুনা। দোহাই রাজা, আমি রাজ্য চাই না, আমি দাদার প্রাণ চাই।

মন্‌। উজীর সাহেব! বাইরে এক বৃদ্ধ কৃষক দাঁড়িয়ে আছে, তাকে নিয়ে আস্থন।

[উজীরের প্রস্থান।

লুনা। আমার কথা শুন্‌লে রাজা?

মন। বিচার—লুনা বিচার—রাজ্য দিতে পারি, কিন্তু যত দিন রাজ্যে আছি, তত দিন বিচার দিতে পারি না।

(উজীর ও এলাহীর প্রবেশ)

উজীর। এই ইনিই সাহান শা আল্‌মনস্থর—দুর থেকে জাঁহাপনাকে এই রকম ক'রে কুর্নিস কর।

(এলাহীর তথাকরণ)

মন। এলাহী, আমাকে চিন্‌তে পার?

এলাহী। আজ্ঞে জাঁহাপনা—(চারিদিক নিরীক্ষণ)

মন। দেখ, ভাল ক'রে দেখ।

লুনা। চিন্‌তে পার্‌ছিস না দাদা। যে আমাদের ঘরে অতিথি হয়েছিল।

এলাহী। আঁ্যা—আঁ্যা—

মন। এখন বুঝতে পেরেছ এলাহী, আমি কে?

এলাহী। পেরেছি।

মন। তার পর?

লুনা। আমার কথায় উত্তর দিবি দাদা, না নিজে দিবি?

এলাহী। তুই উত্তর দে, আমার মাথাটি কেমন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

লুনা। কি রাজা, কি বল্‌বে বল?

মন। শোন্‌বার আগে আমার রত্নাগারটা একবার নিরীক্ষণ কর। উজীর সাহেব!

উজীর। উন্মুক্ত কর্‌ছি জাঁহাপনা!

(দ্বার উন্মুক্ত করণ)

এলাহী। ইয়া আল্লা, এ কি!

মন্‌। দেখছ লুনা?

লুনা। চোক ঝল্‌সে গেল যে রাজা!

মন্‌। এই আমার ঐশ্বর্য্যের একাংশ। আমার অধিকৃত সাম্রাজ্যের ভিতরে, নদ-নদী রত্নাকরে, ধরণীগর্ভে, ভূধরে—যেখানে যা আবিষ্কৃত অনাবিষ্কৃত রত্ন আছে, সব আমার। এই সব দেখে যদি আমাকে পুরস্কার দেবার সাহস থাকে, প্রদান কর।

লুনা। বেশ দেব!

মন্‌। সময়?

লুনা। তুমি বল।

মন্‌। সপ্তাহ।

লুনা। বেশ, তাই।

মন্‌। যদি না পার?

লুনা। কি শাস্তি বল।

মন্। বেশ, সপ্তাহ পরেই বিচারে শাস্তির ব্যবস্থা করব।

লুনা। বিচার—কি বল্‌লে রাজা, বিচার? গরীব মূর্খ চাষা, এক কথা না বুঝে বলেছিল ব'লে তুমি তাকে শাস্তি দিতে এসেছ। কিন্তু যে তোমাকে এক গাদা খোঁড়া ভাঙ্গড়ো ওমরাও বক্‌সিস্ দিলে, তার বেলায় ত বিচার কর্‌তে ভরসা কর্‌লে না!

মন্। বোধ হয় আজও পর্য্যন্ত তার কাছে আমার পরিচয় দাও নি।

লুনা। বোধ হয় কেন—নিশ্চয়। পরিচয় দিই নি। একবার জবান্‌সে না বলেছি, দোসরা বার হাঁ বল্‌ব!

মন্। তবে শোন লুনা। দুনিয়াতে মিডিয়ার তুল্য প্রিয় সামগ্রী আমার আর নেই। সেই আমি তোমাকে বল্‌ছি, আমার দস্তুর সম্মুখে যদি তাকেও বলি দিতে হয়, বিন্দুমাত্র দ্বিধা কর্‌ব না।

লুনা। সময়?

মন্। তুমি বল।

লুনা। ওই সপ্তাহ।

মন্। বেশ, তাই।

লুনা। যদি না পার?

মন্। তুমি ইচ্ছামত আমাকে শাস্তি দিও।

লুনা। সেলাম রাজা! চল দাদা ঘরে যাই।

এলাহী। চল্লুম রাজা! তুমি বুঝ্‌লে আর লুনা বুঝলে, আমি হতভম্ব।

মন্। উজীর সাহেব, ফেরান্‌কে আদেশ করুন, সে যেন এদের নিরাপদে গ্রামে পৌছবার ভার গ্রহণ করে।

চতুর্থ দৃশ্য

মিডিয়ার কুটীর-সম্মুখস্থ পর্ব্বত।

মিডিয়া।

মিডিয়া। এ কম্পিত করে দণ্ড ধ'রে শক্তিরে অমর্য্যাদা কর্‌তে আর আমার ইচ্ছা নেই। হতভাগ্য নারি! তুই নিজের হৃদয় নিজে বুঝিস্ না! এই বিজলীদণ্ড হস্তে দেবার সময় গুরু যখন প্রশ্ন কর্‌লেন,—মিডিয়া! কোন পুরুষের রূপে তুমি কখন কি আকৃষ্ট হয়েছ? তখন ত হে অজ্ঞাত কুলশীল, তোমার রূপের আকর্ষণ আমি বুঝতে পার্‌লুম না। হৃদয়ের রন্ধ্রে অনুসন্ধান কর্‌লুম, কই কোথাও ত তোমাকে খুঁজে পেলুন না! চিত্ত-ক্ষেত্রের এক নিভৃত অংশে একটু সামান্য মাত্র স্মৃতি! দেখ্‌লুম, ধর্‌লুম, গুরুকে বল্লুম—তখনও ত বুঝতে পারলুম না—কি হৃদয়ভেদী আলোড়ন নিয়ে সেই স্মৃতির কণা আমার মনোমধ্যে আত্মগোপন ক'রে অবস্থান কর্‌ছে! বহ্নিকণা তার দ্বিতীয়বার দর্শনের ফুৎকারে দিগ্‌দাহী দাবানলে পরিণত হয়েছে। এক দিকে অনন্ত ঐশ্বর্য্য—অপর দিকে মৃত্তিকা-বিলোহী দারিদ্র্য—দুইয়ের প্রবল সংঘর্ষণ—সে অনলে আহুতি দিচ্ছে। আয় লুনা আয়—তুই এ দণ্ড নে—কৃষক-কুমারীর অটুট কৌমার্য্যে তুইই এ দণ্ড গ্রহণের একমাত্র অধিকারিণী। কেও—গুরু! তাই ত গুরুই ত বটে! দেখে গা কাঁপছে! আমি তার দত্ত অধিকারের অমর্য্যাদা কর্‌ছি—তাই কাঁপছে—না, কেন কাঁপবে!—রূপ—ক্ষণস্থায়ী রূপ—একটা রোগের প্রহারে যা বিকৃত হয়, তার জন্য আমি এই অপূর্ব্ব অধিকার ত্যাগ কর্‌ব?

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। কেও, মিডিয়া! এমন সময়ে—এখানে! চেয়ে আকাশ পানে!—

মিডিয়া। দিবারাত্রি গণ্ডীর ভিতর থাক্‌তে হবে, এ কথা ত আমাকে বলেন নি!

জিবার। না, তা বলি নি—কিন্তু সে কথা ত বল্‌তে হয় না। মিডিয়া! সরবৎ খেয়ে যার তৃষ্ণা মিটে গেছে, তাকে ত আর বল্‌তে হয় না, তৃষ্ণা নিবারণের পর আর জল খেও না। যার আকাজ্ক্ষা মিটে গেছে, সে গণ্ডীর বাইরে কেন আস্‌বে মিডিয়া?

মিডিয়া। তবে আপনি দুনিয়ায় ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?

জিবার। আমি? (হাস্য) আমি?—মিডিয়া আমি চির-বুভুক্ষিত, চির-পিপাসিত—আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিট্‌ল না!

মিডিয়া। তা হ'লে ত আপনি আমাকে অসম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভুলিয়েছেন।

জিবার। যা পেয়েছি, দিয়েছি। যা পাই নি। দিই নি।

মিডিয়া। পেলে দেবেন?

জিবার। পেলে শুধু তোমাকে কেন—দুনিয়ার মানুষকে দান কর্‌ব!

মিডিয়া। কি সে জিনিষ?

জিবার। সোমরস—অমৃত—যা দেবতারা পান করে। যার এক বিন্দু পেটে পড়লে জীব অমর হয়।

মিডিয়া। তাতে দুনিয়ার লাভ?

জিবার। লাভ নেই? বলিস্ কি মিডিয়া? জীবন-মরণের যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবে, তাতে লাভ নেই?

মিডিয়া। মরণের যন্ত্রণা দেখেও জীব দম্ভ, অভিমান, হিংসা ত্যাগ করতে পারে না। অমর হ'লে সে কি হবে, তা কি আপনি বুঝতে পারছেন না? তার পদভরে দুনিয়া টলমল করবে, দেবতা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠবে।

জিবার। ঠিক ত বলেছিস্ মিডিয়া!

মিডিয়া। লাভ কি? জীব সমান অবস্থা নিয়ে দুনিয়ায় আসে নি। কেউ দুঃখী, কেউ সুখী, কেউ ভক্ষ্য, কেউ ভক্ষক, কেউ অত্যাচারিত, কেউ অত্যাচারী। অমর দুঃখী আজীবন দুঃখ ভোগ করবে, মৃত্যু যেখানে শান্তি, সে মৃত্যু ডাকলেও সেখানে আস্‌বে না। অমর অত্যাচারী কণ্টকস্বরূপ হ'য়ে দুনিয়ার প্রতিপরমাণুকে বিদ্ধ করবে! গুরু—পিতা—যদি শান্তিজলের কমণ্ডলু ধরণীর কোন গুপ্তগৃহে লুক্কায়িত থাকে, আগে তার সন্ধান করুন।

জিবার। জ্ঞানময়ি! শিষ্যা—কন্যার মূর্ত্তি ধ'রে তুই আমাকে এ কি অপূর্ব্ব জ্ঞান দিলি! মা, মা! অমরত্বের অনুসন্ধানে মুগ্ধ হ'য়ে, এতকাল আমি কি মায়াময়ী মরীচিকার অনুসন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছিলুম! তাই ত, যদি শান্তি পাই, তা হ'লে আর অমরত্ব পাবার জন্য স্বতন্ত্র আকিঞ্চন কেন! শান্তি—শান্তি—সুখ দুঃখ শান্তি—জ্বালা যন্ত্রণা শান্তি—মৃত্যু শান্তি। যদি চিরশান্তির ভিতরেই জীব ডুবে রইল, তখন সে ত আপনা আপনিই অমর হ'ল!

মিডিয়া। গুরু, যদি পারেন, শান্তিভাণ্ডের অন্বেষণ করুন। আপনি আমাকে ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন—কিন্তু শান্তির বিনিময়ে দিয়েছেন। সংসারে একাকিনী জ্ঞানে, নিরাশার প্রথম আলাপনে যে অপূর্ব্ব শান্তি আমি লাভ করেছিলুম, গুরু, ঐশ্বর্য্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে সে শান্তি আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে।

জিবার। শান্তি নেই?

মিডিয়া। কিছু নেই—মুহূর্ত্তের জন্য নেই—চিন্তার একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গের মাথাতেও অশান্তির জ্বালাময়ী মূর্ত্তি ভেসে উঠছে, আমাকে গ্রাস করতে আসছে।

জিবার। যাঃ! তা হ'লে কি করলুম মিডিয়া?

মিডিয়া। গুরু, আপনার ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে নিন, আপনার ভুবন-শাসন দণ্ড নিন্! নিয়ে দরিদ্রা পিতৃমাতৃহীনা বালিকার শান্তি প্রত্যর্পণ করুন।

জিবার। হুঁ! কি চাস্?

মিডিয়া। আপনার ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে দিতে চাই।

জিবার। বুঝেছি—তুই সেই যুবকের রূপে আকৃষ্ট হয়েছিস্।

মিডিয়া। আকৃষ্ট কেন প্রভু, মুগ্ধ হয়েছি। তাকে রূপই বলুন, গুণই বলুন, প্রাণই বলুন, প্রেমই বলুন—আমি মুগ্ধ হয়েছি। এখন এ দণ্ড হাতে রাখব?

জিবার। না।

মিডিয়া। তবে গ্রহণ করুন!

জিবার। রোস্—ফিরে আসি—ফিরে আসি। কি বল্‌লি মিডিয়া,শান্তি? হুঁ শান্তি—রোস্, ফিরে আসি।

মিডিয়া। কতক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব?

জিবার। যতক্ষণ না ফিরে আসি।

মিডিয়া। সে কতক্ষণ?

জিবার। মিডিয়া বাগবিতণ্ডা করিস্ নি।

মিডিয়া। (পথ আগুলিয়া) সময় নির্দ্দেশ করুন।

জিবার। বারংবার উত্যক্ত করলে মেরে ফেলব।

মিডিয়া। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'র না, এখনি হত্যা কর, শান্তি পাই।

জিবার। (হাস্য) ম'লে শান্তি পাই!—হয়েছে, মিডিয়া হয়েছে—শান্তি কোথায় আছে সন্ধান পেয়েছি। আশাই অশান্তি—নৈরাশ্যই শান্তি। আমি অমর হবার ঔষধ খুঁজতে অশান্তি ভোগ করছি, তুই একটা প্রেমের আশায় অশান্তি ভোগ করছিস্। পেয়েছি—পেয়েছি—ঠিক পেয়েছি—আন্‌ছি, অপেক্ষা কর্—এখনি আন্‌ছি—তুই ইতিমধ্যে তোর ভালবাসার পাত্রটাকে খুঁজে রাখ্, কাছে রাখ—ধ'রে রাখ্——আন্‌ছি—শান্তি-কমণ্ডলু আমারই কাছে, আমি ভুলে গেছি। আন্‌ছি—মিডিয়া আন্‌ছি।

[প্রস্থান।

মিডিয়া। তাই ত! হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে গুরুকে কি উন্মত্ত করলুম? না, না—আনতে হবে না—ফের, গুরু, ফের। কি আনবে? আনবার কি আছে তা আনবে?

(মনস্থরের প্রবেশ)

মন। আনবার জিনিষ আছে তাই আন্‌তে গেছে।

মিডিয়া। অ্যাঁ—কে—আপনি?

মন্। আমি আবার এসেছি—বাধ্য হ'য়ে—সম্রাট্ আল্-মনসুর-কর্ত্তৃক তাড়িত হয়ে। আস্তে আস্তে তোমাদের কথোপকথন শুনেছি। কি আন্তে গেছে বুঝেছি। সুন্দরি! কে তোমার প্রিয় আছে জানি না; যদি থাকে এখনি তাকে গোপন কর। বৃদ্ধ তার সংহারের জন্য মৃত্যুশর আন্তে গেছে। দেখতে পেলেই মারবে, তাকে হত্যা ক'রে তোমাকে নৈরাশ্যের শান্তি দান করবে।

মিডিয়া। আলমনসুর তাড়িয়ে দিয়েছে?

মন। তাড়িয়ে দিয়েছে। কাপুরুষ ব'লেই তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, যদি তোমার সঙ্গীদের মত আহত হ'য়ে আস্‌তে পার, তবে আমার প্রাসাদে প্রবেশ ক'র। যদি না পার, ও কাপুরুষের মুখ আমাকে দেখিও না। রমণীকে ধরতে গিয়ে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তা হ'লে স্বর্ণপুষ্পভারে তোমার দেহ আচ্ছাদিত ক'রে এমন সমারোহের সহিত তোমার মৃতদেহ কবরস্থ করব যে, আজও পর্য্যন্ত দুনিয়ার কোন সম্রাটের দেহেরও সে ভাগ্যোদয় হয় নি।

মিডিয়া। আপনি—যান।

মন। কেন?

মিডিয়া। আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না।

মন। কেন?

মিডিয়া। আপনি অতিথি।

মন। তা হ'লে কেশাকর্ষণে লাঞ্ছিতার মত তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাব। আমি এখন অতিথি নই, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী।

মিডিয়া। ধ'রে নিয়ে কি করবেন?

মন। সম্রাট্‌কে উপহার দেব।

মিডিয়া। তবে আমার প্রিয়ের জন্য আপনি ব্যাকুল হচ্ছেন কেন? তার ত উভয়তই মৃত্যু।

মন। ঠিক বলেছ, তবে আমি দাঁড়াই, তোমার প্রিয়ের মৃত্যু দেখি।

(নেপথ্যে শব্দ—লুনার প্রবেশ)

লুনা। রাণী!—রাণী মিডিয়া—(মনসুরকে দেখিয়া চমকিত)

মন। ভয় পেও না—কি বল্‌তে চাও বল।

(নেপথ্যে—ভীষণ শব্দ)

লুনা। পালা, মিডিয়া পালা—মিএগ, তুমিও পালাও—এক বুড়ো দুনিয়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আসছে। যেখানে হাত দিচ্ছে; সেইখানেই আগুন জ্বল্‌ছে, হাতে আগুন, চোখে আগুন, মুখে আগুন,। পালা মিডিয়া পালা—গাছ পুড়ে আঙ্গার হ'চ্ছে, পাহাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো হ'চ্ছে—জন্তু ম'রে ছাই হ'চ্ছে—পালা, মিডিয়া পালা।

মিডিয়া। দোহাই বীর, পালান—স্থান ত্যাগ করুন।

লুনা। পালাও—মিএগ পালাও। আমি দাদাকে সাবধান কর্‌তে চল্‌লুম—তাঁকে সাবধান করতে চল্‌লুম, আর তোমার সেই সঙ্গী—সেই পাগল মিএগকে সাবধান কর্‌তে চল্‌লুম।

[প্রস্থান।

মিডিয়া। শুন্‌লেন না!

মন। না রাণী, শুনতে পারলুম না!

মিডিয়া। রাণী নই—দুঃখিনী।

মন। না ইজিয়াস-নন্দিনী,—তুমি রাণী।

মিডিয়া। এ কথা আপনাকে কে বল্‌লে?

মন। আমি বল্‌ছি—বিস্মিত হয়ো না—পরের কাছে শুনে বল্‌ছি না—আমি দেখছি, তাই বল্‌ছি।

মিডিয়া। অ্যাঁ—কি বল্‌লে—দেখেছ?

মন। দেখেছি, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে—তোমার পিতার সৌধ-শিরে!

(নেপথ্যে শব্দ)

মিডিয়া। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হ'ল—পালাও বীর, আর এক দণ্ড দাঁড়িও না।

মন। আমি পালাব কেন মিডিয়া? যে তোমার প্রিয়, তারই মৃত্যুভয়—আমার কি? তোমার প্রিয়কে যদি রক্ষা করতে হয়, আদেশ কর, রক্ষা করি।

মিডিয়া। পারবে না।

মন। না পারি, তোমার প্রিয়ের সঙ্গে মরি।

মিডিয়া। তু—তু—তুমি।

মন। আমি কি?

মিডিয়া। কে আপনি?

মন। আমি সম্রাট আল্‌মনসুরের একাত্ম-অন্তরঙ্গ সহচর।

মিডিয়া। আমিও আপনাকে দেখেছি?

মন। সে ত সেই অরণ্যমধ্যে?

মিডিয়া। না—সেই পাঁচ-বৎসর পূর্ব্বে—

মিরিবামের প্রান্তরে—সৌধশিরে বিচরণ কর্‌তে কর্‌তে দেখেছি। (নেপথ্যে-শব্দ)—চ'লে যান—যদি না যেতে চান—আমি এ স্থান ত্যাগ করব।

মন। আমি অবরোধ করব, যেতে দেব না।

মিডিয়া। পথ ছাড়—প্রচণ্ড শক্তিমান্ বৃদ্ধ—আমার গুরু—মিথ্যা কইতে পারব না—তোমার জীবন—তোমার জীবন—

মন। যাক্—আমার জীবনে তোমার মমতা দেখাবার প্রয়োজন নেই। তোমার প্রিয় কোথায় দেখাও—তার জীবন রক্ষা করি, নতুবা তোমাকে বন্দিনী করি।

মিডিয়া। তু—তু—তুমি! তুমিই আমার প্রিয়!

মন। আর একবার বল—

মিডিয়া। আমি তোমাকেই জীবনে প্রথমে দেখেছিলুম—মধুর দেখেছিলুম—দেখে চোখ বুঁজেছি—আর দেখি নি!

মন। শুনে ধন্য হলুম। মিডিয়া, দাঁড়াও—দাঁড়িয়ে দেখ—তোমার গুরুর হস্তে প্রাণ দিই।

মিডিয়া। না, না—নিরপরাধ, তা দিতে দেব না।

মন। নিশ্চয় দেব। তুমি যার মহিমময়ী শিষ্যা, তার হাতে প্রাণসমর্পণ ভিন্ন আমার উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা নাই।

মিডিয়া। হা ঈশ্বর! এ কি বিপদে পড়লুন! —বৃথা তোমাকে প্রিয় বললুম। আমি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার হ'তে পারব না!

মন। অবশ্য হবে।

মিডিয়া। না—আমার গুরুর আদেশ—যদি আল্‌মনসুরের মাথা আমাকে উপহার দিতে পার, তবে আমি তোমার হ'তে পারি, নতুবা নয়।

মন। তাই দেব।

মিডিয়া। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু, এই তুমি তার অন্তরঙ্গ! স'রে যাও—

মন। কখন যাব না। আমি তোমায় ধরব।

মিডিয়া। সাধ্য কি?—

[দণ্ড প্রসারণ ও ধীরে ধীরে প্রস্থান।

মন। উঃ! কি বিপ্রকর্ষণী শক্তি!—কাছে পৌছিতে পারলুম না! এতই পরাভব হ'ল! তবে এ পরাভব কার? আল্‌মনসুরের বন্ধু হেরে গেছে—কিন্তু এখনও আল্‌মনসুর বেঁচে আছে। তার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তোমারি অনুসরণে সে বিরত হবে না। কোথা যাবে? যশ, অর্থ দুনিয়া এক দিকে, অপর দিকে তুমি—তুলাদণ্ডে ওজন করেছি—এক দিক লঘু হ'য়ে আকাশে উঠেছে—তুমি গুরুভারে ধরণী-কেন্দ্রাভিমুখে—ঘোর অন্ধকার—তোমাকে পেতে বহু দিন অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছি—এখন যখন করাঙ্গুলি দিয়ে স্পর্শ করেছি—তখন ধরেছি—দুনিয়ার যেখানে যা অন্ধকারে লুকায়িত শক্তি আছিস্—আয়। পারিস্ যদি, বাধা দিবি আয়—আলমনসুর তার জীবন-সর্ব্বস্বকে হৃদয়ে আবদ্ধ কর্‌তে চলেছে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পর্ব্বতের নিম্নদেশ।

(নেপথ্যে কোলাহল ও শব্দ)

জিবারের প্রবেশ।

জিবার। পাখী পালাচ্ছে, পশু পালাচ্ছে, মানুষও দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল। যাক্, এইবারে বনভূমি নিস্তব্ধ। ভেবেছিলুম, এ দানবী শক্তি আবিষ্কার ক'রেই আমি নিশ্চিন্ত। [illegible]লুম, এ আর মানুষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করব না। কিন্তু মিডিয়া, তোর অত্যাচারে তাও আমাকে করতে হ'ল! মন যোগাতে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য তোকে দান করলুম, তাতেও তোর মন উঠ্‌ল না। একটা তুচ্ছ পুরুষের লোভে তুই সে ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা নষ্ট কর্‌লি! হীন প্রণয়ের কাছে জগতের প্রভুত্ব ছোট হয়ে গেল! দেখি, তুমি কেমন ক'রে তাকে ছোট কর। শান্তিকে আয়ত্ত করতে হ'লে আশার মূলোৎপাটন করতে হবে। তোমার পিয়ারকে মেরে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে নিরাশ করতে হবে। ওই পালাচ্ছে—ওই পালাচ্ছে। আগে মিডিয়া ছুটছে, পিছনে ছুটছে তার প্রণয়ী। ওই পাহাড়ে উঠছে—মনে করেছে আমি বৃদ্ধ ছুটতে পারব না, তাই পাহাড়ে উঠলেই প্রাণ বেঁচে যাবে। ঠিক হয়েছে—ভারি মজা হয়েছে—আমার ক্ষমতার চূড়ান্ত দেখাবার সুযোগ এসেছে—প্রণয়ী আর প্রণয়িনীর মাঝখানের পাহাড় আমার এই বজ্র দিয়ে ভেঙ্গে দেব। বস্! ওপারে থাকবে প্রণয়িনী, আর এ পারে থাকবে প্রণয়ী। সোহাগে মিলতে গিয়ে মাঝে দেখবে ফাঁক—বিশাল অতলস্পর্শ গহ্বর! বস্—তা হ'লে আর

ছুটব না—অশক্ত দেহে যুবক-যুবতীর অনুসরণ কর্‌ব না। দূর থেকেই পর্ব্বত-ধ্বংসের আয়োজন করি।

(লুনার প্রবেশ)

লুনা। আমাদের গাঁয়ে এসে উৎপাত কর্‌ছ কে তুমি? তোমাকে দেখে বনের জীব-জন্তু পালাচ্ছে—গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষ ভয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে। কে তুই দানব? কোথা থেকে এলি? আমাদের শান্ত গ্রামকে ব্যাকুল কর্‌লি?

জিবার। কে তুই?

লুনা। আমি তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে আসি নি। জান্‌তে এসেছি, কেন তুমি আমাদের মতন গরীব চাষার আশ্রয়-স্থানকে শ্রীভ্রষ্ট কর্‌তে এসেছ? গ্রামের মেয়েছেলে তোমার ভয়ে ব্যাকুল হয়েছে।

জিবার। তবে তুই কোন সাহসে আমার সুমুখে এলি?

লুনা। কেন, কাকে ভয়?

জিবার। মৃত্যুকে।

লুনা। কে দেয়?

জিবার। আমি।

লুনা। তুমি—আরে পাগল, তুমি মৃত্যু দেবার কে? মরণের হাতের কাছে দাঁড়িয়ে সর্ব্বশরীর কাঁপছে—নিজের মৃত্যু রোধ কর্‌বার তোমার ক্ষমতা নেই, তুমি আবার আমাকে মৃত্যু দেবে কি? আমার নসীবে যখন মৃত্যু লেখা আছে, তখন সে আস্‌বে। মৃত্যুর গোলাম! মনিব কি তোর হুকুমে আস্‌বে?

জিবার। (হাস্য) ও সব কথা আমি জন্মকাল থেকে শুনে আস্‌ছি। ও সব বিদ্যাকচকচির বুজরুকি। নে, পথ ছাড়—কেন মর্‌বি!

লুনা। আমি এই পথ আগলালুম। আমাকে মেরে ফেল—মেরে, কোথা যাবে চ'লে যাও।

জিবার। মরণ বুঝি কখন দেখিস্ নি?

লুনা। ঢের—দুনিয়ায় প্রথম পা-দেওয়া কচি ছেলে থেকে, তোমার মতন লাঠিধরা বুড়ো পর্য্যন্ত অনেকের মরণ দেখেছি। যার সঙ্গে একবার দেখা, তারও মরণ দেখেছি, যাকে চোক-ফোটা থেকে দেখে-দেখেও দেখার পিয়াস মেটে নি, তারও মরণ দেখেছি। দুস্‌মনের মরণ দেখেছি, দোস্তের মরণ দেখেছি, মায়ের মরণ দেখেছি, বাপের মরণ দেখেছি।

জিবার। এই বয়সে এত দেখেছিস্?

লুনা। নিজের মরণ কেবল দেখা যায় না ব'লে, দেখে নি। বেশ তুমি মরণ দেখতে ভালবাস, তুমি আমার মরণ দেখ।

জিবার। না, তোকে হত্যা কর্‌ব না।

লুনা। হত্যা কর্‌বার ক্ষমতা থাকৃলে হত্যা কর্‌তে।

জিবার। খুব আছে—

লুনা। মিথ্যা কথা—থাকে, এখনি হত্যা কর।

জিবার। মরণের জন্য এত ব্যস্ত কেন?

লুনা। আমি ম'লেই বাঁচি। গ্রামের বাইরে একবার পা দিতে উত্তাপে পায়ের তলা দগ্ধ হয়ে গেছে। গাঁয়ের ঠাণ্ডা মাটীতে বেড়িয়ে জ্বালা নিবারণ কর্‌তে এসে দেখি, তুমি মরণের মূর্ত্তি ধ'রে, তুমি সারা দেশটাকে যেন অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছ! দেখে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। যদি মরণ দিতে তোমার ক্ষমতা থাকে, তা হ'লে এখনি আমাকে দাও। আমি জীবন থাক্‌তে তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না।

জিবার। মা! তোমাকে মরণ দিতে আমার ক্ষমতা নেই। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, আমাকে পথ ছেড়ে দাও। আমি কেবল এক জনকে মার্‌তে এসেছি।

লুনা। কে সে?

জিবার। ওই যে যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ওই যুবক ছুট্‌ছে—ওকে?

লুনা। না, ওকে কিছুতেই মারতে দেব না। আমি বেঁচে থেকে ওর মৃত্যু দেখতে পার্‌ব না

জিবার। বেয়াদব রমণী, তোমাকে ক্ষমা কর্‌লুম ব'লে কি আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনিষ্টকারীকেও ক্ষমা কর্‌ব! আমার সারাজীবনের অলৌকিক কার্য্য এই বৃদ্ধ বয়সের মমতায় ডুবিয়ে দেব! নে, পথ ছাড়।

লুনা। কিছুতেই না—জীবন থাক্‌তে না।

জিবার। (হাস্য) অজ্ঞানান্ধ জীব, তোর অহঙ্কার জ্ঞানী শুনবে কেন? জীবন থাক্‌তেই তোকে ছাড়তে হবে।

লুনা। (অস্ত্র বাহির করিয়া) কই যা দেখি শয়তান?

জিবার। (দণ্ড স্পর্শ) কি? কেমন বোধ হচ্ছে।

(লুনার হস্ত হইতে অস্ত্র পতিত)

লুনা। হাত অবশ—এখনও পা আছে।

জিবার। সে দেহ বহন কর্‌বার জন্য আছে, চল্‌বার জন্য নয়। (শব্দ ও ধূমনির্গমন)—থাক্ বেটী, দাঁড়িয়ে থাক্। শুধু তোর চক্ষের জ্যোতি অটুট্ রাখলুম। দূর থেকে রমণীর অনুসরণকারী ওই দুরাত্মার মৃত্যু দেখবার জন্য অটুট্ রাখলুম। যে মধুর স্পর্শে তুই চলচ্ছক্তিহীন, এই রকম মধুর স্পর্শ যত দিন না পাবি, তত দিন তোর এ দেহে আর স্পন্দন আস্‌বে না।

[জিবারের প্রস্থান।

লুনা। চক্ষু, তোমারও ত থাক্‌বার আর কোন দরকার নেই। তাই ত, হাত উঠে না। পা চলে না। মৃত্যু দেখব? অমন রাজা—যাকে না দেখে গাল দিয়েছি, দেখে হজরত ব'লে সেলাম করেছি, তার মরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব?—কে কোথায় আছ—আমাকে রক্ষা কর। অচল হয়ে দাঁড়িয়ে—যা দেখতে পার্‌ব না—যা দেখলে মরেও সুখ পাব না, সেই ভয়ানক, বুক-ভাঙ্গা, সেই মর্ম্ম-ছেঁড়া মরণের মরণ দেখতে পার্‌ব না। রাজার মরণ দেখতে পার্‌ব না। কে কোথায় আছ, আমাকে এই ভয়ানক অবস্থা থেকে রক্ষা কর—রক্ষা কর!

(ফেরানের প্রবেশ)

লুনা। এস ওমরাও, জলদি এস, আমাকে উদ্ধার কর।

ফেরান। কে ও লুনা? তুমি? তুমি উদ্ধার কর ব'লে চীৎকার কর্‌ছ?

লুনা। ওই নাও—তোমার পায়ের কাছে অস্ত্র পড়ে আছে—হাতে ক'রে তুলে মেহেরবান্, আমার গর্দ্দানকে দু'খণ্ড কর।

ফেরান। সে কি!

লুনা। না পার, আমাকে অন্ধ কর। আমি দেখতে পার্‌ব না।

ফেরান। আমি কিছু বুঝতে পার্‌ছি না!

লুনা। দেখতে পাচ্ছ না—ওই—ওই—রাজাকে মার্‌তে চলেছে।

ফেরান। তাই ত! এ ত সেই বৃদ্ধ!

লুনা। ওই যে—সাক্ষাৎ মরণ বুড়োর মূর্ত্তি ধ'রে চলেছে।

ফেরান। নির্ভয় হও লুনা। আমি আমাদের সম্রাট্‌কে রক্ষা কর্‌ব।

লুনা। তুমি! না—না পার্‌বে না!

ফেরান। যদি পারি?

লুনা। পার, তোমার মঙ্গল, তোমার দেশের মঙ্গল—তাতে 'যদি' বল্‌ছ কেন ওমরাও?

ফেরান। বেশ, তুমি আমার সঙ্গে এস।

লুনা। আমি যে চলতে পার্‌ব না। ওমরাও—ওই বুড়ো আমাকে হাত পা অবশ ক'রে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে।

ফেরান। বল কি?

লুনা। রাজার মৃত্যু দেখবার জন্য দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। ওমরাও, আমি অচল।

ফেরান। তাই ত, তোমার ওপর এই নিষ্ঠুরতা!

লুনা। ওই রাজাকে মার্‌তে চলেছে, আমি বাধা দিতে গিয়েছিলুম। একটা ছড়ি ঠেকিয়ে আমাকে অবশ কর্‌লে। বল্‌লে, পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজার মৃত্যু দেখ। যাবার সময় তামাসা ক'রে বল্‌লে—যে মধুর স্পর্শে তোমাকে অচল কর্‌লুম, যদি এই রকম মধুর স্পর্শ আবার পাও, তবেই তুমি সচল হবে। ওমরাও, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজার মৃত্যু দেখতে পার্‌ব না—আমায় মেরে ফেল।

ফেরান। নিষ্ঠুর, মর্ম্মহীন, অনাত্মবিজ্ঞান—আমি দূর থেকে তোমাকে সেলাম করি। দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য্যও তুমি যদি উপঢৌকন দাও, তবু বুঝব, তোমার প্রাণের মূল্য অতি তুচ্ছ। নাও লুনা, আমার স্কন্ধে ভর দাও।

লুনা। ও কি ওমরাও, তুমি কি সময় বুঝে তামাসা কর্‌ছ।

ফেরান। না লুনা, তোমাকে রহস্য করি নি।

লুনা। আমি চাষার মেয়ে,—যে বেগম তোমার বাঁদী, আমি তারও বাঁদী হবার উপযুক্ত নই—আমি তোমার কাঁধে ভর দেব!

ফেরান। যে আমার রাজার প্রাণের জন্য কাতর হয়েছে, সে আমার হুজরাইন,—আমার রাণী। লুনা আজীবন যদি তোমাকে মাথায় ক'রে রাখতে পার্‌তুম, তবেই আমি আপনাকে ধন্য মনে কর্‌তুম। ও কি কাঁপছ কেন—লুনা—লুনা!

লুনা। তোমার কথায় আমার অবশ দেহ কেঁপে গেল। বাতাস ভারী হয়ে আমার কাঁধে পড়ল—আসমান ঘন হ'য়ে আমার চোখ দুটো ঢেকে ফেল্‌লে! ওমরাও—ওমরাও—তোমার এত করুণা!

ফেরান। আদেশ কর লুনা, তোমার কম্পিত—পতনোন্মুখ দেহকে ধ'রে রক্ষা করি।

লুনা। বল-ছাড়বে না?

ফেরান। না।

লুনা। ছাড়বে না?

ফেরান। না!

লুনা। ছাড়বে না?

ফেরান। না।

লুনা। (হস্তধারণ) একি! যথার্থই ত মধুর স্পর্শে আমার অচল দেহ সচল হ'ল! তাই ত হে বৃদ্ধ! তুমি শয়তান, না হজরত? আমাকে শাস্তি দিতে ছুনিয়া দিলে,—তুমি হজরত।

ফেরান। এস লুনা—এস আমার সর্ব্বস্ব—রাজার রক্ষায় সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের দেবত্ব অথবা দানবত্ব পরীক্ষা করি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পর্ব্বতের উপরিভাগ।

মিডিয়া।

মিডিয়া। যাক্, এতক্ষণ পরে তার অনুসরণ থেকে নিস্তার পেয়েছি। পর্ব্বতের শিখরে শিখরে ছুটাছুটি ক'রে আমারও শরীর অবসন্ন হয়েছে। অবসন্ন বীর নিরস্ত। আর সে আমাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু তুমি কে! দেখতে গিয়ে অন্ধ হলুম, বুঝতে গিয়ে জ্ঞান হারালুম! কে তুমি?—নীরব আগ্রহে দেখার পরমুহূর্ত্ত থেকে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর আমার অনুসরণ করছ! আমি তোমাকে শক্তির অধিকার দেখিয়ে নিরস্ত করতে পারি নি—মৃত্যু-ভয় দেখিয়েও নিরস্ত কর্‌তে পারি নি। অথচ তুমি পাগল নও। আমার জ্ঞানী বৃদ্ধ গুরুর মত, তোমার নিশ্চল কমল পলাশে, ধীর বাক্যবিন্যাসে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছ। হে মহাপুরুষ, তুমি কে? আমি জানবার জন্ম ব্যাকুল হয়েছি। আর ব্যাকুল হয়েছি বুঝতে, আমার গুরুদত্ত এই সমস্ত রত্নরাশি—এই সমস্ত শক্তি—এই দেবদুর্লভ বিজ্ঞান বল—এই সমস্ত এক দিকে, আর তুমি—তুমি—হে স্বপ্নদৃষ্টবৎ মধুরতাময় অজ্ঞাত কুলশীল!—তোমার স্নিগ্ধ লোচনের ব্যাকুল আগ্রহ, তুলাদণ্ডে এ উভয়ের মধ্যে অধিকতর গুরুত্ব কার?

(মনসুরের প্রবেশ)

মন্। গুরুত্ব আমার!

মিডিয়া। তুমি এসেছ?

মন্। এসেছি—প্রেমের তুচ্ছ ইঙ্গিতে জড়শক্তির মৃত্যু দেখতে এসেছি।

মিডিয়া। আমার পাঁচ বৎসরের গমনাগমনেও অর্দ্ধপরিচিত গোলোক-ধাঁধা, তুমি প্রথম পদার্পণেই পরিচিত করেছ! যেখানে লুকুলে নবাগত পাঁচ বৎসর ঘূরেও সন্ধান কর্‌তে পারে না, সেখানে তুমি বিনা সাহায্যে এসেছ।

মন্। শুধু আসি নি সুন্দরি! এবারে তোমাকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ধর্‌তে এসেছি। আর তোমার পালাবার উপায় রাখি নি।

মিডিয়া। সে কি রকম?

মন্। যাতে আমার অনুসরণ নিষ্ফল না হয়, তাই এখানকার সমস্ত রন্ধ্রপথ পরীক্ষা করেছি। পরীক্ষায় বুঝেছি, এই তোমার শেষ আশ্রয় অনুসরণ কর্‌লে, আর তোমার পালাবার পথ নেই।

মিডিয়া। আমি মর্য্যাদা রাখতে ধরা দিতে পারব না।

মন্। আমার যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ ধরবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌তে পারব না।

মিডিয়া। আপনার ধন্য সাহস—এ সাহসের উপযোগী কিছু উপহার নিয়ে আপনি নিবৃত্ত হন।

মন্। উপহারের মূল্য জান্‌তে না পার্‌লে উত্তর দিতে পারি না।

মিডিয়া। যা আলমনসুরের ঘরে নেই, তাই দেব।

মন্। কি বল?

মিডিয়া। অগাধ মণিকাঞ্চন।

মন। সম্রাটেরও ধনরত্ন অপরিমেয়।

মিডিয়া। সাত রাজার ধন মাণিক?

মন। আমার আছে—আমি আমার প্রিয়তমকে দান করব ব'লে রাজার ভাণ্ডার থেকে অপহরণ ক'রে এনেছি। এই দেখ।

মিডিয়া। পরশমণি?

মন্। তাও আছে। স্বর্ণের মুল্য লাঘব হবে ব'লে, এই দেখ সুন্দরি, আমি আমার জানুতে চর্ম্মাচ্ছাদনে তা লুকিয়ে রেখেছি।

(জানু কর্ত্তন। মিয়া মণি দেখাইলেন)

মিডিয়া। আঁা! কে তুমি?

মন্। আমিই আল্-মন্সুর।

(নেপথ্যে ভীষণ শব্দ)

মিডিয়া। সম্রাট—সম্রাট—অমূল্য জীবন—অপূর্ব্ব জীবন—প্রেমময় জীবন—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

(প্রস্থানোদ্যত)

মন্। জীবনরক্ষার সীমা তুমি—কোথা যাবে, সুন্দরি—

(পশ্চাদনুসরণ, উভয়ে পর্ব্বতে আরোহণ করিল। ভয়ঙ্কর শব্দে উভয়ের মধ্যস্থান ভগ্ন হইল)

মিডিয়া। এখনও প্রতিনিবৃত্ত হৌন অগণ্য জীবের জীবনবিধাতা ক্ষুদ্র তুচ্ছ রমণীর লোভে জীবন বিসর্জ্জন দেবেন না। আর বৃথা অনুসরণ মুহূর্ত্তে আপনার ও আমার মধ্যে অতলস্পর্শ গহ্বরের ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেল।

মন্। সাগরের ব্যবধান হ'লেও আমি গ্রাহ্য করি না—আমি আল্-মন্সুর! তোমাকে খুঁজতে আমি দুনিয়া অনুসন্ধান করেছি, তোমার আকাঙ্ক্ষার বিনিময়ে খোদা আমাকে জগতের অধিকার প্রদান করেছেন। আমি তা তুচ্ছ মনে ক'রে, সম্ভ্রম, সুযশ সমস্ত তুচ্ছ ক'রে, তোমাকে সেই বিশ্বের উপর আসন দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম। মিডিয়া! প্রেম-মূর্ত্তিতে আমার হৃদাসনের রাণী, এই আমি তোমাকে ধরতে এই অতলস্পর্শ গহ্বরে ঝাঁপ দিলুম! ঈশ্বর! তোমার নাম জয়যুক্ত হোক—প্রেমময়! তোমার নাম জয়যুক্ত হোক!

(ঝম্প প্রদান।

মিডিয়া। না, না—তোমাকে একা যেতে দেব না। প্রেম-রাজ্যের অধীশ্বর! আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে নাও—তার বিনিময়ে জগতের এই অমূল্য রত্ন জগতের কোলে প্রত্যর্পণ কর।—আমি অনুসন্ধানে চল্লুম। প্রেমিকরাজ! জীবন যায় তোমার সঙ্গে যাক্—থাকে তোমার সঙ্গে থাক্।

(ঝম্প প্রদান)

সপ্তম দৃশ্য

ভগ্নস্তূপ।

লুনা ও এলাহী।

লুনা। শুধু ধূলো—স্তূপাকারে ধূলো। পাহাড় গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে গেছে। গাছপালা, পাহাড়-প্রাণী—সব একাকার! তাই ত দাদা, এ কি হ'ল—এ যে সব গেল।

এলাহী। কিছু যাবে না—আমার ধর্ম্মের বুদ্ধি—সে এই ধ্বংসের ভেতর থেকে লুকিয়ে বল্‌ছে—কিছু যাবে না? কেন যাবে? রাজা মিথ্যাবাদী হবে! ধর্ম্ম যাবে? কখন যাবে না। সে আমাদের কাছে বক্‌সিস্ নেবে। না দিতে পার্‌লে আমাদের শাস্তি দেবে। একবার হাঁ বলেছে—না হবে না। বক্‌সিস্ না নিয়ে মর্‌বে না। অন্ধকার মিঞা সব খেতে পারে—গাছপালা পাহাড় সব গালে পুর্‌তে পারে, কেবল ধর্ম্মকে পারে না।

লুনা। এই পর্য্যন্ত আমি তাদের উভয়কে দেখেছিলুম। তারপর সেই আকাশভাঙ্গা শব্দে চোক বুজে গেল। যখন চোক চাইলুম, তখন দেখলুম—মেঘের কোলে ধূলো উঠেছে! পাহাড়, দরিয়া, জঙ্গল, সহর সব একাকার হয়ে গেছে। গ্রাম কাছে ছিল, দূরে গেল—জল কালো ছিল, লালে ভ'রে গেল—সঙ্গে সাথী ছিল, স্বপ্নে ডুবে গেল। তুই এলি—ধর্‌লি—কথা কইলি—লুনা ব'লে মাথায় হাত দিলি—তখন জ্ঞান ফিরে এল। চারিদিক চেয়ে দেখি, আবার যে একাকার—সেই একাকার। কোথায় রাণী, কোথায় রাজা—আর আমার সঙ্গের সাথী, যে আমার অচল দেহ সচল করেছে—কোথায় সে—কোথায় সে?

এলাহী। সব আছে—তুই দেখ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ! আমার কথা সত্য কি না দেখ। আছে, সব আছে।

লুনা। আর আছে!

এলাহী! চোপ্—ও কথা মুখেও আনিস্ নি—আমি ধূলোর কণা উল্‌টে আমি তাদের খুঁজতে চল্লুম। মিডিয়ার বাপ জ্ঞানী। বুঝে বুঝে মরণকালে তাকে আমার কাছে রেখে গেছে। সে মিডিয়া হারিয়ে যাবে! না, যেতে দেব না।

(কৃষকগণের প্রবেশ)

সকলে। সর্দ্দার—সর্দ্দার—এই যে—এই যে—সর্দ্দার বেঁচে আছে।

এলাহী। বেঁচে আছি.—এখন বাঁচতে হবে——রাজা—রাজা—আমাদের রাজা—হুনিয়ার রাজা—আমাদের গ্রামে অতিথ হ'তে এসে বিপদে পড়েছে, তাকে খুঁজতে হবে!

১ম কৃ। আর বল্‌তে হবে না। তোমাকে দেখে ভয় ভেঙ্গেছে—আয় ভাই আয়—মোড়লের সঙ্গে আয়—অন্ধকার হাতড়ে রাজাকে খুঁজে বার করি!

এলাহী। ভয় নেই—লুনা! তুই নিশ্চিন্ত থাক। আমরা মিডিয়াকে না নিয়ে ফিরব না—রাজাকে না নিয়ে ফির্‌ব না।

[এলাহী ও কৃষকগণের প্রস্থান।

লুনা। তাই ত, আমিই বা দাঁড়িয়ে থাক্‌ব কেন? মিডিয়াকে রক্ষা কর্‌তে আমিও যে—ওরাও সে। ওরা তাকে রক্ষা কর্‌তে ছুটে গেল, আমি কাঁদবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকব? আমি কি হু' মুঠা ধূলা সরিয়েও তাদের সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব না?

(ফেরানের প্রবেশ)

ফেরান। ঠিক বলেছ লুনা, আমরাও চল ওদের সঙ্গে তাদের অন্বেষণ করি। চ'লে এস, জল্‌দি চ'লে এস। এক লহমাও দাঁড়িও না। এক লহমা বিলম্বে যদি রাজার অমঙ্গল হয়, তা হ'লে সারা জীবনেও তার আপশোষ যাবে না।

লুনা। হাঁ হাঁ,—চ'লে যাও, চ'লে যাও।

ফেরান। না—না—যাব না—যাব না!

লুনা। দেখছ না, পাগলের মত ছুটতে ছুটতে বৃদ্ধ আস্‌ছে।

ফেরান। ঠিক হয়েছে। এস বৃদ্ধ! এত দিন পরে আমি তোমাকে হাতের কাছে পেয়েছি। কিছু ভয় নেই, লুনা দাঁড়াও। আমি আজ বৃদ্ধের শক্তি পরীক্ষা কর্‌ব!

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। ভেঙ্গে গেছে—ভেঙ্গে গেছে! মেল্‌বার জন্য পরস্পরে বাহু বিস্তার কর্‌লে, আর চক্ষের নিমিষে বজ্রসম কঠোর গিরি চূর্ণ হয়ে উভয়ের মধ্যে বিশাল গহ্বরের সৃষ্টি হয়ে গেল। এ কি! কে তুমি? প্রকৃতির এই ভীষণ ধ্বংসদৃশ্যের মধ্যে শিলাখোদিত মূর্ত্তিবৎ শিলাখোদিত প্রহরীর পার্শ্বে কে তুমি?

লুনা। তুমি যাকে নিশ্চল ক'রে রেখে এসেছিলে, সেই আমি।

জিবার। তুমি—তুমি? না, তুমি কেমন ক'রে এখানে আস্‌বে? আমি ফিরে মুক্ত না কর্‌লে, তোমার ত সে অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের উপায় নেই!

লুনা। এই ত—আমি মুক্ত হয়ে এসেছি।

জিবার। কে তোকে মুক্ত কর্‌লে?

লুনা। তুমি যে মধুর স্পর্শের কথা বলেছিলে, সেই মধুর স্পর্শ।

জিবার। সত্যি কথা?

লুনা। মিথ্যা ক'য়ে লাভ কি হজরত?

জিবার। কে সেই মধুর স্পর্শ করেছে, আমাকে দেখাতে পারিস?

লুনা। এই দয়াময়। আমার দুরবস্থা দেখে আমাকে উদ্ধার কর্‌তে এসেছিল। দয়া ক'রে আমার গায়ে হাত দিতেই আমি মুক্ত হয়েছি।

ফেরান। না হুজুরালি—প্রেমময়! দয়া টয়া বুঝি না, এই বালিকার দুর্দ্দশা দেখে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল! কাতরকণ্ঠে প্রেমময়কে ডাকলুম—সেই চির-মধুর নাম নিয়ে বালিকাকে স্পর্শ কর্‌লুম—বালিকা মুক্ত হ'ল!

জিবার। তাই ত, এ দীর্ঘ জীবন জড়শক্তির পূজা ক'রে কি কর্‌লুম? কিসের জন্য মায়া-মমতা পরিত্যাগ করেছি? কিসের জন্য নিষ্ঠুর হয়েছি? কিসের জন্য যথার্থই আমি দেবহৃদয়ে দানবত্বের প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রেমের এক ক্ষণিক স্পর্শের কাছে আমার এতকালের সঞ্চিত শক্তি মাথা হেঁট কর্‌লে! তা হ'লে এতকালের প্রাণপণ পরিশ্রমে আমি কি ধন উপার্জ্জন কর্‌লুম? কে তুমি? তুমি! তুমিই না আমাকে জল দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলে?

ফেরান। সে আমি নই।

জিবার। না তুমি—আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছি নি।

ফেরান। না বৃদ্ধ, তুমি আমার কাছে ঋণী নও। যার কাছে তুমি ঋণী, তিনি তোমারই মত পিপাসার্ত্ত হয়েও নিজের পানীয় জল তোমাকে দিয়ে তোমার জীবন রক্ষা করেছিলেন! আমি সেই মহাপুরুষের গোলাম।

জিবার। এমন মহাপুরুষ হুনিয়ায় কে? তুমি

তাকে আমাকে দেখাতে পার? আমি তাকে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেব।

ফেরান। তাকে ত তোমার পুরস্কার দেওয়া হয়ে গেছে।

জিবার। পুরস্কার দিয়েছি?

ফেরান। দিয়েছ বই কি—এই পাহাড়!

জিবার। পাহাড় পুরস্কার দিয়েছি কি?

লুনা। কি আর কি? এই পাহার ভেঙ্গে তাকে চাপা দিয়েছ।

জিবার। চাপা দিয়েছি? না বালিকা, চাপা দিই নি। আমিও আমার অজ্ঞাতসারে প্রেমের শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছিলুম। আগে বুঝতে পারি নি, এখন বুঝতে পার্‌ছি। তা যদি না হ'ত, তা হ'লে প্রণয়ি-প্রণয়নীকে বিনষ্ট কর্‌বার সঙ্কল্প না ক'রে, তাদের মিলন-পথে ব্যবধান সৃষ্টি কর্‌বার ইচ্ছা কর্‌লুম কেন? খোঁজ—খোঁজ—আছে, আছে—নিশ্চয় তারা বেঁচে আছে। আয়, সঙ্গে আয়—বালিকা, তোকে মা বলেছিলুম, এখন দেখছি মাতৃনামের সঙ্গে সঙ্গে আমি তোকে অগাধ স্নেহ দান করেছিলুম, আয় বালিকা—আয়, আয়।

অষ্টম দৃশ্য

গুহার সম্মুখ।

মন্‌সুর ও মিডিয়া।

মন্‌। যে অদৃশ্য করুণা আমাকে দীনাবস্থা থেকে জগতের স্বামিত্ব দান ক'রেছেন, অগণ্য বিপদে, মৃত্যু-মুখে আমার জীবন রক্ষা কর্‌ছেন, তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাসে, তাঁর নাম ল'য়ে, আমি তোমাকে ধর্‌তে ঝাঁপ দিয়েছিলুম। অতলস্পর্শ গহ্বরে পড়তে, ধরণী-গর্ভে লুকায়িত অপূর্ব্ব রত্নাগারে অক্ষত দেহে পতিত হয়েছি—তোমাকে পেয়েছি। পূর্ণ ভাগ্য লাভ কর্‌তে, এখনও একটা বাধা অবশিষ্ট আছে। সে তোমার গুরু। যতক্ষণ পর্যন্ত সে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে পরাস্ত কর্‌তে না পার্‌ছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি বিশ্বজয়ী নই।

(জিবার, লুনা, ফেরান ও এলাহীর প্রবেশ)

জিবার। কেমন মিডিয়া, এই ত তোমার প্রণয়ী?

মিডিয়া। প্রণয়ী কেন—আমার স্বামী।

জিবার। এ কথা বল্‌বার আগে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।

মন্‌। আমি সে প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছি। মিডিয়া আগেই বলেছে। সে তার মহত্ত্ব-মর্য্যাদা নষ্ট করে নি। বলেছে, যত দিন না অত্যাচারী আলমন্‌সুরের মস্তক আপনার কাছে উপহার দিতে পারে, তত দিন পর্য্যন্ত সে আত্মদান করতে অক্ষম। এই নিন্‌ বৈজ্ঞানিক, আমি সেই দাম্ভিক সম্রাটের মস্তক আপনার সমক্ষে উপস্থিত করি।

জিবার। র'স সম্রাট, তবে আগে আমি তোমাকে উপঢৌকন দি। তারপর তোমার ধর্ম্ম। মিডিয়া! আজীবন প্রাণপাত ক'রে, আমি যে সামগ্রীর অন্বেষণে দুনিয়া পরিভ্রমণ করেছি, সে সামগ্রী আজ তোদেরই প্রেমে আমার সমক্ষে উন্মুক্ত হয়েছে। সম্রাট, আমার সাধন নিষ্ফল হয় নি। আমাকে বৃদ্ধ ও অশক্ত দেখে প্রেমময় পরমেশ্বর সেই অপূর্ব্ব সামগ্রী—সেই অমৃতরসের ভাণ্ড, আমাকে দান কর্‌তে দাম্ভিক আল্‌মন্‌সুরকে আমার সাহায্যে প্রেরণ করেছেন। রাজা! এই নাও—স্বর্গীয় আলোকে, মুক্ত চক্ষে, এই গুপ্ত গুহার শেষ দ্বার মুক্ত ক'রে দিলুম। আগে বুঝতে পারি নি, এখন বুঝতে পেরেছি, দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—জড়া প্রকৃতির প্রতি পরমাণুর অন্তরালে চৈতন্যময়ীর লীলা। সেই মা কৌমুদীরূপে জগতে মধু বর্ষণ করেন। প্রেম-বিহ্বলা দামিনীরূপে কাদম্বিনীর অলকে লীলা করেন। মাতৃরূপে সর্ব্বজীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত হয়ে, জগতে শান্তি বিতরণ করেন। আয় লুনা, কাছে আয়, সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়, রাজাকে পুরস্কার দিবি বলেছিলি, নিজ-হস্তে তোদের মিডিয়াকে উপহার দে।

(লুনা, ফেরান ও এলাহীর প্রবেশ)

(লুনার মিডিয়াকে রাজার হস্তে দান)

এলাহী। কি রাজা, পুরস্কার মনোমত হ'ল?

মন। এলাহী—এ আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার, আজ আমি যে অপূর্ব্ব উপহার পেলুম, সে কৃতজ্ঞতার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন স্বরূপ, আমার এই অন্তরঙ্গ সহচরকে তোমার পৌত্রীকে উপহার দান কর্‌লুম।

জিবার। আমিও এই মধুর মিলন মুখে প্রেমের সমক্ষে মস্তক অবনত ক'রে, বিজ্ঞানের শেষ ফল তোমাদের উপঢৌকন প্রদান করি। এই নাও, দেখ, এই জ্ঞান প্রেমরূপিণী দেবী মিনার্ভা—এই প্রেমের মূর্তিকে আদর্শ ক'রে তোমাদের পরস্পরের মিলনে চির মঙ্গলের

প্রতিষ্ঠা কর। জাগো মা চৈতন্ত-রূপিণী—জড়-বিজ্ঞানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত সংসারে প্রাণময়ী শক্তির প্রতিষ্ঠা কর।

(পটপরিবর্ত্তন)

(মিনার্ভা দেবীর আবির্ভাব)

বিজলী-সঙ্গিনীগণ।

(গীত)

অমরা বিজলী ঘরে ঘরে খেলি সোনার বরণ তনু গো,
সুর-লয় ভ'রে,দিবানিশি ঘরে ধরেছি মোহন বেণু গো।
কখন জননী, রমণী জায়া,
কখন ভগিনী, তনয়া মায়া,
কভু মৃদু আলো কভু শ্যাম ছায়া
কখন উজল ভানু গো।

দেখেও বুঝ না, বুঝেও দেখ না, এমনি মোদের রঙ্গ
স্বজনে স্বজনে মিলন মোদের,
আঁখির পালটে ভঙ্গ,

বুঝে যদি চাও ছাড়িতে সঙ্গ, রণে যদি
চাও দিতে হে ভঙ্গ,
অমনি অঙ্গে হানে অনঙ্গ, কুসুমায়ুধ-রেণু গো ॥

যবনিকা পতন।

নিয়তি

(নাটিকা)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

উদয়ন	কৌশম্বীরাজ।
ভাঁড়ুদত্ত	রাজ-শ্রেষ্ঠী।
নাড়ুদত্ত	ঐ পুত্র।
ঘোষক	ঐ পালিত পুত্র।
বেঙ্কট	ঐ ভগ্নিপতি।
মুচুকুন্দ	ঐ ঐ পুত্র।
বলভদ্র	রাজার মামা-শ্বশুর।
ধর্ম্মঘোষ	জনপদ নগরের শ্রেষ্ঠী। (ভাঁড়ুদত্তের মাতুল)
মহীধর	ঐ অনুচর।
বেণুসন	শতগ্রামের কাঁসারী।

কিরাতগণ, প্রহরিগণ, দূত, কুম্ভকার, দেওয়ান,
প্রতিবাসিগণ, সহচরগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

শ্যামাবতী	উদয়নের রাণী।
অনুরাধা	ঐ ভগিনী।
মাগন্দী	ভাঁড়ুদত্তের স্ত্রী।
ভানুমতী	ঐ ভগিনী।
কালী	ঐ রক্ষিতা।

সখীগণ, ঝি, পরিচারিকা, কিরাত-রমণীগণ, ইত্যাদি।

নিয়তি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান-পথ।

(কালী ও ঘোষকের প্রবেশ)

কালী। এই পথ দিয়ে যাও—ওই যে সুন্দর জলাশয় দেখছ, ঠিক ওর পূর্ব্বগায়ে একটি আশ্চর্য্য কুঞ্জ দেখতে পাবে।

ঘো। গাছ ত কখন দেখি নি—চিনব কেমন ক'রে?

কালী। সে গাছ আর চেনাতে হবে না—সে গেলেই চিনতে পারবে। সে গাছ দুনিয়ায় নেই, সুধু এই বাগানে আছে।

ঘো। নাম কি বল্‌লে?

কালী। সোমলতা। তার রস খেলে মানুষ অমর হয়। আগে দেবতারা তাই পান করত। যদি আনতে পার, তবে তোমার বাবা বাঁচবে। নইলে বাঁচবে না। আমি ওই পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকব। যাও, আর দেরি ক'র না।

[ঘোষকের প্রস্থান।

বস্—এই যমের মুখে এবারে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে গেলুম। বার বার তুমি হাত ফস্‌কে বেঁচে গেছ। এবারেও যদি বাঁচ, তা হ'লে বুঝব, তুমি অমর; কিংবা মানুষে তোমাকে মারতে পারবে না! ওই—ওই রাজা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—নজরে পড়ল—পড়ল—ঠিক হয়েছে। [প্রস্থান।

(নেপথ্যে)। রাণী—রাণী—শীঘ্র দেহ আবৃত কর। এক জন অজ্ঞাতকুলশীল যুবাপুরুষ উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করেছে।

(নেপথ্যে)। সখি! সখি! শীঘ্র সকলে আমাকে বেষ্টন ক'রে কুঞ্জান্তরালে নিয়ে চল।

(অনুরাধার প্রবেশ)

অনু। এ কি দেখলুম! কই! আর ত দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় গেল? এ কি বিদ্যুদ্‌বিকাশ? এ কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কি স্বপ্ন দেখলুম? না দেখেছি, দেখেছি—নিশ্চয় দেখেছি—কে ও? দাদা।

[প্রস্থান।

(উদয়নের প্রবেশ)

উদ। তাই ত! এমন সাহসী! যে সময় রাণী সহচরীদের সঙ্গে সরোবরে জলকেলি করছেন, সেই সময়ে এ ব্যক্তি এ উদ্যানে প্রবেশ করলে! সাহসী না উন্মত্ত? হয় উন্মত্ত, না হয় জানে না। জানুক আর নাই জানুক, পাগল হ'ক আর নাই হ'ক, যুবক তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য। আর দ্বারীরও মৃত্যু অনিবার্য্য। কে তুমি? এই দিকে এস।

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। তুমি কে? (প্রণামকরণ)

উদ। আমি এই উদ্যানের অধিকারী।

ঘো। তা হ'লে তুমি রাজা। (পুনঃ প্রণাম)

উদ। তা হ'তে পারি, কিন্তু তুমি কে?

ঘো। পরিচয় দিতে পারব না।

উদ। তুমি কি এ বাগানের আইন জান না?

ঘো। আগে জানতুম না, বাগানে ঢুকতে গিয়ে জানতে পেরেছি।

উদ। কি জেনেছ?

ঘো। যে পুরুষ এ বাগানে প্রবেশ করবে, তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। বিশেষতঃ এ সময়ে যে ঢুকবে, তার মৃত্যু। এ সময় রাণী তাঁর সহচরীদের সঙ্গে এখানে জলকেলি করেন।

উদ। কে তোমাকে বললে?

ঘো। দ্বারী।

উদ। এ জেনেও তুমি প্রবেশ করলে?

ঘো। এই ত দেখতে পাচ্ছ।

উদ। দ্বারী তোমায় ঢুকতে দিলে?

ঘো। না—আমি পাঁচিল টপকে এসেছি। যথার্থই কি তুমি রাজা?

উদ। আমিই রাজা উদয়ন! (ঘোষকের তৃতীয় বার প্রণাম করণ) কি? প্রাণের ভয়ে আমাকে বারংবার প্রণামে তুষ্ট করছ নাকি?

ঘো। না রাজা, প্রাণের ভয়ে কেন, ধর্ম্ম ব'লে প্রণাম করছি। এক জন গুরুলোক মনে ক'রে আমি তোমাকে প্রথমে প্রণাম করেছি। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি রাজা কি না, তুমি বললে, তা হ'তে পারি—কি জানি, যদিই রাজা হও, তাই আমি আর একবার প্রণাম করেছি। এখন ঠিক জানতে পেরে, তোমার কথা সত্য বিশ্বাস ক'রে, আরও একবার প্রণাম করলুম। কিন্তু রাজা এখনকার মত এই আমার শেষ প্রণাম।

উদ। কেন?

ঘো। এর চেয়ে বেশী প্রণাম করলেই ভিক্ষুক হ'তে হয়, আমি কারও কাছে নিজের জন্য কিছু যাচ্ঞা করি না।

উদ। নিজের জন্য কর না; তা হ'লে পরের জন্য করতে এসেছ?

ঘো। পরই বা বলি কেন? বাবা কি আবার পর হয়? না রাজা, ঠকে গেছি! না রাজা, নিজের জন্যেই করতে এসেছি।

উদ। জিনিষটে কি?

ঘো। সোমলতা। সে নাকি তোমার বাগানে ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যায় না? সে খেলে নাকি মানুষে অমর হয়?

উদ। এই ত শুনেছি।

ঘো। শুনেছ! তা হ'লে সোমলতা কি তোমার বাগানে নেই?

উদ। আমার বাগানে সোমলতা আছে, এ কথা তোমাকে কে বলেছে?

ঘো। বাবা শুনেছে—

উদ। কে তোমার বাবা বল?

ঘো। বুঝতে পারছি গোলমাল—আর বলব না রাজা।

উদ। শুধুই কি তুমি এখানে আমাকে দেখেছ?

ঘো। না রাজা, কতকগুলি স্ত্রীলোককেও দেখেছি।

উদ। সোমলতার একান্ত প্রয়োজন জেনে যেন সোমলতাই নিতে এসেছিলে। তবে রমণীদের দেখলে কেন?

ঘো। চোখে প'ড়ে গেল, তাই দেখলুম।

উদ। তাদের কি অবস্থায় দেখেছ?

ঘো। এক জন ছাড়া আর সকলেই ন্যাংটা।

উদ। বেশ, ওই দূরে অশোক বৃক্ষের তলায় আমার একটা জিনিষ আছে নিয়ে এস। (ঘোষকের দ্রুত প্রস্থান) আমি ওকে ক্ষমা করলুম মনে ক'রে মূর্খ লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে। কিন্তু গাছের তলায় গিয়ে বস্তুটা যে কি, যখন দেখবে, তখনই আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যাবে। ওই দেখেছে—দেখেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাত আর হতভাগ্যের অস্ত্রটাকে স্পর্শ করতে সাহস করেছ না। হতভাগ্যকে শেষে নিতে হ'ল। বুঝতে পেরেছে, তার আয়ুঃ শেষ। অতি ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। পা আর এ দিকে যেন আসতে চায় না। বোধ হয়—বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই—গা কাঁপছে—পা কাঁপছে—তাই টীপে টীপে পা ফেলে আসছে। (ঘোষকের পুনঃ প্রবেশ ও অতি ধীর পদ-বিক্ষেপে উদয়নের নিকট আগমন) কি যুবক, পা আর চলছে না যে? মৃত্যুভয় হয়েছে?

ঘো। (ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে) রাজা! শিগগির ধর—শিগগির ধর—আমি এনেছি—আমি এনেছি!

উদ। তা ধরছি, কিন্তু যুবক, মৃত্যুভয় হয়েছে?

ঘো। মৃত্যুভয় কেন হবে!

উদ। এ খড়্গ কি জন্য তোমাকে দিয়ে আনলুম জান?

ঘো। জানি—আমায় কাটতে।

উদ। তবে? ভয় হয় নি বলছ কেন?

ঘো। আমি যা করবার করেছি, তুমি যা করবার কর। এ ত আহ্লাদের কথা—ভয় হবে কেন?

উদ। তবে যাবার সময় লাফিয়ে গেলে কেন?

ঘো। প্রাতঃকালে বৃষ্টি হয়ে গেছে—পথের মাঝে মাঝে যেখানটা নীচু, সেখানে এখনও জল আছে, তাই লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিলুম।

উদ। তবে আসবার সময় আস্তে আস্তে আসছিলে কেন?

ঘো। যাবার সময় আমি কুমার ছিলুম, আমার

কোনরকম দায় ছিল না, কিংবা আমার ওপর কোনও গুরুকর্ম্মের ভার দেওয়া ছিল না। আমার বালকের প্রাণ, এই জন্য যাবার সময় আমি জলভরা স্থানগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেছি। কিন্তু আসবার সময় দেখি, আমার উপর বিষম ভার। তুমি দোষীকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেছ। না দিলে মহাপাপ। সেই শাস্তি দেবার একমাত্র যন্ত্র আমার হাতে। যদি আমি অন্যমনস্কে চলতে পা হড়কে পড়ে যাই, যদি সেই পড়ার সঙ্গে অস্ত্র কোনও প্রকারে ভেঙ্গে যায়, কি আমার শরীরে কোনও রকমে প্রবেশ ক'রে পথের মধ্যেই আমার মৃত্যু হয়, তা হ'লে যে তোমার আদেশ নিষ্ফল হয়, হয় ত তোমার সংশয় হ'তে পারে, আমি ভয়ে আগে থাকৃতেই আত্মহত্যা করেছি। এই জন্য আসবার সময় অতি সন্তর্পণে আমি তোমার এই খড়্গ নিয়ে এসেছি।

উদ। হুঁ, বুঝেছি।

ঘো। এইবারে কি করবে কর। বল, আমি মাথা তোমার কাছে উপস্থিত করি।

উদ। যুবক! এই খড়্গ আমি তোমাকে উপহার দিলুম। তোমার ন্যায় সাহসী বীরের হস্তেই এই অমূল্য অস্ত্র শোভা পায়। আমার সমস্ত ক্রোধ বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে।

ঘো। অস্ত্র ত পেলুম—সোমলতা যদি না পাই, তা হ'লে বাবার কি হবে?

উদ। এই অস্ত্র তুমি তোমার বাপকে দিও। তা হ'লেই তার রোগ আরোগ্য হয়ে যাবে।

(প্রহরীর প্রবেশ ও ঘোষককে দেখিয়া কম্পান্বিত কলেবরে রাজাকে বারংবার প্রণামকরণ)

উদ। বেঁচে গেছিস্, ভয় নেই—কাছে আয়।—(ঘোষকের প্রতি) তোমার পরিচয়?

ঘো। আবার জিজ্ঞাসা করছ রাজা! পরিচয় দিতে পারব না।

উদ। বেশ, জানবার প্রয়োজন নেই।

প্রহরী। মহারাজ! প্রাতঃকালে এই ব্যক্তি এই বাগানে প্রবেশ করবার জন্য ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল! আমি মৃত্যুভয় দেখিয়ে ওকে নিরস্ত করেছি। ও কোথা দিয়ে কেমন ক'রে প্রবেশ করলে, কিছুই জানি না মহারাজ; হুকুম করুন, আমি হতভাগাকে দ্বিখণ্ড ক'রে ফেলি।

উদ। দ্বিখণ্ড করতে হবে না—একে অভিবাদন কর্।

[প্রহরীর অভিবাদন ও প্রস্থান।

শোন যুবক! আমার এই উদ্যানে আজও পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পুরুষ প্রবেশ করে নি। এটা রাজ্ঞীর নিজস্ব উদ্যান। এইজন্য তিনি এখানে নিঃসঙ্কোচে সখীগণ সঙ্গে ভ্রমণ করেন। তুমি দৈববশে এখানে প্রবেশ করেছ। যখন প্রবেশ করেছ, তখন সমস্ত দিবাভাগের মতন তোমাকে এই বাগানের এক ঘরে বন্দী রাখব, রাত্রির প্রথম প্রহরের পূর্ব্বে তুমি এ স্থান ত্যাগ করতে পাবে না। প্রহরি!

(প্রহরী দ্বারবানের প্রবেশ)

যা, একে নিয়ে আমার এই বাগানের ঘরে সমস্ত দিন আটকে রাখ, রাত্রির প্রথম প্রহরে একে মুক্ত করবি।

[ঘোষককে লইয়া দ্বারবানের ও প্রহরীর প্রস্থান।

বড়ই কঠিন সমস্যা! পিতাপুত্রের সম্বন্ধ আমি বুঝতে পারলুম না। তবে বুঝতে হবে। জোর ক'রে বুঝব না—তা হ'লে এখনি চর নিযুক্ত ক'রে বুঝতে পারি। তা করব না—তবে বুঝতে হবে! এ হেঁয়ালি কৌশলে বুঝতে পারলেই আনন্দ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

অনুরাধা।

(গীত)

মনে কি নয়নে তারে হেরি—সে রূপ-মাধুরী।
আমি বুঝিতে না পারি গো, বুঝিতে নারি॥
আঁখি যদি বলে দিয়েছি তায়,
উদাসে মন কোথা চ'লে যে যায়—
যদি মনে করি দেখেছি মনে
অমনি নয়নে ঝরে বারি॥

(সখীর প্রবেশ)

সখী। তাই ত রাজকুমারী, কিছুই ত বুঝতে পারছি না। উটকো লোক কেমন ক'রে বাগানে প্রবেশ করলে?

অনু। মানুষ কি এ বাগানে ঢুকতে পারে—দেবতা।

সখী। তাই ত কি হবে রাজকুমারী, আমাদের রাণীকে সে উলঙ্গ দেখে গেল!

অনু। দেবতার কাছে আবরণ কে দিয়ে রাখতে পারে?

সখী। দেবতা দেবতা ক'র না। রাজার কাছে আমাদের যে কি শাস্তি হবে, তাই ভেবে আমরা ব্যাকুল হয়েছি।

অনু। তোদের শাস্তি কেন হবে?

সখী। কেন হবে? একটা পরপুরুষ আমাদের উলঙ্গ দেখলে! তুমি ত বেঁচে গেছ রাজকুমারী, তুমি বস্ত্রও ত্যাগ কর নি, স্নানও কর নি—তোমার কি! আমাদের কি হবে, রাণীর কি হবে? রাণী—রাণী রাজেশ্বরী—তুচ্ছ প্রজা আজ তাঁকে উলঙ্গ দেখেছে—কি হবে—কি হবে?

অনু। কি হবে? অমন কর্‌ছিস কেন? তোদের কিছু শাস্তি হবে না। শাস্তি হয় ত আমার হবে।

সখী। তামাসা ক'র না রাজকুমারী—এ তামাসার সময় নয়—ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে।

অনু। বেশ দেখতে পাবি।

সখী। ওই রাজা আস্‌ছেন—মুখ তাঁর আরক্ত—রাজকুমারী! দেখে ভয় হচ্ছে।

অনু। যথার্থই দাদার মুখ গম্ভীর হয়েছে—দেখে বোধ হচ্ছে, রাজা শাস্তি দেবার জন্যই যেন আসছেন।

সখী। চ'লে এস—চ'লে এস—দোহাই রাজকুমারী, রাজা যদি আমাদের শাস্তি দেন, তুমি অন্ততঃ রাণীর জন্য তাঁর পায়ে ধ'র! তুমি রাজার পরম প্রিয়। রাণী কিছু জানেন না—আমরাও জানি না।

অনু। আয়, এখন আমরা এখান থেকে যাই। রাজাকে দেখে রাণীও এ দিকে আসছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উদয়ন ও শ্যামাবতীর প্রবেশ)

শ্যামা। কোন্ হতভাগ্য উদ্যানে প্রবেশ করেছিল মহারাজ?

উদ। হতভাগ্য নয় রাণী, সে ব্যক্তি ভাগ্যবান্—কৌশাম্বীর রাজসভার ভবিষ্যতের একটা শ্রেষ্ঠ রত্ন।

শ্যামা। বলেন কি!

উদ। তার কথা এর পরে বল্‌ব। এখন বল দেখি, তোমাদের মধ্যে কার দেহ অনাবৃত ছিল না?

শ্যামা। কি বলছেন—আমাদের সরম হচ্ছে। সে ব্যক্তি আমাদের জলকেলি দেখেছে না কি?

উদ। সে কথাও পরে বলব। এখন শীঘ্র বল, তোমাদের মধ্যে নগ্নদেহ ছিল না কার?

শ্যামা। আমরা সকলেই ত ত্যক্তবসনা হয়েছিলুম।

উদ। না, এক জনের অঙ্গে বসন ছিল। কে সে?

শ্যামা। হাঁ! মনে পড়েছে বটে, আপনার ভগিনী অনুরাধা কেবল বসন পরিত্যাগ করে নি, এবং সরোবরেও অবগাহন করে নি।

উদ। বুঝতে পেরেছি। অনুরাধা!

(অনুরাধার প্রবেশ)

অনু। কি আদেশ মহারাজ?

উদ। ভগিনী, আমি তোমাকে নির্ব্বাসিত করব।

শ্যামা। নির্ব্বাসন! সে কি, ভগিনীর সঙ্গে রহস্য? এ আপনার কি আচরণ মহারাজ? বালিকার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

উদ। রাজা বিনা কারণে এরূপ গুরু কথা নিয়ে রহস্য করেন না। মুখ শুকুলে চল্‌বে না ভগিনী, তুমি রাজার কর্ত্তব্য বিলক্ষণ জান।

শ্যামা। নির্ব্বাসন! সে কি, বালিকা এমন কি অপরাধ করেছে?

উদ। এস, আর মুহূর্ত্ত সময়ের জন্যও তুমি কৌশম্বীর রাজগৃহে থাকবার অধিকারিণী নও।

শ্যামা। (উদয়নের পদ ধরিয়া) দোহাই মহারাজ, এ নিষ্ঠুর আদেশ করবেন না। অনুরাধা বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে, আমরা তাকে এমন কোনও অপরাধ করতে দেখি নি, যাতে বালিকার উপর আপনি এই ভয়ানক শাস্তির বিধান করেছেন।

উদ। অস্থির হও না রাণী, রাজা অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে কখন কাউকেও শাস্তি দেন না।

শ্যামা। এ অপরাধ বালিকা কোথায় করেছে?

উদ। এইখানে।

শ্যামা। কবে?

উদ। আজ, এই ক্ষণপূর্ব্বে।

শ্যামা। মহারাজ! আপনি কোন প্রতারক কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়েছেন।

উদ। কেউ আমাকে প্রতারণা করে নি।

শ্যামা। যদি শাস্তিই দিতে আপনার ইচ্ছা হয়েছে, তা হ'লে অপরাধ শুনিয়ে তাকে শাস্তি দিন।

উদ। আমি আবার শোনাব কেন—তুমিই ত শুনিয়েছ।

শ্যামা। বিবস্ত্রা হয়ে সে জলে অবগাহন করে নি, এই কি তার অপরাধ?

উদ। ঐ অপরাধ।

শ্যামা। আপনি কি ক্ষিপ্ত হয়েছেন?

উদ। সাবধান—দ্বিতীয়বার বললে তোমাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করব! অনুরাধা! ঠিক বল তুমি অপরাধিনী কি না।

অনু। আর্য্য! আমি অপরাধিনী।

উদ। শোন শ্যামাবতী, বালিকা নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করেছে।

অনু। আমি বিষম অপরাধ করেছি—আমা হ'তে কৌশাম্বী-রাজের অন্তঃপুরের মর্য্যাদা নষ্ট হয়েছে।

উদ। রাণী, এ হ'তে অপরাধ কি আর আছে?

শ্যামা। না। কিন্তু এ অপরাধ বালিকা কখন্ করলে, কেমন ক'রে করলে—করতে পারে না; আপনার ভয়ে সে হতভম্ব হয়ে কি বলতে কি বলেছে!

অনু। না দেবী, আপরাধই করেছি—এখন বুঝছি বিষম অপরাধ।

শ্যামা। চুপ কর্ বুদ্ধিহীনা, আমি রাজার সঙ্গে কথা কইছি, তুই উত্তর করছিস্ কেন।

উদ। বুদ্ধিহীনা তুমি—আমার সঙ্গে সিংহাসনে বসবার অযোগ্যা। এই শোন। অনুরাধা! অপরাধ রাণীর কাছে ব্যক্ত কর! তুমি সে যুবাকে দেখেছ?

অনু। দেখেছি।

উদ। শুধু দেখছ নয়—

অনু। দেখে মুগ্ধা হয়েছি।

উদ। শুধু মুগ্ধ হওয়ায় অপরাধ নেই। সে পরম সুন্দর যুবক, তুমি অনূঢ়া যুবতী—শুধু মুগ্ধ হ'লে দোষ ছিল না। তুমি আত্মহারা হয়েছিলে। তোমার মনে রাখা উচিত ছিল, তুমি রাজকুমারী, তোমার সঙ্গে রাজরাণী। তিনি স্নানার্থী হয়েছেন। পরপুরুষ উদ্যানে প্রবেশ করেছে জানলে, তিনি কখন দেহ অনাবৃত করতেন না। তুমি এতই আত্মহারা হয়েছিলে যে তাঁকে সাবধান করলে না। তোমার ভ্রাতৃজায়াকে একটা তুচ্ছ প্রজার কাছে উলঙ্গ করালে।

শ্যামা। (উদয়নের পদধারণ) যদিই ভুলক্রমে কোনও অপরাধ ক'রে থাকে, তা হ'লে তাকে ক্ষমা করুন।

উদ। ক্ষমা অন্য প্রজা হ'লে করতে পারতুম—এ রাজকন্যার অপরাধ—আমার মমতা নিয়ে সংগ্রাম। কৌশাম্বী-রাজকুলের বধূ তুমি—এ অন্যায় অনুরোধ ক'র না। আমি রাজদণ্ড হাতে নিয়েছি, আমার বুকের ভিতরে এক এক অশ্রুবিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পতিত হচ্ছে—তবু আমাকে শাস্তি দিতেই হবে। তুমি আমাকে আশ্বস্ত কর, কেঁদ না। অনুরাধা! তুমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও, এই স্থান থেকেই তোমাকে আমি মহাবনে ত্যাগ ক'রে আসব।

তৃতীয় দৃশ্য

অলিন্দ।

ভাঁড়ুদত্ত।

ভাঁড়ু। বুকটা এখনও টিপ্ টিপ্ করছে—যত বেলা যাচ্ছিল, ততই প্রাণটা আমার আইটাই করছিল। বুঝি ছোঁড়াটা এই এল—এই বাবা ব'লে ডাকলে। যাক্ সন্ধ্যে হয়েছে—সংশয় ঘুচেছে। আর সে আসছে না।

(কালীর প্রবেশ)

কালী, কালী! এখনও বুকটা টিপ টিপ করছে।

কালী। আর বুক টিপ্ টিপ্ করছে বললে শুনব না। ছোঁড়াটা যে দিন মরবে, সেই দিনেই আমাকে লাখ টাকা দেবে বলেছিলে। এখন আমাকে টাকা দাও।

ভাঁড়ু। ছোঁড়াটা তা হ'লে মরেছে—কেমন কালী!

কালী। মরেছে, তাতে কি আর সন্দেহ আছে? সন্ধ্যের পরে কখনও কি তাকে বাড়ীর বাইরে থাকতে দেখেছ?

ভাঁড়ু। না কালী, এই প্রথম।

কালী। তবে! তাকে একেবারে যমের মুখে ফেলে এসেছি। বরাবরই তাকে ফেলবার চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু সে সব বারে আশেপাশে পড়ে ছিল, ঠিক মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে পারি নি।

ভাঁড়ু। তা হ'লে তার মরা নিশ্চয়?

কালী। একেবারে নিশ্চয়! দাও—এইবারে আমার টাকা দাও।

ভাঁড়ু। তুই তাকে বাগানে ঢুকতে দেখেছিস্?

কালী। আমি নিজে মই দিয়ে তাকে পাঁচিলে তুলিয়ে বাগানে ফেলে দিয়ে এলুম। আবার দেখব কি? এমন মানুষ বাবু আমি কখন দেখি নি। নাও, এইবারে আমার টাকা দাও।

ভাঁড়ু। মুখে যখন একবার হাঁ বলেছি, তখন কি আবার না বলব। টাকা পাবি, নিশ্চয় পাবি—

কালী। কবে পাব?

ভাঁড়ু। তুই বলছিস বটে সে মরেছে, তবু এখনও বুকটা টিপ টিপ করছে।

কালী। তোমার বুক টিপ-টিপুনি ত চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে আছে। এমন দিন নেই,যে দিন শুনি নি তোমার বুক টিপ-টিপ না করছে। ভালমানুষের ছেলেকে ঘরে এনে, ছেলের মত খাইয়ে দাইয়ে মানুষ ক'রে তাকে শেষকালে মেরে ফেল্লে, বুক টিপটিপুনির আর অপরাধ কি?

ভাঁড়ু। তবু—

কালী। আবার তবু কি শেঠজী?

ভাঁড়ু। ম'রে যে গেছে, এখন আর তাতে সন্দেহ নাই—কি বলিস্?

কালী। মরা ভিন্ন, তার আর অন্য উপায় নাই। সে বাগানে রাণী আর তাঁর সঙ্গিনী ছাড়া অন্য কারও প্রবেশের অধিকার নেই। এমন কি, স্বয়ং রাজাও রাণীর বিনা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ করতে পান না। সেখানে ঢুকেছে তোমার ছেলে—

ভাঁড়ু। আরে মর—বাইরের লোক বলে ব'লে তুইও ছেলে বলবি? একমাত্র তুই ত আগাগোড়া সমস্ত জানিস। ঘোষক সম্বন্ধে তুই যত জানিস, আমার স্ত্রীও তত জানে না।

ভাঁড়ু। আমি কি এখন নিজের কথায় বলছি—বাইরের লোকে যা বলে, তাই বলছি, তাতে আর সন্দেহই ক'র না!

ভাঁড়ু। তাকে মরতে ত দেখলি নি?

কালী। রাজা বাগানে ঢুকল—দরোয়ানকে ডাকলে—ছাড়াং ক'রে একটা শব্দ হ'ল,আবার কেমন ক'রে দেখতে হয়, তা ত জানি না। তোমার মতলবটা কি বল দেখি, টাকা দেবে না?

ভাঁড়ু। অ্যাঃ! রাগছিস্ কেন?

কালী। রাগারাগির কথা এখানে কি আছে—টাকা দিতে চেয়েছ, দিলেই আমি চ'লে যাই।

ভাঁড়ু। বেশ, তুই আর একবার খবর নিয়ে আয়।

কালী। আবার আমি কার কাছে খবর নেব? খবর তুমি নিজেই নাও না।

ভাঁড়ু। ও বাবা, আমি খবর নেব কি কালী? রাজা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে, আমি তাকে ছল ক'রে পাঠিয়েছি, তা হ'লে কি আমারও রক্ষা আছে? আমারও অমনি ছ্যাডাং।

কালী। আর ছোঁড়াটা যদি তোমার নাম করে তবে?

ভাঁড়ু। ওরে বাবা, তা হ'লে রাজা আমাকে গাছে টাঙিয়ে মারত। ওপর বাগে পা বেঁধে—

কালী। তবে? আমি যদি তোমার নাম করতে ছোঁড়াটাকে নিষেধ না করতুম? তোমার আমাকে দু লাখ টাকা দেওয়া উচিত। কুল্লে এক লাখ টাকা দেবে, তাও তুমি পারছ না।

ভাঁড়ু। দেব—দেব রে দেব,—অত উতলা হচ্ছিস কেন? সে বেটা আমাকে বাবা বলেই ত জানত—দেবতার মতন ভক্তিও কর্‌ত! আমি যখন ও নাম করতে নিষেধ করেছি, তখন সে কদাচ আমার নাম করবে না। ভাল, ততক্ষণ আমি টাকাটা বার ক'রে রাখি, তুই আর একবার খবর নে।

কালী। ভ্যালা আপদ!

ভাঁড়ু। দোহাই কালী—দোহাই কালী। এইবারে ফিরে এসে যেমনি বলবি ছোঁড়া মরেছে, অমনি তোর পাওনা আমি কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব। শোন কালী, শোন—আমি এ নগরের মহাশ্রেষ্ঠী—আমার তুল্য ধনবান্ এ রাজ্যে নেই। রাজ্যে কেন—ভারতে নেই! আর যখন ভারতে নেই—তখন পৃথিবীতে নেই। তবু আমি ছেলেটার ভয়ে এক দিন এক দণ্ডের জন্যও সুখ পাই নি—এক দিনও স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে পাই নি। তুই আমাকে আজ রাত্তিরে একদণ্ডের জন্য নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে দে—আর লাখ টাকা মূল্য-স্বরূপ নে। আমার একদণ্ডে লাখ টাকা আয়—কালী আমার একদণ্ডের ঘুমের দামও লাখ টাকা। নিয়ে আয় ছোঁড়ার মৃত্যু-সংবাদ—সংবাদ এনে টাকা নে।

কালী। তোমার এত টাকা!

ভাঁড়ু। আমার এত টাকা—আমি ধনকুবের!

কালী। এত টাকাতেও তুমি ভাল ক'রে খাও না—ভাল কাপড় পর না—

ভাঁড়ু। ওই ছোঁড়াটার ভয়ে খাই না, পরি না।

কালী। এত টাকার মালিক হয়ে, তুমি আমার মত দরিদ্র গণিকার প্রতি আসক্ত।

ভাঁড়ু। ওই ছোঁড়াটার ভয়ে, কালী আমি তোমাতে আসক্ত হয়েছি। তোমার রূপে আমি আসক্ত হই নি—আমরা বেনে, ভালবাসার ভেতর থেকেও স্বার্থের দিকে নজর রাখি। সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বে কালী, একবার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ কর! আমি সন্ধ্যার সময় পাল্কী ক'রে রাজার বাড়ী থেকে যখন ফিরে আসছিলুম, সেই সময় দেখলুম, তুমি বেশভূষা ক'রে নিজের কুটীর-দ্বারে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার দৃষ্টি পালকী ভেদ ক'রে আমাকে গ্রাস করতে এসেছিল! তোমার সে তীব্রকটাক্ষ আমি আজও পর্য্যন্ত বিস্মৃত হই নি। তার পরেই আমি তোমাকে আনিয়েছি,—আমার রক্ষিতা করেছি। ছোট কুঁড়ে থেকে বড় অট্টালিকায় তোমাকে স্থান দিয়েছি। তুমি মনে করেছিলে যে, তোমার নয়নবাণে বিদ্ধ ক'রে, তুমি আমাকে জয় করেছ। তা নয় কালী। আমি তোমার সেই কটাক্ষের পার্শ্ব দিয়ে তোমার ভেতরে প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা দেখেছি! দেখে, বুঝেছিলুম, ক্ষুধানল প্রেমানলের সঙ্গে মিশে তোমাকে এমন একটি ভয়ঙ্কর অস্ত্র ক'রে তুলেছে যে, তোমার দ্বারা আমি যে কোন অসম্ভব কার্য্য ইচ্ছা করলে করতে পারি।

কালী। (স্বগত) পাপিষ্ঠের কথায় বুঝছি, এইবারে আমাকেও পরিত্যাগ করবে। ছোঁড়াটাকে যে কোন প্রকারে মেরে ফেলাবার জন্যেই ও আমাকে এতকাল রক্ষিতা ক'রে রেখেছিল। এখন কাজ হাসিল হয়েছে বুঝে আমাকে মর্ম্মে ঘা দিয়ে কথা শোনাচ্ছে!

ভাঁড়ু। কি কালী, কথাগুলো বুঝছ?

কালী। বুঝছি! ওই ছোঁড়াকে মারবার জন্যই তুমি আমাকে রেখেছিলে?

ভাঁড়ু। হ্যাঃ—হ্যাঃ—কালী! শুধু ঐ ছোঁড়াটাকে মারবার জন্যে।

কালী। ছোঁড়াটা মরেছে, কাজেই আর তুমি আমাকে রাখছ না, কেমন?

ভাঁড়ু। হ্যাঃ-হ্যাঃ—তোমার ঘর, তোমার দোর, তোমার আমি, ইচ্ছে হয় বল, না হয় না বল,—এলে, খেলে, রইলে, গেলে—কি জান কালী, এখন ত একটু আধটু মালা ঠক্ ঠক্ করবার সময় এসেছে।

কালী। বেশ তা কর—তবে একটি কথা আমাকে বল—টাকা দেবে না, সেটা বুঝেছি—

ভাঁড়ু। অনেক টাকা তোমাকে দিয়েছি—একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরের দোরে মনে কর কালী, মনে কর—একপণ কড়িও তোমার দেহের মূল্য নয়—তার জন্য তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি—

কালী। তা বেশ করেছ—টাকা না দাও,—বেশ তাতে ক্ষতি নেই।

ভাঁড়ু। লাভ আছে—ক্ষতি কি কালী—লাভ। তুমি অবীরা, তোমার অত টাকা—সেটা বড় ভাল নয়—বুঝেছ, ডাকাত বেটারা টাকার গন্ধ পায়, তাদের নাক বড় প্রখর।

কালী। তোমার চেয়ে?

ভাঁড়ু। আরে আমি ত নাকেশ্বরী বাব। আমি টাট্কা টাকার গন্ধও পাই—আবার পচা টাকার গন্ধও পাই। ঘরে যেই এই টাকাগুলি নিয়ে যাবে, অমনি রাত্রিকালে ঘরের ভেতর ডাকাত না ঢুকে গলাটি ক্যাঁক ক'রে টিপে ধরবে, আর প্রাণ-পাখীও অমনি ফুড়ুক ক'রে দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে যাবে।

কালী। ভাল, টাকা দিয়ে কাজ নেই—এখন একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—উত্তর দাও—

ভাঁড়ু। বল—বল—জিজ্ঞাসা কর— জিজ্ঞাসা কর।

কালী। ওই ছেলেটাকে মারতে তুমি যে এই পাপিষ্ঠাকে—

ভাঁড়ু। পাপিষ্ঠা! সে কি! তুমি যে এই অসামান্য কাজ করেছ, তাতে তুমি শ্রেষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা, য—বিষ্ঠা!

কালী। বিষ্ঠাই বটে—তবে আমি বিষ্ঠা, আর তুমি সেই বিষ্ঠার কীট।

ভাড়ু। কি বল্লি পাপিষ্ঠা?

কালী। এই পাপিষ্ঠা বল—পাপিষ্ঠা বল।

ভাড়ু। যা—যা—খবর নিয়ে আয়।

কালী। আর খবর আনবার দরকার কি? তোমার কথাতেই আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি বালকের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছ। নিশ্চিত না হ'লে তুমি আমাকে টাকা দেব ব'লে, আবার না বলতে সাহস

করতে না। যাক্—টাকা আর চাই না। তবে একটা কথা তোমাকে বলতেই হবে। ঘোষককে হত্যা করতে তুমি বার বার কেবল আমাকেই নিযুক্ত করেছ। আমিও দ্বিরুক্তি না ক'রে তোমার হুকুম তামিল করতে চেষ্টা করেছি, শেষে সফল হয়েছি। কিন্তু বালকের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ, কেন তার প্রতি তোমার এই মর্ম্মান্তিক ক্রোধ, তা আমি তোমাকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নি, তুমিও বল নি।

ভাড়ু। জান্‌তে চাস্?

কালী। চাই—ও বালক তোমার কে?

ভাঁড়ু। কেউ নয়।

কালী। কেউ নয় যদি, তবে তাকে যত্ন ক'রে ঘরেই বা আন্‌লে কেন—আর এনেই বা তাকে মেরে ফেলবার এত চেষ্টা করলে কেন?

ভাঁড়ু। শুনবি কালী—শুনবি, তা হ'লে বোস্—তোকে শোনাব। প্রথম প্রহরের গজল বেজে গেল—আর সে আসছে না। আমার বুকের কাঁপুনি এতক্ষণ পরে নিথর হয়েছে। এইবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তোকে শোনাব। শোনাবার সময় এসেছে। তোকে দিয়ে যে দিন আমি ছোঁড়াটাকে কিনিয়ে আনি, সে আজ কত বৎসর হ'ল কালী?

কালী। আজ হ'লে বিশ বৎসর পূর্ণ হবে।

ভাড়ু। ঠিক—ঠিক—তা হ'লে বিশ বৎসর আগে—ঠিক সন্ধ্যা বেলায় এনেছিলি না?

কালী। ভরা সন্ধ্যা বেলায়।

ভাঁড়ু। সেইদিন প্রাতঃকালে, আমি প্রাতঃস্নানটি সেরে আহ্নিক করতে আসনটিতে বসতে যাচ্ছি, এমন সময় রাজার পুরোহিত আমাকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ঠাকুর! আজকে তিথি-নক্ষত্রের যোগটা কেমন?" বুঝতেই ত পারছ কালী, টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করাই আমার ব্যবসা। কাজেই কোন কাজ করবার আগে দিনক্ষণটা জেনে নিতে হয়—বুঝেছিস্?

কালী। খুব বুঝেছি! কোন্ দিনে কার সর্ব্বনাশের ভাল রকম সুবিধা হয়, সেটা জানতে গেলে দিনক্ষণটা জানা দরকার বই কি! তারপর কি বল্।

ভাঁড়ু। পুরোহিত বললে—"আজকে প্রভাতে এই নগরে যে বালক ভূমিষ্ঠ হয়েছে, ধরণীতে সে সবার বড় শ্রেষ্ঠী হবে!" শুনেই মনটা ছাঁত ক'রে উঠল। আমার স্ত্রী তখন পূর্ণগর্ভা। আমি তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে সংবাদ নিতে পাঠালুম—জান্‌তে সে পুত্র প্রসব করেছে কি না। কেন না, আমার বিশ্বাস ছিল, আমি যখন নগরের বড় শ্রেষ্ঠী, তখন আমার পুত্র ছাড়া আর কে সহরে শ্রেষ্ঠী হ'তে পারে। কিন্তু জানলুম, আমার স্ত্রী তখনও প্রসব করে নি। তখন মনটায় ভয় হ'ল,—তবে ত নগরের জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী আমার বংশধর নয়। এত বড় সহর, মনে করলুম কেউ না কেউ প্রভাতে জন্মেছে। তার অনুসন্ধান করতে আমি তোমাকে নিযুক্ত করেছিলুম। তুমি একটি হাজার মোহর খরচ ক'রে সন্ধ্যে বেলায় শিশুটিকে কিনে আনলে। কেমন, স্মরণ হচ্ছে কালী?

কালী। বেশ! স্মরণ হবে না! সে কি ভোলবার ঘটনা। আমি ব'লে ছেলেটাকে খুঁজে বার করেছিলুম।

ভাঁড়ু। তা ঠিক—সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব। প্রথমে মারব ব'লে ছোঁড়াটাকে আনাই নি। মনে করেছিলুম, যদি আমার কন্যা হয়, তা হ'লে ছোঁড়াটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে ঘর-জামাই ক'রে রাখব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না! সাত দিন পরে, আমার স্ত্রী এক পুত্র-সন্তান প্রসব করলে।

কালী। ও! এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারলুম। একগর্ত্তে দুই সিংহ কদাচ বাস করতে পারে না।

ভাঁড়ু। এই তুই ঠিক বুঝেছিস।

কালী। ঘোষক বেঁচে থাকলে তোমার ছেলে বড় শ্রেষ্ঠী হ'তে পারে না।

ভাড়ু। ঠিক বুঝেছিস, ঠিক বুঝেছিস। একজনকে দুনিয়া থেকে সরাতেই হবে। কে সরবে কালী? আমার ছেলে—না ঘোষক?

কালী। তোমার ছেলে সরবে।

ভাঁড়ু। কি বললি হারামজাদ; আমার ছেলে সরবে!

কালী। তোমার ছেলে সরবে—কেন সরবে তবে শোন। যার ঘর থেকে এ ছেলেকে আমি এনেছিলুম, এ তার পুত্র নয়।

ভাঁড়ু। স্বর্ণকারের পুত্র নয়?

কালী। না শেঠজী, এই বালক আমারই মতন কোন অভাগিনী বারাঙ্গনার পুত্র।

ভাড়ু। তোকে কে বললে?

কালী। আমি বলছি, আজকে কেন বলছি।

ঘোষক মরেছে মনে ক'রে পুরস্কারের লোভে মনে মনে উল্লাস করতে করতে আসছি, এমন সময় পথে সেই স্বর্ণকারের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। আমি তাকে চিনতে পারি নি, কিন্তু সে চিনতে পারলে। দেখেই সে আমাকে সেই ছেলের খবর জিজ্ঞাসা করলে। আমি বেশ্যা, অসংখ্য রকমের ছলনা জানাই আমার কাজ। সে জিজ্ঞাসা করতে না করতে আমি চোখে জল ফেললুম! আমার চোখের জল দেখেই সে বললে —"আমি বুঝেছি, আমার ছেলে ম'রে গেছে!" আমি বললুম—"আমার অঞ্চলের নিধি আজই আমার ঘর আঁধার ক'রে চ'লে গেছে।" এই কথা শুনেই সে দুঃখ না জানিয়ে হেসে উঠল। আমি তাই দেখে কিছু আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম— বিক্রীই না হয় করেছ, কিন্তু সন্তান ত বটে, তার মৃত্যু শুনে কেমন ক'রে হাসলে! সে আরও জোরে হেসে উঠল; বল্লে, "কার সন্তান? পথে পড়েছিল—সকাল-বেলায় পথে বেরিয়ে দেখি, পথের ধারে এক জায়গায় কতকগুলো কাক-শকুনি একটা কি ঘেরে ব'সে আছে। কি জিনিষটা দেখতে গিয়ে দেখি একটা ছেলে—একটু আগেই বোধ হয় জন্মেছিল, তখনও নাড়ী কাঁচা রয়েছে! শকুনিতে খায় দেখে তাকে বাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম। ও মরতেই এসেছিল। তবে তোমার কাছে কিছু পাওনা ছিল, নিয়ে গেল, আমার কাছে কিছু দেনা ছিল দিয়ে গেল।"

ভাঁড়ু। হাঁ—কি বলছিস?

কালী। ভেবে দেখ নরাধম, আর কোথাও কোন কুলবালার সর্ব্বনাশ করেছ কি না, এ তোমার ছেলে কি না।

ভাঁড়ু। তাই ত—তাই ত—তাই ত।

কালী। তারপর এই ছেলেকে কত রকমে মারবার চেষ্টা করেছি, তা তুমি সব জান। কেন না, সে সমস্ত কাজ আমি তোমারই পরামর্শ মতে করেছি। গোয়ালবাড়ীর দোর দিয়ে যে সময় হাজার হাজার গরু বেরোয়, তখন তাদের পায়ের তলায় ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছি! ষাঁড়ে পেটের তলায় রেখে ছেলেকে রক্ষা করেছে, গাইগুলো ষাঁড়ের দু'পাশ দিয়ে চ'লে গেছে, ছেলে মরে নি। রাত্রির অন্ধকারে যে পথ দিয়ে হাজার গরুর গাড়ী যায়, সেই পথে শিশুকে নিক্ষেপ করেছি। গরু ছেলেকে দেখে চলতে চলতে দাঁড়িয়েছে। গাড়োয়ান কত মারলে এক পাও এগুল না! আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। গাড়োয়ান তখন ছেলেকে দেখতে পেলে, তুলে নিলে —আবার তুমি হাজার মোহর দিয়ে তার ঘর থেকে কিনে আন্‌লে। তার পর সারা দিন রাত ভাগাড়ে ফেলে রাখলে; ছাগলে মুখে বাঁট দিয়ে দুধ খাওয়ালে, ছেলে ম'ল না; পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিলে, এক বাঁশের ঝাড়ের ওপর পড়ে গেল, ছেলে ম'ল না। ছেলেকে মারতে তোমার কত অর্থই না ব্যয় হয়েছে! ভাগাড় থেকে রাখালে ছেলেকে নিয়ে গেল, তুমি আবার অর্থ দিয়ে কিনে আনলে। বাঁশঝাড়ের তলা থেকে নলকারে ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে গেল, তুমি আবার তাকে কিনে আনলে। এখন বুঝতে পারছি, সে ছেলে তোমারই সর্ব্বস্ব নিতে জন্মগ্রহণ করেছে।

ভাঁড়ু। চোপরাও হারামজাদী! ফের বললে তোকে আমি এখনি মেরে ফেলব।

কালী। সে ছেলে মরে নি।

ভাঁড়ু। এবারে সে যমের মুখে ঢুকেছে।

কালী। যমের পেট চিরে বেরিয়ে আসবে।

ভাঁড়ু। ফের বললে তোমাকেও তার সঙ্গে সঙ্গে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

কালী। যমের বাড়ী যাবে তোমার ছেলে নাড়ু আর তুমি তার বাপ ভাঁড়ু। ভয় নেই ভ্যাড়ু দত্ত, সে ছেলে মরবে না।

ভাঁড়ু। তবে রে বেটী ডায়নি! (কালীকে ধরিয়া ভূতলে পাতন) বল্ মরেছে—মরেছে—মরেছে—

কালী। মরে নি—মরে নি—মরে নি।

ভাঁড়ু। (গলদেশ পীড়ন) এখনও বল্ মরেছে।

কালী। (অতি কষ্টে উচ্চারণ) মরে নি।

ভাঁড়ু। তবে তুমিও মর। (নেপথ্যে—বাবা-বাবা) য়্যা—য়্যা—

কালী। আছে—আছে—আছে—(মূর্চ্ছা)

(কোষমুক্ত তরবারি হস্তে ঘোষকের প্রবেশ ও ভাঁড়ুদত্তের পলায়ন)

ঘোষক। তাই ত। এই যে বাবার কথা শুন-লুম—বাবা বাবা! (কালীকে দেখিয়া) এ কি! কেও —মা! মা! তুমি! কে তোমার এমন অবস্থা করলে? মা মা! তাই ত। কে এখানে আছে? বাবা বাবা! কে আছে?—কি আশ্চর্য্য? এখানে কেউ নেই? (তরবারি ভূমিতে রক্ষা করিয়া) মা—মা!

(নাড়ুদত্তের প্রবেশ)

নাড়ু। কই মা, কই মা! দাদা—দাদা! মা বললি, কই মা? কোথায় মা?

ঘোষক। ভাই, এসেছ? তা হ'লে দয়া ক'রে আমার একটি উপকার কর।

নাড়ু। উপকার করবার আমার সময় নেই—আমার মাথা রিরি করছে—আজ পেরমারায় কেবল হেরেছি—হারের ওপর হার, এমনটা আমার কোন দিন হয় নি—বিশ হাজার টাকা ফুসমন্তরে উড়ে গেছে। আমি এখন কারও উপকার করতে পারব না! আমার টাকা চাই। টাকা—টাকা—মা। মা!

ঘোষক। একবার একটু ধর, আমি মাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাই।

নাড়ু। মা! মা প'ড়ে! ও মা, তুই প'ড়ে? বুড়ো বেটা তোকে মেরেছে বুঝি? আরে রাম রাম। এটা কে? এটা যে কালী ঝী। দূর—তুই কি দাদা? তোর কি মর্য্যাদা-বোধ নেই? এক বেটী দাসী—বেশ্যা—তাকে তুই মা বলছিস?

ঘোষক। আমাদের বাবাই ত রেখেছে, তাকে মাই ত বলব ভাই।

নাড়ু। বলগে যা—বলগে যা—তোর বুজরুকি বড় বেশী হয়েছে না? ছ্যা—ছ্যা! বেশ্যা বেটীকে মা বলছে—তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ঘোষক। একটু সাহায্য কর, কোন দোষ হবে না ভাই, বরং পুণ্য হবে।

নাড়ু। চোপ—আবার বললে বাবাকে ব'লে তোকে ঠেঙ্গানি খাওয়াব। (কালীর অঙ্গে পদ ঠেকাইয়া) এই হারামজাদী বেটী—ওঠ—

ঘোষক। হাঁ—হাঁ—কর কি ভাই, কর কি? মা গর্ভধারিণীর চেয়ে কোনও অংশে কম মনে ক'র না।

নাড়ু। থাম্ মুখখু, থাম! ক অক্ষর গোমাংস ও আবার শাস্ত্র শোনাতে এসেছে। বেশ্যা আমার মা। ওঠ বেটী—ওঠ।

কালী। উঠছি—আমি উঠছি!

নাড়ু। এই—ঠিক মন্তর না হ'লে কি ওঠে! মা? বেটী বাজারে বেশ্যা—তাকে মা ব'লে সম্বোধন হচ্ছে! যা বেটী কসবি, উঠে যা! হারামজাদী ভিটকিলিমি করবার আর জায়গা পাওনি—হু।

[প্রস্থান।

ঘোষক। মা, এখনও তুমি দুর্ব্বল, আমার কাঁধে ভর দাও।

কালী। কে তুমি, ঘোষক? তুমি আমাকে মা ব'লে ডাকছ?

ঘোষক। তুমি ত মাই মা, তোমাকে আর কি বলে ডাকব?

কালী। হারামজাদী বেটী কস্‌বি কে বললে?

ঘোষক। মা, সে ছেলেমানুষ, তার ওপর রাগ ক'র না।

কালী। না বাপ, বালক তুমি—বিজ্ঞ সে। সেই আমার গর্ভের সন্তান, তুমি নও। তুমি—কোন দেবতার গর্ভে জন্মেছ। তুমি এ ঘৃণিতা বেশ্যাকে মা মা ব'লে পবিত্র 'মা' নামকে কলুষিত ক'র না।

(উত্থান)

ঘোষক। উঠো না মা, দেখছি তুমি বড় কাহিল, ছেলের কাঁধে ভর দাও।

কালী। না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ—খুব সবল।

[প্রস্থান।

ঘোষক। হ'ল না—একটু সঙ্গে সঙ্গে যেতে হ'ল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর-কক্ষ।

মাগন্দী।

মাগন্দী। (হাস্য) সেই আমার বুদ্ধি নিতে হ'ল। যাকে মেরে ফেলতেই হবে, না মারলে নিস্তার নেই, তাকে অত পুতু পুতু ক'রে মারতে গেলে চলবে কেন? আজ ভাগাড়ে, কাল খোঁয়াড়ে, পরশু পাহাড়ে—এতকাল কেবল বাজে চেষ্টা ক'রে মরেছে। সেই আমি উপায় ব'লে দিলুম, তবে সংসার নিষ্কণ্টক হ'ল। সে রাণীর বাগান—রাণী, রাজকুমারী সেখানে নিত্য জলকেলি করে—অজানা মেয়েমানুষই সেখানে ঢুকতে পারে না—কচিছেলে ঢুকলে তারই গর্দ্দান যায়, সেখানে ঢুকেছে বিশ বছুরে ছোঁড়া! সে যেমন গেছে, অমনি তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। বাঁচলে কি রক্ষে ছিল—এই প্রকাণ্ড বিষয়ের অর্দ্ধেক বকরা পেত। সোনারের

ছেলে, এত দিনে হাঁতুড়ি পিটে পিটে পাততাড়ি মেরে যেত। তা না হয়ে, একেবারে হ'ল কি না ক্রোড়-পতির সন্তান। এই যে ভোগ করেছে, এই তার পক্ষে যথেষ্ট। আমার নাড়ুকে হতভাগাটা যখন নাম ধ'রে ডাকত, তখন গায়ে যেন বিষ ঢেলে দিত। যাক্, এত দিন পরে ঘুমিয়ে বাঁচব।

(ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। গিন্নী—গিন্নী—আমাকে বাঁচাও।

মাগন্দী। কি হয়েছে! কি হয়েছে গো! অমন করছ কেন?

ভাঁড়ু। বাঁচাও, আমাকে কাটতে আসছে।

মাগন্দী। কে গো?

ভাঁড়ু। ওই শব্দ হ'ল, ওই এলো! বাঁচাও, মাগন্দী বাঁচাও, তুমি ভিন্ন আজ আমাকে কেউ রক্ষে কর্‌তে পারবে না।

মাগন্দী। ও ঝী—ঝী! শিগ্‌গির আমার মহলের দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়। (নেপথ্যে—যাচ্ছি মা!) তারপর একটু ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি ব্যাপারখানা কি?

ভাঁড়ু। ওই এলো, একমাত্র তোমাকেই সে ভক্তি করে; তুমি না বল্লে আমি গেলুম। ওই—ওই—ল্যাঙ্গা তলোয়ার অন্ধকারেও চকচক করছে। কোথায় লুকুব; শিগগির বল কোথায় লুকুব, নইলে গেলুম।

মাগন্দী। যাও, ওই ঘরের ভেতর যাও।

[ভাঁড়ুর প্রস্থান।

আমি এখনও ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

(ঝীর প্রবেশ)

দরজা দিয়ে এলি?

ঝী। না মা দেওয়া হ'ল না। দিতে গিয়ে দেখি, ছোট কুমার বাড়ীর ভিতরে আসছেন। দরজা দিতে দেখে তিনি আমাকে মারতে এলেন।

মাগন্দী। তার হাতে কিছু আছে কি লক্ষ্য করলি?

ঝী। কই তা বোধ হয় কিছু নেই। না মা, আমি বলতে পারলুম না, আমি ভাল ক'রে দেখি নি। তিনি টলতে টলতে আসছিলেন। তার মুখে কি একটা গন্ধ বেরুচ্ছিল।

মা। আচ্ছা চ'লে যা। (ঝীর প্রস্থান) আমার নাড়ু অস্ত্র নিয়ে কর্ত্তাকে কাটতে এসেছে? ক'দিন ধ'রে সে একটু একটু সঞ্জীবনী খাচ্ছে বটে, বলে পেটে কিছু ক্ষিধে কম হয় ব'লে কবিরাজে ব্যবস্থা করেছে। তাতে কি সে এতই বেহেড হবে যে, কর্ত্তাকে তরোয়াল দিয়ে কাটতে আসবে?

(নাড়ু দত্তের প্রবেশ)

কই হাতে ত কোন অস্ত্র নেই। ঘোষকের কি হ'ল না হ'ল ভাবতে ভাবতে কর্ত্তার মাথাটা গুলিয়ে গেছে। তাই কি দেখতে কি দেখেছে। কেও নাড়ু?

নাড়ু। বস্, মায়ের আওয়াজ বেরিয়েছে। হাঁ—হাঁ—আপাততঃ নাড়ু, তারপর হাতে একটি তোড়া মোহর দিলেই হব নাড়ু-গোপাল।

মা। এ কি নাড়ু, এ কি বাবা, তুই কি সঞ্জীবনী আজ একটু বেশী খেয়েছিস?

নাড়ু। বেশী না খেলে কি আজ জীবন থাকত! শালার মুচুকুন্দ একটা ফিবরু দানের তাড়া দিয়ে আমাকে ফেকো করেছে। আমার হাতে কাতুর এসেও আমি হেরে গেছি। একেবারে বিশ হাজার টাকা! একটু বেশী না খেলে কি রক্ষে ছিল! শিগগির দে, বেশী চাই না হাজার খানাকের একটি তোড়া।

মা। তুই জুয়া খেলে এমনি ক'রে টাকাগুলো বর্‌বাদ করবি?

নাড়ু। বর্‌বাদ! বর্‌বাদ্ কর্‌ব আমি।

মা। এই ত কদিনে লাখ টাকা নষ্ট ক'রে ফেললি।

নাড়ু। এখনি সুদ সুদ্ধ ফিরিয়ে আনছি, শিগগির দে। বেশী নয়, একটি হাজার মোহরের তোড়া। আমি একটি ফুরুস মেরে সেই সব টাকা মায় সুদ ফিরে আনছি।

মা। যা বাবা! শু'গে যা। রাত্তির হয়েছে, আর বাইরে বেরোয় না।

নাড়ু। কি বললি, শালা আমার বিশ হাজার টাকা ধাপ্‌পা মেরে নিলে, আমি শুয়ে থাকব?

মা। যাক্, ও দু' পাঁচ হাজার যাওয়ায় কিছু এসে যায় না। চল্, তোকে তোর ঘরে দিয়ে আসি।

নাড়ু। না, না! ঘরে দিতে হবে না, তুই টাকা দে।

মা। দোহাই বাবা, আর পাগলামি করিস নি।

নাড়ু। টাকা দিবি নি?

মা। তোর দাদা কোথায় গেছে বল্‌তে পারিস্?

নাড়ু। সে চুলোয় গেছে, টাকা দে।

মা। ছিঃ! ও কথা কি আর বল্‌তে আছে!

নাড়ু। আচ্ছা, আর বলব না, টাকা দে।

মা। টাকা আর এক আধটা তোড়া কেন। আজ রাত্তিরটে কোন রকমে কাটিয়ে দে, কাল তোর হাতে একেবারে কর্ত্তার ধনাগারের সমস্ত চাবি দিয়ে দেবো।

নাড়ু। আর লোভ দেখাতে হবে না। বাবা তেমনি কাঁচা ছেলে কি না।

মা। আমি বল্‌ছি, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

নাড়ু। ও সব বাজে কথা রাখ, টাকা দে। দিবি নি? দিবি নি? তবে এই গলায় দড়ি দিয়ে মরি।

(রুমাল গলদেশে টান)

মা। করিস কি নাড়ু? কর্ত্তা জানতে পারলে কি মনে করবে বল দেখি।

নাড়ু। এই মলুম, এই জীব বেরুচ্ছে, এই কথা এড়িয়ে আসছে।

মা। দোহাই বাবা, দোহাই বাবা, ও রকম করিস নি।

নাড়ু। এই উঁ উঁ, এই গোঁ গোঁ, এই চোক কপালে উঠল।

মা। না, দেখছি আমি শত্তুর পেটে ধরেছি, আমাকে হাড়ে-নাড়ে জালিয়ে খেলে। নে দাঁড়া, এই যা দেব, আর দেব না, আর তুই খুন হ'লেও দেব না।

[প্রস্থান।

নাড়ু। আর দিতে হবে না, এবারে একেবারে ফুক্কস দান মেরে দেব। লাখ টাকা ঘরে ফিরিয়ে আনব, তবে ছাড়ব।

(মাগন্দীর পুনঃ প্রবেশ)

মা। এই নে, কিন্তু আর চাইলে পাবে না।

(টাকার তোড়া দান)

নাড়ু। দেখা যাবে, দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

মা। যাবি আর চ'লে আস্‌বি।

(ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ)

কি গো! আমার ছেলে কি তোমাকে কাটতে এসেছিল?

ভাঁড়ু। তাই ত গিন্নী, আমি কি ভুল দেখলুম?

মা। শুধু হাতে, ছেলেমানুষ, আমার কত তপস্যার নাড়ু, তাকে দেখে কি না তুমি ভয় পেয়ে পালিয়ে এলে! ছি! তোমাকে আর কি বলব!

ভাঁড়ু। তাই ত! এ ত আশ্চর্য্য! মগজ খারাপ হয়েছিল দেখছি।

মা। হয়েছিল কি আজ! ও বরাবর হয়ে আছে। তা না হ'লে কোথা থেকে একটা নীচের ঘর থেকে ছেলে এনে, আমার সংসারটাকে আগুন লাগাতে বসেছিলে।

ভাঁড়ু। নাড়ু গেল কোথায়?

মা। তোমার জন্যে তাকে চ'লে যেতে বললুম। বাছা আমার সমস্ত দিনের পর কোথায় একটু মায়ের আদর পেতে এল—তোমার জন্য কি না, তাকে আমি মিষ্টি কথা কইতে পেলুম না! কড়া কথায় চ'লে যা বলতে হ'ল!

ভাঁড়ু। তাই ত, সত্যি সত্যিই কি আমি ভুল দেখলুম?

মা। তা দেখার আর আশ্চর্য্য কি! মাথাটা গোলমাল হয়ে রয়েছে কি না!

ভাঁড়ু। সত্য বলছি মাগন্দী, আমার মনে হ'ল, যেন ঘোষক, হাতে একটা ন্যাঙ্গা তরোয়াল! অন্ধকারেও সেটা চকচক করছে!

মা। তাও হ'তে পারে—অপঘাতক মৃত্যু ত! হয় ত ছোঁড়াটা ম'রে ভূত হয়েছে।

ভাঁড়ু। ভূত হ'ল, কিন্তু তলোয়ার পেলে কোথা?

মা। কোথায় পেলে, কেমন ক'রে পেলে, অত ভাববার দরকার কি! নাও, কাল থেকে নাড়ুকে গদিতে নিয়ে ব'স—একটু আধটু কাজ শেখাও—বিয়ে দাও। আর তার টো টো ক'রে বেড়ালে চলবে না।

ভাঁড়ু। কাজও শেখাব—বিয়েও দেব। কিন্তু কেমন ক'রে বিয়ে দেব? বিয়ে দিতে হ'লে আগে সেই ছোঁড়াটার দিতে হ'ত। দিলে তুই এক বৎসরের মধ্যে তার সন্তান হ'ত। এত চেষ্টা ক'রেও এতকাল ধ'রে যখন একটাকে সরাতে পারি নি, তখন বংশ কেমন ক'রে সরাতুম মাগন্দী? শাস্ত্রমতে সেই বংশধরও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী! ছোঁড়াটার মৃত্যু হ'লে তার পুত্র তোমার ছেলের কাছ থেকে বিষয়ের অর্দ্ধেক বার ক'রে নিত। সেই সর্ব্বনেশে শত্রুটোর জন্যে যে কিছু করতে পারি নি। লোকের কাছে ব'লে গ্রহণ করেছিলুম, না বলবার যো ছিল না। এমন বিপদে পড়েছিলুম মাগন্দী যে, কাছে রেখে জ্ব'লে

মরেছি, তবু চোখের আড়াল করতে সাহস করি নি! যাক্, যখন সে মরেছে, তখন সকল আপদ চুকে গেছে।

মা। তুই এক মাসের মধ্যে মেরে না ফেললে—

ভাঁড়ু। দুই এক মাস কি বলছ! দুই এক দিন; চারিদিক্ থেকে আত্মীয়-বন্ধুতে পীড়াপীড়ি করছে, আর বিয়ে না দিয়ে থাকতে পারতুম না।

মা। যাক্, এইবারে নাড়ুর বিয়ের সম্বন্ধ কর।

ভাঁড়ু। তারও কি ব্যবস্থা করি নি। আমার মামাকে রাজা জনপদের শ্রেষ্ঠী ক'রে পাঠিয়েছেন। সে দেশে এমন এক একটা মেয়ে আছে যে, রূপের তুলনা নাই। আমি মামাকে সেই রকম একটি মেয়ে যোগাড় ক'রে রাখতে বলেছি। বলেছি, যত টাকা লাগে, লাখ দু লাখ, দশ লাখ, ক্রোর, যত টাকা লাগে একটি সুন্দরীর সুন্দরী কিনে রাখতে। বল কি, আমার নাড়ু ধনের বউ। আমার একদণ্ডে দু লাখ টাকা আয়। বলেছি, যেমন পাবে, অমনি আমাকে চুপি চুপি খবর দেবে। এখন তোমার হাতযশ। ছোঁড়ার মরণটা পাকা হয়ে গেলেই—

মা। ছোঁড়া ছোঁড়া আর ক'র না—সে এতক্ষণ চিত্রগুপ্তের কাছে হিসেব দিচ্ছে। তুমি কালই জোর তাগাদা ক'রে মামার কাছে লোক পাঠিয়ে দাও। ছোঁড়া না মরে, তার দায়ী আমি।

ভাঁড়ু। না—না—আমি নই—আমি নই!

(পলায়ন)

মা। কি হ'ল? আবার কি হ'ল? সত্যিই ত! বটে! ও বাবা, হাতে সত্য সত্যই যে তলোয়ার! কাটবে নাকি—কাটবে নাকি?

(পলায়ন)

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। যেয়ো না মা, যেয়ো না—আমাকে বোধ হয় চিনতে পার নি, আমি ঘোষক, তোমার ছেলে। এ কি রকম হ'ল? আমাকে দেখে মা পালিয়ে গেল? আমাকে কি চিনতে পারলে না? আমার হাতে তলোয়ার দেখেই কি মা পালালো? (ঝির প্রবেশ) হাঁ দাসী, মা আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন কেন?

ঝী। তোমার হাতে তলোয়ার কেন—বড় কুমার?

ঘো। ধিক্ আমাকে, ধিক আমাকে! আমার মা হাতে অস্ত্র দেখে, আমাকে খুনে মনে ক'রে পালিয়ে গেল! দাসী, এই অস্ত্র আমি রাজার কাছে উপহার পেয়েছি। এ অমূল্য অসি; আমি অসি নেবার যোগ্য নই ব'লে বাবাকে দিতে আসছিলুম। এই নাও, তুমি হাতে ক'রে মাকে দেও, অথবা বাবা থাকেন, তাঁকে দাও। (ঝিকে অস্ত্রদান, ঝির প্রস্থান) তাই ত, এমনটা কেন হ'ল? মা আমাকে খুনে মনে করলেন! (আয়নাতে মুখ দেখিয়া) তাই ত, ভয় করবার যে যথেষ্ট কারণ দেখতে পাচ্ছি—একদিনের কয়েদে, একদিনের নিরম্বু উপবাসে চেহারাখানা আমার কি কর্কশই না হয়েছে! এ মূর্ত্তি দেখে আমিই ভয় পাচ্ছি, স্ত্রীলোক ভয় পাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

(তরবারি হস্তে মাগন্দীর প্রবেশ)

মা! আমি বড়ই অপরাধ করেছি, তুমি যে ভয় পাবে, তা ত বুঝতে পারি নি!

মাগন্দী। কিছু অপরাধ কর নি বাপ, আধা অন্ধকার, তার ওপর সারাদিন তোমার অদর্শনে আমরা স্বামি-স্ত্রীতে এতই কাতর হয়ে পড়েছিলুম যে, আমাদের বাহ্যজ্ঞান ছিল না। চোখের জল কোনও মতে রোধ করতে পারছিলুম না, তাইতে এরূপ অন্ধ হয়েছিলুম। শত্রু আসছে মনে ক'রে ভয়ে পালিয়ে গেছি। কিছু মনে ক'র না। তোমার অপরাধ কিছু হয় নি, অপরাধ আমার হয়েছে।

ঘো। ও কথা মুখে এনো না মা!

মা। বার বার আনব, ছি! আমি করলুম কি! যে পুত্রকে দেখবার জন্য স্বামি-স্ত্রীতে পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, সেই পুত্রকে দেখে শত্রু মনে ক'রে কি না পালিয়ে গেলুম! আমার অঞ্চলের নিধি সারাদিন আমার চোখের অন্তরালে রয়েছে, আমার এতই মৃত্যু-ভয়! ছি ছি! পালাবার সময় আমি মুখ থুবড়ে প'ড়ে মলুম না কেন?

ঘো। দোহাই মা, ও কথা ছেড়ে দাও—বাবা কেমন আছে?

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। এসেছে—এসেছে! আমার নয়নমণি, আমি দেখতে পাচ্ছি না—তোরা শীগগির বল্—এসেছে?

মা। বাছা এসেছে।

ভাঁড়ু। কই—কই?

ঘো। বাবা, আমি বড়ই বিপদে পড়েছিলুম।

আজ যে ফিরে এসে আপনাদের চরণ দর্শন করব, এ আশা আমার ছিল না।

ভাঁড়ু। অ্যাঁ! তাই ত! কি করেছিলুম?

ঘো। শুধু আপনাদের আশীর্ব্বাদেই আমি প্রাণে বেঁচেছি। যে অস্ত্র আমাকে কাটবার জন্য আনা হয়েছিল, সেই অস্ত্র উপহার পেয়েছি।

ভাঁড়ু। কি করেছিলুম—কি করেছিলুম—আমার বাপধনকে আমিই মেরে ফেলেছিলুম। কই অস্ত্র! এই অস্ত্র! (মাগন্দীর হাত হইতে গ্রহণ) দে আমার হাতে দে, আমি এই অস্ত্র গলায় দিয়ে মরি!

মা। কি কর! (অস্ত্র পুনর্গ্রহণ)

ভাঁড়ু। তুচ্ছ সোমলতার জন্যে আমি ছেলে মেরে ফেলেছিলুম। দে—দে—তুই আমার গলায় দে—পাপ হবে না—পাপ হবে না, দে মাগন্দী, গলায় এক কোপ বসিয়ে দে।

মা। পাগলামী ক'র না। বাবা! কিছু খাও নি? ওই দেখ ছেলে এখনও জল-গণ্ডূষ মুখে দেয় নি। এ দিকে পাগলামী কর, আর ওদিকে ছেলে না খেয়ে মারা যাক্। নাও, তলোয়ারখানা ধর, ছেলে তোমার জন্য নিয়ে এসেছে! চল বাপ,— মুখে জল দেবে চল।

ঘো। ও তলোয়ার ছুঁলেই তোমার সব রোগ সেরে যাবে। তবে সাবধানে হাতে করবে, অত্যন্ত ধার; খোলা তরোয়াল পেয়েছি, ওর খাপ পাই নি।

মা। ওর উপযুক্ত একটা খাপ তৈরী ক'রে ব্যবহার কর, ঘোষক এনেছে উপহার, বুঝলে? এখন পাগলামী না ক'রে ব্যবহার কর—ব্যবহার কর।

ভাঁড়ু! আচ্ছা মাগন্দী, দাও ব্যবহার করব— এর ঠিক যোগ্য ব্যবহার করব।

[মাগন্দী ও ঘোষকের প্রস্থান।

তাই ত, বেটা করলে কি? কালী বেটী যা যা বলেছে, সব ঠিক। তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। ঠিক সে ছোঁড়াটাকে বাগানের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেখানে সে স্বয়ং রাজারই নজরে পড়েছিল বুঝতে পারছি। এ ত রাজারই হাতের তলোয়ার, আমি অনেকবার এ অস্ত্র দেখেছি। বেটা রাজার সুমুখে পড়েও বেঁচে এল! রাজা ছোঁড়াটাকে কাটতে কি না অস্ত্রটা শেষে উপহার দিয়ে দিলে! কি ক'রে বাঁচল—কি ক'রে বাঁচল? মরণকালে জন্ম পেয়ে ঘোষক কি নিজের পরিচয় দিয়ে দিলে? আমার কি নাম করলে? আমার নাম করলেই ত মহাবিপদ! ছোঁড়াটার শাস্তি কি আমার জন্যে রাজা তুলে রাখলে না কি? ও বাবা! তা হ'লেই ত আমার ভুমতাড়াকি হয়ে গেল! না, তা নয়, বলে নি। বললে এতক্ষণ আর আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত না, পথ না রেখে আমি যদিও কোন কাজ করি নি, তবু সামলাতে অনেক বেগ পেতে হ'ত। তা যা হ'ক, এ অস্ত্র নিয়ে আমি করব কি? এ অস্ত্র ত আমি ব্যবহার করতে পারব না। এ অস্ত্র কোনও দিন রাজার চোখে পড়লেই সকল বিদ্যে বেরিয়ে পড়বে। তার ওপর ও তরোয়ালের উপযুক্ত খাপ চাই। তা করতে গেলেও অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা খরচ। কিন্তু আজ রাজার অস্ত্র আমার হাতে এসেছে। ঘোষকের গলা কেটে ফেলতে রাজা এই অস্ত্র তুলেছিল। গলার কাছ থেকে রক্ত খাবার মুখে এই অস্ত্র ফিরে এসেছে। সেই রক্তমুখী অস্ত্র আমার হাতে। লক্ লক্ জিব বার ক'রে যেন এ আমাকে বলছে, "আমার বড় পিপাসা, একটু রক্ত আমাকে খেতে দে। রাজা দিলে না, তুই দে।" অন্য রকমে মারবার যত উপায় করা গেল, সব বৃথা হ'ল—আর ত রকম-ফের চলে না। ছোঁড়ার বিবাহের সময় উতরে যাচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনে সকলে একবাক্যে তার বিবাহ দেবার জন্য পেড়াপিড়ি করছে; একের বোঝা বইতেই মরমর হয়েছি, শেষে এই ছোঁড়ার বংশের বোঝা বইব? আমার নিজের পুত্র থাকতে এক বেটা কোথাকার কে, তার পাল এসে আমার সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে? আর ত রকমফের চলে না! রক্তমুখী তলোয়ার রক্ত খেতে গিয়ে ফিরে এসেছে, পিপাসা মেটে নি, তাই আমার আশ্রয় নিয়েছে। (মাগন্দীকে দেখিয়া) কি —কি চ'লে এলে যে?

(মাগন্দীর প্রবেশ)

মা। তুমি একটু অস্থির হয়েছ এই কথা বুঝিয়ে দাসীদের উপর পরিচর্য্যার ভার দিয়ে চ'লে এসেছি।

ভাঁড়ু। তার পর?

মা। কতবার বলব? অস্ত্র পেয়েছ, বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার ক'র। আর দেরি করলে পারবে না। আর ও-রকম বাইরে বাইরে উপায় করলেও চলবে না।

ভাঁড়ু। তার পর, রাজা?

মা। রাজা রাজা ক'রেই তুমি ভয়েই ম'লে।

সে ভয় তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি কাজ শেষ ক'রে দাও, পরের কাজ আমি করব। দুই এক জন ঘরের লোক ছাড়া, বাইরের চাকর-বাকরদের সকলেই জেনেছে, ঘোষক বেরিয়ে আর বাড়ী ফেরে নি। এই সময় গেলে আর পাবে না। আজ—আজ—আজ।

ভাঁড়ু। বুঝতে পারছ না, যদি ছোঁড়া রাজার কাছে পরিচয় দিয়ে থাকে?

মা। দেয় নি।

ভাঁড়ু। দেয় নি?

মা। না, সে আমি জেনে নিয়েছি। দেয় নি,—কিন্তু দিতে বিলম্ব নেই। দিলে আর পারবে না।

ভাঁড়ু। সাহস দাও মাগন্দী—সাহস দাও!

মা। খুব সাহস দিচ্ছি। সমস্ত দিনের উপবাস, পরিশ্রম আর ভয়, আহার ক'রে যেমন সে শোবে, অমনি অগাধে ঘুমুবে। তার পর যা করবার আমি করব, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

ভাঁড়ু। তাই বল, নিশ্চিন্ত কর মাগন্দী, আমাকে নিশ্চিন্ত কর!

[ভাড়ুদত্তের প্রস্থান।

মা। না, ও বুড়োর ওপর নির্ভর ক'রে কোন কাজ হয় নি, কোন কাজ হবেও না। নিজেরই কাজে হাত দিতে হ'ল। ধরব মাছ না ছোঁব পানি, এ রকম ক'রে কার্য্যোদ্ধার করা যায় না। কে—কোথাকার কে বাঁদীর বাচ্ছা, কোথা থেকে নিয়ে এলো, নাড়ুর জুতো মাথায় করবার যোগ্য নয়, সে হ'ল কি না তার সম্পত্তির অর্দ্ধেকের ওপরের বখরাদার! না, এস্পার কি ওস্পার—এ আর আমার সহ্য হবে না। আজ—আজ—আজ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ।

ভিতরে দ্বার-অভ্যন্তরে পালঙ্ক দৃষ্ট হইতেছে।

নাড়ুদত্ত।

নাড়ু। (টলিতে টলিতে) যা শালা যা! আজ কেবল হার, বাবা, কেবল হার। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল! বিশ হাজার টাকা একবারে দেখতে দেখতে উড়ে গেল! আবার এক তোড়া মোহর নিয়ে গেলুম, তাও কি না ফুস্! ফুস্ ক'রে উড়ে গেল! একটা দানও জিততে পারলুম না! একটা জিতলেও আপশোষ যেত। যাক্, নে শালারা নে, কত নিবি নে। ভাঁড়ু দত্তের টাকা—নাড়ু দত্তকে ফাঁকি দিয়ে নিয়েছ। হজম হবে না রে শালারা—হজম হবে না। আর পা চল্‌ছে না, মাথাটা বেজায় ঘুরছে। মনের দুঃখে মাত্রাটা কিছু বেশী হয়ে গেছে! আর যাওয়া হ'ল না। বাবা ঘর! একবার এগিয়ে এস ত! রোজ তোমার কাছে যাব, এক দিন তুমি আমার কাছে আসবে না? এ কি অন্যায় বাবা! কি রকম ভদ্দর লোক তুমি? আমি তোমাকে রোজ খাতির করব, তুমি একটা দিন খাতির করবে না! এগিয়ে এস চাঁদ, এগিয়ে এস। হাঁ! এই যে এসেছ বাবা ঘর! তুমি ভদ্দর লোক বটে। কিন্তু বাপধন, যদিই এলে ত এমন কাটখোট্টার মত এলে কেন? একটু নরম হয়ে আসতে হয়! (শয্যায় হস্ত দিয়া) ইয়া! এই যে নরম হয়েও এসেছ! বস্—র'স্ শালা মুচকুন্দ, কাল আমি তোকে একবার দেখে নেব। ছত্রিশটি হাজার টাকা ফুস্ মন্তরে উড়িয়ে নিয়েছ। দেখব শালা, তোমার কত টাকা। ইয়া! (শয্যায় শয়ন)

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘোষক। শরীর বড়ই ক্লান্ত হয়েছে, যতক্ষণ কিছু খাই নি, ততক্ষণ বেশ ছিলুম; খেয়ে আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না। আজ আর ঘরে আলো-টালো কিছু নেই। আমিই কোথায় ছিলুম, তা আর ঘরে আলো দেবে কার জন্যে? যাক্, ঘরের কোথায় কি আছে, তা তো আমার অজানা নেই—একটু হাতড়ে নিলেই বিছানা খুঁজে পাব। (অন্বেষণ) বাপমায়ের প্রাণে সন্তানের জন্য যে কত মমতা, তা আজ খুব বুঝতে পারলুম। এক দিন চোকের আড়াল হয়েছি, তাইতে কি না বাবা একেবারে পাগলের মতন হয়েছেন। নিজের গলাতেই অস্ত্র বসাতে যান। যাক্, সবদিক রক্ষে হয়েছে এই আমার ভাগ্য। (শয্যায় হস্ত দিয়া) এ কি! আমার ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে আছে কে? কে তুমি?

নাড়ু। চোপ্—পালাতে দিচ্ছি না বাবা!

ঘোষক। তাই ত, কে এ?

নাড়ু। আমি ভাঁড়ুদত্তের বেটা নাড়ুদত্ত। তুমি যে আমার টাকা খেয়ে হজম করবে, সেটি হ'তে দিচ্ছি না।

ঘোষক। এ কি, নাড়ু? নাড়ু আমার ঘরে!

নাড়ু। ধর লাখ টাকা। মুচুকুন্দ মাকুন্দ। পাছে—বাবা পাছে, আমি মাউ, তুই গাড্ডিল।

ঘোষক। এ কি ভাই, তুমি এখানে কেন?

নাড়ু। কেন! ভয় পেয়েছ নাকি বাবা! লাখ টাকা—লাখ টাকা খেলায় ধরলুম, এস ধন, এস কাগজ দাও, দূর শালার তেরেস্তা—

ঘোষক। নাড়ুই ত বটে! মুখে মদের গন্ধ ভর ভর ক'রে বেরুচ্ছে। তাই ত! ভাইটে উচ্ছন্ন গেল দেখছি যে! নাড়ু!

নাড়ু। এবারে আর নাড়ু নয় ভাঁড়ু। এবারে ভাঁড়ু সন্দেশের পাক জমিয়ে দিতে এসেছে। আমি মাউ, তুমি গাড্ডিল। আর যাবে কোথা চাঁদ? এবারে হাতে ফুরুস আর মাছ কাতুরে চলছে না, এস বাবা ফুরুস—ফুরুস।

ঘোষক। ভাই, নিজের ঘরে গিয়ে শোও।

নাড়ু। ঘরে যাবে কি—ঘর এগিয়ে এসেছে। চোপ শালা গাড্ডিল—আমার হাতে ফুরুস হয়েছে! সব টাকা লুটিয়ে নেব। শালা পঁয়ত্রিশ হাজার ফাঁকি দিয়েছিস, মনে নেই—ফুরুস।

ঘোষ। যাক্, কাজ নেই বাপু ঘেঁটিয়ে অকথা-কুকথা শুনতে হবে। শরীর আর বইছে না—আমি ওরই ঘরে গিয়ে শুইগে।

নাড়ু। কি বাইজী, চুপ করলে কেন—গান ধর।

ঘোষ। তাই ত! বাবা মা দেখলে না, ভাইটে যে একেবারে উচ্ছন্ন গেল!

নাড়ু। কোরস্তা, অতি কোরস্তা, ধিন কোরস্তা, কাতুর মাছ, পেরমারা ফুরুস—যাও—যাও—যাও। (নাসিকাধ্বনি)

ঘোষ। একেবারে নেশায় চুর-চুরে।

[নাড়ুকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান।

(তরবারিহস্তে ভাঁড়ু দত্ত ও মাগন্দীর প্রবেশ)

মাগন্দী। ভয় কি, এগিয়ে যাও—অঘোর নিদ্রা, আর দেরী ক'র না, এই ঠিক সময় (দ্বার খুলিয়া) ওই, ঠিক ওইখানে—নাক ডাকছে, আস্তে—আস্তে।

ভাঁড়ু। আমার হাত কাঁপছে—আমার গা কাঁপছে—যদি কোপটা ফস্‌কে যায়!

মাগন্দী। দূর মিন্‌সে, কেবল বাক্যি—দে অস্ত্র আমার হাতে। দে—দে—

ভাঁড়ু। নাও—নাও আমি পারছি না—আমি কেমন হতভম্ব হ'য়ে যাচ্ছি।

মাগন্দী। দাও—দাও, দেরী ক'র না—জেগে উঠলে আর হবে না। (অস্ত্র গ্রহণ)

ভাঁড়ু। ধন্য তুমি—ধন্য তুমি, তুমি আমারই যোগ্য স্ত্রী—

মাগন্দী। চুপ—গোল ক'র না!

ভাঁড়ু। মাগন্দী—মাগন্দী, মাগু! নিশ্চিন্ত কর—নিশ্চিন্ত কর।

মাগন্দী। গোল ক'র না—গোল ক'র না!

(উভয়ের দ্বার উন্মোচন করিয়া প্রবেশ ও দ্বারবন্ধ)

নেপথ্যে। ও! ও! ও!—

(কালীর প্রবেশ)

কালী। কি রকমটা হ'ল! খুস্-খুস্-খুস্-খুস—কারা যেন চলাফেরা করছে; এই মাত্র একটা কি যেন গোঁয়ানির মত শুনতে পেলুম। পিশাচটা ছেলে-টাকে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা করেছে নাকি? ওরা পিশাচ-পিশাচী, যতক্ষণ ঘোষককে না মার্‌তে পারবে, ততক্ষণ ঘুমুবে না! তাই ফিস্ ফিস্। কারা যেন কোন একটা দুরূহ কাজ করবার পরামর্শ করছে। এ আমার ছেলের ঘর নয়? ওই ঘর থেকে কারা বেরিয়ে যাচ্ছে না? দু'জন ত দেখছি—এক জন পুরুষ আর এক জন স্ত্রী! আ সর্ব্বনাশ! ও যে ভাঁড়ু বুড়ো—সঙ্গে কে?—শেঠানী মাগন্দী? ছেলে-টাকে খুন করলে না কি? অ্যাঁ! যে রাত্রে ছেলে পেলুম, সেই রাত্রেই হারালুম! না—কখন না—কখন না! হ'তেই পারে না—হ'তেই পারে না—কে তুমি অভাগা, আমি একবার দেখব! গরুর পায়ে মরো নি, পাহাড় থেকে প'ড়ে মরো নি—রাজার বাগান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছ—তুমি এত শীগগির যাবে? না—না! হ'তেই পারে না—তা হ'লে কে তুমি অভাগা! আমি একবার দেখব।

(গৃহমধ্যে প্রবেশ)

ষষ্ঠ দৃশ্য

অন্তঃপুর কক্ষ।

ভাড়ুদত্ত।

ভাঁড়ু। বা! মাগন্দী বা! আমি যা আজ বিশবৎসর ধ'রে করতে পারলুম না, তুই এক দিনে তাই করলি? কি করলি মাগন্দী—কি করলি! কোথাকার কে, কার বেটা, আমার এই সম্পত্তির মালিক হ'তে দুনিয়ার এসেছিল! আমাকে বিধাতার সঙ্গে এতকাল লড়াই করতে হয়েছে। বাবা! কি লড়াই—কি লড়াই? অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়েও এত দিন কেবল বিষের জ্বালা বুকে ক'রে আমি দিন কাটিয়েছি। আজ আমার নাড়ু, আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'ল! বস্—বস্! দুর শালার বুক! তবু ধড়ফড় করছ? (প্রহার) এই য্যা! চুপ চুপ—আবার কি! এতক্ষণে পোড়কুচি হয়ে গেল—আর বিধাতার বাবাও তাঁকে বাঁচাতে পার্‌বে না! আবার ধড়ফড় কেন? চুপ চুপ, তবু রে শালা—চুপ।

(মাগন্দীর প্রবেশ)

চুকে গেল চুকে গেল—চুকে গেল?

মা। চুকেছে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ইস্! এখনও রক্ত—এখনও রক্ত!

ভাঁড়ু। তাই ত, হাতের তেলোয় এখনও রক্ত!

মা। হাজারবার ধুলুম, তবু এ রক্তের দাগ গেল না! তাই ত শেঠ, এ কি বিষম রক্ত! এ দাগ কি যাবে না? হাঁ শেঠ! এ দাগ কি যাবে না?

ভাঁড়ু। যাবে! ঠিক যাবে—মাগন্দী! ওর বাবা যাবে!

মা। কই গেল? শেঠ! এই যে রগড়াচ্ছি—তবু, তবু—এই দেখ, তবু গেল না!

ভাঁড়ু। যাবে, মাগন্দী যাবে—রগড়ালে যাবে না। আমার অন্নে রক্ত—বিশ বৎসর খাইয়েছি, জোঁকের রক্তে ও রক্ত তইরি হয়েছে। বিশ বৎসর! ও গাঢ় রক্ত রগড়ালে যাবে না। তুলে নেব—জিব দিয়ে চেটে তুলে নেব—ভয় কি! এ জিব দিয়ে চেটে হাতীর চামড়া তুলে নিয়েছি—যার গায়ে জিব ঠেকিয়েছি—শেষে তার হাড় কখানি কেবল খট্ খট্ করেছে—ভয় কি মাগু, ভয় কি! চেটে তোর হাতের দাগ তুলে নেব। ভয় কি! এখন একবার বল! সব চুকে গেছে!

মা। চুকেছে, সব চুকে যাচ্ছে, কেবল রক্ত চুকছে না!

(কুম্ভকারের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। ও বাবা, ও কে?

মা। আঃ! কর কি! গোলমাল ক'রে সব নষ্ট ক'রে ফেলবে? কি খবর? সব কাজ সেরেছ?

কুম্ভ। পোয়ানে ঢুকিয়ে দিয়েছি, ধু ধু জ্বলছে!

ভাঁড়ু। বস্! দুর শালার বুক, তবু ধড়ফড়! এই গোঁৎ—(উপবেশন)

মা। বসলে চলবে না—ওকে আগে একটা তোড়া দাও, তার পর ব'স। স্ফূর্ত্তি ক'রে হেলান দিয়ে ব'স। ধূ ধূ জ্বলেছ, আর ভয় কি!

ভাঁড়ু। দিচ্ছি, দিচ্ছি, ঠিক এক তোড়া?

মা। এক তোড়া মোহর বক্‌সিস্ দেব বলেছি।

[ভাঁড়ুর প্রস্থান।

মা। ধূ ধূ জ্বলছে?

কুম্ভ। এতক্ষণ ছাই হয়ে গেল। সে কুমারের পোয়ানে পাথর পড়লে ছাই হয়, ছাই হয়ে গেল।

মা। বস্! কিন্তু এ কি? দাগ গেল না—দাগ গেল না। হাঁ রে, হাতের এই দাগটা তুলে দিতে পারিস্!

কুম্ভ। পারি বই কি? তবে বকসিস্।

মা। আর এক তোড়া মোহর দেব।

(ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। এই নে, এই নে, এখনও শুধছি, এখনও শুধছি—এক তোড়া বাপ! এত ঋণ! এত! শালার বেটার কাছে এত ঋণ করেছিলুম—এই নে—এই নে—উঃ! আবার বুক ধড়ফড়—নে নে—সব গেল। নে,—ঠিক পুড়েছে? সত্যি বল্ কুম্ভকার, সত্যি বল্ ঠিক পুড়েছে?

কুম্ভ। বিশ্বাস না হয় চল দেখিয়ে দি।

ভাঁড়ু। নে—তবে নে। নে—নিয়ে চ'লে যা! এ দিকে আর মুখ ফেরাস নি। সোজা পথে চ'লে যা।

(কুম্ভকার প্রস্থানোদ্যত)

মা। কুম্ভকার!

ভাঁড়ু। আবার কি? আবার কি? চ'লে যা! এক তোড়া মোহর—বাপ,—বুক ধড়ফড়। চ'লে যা—চ'লে যা।

মা। কুম্ভকার! (হস্ত উত্তোলন করিয়া দেখাইল)।

কুম্ভ। শেঠনী! ও এক তোড়ায় হবে না!

ভাঁড়ু। আবার কি—আবার কি? (মাগন্দীর হাত ধরিয়া) হাত নাবিয়ে ফেল! ভয় কি?

মা। কুম্ভকার! দুই তোড়া দেব।

কুম্ভ। হবে না।

ভাঁড়ু। করছ কি মাগন্দী! আমি তুলে দেব—ভয় কি—হাত সরাও, ভয় কি?

মা। পাঁচ তোড়া দেব।

কুম্ভ। হবে না!

মা। দশ তোড়া দেব—সর্ব্বস্ব দেব

কুম্ভ। সর্ব্বস্ব দিতে হবে—তার সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি দিতে হবে—হাতখানাকে পোয়ানের আগুনে যদি ভস্ম করতে পার, তবে ও রক্তের দাগ যাবে।

ভাঁড়ু। চোপ চোপ—

কুম্ভ। শেঠনী—সন্তান মেরেছে—তার রক্ত বড় মমতায়, মায়ের হাতে জড়িয়ে ধরেছে, সহজে ছাড়বে না, হাত ছাই না হ'লে ছাড়বে না।

ভাঁড়ু। হাঃ—হাঃ—হাঃ—ভুল বুঝেছিস্—সন্তান নয়—সন্তান নয়।

কুম্ভ। সন্তান নয়?

ভাঁড়ু। (হাস্য) না—না—কেউ নয়—পথে কুড়ুনো—কেউ নয়।

মা। সন্তান নয়—কুম্ভকার, আমি তাকে গর্ভে ধরি নি।

(কালীর প্রবেশ)

কালী। গর্ভেই ধরেছ শেঠনী—গর্ভেই ধরেছ;—কুম্ভকার! সত্যি বল্—সব দগ্ধ করেছিস?

কুম্ভ। না না, মুখ পাই নি—মুখ পাই নি—

(পলায়ন)

কালী। এই নে শেঠনী! মুখ নে—চুম্বন কর্—চুম্বন কর্।

(মুণ্ড নিক্ষেপ)

মা। এ কি—এ কি—এ কি! (মূর্চ্ছা)

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘোষক। বাবা! বাবা! নাড়ু ঘরে ছিল—কোথা গেল?

ভাঁড়ু। ওঃ! ওঃ! ওঃ!

(গভীর আর্ত্তনাদ ও পতন)

কালী। বাপ আমার! এখন যেও না—চ'লে এস। পিতৃভক্ত! পিতা মাতা তোমার মূর্চ্ছার আনন্দে বিভোর হয়েছে—সে আনন্দ ভেঙ্গে দিও না—চ'লে এস।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজান্তঃপুর।

উদয়ন।

উদয়। শৈশবকাল থেকে যে পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে আমি বুকে ক'রে মানুষ করলুম, কন্যা পুত্রহীন উদয়নের একমাত্র সেই স্নেহের সম্পত্তি ভগিনী—রাজার ধর্ম্ম রাখতে আমি তাকে বনবাস দিয়ে এলুম। দিয়ে ফল পেলুম কি? প্রজা আমার বিচারের নিন্দা করছে। রাণীর উপর দোষারোপ করছে—আমাকে স্ত্রৈণ বলছে। (হাস্য) দেখছি রাজা-প্রজার সম্বন্ধ এক অনুরাধাই বিলুপ্ত ক'রে চ'লে গেল। রাণি!—

(শ্যামাবতীর প্রবেশ)

কোথায় ছিলে? এত ডাকছি, উত্তর দিচ্ছিলে না কেন?

শ্যামা। উত্তর দিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আসতে পা কাঁপছে।

উদ। এস, আমাকে তুমি কি রকম দেখছ?

শ্যামা। অনুরাধাকে—

উদ। বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি। তার নাম আর ক'র না! এখন দেখ দেখি শ্যামাবতী, আমার মুখ দেখ—দেখে ঠিক বল—সঙ্কোচ ক'র না। রহস্য ক'রে প্রশ্ন করছি না—উত্তর দিতে হবে—আমার আদেশ! আমার মুখ দেখে বল দেখি—এ হৃদয়ে এখনও কি কোন কোমলতা আছে?

শ্যামা। ক্ষুদ্র রমণী আমি, ও বিশাল হৃদয় দেখবার চক্ষু নেই যে প্রভু!

উদ। হৃদয় দেখতে বলছি না—মুখ দেখ,—বল! বল,এখনও আমাতে কোনও কোমলতা আছে কি না?

শ্যামা। না।

উদ। ঠিক দেখেছ। গুণবতী, তুমি দেখে সাহস ক'রে যে বললে, এতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলুম। আমিই এখন নীরস—পাথর। তুমি স্ত্রী ব'লে নিজেকে গর্ব্ব ক'রে থাক। বিষম কথা শুনতে তোমার পা কাঁপা ত উচিত নয়।

শ্যামা। বেশ, আমি স্থির হ'য়ে দাঁড়ালুম।

উদ। এই পাথরের সঙ্গিনী—তুমিও পাথর হও। আমি পুত্র-কন্যাহীন—ভগিনীকে কন্যাস্নেহে পালন করেছি। তুমি আমার মনোরমা সহধর্ম্মিণী, তুমিও তাকে আমারই চক্ষু দিয়ে নিরীক্ষণ করেছ। আমি তোমার সেই ননদিনীকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি। দিয়ে এসেছি, কুলধর্ম্ম রক্ষার জন্য। যে রাজকন্যার ব্যবহারে কুলের মর্য্যাদা নষ্ট হয়, অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষকে দেখে আত্মহারা হ'য়ে যে তার ভ্রাতার অন্তঃপুরের সমস্ত আবরণ পরপুরুষের চক্ষে উন্মুক্ত ক'রে দিতে পারে, তাকে গৃহে রাখা আর শয়নকক্ষে কালসাপিনী রাখা—এ দুই-ই সমান। তাই তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি। কিন্তু শ্যামাবতী, প্রজা আমার এ বিচার বুঝতে পারে নি। তারা কার্য্যে অসন্তুষ্ট হয়েছে।

শ্যামা। শুনেছি।

উদ। আমাকে স্ত্রৈণ মনে করেছে—আমাতে দুরভিসন্ধি দেখেছে।

শ্যামা। তাও শুনেছি।

উদ। তুমিও শুনেছ? বেশ তা হ'লে বল দেখি শ্যামাবতী, প্রজা যদি রাজার বিচারে দোষারোপ করে, তা হ'লে রাজার কর্ত্তব্য কি?

(বলভদ্রের প্রবেশ)

বল। মহারাজ!

উদ। কে ও—মাতুল? যদি কিছু বলবার প্রয়োজন থাকে, একটু পরে বলবেন। আমি আপনার ভাগিনেয়ীর সঙ্গে একটা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলাপ করছি।

বল। আমিও মুহূর্ত্তের জন্য বলতে এসেছি।

উদ। বলুন।

বল। একটি স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

উদ। এখন ত কারও আবেদন শোনবার সময় নয়। প্রভাতে তাকে আসতে বলবেন।

বল। সে আবেদন করতে আসে নি।

উদ। তবে কি জন্য এসেছে?

বল। সে বলে, আমি রাজাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছি।

উদ। (হাস্য) পাগলিনী!

বল। বলে, আমি ভিন্ন রাজাকে কেউ সান্ত্বনা দিতে পারবে না।

উদ। উন্মত্তা—তাকে এখনি বাড়ী থেকে বের ক'রে দিন।

বল। কেউ তাকে বার করতে পারছে না।

উদ। মাতুল! ক্ষমা করবেন। আপনিও দেখছি ক্ষিপ্ত হয়েছেন।

বল। না মহারাজ, আমি ঠিক আছি!

উদ। দেউড়ীতে এত দরোয়ান—তারা একটা স্ত্রীলোককে বার ক'রে দিতে পারছে না?

বল। দিতে গেলে, আপনার বাড়ীর দ্বারে স্ত্রীহত্যা হয়। তার হাতে উন্মুক্ত তরবারি—বহুমূল্য—দেখে বোধ হ'ল সে আপনার। প্রহরীরা বিপন্ন হয়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছে।

শ্যামা। মহারাজ! তাকে আসতে অনুমতি করুন।

উদ। তাকে নিয়ে আসুন।

[বলভদ্রের প্রস্থান।

শ্যামা। রাজকুমারী শাস্তি পেলে,—কিন্তু যে দুর্ব্বৃত্ত উদ্যানে প্রবেশ করলে সে শাস্তি পেলে না! কি রকম বিচার হ'ল, বুঝতে পারলুম না যে মহারাজ!

উদ। তুমি যে তাকে দেখ নি রাণী, তাই বারংবার তাকে দুর্ব্বৃত্ত বলছ। তার মুখ যদি দেখতে, তা হ'লে বুঝতে পারতে, সে যুবককে আজও কোন অপরাধ স্পর্শ করতে পারে নি।

শ্যামা। বলেন কি? সে বাগানে প্রবেশ করেছিল কেন?

উদ। সে নিজের প্রয়োজনে প্রবেশ করে নি। তাকে প্রবেশ করিয়েছে—প্রতারণা ক'রে প্রবেশ করিয়েছে। আসল অপরাধীকে আমি শাস্তি দিতে পারি নি।

শ্যামা। কে সে ?

উদ। তা জানলে ত শাস্তি দিতুম। সে যুবকের পিতা,—অথবা পিতৃনামধারী মহাশত্রু।

শ্যামা। জানতে কি চেষ্টা করেন নি ?

উদ। না—জানতে ইচ্ছা করলেই পারতুম। যুবক পিতার নাম বলতে চাইলে না, কাজেই জানতে গেলে তার কাছে প্রতারণা হয় ব'লে জানি নি। এখন সে কথা যাক্। তার পর, তোমাকে যা প্রশ্ন করছিলুম, তার উত্তর দাও। প্রজা যদি রাজার বিচারে দোষারোপ করে, রাজাকে অবিশ্বাস করে, তার চরিত্রে সন্দেহ করে, তা হ'লে রাজার কর্ত্তব্য কি ?

শ্যামা। আগে বলুন, প্রজা যদি রাণীর প্রতি দোষারোপ করে, তাকেই প্রকৃত অপরাধিনী বিশ্বাসে দণ্ডনীয়া মনে করে, তা হ'লে রাণীর কর্ত্তব্য কি ?

উদ। তার বনে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

শ্যামা। রাজারও শাসনদণ্ড ত্যাগ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

উদ। সদুত্তর দিয়েছ। তা হ'লে আমার সঙ্গে বনে যেতে তুমি প্রস্তুত ?

শ্যামা। এখনি পা বাড়িয়ে আছি।

উদ। প্রজার ভক্তি হারিয়েছি। তাদের বিশ্বাস আমার ঘরে গচ্ছিত ছিল, দুরদৃষ্ট সে বিশ্বাস চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। এ ঘর এখন আমার কাছে শ্মশান ব'লে বোধ হচ্ছে।

শ্যামা। আমারও তাই। আসুন, এখনি আমরা এ গৃহ পরিত্যাগ করি, বনে ভগিনী অনুরাধার সঙ্গিনী হই।

উদ। তার সঙ্গিনী! কোথায় তাকে পাবে শ্যামাবতী ?

শ্যামা। কেন, যে বনে তাকে বিসর্জ্জন ক'রে এসেছেন, সেই বনে চলুন।

উদ। শ্যামাবতী! অনুরাধা নেই।

শ্যামা। নেই কি ?

উদ। না রাণী, সে বেঁচে নেই। যাকে শাস্তি দিতে মনন করেছি, সে কি বেঁচে থাকতে পারে ?

শ্যামা। বলেন কি মহারাজ, বেঁচে নেই ?

(কালীর প্রবেশ)

কালী। আছে—আছে—বেঁচে আছে।

শ্যামা। অ্যাঁ! কে তুমি ? কে তুমি—আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনলে ?

উদ। বেঁচে আছে ?

কালী। আছে রাজা, বেঁচে আছে।

শ্যামা। সত্য বলছ ?

কালী। ঠিক বলছ, আছে—বেঁচে আছে। (অস্ত্র রাজার পদতলে রক্ষা করিয়া) বুঝতে পেরেছেন মহারাজ ? আপনি ধর্ম্মরাজ, আপনার বিচারে দোষ হ'তে পারে না। যে পাপী, সেই শাস্তি পেয়েছে, যার রক্ত খাবার, এ তলোয়ার তারই রক্ত খেয়েছে। নিরপরাধ যে, সে বেঁচে আছে।

শ্যামা। যথার্থই কি তুমি আমাদের সান্ত্বনা দিতে এসেছ ?

উদ। অপেক্ষা কর রাণী, অপেক্ষা কর। ব্যাকুল হয়ো না। (কালীর প্রতি) তুমি বুঝি সেই যুবকের কথা বলছ ?

কালী। হাঁ মহারাজ! আমি তারই কথা বলছি।

শ্যামা। যুবকের কথা! হা আশা! তুই হৃদয়ের কবাটে ঘা মেরে আবার দূরে চ'লে গেলি!

উদ। তুমি কি অস্ত্র ফিরিয়ে দিতে এনেছ ?

কালী। ফিরিয়ে দিতে এনেছি, এর কার্য্য হ'য়ে গেছে। অস্ত্র পাপীকে শাস্তি দিয়েছে। তখন নিরীহ ব্যক্তির হাতে আর অস্ত্র কেন ?

উদ। বেশ, অস্ত্র রেখে যাও। এর যা ন্যায্য মূল্য, কাল প্রাতঃকালে এসে নিয়ে যেও। ভদ্রে! আমি দান ক'রে পুনর্গ্রহণ করি না।

কালী। টাকা নেব ?

উদ। নিতেই হবে।

কালী। তার টাকার কোনও ত প্রয়োজন দেখি না মহারাজ!

উদ। তবে অস্ত্র ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

কালী। কত টাকা ?

উদ। আমার বোধ হয়, লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা।

কালী। এত টাকা ?

শ্যামা। হাঁ হাঁ—অস্ত্র দেখে বুঝতে পারছ না! যাও, এখন রাজা বড় শোকার্ত্ত, তাঁকে বিরক্ত ক'র না। কাল এসে অর্থ নিয়ে যেও।

কালী। শোকার্ত্ত ? কার বিয়োগে তুমি শোকার্ত্ত মহারাজ ? আমি যে তোমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলুম! তোমাকে শোকার্ত্ত দেখে চ'লে যাব ? তাও কি হয় ?

শ্যামা। তুই আর কি সান্ত্বনা দিবি বাছা ?

দেবতা নিজে এসে এ বেদনায় সান্ত্বনা দিতে পারে না!

কালী। দেবতায় পারে না ব'লে দেবতার মা পারবে না? আমি যে দেবতার মা। বেশ, তোমরা বলেই একবার দেখ না। ওগো! আমি যে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি, তবে পরকে কেন পারব না!

উদ। আমার ভগিনী-বিয়োগ হয়েছে।

কালী। তাকে ত তুমি বনবাসে দিয়েছিলে রাজা?

উদ। বনবাসে দিয়েছিলুম!

কালী। তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে চাও?

উদ। আন্‌তে চাইলে এনে দেবে কে?

কালী। আমি এনে দেব।

শ্যামা। তুমি কোথায় পাবে, তা এনে দেবে?

কালী। যেখান থেকে পাব, সেইখান থেকে এনে দেব।

শ্যামা। সে যে নেই মা!

কালী। (হাস্য) নেই কি, আছে।

শ্যামা। আছে?

কালী। নিশ্চয় আছে।

উদ। বলিস্ কি?

কালী। আমি রাজা রাণীর সুমুখে দাঁড়িয়ে আছি, এ যেমন নিশ্চয়—সেও তেমনি নিশ্চয়।

উদ। তুমি তাকে দেখেছ?

কালী। না মহারাজ, এখনও তাকে দেখি নি। তবে এইবারে দেখব। আমার ছেলের মুখে শুনেছি, তার রূপের তুলনা নেই।

উদ। রাণী! এ পাগলিনীকে ঘর থেকে বার ক'রে দাও।

কালী। কেন মহারাজ?

উদ। রমণী না হ'লে, এখনি আমি তোর শির-শ্চেদ করতুম। তুই বৃথা স্তোকবাক্যে রাজাকে ভোলাতে এসেছিস্? আমি নিজের চক্ষে তার মৃত্যু দেখে এসেছি।

কালী। না, আপনি কি দেখতে কি দেখেছেন—সে মরে নি।

উদ। শোন্ পাগলিনী, আমার সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহ তাকে তুলে নিয়ে গেছে।

শ্যামা। অনুরাধা! এই ভীষণ মৃত্যু তোর পরিণাম ছিল?

কালী। আবার বলে মৃত্যু! সিংহ সিংহবাহিনীকে কাঁধে করেছে। সিংহবাহিনী মরে না। মুখ ফেরাচ্ছ কেন রাজা?

উদ। কে তুই?

কালী। আমি আপনারই নগরের এক বারাঙ্গনা। মহারাজ! যে নারী ছলনায় হাজার হাজার পুরুষকে পাগল করে, সে কখন পাগল নয়।

শ্যামা। নরাধম বারাঙ্গনার পুত্র আমার উদ্যানে প্রবেশ করেছিল? মহারাজ, তাকে আপনি শাস্তি দিলেন না?

উদ। রাণী! অনুরাধার জন্য আমার যা শোক হচ্ছে, তা এই মুহূর্ত্তেই দূর হয়ে গেল।

কালী। হাঃ হাঃ হাঃ! এরা আমার কথা বুঝতে পারলে না। সে এ বারাঙ্গনার পুত্র নয়, আমি সে দেবতার মা! শোন রাজা, আশ্চর্য্য কাহিনী শোন—সান্ত্বনা পাবে—বুঝবে, তোমার ভগিনী বেঁচে আছে কি না। আজ আমি যার মা, কাল পর্য্যন্ত তাকে মেরে ফেলবার কি চেষ্টা করেছি। কত চেষ্টা! শুনলে হে বীর, তোমারও বুক কেঁপে উঠবে। রাণি! তুমি মূর্চ্ছা যাবে। এক শিশুকে আমি হাজার গরুর পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছিলুম, শিশু মরে নি—ষাঁড়ে বুকের তলায় রেখে তাকে রক্ষা করেছে। যে পথে হাজার হাজার বোঝাই শুদ্ধ গরুর গাড়ী যায়—অন্ধকারে—রাজা ঘুটঘুটে আঁধারে—আমি তাকে সেই পথে ফেলে দিয়েছি—শিশু মরে নি, গরু শিশুকে দেখে অচল হয়েছে। ভাগাড়ে নিক্ষেপ করেছি, ছাগলে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়েছে, শিশু মরে নি। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছি—বাঁশ ঝাড়ে তাকে কোলে করে নিয়েছে! অক্ষত দেহে শিশু মাটীতে পড়েছে, মরে, নি,—তার পর মারবার অসংখ্য কৌশল—বিষ—আগুন—

শ্যামা। থাক্—আর বলিস নি—আমার গা কাঁপছে।

কালী। বেশ, শৈশবের কথা ক্ষান্ত দিলুম। তার পর যৌবনে তাকে তোমার বাগানে ছেড়ে দিয়েছিলুম। জানি, বিধাতা এসেও তাকে বাঁচাতে পারবে না। ছেলে ম'ল না—বাগান থেকে এই অমূল্য উপহার নিয়ে চ'লে এলো। কি রাজা, সান্ত্বনা পাচ্ছ?

উদ। আরও কিছু বলবার আছে?

কালী। আছে বই কি রাজা! ছিল, আছে—

থাকবে। যে নরাধমের উত্তেজনায় আমি এই কাজ করেছি—তার পর সে—রাজা! হতভাগা যখন দেখলে ছেলেটা কিছুতেই ম'ল না, তখন নিজেই তাকে মার-বার সঙ্কল্প করলে। এই তলোয়ার—এই তোমার হাতের তলোয়ার—তুমিই এই তলোয়ার সেই হত-ভাগ্যকে উপহার দিতে সেই ছেলের হাতে দিয়েছিলে—কেমন—না?

উদ। দিয়েছিলুম।

কালী। দেখ—দেখ—ধর্ম্মরাজ! তোমার দণ্ড দেবতার ঘাড়ে পড়ে না—দানবেরই ঘাড়ে পড়ে।

শ্যামা। সেই হতভাগা কি এই অস্ত্রে মরেছে?

কালী। মরবে কি—ম'লে কি তার শাস্তি হ'ত? তার ছেলে—তার আসল ছেলে—

শ্যামা। সে ম'রে গেল?

কালী। নিয়তির খেলা, হতভাগা আমার ছেলেকে মেরে ফেলবার জন্য এই অস্ত্র নিয়ে, যে ঘরের যে শয্যায় রোজ রোজ আমার ছেলে শয়ন করে, সেই ঘরে প্রবেশ করলে। কিন্তু কাপুরুষের হাত কেঁপে উঠল, সে ছেলেকে কাটতে পারলে না। তখন তার স্ত্রী, স্বামীর হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে, ঘুমন্ত ছেলের গলায় কোপ মারলে—গলা দ্বিখণ্ড হয়ে গেল। নিত্য আমার সন্তান সেই ঘরে শুতো, কিন্তু নিয়তি কেমন ক'রে সে দিন আমার ছেলেকে সে বিছানা থেকে সরিয়ে তার ছেলেকে শুইয়ে রেখেছিল। অভাগীর হাতে রক্তবিন্দু—দাগ তার আর ওঠে নি। অভাগী সেই দাগের ভেতর দিয়ে কেবল ছেলের কাটামুণ্ড দেখছে—আমার ছেলে দেবতা—সে দেবতা, সে অমর, তাকে যে মনে মনেও আশ্রয় করেছে, সেও অমর। কি রাজা, এখন বিশ্বাস হচ্ছে—রাজকুমারী বেঁচে আছে?

উদ। আশা হচ্ছে!

কালী। আশা কেন—বল বিশ্বাস। সে মরে নি—মরে নি—মরে নি।

শ্যামা। মহারাজ! একবার তার সন্ধান করুন।

উদ। রাণি! রাজ্যত্যাগের পূর্ব্বে তোমার দোষক্ষালনের জন্য আমি একবার ভগিনীর সন্ধান করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

মাগন্দী

মাগন্দী। এখনও গেল না—এক পুকুর জল ঢাললুম—ঘসলুম—এখনও এ রক্তের দাগ গেল না। নাড়ু—নাড়ু—বাপ আমার! কি করলুম? কাল-নাগিনীর মতন আমি গর্ভের সন্তানকে খেয়ে ফেললুম! নাড়ু—নাড়ু!—ওই! রক্তবিন্দুর ভেতর দিয়ে নাড়ু আমার আবার মুখ বার ক'রে হাসছে। তাই ত! হাসে কেন? আমি তাকে যে খাবার খেতে দিয়েছি, তাতে কোথা তার চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল গড়াবে, তা না ক'রে যখনি বাছা আমার মুখের পানে চায়, তখনই সে হেসে ওঠে। এ হাসি ত আমি আর দেখতে পারি না। যদি চোখের জলে গণ্ড ভাসিয়ে আমাকে দেখা দিতে পারিস, তবেই বাপ আমাকে দেখা দে—নইলে দোহাই, আমাকে আর দেখা দিস নি।

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। মাগন্দী!

মাগন্দী। হাঁ গা, তুমি আমাকে চুপ করতে বল, কিন্তু যে চুপ হবার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি নি। এ হাতের রক্তবিন্দু যে কিছুতেই মুছলো না!

ভাঁড়ু। কিছুতেই মুছলো না?

মাগন্দী। পুকুরের জল হাতে ঢেলেছি, ঘসতে ঘসতে ঝামার পাহাড় ধূলো হয়ে গেছে—হাতের তিন-পুরু ছাল উঠে গেল—তবু এ রক্তের দাগ গেল না।

ভাঁড়ু। আচ্ছা দেখ দেখি, এবারে শালার দাগ যায় কি না যায়। (মাগন্দীর হস্ত লেহন) কি মাগন্দী, গেল?

মাগন্দী। তাই ত গো, গেল্‌ই ত! এ দাগের যন্ত্রণায় আমি পুত্রশোক ভুলে গেছি। ওগো, এ রক্তের দাগ থেকে আমাকে রক্ষা কর।

ভাঁড়ু। দেখ, ভাল ক'রে দেখ। (লেহন) গেল?

মাগন্দী। না, আর ত নেই। আর ত নেই!—সত্যি সত্যিই কি বাপ আমার তোমার মুখচুম্বনের অপেক্ষা করছিল? কি বাপ—গেলি? রক্তবিন্দু

আশ্রয় ক'রে এক একবার মাকে দেখা দিতে আসতিস —আর কি তোকে দেখতে পাব না ?

ভাঁড়ু। মাগন্দী, মাগন্দী—ভেতরে দাবানল জ্বলে উঠল। দুরাত্মা তোমাকে দিয়ে পুত্রহত্যা করালে, আমাকে আবার সেই স্নেহময় পুত্রের রক্তপান করালে। শোন মাগন্দী—শোন। যদি আমার কথানুযায়ী কার্য্য কর, তবে বুঝব, তুমি আমার স্ত্রী। যদি না কর, তা হ'লে এই বৃদ্ধ বয়সে তোমাকেও আমি পরিত্যাগ করব। এক পুত্রশোকেই তুমি পাগল হয়ে ছট্‌পট্ ক'রে বেড়াচ্ছ, তখন পুত্রশোক স্বামিশোক দুই-ই তোমাকে সহ্য করতে হবে।

মাগন্দী। য়্যাঁ—য়্যাঁ—তুমিও আমাকে ত্যাগ করবে ?

ভাঁড়ু। যদি আমার কথানুসারে কাজ না কর, তা হ'লে নিশ্চয় ত্যাগ করব।

মাগন্দী। উঃ! বড় জ্বালা! বড় জ্বালা! আঁ্যা! কি বলছিলে, আমি কি করব ?

ভাঁড়ু। জ্বালা ? উঃ ? আঃ ? তবে শোন্, আমার জ্বালা শোন্—উঃ—আঃ, আমার ভেতরে কত আছে শোন্। আমার বুকে দাবানল জ্বলে উঠছে। পিশাচ তোকে দিয়ে ছেলে হত্যা করালে, আর আমাকে সেই ছেলের রক্ত পান করালে। কলসী কলসী জল ঢেলে, পাহাড় প্রমাণ ঝামা ঘ'ষে যে রক্তের দাগ গেল না, সেই রক্তচিহ্ন আমার জিবে ঠেকতে না ঠেকতে মুছে গেল! বুঝলি—ভেতরে কেন দাবানল জ্বলে উঠল, বুঝলি!

মাগন্দী। বুঝেছি—ওগো বুঝেছি—আমার হাতের জ্বালা তোমার বুকে ঢুকেছে।

ভাঁড়ু। (গম্ভীর বদ্ধ স্বরে) হুঁ। হাতের জ্বালা বুকে ঢুকলো—তোর হাতের জ্বালা অঞ্জলি প্রমাণ ছিল, আমার বুকে ঢুকে সে সাগর হ'ল।

মাগন্দী। তাই ত গো! এ কি হ'ল। হাতের জ্বালায় অস্থির হয়ে যে আমি আগুনে হাত ছাই করতে গিয়েছিলুম।

ভাঁড়ু। বোঝ, এই জ্বালা বুকে ক'রেও আমি খাড়া হয়ে আছি। তোর সঙ্গে সুস্থ লোকের মত কথা কচ্ছি। চোখে আমার এক ফোঁটা জল নেই। (দন্তে দন্তে ঘর্ষণ) গর্ভধারিণীকে দিয়ে ছেলে হত্যা করালে, বাপকেও তার রক্ত পান না করিয়ে ছাড়লে না। বুঝতে পারছিস্ মাগন্দী—আমার অবস্থা ?

মাগন্দী। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি।

ভাঁড়ু। তা হ'লে আমি যা বলি, তা মন দিয়ে শোন্। (মুখ বিকৃত করিয়া) বাবা রে—নাড়ু রে ক'রে, পাগলের মতন ছুটোছুটি ক'র না। করলে আমার কাছে ওষুধ পাবে না—করলে কাপড়ে মুখ বেঁধে ঘরে চাবি দিয়ে ফেলে রেখে দেব।

মাগন্দী। মা গো,—তা ক'র না।

ভাঁড়ু। তাতেও যদি কোঁক্ কোঁক্ কর, গলা না ধ'রে খিড়কি দোর দিয়ে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেব।

মাগন্দী। ওগো, দিয়ো না গো—দিয়ো না। বল আমি কি করব ?

ভাঁড়ু। আমি ছেলে জানি না, স্ত্রী জানি না, জানি কেবল টাকা। টাকাই আমার মাগ, টাকাই আমার ছেলে, এক ডাকাত সেই টাকা লুটতে এসেছে। লুটলে—লুটলে—নিলে—আর রাখতে পারি না, পারি না হয়েছে। এক লক্ষ হাতীতে বইতে পারে না, আমার এত টাকা! সেই টাকা গেল—গেল—আর রাখতে পারি না। কাল আমার ছেলে মরেছে। আবার কাল আমাকে মারবে। পরশু তোমাকে গলা টিপে বাড়ী থেকে বের ক'রে দেবে।

মাগন্দী। সত্যিই গো, তা হ'লে কি করব ?

ভাঁড়ু। পরশু ওই ডাকাত আমাদের এই কুবেরের ভাণ্ডারের একেশ্বর হবে।

মাগন্দী। বল, তা হ'লে কি করব ?

ভাঁড়ু। এতক্ষণে ব্যাপার কি তা বুঝেছ ? এখন যা বলব, তাই করতে হবে।

মাগন্দী। বল—করব।

ভাঁড়ু। ছেলের শোক বুকে মেরে মুখে হাসি মাখাতে হবে। ওই মহাশত্রুকে ছেলের চেয়েও বেশী ক'রে আদর করতে হবে। যেন কোনও মতে সে না বুঝতে পারে, আমরা তার মৃত্যু দেখবার জন্য ছট্‌ফট্ করছি।

মাগন্দী। তাই—তাই—আচ্ছা, তাই করব।

ভাঁড়ু। খবরদার, কোনক্রমে যেন ধরা দিয়ো না। যদি পুত্রহত্যার শোধ নিতে চাও—তা হ'লে যা বল্লুম, তাই কর।

মাগন্দী। তাই করব। তাকে দেখলে, আমার সমস্ত শোক প্রবল হয়ে জ্বলে উঠে। সে জ্বালায় আমি স্থির থাকতে পারি না।

ভাঁড়ু। থাকতে হবে।

মাগন্দী। থাকব—থাকব—থাকব। তোমার কথার মর্ম্ম বুঝেছি। ও চক্ষু-শূলকে চোক থেকে সরাতেই হবে।

ভাঁড়ু। চোক থেকে কি, দুনিয়া থেকে সরাতে হবে। তবে বাড়ীতে পারব না—বুঝেছ? পাপিষ্ঠা কালী এখান থেকে পালিয়েছে। তলোয়ার নিয়ে চ'লে গেছে। খবর পেয়েছি, সে রাজার বাড়ী আশ্রয় নিয়েছে। তার মতলব কিছুই বুঝতে পারি নি। রাজা ঘর ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে। রাজকুমারীকে বনবাসে দিয়ে রাজা যে রাত্রে ঘরে ফিরেছে—সেই রাত্রেই চ'লে গেছে। হয় ত সে রাজার কাছে ঘটনা প্রকাশ করেছে। কিন্তু প্রকাশ করলেই বা কি হবে? আমাকে দোষী ঠিক করা বড় কঠিন। তা যদি রাজা পারত, তা হলে আমাকে সে ছাড়তো না। তবে যদিই রাজা জেনে থাকে ছোঁড়াটার বাগান-প্রবেশের মূলে আমি, তা হ'লে আমার কাজের ওপর সে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। কাজেই এখন থেকে অতি কৌশলে কাজ সারতে হবে। এখানে নয়, দূরে—বাইরে বাইরে—ঘোষককে যমের মুখে সমর্পণ করতে হবে। যতদিন না সে কাজ শেষ হয়, ততদিন আদর—আদর—কচি খোকাকে মায়ে যেমন আদর করে, সেই রকম আদর—পারবে?

মাগন্দী। পারব।

ভাঁড়ু। ঠিক পারবে?

মাগন্দী। ঠিক পারব।

ভাঁড়ু। বস্, এখন চ'লে যাও। কে ও?

(মাগন্দীর প্রস্থান ও বেঙ্কটের প্রবেশ)

এস, এস ভাই বেঙ্কট এস। তোমার জন্যে এতক্ষণ আমি ছটফট করছিলুম। কি করলে?

বে। সব ঠিক—পাঠিয়ে দাও।

ভাঁড়ু। এখনি?

বে। এখনি—আবার দেরি কি? যেমন যাবে অমনি।

ভাঁড়ু। কি রকমটা, তবু বুঝি।

বে। শতগ্রামে আমার এক বন্ধু আছে, আমি তার কাছে নিজে গিয়ে সমস্ত কথা খুলে ব'লে এসেছি। তার বাসনের ব্যবসা—দিন-রাত্রি প্রকাণ্ড উনুন জ্বলছে। একশ মণ তামা একবারে গলে এমন কড়া—তাতে চব্বিশ ঘণ্টাই তামা টগবগ ক'রে ফুটছে—যেমন যাবে, অমনি ধ'রে সেই কড়ার উপরে ফেলে দেবে—আর যেমন ফেলা—অমনি একটি ছ্যাঁক—চোঁ—কোঁ—বস্, একেবারে ছাই!

ভাঁড়ু। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে।

বে। বিধাতা নিজে এলেও তার চিহ্ন খুঁজে পাবে না।

ভাঁড়ু। বেঙ্কট—বেঙ্কট—ভাই আমার; তা হ'লে নিশ্চিন্ত হব?

বে। নিশ্চিন্ত হয়েছ—আবার হব কি? তোমারও যেমন বিদ্যে! এই সকল কাজ একটা বাজারে বেশ্যাকে দিয়ে করিয়েছ। এ সব কি বেশ্যার বুদ্ধিতে হয়! সে বেটী যেন-তেন প্রকারেণ তোমার কাছে পয়সা আদায় করেছে—কাজের সে কি জানে? দু'দিন আগেও যদি আমাকে এ কথা শোনাতে—সে শালার বেটা তোমার ছেলে নয়, তা হ'লে কি অমন সোনার চাঁদ ছেলেটা যায়। নাড়ুর শোকে আমার মুচুকুন্দ অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে, তিন দিন বিছানা থেকে ওঠে নি। সেই রাত্রে দু'জনে আমাদের বাড়ীতে ব'সে মৃদঙ্গ নিয়ে ভজন করেছে। নাড়ুর মতন ছেলে কখন হয়েছে, না হবে? দেল্ কি? মামাতো ভাইকে সে যা ভালবাসতো—সহোদর ভাইয়েও কখন সে রকম ভালবাসা বাসে না।

ভাঁড়ু। ভাই, আর সে মর্ম্মভেদী কথা তুলো না।

বে। তোমার স্ত্রীও যে ঘুণাক্ষরে এক দিনও আমাকে আঁচ দিলে না। শালার বেটা তোমার কেউ নয়, তা কি আমি জানি? আমি জানি, যৌবনে তুমি কোথায় কি করেছ, ও সে তারই একটা ফল। তুমিও ছেলে বল—তোমার স্ত্রীও ছেলে বলে—কেমন ক'রে বুঝবো যে ও বেটা কেউ নয়।

ভাঁড়ু। কেউ নয় ভাই, কেউ নয়। কে মা, কে বাপ, কিছু জানি না। আগে যা একটু আধটু জানা ছিল মনে করেছিলুম, এখন জানছি তাও ভুল।

বে। তবে এমনটা করেছিলে কেন? জানি তোমার অগাধ বুদ্ধি। তোমার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হ'ল কেন?

ভাঁড়ু। সে অনেক কথা। সে এখন বোঝবার যো নেই। বোঝাব কি, বলব কি বেঙ্কট! এমন বিপদ! ছোঁড়াটাকে দেখলে আপদ-মস্তক জ্বলে যায়। তবু তাকে যে দু'দণ্ড চোখের আড়াল ক'রে রাখব, সে ক্ষমতা নেই। এমনি অদৃষ্ট করেছি, তাকে চোখের সামনে রেখে রেখে আমাকে জ্বলতে হবে।

বে। এর মানে কি?

ভাঁড়ু। বলবার যো নেই—বলবার যো নেই—বলবার যো নেই! বেশী বলব কি! নাড়ু আমার সর্ব্বস্ব ছিল, তাকেও আমি একমাস দূরে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম, কিন্তু ওই বেটাকে ছ'দণ্ড বাড়ীর চৌকাটের বাইরে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না। একটু কোথাও দেরি করলে তখনি লোক দিয়ে আনতে হবে, আর কাছে বসিয়ে স্নেহ দেখিয়ে জ্বলতে হবে।

বে। ও বাবা, এ রকম ব্যাপার ত কখন শুনি নি!

ভাঁড়ু। যদি ভগবান্ দিন দেন, তবে শোনাব—এখন তুমি আমার এই প্রচণ্ড জ্বালা নির্ব্বাণ কর! নইলে (গলা জড়াইয়া) মলুম—ভাই, আমি মলুম। নাড়ুর শোকে আমি এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারছি না—বুক আমার ফেটে গেল।

বে। নিশ্চিন্ত হও শেঠজী, শালার ভবলীলা এইবারে সাঙ্গ হয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্য

অলিন্দ।

(মাগন্দী ও ঘোষকের প্রবেশ)

মা। এমন সোনার চাঁদ ছেলে তুমি—হতভাগ্য শত্রুর জন্য তোমাকে একটি দিনের জন্যও আদর করতে পাই নি। তোমাকে আজ আমি সাজিয়ে, নিজ হাতে খাইয়ে, সেই সব দুঃখ নিবারণ করব। তুমিই আমার ছেলে—সে শত্রু—আমাকে কেবল জ্বালাতে এসেছিল—জ্বালিয়ে গেছে। এখন তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমিই আমার হারানিধি। চুপ ক'রে আছ কেন বাপ?

ঘো। (চক্ষে রুমাল দান)

মা। কাঁদছ—কাঁদছ ঘোষক? মায়ের কথায় কি তোমার অবিশ্বাস হচ্ছে?

ঘো। মা বাপের কথায় অবিশ্বাস করলে, এ পৃথিবীতে কোথায় দাঁড়াব? তবে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেবল সেইটির উত্তর আমাকে দাও।

মা। (চমকিয়া) কি জিজ্ঞাসা করবে, কর।

ঘো। এই কি মায়ের আদর?

মা। কেন বাপ, আমার আদর কি তোমার ভাল লাগছে না?

ঘো। ভাল লাগছে না! মায়ের আদর পাবার কাঙালি আমি—প্রাণপূরে সেই আদর পেলুম—ভাল লাগবে না?

মা। তবে অমন প্রশ্ন করলে কেন?

ঘো। কেন করছি, এখনি তুমি বুঝতে পারবে। আগে আমাকে বল—একটি কথাও মা গোপন ক'র না। এই কি মায়ের আদর?

মা। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

ঘো। তুমি যে রকম ক'রে আমাকে আজ আদর করলে, সকল মায়েই কি সন্তানকে এই রকম আদর করে?

মা। আমি এখনও তোমাকে মায়ের যোগ্য আদর করতে পারছি না?

ঘো। পারছ না—আর ক'র না।

মা। করব না?

ঘোষক। না, আমার ভয় করছে।

মা। তুমি কি মনে করছ, আমি তোমাকে প্রতারণা করছি?

ঘোষক। প্রতারণা! তা যদি বুঝতে পারতুম, যদি জান্‌তে পারতুম তোমার এ আদর শুধু মুখের—অন্তরের নয়, তা হ'লে আমি সুখী হতুম।

মা। সুখী হতে?

ঘো। পরম সুখী হতুম। শুনে চমকে উঠ না মা। আজ তুমি পুত্রহারা! পুত্রের শোক বুকে চেপে, দয়াময়ি, তুমি আমাকে মরা ছেলের ওপর যত মমতা, সমস্ত দিতে এসেছ। আজ তোমার আদর পেয়ে, মা যে কি বস্তু, তার আভাস পেয়েছি। কিন্তু ভয়—বড়—ভয়—এ রকম আদর পাবার ভাগ্য আমার নয়। তা যদি হ'ত, তা হ'লে শৈশবে আমি মাকে হারাতুম না। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে আবার তোমাকে হারাই।

মা। (স্বগত) তাই ত, এ বলে কি!

ঘো। এই এক দিন যে আদর দেখিয়েছ, বাবার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের চেয়েও তার ওজন বেশী। আমি সে ঐশ্বর্য্য আজ অগাধ পেয়েছি,—আর নয়। দোহাই মা, দোহাই দয়াময়ী! ভ্রাতৃশোকে আমি জর্জ্জরিত

হয়েছি, তার ওপরে আর মাতৃশোক দিয়ো না। আমি ভাগ্যহীন—সহ্য হবে না—সহ্য হবে না।

মা। তাই ত ঘোষক, তুই যে আমাকে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিলি বাপ! আমি তোকে—ঘোষককে, বলব ?

ঘো। কি বলতে ইচ্ছা করেছ—বল।

মা। আমি তোকে প্রতারণা করেছি—

ঘো। প্রতারণা ? না মা, শুধু তোমার এই কথায় বিশ্বাস করতে পারলুম না। প্রতারণা ? মিথ্যা আদর কখন কি মর্ম্মে প্রবেশ করে ?

মা। মিথ্যা—মিথ্যা—ঘোষক! আমি মুখে আদর দেখিয়েছি—অন্তরে নয়।

ঘো। তোমার চোখের কোণে জল যে, মিথ্যা এ কথা বলতে দিচ্ছে না!

মা। এখন! ঘোষক, বাপ আমার—এখন—আমার ভেতরে কি হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

ঘো। ভাল, মিথ্যাই যদি মনে কর, ত মিথ্যার আদরও আমাকে দেখিয়ো না। কাজ কি মা, আমি তোমার কাছে এত কাল যে আদর পেয়েছি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আবার কেন ? তারই ঋণ আমি জন্মে জন্মে শুধতে পারব না। তোমার দয়াতেই আমি এত বড় হয়েছি, নইলে মা-হারা ছেলে কোন্ কালে যে ম'রে যেতো মা!

মা। তাই ত! তুই কি বললি ? আমি এ কি শুনছি ?—মাতৃ-স্নেহের কাঙাল! আমি এতকাল তোকে কেবল কালসাপিনীর গরল দিয়ে এসেছি, তুই তার ভেতর থেকে কেমন ক'রে মাতৃ-স্নেহের সুধার কণা খুঁজে খুঁজে বার ক'রে পান করেছিস্! বাদ বাকী তীব্র বিষ—আমার গর্ভের সন্তান স্নেহরস মনে ক'রে পান করতে গিয়ে জর্জরিত হয়ে মরে গেছে। কি বল্লি ঘোষক ? আমার স্নেহ দেখে তোর ভয় হচ্ছে ? ভয় হচ্ছে, আমি ম'রে যাব ? আয় আমার সন্তান, আর আমার নয়নের মণি—এতদিন তোকে দেখি নি—স্নেহ করি নি, (মস্তকে ও মুখে হস্ত দিয়া) আয় সন্তান! তোকে স্নেহ করি। কই বাপ, মলুম কই! সন্তান-সুখ এই যে আমার প্রাণকে পরিপূর্ণ করলে! তবে সে চ'লে যাচ্ছে না কেন ? আমি এখনও মরছি না কেন ?

ঘো। অমন ক'র না মা!

মা। ঘোষক—ঘোষক! তুমি আর এ বাড়ীতে—

ঘো। থাকবো, না—চ'লে যাব। আমি থাকলে, তুমি স্নেহ না দেখিয়ে থাকতে পারবে না। এই স্নেহ! এই স্নেহ! মায়ের আদর এত মধুর! না মা, আমি চ'লে যাব। অজ্ঞানে মা হারিয়েছিলুম—মা যে কি বস্তু, জানতুম না—মায়ের অভাব বুঝতে পারি নি। যদিই দয়া করলি, তা হ'লে জীবন রক্ষা কর্—জ্ঞান দিয়ে আমাকে আর মা-হারা করিস্ নি।

মা। তাই, তাই—তুমি অন্যত্র যাও—মায়ের প্রাণে আজ আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি সুখী হও।

ঘো। আমি তোমাদের কৃপায় কোন দিনই অসুখী নই। তবে আজকের সুখের আমার তুলনা নেই—তবু তবু আমি চ'লে যাব—

মা। চ'লে যাও—চ'লে যাও—আজই তুমি চ'লে যাও—তবে দেখ বাপ!—

(নেপথ্যে)। কই, কোথায় গো!

ঘো। মা! বাবা আসছেন।

মা। আসছে—আসছে—ঠিক আসছে। তবে দেখ বাপ! ভক্তি তোমাকে শেখাতে হয় নি—শেখাতে হবেও না। তবু বলি, ওই বৃদ্ধকে কখনও অশ্রদ্ধা ক'র না।

ঘো। আমি ত কখন করি নি মা।

মা। কর নি—কখন কর নি—জানি করবে না—তবু ব'লে রাখছি—ভক্তি তোমার অস্ত্র—ভক্তি তোমার বল—সেই তোমাকে সকল বিপদে রক্ষা করবে। তোমার ভক্তির আকর্ষণে সাপিনী ফণা নামিয়েছে। এই ভক্তিই তোমাকে সকল অবস্থায় রক্ষা করবে।

ঘো। মা—বাবার সঙ্গে আর কে আসছে!

মা! আমি যাচ্ছি—(মুখচুম্বন) নাড়ু আমার শত্রু নয়—গুরু। সে নিজের প্রাণ দিয়ে—আমাকে দেবতার মা ক'রে চ'লে গেছে। আসি বাপ—(মুখ চুম্বন) আমি আসি। আর দেখা হবে কি না জানি না—এই দেখাতেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে—আমার বুকের খালি ঘর সন্তান এসে দখল করেছে।

[প্রস্থান।

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। গিন্নী চলে গেল ?

ঘো। আপনার সঙ্গে কে এক জন আসছে দেখে চ'লে গেল!

ভাঁড়ু। যাক্—যাক্, বাপের দেশের লোক চিনতে পারলে না। গিন্নী খুব আদর করছিল বুঝি ? থাক

—বলতে হবে না। তোমার চোখের জলেই বুঝেছি, তোমার চোখের জল আমি বড় ভালবাসি। সেই এক দিনের ছেলে থেকে তোমায় দেখে আসছি—কিন্তু কোন দিন তোমাকে কাঁদতে দেখি নি। আজ কেঁদেছ —বেশ, বেশ। মাতৃস্নেহ ভারী মজার জিনিষ। এত দিন একটা হতভাগার জন্যে তোমাকে দেখাতে পারি নি। দেখাবে না—আলবৎ দেখাতে হবে—ক'দিন চেপে থাকবে। সে শুধু নাড়ু, তুমি আমার আনন্দনাড়ু—আমার একমাত্র বংশধর—এই অগাধ সম্পত্তির মালিক —তোমাকে ক'দিন স্নেহ না দেখিয়ে থাকতে পারে? বেশ, বেশ। এস হে ভাই—এস—গিন্নী চ'লে গেছে —এস।

(মহীধরের প্রবেশ)

মহী। এই আপনার পুত্র ঘোষক?

ভাঁড়ু। এই আমার পুত্র—এখন একমাত্র পুত্র—আমার বংশধর—চিনে রাখ মহীধর—চিনে রাখ। ছেলে আমার—অমনিই সব চিন্—এ রকম টীকোলো নাক, এ রকম চাঁদপানা মুখ তুমি কোথাও দেখতে পাবে না। চোক দুটো কাঁদবার জন্যে একটু ভার ভার দেখাচ্ছে—নইলে প্রফুল্ল থাকলে টলটল করত।

মহী। এ ত অতি লক্ষণযুক্ত ছেলে।

ভাঁড়ু। কেমন? বলেছি না। বাঁধা লক্ষণ—আমার অগাধ সম্পত্তির মালিক। এর ওপরে আবার আমার মামার। দেখছ কি মহীধর, এই যে ছলছল চোখ—এ দু'টি দুনিয়ার যেখানে যার সম্পত্তি, সকলের দিকে পিটপিট ক'রে চেয়ে আছে। দেখে নাও—চিনে নাও—শেষকালে যেন আর কাউকেও আমার ছেলে মনে ক'রে, গোল বাধিয়ে ব'স না।

মহী। না, এ গোল বাধবার মূর্ত্তি নয়। তা হ'লে আপনি পাঠিয়ে দিন—আমি আগে গিয়ে আপনার মামাকে খবর দিয়ে রাখি। বলি গে, আপনার নাতি আসছে।

ভাঁড়ু। এখনি বল গে—আর দেরি ক'র না। মাঝখান থেকে কোন্ বেটা ছাতুখোর না জুটে যায়—আমার ছেলে ব'লে পরিচয় দিয়ে ফাঁক মেরে মামার বিষয়টা না হাত ক'রে নেয়।

মহী। তা ভয় নেই– তিনি ত আপনারই মামা।

ভাঁড়ু। আমাকে কি বড়ই বুদ্ধিমান্ ঠাওরালে নাকি হে!

মহী। তা হ'লে আর কি ঠাওরাব?

ভাঁড়ু। গাড়োল—গাড়োল—পরলা নম্বরে গাড়োল।

মহী। বলেন কি?

ভাঁড়ু। এক বিঘত তফাৎ নয়—বেহদ্দ বোকা —আমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করি—যাক—সে দুঃখের কথা আর ব'ল না! এখন মামার কথা—মামা অপুত্রক—বিষয় আমার—সেই বিষয় আমার ছেলেকে দেবে। একটা ম'রে গেছে—একটা আছে—কিন্তু আমার বরাত—সে কখন আছে কখন নেই। এই বেলা—বেলা—থাকতে থাকতে—ভাই রে, আমার নাড়ুর বদলে আনন্দনাড়ু—আমি ভাঁড়ু—ভাঁড়ুর এই একমাত্র নাড়ু অবশিষ্ট—চিনে নাও—চিনে নাও (ঘোষককে ধরিয়া) এই মুখ, এই নাক, এই—ওরে বাবা, একি রে!

মহী। কি—কি?

ভাঁড়ু। (উল্লাস প্রকাশ) বড় কি কি নয়—দেখ চোক কাছে এনে দেখ। একবারে বললে বাবা—আর থেমে বললে বা—বা! দেখছ—দেখছ?

মহী। তাই ত! বাহুমূলে এ কি অপূর্ব্ব ত্রিশূল-চিহ্ন!

ভাঁড়ু। কেমন, আর চিনতে গোল হবে না? এই চিহ্ন দেখে নাও। দেহে শিবের ত্রিশূল গাড়া—রোগ দেহে প্রবেশ করতে এলেই তাড়া। যম আর সাড়া দিতে পারছে না। কি বল মহীধর—কি বল?

মহী। না শ্রেষ্ঠি-রাজ, আপনার এ ছেলে দীর্ঘজীবী—তাতে আর সন্দেহই নেই। এ অতি অপূর্ব্ব লক্ষণ—এ রকম লক্ষণের ছেলে দেখা যায় না।

ভাঁড়ু। যাও, এইবারে মামাকে খবর দাও।

মহী। না, আর দেরী করব না—তিনি নাতিকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। আমি আগে সংবাদ নিয়ে চল্লুম। আপনিও ঘোষককে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। দেরী করবেন না। বেশী লোকজন সঙ্গে দেবেন না। যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, তখন লোকজনকে জানিয়ে উল্লাস করা যাবে। আমি চল্লুম—প্রণাম।

[প্রস্থান।

ঘো। ও কে বাবা?

ভাড়ু। বুঝতে পারলে না বোকা! ও তোমাকে নিতে এসেছে—মামার বিষয়ের মালিক করবে—আর সেখানে এক পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে। তোমার বিয়ে আর না দিলে চলে না বলে, আমি মেয়ে

দেখতে বলেছিলুম। মামা মেয়ের খবর পাঠিয়েছে।—এক ব্যাধ একটা প্রকাণ্ড সিংহের মুখ থেকে এক অপ্সরার মত মেয়েকে রক্ষা করেছে। সে যে কার মেয়ে, কোথা থেকে কেমন ক'রে সিংহের মুখে পড়েছে, তা জানবার উপায় নেই। কেন না, সে মেয়ে কোনও কথা কয় না। বোবার মত চুপ! কিন্তু তার রূপের তুলনা নেই।

ঘো। বিবাহ? আমার? বাবা! একটি দিনের জন্যও আপনার কথা অমান্য করি নি। বাবা! বিবাহে আমাকে আদেশ করবেন না।

ভাঁড়ু। ও বাবা, সে কি কথা? তুমি আমার বংশধর—আর আমার এই অগাধ সম্পত্তি—বিবাহ করতে আদেশ করব না? বল কি? —আদেশ এই করলুম—আবার করলুম—আবার করলুম। কথা অমান্য ক'র নি—ক'র না—ক'র না। মেয়ে বোবা ব'লে ভয় পাচ্ছ? কিছু নয়—কিছু নয়। তোমাকে যেমন দেখবে—অমনি বোবার মুখ ফুটে যাবে।

ঘো। এই কাল আমার ভাই মারা গেছে।

ভাঁড়ু। গেলেই বা—গেলেই বা—আমার ভাগ্য, তোমার ভাগ্য—ক'নের ভাগ্য। ঘোষক! আমার বংশধরের বংশধর না দেখলে আমার নাড়ুর অভাব পূর্ণ হবে না।

ঘো। দোহাই বাবা! দু'দিন অপেক্ষা করুন।

ভাঁড়ু। না—না—না—একদণ্ড নয়। তুমি কখন প্রতিবাদ কর না—আজ করছ কেন? বুঝতে পারছ না, আমার অবস্থা দিন দিন হীন হয়ে আসছে? আমি কখন আছি, কখন নেই। আমার এই অগাধ সম্পত্তি তুমি জান না—অনুমানেও বুঝতে পারবে না কত! আজ আমি এতকাল পরে প্রথমে তোমাকে ধনের কথা বলছি। কেন না, বলবার সময় এসেছে। আমি রাজশ্রেষ্ঠী। আমার যত ধন, পৃথিবীতে এত ধন কারও নেই।—রাজার নেই! সেই ধনের একমাত্র মালিক এখন তুমি! এক ছেলে—বিশ্বাস কি? তাই মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, তোমার বিবাহ দেব। আমি বংশধর নাতিকে দেখে মরব, নইলে মরে সুখ হবে না। তাই তোমাকে বিবাহ করতে হবে। যাও—আজই—এখনই। আর আমার ধৈর্য্য ধরছে না।

ঘো। এখনই?

ভাঁড়ু। কালবিলম্ব নয়। কিছু জলটল মুখে দিয়েছ?

ঘো। এই সবে মা স্নান করিয়ে দিয়েছে।

ভাঁড়ু। ব'স—তবে আর কি! স্নান করেছ—লোমকূপ দিয়ে সর্ব্বাঙ্গে জল ঢুকেছে - এখনি রওনা হও।

ঘো। তা হ'লে পথের খরচ কিছু দিন।

ভাঁড়ু। ও বাবা! তা কি দিতে পারি? তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, তোমার হাতে পয়সা দিয়ে তোমাকে আমি পথেই মেরে ফেলব? পথময় ডাকাত—হাতে একটি পয়সা থাকলে তারা তোমাকে খুন ক'রে ফেলবে। শুধু হাতে, ময়লা কাপড় প'রে ভিখিরীর মতন—বুঝেছ—এর অর্থ কি বুঝতে পেরেছ?

ঘো। বুঝেছি, তা হ'লে ডাকাত আর আমার কাছে আসবে না।

ভাঁড়ু। এই ঠিক বুঝেছ। তোমাকে কখন বাড়ীর বার হ'তে দিই নি। তুমি পথ-ঘাট কিছুই চেন না। সোজা রাস্তা আর মামা নামজাদা ব'লে, তাই তোমাকে পাঠাতে সাহস করছি। তবে কিছু খাওয়া চাই। নইলে চলতে পারবে কেন? আমি তার ব্যবস্থা আগে থাকতেই করেছি। এই দুক্রোশ আড়াই ক্রোশ তফাতে—বাড়ীর কাণাচে বল্লেই চলে—শত গ্রামে আমার এক আত্মীয় আছে। তার নাম বেণু সেন। সেইখানে গিয়ে বেণু সেনকে এই চিঠিখানি দেখাবে। যেমন দেখাবে, অমনি চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়। সে ব্যক্তি কাঁসারির কাজ করে! তোমার বিয়ে—সারা সহরে সামাজিক বিলুতে হবে—এই জন্য একে আমি বাসনের ফরমাস দিয়ে দিলুম। সেখানে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করতে হয় খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে, একেবারে জনপদ গ্রামে ধর্ম্মঘোষ মামার বাড়ীতে চ'লে যাবে। এই চিঠি নাও—নিয়ে ময়লা কাপড় প'রে খিড়কির পথ দিয়ে এখনই চ'লে যাও।

[ঘোষকের ভাঁড়ুর পদধূলি গ্রহণ ও প্রস্থান।

যাও বেটা, জন্মের শোধ চ'লে যাও। এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছি। মামা বেটা—যক্ষি বেটা—যতদিন আমার নাড়ু ছিল, ততদিন বেটার খোঁজ হ'ল না। আর যেই নাড়ু মরেছে, অমনি নাতির জন্য মমতা উথলে উঠেছে। নাতির বিয়ে দেবে—তাকে সম্পত্তি দেবে—দিয়ে কাশী যাবে। কতদিন আগে নাড়ুর জন্যে পাত্রী খুঁজতে বলেছিলুম। সে বেঁচে থাকতে সারা দেশের ভেতর থেকে একটা সুন্দরী মেয়ে মিলল না! আর এখন অপ্সরার খবর নিয়ে

এসেছেন! নাতির বিয়ে দেবেন—বিষয় দেবেন! বসে থাক বেটা যক্ষি পথ পানে চেয়ে! তোর কাশীর কয়ের মুখ আমি শিগগির হাঁ করিয়ে দিচ্ছি। কতবার বলেছিলুম, আমি যখন উত্তরাধিকারী, তখন তুমি বুড়ো হয়ে সম্পত্তির হিসেব রেখে মর কেন? আমার হাতে ভার দিয়ে নির্জ্জনে ব'সে শিবনাম কর। র'স বেটা, তোমাকে শুদ্ধ এবারে জব্দ করছি। যেমন ছোঁড়ার মরবার খবর আসবে, অমনি তোমাকে চেপে ধরব—বলব, আমার ছেলেকে, বিয়ে দেবার নাম ক'রে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। এখন ছোঁড়াটা ম'লে হয়। যে রকম হাত ফসকে যাচ্ছে, তাতেই মনটাতে ভয় হয়। তবে এবার বাপধনের বেঁচে ফিরে আস্‌বার কোনও উপায় নেই। না খেয়ে আট ক্রোশ রাস্তা চলতেই বেটার জিব বেরিয়ে যাবে। তখন পেটের জ্বালায় শতগ্রামে বেণু সেনের কাছে যেতেই হবে। বস্‌—বস্‌—হয়ে গেছে—হয়ে গেছে—এবারে হয়ে গেছে।

(মাগন্দীর প্রবেশ)

মা। হাঁ গো! ঘোষককে ময়লা কাপড় পরিয়ে কোথায় পাঠালে?

ভাঁড়ু। গেছে—বেরিয়ে গেছে?

মা। গেল বই কি। একখানা ময়লা কাপড় প'রে খিড়কির দোর দিয়ে ভিখিরীর মতন বেরিয়ে গেল।

ভাঁড়ু। বস্‌—বস্‌—বস্‌।

মা। আমি খেতে দিতে চাইলুম, খেলে না। বললে—বাবা নিষেধ করেছে, খাব না।

ভাঁড়ু। বস্‌—ঠিক হয়েছে।

মা। ছেলেটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে না কি?

ভাঁড়ু। ছেলেটা কি—ছোঁড়াটা বল—মড়াটা বল। ছেলে নাম তোমার নাড়ুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ হয়ে গেছে। তাড়িয়ে দেব কি? তাড়িয়ে দিলে যদি নিশ্চিন্ত হতুম, তা হ'লে কি ওই কোথাকার কে বেটাকে এতকাল ঘরে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতুম? মাগন্দি! বেটার হাতে ত্রিশূলের চিহ্ন ছিল, তাকি জানতুন। তাই এত চেষ্টা করেও বেটাকে মারতে পারি নি। এবারে বেটার ত্রিশূল আগে ছাই হয়ে যাবে। তার পর বেটা পট্‌ পট্‌ চোঁ চোঁ—চাঁই ফুঃ। ওই ছাই হয়ে উড়ে গেল। আজ সন্ধ্যে বেলায়, মাগন্দী, সূর্য্যও যেমন ডুববে, আর বেটার ছেলে ছাই হয়ে বেণু সেনের নাকের ভেতর ঢুকে যাবে।

মা। পুড়িয়ে মারবে?

ভাঁড়ু। পুড়িয়ে—ভেজে মারব।

মা। আর কেন?

ভাঁড়ু। আর কেন কি?

মা। আর মেরে ফল কি—ফিরিয়ে আন।

ভাঁড়ু। কি বললি?

মা। বলি, নাড়ু ত আর ফিরবে না। আর এ বয়সে আমাদের সন্তানও হচ্ছে না।

ভাঁড়ু। তাতে কি?

মা। আমরা ম'লে এক জন ত বিষয় ভোগ করবে।

ভাঁড়ু। হাঁ করবেই ত! তাতে কি?

মা। তোমার যে ভাগনে, সেটা মানুষ নয়। সেটা হতভাগা পাজী।

ভাঁড়ু। পাজীই ত—পাজী কেন, পাজীর পা ঝাড়া। তাতে কি?

মা। সেই ত আমার ছেলেকে নষ্ট করেছিল। জুয়োখেলা শিখিয়েছিল—মদ ধরিয়েছিল।

ভাঁড়ু। তোর মতলবটা কি বল্‌ দেখি? তুই কি বল্‌তে চাস?

মা। বেশ ত, তোমার ভাগ্‌নেকে যত ইচ্ছা সম্পত্তি দাও—আর ওকে কিছু দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও—মেরো না।

ভাঁড়ু। আরে ম'ল! এর মতিচ্ছন্ন হ'ল না কি?—এ বলে কি?

মা। ওগো! অনেক কাল ধ'রে সে আমাকে মা বলেছে, তোমাকে বাপ বলেছে। তাকে মেরো না।

ভাঁড়ু। ফের বললে, টুটী চেপে মেরে ফেলব।

মা। তা ফেল—তবু বলছি মেরো না।

ভাঁড়ু। তবে রে হারামজাদী। (টুটী ধরিয়া) পিশাচি! ছেলে মেরে ফেলে তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি এল!

মা। (হাত ছাড়াইয়া) তবে শোন্‌! আমি পিশাচীই বটে—তবে তোর মতন পিশাচের হাতে প'ড়েই আমি পিশাচী। পিশাচীতেও মমতা এল, কিন্তু নরাধম তোতে তা এল না! এল না;—আর আসবেও না। তবে তোর মনস্কামনা—শোন্‌ পিশাচ, আমি কায়মনোবাক্যে বলছি—তোর মনস্কামনা কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। ঘোষককে যম নিজে এলেও অকালে মারতে পারবে না।

ভাঁড়ু। পারবে না—পারবে না—পারবে না? (কেশ ধরিয়া ভূমিতে পাতন)

মা। কিছুতেই পারবে না।

ভাঁড়ু। (গলার নিকট পা তুলিয়া) এখনও চুপ কর, মাগন্দী!

মা। মেরে ফেল—আমাকে মেরে ফেল।

ভাঁড়ু। ফের বললেই মেরে ফেলব। কালী বেশ্যাকে এই জন্য মেরে ফেলতে গিয়েছিলুম। সে বেশ্যা ব'লেই মরে নি। তুই যদি না মরিস, তা হ'লে বুঝব তুইও বেশ্যা।

মা। মরবে না—মরবে না—মরবে না।

ভাঁড়ু। মরবে না! (গলদেশে পদপ্রহার)

মা। হাঃ—হাঃ—পিশাচের নিজের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে—মরবে না—মরবে না—মরবে না—

ভাঁড়ু। তবে তুমিই মর—তুমিই মর—তুমিই মর।

(গলদেশে পদপেষণ ও মাগন্দীর মৃত্যু)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ।

ঘোষক।

ঘো। শতগ্রাম কত দূর, বাবা কি জানে না? বাড়ীর কাছে শুনে, মুখে একবিন্দু জল না দিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলুম, সন্ধ্যে হয় হয়, এখনও শতগ্রামে পৌঁছুতে পারলুম না। ক্রমে পথ লোকশূন্য হয়ে আসছে, আর যে কাউকে শতগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করব, তারও উপায় ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। হাতে একটি কাণা কড়ি নেই,—একটা চাল মুখে দিয়েও যে পেটের জ্বালা নিবৃত্তি করব, সে ক্ষমতাও আমার নেই। চোক ক্রমে যেন অন্ধ হ'য়ে আসছে। গা ঝিম্ ঝিম্ করছে। আর বুঝি শতগ্রামে পৌঁছিতে পারলুম না। যতক্ষণ সামর্থ্য ছিল, ততক্ষণ বাবার আদেশ পালন করবার চেষ্টা করলুম। আর সামর্থ্য নেই। বাবা—বাবা! (উপবেশন) আমার মনে অভিমান জাগে কেন? যে সময় গৃহস্থ ঘরের কুকুরটাকে পর্য্যন্ত না খেতে দিয়ে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেয় না, সেই সময় তুমি আমাকে ঘর ছাড়তে হুকুম করেছ। মুখে একবিন্দু জল দিতে সময় দিলে না। অথচ যে শতগ্রামের দোহাই দিলে, সে শতগ্রাম কই? বাবা—বাবা! মনে আজ অভিমান জাগছে কেন? তোমাকে আজ আমার বাপ বলতে ইচ্ছা করছে না। মা বললে, আর এ বাড়ীতে ফিরো না—তোমার ব্যবহারে বোধ হচ্ছে, বাড়ীতে আমার আর ফিরতে হবে না। মনে হচ্ছে, তুমি আমার কেউ নও। শতগ্রাম কতদূর তুমি জান,—প্রাণ থাকতে আমি শতগ্রামে পৌঁছুতে পারব না তুমি জান। তাই, না খাইয়ে, খাবার সময়ে তুমি আমাকে ঘর থেকে বিদায় ক'রে দিয়েছ। বাপ হ'লে তুমি এ নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারতে না। আমি মরি—ভিখারী—অন্নাভাবে মরি—কে কোথায় দয়াময় আছ, আমাকে রক্ষা কর! —(শয়ন)

(উদয়নের প্রবেশ)

উদ। কই, কে কোথায় কাতরকণ্ঠে লোকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে? এই যে, কে তুমি? কি আশ্চর্য্য! এ সেই যুবক না—এ কি ভাই? তুমি এমন অবস্থায় এ পথের ধারে শুয়ে কেন?

ঘো। কে তুমি?

উদ। তোমার এক জন বন্ধুই মনে কর।

ঘো। শতগ্রাম এখান থেকে কতদূর বলতে পার?

উদ। আর বেশী দূর নেই। এক কোশের মধ্যে।

ঘো। বস্—তুমি বাঁচালে ভাই।

(উত্থানের চেষ্টা)

উদ। তুমিই কি সাহায্য চাইছিলে?

ঘো। ভুল করেছি।

উদ। কি ভুল করেছ।

ঘো। সাহায্য চাওয়া ভুল করেছি। বাপের স্নেহের উপর সন্দেহ করিছি।

উদ। দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি সারাদিন কিছু আহার কর নি।

ঘো। জল পর্য্যন্ত মুখে দিই নি। বাবা বলেছিল, শতগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ী আহার করতে। সেখানে আহার ক'রে আমি এক আত্মীয়ের বাড়ী যাব ব'লে বেরিয়েছিলুম। বাবা জানতো শতগ্রাম আমাদের বাড়ীর কাছে, তাই না খাইয়ে আমাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু সেই এক প্রহর বেলা থেকে বেরিয়ে অবিশ্রান্ত

পথ চ'লে আমি এখনও পর্য্যন্ত শতগ্রামে পৌঁছুতে পারলুম না! তাইতে বাবার স্নেহের উপর সন্দেহ হয়েছিল।

উদ। তুমি মনে করেছিলে, শতগ্রাম যে কতদূর, তা তোমার বাপ জানে।

ঘো। তাই মনে করেছিলুম।

উদ। সন্দেহ গেল কিসে?

ঘো। এই যে দিনের শেষে তোমাকে বন্ধু পেলুম।

উদ। না ভাই, সে নরাধম তোমার পিতা নয়। সে পথের মাঝে তোমাকে না খাইয়ে, তোমাকে মারবে ব'লে, শতগ্রাম কত দূর জেনেও তোমাকে অনাহারে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছে।

ঘো। না—না—ও কথা আর ব'ল না।

উদ। বেশ, তার স্নেহের উপর তোমার যদি এতই বিশ্বাস, তা হ'লে বলব না। তা হ'লে তুমি শতগ্রামে যাবে?

ঘো। যেতেই হবে। সেখানে বেণু সেনের হাতে আমাকে একখানা চিঠি দিতে হবে।

উদ। আমি যদি তোমার হয়ে দিয়ে আসি?

ঘো। নিষেধ নেই। তবে—তবে,—

উদ। বেশ, তোমাকে দিতে হ'লেও ত তোমাকে চলবার সামর্থ্য পেতে হবে?

ঘো। তা হবে।

উদ। তা হ'লে ভাই, আমাকে অনুমতি কর, আমি তোমার জন্য কিছু খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ ক'রে আনি।

ঘো। আন।

(উদয়নের প্রস্থান এবং মুচুকুন্দ ও
সহচরগণের প্রবেশ)

১ম সহ। দুয়ো মুচুকুন্দ—দুয়ো—

২য় সহ। বের'—শালা। পাঁচকড়ার মুরদ নেই, এখানে জুয়া খেলতে এসেছিস।

মুচু। মুরদ আছে কি না আছে, এখনি দেখাব রে শালা।

১ম সহ। পালিয়েই যদি গেলি, ত কখন দেখাবি রে শালা?

মুচু। কোন্ শালা বলে রে আমি পালিয়ে যাচ্ছি?

সকলে। দুয়ো মুচুকুন্দ—মাকুন্দ দুয়ো! দুয়ো বেঙ্কটের পোলা—দুয়ো ভাঁড়ুদত্তের ভাগনে—দুয়ো!

মুচু। তোরা যদি বাপের বেটা হ'স, তা হ'লে জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবি নি। আমি এখনি ক্রোর টাকা নিয়ে ফিরে আসছি।

১ম সহ। আসবি?

মুচু। আসব কি, এসেছি জেনে রাখ। তোদের গাঁ-সুদ্ধ এবারে বাজী জিতে নিয়ে যাব।

১ম সহ। দেখব, তুই কত বড় বাপের বেটা—দেখব।

মুচু। তোরা কত বড় বাপের বেটা, আমিও দেখ্ব।

সকলে। বেশ—বেশ। দেখা যাবে—দেখা যাবে। তা হ'লে মুচুকুন্দ দুয়ো নয়—মুচুকুন্দ সুয়ো।

[সহচরগণের প্রস্থান।

ঘো। মুচুকুন্দ?—আমাদের মুচুকুন্দ? কে ভাই তুমি?

মুচু। কে কথা কইলে?

ঘো। এই যে দেখ না ভাই।

মুচু। ঘোষক? তুমি? আর কি,—আর আমাকে পায় কে? ঘোষক—ঘোষক—ভাই! আমাকে রক্ষা কর। শালারা আমার সর্ব্বস্ব জুয়ায় জিতে নিয়েছে। আমি আর বাড়ীতে ফিরব না মনে করেছিলুম—মনে করেছিলুম, এ প্রাণ আর রাখব না।

ঘো। বল কি?

মুচু। এ রকম অপমান আমার জীবনে কখন হয় নি। ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন। ভাই! আমাকে রক্ষা কর।

ঘো। আমি কি ক'রে রক্ষা করব?

মুচু। তুমিই আমাকে রক্ষা করতে পারবে—আর কেউ পারবে না। তুমি কখনও কোন খেলাতে হার নি, এই জন্য আমরা তোমাকে নিয়ে কখনও খেলি নি। আজ তোমাকে খেলতে হবে!

ঘো। কেমন ক'রে খেলব? হাতে যে একটি কাণা কড়িও নেই।

মুচু। আমি দিচ্ছি। আমার হাতে আছে—তবে একটি মাত্র মোহর—শুধু পথখরচের জন্য রেখেছিলুম। এই নাও—এই দিয়ে শালাদের সর্ব্বস্ব জিতে নিতে হবে।

ঘো। কিন্তু ভাই, কিছু না খেলে আমি উঠতে পারব না। অনাহারে আমার চলবার পর্য্যন্ত শক্তি নেই।

মুচু। সে কি—সে কি? দাও ভাই আমার কাঁধে ভর দাও—আমি এখনই তোমাকে পেট ভরে খাইয়ে দিচ্ছি।

ঘো। একটি পথের বন্ধু যে আমার জন্য আগেই খাবার আনতে গেছে।

মুচু। দেরী সইছে না—ঘোষক দেরী সইছে না। শালারা আমার টাকা নিয়ে স'রে পড়লেই আর পাওয়া যাবে না। অগাধ টাকা হেরেছি—মায়ের সর্ব্বস্ব।

ঘো। বেশ, চল—তবে আর একটি যে কাজ আছে। শতগ্রামে বেণু সেনকে দেবার জন্য বাবা আমার হাতে এক চিঠি দিয়েছে—আজই দিতে হবে।

মুচু। আমি দিয়ে আসছি—দাও আমার হাতে—আমি এখনই দিয়ে আসছি।

ঘো। আমি জিতব তোমার বিশ্বাস?

মুচু। জিতেছ—জিতেছ—আমি দেখতে পাচ্ছি—আমার সব টাকা ফিরে এসেছে। নাও, চল ভাই চল—শালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দেব—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উদয়নের পুনঃ প্রবেশ)

উদ। যুবক আমাকে চিনতে পারে নি। এ সুবিধা ত্যাগ করব না। এবারে কৌশলে তাঁর পরিচয় জানতেই হবে। কে পাষণ্ড পিতৃনাম নিয়ে এই নিরীহ যুবকের উপর অত্যাচার করছে, এ আমাকে জানতেই হবে। কই হে বন্ধু, কোথায় তুমি? তাই ত কোথায় গেল—কোথায় গেল? কোথায় গেলে হে ভাই? যে চলতে একান্ত অসমর্থ, সে দেখতে দেখতে কোথায় মিলিয়ে গেল? দুরাত্মা নিশ্চয়ই তার পিছনে পিছনে লোক রেখেছে। এই দূরে এনে আজ তাকে মেরে ফেলবে। সময় সন্ধ্যা—অনাহারে যুবক চলচ্ছক্তি-হীন—বিদেশ—পথঘাট—চেনে না—পালিয়েও যে প্রাণ বাঁচাবে তার উপায় নেই! আমার আশ্রয় পেয়েও তাকে দুরাত্মার হাতে প্রাণ দিতে হ'ল! শতগ্রাম বেণু সেন—বাঁচাতে না পারলে আমাকে ধিক্!—আমার নামের কোন মূল্য নেই!—

(বলভদ্রের প্রবেশ)

বল। মহারাজ—কই মহারাজ?

উদ। কি সংবাদ মাতুল?

বল। মায়ের সংবাদ পেয়েছি।

উদ। বেঁচে আছে—অনুরাধা বেঁচে আছে?

বল। বেঁচে আছে। কিন্তু বাঁচার চেয়ে তার সিংহের উদরে যাওয়া ভাল ছিল।

উদ। মানে কি?

বল। এক কিরাত তাকে সিংহমুখ থেকে রক্ষা করেছে। রক্ষা ক'রে সে অনুরাধার দান-বিক্রয়ের অধিকারী—কিরাত তাকে বিক্রয় করবে। জনপদের শ্রেষ্ঠী রাজশ্রেষ্ঠীর পুত্রের জন্য অনুরাধাকে ক্রয় করতে কিরাত-ভবনে গমন করছে। যদি অবিলম্বে অর্থ দিয়ে রাজকুমারীর উদ্ধার করা না হয়, তা হ'লে রাজা উদয়নের ভগিনী বৈশ্যের ক্রীতদাসী হবে।

উদ। তাই ত! এ সংবাদ দিয়ে আমাকে যে বিষম সঙ্কটে ফেললেন!

বল। সঙ্কট কেন রাজা? রাজকুমারীকে উদ্ধার করতে কি আপনার ইচ্ছা নেই!

উদ। ইচ্ছা নেই? এখনি উদ্ধার করতে পারলে পরদণ্ডের বিলম্ব করি নি। ভগিনী ক্রীতদাসী হ'লে তার মৃত্যুর চেয়ে আমার যন্ত্রণার কারণ হবে। আপনি এখনই রাজধানীতে যান, গিয়ে রাজকোষ শূন্য করলেও যদি ভগিনীর উদ্ধার হয়, তাই করুন।

বল। এ কাজের জন্য আপনার আদেশের অপেক্ষা করতুম না। কিন্তু রাজধানী যাবার বিলম্ব সইবে না।

উদ। বলেন কি?

বল। যদি ভগিনীর উদ্ধার করতে চান, যদি বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করতে চান, তা হ'লে আর এক লহমাও দেরী করবেন না।

উদ। তাই ত এক দিকে না গেলে নরক, অন্য দিকে না গেলে মর্য্যাদানাশ—মাতুল! বলুন—শীঘ্র বলুন—কোন্ দিকে যাই?

বল। নরক কি?

উদ। নরক—নরক—আমার আশ্রিত যুবক আজ নরঘাতক দস্যুর হাতে পড়েছে। এতক্ষণ বুঝি তাকে মেরে ফেললে। আপনি যা পারেন তাই করুন—আমি পারলুম না—আমি পারলুম না।

[প্রস্থান।

বল। ব্যাপারখানা কি, কিছু বুঝতে পারলুম না! (উচ্চৈঃস্বরে) যদি আপনার সন্ধান করতে হয়, কোথায় করব—ব'লে যান—কোথায় সন্ধান করব?—যা—বিদ্যুদ্বেগে রাজা ছুটে গেল! তাই ত! এ বিষম ভার মাথায় নিয়ে আমি কি করি?

(কালীর প্রবেশ)

কালী। ওগো, তুমি কে গো? এই পথ দিয়ে একটি ছেলেকে চলতে দেখেছ?

বল। কেও—কালী?

কালী। বা—বা! রাও? তুমি এখানে? আমার ছেলে এই পথে এসেছে—তুমি দেখেছ?

বল। তোমারই ছেলে?

কালী। দেখেছ—দেখেছ—রাও?

বল। রাজা কি তাকেই রক্ষা করতে ছুটে গেলেন?

কালী। রাজা—রাজা? তা হ'লেই ঠিক হয়েছে। রাজা রক্ষা করতে ছুটেছে ঠিক জান?

বল। রাজা বললেন—আমার এক আশ্রিত যুবক নরঘাতক দস্যুর হাতে পড়েছে—আমি তাকে রক্ষা করতে চললুম।

কালী। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে।—পাপিষ্ঠ আমার ছেলেকে এক ময়লা কাপড় পরিয়ে দুপুর বেলায় এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত খেতে না দিয়ে, বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছে। দূরদেশে মরতে পাঠিয়ে দিয়েছে। না খেয়ে যদি না মরে, তবে ডাকাত দিয়ে তাকে মেরে ফেলবে।

বল। কে সে পাপিষ্ঠ, কালী?

কালী। এখন বলব না রাও—আগে রাজাকে ফিরতে অবসর দাও।

বল। রাজা এমন ব্যাকুল হয়ে ছুটেছেন যে, তাঁর যে কি বিষম বিপদ, তা তিনি ভাববার কথা দূরে থাক্ —ভাল ক'রে শোনবার পর্য্যন্ত অবকাশ পেলেন না।

কালী। রাজার আবার কি বিপদ?

বল। তুমিই ঘটিয়েছ—জান না?

কালী। আমি ঘটিয়েছি?

বল। তোমার কথাতেই তিনি রাজকুমারীর সন্ধানে বেরিয়েছেন।

কালী। সন্ধান পাও নি?

বল। পেয়েছি।

কালী। পেয়েছ—তবে আবার কি? ও দিকে আমার ছেলেকে আনতে রাজা ছুটল, এ দিকে রাজকুমারীকে পাওয়া গেল—তবে আবার কি?

বল। কিন্তু পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া ছিল ভাল। —এখন যদি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা না পাওয়া যায়, তা হ'লে রাজা উদয়নের ভগিনী তাঁরই এক চাকরের ক্রীতদাসী হবে।

কালী। এখনই?

বল। এখনই। রাজধানীতে ফিরে টাকা আনবার দেরী সইবে না।

কালী। দেখ দেখি রাও—এ কাগজখানা কি! আমি মেয়েমানুষ পড়তে জানি না। এতে দেখ ত কি লেখা আছে? (কাগজ প্রদান)

বল। (পড়িয়া) এ কি! এ যে রাজার পাঞ্জাসই হুণ্ডী—লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা! কালী—কালী!

কালী। আর কালী কালী কেন?—যাও—যাও দুর্গা-দুর্গা ব'লে চ'লে যাও।

বল। কালী—কালী! ফিরে এসে কৃতজ্ঞতা জানাব—কি করলি বুঝিয়ে দেব। [প্রস্থান।

কালী। যাও—যাও। নিয়তি। জাল গুটিয়ে আনছে—যেখানে যাকে নিয়ে কাহিনী, সব এক সঙ্গে জড় হ'ল! তবে আমার ছেলের প্রাণ রাজা রাখবে —না নিয়তি তুমি রাখবে? শেষকালে কে জয়পতাকা হাতে করবে,—রাজা, না তুমি? আমাকে দেখতে হ'ল—দেখতে হ'ল। প্রাণপণে মেরে ফেলবার চেষ্টা ক'রেও মমতাহীন বারাঙ্গনা যাকে মারতে পারে নি, আজ কে কোথায় যমকিঙ্কর আমার সেই ছেলেকে মারতে এসেছে,—যার হাত থেকে উদ্ধার করতে রাজার সাহায্যের প্রয়োজন হ'ল? আমাকে দেখতে হ'ল— দেখতে হ'ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম-প্রান্ত।

বেঙ্কট।

বে। নিঝুম—নিঝুম—নিঝুম! এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে! ভাঁড়ুদত্তের কণ্টক এত দিন পরে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমার মুচুকুন্দ একা—একা —একা নাড়ু গেছে, পুত্রশোকে বুড়ী মরেছে, ঘোষক পুড়ে ছাই! কি মজা—কি মজা! দেখতে দেখতে আমার মুচুকুন্দ অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক—পৃথিবীতে সবার বড় শ্রেষ্ঠী—কি মজা—কি মজা—কি মজা— মরেছে—এতক্ষণে নিশ্চয় মরেছে—তবু একবার নিজের চোখে না দেখলে মন স্থির হচ্ছে না!

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। এখনও ত ফিরল না! আর কতক্ষণ আমি তার জন্য অপেক্ষা করব? কতক্ষণ তার টাকা আগলে ব'সে থাকব? জনপদ গ্রামে যাবার সঙ্গী পেয়েছি, সে আর এক দণ্ড অপেক্ষা করতে পারবে না। আমি এ দেশের পথ-ঘাট কিছু চিনি না। যাবার এমন সুবিধা আর পাব না। তাই ত মুচুকুন্দ করলে কি? চিঠি দিয়ে চ'লে আসবে—তবে দেরী করছে কেন?

বে। কি রকমটা হ'ল? এ কি স্বপ্ন দেখছি নাকি? (চক্ষু মুছিয়া) না, স্বপ্ন ত নয়! সেই হতভাগাটাই ত বটে! আরে ম'ল! এ এখনও এখানে ঘুরছে? চিঠির মর্ম্ম জানতে পেরেছে না কি? না পথ চিনতে পারে নি ব'লে যায় নি?

ঘো। কিন্তু বুড়ো আমাকে দেখে অত কাঁদলে কেন? আমার মাথায় হাত দিলে, মুখে চুমো খেলে তাকে দেখে আমার প্রাণটাও কেমন উথলে উঠল।

বে। না—না—মুখ্‌খু—চিঠি পড়তে জানে না। কাউকে দিয়ে যে পড়াবে, সে বুদ্ধিও তার নেই। বোধ হয়, বেণু সেনের বাড়ী চিনতে পারে নি।

ঘো। আজ আমার কি আনন্দের দিন! সকালে সর্ব্বপ্রথম মায়ের মমতা পেলুম, আর এখন—জীবনের সর্ব্বপ্রথম এক অজানা বুড়োর কাছে এমন মমতা পেয়েছি যে, বাপের কাছেও ইহজন্মে তা পাই নি। তাই ত! এমনটা হ'ল কেন? এমন ভালবাসা সে আমাকে কেন বাসলে? জনপদ গ্রামে যাচ্ছিল—আমার কথা শুনে আমাকে দেখে দাঁড়াল। এখন আবার আমার টাকা আগলে ব'সে আছে! তাই ত! মিছামিছি তাকে আটকে রেখেছি! মুচুকুন্দ করলে কি, এখনও এল না?

বে। ঘোষক!

ঘো। কে—মামা?—ঠিক হয়েছে। মামা! শীগগির এস। মুচুকুন্দ জুয়াখেলায় হেরে গিয়েছিল। আমি সেই সমস্ত টাকা উদ্ধার করেছি। এস, শীগগির এসে নিয়ে যাও।

বে। মুচুকুন্দ! সে এখানে? সে এখানে? না—না—সে বাড়ীতে—বাড়ীতে—বাড়ীতে।

ঘো। না—বাড়ীতে না। তুমি জান না—সে এখানে পাশা খেলতে এসেছিল। পাশায় হেরে মনের দুঃখে সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। পথে আমার সঙ্গে দেখা।

বে। সে হতভাগা কোথায়?

ঘো। সে আমাকে খেলতে বসিয়ে আমার চিঠি নিয়ে—

বে। অ্যাঁ—

ঘো। শতগ্রামে—

বে। অ্যাঁ—

ঘো। বেণু সেনের বাড়ী—

বে। অ্যাঁ!—

ঘো। ও কি মামা—অ্যা-অ্যা করছ কেন? সে যাব আর আসব ব'লে চ'লে গেছে।

বে। ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে—

ঘো। ও কি মামা? কি হয়েছে—কি হয়েছে! বেণু সেনের বাড়ী গেছে—তাতে কি হয়েছে?

বে। ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে!—

[প্রস্থান।

ঘো। ও মামা! টাকা নিয়ে যাও—টাকা নিয়ে যাও।

(নেপথ্যে বে)। ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে—

(বেগে কালীর প্রবেশ ও ঘোষককে ধারণ)

কালী। থাক—থাক—কোথা যাও বাপ আমার?

ঘো। এ কি মা, তুমিও এখানে এসেছ? এ সব ব্যাপার কি মা?

কালী। বোঝবার সময় হ'লে আপনি বুঝবে। আর দাঁড়িও না—চ'লে এস। টাকার কিনারা আপনি হবে। এক বৃদ্ধ বিশ বৎসরের হারাণ ছেলে খুঁজে পেয়েছে। বিশ বৎসর আগে এক সদ্যোজাত শিশুকে ম'রে গেছে মনে ক'রে, সে পথের পাশে নিক্ষেপ করেছিল; নিয়তির খেলায়—পথের হাওয়া খেয়ে, সেই ছেলে বেঁচে উঠেছিল। বিশ বৎসর পরে সেই আবার পথেই কুড়িয়ে ছেলেকে পেয়েছে। আনন্দে বৃদ্ধ পাগলের মত হয়েছে। জনপদগ্রামে তার সেই ছেলের আজ বিয়ে। তোমার অপেক্ষায় সে সমস্ত আনন্দ আগলে ব'সে আছে। দেরী ক'রে তার পূর্ণ সুখে হন্তারক হয়ো না। চ'লে এস—চ'লে এস।

ঘো। এ ত বড় আশ্চর্য্যের কথা মা!

কালী। বড় আশ্চর্য্য—বড় আশ্চর্য্য! সেই ছেলের আজ বিয়ে। বৃদ্ধ সেই বিয়ে দেখতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। আমি আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে

সেই বিয়ে দেখতে যাব। সেখানে. গিয়ে দেখব, তার ছেলে, কি আমার ছেলে, কনেকে জয় ক'রে ঘরে নিয়ে আসে।—চ'লে এস—চ'লে এস!

তৃতীয় দৃশ্য

কারখানা।

বেণু সেন ও সহচরদ্বয়।

১ম স। কি হ'ল কর্ত্তা, দুপুরও যে যায় যায়! শীকার ভাগল না কি?

বেণু। ভাগবে কি রে শালা—ভাগবে কি? ভাঁড়ু দত্তের টাকা আমার ঘরে ঢুকেছে—যা কখন হবার নয়, তাই হয়েছে। ফস্‌কাবে বললেই হ'ল! আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আসছে—সুড় সুড় ক'রে আসছে। ধুনি জ্বালিয়ে রেখেছি। ধুনির আগুন মানুষের রক্তপান করবার জন্য জিব লকলক্ করছে। ঘুটঘুটে আঁধার দেখতে পাচ্ছিস্ না! তাই আস্তে আস্তে—ত্রস্তে ত্রস্তে—হামাগুড়ি দিয়ে ধুনির খোরাক আসছে।

(নেপথ্যে)। কে আছ?

ওই! ওই! (সকলের নীরবে আগ্রহ প্রদর্শন) তৈরী হয়ে ব'সে থাক্—চুপ, চুপ—হুঁসিয়ার! যেন নিশ্বাসের শব্দ না হয়।

১ম স। ওই—ওই—চ'লে আয় চ'লে আয়—চুপে চুপে—পা টিপে ওই—ওই!

(সকলের প্রস্থান,—মুচুকুন্দকে,
লইয়া বেণু সেনের প্রবেশ)

মুচু। এইবারে আমি যাই।

বেণু। যাবে—ঠিক যাবে। একটু—একটু—অপেক্ষা—(পত্র পাঠ) অপেক্ষা—অপেক্ষা।

মুচু। আর অপেক্ষা কেন, আমি দাঁড়াতে পারব না—আমার অনেক কাজ।

বেণু। একটু—একটু! হাঁ হাঁ! তুমি রাজ-শ্রেষ্ঠীর কে?

মুচু। (স্বগতঃ) বেটার কাছে খাট হ'তে যাব কেন? (প্রকাশ্যে) আমি তাঁর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

বেণু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—ঠিক হয়েছে!

মুচু। ও কি! অমন ক'রে হাসছ কেন?

বেণু। হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ—উত্তরাধিকারী—ঠিক হয়েছে—উত্তরাধিকারী।

মুচু। ও কি! আলো নিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে দাও!

বেণু। এই যে, লম্বা সোজা দেখিয়ে দিচ্ছি বাপধন! ব্যস্ত কেন? উত্তরাধিকারী—উত্তরাধিকারী!

মুচু। তবে দেরী করছ কেন—কি পথ দে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এলে—আলো না হ'লে আমি যে যেতেই পারব না। পথ দেখিয়ে দাও—পথ দেখিয়ে দাও!

বেণু। হুঃ-হুঃ-হুঃ-হুঃ!—এই যে তোমাকে একেবারে লম্বা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি! ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমি যে উত্তরাধিকারী! তোমারই অপেক্ষায় এই রাত দুপুর পর্য্যন্ত আমরা ব্যাকুল হয়ে ব'সে আছি।

মুচু। ও কি আলো নিবিয়ে দিলে কেন? পথ দেখিয়ে দাও,—পথ দেখিয়ে দাও—ওগো! আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। (পলায়নোদ্যোগ)

বেণু। হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ (মুচুকুন্দকে ধারণ) দাও—উত্তারাধিকারীকে পথ দেখিয়ে দাও।

মুচু। দোহাই ভুল হয়েছে—আমি নই—ভাঁড়ু দত্তের আমি কেউ নই—ছাড়—দোহাই ছাড়—

(সহচরদ্বয়ের প্রবেশ)

সকলে। হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ—(মুচুকুন্দকে ধারণ)

মুচু। মেরো না—মেরো না—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—পায়ে পড়ি—ছেড়ে দাও। মা—মা—বাবা—বাবা—আ-ওঁ-ওঁ-ওঁ।

[মুচুকুন্দকে হস্ত-পদ-মুখ-বদ্ধ করিয়া লইয়া প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্ত।

অগ্নিকটাহ।

বেণু। সোঁ—সোঁ—সোঁ—আর কেন! ভাঁড়ু দত্তের কণ্টক পুড়ে ছাই হ'ল। ধুনির ক্ষিধে মিটে গেল। এবারে তেষ্টা মিটিয়েছে। ঢাল্ জল। আর্ত্তনাদ থেকে যাক্, চিহ্ন ধুয়ে যাক্—ঢাল্ জল—ঢাল্ জল।

(বেঙ্কটের বেগে প্রবেশ)

বে। সেন—সেন! আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও।

বেণু। কি হয়েছে—কে তুমি? বন্ধু? গোল ক'র না—গোল ক'র না। তোমার কার্য্য শেষ করেছি।

বে। ভুল হয়েছে—ভুল হয়েছে—আমার ছেলে—আমার ছেলে—

বেণু। তোমার ছেলে—

বে। সে আসে নি—তার বদলে আমার ছেলে এসেছে। বাঁচাও সেন—আমাকে বাঁচাও।

বেণু। (হাস্য) আর কে বাঁচাবে বন্ধু? শুনছ না—গোঁ গোঁ—আগুনের শিখায় আবার আর্ত্তনাদ ভেসে উঠেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, কে বাঁচাবে? কে বাঁচাবে?

বে। মুচুকুন্দ—মুচুকুন্দ—বাপ্ আমার—

(মূর্চ্ছা)

বেণু। কি বুঝছ—কি বুঝছ! এখন যদি নিজেরা বাঁচতে চাও, তা হ'লে একেও মারো। দেরী ক'র না—এই বেলা—এই বেলা—

১ম স। তবে আর কেন রে ভাই!

সকল। ধরো-ধরো-ধরো—খুনির ক্ষিধে মেটে নি—ধরো-ধরো—

(বেঙ্কটকে ধরিয়া সকলের অগ্নিকটাহে নিক্ষেপের উদ্যোগ।—

সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে উদয়নের প্রবেশ এবং সকলকে ধৃত করণ ও বন্ধন)

উদ। (নেপথ্যাভিমুখে) চারিদিক থেকে ঘেরাও কর্। যেন এক বেটা পাষণ্ডও না পালাতে পারে। যদি আমার বন্ধু জীবিত থাকে, তবেই এদের রক্ষা—নইলে পাপের শাস্তিস্বরূপ এদের বংশ একেবারে নির্ম্মূল ক'রে দেব। বল্ নরপিশাচ! ও কাকে তোরা হত্যা করছিলি?

বেণু। এ ব্যক্তি কৌশাম্বীর এক জন শ্রেষ্ঠী।

উদ। একে মারছিলি কেন?

বেণু। ওর পুত্রকে আমরা পুড়িয়ে মেরেছি। ও মরা পুত্রের জন্য শোক করছিল, তাইতে ওকেও আমরা পুড়িয়ে মারছিলুম!

উদ। দে—এই কয় বেটাকেই আগুনে ফেলে দে।

(বেগে কালীর প্রবেশ)

কালী। ক্ষান্তি দাও—রাজা ক্ষান্তি দাও। আমার ছেলে বেঁচে আছে।

উদ। সত্য? সত্য? সত্য?

কালী। সত্য—রাজা সত্য? ছেলে বেঁচেছে। আমি তার বিবাহে তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

বেণু। রাজা! মহারাজ! আমরা যাকে মারব ব'লে আগুন জেলে বসেছিলুম, তাকে মারতে পারি নি। যে মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে, এ ব্যক্তিও আমাদের ষড়যন্ত্রের ভেতর লিপ্ত ছিল। কিন্তু ভুলক্রমে আমরা এরই ছেলেকে মেরে ফেলেছি।

কালী। ছেড়ে দাও, নিয়তির হুকুমে ওরা আপনারাই আপনাদের শাস্তি দিয়েছে। রাজা, আমার পুত্রের আশ্রয়দাতা মানুষ নয়—নিয়তি—নিয়তি—নিয়তি।

উদ। যা নরাধম—বেঁচে গেলি!—মা! বারংবার তুমি আমাকে পরাস্ত করলে। আমার সমস্ত দম্ভ চূর্ণ হ'ল। আমার শক্তি-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে আসছে—মাথা ঘুরছে! দুরাত্মাদের মুক্ত কর। এ পাপাত্মার মূর্চ্ছাভঙ্গ কর। জাগিয়ে দাও—সময়কে ফাঁকি দিতে ও যে মধুর মোহে ডুবে থাকবে, তা হবে না। জাগিয়ে দাও—জাগিয়ে দাও।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ।

ভাঁড়ুদত্ত।

ভাঁড়ু। এ কি হ'ল? বেঙ্কট করলে কি? সারারাত্রি জেগে ঘোষকের মৃত্যুসংবাদ প্রতীক্ষা করছি, কিন্তু কই? বেঙ্কট ত এখনও ফিরল না? সে কাজ নিষ্পত্তি করতে পারলে না নাকি? তা হ'লেই ত সর্ব্বনাশ! যে বেটার জন্য স্ত্রী পুত্রহত্যা করলে, আমি স্ত্রীহত্যা করলুম, সে বেটা বেঁচে রইল! না, না—তা হ'তেই পারে না। সে মরেছে—মরেছে—মরেছে।

(ভানুমতীর প্রবেশ)

এই যে—এই যে ভানু—ভানু খবর কি? বেঙ্কট এসেছে?

ভানু। দাদা!

ভাঁড়ু। কি কি—শীগ্‌গির বল্‌—দাদা ব'লে চুপ করলি কেন? বেঙ্কট এসেছে? আরে ম'ল! মুখ অমন ক'রে রইলি কেন? কাপড় দিচ্ছিস কেন? শীগগির বল্‌—বেঙ্কট এসেছে?

ভানু। এসেছে।

ভাঁড়ু। তার পর কি বল? বল্‌ শুধু এসেছে—না খবর নিয়ে এসেছে?

ভানু। সে ম'রে এসেছে—খবর আর কি দেবে দাদা!

ভাঁড়ু। তবু খবর দেবে—বল্‌ শীগগির বল্‌!

ভানু। দাদা! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার বাছা নেই।

(উপবেশন)

ভাঁড়ু। নেই কি রে? ওঠ—ওঠ—ব্যাপার কি আমাকে বুঝিয়ে বল্‌? মুচুকুন্দ নেই কি? সে কি কোথাও চ'লে গেছে?

ভানু। আমাকে জন্মের মতন কাঁদিয়ে চ'লে গেছে?

ভাঁড়ু। মারা গেছে?

ভানু। দাদা! মুচুকুন্দ বিহনে আমি কেমন ক'রে থাকব?

ভাঁড়ু। হুঁ! মারা গেছে। ভাঁড়ুদত্তের পুত্র গেল, স্ত্রী গেল, ভাগনে অবশিষ্ট ছিল,—সেও গেল। কি ক'রে—না থাক—এর পরে জিজ্ঞাসা করব। শোক করবার ঢের সময় আছে ভানু! এর পর ভাই-ভগিনীতে একত্র ব'সে যাদের যাদের হারিয়েছি,তাদের জন্য শোক করব। আর শোক—তাই বা কেন? কিসের শোক? আমার অগাধ সম্পত্তি ভোগ করতে অবশিষ্ট রইলি একমাত্র তুই। যার টাকা আছে, তার ছেলেপুলে সব আছে। তার আবার শোক কি? যার ভোগ আছে সে থাকবে, যার ফুরিয়েছে, সে চ'লে যাবে। এই যে আমি স্ত্রী-পুত্রবিয়োগে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। শোক আবার কি? মুচুকুন্দ ম'রে গেছে—যাক—টাকা হাতে পড়লে দুনিয়ার হাবরে মা ব'লে তোর কাছে ছুটে আসবে। একটা ছেলে মরেছে, তার বদলে হাজার ছেলে পাবি। হাজার পুষ্যিপুত্তুর দশহাজার বৎসর দু'হাতে খরচ করলেও তোর টাকা ফুরুতে পারবে না। নে বল্‌—সে ছোঁড়াটার কি হ'ল, শীগগির বল্‌?

ভানু। দাদা, তুমি কি নিষ্ঠুর!

ভাঁড়ু। তুইও নিষ্ঠুর হবি। আমার একশ ক্রোর মোহরের সম্পত্তি। সোনার পাহাড়, জহরের গাছ, গজমুক্তার লতা, চুণীর ফুল, হীরের ফল—ভানুমতি! আমার তালা-বন্ধকরা ঘরে চাঁদ-সূর্য্যি গড়াগড়ি খাচ্ছে।

ভানু। তোমার এত ঐশ্বর্য্য?

ভাঁড়ু। হাঁ। ওরে! আমার ঐশ্বর্য্য দেখলে কুবেরের ঈর্ষ্যা জেগে উঠবে। ধনীর আবার পুত্রকন্যা কে রে? তার মায়া-মমতার লোক নেই—ম'রে গেলে কারও শোক নেই। দুনিয়া ব'সে ব'সে তার মরণ ডাকছে। মরতে দেরী দেখলে ছেলে-পুলেতেই তাকে মেরে ফেলে। এই ঐশ্বর্য্যের যদি মালিক হ'তে চাস্‌—

ভানু। আমি এই ঐশ্বর্য্যের মালিক হব?

ভাঁড়ু। তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে ভানুবতী?

ভানু। ঘোষক যে রয়েছে দাদা!

ভাঁড়ু। চোপ! সে থাকবে কি?—তার জন্য আমার স্ত্রী গেছে, পুত্র গেছে, ভাগনে গেছে, সে বেঁচে থাকবে? সে মরেছে—মরেছে—মরেছে।

ভানু। দাদা? ঘোষক মরে নি।

ভাঁড়ু। চোপ!

ভানু। না দাদা, সে মরে নি। তাকে মারতে গিয়ে আমার মুচুকুন্দ—

ভাঁড়ু। চোপ্‌—চোপ্‌—চোপ্‌!

ভানু। ওগো কড়ায় পুড়ে মরেছে গো!

ভাঁড়ু। খুন করব—ফের বললে খুন করব।

ভানু। দোহাই দাদা, তুমি গুরুজন—তোমাকে মিথ্যা কথা কইনি।

ভাঁড়ু। (দন্তে দন্তপেষণ ও ভানুমতীকে লগুড় প্রহার) মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা।

ভানু। ওগো কে আছ—রক্ষা কর—রক্ষা কর।

(দাস-দাসীগণের প্রবেশ)

সকলে। কি কর প্রভু, কি কর?

ভাঁড়ু। হতভাগী, জুয়াচুরী করবার আর জায়গা পাও নি। বল্‌ মরেছে—বল্‌ মরেছে।

ভানু। তুমি মর—তুমি মর—তোমার টাকায় আমার শোক যেতো না,—তোমার মারে আমার শোকদুঃখ সব গেল। আমি মরেছি—এইবারে তুমি মর। তোমার সম্পত্তি ঘোষক এসে ভোগ করুক।

ভাঁড়ু। ঘোষক ভোগ করবে—ঘোষক ভোগ করবে ?—(পুনঃ প্রহার)

সকলে। কি কর—কি কর প্রভু! ম'রে গেল—ম'রে গেল।

ভানু। মারো—কত মারতে পারো মারো—ঘোষক ভোগ করবে—করবে কি—করেছে।

(ভাঁড়ুর পুনঃ প্রহারোদ্যোগ, সকলের ধারণ ও বেঙ্কটের প্রবেশ)

বে। কি—কি ব্যাপার কি! ওরে শালা, তুমি স্ত্রীকে মেরেছ, আবার ভগিনীকে মেরে ফেলছ!

ভাঁড়ু। জুয়াচোর! বাটপাড়! ঠকিয়ে নেবার আর জায়গা পাও নি।

বে। ভানুমতি!—ভানুমতি!

ভানু। ওগো, আমাকে ধর। আমাকে মেরে ফেলেছে,—মেরে ফেলেছে।

ভাঁড়ু। ফেলবে না—তোর এই চোর স্বামী বেণুসেনকে দেব' ব'লে, আমার কাছে দশ দশ হাজার মোহর নিয়ে গিয়েছে। বাটপাড়! টাকাগুলি লোপাট ক'রে, ছেলে মরেছে ব'লে দমবাজী দিতে আমার বোনকে পাঠিয়ে দিয়েছ। দে চোর, আমার টাকা ফিরিয়ে দে।

বে। তবে রে শালা খুনে, ডাকাত! তুমি স্ত্রীকে মেরে ফেলেছ, আবার ভগিনীকেও মেরে ফেললে! (ভাঁড়ুর পেটে পদাঘাত—পেটে হস্ত দিয়া, গভীর বেদনাব্যঞ্জক শব্দ করিয়া ভাঁড়ুদত্তের উপবেশন)

সকলে। ওগো কি হ'ল—কি হ'ল! কি করলে পিসে—কি করলে ?

বে। শালা, তোমার বুদ্ধিতে এক নির্দোষ ছেলের অনিষ্ট করতে গিয়ে, নিজের ছেলেকে হারিয়েছি! পুত্রশোকে অধীর হয়ে আমার স্ত্রী তোমার কাছে সান্ত্বনা পেতে এল—তুমি কি না তাকে মেরে ফেললে! পাজী, তোর টাকাতে লাথী মেরে, তোর মুখে লাথী মেরে এই আমি সম্পর্ক শেষ ক'রে চললুম।

[ভানুমতীকে লইয়া প্রস্থান।

ভাঁড়ু। দেওয়ানকে ডেকে দে—দেওয়ানকে ডেকে দে। উ আঁ—ডেকে দে—সব গেল—ডেকে দে।

(দেওয়ানের প্রবেশ)

দে। কি—ব্যাপার কি ? এ কি প্রভু! আপনি মাটীতে প'ড়ে কেন ? এ রকম করছেন কেন ?

ভাঁড়ু। মরছি—দেওয়ান মরছি—শীগ্‌গির তুমি রাজাকে খবর দাও। যাও—বিলম্ব ক'র না। আমি রাজার সুমুখে বিষয়ের ব্যবস্থা করব।

দে। না—না—ও কথা মুখেও আনবেন না!

ভাঁড়ু। যা বললুম শীগ্‌গির কর—আমি বেশিক্ষণ বাঁচব না—বিষয়ের—ব্যবস্থা—উঃ—যাও—আঃ—যাও।

[দেওয়ানের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

অট্টালিকার সম্মুখ।

কিরাত ও জনপদ শ্রেষ্ঠী।

শ্রেষ্ঠী। মেয়েকে দেখা, তবে ত দর।

কিরাত। আগে টাকা দিবি তবে বিটীকে দেখবি।

শ্রেষ্ঠী। তার পর তোর মেয়ে যদি পছন্দ না হয় ?

কিরাত। টাকা রেখে চ'লে যাবি।

শ্রেষ্ঠী। দশ দশ হাজার মোহর অমনি দিয়ে যাব ?

কিরাত। বুঝবি, বুঝে দিবি। না বুঝিস, দিবি কেন ?

শ্রেষ্ঠী। আরে ম'ল! এ ত বিষম বিপদে পড়লুম। বেশ, এক হাজার মোহর অগ্রিম নে। যদি পছন্দ না হয়, ওই এক হাজারই আমার যাবে।

কিরাত। দশ হাজার মোহরের এক পয়সা কম লিবো নি।

(মহীধরের প্রবেশ)

শ্রেষ্ঠী। ও মহীধর! এ যে বিষম বিপদ হে!

মহী। বিপদ্ কি, প্রভু!

শ্রেষ্ঠী। ও বলে, দশ হাজার মোহর আগে রাখ, তার পর মেয়ে দেখ।

মহী। বেশ ত রেখেই দেখুন না।

শ্রেষ্ঠী। পছন্দ না হ'লে টাকা ফেরত পাব না।

মহী। সে কি! এ রকম কথা ত কখন শুনি নি!

শ্রেষ্ঠী। এক হাজার দিতে চাচ্ছি বলছি, যদি পছন্দ না হয়, তা হ'লে ওই এক হাজার দিয়ে যাব। তাও অন্যায়, তবু আমি রাজি হচ্ছি। কিন্তু ও ত রাজি হচ্ছে না।

কিরাত। হামি বেশী বাৎ কইতে পারব না। দশ হাজার মোহর রাখবি, তবে বিটীকে দেখবি ; না পারিস বল—হামি বিটী লিয়ে চলিয়ে যাই।

মহী। এমন বোকা কে আছে ?

কিরাত। দেখেই লারে—কে আছেক, তা ত বোঝাই যাবেক বটে রে।

শ্রেষ্ঠী। কর্ত্তব্য কি মহীধর ?

মহী। না প্রভু, আমি এমন পণে আপনাকে কন্যা নিতে বলতে পারি না।

শ্রেষ্ঠী। না কিরাত,—আমি এরূপ পণে তোর বেটীকে নিতে পারব না।

কি। ওরে! বিটীকে লিয়ে ঘরকে চল্।

(প্রস্থানোদ্যত)

শ্রেষ্ঠী। তাই ত হে! যদিই মেয়েটা পরমাসুন্দরী হয়, তা হ'লে কি হবে ?

মহী। তা বটে! তা হ'লে বড়ই দুঃখের কথা।

শ্রে। অমন সোনার চাঁদ নাতি পেলুম, তাকে একটা মনোমত সওগাত দিয়েই যদি মুখ না দেখলুম, তা হ'লে কি হ'ল।

মহী। সেটা আপনি বুঝুন। দেশের মধ্যে রাষ্ট্র যে,—এমন সুন্দরী কন্যা কেউ কখন দেখে নি।

শ্রে। তা বটে। কিন্তু কেউ ত দেখে নি—সকলেই শুনেছে!

মহী। তা ঠিক। তবে কি না যে কথার প্রচার হয়, তার কতক না কতক সত্যি আছেই। বিশেষতঃ বুনো জাত প্রতারণা জানে না। তবে এ রকম পণ যে কেন করেছে, সেটা বুঝতে পারছি না।

শ্রে। ওরে কিরাত, শোন্।

কি। আবার কি বলছিস্ রে ?

শ্রে। বেশ, এক কাজ কর্। তোর বেটীকে মুড়ি সুড়ি দিয়ে এইখানে নিয়ে আয়। তাতে কি তোর আপত্তি আছে ?

কি। আচ্ছা, তুই যখন বলছিস্, তখন আনছি। ওরে বিটীকে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে নিয়ে আয় ত!

(বস্ত্রাবৃত অনুরাধাকে লইয়া কিরাত-কন্যাগণের প্রবেশ)

(গীত)

কোথা ছিলি—কোথা ছিলি এতকাল ভুলে!
এলে যদি কেন রাণী দেরী ক'রে এলে।
লতা থেকে তোলা ফুল বন থেকে লতা
জল থেকে কড়ি তোলা গাছ থেকে পাতা।
এই ত গহণা আছে আর কোথা পাব
তোমার সোনার অঙ্গ কি দিয়ে সজাব!
ভারা ভারা জল পোরা আছে নয়নে
এস রাণী ধুয়ে দিই রাঙ্গা চরণে।

শ্রে। কি বুঝছ ?

মহী। গঠন দেখে সুন্দরী ব'লেই ত বোধ হচ্ছে।

শ্রে। আমারও তাই বোধ হচ্ছে। মহীধর, গঠন অপূর্ব্ব। কিন্তু মুখ যদি ভাল না হয়, তা হ'লে গঠনের ত কোন মূল্য নেই।

মহী। সে কথা ঠিক—কিন্তু মুখও বোধ হয় গঠনের অনুরূপ ?

কি। দেখলি রে ?

শ্রে। হাঁ মা! মুখ না দেখাও, একটা আধটা কথা কইতেও কি দোষ আছে ?

অনু। কি বলছিস্ রে!

মহী। আরে মল! এ বেটী বেদেনী।

শ্রে। জুয়াচোর বেটা—লোক ঠকাবার জায়গা পাও নি! বেরো বেটা—বেরো।

(বলভদ্রের প্রবেশ)

বল। কই কিরাত, কোথায় তুমি ?

কি। কি রে! তুইও কি খেদাইতে এলি নাকি রে ?

বল। কি হয়েছে ?

কি। হবেক কি ? বিটী বেচ্‌তে আইছি—বিটীরে বেদিনী বইলে খেদাই দিইছে—বেদের বিটী কি রাজনন্দিনী হয় নাকি রে!

বল। আমি কিনব।

কি। না দেখে কিনবি ?

বল। না দেখেই কিনব।

কি। দশ হাজার মোহর দিবি ?

বল। দশ হাজারই দেব।

মহী। প্রভু! বুঝতে পারছেন ?

শ্রে। তাই ত! তা হ'লে সুন্দরীই বটে। আমরা দর কচ্ছি, মাঝখান থেকে তুমি এসে দর কর—কে তুমি হে ?

বল। তুমি কে ? হাঁ মা! আমি তোমাকে ক্রয় করলে কোন আপত্তি নেই!

অনু। ইঁহাকে না দেখে যে নিবে, আমি তার ঘরে দাসী হব। নইলে টাকা জলে ঢালবি।

বল। আমি না দেখেই তোমাকে গ্রহণ করব।

শ্রে। আমিও করব। কিরাত! আমি পোনর হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেব।

বল। আমি বিশ হাজার!

শ্রে। আমি পঞ্চাশ। এস কর্ত্তা, ক্ষমতা থাকে ডেকে নাও।

বল। তাই ত! এ যে রকম ভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে পেরে উঠব না দেখছি যে।

শ্রে। কি কর্ত্তা, থামলে কেন? কত পয়সার মালিক তুমি? ভাড়ুদত্তের মামার সঙ্গে টক্কর দিতে এসেছ?

বল। পঁচাত্তোর হাজার—

শ্রে। লাখ—

বল। পরাস্ত হলুম শ্রেষ্ঠী! আমার এই পর্য্যন্ত সম্বল—আর নেই। (উপবেশন)

শ্রে। যা কিরাত, এর সঙ্গে যা—টাকা নিয়ে আয়। দশ হাজার দিচ্ছিলুম না, মর্য্যাদা রাখতে তোকে লাখ দিলুম। নে, এইবারে মেয়ের মুখ দেখা।

অনু। হা অদৃষ্ট। সিংহমুখ থেকে বেঁচে আমি বৈশ্যের ক্রীতদাসী হলুম!

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। পিতামহ!

শ্রে। এস ভাই, তোমার জন্য এক কথায় আমি লাখ মোহর খরচ ক'রে ফেললুম। এখন অপ্সরীই হোক, কি বাঁদরই হোক—তোমার অদৃষ্ট।

ঘো। আমি ত পিতামহ! কনেকে নিজের চোখে না দেখে বিবাহ করব না।

শ্রে। সে কি! যদি পছন্দ না হয়, তা হ'লে কি আমার টাকা বরবাদ যাবে?

ঘো। তা কি করব? আমার প্রতিজ্ঞা।

শ্রে। ও কর্ত্তা, তা হ'লে তুমিই নাও।

(কালীর প্রবেশ)

কালী। না, না—কর্ত্তা আর নেবে না, তুমিই নাও।

(বেগে জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। জনপদ-শ্রেষ্ঠী কে?

শ্রে। কেন?

দূত। আপনি?

শ্রে। আমি।—কি দরকার?

দূত। আপনার ভাগিনেয় মৃত্যুমুখে—তিনি আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।

শ্রে। (পত্রপাঠ) তাই ত রে! এ কে রে! এ যে ভাঁড়ু দত্তের কেউ নয়? ও মহীধর! মহীধর!

মহী। কি-কি প্রভু?

শ্রে। কাকে নাতি ব'লে নিয়ে এলি রে!

মহী। নাতি নয় ত কি?

শ্রে। এই পত্র দেখ—কি সর্ব্বনাশ করেছিলুম। দে কিরাত, দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে আমাকে রেহাই দে।

কি। তা নিব নি! তোকে বিটী লিতেই হবে।

অনু। (অগ্রগমন) তা শুনব নি, তুই যখন কিনেছিস, তোকে লিতেই হবে।

সকলে। তোকে লিতেই হবে।

শ্রে। এই—এই—স'রে যা—স'রে যা।

মহী। থামো—থামো—আপনার ভাগিনেয় মৃত্যুকালে পাগল হয়েছে। আমাকে যত্ন ক'রে ছেলেকে দেখিয়েছে—যাতে না ভুলি, তাই যুবকের বাহুমূলের ত্রিশূল চিহ্ন দেখিয়েছে।

বল। ত্রিশূল চিহ্ন! ত্রিশূল চিহ্ন!—কই—কই—কোথায়?

মহী। এই-ই আমার ভাগিনেয়-পুত্র।

বল। না, না—আমার পুত্র!—ঘোষক—ঘোষক—তুমিই আমার হারানিধি!

অনু। আর তুমিই আমার স্বামী। হে দেবতা, একবার দেখে চরণে সর্ব্বস্ব বিকিয়েছি, এ দাসীকে চরণে আশ্রয় দাও।

শ্রে। এ সব ব্যাপার কি? কে তুমি বৃদ্ধ?

বল। চিনবে কি শ্রেষ্ঠী? বাল্যে দু'জনে সখা ছিলুম!

শ্রে। বলভদ্র রাও! এ কি—এ কি!—নে কিরাত, আর এক লক্ষ মুদ্রা উপহার নে। এ তোমারই পুত্র?

ঘো। আমি বুঝতে পারছি না—আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। হাঁ মা! এ সব কি সত্য?

কালী। সমস্ত সত্য। তুমি বৈশ্যপুত্র নও—

ক্ষত্রিয়। ইনিই তোমার পিতা। পরে সময়ান্তরে তোমাকে সমস্ত কাহিনী বলব।

বল। আর তুমি যাকে পেলে, আনন্দের সহিত আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করি, ইনি তোমারই মতন আমার স্নেহের পাত্রী রাজা উদয়নের একমাত্র ভগিনী অনুরাধা। এখন চল—পিতার অনুগমন কর।

শ্রে। কোথায় যাবে? আমার সম্বন্ধ-বন্ধন আরও দৃঢ় হ'ল। সখার পুত্র! এখন তোমাকে পুত্র ব'লে সম্বোধন করতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার।—আমার সর্ব্বস্ব তোমার।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ

পর্য্যঙ্কোপরি ভাঁড়ুদত্ত।

ভাঁড়ু। (মৃদু আর্ত্তনাদ) ছেলে মরেছে, স্ত্রী মরেছে, ভাগনে মরেছে, ভগিনীও বুঝি এতক্ষণ ম'ল—আমিও মরতে চলেছি! কেউ রইল না। আপনার বলতে কেউ রইল না। কেবল রইল—উঃ। যে আমার কেউ নয়—সে—সে—একমাত্র সে। আমার অগাধ সম্পত্তি নিতে ওই সে হাত বাড়াচ্ছে—ওই নিলে—ওই নিলে—রাখতে পারলুম না! না—না—রাখব,তোকে দেব না—দেব না—সরিয়ে নে,ডাকাত! হাত সরিয়ে নে—আমার ধনে তুই হাত দিতে পাবি নি। কে আছিস্—দুরাত্মার হাত সরিয়ে দে। কেউ নেই? এত ঐশ্বর্য্যের রাজা আমি, মৃত্যুকালে আমার শয্যাপার্শ্বে কেউ নেই? ওই—ওই—আবার হাত বাড়াচ্ছে!—কে আছিস্—হাত সরিয়ে দে—কে আছিস্?

(কালীর প্রবেশ)

কালী। কি বলছ—শেঠজী?

ভাঁড়ু। কে তুই?

কালী। চিনতে পারবে কি শেঠ?

ভাঁড়ু। স্বরে চিনেছি—কিন্তু—দেখে—

কালী। চিনতে পারবে না। দেহ থেকে তোমার দত্ত পাপান্নের রস বেরিয়ে গেছে। এখন আমি দেবতার মা হয়ে পাপমুক্ত হয়েছি। তুমি আর আমায় দেখে চিনতে পারবে না। কি বলতে চাচ্ছিলে?

ভাঁড়ু। কিছু বলতে চাই নি, তুই চ'লে যা!

কালী। কে আছিস ব'লে লোক ডাকছিলে—কেউ তোমার কাছে নেই দেখে এসেছি। হে ধনবান্! এখন দেখছি, তোমার মতন দুঃখী জগতে আর নেই। পথে প'ড়ে যে মরে, তার জন্যও দুঃখ করবার পথিক আছে, কিন্তু তোমার মরণকালে শোক করবার কেউ নেই! সকলেই দূরে দাঁড়িয়ে তোমার মরণ প্রতীক্ষা করছে। আর পয়সা নেবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে। অনেক দিন তোমার খেয়েছি, অকৃতজ্ঞ হ'তে পারলুম না ব'লে তোমার সেবা করতে এসেছি। সেবা নেবে কি?

ভাঁড়ু। না—না—তোর সেবা নেবো না। তুই চ'লে যা।

কালী। তা কি হয়? আমার মন বুঝবে কেন? আমি তোমার সেবা করব।

ভাঁড়ু। আমি তোর সেবা চাই না।

কালী। বেশ, তবে তোমার কাছে যা পেয়েছি, তোমাকে তা ফিরিয়ে দিয়ে যাই, তুমি নাও। তোমার সঙ্গে বিশ বৎসরের প্রেম-ব্যবসায়ের উপার্জ্জন—শেঠ আজ তোমাকে সব ফিরিয়ে দেব।

ভাঁড়ু। দেওয়ান আছে—তাকে হিসেব ক'রে দিগে যা।

কালী। ও বাবা! সে বেটা তোমারই দেওয়ান! আমি তাকে বোঝাতে পারব না, তুমি বুঝে নাও।

ভাঁড়ু। দোহাই কালী, আমাকে কথা কইয়ে মেরে ফেলিস্ নি।

কালী। সে কি শেঠ—বারাঙ্গনাই হই, আর যাই হই,তোমার আশ্রিতা ত বটে! তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিলে—ছেলেকে কাটতে গিয়েছিলে—

ভাঁড়ু। দোহাই রক্ষা কর্।

কালী। স্ত্রীর গলা টিপে মেরে ফেলেছ—ভগিনীকে লাঠি মেরে মৃত্যু-শয্যায় শুইয়েছ—আর একটু কথার আঘাতও সহ্য করতে পারবে না? এই নাও—যা যা আমাকে দিয়েছিলে—সব নাও।

ভাঁড়ু। ওরে মেরে ফেললে রে!

কালী। এই নাও, তোমার সাধের পচা হীরের আংটি—তোমারই হাতে আবার পরিয়ে দি।

ভাঁড়ু। দোহাই কালী, দোহাই—

কালী। দোহাই কি—যে পথে চলেছ, সে পথে আত্মীয়-বান্ধব যাবে, আর তোমার এই অগাধ ঐশ্বর্য্য সঙ্গে যাবে না—নিরালয় নিরাশ্রয়—এই পর—

ভাঁড়ু। আমাকে কালী—মেরে ফেলে—

কালী। (স্বগতঃ) আর নয়, এই উপযুক্ত সময় হয়েছে! কথা এড়িয়ে এসেছে—আর নয়। কালী তোমাকে মেরে ফেলে নি—তোমাকে বাঁচালে। অনেক কাল তোমার অন্ন খেয়েছি ব'লে, তোমাকে শেষদিনে রক্ষা করতে এসেছি। নরাধম শেঠ! ঘোষককে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবে ব'লে, তুমি রাজাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনছ। বিষয় দেবে না বলবার জন্য তুমি মরা দেহে জোর ক'রে প্রাণকে ধ'রে রেখেছ, তাই আমি তোমার অর্দ্ধেক কথা পেট থেকে বার ক'রে দিয়ে চ'লে গেলুম। রাজার কাছে তোমার কথা শেষ হ'তে না হ'তে তোমার শেষ আগে হয়ে যাবে। নরাধম! এখন বুঝতে পারবি নি—দেবতার হাতে তোর মতন পিশাচের সম্পত্তি দিয়ে তোর যে কি মঙ্গল-সাধন করলুম, তা এখন বুঝতে পারবি নি—মৃত্যুর পরে বুঝবি—যমদূতে যখন দণ্ড নিয়ে পীড়ন করতে আসবে, যখন সে জগতের কোনও স্থানে তুই সাহায্য পাবি নি—তখন বুঝবি—ঘোষকের দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, বিশ্বাস—তারা বাহু হয়ে তোকে বেষ্টন ক'রে রেখেছে। যা—আমার বক্তব্য ব'লে চললুম—এইবারে তোর যা কর্ত্তব্য তাই কর্।

[প্রস্থান।

ভাঁড়ু। উ—আঁ!—রাজা—রাজা—ওরে কে আছিস্, রাজাকে ডেকে দে—আমি মরি—মরি—বেটী আমায় বকিয়ে বকিয়ে মেরে গেল। মরি—মরি—উঃ—যাই—যাই—

(উদয়ন, দেওয়ান, দাসদাসীগণ ও
প্রতিবাসীগণের প্রবেশ)

উদ। রাজশ্রেষ্ঠি! আমি এসেছি।

ভাঁড়ু। (হাত তুলিয়া প্রণামকরণ) আসন—আসন

(দেওয়ান কর্ত্তৃক রাজাকে আসন দান)

উদ। আসনের জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। হঠাৎ তোমার কি ব্যাধি হ'ল রাজশ্রেষ্ঠী?

ভাঁড়ু। বলছি পরে—পরে। আমি বেশী কথা কইতে পারব না। আপনার সম্মুখে আমি সমস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থা করব।

উদ। বেশ বল—শুধু আমি নই—প্রতিবাসী বিজ্ঞ বান্ধবেরাও এখানে উপস্থিত। ভবিষ্যতে যাতে কোন গোলযোগ না হয়, এই জন্য আমি এদের সঙ্গে ক'রে এনেছি।

ভাঁড়ু। উঃ—ভালই করেছেন।

উদ। কেবলমাত্র তোমার পুত্র এখানে উপস্থিত নেই।

ভাঁড়ু। রাজা আমার একমাত্র পুত্র—সে ম'রে গেছে।

উদ। ঘোষক ম'রে গেছে?

ভাঁড়ু। ঘোষক আমার পুত্র নয়।

উদ। তোমরা সব শুনলে—ঘোষক রাজশ্রেষ্ঠীর পুত্র নয়।

সকলে। শুনলুম মহারাজ।

উদ। তা হ'লে ঘোষক তোমার কে?

ভাঁড়ু। কেউ নয়।

উদ। সত্য বল রাজশ্রেষ্ঠী! তোমার বান্ধবেরা জানে সে তোমার পুত্র।

সকলে। আমরা ত তাই জানতুম মহারাজ! আমরা এ কথা এখন শুনে বিস্মিত হচ্ছি।

ভাঁড়ু। আমি তাকে—পথ থেকে—কুড়িয়ে—মানুষ করেছি।

উদ। তা হ'লে সে তোমার পালনপুত্র?

ভাঁড়ু। উ—আঁ।

উদ। উ—আঁ রাখ, আমার কথার উত্তর দাও।

ভাঁড়ু। পুত্র নয়—

উদ। পালনপুত্র?

ভাঁড়ু। উ—আঁ।

উদ। তোমার মৃত্যু সন্নিকট—শীগগির বল। না ব'লে মরলে—আমি ঘোষককে সমস্ত সম্পত্তি দান করব।

ভাঁড়ু। নয়।

উদ। পালনপুত্রও নয়?

ভাঁড়ু। কিছু নয়।

উদ। কিন্তু তুমি আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলের কাছে বলেছ, সে তোমার পুত্র। কেমন, তোমরা কি জানতে?

প্র। আমরা জানতুম পুত্র।

উদ। তোমরা কি জানতে?

দাসদাসীগণ। আমরাও জানতুম পুত্র।

উদ। শুনছ রাজশ্রেষ্ঠী?

ভাঁড়ু। উ—আঁ! আমি অত কথা কইতে পারব না!

উদ। যদি পুত্র নয়—কিছু নয়, তবে তুমি তাকে ঘরে রেখেছিলে কেন?

ভাঁড়ু। দয়া—দয়া।

উদ। তুমি কি তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছ?

ভাঁড়ু। কেবল—কেবল।

উদ। তোমরা কি বল?

দাসদাসীগণ। এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কখন দেখি নি।

উদ। শুনছ?

ভাঁড়ু। উঁ—আঁ!—ওরা চোর—চোর।

উদ। তোমার প্রতিবাসীরাও বলছে।

ভাঁড়ু। ডাকাত—ডাকাত।

উদ। কালী বলেছে!

ভাঁড়ু। ডা'ন—ডা'ন।

উদ। আমি বলছি।

ভাঁড়ু। আঁ—ইঁ—উঁ—ওঁ!

উদ। শোন শ্রেষ্ঠী, আমি তোমার নিষ্ঠুরাচরণের সাক্ষী। সাধারণ্যে বিচার ক'রে, তোমাকে শূলে দেব মনে করেছিলুম। ঘোষককে নাশ করবার জন্য তুমি নানা উপায় অবলম্বন করেছ। তাকে মারতে পুত্রকে মেরেছ, তার জন্য স্ত্রীকে মেরেছ, ভাগিনেয়কে, ভগিনীকে—সমস্তকে মেরেছ—নিজের কুল নির্ম্মূল করেছ। আমার কুলে কলঙ্ক দেবার চেষ্টা করেছ—ঘোষককে আমার অন্তঃপুরের বাগানে প্রবেশ করিয়েছ—তোমারই জন্য আমি ভগিনীকে নির্ব্বাসিত করেছি—প্রজার বিরাগভাজন হয়েছি। তোমাকে আমি শূলে দিতুম—কিন্তু তোমার সৌভাগ্য তুমি মৃত্যুমুখে। আমি তোমাকে ক্ষমা করলুম। ঘোষক তোমার পুত্র নয়—যাঁর পুত্র, তিনি তোমার সম্মুখে এই উপস্থিত হয়েছেন। (বলভদ্রের প্রবেশ) ইনি রাণীর মাতুল।

ভাঁড়ু। আঁ—ইঁ—

বল। শ্রেষ্ঠি! বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার পত্নী এক পুত্র প্রসব ক'রেই দেহত্যাগ করেছিলেন। পুত্রও মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আমি তাকে এক সাধুর আদেশে পথে নিক্ষেপ করেছিলুম। শ্রেষ্ঠি! তুমি তাকে কুড়িয়ে তার জীবন দান করেছ, পুত্রস্নেহে পালন করেছ। তোমারই কৃপায় বিশ বৎসর পরে আমি বংশধর পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছি। তুমি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর!

উদ। আরও শোন। তোমার ইচ্ছা মত সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে আমি তোমাকে অনুমতি দিলুম। জানি—তুমি ঘোষককে বঞ্চিত করবার জন্যই আমাকে আনিয়েছ, তবু তোমাকে সানন্দে অনুমতি দিলুম।

ভাঁড়ু। উ—ওঁ—দেওয়ান।

সকলে। ধন্য মহারাজ! আপনার করুণা।

উদ। আমি দেখব এবং এই সমস্ত সাধুদের দেখাব, যাকে তুমি একদিনের শিশু থেকে মারবার নানা চেষ্টা ক'রে আজও পর্য্যন্ত মারতে পার নি, অদৃষ্ট তোমার বিষয় নেবার জন্য, যাকে তোমাকে দিয়েই আনিয়েছে, তাকে তুমি কেমন ক'রে বিষয় থেকে বঞ্চিত কর।

ভাঁড়ু। দেওয়ান! হিসেব—

দেও। ভূমি সম্পত্তি আদিতে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা—নগদ চল্লিশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা।

সকলে। ওরে বাবা! এ কি লোকে শুনলে বিশ্বাস করবে?

উদ। এখনও করবে। তবে মহারাজ চক্রবর্ত্তী অশোক চ'লে গেছেন—মগধ শ্রীহীন হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও দিন সংক্ষেপ হয়ে আসছে। আমি ভাগ্যবান, আমার রাজ্যে এখনও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীর বাস। এর পরে এ দেশের লোক এক উপাখ্যান মনে করবে। মন্ত্রের কথা ব'লে হেসে উড়িয়ে দেবে। নাও শ্রেষ্ঠী, এ সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করবে বল?

ভাঁড়ু। এ ছাড়া—মণি-রত্ন—আমার গুপ্তঘরে আরও—জল—জল—

উদ। জল দাও—

ভাঁড়ু। আরও বিশ-কোটি।

সকলে। ওরে বাবা! আরও! এ কি প্রলাপ বকছে না কি?

ভাঁড়ু। এই সমস্ত সম্পত্তি—আমি—জল (মুখে জলদান) ঘোষককে—উ—জল (দীর্ঘ আর্ত্তনাদ)—

উদ। ঘোষককে কি বল—

ভাঁড়ু। জল—জল—গলা চেপে ধরেছে—জল—জল—

উদ। বল—বল শীগগির—

ভাঁড়ু। ঘোষককে—দে—বো—উ—ও—

(মৃত্যু)

উদ। তোমরা সকলে কি শুনলে?

সকলে। দেবো পর্য্যন্ত শুনিছি মহারাজ!

উদ। সকলে?

সকলে। দেবো শুনিছি মহারাজ!

১ম প্র। না দেবার একান্ত ইচ্ছা থাকতেও নিয়তি 'না' বলতে দিলে না।

উদ। এ কথা আমি সাধারণ্যে প্রচার করতে পারি?

সকলে। প্রচার করুন মহারাজ, প্রচার করুন।

(নেপথ্যে বাদ্য)

উদ। তা হ'লে এস—এ মৃত্যুগৃহে আর উৎসব নয়। দ্বার বন্ধ কর (দ্বার বন্ধ করণ)।—ধর্ম্মতঃ কার্য্যতঃ আমি এখন ঘোষকের অভিভাবক। দেওয়ান! রাজশ্রেষ্ঠীর অবস্থানুরূপ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যবস্থা কর। তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।

সপ্তম দৃশ্য

সুসজ্জিত উদ্যান।

(অনুরাধাকে লইয়া শ্যামাবতী ও ঘোষককে লইয়া উদয়নের প্রবেশ)

উদ। ভগিনি! বহু অপরাধ করেছি।

অনু। করুণাময় আর্য্য! আপনার কৃপাতেই আমি দেবতার আশ্রয় পেয়েছি।

শ্যামা। আপনি স্নেহবশে কর্ত্তব্যের ত্রুটি করলে, প্রজা আজ এত সুখী হ'ত না। চারিদিকে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মরাজ ব'লে আপনার যশোগান করছে।

উদ। ঘোষক! তুমি রাজশ্রেষ্ঠীর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী।

শ্যামা। উৎসব—উৎসব—এস সকলে মিলে উৎসব করি।

(পটপরিবর্ত্তন)

উজ্জলদৃশ্য।

বন্দিনীগণ।

গীত।

উৎসব উৎসব, মাতল নাগরী সব,
পথে পথে বাজে বেণু।
উৎসব উৎসব, কুঞ্জে পিকরব,
ফুলে ফুলে ঝরে রেণু॥
উৎসব উৎসব, ঋতুরাজ গৌরব,
পূর্ণশশী নিশি ভালে।
উৎসব উৎসব, দম্পতি বান্ধব,
মাতল মলয় তমালে॥
তুলে নে তুলে নে, হিয়া হিয়া বাঁধনে,
ফুল্ল ফুল্ল ফুলহারে।
উৎসব উৎসব, রতিরণে মনোভব,
এখনি চলিবে অভিসারে॥

যবনিকা পতন।

বৃন্দাবন-বিলাস

(গীতি-নাট্য)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উৎসর্গ

যাঁহাদের চির-মধুর পদাবলী এই গীতিনাট্যের মেরুদণ্ড,
যাঁহাদের আরাধ্য ধন ইহার প্রাণ,
সেই মহাজনদিগের
পদপ্রান্তে
ইহা ভক্তিসহকারে
রক্ষিত হইল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামতারণ সান্যাল ও প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মোহিতলাল গোস্বামী মহোদয়দ্বয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থসন্নিবিষ্ট গীতগুলিতে সুর-সংযোগ করিয়াছেন।

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ, নারদ, নন্দ, আয়ান, সুবল, বলরাম, রাখালবালকগণ ও টহলদারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

শ্রীরাধিকা, যশোদা, জটিলা, কুটিলা, বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা, সখীগণ ও প্রতিবেশিনীগণ ইত্যাদি।

বৃন্দাবন-বিলাস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নারদ।

(গীত)

আরে সে মোহন যমুনার কুল,
আরে সে কেলিকদম্ব-মূল, আরে সে ফুটল বিবিধ ফুল,
আরে সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা-ভ্রমরী করত রাব পিক কুহু কুহু করত গাব,
সঙ্গিনী-রঙ্গিনী মধুর বোলনী
বিবিধ রাগ-গায়নী ॥
বয়সে কিশোর মোহন ঠাম, নিরখি মূরছি পড়ত কাম,
সজল-জলদ শ্যাম ধাম,
পিঙল বসন দামিনী।
ধবল শ্যামল কালিম গোরী বিবিধ বসন বনি কিশোরী,
নাচত গায়ত রস বিভোরি,
সবহুঁ বরজ-কামিনী ॥

নারদ। কই, কোথায় তুমি প্রেমময়? পীতধড়া মোহনচূড়া, হাতে মুরলী নিয়ে তুমি যে মধুর বৃন্দাবনের বনে বনে বিচরণ করতে এসেছ! কই, কোথায় তুমি? জগতে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, ভাগ্যবান্ মানবের ঘরে ঘরে প্রেমভাব প্রকাশের জন্য তুমি যে বালকমূর্ত্তিতে গোকুলে বিহার করছ, লীলাময়! তা হ'লে কোথায় তুমি? এত অনুসন্ধান করছি, তথাপি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কি অপরাধে দেখ্‌তে পাচ্ছি না? বৃন্দাবন! রাধারমণ-পদরজ-স্পর্শে মর্ত্ত্যের বৈকুণ্ঠধাম বৃন্দাবন! কোকিল-কুহরিত, কেলিকদম্ব-শোভিত, আবেগময়ী গোপাঙ্গনার অঙ্গতাড়িত হিল্লোলে আবেগময়ী যমুনার তরঙ্গবিলসিত বৃন্দাবন! তুমি কত দূরে?

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। ঠাকুর, প্রণাম হই।

নারদ। এই যে—এই যে বৃন্দা! আমি তোমাকেই অনুসন্ধান কর্‌ছিলুম!

বৃন্দা। দাসীর ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন কেন হ'ল, জান্‌তে পারি কি?

নারদ। অবশ্য জান্‌বে। তোমাকে জানাবার জন্যই এসেছি। শুধু তোমার ভাগ্য নয় বৃন্দারাণি! এতে আমার ভাগ্যও বিজড়িত আছে। আমি জগতের সমস্ত তীর্থ দর্শন কর্‌বার সঙ্কল্প ক'রে ভ্রমণে বহির্গত হয়েছিলুম। কিন্তু দুঃখের কথা বলব কি বৃন্দারাণি, বুঝি আমাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হ'তে হ'ল।

বৃন্দা। এ যে নূতন কথা শুনলুম ঠাকুর!—আপনাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হ'তে হ'ল?

নারদ। আর নূতন কথা! মিথ্যা নয় বৃন্দা। সব তীর্থ দেখে এলুম, কেবল একটি তীর্থ দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বৃন্দা। সে তীর্থ কি এত দূরে?

নারদ। দূরে কি নিকটে, সম্মুখে কি অন্তরালে, তা ত কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। যতই অগ্রসর হচ্ছি, ততই বোধ হচ্ছে, যেন আর একটু হ'লেই পাই। চলতেও ছাড়ছি না, কিন্তু পেয়েও পাচ্ছি না।

বৃন্দা। এই ব্রজধামে এসেও আপনার তীর্থভ্রমণ শেষ হ'ল না?

নারদ। প্রথমে মনে করলুম, বুঝি শেষ হ'ল। কিন্তু প্রবেশ ক'রে আকাজ্ঞা মিট্‌ল না। মনটা বল্‌ছে আরও যেন একটু এগুতে হবে। কিন্তু সে একটু যে কোন্ দিকে তা ঠাওর করতে পার্‌ছি না। তাই তোমার অনুসন্ধান কর্‌ছিলুম।

বৃন্দা। আমি পথ ব'লে দেব, তবে আপনি যাবেন?

নারদ। নিরুপায়—করি কি? বুড়ো—ভীমরতি হয়েছি। চক্ষেও বড় ঠাওর হয় না। তার ওপর একটু জ্ঞানাভিমান কেমন ক'রে যে চক্ষের উপর একটু কালিমা মাখিয়ে দিয়েছে যে, স্পষ্ট দেখ্‌তে গেলেও ঝাপ সা ঠেকে। আর জানই ত চাল্‌শে ধরা চোক—

দূর থেকে বরং একটু নজর হয়, কিন্তু কাছে এসে হাতড়াতে হয়, অক্ষর ঠাওর হয় না।

বৃন্দা। বেশ, তা হ'লে খানিকটে এই দিকে যান। ব্রজদুলালের ঘর দেখ্‌তে পাবেন।

নারদ। না বৃন্দা, ও দিকে আমার সুবিধা হবে না। ও ননীচুরী ভাঁড়-ভাঙ্গাভাঙ্গি আমি দেখ্‌তে চাই না।

বৃন্দা। বেশ, তবে এ দিকে।

নারদ। এ দিকে কি?

বৃন্দা। কেন, গোচারণের মাঠ।

নারদ। বাপ! ও দিকে কি ভদ্রলোকে যায়! হুঁদে রাখালে ছোঁড়ারা, আর যত গোকুলের ষাঁড়। শেষকালটায় কি অপঘাতে মরব?

বৃন্দা। বেশ, তা হ'লে গোবর্দ্ধন দেখে আসুন।

নারদ। না বৃন্দা, সে দিকেও নয়। গোবর্দ্ধন গিরির এখন গোড়া আল্‌গা। যে দিন থেকে তোমার ব্রজদুলাল গোবর্দ্ধন ধারণ করেছেন, সেই দিন থেকেই গিরিবর টলমল করছেন। কাছে গেলেই চাপা পড়ব।

বৃন্দা। তবেই ত গোল বাধালেন ঠাকুর। আপনার বাদবাকী তীর্থটি পাই কোথা?

নারদ। দেখ বৃন্দারাণি খুঁজে দেখ!

বৃন্দা। ভাল, যমুনা-তীর।

নারদ। যমুনা ত তোমার এখন একটানা। যমুনায় পা ফস্‌কে প'ড়ে শেষকালে কি আঘাটায় গিয়ে মরব?

বৃন্দা। ভাল, যমুনা যদি উজান বয়?

নারদ। তা হ'লে এখনি গিয়ে সেই যমুনায় ঝাঁপ দিই। দেখাও বৃন্দা, সেই তটভূমি—সেই তমালতালী-বনরাজি-শোভিত অরণ্য। যে অরণ্যের প্রান্তবাহিনী যমুনা থেকে থেকে আনন্দ-হিল্লোলে উর্দ্ধমুখে ছুটে আসে, সেই তীর্থটি দেখিয়ে আমার তীর্থভ্রমণ সফল কর। বৃন্দারাণি আমায় বৃন্দাবন দেখাও।—

"যেই বৃন্দাবনে সকলি নূতন সকলি আনন্দময়।
যেই বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে মিলিত হইয়া রয়॥
যেই বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে তরুলতা চারিপাশে।
যেই বৃন্দাবনে কিশোর কিশোরী শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে॥
যেই বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায়।
যেই বৃন্দাবনে বিকচ কমল ভ্রমরা পশিছে তায়॥
বৃন্দারাণি! আমাকে সেই বৃন্দাবন দেখাও।

বৃন্দা। তবে ত গোল বাধালেন ঠাকুর। সে বনের পথে এখন বড়ই কাঁটা।

নারদ। সে কি?

বৃন্দা। শ্রীমতী যে এখন পরহস্তগত। আপনার ব্রজদুলালের হাতছাড়া। দুঃখে মা নন্দরাণীর কাছে তিনি নাড়ুগোপাল হয়ে আছেন। আর মনের দুঃখে ব্রজগোপীদের ঘরে ঢুকে ভাঁড় ভাঙ্গছেন, আর ননী চুরী কর্‌ছেন। সে তীর্থদর্শন বড়ই কঠিন কথা। অম্লরস চান ত ভাঙ্গা দধিভাণ্ডের অন্বেষণ করুন। কটুরস চান ত গোচারণের মাঠে যান। রাখাল-বালকেরা পাঁচন-বাড়ীর সাহায্যে আপনাকে পিট ভ'রে খাইয়ে দেবে। মধুররস—সেটি আর হ'চ্ছে না। সে গুড়ে বালি। রসের কুম্ভটি আয়ান ঘোষ দখল ক'রে বসেছেন। ও দিক পানে চাইলে আয়ানের লাঠী।

নারদ। বটে!

বৃন্দা। হাঁ প্রভু! কিশোরী এখন মাধবের স্বকীয়া কিশোরী নেই। রাধারাণী এখন পরকীয়া। সংসারের পাকে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

নারদ। তাতে আর কি হয়েছে? বৃন্দা, তুমি রাধামাধবের মিলন-সংঘটন কর। সংসারে নব-বৃন্দাবনের সৃষ্টি কর।

বৃন্দা। আপনি ত বল্লেন ঠাকুর, কিন্তু ব্যাপার কি সহজ?

নারদ। শক্তটা যে কি, তা ত আমি বুঝতে পার্‌ছি না।

বৃন্দা। শক্ত কি সহজ, তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাব প্রভু? আপনার অবস্থা আর শ্রীমতীর অবস্থা এ দুই অবস্থার কি তুলনা হয়? সংসারে আপনি আপনাকে মাত্র সঙ্গী ক'রে হরি-ভজন করেছেন। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, মায়া-মমতায় জড়াবার একটিও প্রাণী নেই। কাজেই ভগবান্‌ ভিন্ন আপনার কে আছে? নাম কর্‌তে ভগবান্‌, চিন্তা কর্‌তে ভগবান্‌। কাঁদতে ভগবানের নাম, হাসতে ভগবানের নাম। সুখ-দুঃখের দুটো কথা কইতে ভগবান্‌ হলেন সঙ্গী, দুটো গাল দিতে প্রয়োজন হ'লে ভগবান্‌ হলেন শ্রোতা। কেউ বাধা দিতে নেই, কেউ টানতে নেই, কেউ ভাবাতে নেই, কেউ কাঁদাতে নেই। সংসারী জীবের কৃষ্ণভজন যে কত কঠিন, তা আপনি বুঝবেন কি? দুষ্টা শাশুড়ী, মুখরা ননদী, দুরন্ত স্বামী—

লোকলাজ, ভয়, মান, কলঙ্ক, গুরুগঞ্জনা। কিশোরীর এখন যা অবস্থা, এ অবস্থায় প'ড়ে কখনও যদি কৃষ্ণ-ভজতে চেষ্টা করতেন, তা হ'লে বুঝতেন ব্যাপারটা কি!

নারদ। তা বটে! সেটা যে কি ব্যাপার, তা বুঝবার ত আমার ক্ষমতা নাই। তা হ'লে কি হবে বৃন্দা? আমার তীর্থভ্রমণ কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে? শ্রীরাধামাধবের মিলন কি দেখতে পাব না?

বৃন্দা। তবে দিন একবার পদধূলি। দেখি কতদূর কি ক'রে উঠতে পারি।

নারদ। আশীর্ব্বাদ করি বৃন্দা, তুমি সফলকামা হও। তোমার রচিত উদ্যানের পুষ্পগন্ধে ধরণী ভ'রে যাক্। দেখে-শুনে আঘ্রাণ অনুভবে আমি জীবন সার্থক করি

বৃন্দা। আপনিও তা হ'লে এক কাজ করুন। ব্রজদুলালকে ঘরের বার করুন।

নারদ। আমি এখনি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। গীত।

রতিরণরঙ্গভূমি বৃন্দাবন।
রণ-বাজন পিক-তান।
চড়ল মনোরথে, দোসর মনোমথে,
পরিমলে অলিক প্ররাণ।
দেখ রাধামাধব মেলি।
দুহু ক চপল চকিত নাহি সমুঝিয়ে,
কি হে কলহ কি রে কেলি॥
জর জর চন্দন কর কুচ কঞ্চুক,
বিপুল পুলক ফুলবাণ।
দুঁহু নূপুর-ধ্বনি দুঁহু মণি কিঙ্কিণী,
কঙ্কণ বলয় নিশান।
দুহু ভূজপাশ জড়ি দুঁহু জন বন্ধন,
অধর-সুধা করু পান।
আকুল বসন চিকুর শিখীচন্দ্রক গোবিন্দ দাস রসপান॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

নেপথ্যে দেবদেবীগণ—

(গীত)

চাঁচর চিকুর, চূড়োপরি চন্দ্রক,
গুঞ্জা মঞ্জু মালা।
পরিমল-মিলিত, ভ্রমরী-কুল আকুল,
সুন্দর বকুল গুলাল॥
বনমে আওয়ে হো নন্দলাল।
মনমথ-মথন, ভাঙ যুগ ভঙ্গিম,
কুবলয় নয়ন বিশাল॥
বিম্বধরোপরি, মোহন-মুরলী ধর,
পঞ্চম বময়ই রসাল।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর,
শ্যামল তরুণ তমাল॥

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মা! মা! কই মা, কোথা মা?

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। এ কি গোপাল? এ কি বাপ্? ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে এলি কেন? কেঁদে উঠলি কেন? এখনও ত সকাল হ'তে দেরী আছে।

কৃষ্ণ। মা! মা! ওরা কারা মা?

যশোদা। কই কারা, বাপ গোপাল?

কৃষ্ণ। ওই যে এসেছিল, ওই যে আমাকে কি ব'লে গেল।

যশোদা। সে কি বাপ? কেউ ত আসে নি, কেউ ত যায় নি, কেউ ত কিছু বলে নি।

কৃষ্ণ। এই যে এলো মা, এই যে বল্লে মা।

যশোদা। ও কি গোপাল? ও কি বলছিস বাপ?

কৃষ্ণ। মা! মা! দেখেছিস, দেখেছিস?

যশোদা। কি—কি?

কৃষ্ণ। ওই যে দেখ না। ওই ধীরসমীরে যমুনা-তীরে—একা আকাশ পানে চেয়ে নতুন মেঘে চোক রেখে ও কে মা?

যশোদা। গোপাল, গোপাল!

কৃষ্ণ। মা, দেখ্—দেখ্—আবার দেখ্—

যশোদা। ওমা মঙ্গলচণ্ডী কি কর্‌লে মা! গোপাল আমার এমন করে কেন মা? গোপাল! গোপাল!

কৃষ্ণ। কেন মা?

যশোদা। ও কি বলছিস বাপ?

কৃষ্ণ। কই!--আমি?—কি বল্‌ছি!

যশোদা। কিছু বলিস্ নি ত? তা হ'লে চল্ বাপ—এখনও সূর্য্য ওঠে নি, ঘুমুবি চল্।

কৃষ্ণ। আমি ত ঘুমুচ্ছিলুম, তুই আমায় ডাক্‌লি কেন?

যশোদা। ভুলে ডেকে ফেলেছি বাবা!

কৃষ্ণ। এমন ধারা ভুল্‌বি কেন?

যশোদা। আর ভুল্‌ব না বাবা! এবার থেকে আর ভুল্‌ব না। তুমি ঘুমুলে আর ডেকে তুল্‌ব না।

কৃষ্ণ। হাঁ মা, সুবল এখনও এল না কেন?

যশোদা। এখনও সকাল হয় নি ত বাবা, সকাল হ'লেই আসবে।

কৃষ্ণ। তা হাঁ মা, ওরা গরু চরাতে যায়, তা আমি যাই না কেন?

যশোদা। কই কারা যায়?

কৃষ্ণ। কেন, দাদা যায়, শ্রীদাম যায়, সুদাম যায়।

যশোদা। ওরা বড় হয়েছে, তাই যায়। তুমি যে এখনও দুধের ছেলে নীলমণি! কই, সুবল কি যায়? যখন বড় হবে, তখন যাবে।

কৃষ্ণ। আমি কবে বড় হব মা?

যশোদা। সে পুরুত ঠাকুর পাঁজি দেখে শুণে গেঁথে ব'লে দেবে। ধন আমার, যাদু আমার, নীলমণি আমার, কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে উঠেছ, অসুখ করবে। এখন একটু ঘুমুবে চল।—ওমা মঙ্গলচণ্ডি! ছেলে আমার ঘুম থেকে উঠে অমন ক'রে উঠল কেন মা? মা! বাছার সব আপদ-বালাই দূর ক'রে দাও। তোমায় ষোড়শোপচারে পূজা দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। এক জন এক জন ক'রে গোপালের সকল সঙ্গীই গোচারণ-কার্য্যে নিযুক্ত হ'ল। গোপালকে ত আর না পাঠালে কিছুতেই চলে না। আর না পাঠালে যে লোকে নিন্দা করবে। কিন্তু কেমন ক'রে পাঠাই? যশোমতী কি এরূপ কার্য্যে সহজে সম্মতি দেবে? আমিই বা গোপালকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো? বড়ই বিপদ!—যশোমতি!

(যশোমতীর প্রবেশ)

যশো। কেও গোপরাজ! আস্তে কথা কও। গোপাল আমার সবে চক্ষু বুজেছে। কিছু দরকার আছে কি?

নন্দ। দরকার অন্য কিছু নয়। বলতে এসেছিলুম কি — পুরোহিত মহাশয় আজ প্রভাতে এসেছেন। এসে ব'লছেন যে, আজ বড়ই শুভদিন। গোপালের গোচারণযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হয়, এই সময় একটু স্বস্তেন শান্তি ক'রে গোপালের হাতে পাঁচনবাড়ী দিলে ভাল হয় না?

যশো। দিতে হয় দাও না। আমি কি গোপালকে ধ'রে রেখেছি?

নন্দ। আহা রাগো কেন? কথার কথা জিজ্ঞাসা করছি বইত নয়। পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়।

যশো। আমি ত আর পাঁচজনের ধার ক'রে খাইনে যে, পাঁচ কথা কইবে।

নন্দ। পুরুত ঠাকুর বল্‌ছিলেন, যে সময়ের যা, সেটা না কর্‌লে ছেলের অকল্যাণ হয়।

যশো। ছেলের যদি অকল্যাণ হয়, তবে পুরুত ঠাকুর রয়েছেন কি কর্‌তে? তবে তাঁর স্বস্তেন শান্তির জোর কি?

নন্দ। বটেই ত!

যশো। কচি দুধের ছেলে, এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেঁদে ওঠে।

নন্দ। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও—ও কথা একেবারেই ছেড়ে দাও।

যশো। একদণ্ড মাকে না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে—সেই ছেলেকে তুমি গোঠে পাঠাতে চাও?

(বলাই, শ্রীকৃষ্ণ ও রাখালবালকগণ)

গীত।

ওমা নন্দরাণী!
কানাইরে দিয়ে দাও সাথে।
পরাইয়ে দেহ ধড়া, চরণে নূপুর বেড়া,
মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া মাথে॥

অলকা তিলকা ভালে, বনমালা দেহ গলে,
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
আমরা দাঁড়ায়ে রাজপথে॥

(নারদের প্রবেশ)

(গীত)

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপন-তনয়া-তীরে কেলি
ধবলী শ্যামলী আওরি আওরি
ফুকরি চলত কান রি।
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্র গুঞ্জা হার
বদনে মদনভান রি॥
আগম নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠবিহার
সবহু ভকত করত আশ
চরণে শরণ দান রি॥

যশো। ঠাকুর! মায়ের প্রাণ ত বুঝলে না। তাই আমাকে কঠিন শাস্তিটে দিলেন।

নারদ। কি করি মা নন্দরাণি! তোমাদের মঙ্গল কামনা আমি চিরদিন ক'রে আস্‌ছি। এমন গোচারণ-যোগ্য শুভদিন আর বহুকালের মধ্যে পাওয়া যাবে না দেখলুম, তাই গোপালকে আজকের দিনে পাঠাবার জন্যই গোপরাজকে অনুরোধ করলুম।

নন্দ। এমন শুভদিন যখন পাওয়া গেছে, তখন সেটা ছাড়া আর কোনক্রমেই উচিত নয়। আর ত বেশী দিন ঘরে ধ'রে রাখতে পারব না।

যশো। বলাই, বাপ কাছে এস—এই নাও তোমার হাতে আমার কানাইকে সঁপে দিলুম।—

"দধি-মন্থনকালে, সম্মুখে আসিয়া খেলে
আঙ্গিনার বাহির না করি।
আঙ্গিনার বাহিরে যদি গোপাল খেলা করে
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি॥"

নারদ। নন্দরাণি! এখন কাঁদবার সময় নয়, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর।

যশো। "যাদু মোর নয়নের তারা।
কোলে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি,
নয়ন নিমিখে হই হারা॥
তারে তুমি বনে নিয়ে যাও।
যারে পীড়াপীড়ি করি দুগ্ধ পিয়াইতে নারি,
তারে তুমি গোঠেতে সাজাও॥
বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে,
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের ছেলে, বনে বিদায় দিয়ে,
দৈবে মারিবে বুঝি মায়।"

নারদ। আর বিলম্ব করছ কেন নন্দরাণী!

যশো। গোপাল একবার কাছে এস ত।

(কৃষ্ণের মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা দান)

"এ দুখানি রাঙ্গা পায়, ব্রহ্মা রাখিবেন তায়,
জানু রক্ষা কর দেবগণ।
কটিতট সুজঠর রক্ষা কর যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলি, রক্ষা করুন বনমালী,
কণ্ঠমুখ রাখ দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব, পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব,
অধঃ উর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি॥
জলে স্থলে গিরি বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে,
দশদিকে দশ দিক্‌পাল॥
যত শত্রু হোক্ মিত্র, রক্ষা করুক সর্ব্বত্র,
নহে তুমি হও তার কাল॥"

নারদ। তা হ'লে ভাই বলাই, কানাই ভাইটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে, আস্তে আস্তে পাইচারি কর্‌তে কর্‌তে এগিয়ে যাও।

যশো। "আমার শপথ লাগে, না ছুটো ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু পূরিও মোহন বেণু,
ঘরে ব'সে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে যেও, সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥

ক্ষুধা হ'লে চেয়ে খেও, পথপানে চেয়ে যেও,
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে !
কারো বোলে বড় ধেনু ফিরাতে না যেও কাণু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥"

এই যাবটের পথ ধ'রে আয়ানের বড়ীর ধার দিয়ে যাও। যমুনার ধারে ধারে গরু চরাও।

বল।—

(গীত)

ভয় ক'র না মা নন্দরাণী।
বেলি অবসান কালে, এনে দিব গোপালে
তোর আগে শুন গো জননী ॥
সঁপি দেহ মোর হাতে, আমি ল'য়ে যাব সাথে,
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
মোদের জীবন হ'তে, অধিক-জানি যে গো,
জীবনের জীবন নীলমণি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর।

শ্রীরাধা ও কুটিলা।

কুটিলা। বলি হ্যাঁ বউ! তোর আজ হ'ল কি?

রাধা। কিছুই হয় নি—হবে আবার কি?

কুটিলা। বিছানা ছেড়ে উঠে অবধি মুখ ভার ক'রে ব'সে রয়েছিস্। সাত ডাকে রা পাওয়া যায় না। কথায় কথায় অন্যমনস্ক, তবু বল্‌ছিস্ কিছু হয় নি? কেন, আমি কি কিছুই বুঝতে পারি নি? আমায় এতই ন্যাকা ঠাওরালি?

রাধা। কি বুঝলে?

কুটিলা। আমি ত আর জান্ নই যে, তোমার পেটের ভেতর কি আছে জান্‌তে হবে। তুমি লীলাময়ী ধনী, তোমার দণ্ডে দণ্ডে লীলা। কে বাপু অত লীলা বুঝে বেড়ায়!

রধা। তুমি বল্লে ব'লে বল্লুম।

কুটিলা। তা বলব না ত কি? তোমার ভয়ে চুপ ক'রে থাক্‌ত হবে? তা বুঝি আর নাই বুঝি, কিছু বলি আর নাই বলি—বউ ঠাকরুণ! একটু কম ক'রে কর।

রাধা। করলুম কি?

কুটিলা। তা যাই কর, একটু কম ক'রে কর। যে টুকু সয়, সেই টুকু কল্লেই ভাল হয়।

রাধা। ভ্যালা বিপদ—করলুম কি?

কুটিলা। এ বয়সে অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আমাদেরও অমন এককাল ছিল। আমরাও এককালে স্বামী নিয়ে ঘর করেছি। কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি করি নি।

রাধা। আমারই বা বাড়াবাড়ীটা কি দেখলে?

কুটিলা। আমাদেরও স্বামী মাঝে মাঝে বিদেশে যেত। আমরাও অমন কত শ্রাবণের বাদ্‌লার রাত একলা কাটিয়েছি। কিন্তু সারাটা রাত বিছানায় প'ড়ে কখন অমন ছট্‌ফট্ করি নি। জাগবার সময় জেগেছি, বস্‌বার সময় বসেছি, ওঠ্‌বার সময় উঠেছি, আবার ঘুমবার সময় ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে ঘুমিয়েছি। স্বামী কি চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ী থাকবে? বিদেশ যাবে না? তা তার জন্য অত বাড়াবাড়ি কেন? সারারাত ঘুম নেই—চোখ করঞ্চা! এ কি রে বাপু! দাদা কাল্‌কে মথুরা গেছে। বৃষ্টির জন্য আসতে পারে নি। আজ যেখানে থাক্ আস্‌বেই। তার জন্য অত কেন?

রাধা। তুমি কি মনে করেছ, তোমার দাদার জন্য আমি সারারাত বিছানায় প'ড়ে ছট্‌ফট্ করেছি?

কুটিলা। তা যার জন্যই কর, কিন্তু অতটা ক'র না। এর পর অতটা কেন—ওর কিছুই থাকবে না।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কি গো সই, ব'সে ব'সে হচ্ছে কি? আরে কে ও কুটিলা ঠাকরুণ! তুমিও যে! ননদ-ভাজে মুখোমুখি ক'রে সকাল বেলায় কি এত গোপনীয় কথা হচ্ছে? আমরা বাইরের লোক কি শুন্‌তে পাই না?

কুটিলা। এই ব'সে ব'সে তুমিই না হয় সমস্ত শোনাটা একচেটে ক'রে নাও। দুঃখ কেন? আমি কেবল দুটো একটা ছুট্‌ক ফাউ কথা শুনে গেলুম বই ত নয়। তুমি হচ্ছ তোমার সইয়ের অন্তরঙ্গ—সব কথা ত তোমারই শোন্‌বার অধিকার।

বৃন্দা। বেশ, তুমিও ত আমার পর নও। শুন্‌তে পাই ত তোমাকেও কিছু ভাগ দেওয়া যাবে! ব্যাপার কি সই?—ও মা! তা ত দেখি নি। এ কি সই! তোমার আজ এমন মূর্ত্তি কেন? মুখ এমন মলিন—চোখ দুটি লাল—যেন অন্যমনস্ক ভাব—কেন সই?

কুটিলা। কেন আর কি—এ বয়সের রোগই ওই। আমরা আছি সংসারধর্ম্ম দেখতে—সকাল থেকে সন্ধ্যা

পর্য্যন্ত খেটে মর্‌তে—আর ওঁরা আছেন, কেবল অন্যমনস্ক হ'তে, আর চক্ষু দুটি লাল ক'রে ব'সে থাক্‌তে। কেমন গো ঠাকরুণ! এখন বিশ্বাস হ'ল? আমিই না হয় মন্দ, পোড়া পাড়ার লোকে আমায় কেবল তোমাকে গঞ্জনা দিতেই দেখে। এ বার ত আমি বলি নি!—বলি এখন উঠবে, না এমনি ক'রে অভিমানে অঙ্গ ঢেলে দিন কাটিয়ে দেবে?

বৃন্দা। অভিমান? তা হ'লে সইয়ের আমার অভিমান আছে!

কুটিলা। অভিমান নেই? অঙ্গটুকু সুধু অভিমানেই গড়া। দাদা কাল্‌কে মথুরা গিয়েছে, বৃষ্টির জন্য আস্‌তে পারে নি। তাই সইয়ের তোমার অভিমান! দাদা কাল রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ওঁর কাছে আসেন নি কেন, তাই মানময়ী মানসাগরে অঙ্গ ঢেলে ব'সে আছেন। বৃন্দা! বড় দুঃখ, ভালবাসাটা কেবল আমরাই দেখাতে পার্‌লুম না—মান করাটা আমরাই শিখলুম না!—কেবল দেখতে এসেছি, দেখেই গেলুম।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। বেশ, তুমি যাও, আমি সইকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। আঃ? রাঁড়ী গেল না ত, যেন গায়ে বাতাস লাগল।—যাক্—তারপর ব্যাপার কি বল দেখি সখি! আজ তোমার এ কি ভাব বৃষভানুনন্দিনি!

রাধা। আগে দেখ, পাপ ননদী গেল কি না।

বৃন্দা। সে চ'লে গেছে।

রাধা। সই! আমি কি দেখ্‌লুম!

বৃন্দা। (স্বগত) এরই মধ্যে সখী কি দেখ্‌লে! কই দেখ্‌বার ত এখনও সময় হয় নি। তা হ'লে সখী আমার দেখলে কি? (প্রকাশ্যে) কি দেখ্‌লে সখি?

রাধা। সই প্রাণের সই, কাছে এস—চারিদিকে দেখ। তুমি ছাড়া আর কেউ যেন না শোনে।

বৃন্দা। কেউ নেই—তুমি নিঃসঙ্কোচে বল।

রাধা। কাল রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।

বৃন্দা। স্বপ্ন?

রাধা। অদ্ভুত স্বপ্ন!— (সুরে)

"রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন,
ঝিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্ক শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিদ্রা যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝি ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥"

বৃন্দা। তার আর বিচিত্র কি? শ্রাবণের ধারায় জলবর্ষণ হয়েছে। দুরু দুরু মেঘগর্জ্জন। গভীর রাত্রি। স্বামী দূরদেশে। এমন সময় রসময়ী তুমি গৃহের মধ্যে কোমল শয্যায় একা। তুমি যে বেছে বেছে মনের মতন স্বপ্ন দেখ্‌বে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য স্বামীর স্বপ্নই দেখেছ?

রাধা। স্বামী?—কে স্বামী—কোথা আমার স্বামী? আমি-ই বা কার?

(সুরে)

"মনের মরম কথা, তোমারে কহি যে হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যেন, শ্যামল বরণ দেহ,
তাহা বিনু আর কারও নই॥"

বৃন্দা। বল কি?—এমন স্বপ্ন দেখেছ?

(সুরে)

রাধা। "মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥"

গীত।

রূপে গুণে রসসিন্ধু,
মুখচ্ছটা যেন ইন্দু,
মালতীর মালা দোলে গলে।
বসি মোর পদতলে,
পায়ে হাত দেয় ছলে,
"আমা কিন, বিকাইনু"বলে॥

বৃন্দা। তারপর?

রাধা। আমি জিজ্ঞাসা করলুম তুমি কে? অমনি আমার কানের কাছে কোথা থেকে কে এসে যেন ব'লে গেল শ্যামসুন্দর।

বৃন্দা। ঠিক হয়েছে—আমিই যুগলমিলনের উপলক্ষ হব, এই অহঙ্কারে টলতে টলতে যেমন রাইয়ের কাছে আসছিলুম, দর্পহারী তেমনই আমার দর্প চূর্ণ করেছেন। রাইয়ের স্বপ্নাবস্থায় তার কাছে এসে,

তার পায়ে আপনার সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেছেন। যুগযুগান্তরের এ মিলন। আমি তুচ্ছ রমণী—আমার এ অহঙ্কার কি সাজে?—তা বেশ করেছ। স্বপ্নে অমন কত দেখাদেখি, বকাবকি, দান-প্রতিদান হয়ে থাকে। তাতে কি সকালবেলায় মলিন মুখে নিষ্কর্ম্মা হয়ে, গালে হাত দিয়ে ভাবতে হয়? নাও—ওঠ। সকাল সকাল যমুনাস্নান সেরে আসি এস। আর কেন ভাই এমন ক'রে ব'সে আছ?

রাধা। আমি আছি? আমি আর আছি কৈ সই?

বৃন্দা। তুমি কি বলছ?

রাধা। বৃন্দা—বৃন্দা—আমার সব গেছে।

"কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ,
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দিনু কোল, মুখে না সরিল বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল,
বল সই কি আর রহিল॥"

সজনি! আমি তোমার শরণাগত। আমার সর্ব্বস্ব গেছে। এখন এ সঙ্কটসময়ে তুমিই আমার সব! দয়া ক'রে বল, আমি কি করি?

বৃন্দা। কি করবে—আমি বলব?

রাধা। তুমি ভিন্ন আর কে বলবে বৃন্দা? আমায় কর্ত্তব্যশিক্ষা তুমি ছাড়া আর কে দিতে পারে? তুমিই আমার সহায়, তুমিই আমার জ্ঞান-বুদ্ধি। আমাকে সৎপথে নিয়ে যাবার জন্য তুমিই আমার পথ-প্রদর্শিকা।

বৃন্দা। (গীত)

তবে শুন সুবদনী রাই।
সুধালে যদি হে ব'লে যাই॥
তুঁহু সুন্দরী রসের দে, তোঁহারি নয়নে লেগেছে সে,
রসে রসে বুঝি মিলে গেছে,
উথলি সিন্ধু আকুল তাই॥
স্বপনে পেয়েছ গোপনে রাখ, মুদিত নয়নে হিয়াতে দেখ,
পিরীতি মূরতি করিয়ে আরতি,
আমরা জীবনে সাধ পূরাই॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আয়ান।

আয়ান। কালী বল মন, কালী বল। মা যার সহায়, ত্রিভুবনে তার কাকে ভয়? মথুরার সহর ছেড়ে, কালী ব'লে যেই মাঠে পাটি দিয়েছি, অমনি চারিদিক থেকে হু হু ক'রে ঝড়। বাপ! কি ঝড়ের তেজ! মাঠের মাঝখানে পড়লেই প্রাণটা গিয়েছিল আর কি? কিন্তু রাখে কালী ত মারে কে? মারে কালী ত রাখে কে? কালী আমাকে রক্ষা করছেন, আমি মাঠে পড়ব কেন? ঝড়ও আসা, আর আমিও অম্‌নি মাথা গোঁজ ক'রে কালী ব'লে দে ছুট। ছুটতে ছুটতে পড়বি ত পড় একেবারে এক জনের ঘাড়ে। কালী ব'লে মাথা তুলে দেখি যে কালনিমে মামা। তারপর কালী ব'লে মামার বাড়ী উপস্থিত। তার পর কালী ব'লে কণ্ঠায় কণ্ঠায় চর্ব্ব্যচোষ্য ঠাসা। তার পর কালী ব'লে শুয়ে ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমিয়ে, আবার সকালে কালী ব'লে নিজের ডেরাতে এসে উপস্থিত। কালী বল মন, কালী বল। হাতে পায়ে কাদা—তা হোক, এই অবস্থাতেই মন আর একবার কালী বল।

(গীত)

যা অনায়াসে হয় তাই করবে।
কাজ কি আমার কোশাকুশী, আয় মন বিরলে বসি,
ভাব শ্যামা এলোকেশী, বারাণসী পাবি রে।
ভস্মমাখা ত্রিলোচন, শিবের কোন্ পুরুষে ছিল ধন,
শ্যামা নির্ধনের ধন, তাই সদা জপ রে॥

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। এই যে, এই যে, এসেছিস্ বাপ?

আয়ান। আস্‌ব না ত কি, ঝড়ে মাঠের মাঝখানে ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে প'ড়ে ম'রে থাক্‌ব?

জটিলা। বালাই, শত্রু মরুক। তুমি আমার অখণ্ড পরমাই নিয়ে বেঁচে থাক। ও কুটিলে! শীগ্‌গির তোর দাদার জন্য পা ধোবার জল নিয়ে আয়।

আয়ান। সবাইকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না কেন?

জটিলা। সে কি রে বাবা, দেখতে পাচ্ছিস না

কি? অমন চোখ, বন্‌বন্ ক'রে তারা ঘুর্‌ছে, তবুও দেখতে পাচ্ছিস না?

আয়ান। না—দেখতে পাচ্ছি না।

জটিলা। ও মা মঙ্গলচণ্ডী, কি কর্‌লে?

আয়ান। মঙ্গলচণ্ডী আমার মুণ্ড কর্‌লে।—বলি তোকেও দেখলুম, কুটিলাকেও দেখলুম—তবু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

(গীত)

তারা কে পারে তোমারে চিন্‌তে।
তুমি গো মা উমা, ব্রহ্মময়ী শ্যামা,
কটাক্ষে পার মা, ত্রিলোক জিন্‌তে॥
আমি দুরাচার কি জানি বল না,
ভবে এসে সাধন হ'ল না হ'ল না,
ক'র না ছলনা দনুজদলনা,
রাখ মা রাখ মা অধীনে অন্তে॥

জটিলা। মনে করি কথা কব না, কিন্তু না ক'য়েও থাক্‌তে পারি না। অমনিতেই পোড়া লোকে বলে বউ-কাঁটকি। কিন্তু একচোখো পোড়া লোক ত দেখবে না যে, গেরস্তর বউ—বেলা এক প্রহর হ'ল, এখনও পর্য্যন্ত ঘর থেকে বেরুল না। ডেকে ডেকে মায়ে ঝিয়ের গলা ভেঙ্গে গেল, তবু বউয়ের সাড় হ'ল না। এতে কি বল্‌তে ইচ্ছা করে বল্ দেখি বাপ আয়ান?

আয়ান। কি! সাড় হ'ল না? এমন অষুধ হাতে থাক্‌তে সাড় হ'ল না (ভূমিতে যষ্টি প্রহার)!

জটিলা। থাম্—থাম্—বউমা আস্‌ছে।

(রাধার প্রবেশ)

আয়ান। বা! বা! তাই ত! তাই ত!

"তারা কে পারে তোমারে চিন্‌তে।"

জটিলা। ও কি রে—ও কি রে?

আয়ান। থাম্—থাম্!

জটিলা। ও কি রে আয়ান, পাগল হ'লি না কি? কারে কি বলিস্!

আয়ান। হুঁ—হুঁ, চোখ রাঙাচ্ছ—চোখ রাঙাচ্ছ।

(গীত)

আমি কি আটাশে ছেলে।

জটিলা। আরে ও হতভাগা! ক্ষেপে গেলি না কি? কারে কি বল্‌ছিস্? লোকে দেখলে মনে করবে কি?

(গীত)

আয়ান।—

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা ডিক্রী লব এক সওয়ালে।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়,
শান্ত ক'রে লবে কোলে॥

জটিলা। ও আয়ান, করিস কি? করিস কি? নেশা ক'রে এলি না কি?

আয়ান। দূর বেটী—নেশাটা ভেঙ্গে দিলি! কে ও বৃষভানুনন্দিনি! কোথায় যাচ্ছ?

রাধা। আজ গোপূজার প্রশস্ত দিন। স্বামীর মঙ্গলার্থে গোমাতার পূজা করব ইচ্ছা করেছি। তাই একটু সকাল সকাল যমুনাস্নানে চলেছি।

আয়ান। বেশ করেছো। দেখ দেখি মা! এতে বউকে ভক্তি করতে ইচ্ছা করে কি না করে! স্বামীর মঙ্গলার্থে উনি না করেছেন কি? এই সকাল থেকে এখনও পর্যান্ত উনি কতটা ভাবনা ভেবেছেন দেখ দেখি—স্বামী ভেবেছেন, তার মঙ্গল ভেবেছেন, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থও ভেবেছেন। বাকী ছিল যমুনা আর স্নান, অবশেষে সেটাও শেষ করতে চলেছেন! বেশ, বৃষভানুনন্দিনি—বেশ। ভাল, স্নান ক'রে এসে যখন গোপূজা করবে, তখন করযোড়ে গোমাতার কাছে এই বর প্রার্থনা ক'র যে, হে গোলোক-বিহারি হরি! আমার গরীব স্বামীর প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি কর। যেন সজ্ঞানে আমি মায়ের চরণে শরণ পাই।

রাধা। বেশ, তাই বলব।

[প্রস্থান।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ও মা—মা!

জটিলা। কেন?

কুটিলা। বৌ কোথা?

জটিলা। যমুনায় গেছে।

কুটিলা। ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন্।

উভয়ে। কেন?

কুটিলা। আরে ছাই, আগে আন না।

আয়ান। আরে ছাই, আগে বল্ না।

কুটিলা। বউয়ের আজ ঘর থেকে বেরিয়ে কাজ নেই। গোকুলের যত ডাংপিটে ছোঁড়াগুলো আজ এই দিকেই গোচারণে আস্‌ছে।

আয়ান। আসুক না, তাতে আর কি হয়েছে?

কুটিলা। তার সঙ্গে নন্দ ঘোষের ছেলে কানায়েটাও আছে।

আয়ান। ও! তারে ত ভারী ভয়।

কুটিলা। তারে ভয় নয়, তার রীতিকে ভয়। ও পাড়ার বাড়ী বাড়ী ভাঁড় ভেঙে ক্ষীরননী চুরি ক'রে খায়। এখন তোমার ঘরের ক্ষীরভাণ্ডটি যদি চুরি যায়?

আয়ান। কেমন ক'রে যায়, একবার দেখাই যাক্ না।

কুটিলা। চুরিই যদি যায় ত দেখে করবে কি?

জটিলা। কাজ কি বাপ! আজকের দিনটে বউকে বাড়ী থেকে বেরুতে বারণ করেই দে না।

আয়ান। আর বারণ করতে হবে না। তোমার কানাইই বল, আর বলাইই বল, ও সব তুম তাড়াকি আর বেশী দিন চল্‌ছে না। মথুরা গিয়ে যা শুনে এলুম, তাতে দুদিন পরেই গোকুল থেকে একেবারে ছোঁড়ার পাট লোপাট।

জটিলা। কি শুনে এলি বাপ?

আয়ান। শুনে এলুম, কংস রাজা স্বপ্নে দেখেছে যে, যে তাকে মারবে, সে গোকুলে বাড়ছে। তাইতে কংস রাজা হুকুম দিয়েছে যে, গোকুলে যে ছোঁড়া বাড়ছে, তাকেই মেরে ফেল।

কুটিলা। তা হ'লে তোমাকেও ত মেরে ফেলবে?

আয়ান। ভয় নেই—ভয় নেই—আমার জন্য কিছু ভয় নেই। আমি সে কথা জেনে একেবারে ঠিক হয়ে এসেছি। যারা বাড়ছে, তাদেরই ভয়। আমি কি বাড়ছি—যত দিন যা'চ্ছে, ততই আমি ছোট হ'য়ে যাচ্ছি। ভয় নেই—ভয় নেই—আমার জন্য কিছু ভয় নেই, চল্।

কুটিলা। তবু একবার বউএর সঙ্গে যাই। দাদার বুদ্ধিতে চ'ল্লে চলবে না।

[প্রস্থান।

আয়ান। কালী বল মন—কালী বল। দেখ মা। এক সন্ন্যাসী ঠাকুর এসে ব'লে গেল—তোমার ঘরে হাত-পা-ওয়ালা আনন্দময়ী মা আসবেন।

জটিলা। সন্ন্যাসী ঠাকুর?—কোথায় রে?

আয়ান। চ'লে গেছে।

জটিলা। আ বোকা! ছেড়ে দিলি, বৌমাকে দেখাতে পারলি নি!

আয়ান। আর বউ দেখিয়ে কি হবে? এবারে যখন আস্‌বে, একেবারে আনন্দময়ীকে দেখিয়ে দেব। কালী বল মন—কালী বল।

জটিলা। নে, তবে হাত-পা ধুয়ে ঘরে চল্।

[প্রস্থান।

আয়ান। কি বল্‌ব—ছোঁড়াটা যদি কালো না হ'ত, তা হ'লে একদিনেই তার তুম্ তাড়াকি বার ক'রে দিতুম। ছোঁড়াটা কালো হয়েই আমাকে কাহিল ক'রে ফেলেছে। কালী বল মন—কালী বল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুবল ও শ্রীকৃষ্ণ।

(গীত)

(সখে) কি যেন কি মনে আসে।
দেখি আভাসে কত দূর কত দূর দেশে॥
উপরে নীল জলদভার,
কণ্ঠে জড়িত বিজলী-হার,
ক্ষীরোদ সিন্ধু সুধার ধার,
আমি প্রেমের পাথারে যাই ভেসে॥
ঢলে ঢলে রাই পড়িছে বক্ষে,
শত সুরধুনী ঝরিছে চক্ষে,
মৃদুল পবন, কম্পিত ঘন, চন্দ্রকিরণে বিবশে
কনক-লতিকা পরশে॥

সুবল। এই যে—এই যে কানাই! এ তুই আমার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেল্‌ছিস? আমি তোরে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজে পাই না কেন? এই এখানে —এই সেখানে। এই কাছে—আবার চক্ষের পলক না ফেল্‌তে ফেল্‌তে তুই অতি দূরে। এ তুই আমার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেল্‌ছিস ভাই? (স্বগত) এ কি? এ কি? কানাইয়ের এ কি মূর্ত্তি?—কানাই!

কৃষ্ণ। কি ভাই!

সুবল। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব?

কৃষ্ণ। কর।

সুবল। ঠিক উত্তর দেবে?

কৃষ্ণ। তোমায় আমার গোপন কি আছে ভাই?

সুবল। আজ তোমার কিছু ভাবান্তর দেখ্‌ছি।

কৃষ্ণ। তোমার এ প্রেমচক্ষু যে ভাই! এ চক্ষু ভাবরাশি দেখ্‌বার জন্যই ত সৃষ্টি হয়েছে।

সুবল। তা হ'লে, এ কি দেখলুম সখা? তোমায় আজ এমন দেখলুম কেন?

কৃষ্ণ। কি দেখ্‌লে?

সুবল। (গীত)

নীরদ নয়নে নবঘন সিঞ্চনে
আকুলি বিকুলি কেন হও হে।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
কি নব ভাবে ডুবে রও হে।
চলিতে চরণ টলে কত ভাব উথলে,
(যেন) আসিতে আসিতে কোথা ধাও হে॥
যমুনার তীরে যেন কি ফেলে এসেছ সখা
ঘন ঘন কূল পানে চাও হে॥

কৃষ্ণ। সুবল! আমি কোথায় এসেছি, বল্‌তে পার?

সুবল। এ কি রকম প্রশ্ন কানাই? কোথায় এসেছো, তুমি কি জান না?

কৃষ্ণ। এটা কার রাজ্য সুবল?

সুবল। কানাই—কানাই! এ তুমি কি বলছ? চল কানাই, তোমার সহচরেরা তোমার জন্য গোঠে অপেক্ষা কর্‌ছে!

কৃষ্ণ। তবে আমি কি দেখলুম?

সুবল। কি দেখলে?

কৃষ্ণ। (গীত)

অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উরল,
হরিণী-হীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দৌ অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোরি বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিত
গিম গজমতি হারা।
কাম কম্বুভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনী-ধারা॥

সুবল। সত্যি? কোথায় দেখলে—কোথায় দেখলে?

কৃষ্ণ। সুবল! বল্‌তে পারিস্ ভাই—এ রাজ্য কার? এ রাজ্যের রাজা কে?

সুবল। বল্‌তে পার্‌বো না কেন? এ রাজ্যের সংবাদ জান্‌তে চাও?

কৃষ্ণ। বল সুবল! বল সখা—ব'লে আমার প্রাণরক্ষা কর।

(গীত)

বেলি অসকালে যমুনা-কূলে,
নাহিতে দেখিনু সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন-যুগল
চিনিতে নারিনু কে॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙাতি
কে ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হ'তে মোর চিত নহে থির
মনোরথ জরে ভোর॥

তৃতীয় দৃশ্য

টহলদারগণ।

(গীত)

এই ত গোকুলবাসী, কেহ কিছু জানসি,
তাঁহার চরণে কর সেবা।
তোমরা আসিয়ে দেখ রাইয়ের বেয়াধি লখ,
রাইয়েরে পেয়েছে কোন দেবা॥
সব দেব হাঁকারিয়া কহে শ্রুতিপুটে।
কালিয়া কুমারের নামে ঝেঁকে ঝেঁকে ওঠে॥
বলে ওঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভুতা।
কাঁপি কাঁপি ওঠে এই বৃষভানুসুতা॥
রক্ষা রক্ষামন্ত্র প'ড়ে ধরি ধনীর চুলে।
কেহ বলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে॥
চেতনা পাইয়ে তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা॥

১ম ভি। জয় রাধে কৃষ্ণ—ভিক্ষে দাও মা।

(আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান। এ তুমি? কি বলছ হে বাপু?

১ম ভি। আজ্ঞে, ভিক্ষে কর্‌ছি।

আয়ান। শুধু ভিক্ষে করছ কৈ বাপু—কি বলছ যে!

১ম ভি। বল্‌ছি, দাতা মা, ভিক্ষে দাও।

আয়ান। শুধু এই কথা বল্‌ছ?

১ম ভি। আজ্ঞে।

আয়ান। বেশ, ভিক্ষা গ্রহণ কর।

১ম ভি। দাও বাবা—দাতা বাবা—ভিক্ষে দাও।

আয়ান। নাও বাবা—ভিখিরি বাবা—ভিক্ষে নাও। হাত নয়, ঝুলি নয়। মাথা পাতো বাপধন—মাথা পাতো।

১ম ভি। মাথায় কি হবে প্রভু?

আয়ান। ভিক্ষে নেবে।

১ম ভি। ভিক্ষে কৈ?

আয়ান। এই যে।

১ম ভি। ও ত লাঠি।

আয়ান। তুমিও যেমন ভিখিরি, আমারও সেই রকম ভিক্ষে। নইলে, বল কি বল্‌ছিলি?—রাধেকৃষ্ণ কি বল্‌ছিলি?

১ম ভি। রাধে কৃষ্ণ আমার ইষ্টদেবতা।

আয়ান। তোমার ইষ্টদেবতা? তা হ'লে রোজ তুমি ইষ্টিদেবতার পূজো কর?

১ম ভি। আজ্ঞে, সেটা আর পাপ মুখে কেমন ক'রে বল্‌ব?

আয়ান। তবে রে বেটা।

১ম ভি। ও কি—ভিক্ষে দাও আর না দাও—মার কেন কর্ত্তা?

আয়ান। মার্‌ব না? তুমি আমার বউয়ের নাম পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে ভিক্ষে কর্‌বে, আমি তোমায় অম্‌নি ছেড়ে দেব?

১ম ভি। আমার ইষ্টদেবতা—তোমার বউ কেমন ক'রে হবে কর্ত্তা? তোমার বউ কি আমাদের মন্ত্রের সঙ্গে মেলে?

আয়ান। কৈ মন্তর বল দেখি?

১ম ভি। এই ত গোকুলবাসী ইত্যাদি।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ও দাদা—দাদা! বউ কি কর্‌ছে গো!

আয়ান। কি কর্‌ছে—কি কর্‌ছে?

কুটিলা। ভূতে পেয়েছে গো—ভূতে পেয়েছে।—কালিয়া কুঁয়ার ব'লে একটা ভূত বহুকাল ধ'রে কদম-গাছের ডালে ছিল। বউ তার তলা দিয়ে আমার সঙ্গে আস্‌ছিল, এর ভেতরে কেমন ক'রে ঝপাঙ ক'রে বউয়ের ঘাড়ে পড়েছে। কালিয়া কুঁয়ারের নাম কর্‌তেই ঝাঁক্‌রে ঝাঁক্‌রে উঠছে।—ই—ই—

আয়ান। তবে রে বেটারা—এই তোমাদের ইষ্টি-দেবতা—এই তোমাদের মন্তর!

[ভিক্ষুকগণের পলায়ন ও আয়ানের অনুসরণ।

চতুর্থ দৃশ্য

বৃন্দা ও ললিতা।

ললিতা। এমন ত কখন দেখি নি। যমুনা থেকে ফিরে এসে রাই আমাদের কি এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হয়ে পড়েছে।

বৃন্দা। সে কি?

ললিতা। কি হ'ল বৃন্দা! আমাদের রাই এমন হ'ল কেন?

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥

বৃন্দা। কৈ, এরূপ কথা ত কখন শুনি নি।

ললিতা। আর শুনি নি—শোন নি, দেখ্‌বে এস।

বৃন্দা। বলি রাইকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছ?

ললিতা। আর জিজ্ঞাসা! কাকে জিজ্ঞাসা? আর কি সেই রাই আছে যে, জিজ্ঞাসা কর্‌লে উত্তর দেবে?

সদাই চঞ্চল, বসন-অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসায়ে পরে॥

বৃন্দা। তা হ'লে ত বড়ই বিপদের কথা ললিতা! গুরুজন শুন্‌লে গঞ্জনার একশেষ, সমবয়সী পাঁচ জনে শুন্‌লে কলঙ্ক। কত লোকে কত কথা কইবে, তার কি

ঠিক আছে ? ললিতা ! রাই যে আমাদের আদরের সামগ্রী—রাই যে আমাদের প্রাণ !

(বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। এই যে—এই যে বৃন্দা। ললিতার কাছে শুনলে কি ?

বৃন্দা। শুন্‌লুম বই কি।

ললিতা। এখনও কি সেই ভাবে আছে ?

বিশাখা। সেই ভাবে কি ?—আরও বৃদ্ধি।—বিরলে একলা ব'সে কখন বা মাথার বেণী এলিয়ে ফুলের গাঁথনি দেখ্‌ছে। কখন বা চক্ষু মুদিত ক'রে কার যেন ধ্যানে নিযুক্ত হচ্ছে; কখন বা স্থির নেত্রে মেঘের পানে চাচ্ছে। আবার কখন বা রাঙ্গা বাস প'রে যোগিনী বেশ ধ'রে আপনার মনে কত কি বল্‌ছে! বাহ্যজ্ঞান শূন্য—চক্ষে দৃষ্টিশক্তির অভাব—আমরা যে তার কাছে আছি, এ সে দেখেও দেখতে পাচ্ছে না। এত ডাকছি—রাধা-রাধা ব'লে কানের কাছে এত চীৎকার কচ্ছি, তার কানে পৌঁছচ্ছে না। চল সখি, দেখবে চল—দেখ যদি কোন প্রতীকার করতে পার।

বৃন্দা। শাশুড়ী ননদ টের পেয়েছে ?

বিশাখা। না বৃন্দা, এখনও কেউ টের পায়নি। জান্‌লে সর্ব্বনাশ হবে। না জান্‌তে জান্‌তে বৃন্দা যেমন ক'রে পার, রাইয়ের এ দশার প্রতীকার কর।

বৃন্দা। ভাল, তোমরা এগোও। আমি একবার দেখি, কতদূর কি ক'রে উঠতে পারি।

বিশাখা। এস সখি, শীঘ্র এসো।

বৃন্দা। এই যে আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলেছি।

[ললিতা ও বিশাখার প্রস্থান।

বৃন্দা। আর প্রতীকার! যার নামে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, সকল রোগ, বিভীষিকা পালায়, সেই তোমাদের রাইকে গ্রাস করেছে। আর কি রাইকে খুঁজে পাবে ? যাই, একবার দেখে আসি। মদন-মোহনের মুরতির আভাসে বৃন্দাবনেশ্বরীর কিরূপ শ্রী হ'য়েছে, একবার দেখে আসি। না দেখেই বুঝতে পাচ্ছি—চোখ বুজেই দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণদর্শনে আত্মহারা মদালসা প্রেমময়ী ব্রজেশ্বরী আমার চোখের ওপরে জল্ জল্ করছেন।

(রাধিকার প্রবেশ)

(গীত)

মদন-আলস বিভোরা।
দেখ দেখ রাধা রূপ অপারা ॥
অপরূপ কো বিধি আনি মিলায়ল
ভূমিতলে লাবণি সারা।
মদনমোহন, ক্ষণ দরশন
প্রেম অমিয়া রসধারা।
নয়নক লোর থির নাহি বাঁধই
হৃদি বেঢ়ত উজিয়ারা।
কিয়ে মনোহর সুমেরু-শিখর
বেড়ি সুরধুনী ধারা ॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীরাধা, বৃন্দা ও সখীগণ।

বৃন্দা। ও মা! এ কি ?—এ কি তোমার ভাব ? এ কি তোমার মূর্ত্তি ? এক দণ্ডে এ পরিবর্ত্তন তোমার কে ক'রে দিলে ?

(গীত)

কহ কহ সুবদনী রাধে।
কি তোর হইল বেয়াধে ॥
হেম-কান্তি ঝামর হইল
রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল
যেন ডুবিলি যমুনা অগাধে ॥
কেন তোয়ে আনমনা দেখি
কাঁহে নখে ক্ষিতিতলে লিখি
কার নাম লিখ মনসাধে।
যেন ডুবিলি যমুনা অগাধে ॥

যা চ'লে—যা ভয় করেছি তাই। দেখছো—তাকে দেখছো—সর্ব্বনাশ করেছো রাই!

রাধা। বিস্তারি পাষাণে কেবা,
রতন বসাল গো,
এমতি লাগায়ে বুকের শোভা।

দাম কুসুমে কেবা,
সুষমা করেছে গো,
এমতি তনুর দেখি আভা ॥

বৃন্দা। চুপ কর—চুপ কর—কর কি রাই। শাশুড়ী ননদ স্বামী—সবাই ঘরে। জান্‌তে পার্‌লে লাঞ্ছনার একশেষ—চুপ কর।

রাধা। মল্লিকা চম্পক-দামে,
চূড়ায় টাননি বামে,
তাহে শোভা ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে
সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে ॥

বৃন্দা। চুপ কর রাই—চুপ কর।

রাধা। (গীত)

গুণ গুণ রবে কত কি যে বলে গো।
কানের নিকটে এসে বলে।
বলে রাধে ও শ্রীরাধে জয় রাধে ॥
পায়ের উপরে থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
মালতীর মালা দোলে গলে ॥
মালতীর মধু এনে, ভ্রমরা ঢালিয়া কানে
কি যেন কি পরিচয় বলে ॥
হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই সে অঙ্গ হইতে মুই
ফিরায়ে আনিতে নারি আঁখি ॥
বিনা মেঘ ঘন আভা পীত বসন-শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া দোসুতি মুকুতা বেড়া
কত ময়ূর-পুচ্ছ তায় ॥
অঙ্গে নানা আভরণ কালিন্দী-তরঙ্গে যেন
চাঁদ ঝুলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে ডুবিলাম রস-কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী ॥

সখী, আমায় রক্ষা কর। এই দেখ্‌লুম—এই বাঁশীর কি যেন কি নামগান শুন্‌লুম, এই পরশ আশে হাত বাড়ালুম, আর তাঁকে দেখতে পেলুম না। সখী, আমার কি হবে? আবার তাঁকে কেমন ক'রে দেখবো? তাঁকে আবার না দেখলে যে সখী আমি বাঁচবো না।

বৃন্দা। বল কি?

রাধা। এখনি দেখাও—তিলেক বিলম্ব করলে আর আমায় দেখতে পাবে না।

বৃন্দা। চুপ্‌—চুপ্‌—তোমার সোয়ামী আসছে।

রাধা। এখনি দেখাও—নইলে স্থির বলছি সখী, আমি এখনি গিয়ে যমুনায় ঝাঁপ দেবো!

বৃন্দা। চুপ—চুপ—প্রতিশ্রুত হচ্ছি, যথাশক্তি এর বিধান করবো। এখন চুপ কর।

(গীত)

তখনি বলেছি তোরে যাস্‌নে যমুনা-জলে
চাসনে সে কদম্বের তলে।
এখন কেন বা বল শুন না বুঝ না রাই
কেন ভাস নয়নের জলে ॥
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পা, মেঘের বরণ গা,
রাঙা দীঘল দুটি আঁখি।
কাহার শকতি তায় দিঠিতে পড়িলে গো
ঘরে আসে আপনারে রাখি ॥

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

আয়ান। কৈ, কোথায় শালার কালিয়া কুঁয়ার? আমার বউএর ঘাড়ে এসে বাসা! কৈ কুটিলে, দেখিয়ে দে—বউএর ঘাড়ের কোন্‌খান্‌টায় সে শালা বেহ্মদত্যি বাসা করেছে। বউ, একবার ঘাড়টা পাত তো? (ভূমিতে যষ্টি আঘাত)

বৃন্দা। ও কি করছ সখা?

আয়ান। এই যে বৃন্দে সখী!—বউএর ঘাড়টা একবার নুইয়ে ধর ত।

বৃন্দা। কেন?

আয়ান। বলবার সময় নেই—দেরী করলে বউ-এর গলা একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে ফেল্‌বে। কালিয়া কুঁয়ার বাসা করছে। বউ কদমতলাতে আসছিল এলোচুল ক'রে, এমন সময় কোথায় কদমের ডালে কালিয়া কুঁয়ার ব'লে এক ভূত ছিল—সে ঝপাও ক'রে বউয়ের ঘাড়ে পড়েছে। সে কুঁয়ার বড় সাধারণ ভূত নয়—কুঁয়ার গোঁয়ার ভূত। না লাঠি খেলে নড়বে না। এক ঘা কালী ব'লে কসিয়ে দি, শালা বাপ্‌ বাপ্‌ বলতে বলতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাক্‌।

বৃন্দা। কালিয়া কুঁয়ার ত পালাবে, আর লাঠির ঘায়ে বউ শুধু যে অক্কা পাবে,—তার কি?

আয়ান। তাই ত! সে কথাটা যে মনে ছিল না! ও কুটিলে, হ'ল না। তা হ'লে বউও আমাদের পেত্নী হয়ে কালিয়া কুঁয়ারের সঙ্গে লম্বা দিক?

কুটিলা। হাঁ বউ!

রাধা। কেন?

কুটিলা। তোর কি হয়েছে?

রাধা। কি আর আমার হবে?

কুটিলা। এই যে মেঘের পানে চাইছিলি—আপনার মনে কত কি বলছিলি। কখন হাত জোড় করছিলি, কখনও উঠছিলি, কখনও বসছিলি।

রাধা। দেবতার পূজো কচ্ছিলুম। সেই জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করছিলুম, কখনও বা হাত জোড় করছিলুম।—সেই জন্য কি ভাই-বোনে একজোট হয়ে আমাকে মেরে ফেলতে এসেছো?

আয়ান। ও কুটিলে?

কুটিলা। ও কুটিলে!—কেন?—আমি কি তোমাকে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতে বলেছিলুম?

আয়ান। তুই যে বল্লি, কালিয়া কুঁয়ার বাসা করেছে।

কুটিলা। করেছে কি না করেছে, আগে দেখ। দেখা নেই, শোনা নেই, একেবারে লাঠি ঠুকতে লেগে গেলে। আর তোমাকেও বলি বউ, তোমার সব বিপরীত! পূজো কি আর কেউ করে না। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না, এ কি রকম পূজো রে বাপু?

বৃন্দা। তোমার ভাইয়ের মঙ্গলের জন্যই ত সখী পূজো কর্‌ছিলেন। ব্রতের পূজো—কথা ক'য়ে নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে? (আয়ানের প্রতি) কেন সয়া—তুমি কি জান না?

আয়ান। কেন জানবো না?

বৃন্দা। আর তন্ময় হয়ে যদি পূজো না হ'ল, তা হ'লে সে কি রকম পূজো?

রাধা। তুমিই ত করযোড়ে গোমাতার কাছে প্রার্থনা কর্‌তে বলেছিলে।

আয়ান। তা ত ব'লেই ছিলুম।—ও কুটিলে!—

কুটিলা। (মুখভঙ্গী করিয়া) এ কথা কি আমায় আগে বলেছিলে? এখন—ও কুটিলে!

বৃন্দা। কালিয়া কুঁয়ার সইএর ঘাড়ে বাসা করে নি। এ দেখছি সয়া, তোমার বোনের ঘাড়ে বাসা করেছে।

আয়ান। ওরে শালা কালিয়া কুঁয়ার জোচ্চোর!

[প্রহার।

কুটিলা। ও মা, মেরে ফেললে গো! ও মা!

[প্রস্থান।

আয়ান। ওরে শালা কালিয়া কুঁয়ার!

[প্রস্থান।

বৃন্দা। চল সই! দেখি গে মা যোগেশ্বরী কি করেন।

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীকৃষ্ণ ও সুবল।

সুবল। কি সখা। দেখতে পেলে?

কৃষ্ণ। কৈ সখা!

সুবল। কৈ কি? এই যে চক্ষের সামনে দিয়ে চ'লে গেল!

সুবল। এ তুমি কি ব'লছ কানাই! দেখতে পেলে না কি?

কৃষ্ণ। (গীত)

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমাল সঙে, তরিত লতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি,
তদবধি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনক-কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হরি হরি বল মন, জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম॥

কৈ সুবল! কিছুই যে আমার দেখা হ'ল না!

সুবল। তবে একটু অপেক্ষা কর। যমুনা-স্নান ক'রে এখনি বৃষভানুনন্দিনী ফিরে আস্‌বে। সেই সময় তাকে পুনর্দ্দর্শন ক'রো। কিন্তু সাবধান কানাই! শ্রীরাধিকা কুলবধূ। সঙ্গে ননদী আছে, সখীরা আছে। যেন ইঙ্গিত ক'রে বসো না।

কৃষ্ণ। না সখা—তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি কি এতই উন্মাদ! আমি শুধু দেখ্‌ব—একবার দেখে সাধ মেটেনি, আর একবার দেখব। ভাল দেখা হ'ল না সুবল! বিদ্যুল্লতা চোখের উপর একবারমাত্র

ভেসে, চোখের পলকে মিলিয়ে গেছে। সুধু বুকে শেল বিঁধছে, পাঁজর খ'সে যাচ্ছে। কোথা যাই সুবল, —কি করি সুবল?

সুবল। উতলা হও না। ফিরে এল ব'লে। তখন আবার দেখ।

কৃষ্ণ। সুবল, প্রাণ যায়, আর একটিবার আমাকে দেখাও।

(গীত)

আমি দেখার প্রয়াসী
শ্রীমুখ-কমল, দেখব কেবল,
বারেক সুবল দেখাও হে—
কাল কালান্ত গেছে ব'য়ে, আমি দেখার আশায়
আছি চেয়ে,
জীবন গেছে কেঁদে কেঁদে আমি তবু আছি পরাণ বেঁধে
আকুল উদাসী।

সুবল। সখা সখা, অন্তরালে যাও—অন্তরালে যাও। শ্রীরাধা আসছে।

কৃষ্ণ। কই সখা? কত দূরে সখা?

সুবল। ব্যস্ত হও না থাম, থাম। সঙ্গে কুটিলা আছে। নামেও যা, কাজেও তাই। কুটিলা পথের মাঝে আমাদের দেখলে কত কি কু-ভাববে। শ্রীরাধার লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না—এস সখা অন্তরালে যাই।

(শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা। কই আর ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। বৃন্দা ব'ল্লে শ্যামসুন্দর আমাকে দেখ্‌বার জন্য পথের মাঝে আমার আশাপথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।—আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে! অভাগিনী রাধার প্রতি বিধাতা কি এতই সুপ্রসন্ন?

দাঁড়াইয়া তরুমূলে, আকুল করিল মোরে
ঈষৎ বঙ্কিম দিঠে চেয়ে।
ঘরে যেতে না লয় মন, যাক জাতি কুল ধন,
চিকণ শ্যামের বালাই ল'য়ে॥
অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখি, প্রেম-পূরিত আঁখি,
মোর মনে আন নাহি ভায়।
চিত নিবারিতে যদি, বিরলে বসিতে চাই,
মন কেন শ্যাম পানে ধায়॥

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। বলি ঠাকরুণ, পথ দেখে চল।

রাধা। পথ দেখেই ত চলেছি ঠাকুরঝি!

কুটিলা। একে কি পথ দেখে চলা বলে? পথ দেখে চ'ল্লে কি চোখ চারধারে ঘোরে? উহু হুঁ, পোড়া পথও কি এত এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো।

রাধা। কই,—আর কেন দেখ্‌তে পাচ্ছি না? না না, ওই যে, ওই যে—কেলিকদম্বের অন্তরালে, প্রিয় সখা সুবলের হাত ধ'রে—ওই যে আমার—ওই যে আমার প্রাণময় হৃদয়-সর্ব্বস্ব মুরলীধর—ওই যে আমার—

চিকণ কালা, গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে,
তেরছ নয়নে চায়॥

কুটিলা। চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে আবার থম্‌কে দাঁড়ান হ'ল কেন? দেখ বউ, স্পষ্ট কথা বলি। বলি, তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি? তোমার ভাবগতিক ত ভাল বুঝছি না।

রাধা। কেন? কি ব্যাপার দেখ্‌লে ঠাকুরঝি?

কুটিলা। এর চেয়ে আবার কি ব্যাপার দেখতে হয়, তা ত জানি না। যমুনার জলে পড়লে ত একেবারে গা এলিয়ে দিয়ে বস্‌লে, উঠতে আর চাও না। যদিও ডেকে ডেকে তুল্‌লুম, ত তীরে উঠে কাপড় নেঙড়াতে আর পা ঘসতে শুরু করলে। রাঙা—খুড়ী—ও পোড়া পা যেন আর ফরসা হ'তে চায় না—তারপর এখন পথ চল্‌ছ না ত যেন সব মাটী মাড়িয়ে চলছ। তুমি রাজার মেয়ে, ব'সে তোমার দিন চ'লে যাবে। আমাদের ত আর নিজে ক'রে-কর্ম্মে না খেলে চল্‌বে না। তা এমন ক'রে চল্লে এ বছরে ত আর বাড়ী পৌঁছান হয় না দেখতে পাই। বলি, বাড়ী যাবার মতলব আছে ত?

রাধা। এই ত বাড়ীতেই চলেছি ঠাকুরঝি! তোমাদের আশ্রয় ছাড়া আমার আর স্থান কোথায়? ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! সর্ব্বনাশ করেছি।

কুটিলা। কি হ'ল, আবার কি হ'ল?

রাধা। হার ছিঁড়ে ফেলেছি?

কুটিলা। ছিঁড়্‌লে—অমন মতির হার! এই সবে দু'দিন পরেছ, এরই মধ্যে ছিঁড়ে ফেল্লে!

বেশ, যেমন কাজ তার ফল ভোগ কর। নিজেই ব'সে ব'সে ছড়ান মুক্ত কুড়োও। আমি যে তোমার জন্য সব কাজ ফেলে মুক্ত কুড়ুতে ব'সি, আমার এত দায় কাঁদে নি। আমি চল্লুম।

রাধা। ও ঠাকুরঝি, তা হ'লে কি হবে?

কুটিলা। কি হবে, তা আমি কি জানি? তোমার বাপের ধন, তোমার যা খুসি তাই কর—ফেল্‌তে হয় ফেলে এস, কুড়িয়ে নিতে হয়, নিজে কুড়োও, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

রাধা।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়া ত কোটি কাম
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ ধনু ভঙ্গী ঠাম, নয়নকোণে পুরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সে মূরতি, সতী ছাড়ে নিজ-পতি,
তেয়াগিয়া লাজ-ভয়-মান!
অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে, মালা বিরাজিত,
কি দিব উপমা তার।
মাধব!—মাধব!—
তুয়া অনুরূপ, রূপ হেরি দূর সঙে,
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরবশ লাগি, জাগি, জাগি তনু অন্তর,
জীবন র'হ কিয়ে যাব।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কি গো শ্রীমতি! হার আপনা আপনি ছিঁড়ল, না সাধ ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লে—পাপ ননদীর হাত এড়িয়ে, কৃষ্ণদর্শনের ছলায় গজমতির হার ছিঁড়ে খেলাটা খেলছ মন্দ নয়।

রাধা। সখি, আমার কি হবে? আমার যে বুক কাঁপ্‌ছে।

বৃন্দা। বলি আছ, না শ্যাম-অরণ্যে প'ড়ে পথ হারিয়ে বসেছ?

রাধা। পথই হারিয়েছি! সখি ব'লে দাও, কোন্ পথে যাই।—এ দিকে শ্যাম, এদিকে কুল, মধ্যে আমি পথহারা, জ্ঞানহারা, গতিবিহীনা রমণী। সখি, দয়া ক'রে আমাকে পথ ব'লে দাও।—শ্যাম যে এই দিকেই আস্‌ছেন।

বৃন্দা। আস্‌ছেন ভালই ত দুটো কথা কও, শ্যামের মতলবটা কি বোঝ। এমন ক'রে লুকোচুরী খেলে চোরাই দেখাদেখির দরকার কি? শ্যাম আসুন—যে যার মনের ভাব সুমুখে স্পষ্ট ক'রে বল। সকল লেঠা চুকে যাক্।

রাধা। তা কেমন ক'রে হয় সখি? আমি যে কুলবধূ। পাপ ননদী যে সমস্তই দেখে গেল সই।

বৃন্দা। আ হরি! পাপ ননদী কি দেখতে জানে, না তার চোখ আছে? ভয় নেই, সে কিছু দেখ্‌তে পায়নি। কিছু দেখতে পাবেও না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। নাও, চেয়ে দেখ। ঐ কেলিকদম্বের মূলে মুরলী হাতে তোমার শ্যামসুন্দর—আস্‌তে আস্‌তে দাঁড়াল। লজ্জায় বুঝি শ্যামচাঁদ তোমার সমীপস্থ হ'তে পাচ্ছেন না। কিন্তু কি শোভা! রাধে—রাধে—তোমার দর্শনজনিত আনন্দে, তোমার অঙ্গ-স্পর্শসুখাভিলাষে আগ্রহ-পূরিত অন্তরে—ব্রজেশ্বরের আজ কি অপূর্ব্ব শোভা!—ও! এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, নাগর-রাজ আস্‌তে আস্‌তে নিবৃত্ত হ'লেন কেন। এতক্ষণে বুঝেছি—আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি দেখে শ্যামচাঁদ আস্‌তে পার্‌ছেন না। তা হ'লে তোমাদের প্রেম-আলাপনে ব্যাঘাতস্বরূপ হয়ে দাঁড়াব কেন? আমাদের কি রাগ-অভিমান নেই? তা হ'লে সখি, আমি চল্লুম।

রাধা। না সখি! তুমি যেও না—যেও না—সখি, আমায় একলা ফেলে যেও না। আমার বড় ভয় করছে—দোহাই বৃন্দা! অপেক্ষা কর—দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে যাই।

(সুবলের প্রবেশ)

সুবল। শুন্‌লো রাজার ঝী,
তোরে কহিতে আসিয়াছি,
কানু হেন ধন পরাণে বিঁধিলি,
এ কাজ করিলি কি!
বেলি অবসান কালে,
গিয়েছিলি নাকি জলে,
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখীর গলে।

দেখায়ে বদনচাঁদে,
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে,
তুহু ত্বরিতে আওল, লখিতে নারিল,
ওই ওই করি কাঁদে।

বৃষভানুনন্দিনি! আমি তোমার কাছে কানুর প্রাণ-ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি। আর মুহূর্ত্ত দেখা দিতে বিলম্ব কর্‌লে সে বাঁচবে না। করুণাময়ি! করুণা ক'রে কানুর প্রাণরক্ষা কর।

রাধা। সন্ধ্যা হয় সুবল! পথ ছাড়্‌। বিলম্ব দেখ্‌লে এখনই ননদী ফিরে আস্‌বে। আমার পথরোধ ক'র না। ও সখি! কোথায় গেলে! ঘনঘোর মেদুর অম্বরে বিদ্যুৎ লীলা করছে। চারিদিক থেকে অন্ধকার দ্রুতবেগে আমাকে বেষ্টন কর্‌তে আস্‌ছে। সখি শীঘ্র এস, আমাকে রক্ষা কর।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ভয় কি? কারে ভয় বৃষভানুনন্দিনি?

গীত।

কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে।
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বরভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাসে॥
সুন্দরি! কাহে মোহে, সম্ভাষি না বাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল,
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি।
কুচ ভয়ে কমল- কোরক জলে মুদি রহুঁ,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল, গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥

এখন অনুমতি কর ব্রজেশ্বরী, শ্রীপাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হই।

(বৃন্দা ও সখীগণের প্রবেশ)

গীত

ধনি ধনি রমণী জনম ধনী তোর।
সবজন কানু, কানু করি ঝুরত,
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি, তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহুঁ চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন-কারী (ধনী)
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥

গীত।

দেখ সখি নাগররাজ বিরাজে।
সুধই সুধাময় হাস বিকসিত চাঁদ মলিন ভেল লাজে।
ইন্দীবর-বর গরব বিমোচন
লোচন মনমথ ফাঁদে॥
ভাঙ ভুজগ পাশে, বান্ধল কুলবতী,
কুল দেবতা মন কাঁদে॥
ভ্রমর করম্বিত, জানু লম্বিত,
কেলিকদম্বকি মাল।
রাইক কোমল চিতে, নিতি নিতি বিহরই,
এ হেন মূরতি রসাল॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সখীগণ, বৃন্দা ও সুবল।

সুবল। এ যে বড়ই বিপদ হ'ল বৃন্দা! রাই কানাই দূরে দূরে ছিল, সে ত ছিল ভাল। এ যে কাছে দাঁড় করিয়ে কথা কইয়ে সর্ব্বনাশ হ'ল।

বৃন্দা। তা আমি কি করব? আর আমায় ব'ল না। আর আমি পার্‌ব না। এ কি সহজ কথা? কুলের বউকে কথায় কথায় পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করান কি সহজ কথা? একবার দেখা করিয়ে দিয়েছি, এই যথেষ্ট। দেখা করিয়ে দিয়েছি, তোমাদের কানু কথা কয়েছে—আবার কি? এইবার তাকে নিজের পথ নিজে দেখতে বল।

সুবল। সে সময়ের পর থেকে আর ত শ্রীরাধার দর্শন মিলছে না। বিপরীত ফল বৃন্দা—বিপরীত ফল! রাই-বিরহে আমাদের কানাই বুঝি আর বাঁচে না।

বৃন্দা। বল কি?

সুবল। গীত।

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে রাধারই নাম॥

না বাঁধে চিকুর, না পীদে চীর,
না খায় আহার, না পীয়ে নীর,
সোঙরি সোঙরি তাহারই নাম,
সোনার বরণ হইল শ্যাম ॥

বৃন্দা। এতটা হয়েছে? ভাল, কানাইকে তোমাদের একবার দেখাবে চল দেখি। কোথায় তোমাদের কানাই?

সুবল। আর কানাই! চল, দেখবে চল, যমুনা-কূলে তৃণকুঞ্জে গা ঢেলে আমাদের জীবনকৃষ্ণ মুখখানি লুকিয়ে প'ড়ে আছে। চক্ষু দিয়ে অবিরাম জলধারা ব'য়ে যাচ্ছে।

বৃন্দা। তা হ'লে যমুনায় বাণ ডেকেছে বল।

সুবল। রহস্য ক'র না বৃন্দারাণী—একবার দেখবে চল। দেখলে তোমারও চক্ষে জল আসবে।

বৃন্দা। তাই ত, বড়ই বিপদে ফেল্লে। কুঞ্জমিলন কেমন ক'রে করি? অমনিই ত পাপ ননদী সন্দেহ ক'রে বসেছে। রাইকে আমাদের চক্ষে চক্ষে রেখেছে।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

সুবল। ও কি ভাই কানাই। উঠে এলি যে? দেখ বৃন্দা দেখ, কানাই আমাদের রাই-বিরহে কি হয়েছে একবার দেখ!

কৃষ্ণ। কোথা রাই—কোথা রাই—

(সুরে কথা)

কনক বরণ, কিয়ে দরপণ,
নিছনি নিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত,
সিন্দূর অরুণ আর ॥
কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর, পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহল পশি ॥
গুরু সে উরুতে লম্বিত কেশ,
হেরি যে সুন্দর ভার।
চরণের ফুল, হেরিয়া হুকুল,
জলদ শোভিত হার ॥

কোথা রাই—কোথা রাই?

বৃন্দা। রাই কি আর চাই বল্লেই পাওয়া যায় ব্রজেশ্বর! তাতে একটু আরাধনা চাই।

গীত।

বৃন্দা।—

সামান্যে কি রাধারে পায়, বিনা আরাধনে কি পায়।
ভক্তিভাবে ডাকলে পায়, মুক্তি আছে যার পায় ॥

কৃষ্ণ।—

রাধা-আকাঙ্ক্ষিত হয়ে, ত্যজিলাম গোলোক অধিকার।
গোকুলে গোপবাদ নিলাম, পরিচয় কি দিব অধিক আর।

বৃন্দা।—ত্যজ বিষয়-বাসনা, নাশ ক'রে সে বাসনা,
করিলে তার উপাসনা, হৃদি পদ্মাসনে পায় ॥

কৃষ্ণ।—কাননে করি গোচারণ,করে কৈলাম শৈলধারণ,
রাধার শ্রীপদের কারণ, বাঁধা গেলাম নন্দের পায়॥

বৃন্দা। এই কি সুবল! তোমাদের শ্যামচাঁদের বিরহ? মানুষ চিন্তে পারে?

কৃষ্ণ। তোমরা কি মানুষ বৃন্দা! যারা আমার রাইয়ের কাছে থাকে—রাইধনে যারা ধনী—তারা কি মানুষ? তারা কি মানুষ? বৃন্দা! দয়া ক'রে আমাকে রাইকে দেখাও, রাইকে আমার এনে দাও।

বৃন্দা। বেশ, আর একটু এগুবে? যোগিনী-বেশ ধরতে পারবে?

কৃষ্ণ। যোগিনী?

বৃন্দা। হাঁ যোগিনী—দেয়াশিনী। নইলে রাধার কাছে তোমাকে উপস্থিতই করতে পার্‌ব না। পুরুষ দেখলে যদি পাপ ননদী রাইয়ের কাছে না যেতে দেয়!

সুবল। বেশ, বেশ,—যোগিনীই সেজে ফেল।

কৃষ্ণ। কেমন ক'রে সাজব?

বৃন্দা। চল, কেমন ক'রে সাজতে পার একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শয্যায়—শ্রীরাধা ও কুটিলা।

রাধা। (স্বপ্নাবেশে কুটিলাকে ধরিয়া) আমায় ভুল না—আমায় ছেড় না—আমি শরণাগতা—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি ॥

কুটিলা। (উঠিয়া) কি বল্লি বউ—কি বল্লি?—

রাধা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি বল্লুম?

কুটিলা। এই যে হাত ধরে বল্লি।
রাধা। কই, কি বল্লুম ?
কুটিলা। কি বল্লুম !—
বলি, এ ঘরের ভেতরে—বঁধুয়া পাইলি কারে ?
এত ঢীটপনা, জানে কোন্ জনা,
বুঝিনু তোহারি রীতি
কুলবতী হয়ে, পরপতি ল'য়ে,
এমতি করহ নিতি ?

রাধা। ও মা! এ সব কি কথা—এ কি বলছ ঠাকুরঝি ? পরপতি কি ?

কুটিলা। কি, এই দাদা আসুক না, বুঝিয়ে দিচ্ছি।—
যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়নে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর
ক্ষণেক বিরাজ রাই !

(ললিতার প্রবেশ)

রাধা। ওমা এ কি কথা ?—কি শুনলে ?
ললিতা। কি—ব্যাপারখানা কি ?
কুটিলা। কি শুনলুম ? তবে শোন—এই এদের সুমুখেই বলি।—
শোন তবে, শ্যাম-সোহাগিনি !
রাধা বিনোদিনি ! তোমারে বলিতে কি ?
চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি।
তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,
গিয়াছিলে নাকি একা ?
শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,
হয়েছিল নাকি দেখা ?
সেই দিন হ'তে, সেই ত পথেতে,
করে নাকি আনাগোনা ?
রাধা রাধা বলি, বাজায় মূরলী,
তাহে হৈল জানা শোনা ?

রাধা। কোথা থেকে কি কথা গ'ড়ে গ'ড়ে বলছ ঠাকুরঝি ? আমাকে যে একেবারে অবাক ক'রে দিলে।

কুটিলা। তা ত হবেই—অবাক হবারই ত কথা !—
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
তা সনে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা ॥

[প্রস্থান।

রাধা। এ কি পরমাদ, দেয় পরীবাদ,
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর-চরচায়, যে থাকে সদাই,
সাপে থাক তার বুকে ॥
ননদিনী আমাকে শ্যামসোহাগিনী ব'লে কত তিরস্কার ক'রে গেল দেখলে ?

ললিতা। ওমা! তাই ত—এ সব কি কথা ? শ্যাম কে ?
গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এতদিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু,
শ্যাম কাল কি গোরা ॥

রাধা। সই! এ কি সহে পরাণে ?
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
কেহ না শুনেছে কানে ?

ললিতা। বলুক না সই—
চিত দড় করি, থাক লো সুন্দরী,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
কত লোকে কত বলে ॥

তৃতীয় দৃশ্য

আয়ান।

গীত।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তল জাল।
বিমল বিধুবর শ্রীমুখ সুন্দর
তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল ॥
যোগিনী সকল ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল,
ক্রুদ্ধ মানস উর্দ্ধে শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল।

প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামসুন্দরী,
রক্ষ মম পরকাল,
দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ ;
বরাহ কাল করাল ॥

কালী বল মন—কালী বল।

(দেয়াশিনী বেশে কৃষ্ণের প্রবেশ)

আয়ান। বা ! বা ! কালী বল—তুমি কে গো ? সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন—কালী বল—তুমি কে গো ? কুণ্ডল কানেতে প'রে, সাজী বাম করে ধ'রে —কালী বল তুমি কে গো ? বিভূতি প'রেছ, দিব্যিটি সেজেছ—হাতে রুদ্রাক্ষ-মালা—চোকদুটি কেমন ঢুলঢুল—কালী বল—তুমি কে গো ?

কৃষ্ণ। আমি দেয়াশিনী।

আয়ান। তা হ'তে পারে! কিন্তু কি জান দেয়াশিনী—বুঝেছ দেয়াশিনী—তোমাকে দেখে— বুঝতে পেরেছ দেয়াশিনী—

কৃষ্ণ। আমাকে দেখে কি তোমার রাগ হচ্ছে ?

আয়ান। বেজায়—শুধু রাগ—তোমায় দেখে আমার অনুরাগ পর্য্যন্ত জেগে উঠছে।

কৃষ্ণ। তা হ'লে ত বড় বিপদের কথা !

আয়ান। তা ত বুঝতেই পাচ্ছ—কিন্তু কি করব দেয়াশিনী—অনুরাগটা আমি কিছুতেই সামলাতে পাচ্ছি না। তোমাকে দেখে মনটা এমনই করছে—কি বলব দেয়াশিনী—ইচ্ছে করছে তোমাকে একেবারে খেয়ে ফেলি।

কৃষ্ণ। (কৃত্রিম ভীতি প্রদর্শন) খাবে কি ?— ও বাবা ! খাবে কি ?—

আয়ান। আর বাবা ! বাবার চোদ্দপুরুষ বললেও তোমায় আর ছাড়ছি না।

গীত।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন-দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার—
গণ্ডযোগে জন্ম নিলে, সে হয় মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা ;
দুটোর একটা ক'রে যাব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটো, তরকারী বানায়ে খাব,
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্বরা দেব ॥

(গোপীগণের প্রবেশ)

গোপীগণ ওমা ! এ কি ? করিস্ কি আয়ান ? স'রে যাও—স'রে যাও—ও জটিলে, ও কুটিলে !—

আয়ান। যাক্—দেয়াশিনি ! এবারে বড় বেঁচে গেলে। কিন্তু বারান্তরে এলে—বুঝেছ ?

কৃষ্ণ। বুঝেছি—বেশ, বারান্তরে দেখা হবে।

আয়ান। বস্—তা হ'লে এবারটা তোমাকে আর দেখলুম না—এবার—কালী বল মন—কালী বল।

[প্রস্থান।

১ম গোপী। ওমা ! এ কি কপাল গো ? দেয়াশিনী ঠাকুরাণী—কোথায় ভক্তি করবে, না তাকে কি না পথের মাঝে হাত দুটো উঁচু ক'রে—দাঁতপাটী বার ক'রে—

কৃষ্ণ। খেয়ে ফেলছিল আর কি !—

সকলে। ওমা ! এ কি পাগল গো ?

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

উভয়ে। কি ! কি ! ব্যাপার কি ?

সকলে। ব্যাপার আবার কি ! সর্ব্বনাশ হয়েছিল—

১ম গোপী। এমন ছেলে গর্ভে ধ'রেছিলে— গোকুল গিছ্ল।

উভয়ে। (প্রণাম) দয়াময়ী—দেয়াশিনী মা ! কিছু মনে ক'র না মা।

কৃষ্ণ। না—না—মনে করব কেন ? আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কি রাগ আছে ?

জটিলা। না মা ! তোমার রাগ হয়েছে মা !

৩য় গোপী। রাগ হ'বে না ? বল কি—এ কি সহজ কথা ? ছেলের এমন ক্ষিধে যে, তেড়ে এসে মানুষ খায়। দেয়াশিনী মা ! তোমার মাথায় হাত দিয়ে দেখ—কোন জায়গায় দাঁত বসে নি ত ?

সকলে। ওরে বাবা—কি হাঁ (ইত্যাদি কলরব)

জটিলা। ওমা, তোমার রাগ হয়েছে মা ?

কৃষ্ণ। না, না—রাগ কেন হবে—রাগ কেন হবে ?

সকলে। পায়ে ধর, পায়ে ধর—মায়ে-ঝিয়ে পায়ে ধর।

জটিলা। না মা ! ঠিক্ রাগ হয়েছে মা ! ঠিক রাগ হয়েছে—ও কুটিলে, মায়ের পায়ে ধর, পায়ে ধর।

কুটিলা । এ সময় বউ কোথায় গেল ?—মা ! দাদা আমার পাগল-ছাগল মানুষ—কিছু মনে ক'র না মা ! মনে ক'র না !

কৃষ্ণ । আঃ—ছাড়, পা ছাড় ।

সকলে । ছেড় না, ঘরে নিয়ে যাও—গিয়ে বউকে ডেকে মায়ের সেবা-শুশ্রূষা কর ।

কুটিলা । (প্রণাম করিয়া) এ দিকে ত চব্বিশ ঘণ্টাই বাইরে বাইরে বেড়াচ্ছেন—আর আজ কোথায় গেলেন—এসে দেয়াশিনী মাকে সান্ত্বনা করুক । বলি ও বউ —বউ (নেপথ্যে—কেন গা) ।

(রাধার প্রবেশ)

কুটিলা পায়ে ধর বউ—পায়ে ধর ।

রাধা । কার ?

কুটিলা । কার ? কেন কি চোক নাই ? সুমুখে মা দেয়াশিনী দেখতে পাচ্ছ না ? পায়ে ধর বউ, পায়ে ধর,—কিছু মনে ক'র না মা !

কৃষ্ণ । আহা ! আহা ! বেশ বধূটি ত তোমার গা !

কুটিলা । ওমা ! ওর সোয়ামী মা—কিছু মনে ক'র না—কিছু মনে ক'র না ।

সকলে । প্রণাম কর— প্রণাম কর ।

কুটিলা । বল—মা ! অপরাধ নিও না — পাগল-ছাগল—

রাধা । পাগল-ছাগল হ'তে যাব কেন ?

সকলে । আহা । না হয় হ'লেই বা—

হ'লেই বা—অপরাধ হ'য়ে গেছে—

রাধা । কি অপরাধ করেছি—

সকলে । আহা ! নাই বা কর্‌লে—নাই বা কর্‌লে—

কুটিলা । (রাধাকে ধরিয়া) নাও—ধর পায়ে ধর—

সকলে । ধর—ধর তোমার সোয়ামী মাকে খেতে গিয়েছিল—ধর ধর—

রাধা । আমার সোয়ামী খেতে গিয়েছিল ! আহা হা ! কি চরণ—আহা হা ! কি কেশের শোভা—

কুটিলা । আশীর্ব্বাদ কর মা—ওর সোয়ামীকে আশীর্ব্বাদ কর ।

কৃষ্ণ । ভাল, বউ, একবার মুখখানি তোল ত, তোমার কপালটি একবার দেখি—ওঃ গুরুজন কাছে আছে, তাই মুখ তুল্‌তে লজ্জা কর্‌ছ ?

সকলে । ওগো গুরুজন ! স'রে এস—স'রে এস ।

কৃষ্ণ । সাজিটি খুলিয়া, ফুলটি তুলিয়া,
বাঁধিয়া দিলাম চুলে ।
আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে ॥

আহাহা ! কি রূপ—কি মুখখানি—কি চোক—কি অঙ্গের গঠন ! বড় লক্ষণযুক্তা বউ –

রাধা । দেয়াশিনি !
এ কথা কহবি মোয় ।
আমার হিয়ার, ব্যথাটি ঘুচয়ে,
তবে সে জানি যে তোয় ॥

কৃষ্ণ । একটি শপথি, রাখহ যুবতী,
কহিতে বাসি যে ভয় ।
পরপতি সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয় ।

রাধা । দেয়াশিনি ! তোমার ঘর কোথা ?

কৃষ্ণ । আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরলে কথা ।

দেখগা ! তোমাদের এই বউটির অনেক লক্ষণ ! তা পথে দাঁড়িয়ে ত সব দেখা যায় না ।—একটু বিরল—

সকলে । বিরলে নিয়ে যাও—

কুটিলা । বউ, তা হ'লে তুমি দেয়াশিনী মার-হাত ধ'রে নিয়ে এস—আমি দোর আগলে ব'সে থাকব —কাউকে ঢুকতে দেব না ।

চতুর্থ দৃশ্য

আয়ান ।

আয়ান । গীত ।

তাই শ্যামারূপ ভালবাসি ।
কালী জগমনোমোহিনী এলোকেশী ।
তোমায় সবাই বলে কালো কালো,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী ॥

কালী বল মন—কালী বল । কুটিলে, আমাকে ঘাটী আগলাতে ব'লে গেছে ।—বলে, কালা ছোঁড়াটা রোজ রোজ এমনই সময়ে এই পথ দিয়ে যায় । ঘন ঘন আমার ঘরের পানে চায়—বাঁশরী বাজায় । একবার কালামাণিককে ধ'রতে পারি, তা হ'লে তার কানটি পাক্‌ড়ে আঁকারে এক মোচড় দিয়ে দীর্ঘ ঈকার

না ক'রে একেবারে কালী বানিয়ে ফেলি! কালী বল মন—কালী বল।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওমা! কি ঘেন্না—কি লজ্জা! দেয়াশিনী সেজে কালা ছোঁড়াটা আমার চোকে ধুলো দিয়ে গেল! আমাকে পায়ে ধরালে—মাকে পায়ে ধরালে—শেষে কি না আমাকে দোর আগলে বসিয়ে রেখে—দাদারই ঘরে ব'সে বউয়ের সঙ্গে আমোদ ক'রে গেল! কিছু বুঝতে পারলুম না—ভ্যাবাগঙ্গারাম হ'য়ে দোর আগলে ব'সে রইলুম। কি লজ্জা—কি ঘেন্না! সুবল এসে দূর থেকে বাঁশী বাজালে—আমি কেষ্ট মনে ক'রে ছুট্‌লুম—আর কেষ্ট কি না আমার পেছুন দে ড্যাং ডেঙিয়ে বগল বাজাতে বাজাতে চ'লে গেল! ঠাট্টা ক'রে গেল! বলে,—কি গো কুটিলে ঠাকরুণ! —সারাদিন দোর আগলে ব'সে রইলে—দেয়াশিনীর কাছে বক্‌সিস পেলে কি?—ওমা! কি লজ্জা!—ছোঁড়াটা এত দিন লীলা কর্‌ছে—এক দিনও ধ'র্‌তে পারলুম না! আচ্ছা, আমিও দেখছি—বাছাধন ক দিন আমার সঙ্গে লুকোচুরী খেলে পালিয়ে যান।—আজ অমাবস্যের রাত—কালাচাঁদ এমন সুযোগ কি ছাড়বে!—নিশ্চয় আস্‌বে। ভাই-বোনে আজ ঘাঁটী আগলে আছি, আজকে ধরবই ধরব!—ও দাদা!—দাদা!—

আয়ান। কি? কি?—

কুটিলা। ওই কালমাণিক আস্‌ছে না? আস্‌ছে —ঠিক আস্‌ছে—

আয়ান। (ইঙ্গিতে প্রস্থানের আদেশ)

[প্রস্থান।

কুটিলা। ঠিক হয়েছে—এইবার দেখি, দেখি যাদু—তুমি কোথায় যাও—

বারে বারে পাখা তুমি খেয়ে যাও ধান।
এইবারে পাখী তোমার বধিব পরাণ।

[প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ)

গীত।

জয় জয় বৃষভানু কিশোরী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী—
কত প্রেমের আগরী সাগরী॥
নব গোরোচন, জিনিয়া বরণ,
তপত কাঞ্চন গৌরী।
ইন্দীবর-বর, প্রবর অম্বর,
শোভিত নব কিশোরী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী॥
আঁখি যুগ চারু, চকোরী সঘন,
কাজর তাহে উজোরি।
তিল-ফুল-জিত, নাসাগ্র শোভিত,
মুকুতা উজোর কারী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী॥
জয় রাধে—জয় রাধে।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

আয়ান। আর এই পাঁচনবাড়ী কাঁধে।

কুটিলা। আর এই প্রেম-দড়া দিয়ে হাতে পায়ে বাঁধে।

নারদ। এই—এই কর কি—কর কি? কে তোমরা?

আয়ান। বলি তুমি কে হে?

কুটিলা। তাই ত তুমি কে?

আয়ান। ভদ্রলোকের বাড়ীর কাণাচে—

কুটিলা। অন্ধকারে গা ঢেকে—রাধে—রাধে, বলি, তুমি কে? নাও—দাদা—ধর, ধ'রে একেবারে ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাও। ওর মা বলে—ছেলের আমার সন্ধ্যে হ'লেই পাখীর চক্ষু বুজে আসে।

আয়ান। ছেলে যে পেচকপক্ষী তা ত মা জানে না।

কুটিলা। ওমা—ওমা! কোথায় গেলি শীগ্‌গির আয়।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ধরা পড়েছে?

কুটিলা। এসে দেখ্ না—যাদু একেবারে হতভম্ব হ'য়ে চুপ। কালমাণিক মনে করেছেন—অন্ধকারে আমরা ঠাওর কর্‌তে পার্‌ব না।

জটিলা। কি গো ভালমানুষের ছেলে?—ওমা! —এ কে?

নারদ। আমি নারদ।

কুটিলা ও আয়ান। অ্যাঁ!—

জটিলা। দূর আবাগী! দূর—যমুনায় ডুবে মরগে যা।—দোহাই বাবাঠাকুর, কিছু মনে ক'র না, পাগল-পাগলী—তোমার দাস।

কুটিলা। এ কি হ'ল দাদা?

আয়ান। তাই ত—কি হ'ল দিদি?

নারদ। আমিও ত বিস্মিত হচ্ছিলুম, তোমরা এসে আমাকে ধরপাকড় কর্‌ছ কেন? বলি, ব্যাপার-খানা কি? তোমরা কা'কে ধরবার জন্য এসেছ?

জটিলা। আবাগী! কালা কালা ক'রে ঈর্ষ্যেয় এমন অন্ধ হ'য়েছ যে, বাবাঠাকুরকে পর্য্যন্ত চিনতে পারলে না!

কুটিলা। চিনতে পারি, না পারি, তোর কি—আমার খুসী চিন্‌ব, আমার খুসী না চিন্‌ব।

জটিলা। যমুনায় ডুবে ম'র্‌গে যা—বাড়ীর কলঙ্ক টী টী কর্‌লি, দেবতারা পর্য্যন্ত জান্‌তে পার্‌লে।—দূর, দূর, শুধু দড়ী এনেছিস কেন? একটা কলসী ওই সঙ্গে আনতে পারিস্‌ নি—নিয়ে একেবারে যমুনায় যেতিস।—

কুটিলা। তাই চল্‌লুম—

জটিলা। এখনই যা—এখনই যা, নে—আয় বোকা পাগল, চ'লে আয়।

[কুটিলা ও জটিলার প্রস্থান।

নারদ। ব্যাপারখানা কি আয়ান?

আয়ান। তুমি কি ঠাকুর নারদ?

নারদ। তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?

আয়ান। না—তুমি কচ্ছপ—

নারদ। কচ্ছপ!

আয়ান। তা নয় ত কি—স্বয়ং কূর্ম্ম অবতার। এই দেখ্‌লুম কাল কুচকুচে—হাত পা গুটিয়ে—মাথা গুঁজে—যেন পাতখোলাটি সুড় সুড় ক'রে সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিলে—আর যেই ধর্‌লুম, অমনই পাকাদাড়ী গজাল—কমণ্ডলু বেরিয়ে প'ড়ল। আরে ছ্যা—তুমি বড় বেরসিক। না হয় একটু কালাচাঁদ হয়ে থাক্‌তে—না হয় একটু নন্দরাণীর কাছে ধ'রেই নিয়ে যেতুম। আরে ছ্যা—

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। আয়ান—ও বাপ শীগগির আয় শীগ-গির আয়, হতভাগা মেয়ে বুঝি যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেল—

আয়ান। দেখ দেখি ঠাকুর, মেয়েটা লজ্জায় যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেল। বড় বেরসিক—না হয় একটু কালাচাঁদ হ'তেই বা—আরে ছ্যা—

[জটিলা ও আয়ানের প্রস্থান।

নারদ। এরাই আছে ভাল। আর, সকলের চেয়ে আছে ভাল কুটিলা। কৃষ্ণের উপর ঈর্ষ্যায় সে যেন দিন নেই ক্ষণ নেই সর্ব্বকাল সমস্ত বস্তু কৃষ্ণময় দেখছে, কই, আমরা ত এতকাল জপতপ ক'রেও তা পারলুম না।—হা হরি! আপনাকে ধরা দিতে তুমি যে কত প্রকার সাধনার ডোর রচনা করেছ, তা কে বল্‌তে পারে? ব্রজেশ্বরীর কৃষ্ণকলঙ্ক দেখতে আমি বিফলপ্রয়াসে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর কুটিলা ঈর্ষ্যা-পর-বশা—আগে হ'তেই সে কলঙ্কের ঔজ্জল্য নিরীক্ষণ ক'র্‌ছে।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। আপনারও কি ঈর্ষ্যা করবার বড় অভি-লাষ জন্মেছে?

নারদ। এই যে বৃন্দাও আছ দেখছি।

বৃন্দা। না থেকে আর কোথায় যাব ঠাকুর? যে দুরূহ কাজে দাসীকে নিযুক্ত করেছেন—আমার কি একদণ্ডও ঠাঁই ছেড়ে যাবার যো আছে। আপনার কৃষ্ণচন্দ্রের এখন আর দিন রাত্রি জ্ঞান নেই, মান অপমানের ভয় নেই। কাজেই আমাকে পথঘাট সাম্‌লে চলতে হচ্ছে।

নারদ। তা এখন কি কর্‌ছ?

বৃন্দা। ব্রজেশ্বর কুঞ্জে প্রবেশ ক'রে—ব্রজেশ্বরীর অদর্শনে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছেন। তাই শ্রীমতীকে সঙ্কেত কর্‌তে এসেছি। ঠাকুর—আপনিও একটু এ কার্য্যে যোগ দিন না।

নারদ। এখনই প্রস্তুত। কিন্তু এই দেখলুম, ওরা সকলেই জেগে আছে। বিশেষতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের উপর সন্দেহে সকলেই সতর্ক হয়েছে। এরূপ সময় শ্রীরাধিকার আগমন কেমন ক'রে হবে বৃন্দা?

বৃন্দা। এই ত উপযুক্ত সময়। রাক্ষসী ননদী অভি-মানে যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেছে। তার অর্থ আর অন্য কিছু নয়, কিছুক্ষণ ভাইকে মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্ধকারে বনের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াবে—ধরা দেবে না। ধরা প'ড়তে প'ড়তে আমরাও ফিরে আসব। আপনি যান, আমি শ্রীমতীকে সঙ্কেত ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—

[নারদের প্রস্থান।

গীত।

রতিসুখসারে, গতমভিসারে,
মদনমনোহরবেশং।
মা কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশং ॥
ধীরসমীরে, যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী ॥
নামসমেতং, কৃতসঙ্কেতং,
বাদয়তে মৃদু বেণুং।
বহু মনুতে, ননু তে তনুসঙ্গত-
পবনচলিতমপি রেণুং ॥
পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে,
শঙ্কিতভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং,
পশ্যতি তব পন্থানং ॥
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং,
শীলয় নীলনিচোলং ॥

(ললিতা ও শ্রীরাধার প্রবেশ)

ললিতা। এ কি রাই! এমন সময় কোথা যাও? সর্ব্বনাশ ক'র না, এমন সময় ঘর থেকে বেরিও না। লোকে দেখ্‌লে মান যাবে। ফেরো রাই—ফিরে এস।

রাধা। কি করি ললিতা! এমন সময় কেমন ক'রে যাই ললিতা?

ললিতা। কোথায় যাবে রাই?

রাধা। কোথায় যাব? বুঝতে পার্‌ছিস্ না কোথা যাব? শুন্‌তে পেলি নাকি বৃন্দা গীতচ্ছলে দূর থেকে কি সঙ্কেত ক'রে গেল?

ললিতা। শুনেছি—কিন্তু তাতে কি? কেমন ক'রে যাবে? রায়বাঘিনীর মতন পাপ ননদী পথ আগলে ব'সে আছে। ঘুটঘুটে আঁধার, স্বামি-শাশুড়ী—তারাও জেগে। তোমার ওপর সন্দেহ ক'রে সকলেই সতর্ক। ঘরে আছ কি না আছ জান্‌বার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে তারা এসে তোমার খোঁজ নিচ্ছে—তুমি ঘরে আছ কি না আছ দেখে যাচ্ছে, এমন সময়ে কেমন ক'রে ঘরের বাইরে পা দিয়েছ রাই?

রাধা। তা হ'লে কি হবে ললিতা? আমার শ্যাম যে আমার জন্য সঙ্কেতকুঞ্জে প্রতীক্ষা কর্‌ছেন।—ও ললিতা, কি হবে? কেমন ক'রে শ্যামকে দেখব? ওই দেখতে পাচ্ছি—শ্যামসুন্দর কদম্ব-কানন-কুঞ্জে আমার আশাপথ চেয়ে ব'সে আছেন। আমাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব, আমার কথা শোনবার জন্য তিনি আকুল! আমাকে স্পর্শ কর্‌বার জন্য প্রতি অঙ্গ তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কি হবে ললিতা? কেমন ক'রে শ্যামকে সুখী করি?

ললিতা। কেমন ক'রে যাবে, আমি যে কিছুই উপায় ঠাওরাতে পাচ্ছি না রাই!—(নেপথ্যে বংশী-ধ্বনি)

রাধা। কি হ'ল! এ কি হ'ল ললিতা!
কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলি,
কি জানি কেমন করে মনে ॥
সখি রে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
কোথা কুলাঙ্গনা মন, গ্রহিবারে ধৈর্য্যাপণ,
যাহে হেন দশা হৈল মোরে ॥

ললিতা। রাই হে! শুনিলে যাহে, অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হইলে তুমি বিমোহনে,
রহ নিজে চিতে ধরি স্নেহ ॥

রাধা। বল সখী কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু, কাঁপাইছে সব তনু,
প্রতি অঙ্গ শীতল করিয়া ॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পারি যে ওর ॥

আর আমি অপেক্ষা কর্‌তে পারি না। সখী আমায় রক্ষা কর। রাধানাম নিয়ে মুরলী বাজছে—আমায় শ্যামের কাছে যেতে দাও। বাধা দিও না—দোহাই আমার পথরোধ ক'র না।

ললিতা। উন্মাদিনি! সর্ব্বনাশ ক'র না। তুমি বড়র বউ—বড়র ঝি, বড় কুল—বড় মানসম্ভ্রম—নষ্ট ক'র না রাই—নষ্ট ক'র না। ফের—আজিকার মতন ফের—আজ রাত্রি-প্রভাতে মিলনের উপায় স্থির কর্‌ব।—তোমার স্বামী, ননদী, শাশুড়ী—সবাই

শ্যামকে ধর্‌বার জন্য ছলা পেতে দাঁড়িয়ে আছে। দোহাই রাই—ঘরে ফিরে চল।

রাধা। তাই ত—তাই ত! সে কথা ত মনে ছিল না। রাধানাথকে ধরবার জন্য পাপ ননদী যে সহস্র চেষ্টা কর্‌ছে—চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—

ললিতা। তাই বলি, রাধানাথের মর্য্যাদা রাখতে —নিজের মর্য্যাদা রাখতে আজকের মতন ঘরে ফের! (নেপথ্যে কলরব) ওই শোন, শাশুড়ীর তিরস্কার! ফিরে চল—ফিরে চল, দেখলে বিপত্তি ঘট্‌বে—লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় এ কোমল প্রাণ জর্জ্জরিত হ'য়ে পড়বে, ফের—রাই ফের।

রাধা। অঁ্যা—ফির্‌ব! ঘরে ফিরব!—তবে কি শ্যামকে দেখতে পাব না?

ললিতা। দেখতে পাবে না কেন? তবে আজ না। শ্যামের মঙ্গলের জন্য—তোমার মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি—আজ আর কোনমতেই নয়। ভবিষ্যতে মিলনের যদি প্রত্যাশা রাখ রাই, তা হ'লে আজ ফিরে চল।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা। আবার—আবার! ওই বাজে ললিতা —ওই শোন—আবার বাজে। কি মধুর—কি প্রাণোন্মাদকর বাঁশীর সুর! সুরের তরঙ্গে তরঙ্গে, জীবনের সমস্ত সাধ আমার নৃত্য কর্‌ছে। ডুবিয়ে দিও না। দোহাই ললিতা—ডুবিয়ে দিও না। কিন্তু আমি কূলে। আমার সাধের সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছুতেই গা-ভাসান দিতে পাচ্ছি নি। (দীর্ঘশ্বাস) ললিতা! কি কাল-যমুনায় স্নান কর্‌তে গিছলেম!

এক কাল হৈল মোর নয়ালি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥

(পুনঃ মুরলী ধ্বনি) আবার মুরলী!

ললিতা। হা যোগমায়া! কি কর্‌লে? কৃষ্ণবিরহে রাই যে আমাদের উন্মাদিনী হ'ল! রক্ষা ক'র মা —রাইকে আমাদের রক্ষা কর! যদি রাইকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দিয়েছ—তখন তাকে মিলনসুখে বঞ্চিত করছ কেন? রাই—রাই—উন্মাদিনী রাই! এই কি কুলবতীর কাজ?

রাধা। সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীবন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। এই যে—এই যে—বৃন্দাবনবিলাসিনি! তুমি এখানে—এখনও এখানে? এস—শীঘ্র দেখে এস—শ্যামের অবস্থাটা একবার স্বচক্ষে দেখে এস।

গীত।

(সখি) ঐ যে বাজে বাঁশী গোকুলে।
শুনিয়া হই আকুল, গেল গো কুল,
বুঝি রইতে না দিলে কুলে॥
একে ত গোপেরি বালা, না জানি বাঁশীর ছলা,
কি জানি কি অবলা মজালে॥
শুনিয়া বাঁশীর গান, গৃহে নাহি রহে প্রাণ,
কুল-মান-অপমান সব যাই ভুলে॥
কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, যদি পাই সে বনমালী,
হয় হবে কলঙ্ক হবে কি করে কুলে॥

[প্রস্থান।

(আয়ান ও জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। কি হ'ল রে—কুটিলাকে পেলি নি?

আয়ান। কুটিলাকে ত পেলুম—কিন্তু বউকে পাচ্ছি না যে।

জটিলা। সে কি? এই যে বউ ঘরে ছিল!—

আয়ান। আর ঘরে ছিল—বউকে দেখতে পাচ্ছি না যে—

জটিলা। সর্ব্বনাশ কর্‌লে—বউ কোথা গেল?

আয়ান। বউ আমার—অভিমানে ডুবে গেল না ত?

(কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ও কুটিলা! বউ কোথায় গেল?

কুটিলা। দাদা! দাদা!—এবারে নির্ঘাত—যমুনার তীরে তমালকুঞ্জে ডুবতে গিয়ে সন্ধান এনেছি, শীগগির —শীগগির, একেবারে হাতে-নাতে—আমোদের লহর চলেছে, শীগগির—শীগগির।

আয়ান। সত্যি!—সত্যি!

কুটিলা। চ'লে এস—চ'লে এস।

আয়ান। চল—চল।

জটিলা। দেখিস্—আবার যেন কেলেঙ্কার করিস নি।

কুটিলা। নে—তুই থাম্ ন্যাকা মাগী।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীরাধা, কৃষ্ণ ও সখীগণ।

রাধা। শ্যামসুন্দর, শরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণ-ধন,
শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম? এ অভাগিনীর যে তুমি ভিন্ন গতি নাই।

কৃষ্ণ। আমারই বা কই রাই?
উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী-ভজন, কিশোরী-পূজন,
কিশোরী নয়ন-তারা॥

রাধা। শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন পূজন,
শ্যাম-দাসী হ'ল রাধা॥

কৃষ্ণ। গৃহ-মাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হ'ল আঁখি॥

রাধা। শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥

কৃষ্ণ। স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে॥

মধুরং মধুরং মধুরং আহা! মধুতোঽপিচ মধুরং মধুরং মধুরং॥

(নেপথ্যে—কঠোরং কঠোরং কঠোরং—
কালী বল মন—কালী বল)

রাধা। আঁা—আঁা!—কে আসছে?

বৃন্দা। সর্ব্বনাশ! কি হবে শ্যাম? রাইকে কি ক'রে রক্ষে করি শ্যাম? ক্রুদ্ধ আয়ান উন্মত্তের মত ছুটে আস্ছে, এখনই প্রাণময়ী রাইয়ের লাঞ্ছনা হবে। কি হবে শ্যাম?

সকলে। কি ক'রে রাইয়ের প্রাণ বাঁচবে শ্যাম?—

কৃষ্ণ। তাই ত বৃন্দে! কি করি? কি ক'রে রাইকে রক্ষা করি?

বৃন্দা। বিপদবারণ! তুমি কি ক'রে রক্ষা করবে আমি বলব!

কৃষ্ণ। ভয় নেই রাই—আশ্বস্তা হও, আমি তোমার জন্য আজ আয়ানের ইষ্ট-দেবতার মূর্ত্তি ধারণ করি।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওই যে গো দাদা কালাচাঁদ—আর ওই যে রাধাবিনোদিনী!

আয়ান। কই কুটিলে আমি ত দেখতে পাচ্ছি না?

কুটিলা। ছি ছি ছি—কি ঘেন্না। কুলবতীর এই কাজ? নির্লজ্জা! কি করলি—নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী দিলি?

আয়ান। কালী—কই কুটিলে, কোথায় সে!—অঁ্যা অঁ্যা এ কি—মা! আনন্দময়ী—তুমি? বৃষভানু-নন্দিনী তোমার পূজা করে? আমাকে গোপন ক'রে, মায়ের সাধিকা আমার স্বকীয়া শক্তি নিত্য নিত্য তোমার চরণসুধা পান করে?—মা! মা! শঙ্করি! কালভয়বারিণি! দনুজদলনি! কালি!

(কৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি)

আয়ান। তবে রে সর্ব্বনাশি! নিত্য নিত্য মিথ্যা ক'য়ে—বৃষভানুনন্দিনীর উপর আমার ঘৃণা জন্মাবার চেষ্টা করেছ?—তবে রে সর্ব্বনাশি!—(যষ্টি লইয়া তাড়ন)

কুটিলা। ওগো! মাগো! মেরে ফেল্লে গো!—

আয়ান। মা! মা! বিশালাক্ষি মুক্তকেশি! শুম্ভনিশুম্ভমথনে দুরন্ত অসুর ধ্বংস ক'রে এক দিন তুমি সমস্ত দেবতাকে অভয় দিয়েছ!—আজ আমি সন্দেহে অন্ধ হ'য়ে তোমার শরণাপন্ন। অভয়ে! অধম সন্তানকে অভয় দাও।

(সখীগণের গীত)

(ও লো সই) ঐ দেখ কুঞ্জে যুগল কিশোর কিশোরী।
কি মাধুরী কি মাধুরী আ মরি মরি॥
(১ম সখী) ঐ দেখ একটি কাল একটি গোর,
মেঘের কোলে চাঁদের আলো,
(২য় সখী) হেথা মত্ত ময়ূর প্রেমে গরগর
কোকিল পঞ্চম গায়—
(৩য় সখী) যত ফুল রাজি পবনহিল্লোলে
উড়ে পড়ে চুঁহু গায়—
(সকলে) দোলে যুগল গলে মোহন মালা,
কটাক্ষে মন মোহে কালা
(১ম সখী) কিবা হাস্য সুধারাশি, করে মোহন বাঁশী,
(সকলে ঐ হাসিতে পরায় ফাঁসী
ঐ বাঁশীতে পরায় ফাঁসী
(রাই সনে) (রাই অঙ্গে) ঢ'লে ঢ'লে শ্যাম করিছে কেলী।

যবনিকা-পতন।

কবি-কাননিকা

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

মহাশয়কে

'কবি-কাননিকা'

অর্পণ করিলাম।

বিজ্ঞাপন

'কবি-কাননিকা' মনগড়া ছবি। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে কেহ ইহার আদর্শ খুঁজিবেন না। অতিরঞ্জন-মূলক রহস্যই ইহার উপাদান। ইহাতে বাস্তবের আরোপ করিতে গেলে, পাঠক নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন।

গ্রন্থকার।

কবি-কাননিকা

গৌরচন্দ্রিকা

তরল জলদকবলিত পূর্ণচন্দ্রমা, রজনী প্রভাতকল্পা, —কাকগুলা সমস্বরে কা কা করিয়া উঠিল। নরোত্তম শর্ম্মা শয্যা ত্যাগ করিলেন, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে তামাকুর ডিপা খুঁজিতে লাগিলেন। রাত্রি ত আর শেষ হয় নাই, নিদ্রা এখনও শর্ম্মার গলা জড়াইয়া আছে, তামাকু খুঁজিতে আফিমের কৌটায় হাত পড়িল। সাজিয়া ব্রাহ্মণ একবার টান দিলেন, বুঝিতে পারিলেন না, —দুই বার, তিন বার, তবুও বুঝিতে পারিলেন না, চতুর্থ বারে যখন তাহার জ্ঞান জন্মিল, তখন নেশা, ধরিয়াছে। নরোত্তমের বুঝিতে আর বাকী রহিল না। তখন পঞ্চম বারের প্রাণভরা টানে, ধূমরাশি হৃৎপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, গমনোন্মুখী রজনী সুন্দরীকে আবার জোর করিয়া ধরিয়া আনিলেন। চাঁদ একবার হাসিয়া একখানা বড় মেঘের ভিতর ঢুকিয়া গেল। রজনী তমস্বিনী নরোত্তমের উটজ-প্রাঙ্গণের সমীরণে কতকগুলা সরিষা ফুল ফুটিয়া উঠিল।

নরোত্তম দেখিলেন, আঁধার সাগরে একটা নন্দন কানন ভাসিয়া উঠিয়াছে। একটা পারিজাত বৃক্ষের তলে মাদুর বিছাইয়া দেবগণ মুখামুখি করিয়া কি পরামর্শ করিতেছে! নরোত্তম কান বাড়াইয়া দিলেন।

নরোত্তম শুনিলেন, "কে যায়?"—

পদ্মযোনি কুমেরুর শৃঙ্গে একটা আগ্নেয় পর্ব্বতের কলিকা বসাইয়া, বাসুকিকে নল করিয়া মুখে দিয়া বসিয়া আছেন। বিচারকের চক্ষু সর্ব্বদাই মুদ্রিত, মুখবিনির্গত ধূমরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এমন সময় চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল, "কে যায়— এই অকালে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে অপ্রস্তুত হইতে মর্ত্ত্যে কে যায়!" পদ্মযোনি একবার মাথা তুলিলেন, চারিদিক চাহিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, তাই ত বিষম সমস্যার কথা—"কে যায়?"

প্রশ্নকর্ত্তা বলে, "কে যায়," উত্তরকারী বলে "কে যায়।" সম্মুখে ভগ্নচতুষ্পদ ধর্ম্ম, পার্শ্বে বাতব্যাধিগ্রস্তা রোগীনীর ন্যায় মুহুর্ম্মুহু কুন্থনকারিণী ধরণী, উভয়ের চক্ষে অনর্গল জলধারা—সমস্বরে উভয়েই বলিল, "যদি কেহই না যায়, তবে উপায়।"

ধর্ম্ম ত গিয়াছে, পৃথিবীর যাইবার আর বড় বিলম্ব নাই। পৃথিবীর প্রিয় সন্তান বড় বড় জ্যোতিষিগণ গ্রহনক্ষত্রাদি সকলে অবিরাম দূরবীক্ষণ লাগাইয়া বসিয়া আছে। অনুসন্ধান করিতেছে, তাহাদের মধ্যে মানুষের বাসোপযোগী স্থান আছে কি না। চন্দ্রে পাহাড় দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা তুষারাচ্ছন্ন। মঙ্গলে ভুবনব্যাপিনী তরঙ্গিণী, তরঙ্গ উঠিলেই প্রাণ যাইবে। উপায়!—কেমনে ধর্ম্ম ও পৃথিবী রক্ষা পায়? পদ্মযোনি নীরবে মুখ তুলিয়া একবার মহেশ্বরের মুখের দিকে চাহিলেন। কৈলাসনাথ তার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"আমা হইতে হইবে না—মর্ত্ত্যে গাঁজা-আফিমের কমিশন বসিয়াছে, এ বৃদ্ধ বয়সে যাইলে সকলে আমাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে। আমি সেথানে অপ্রস্তুত হইতে অথবা পাগলা গারদে প্রবেশ করিতে যাইতে পারিব না।" "অমরেন্দ্র তোমার কি?"—বলিয়াই চতুরানন তামাকুতে একটা টান দিলেন। "আমার কি? আমার সর্ব্বনাশ! যা লইয়া আমার অহঙ্কার, সেই ভীমনিনাদী অশনি, একটা লোহার শিকের প্রেমে মরিয়া আছে। তাহার উপর মর্ত্ত্যের একটা অপোগণ্ড বালক পর্য্যন্ত বজ্রনির্ম্মাণ কার্য্যে পারদর্শী। পথে পথে তামার তারে আমার আদরিণী কবিকুলসোহাগিনী কাদম্বিনীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমি কোন্ মুখ লইয়া মর্ত্ত্যে যাইব?" মহেন্দ্র ব্রহ্মার দিকে আর চাহিলেন না, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নখ দিয়া হরিচন্দনের পত্র ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি বরুণের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। বরুণ বুঝিতে পারিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমার দিকে চাহ কেন প্রজাপতি? আমি কি সেই মহাশক্তিময় তাম্রতারের হেঁপায় পড়িয়া

অম্লজান আর জলজান নামে দুইটা বাষ্প হইয়া আসিব?—আমি যাইব না।"

সন্তানকের পত্রান্তরাল হইতে অরুণদেব উঁকি মারিতেছিলেন। প্রজাপতির সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। ধরিত্রীসুন্দরী ব্রহ্মার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "ঠাকুরদা, ওদিকে চাহিও না, ওর বিদ্যা সেখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মর্ত্ত্যবাসিগণ বুঝিয়াছে,—সূর্য্যের ব্যাস বৎসরে আহার হাত করিয়া কমিয়া আসিতেছে, আর কিছুকাল পরে উহাকে আমারই দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। চন্দ্রদেব বহুকাল হইতেই নারী হইয়াছেন, মানব উহাকেও নারী বলিতে ছাড়িবে কি?" সূর্য্য লজ্জায় অস্তাচলের গুহার ভিতর মুখ লুকাইল। ব্রহ্মা আকুল নয়নে গোলোকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, গোলোকের দ্বার বদ্ধ, পুরীর আর সে শৃঙ্খলা নাই, দ্বাররক্ষী জয়-বিজয় কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সনক, সনন্দ ও সনাতনের গান প্রবল ঝটিকায় উড়িয়া গিয়াছে। ভগবানের অস্তিত্বলোপের জন্য ডিনামাইট আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোশিয়ালিষ্ট, এনারকিষ্ট, নিহিলিষ্ট, নিরীশ্বরবাদিগণ জগতে ঈশ্বরত্ব রাখিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজ এ রাজা মরিতেছে। কাল ও রাজা মরিবার আশঙ্কা জন্মিয়াছে। কেহ বা আতঙ্কে জড় সড়, কেহ বা ভয়ে মর মর। ঘরের আরসুলা টিকৃটিকিটি পর্য্যন্ত সেই কসাইগুলার দলে যোগ দিয়াছে। ভয়ে রাজার রাজা, দেবতার দেবতা, পদ্মালয়াকে লইয়া, পটোল মাথায় দিয়া কলমীশয্যায় অতি দীনভাবে অনন্তশয়নে শুইয়াছেন। কে তারে তুলিবে?

দেবগণ তখন একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল।—কি হইবে? অমর যে মরিবার নয়, অনন্ত দুঃখভার মাথায় বহিয়া অনন্ত প্রা[illegible] লইয়া হতভাগ্যেরা কি করিবে?

ব্রহ্মা বলিলেন, "চল, সকলে ধর্ম্মকে স্কন্ধে লইয়া সুমেরুশৃঙ্গে পলাইয়া যাই।"

দূরে আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে ও কে আসিতেছে? বাইজীর ভেড়ুয়ার ন্যায় রত্নালঙ্কারভূষিত, অথচ মলিন বদন, সজল নয়ন, মরুণী মাসীর মত অনবরত কাসিতে কাসিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে ও কে আসিতেছে? কে—ও, ধনাধিপতি কুবের নয়? কুবের আসিয়া ধড়াস করিয়া পদ্মযোনির সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িল। পদ্মযোনি বলিলেন "এ কি?—বলি উত্তর দিক্‌পাল, এ কি? এই নাও তামাক খাও,—বলি ব্যাপার কি? এমন করিয়া ছিন্নমূল তরুর মত আছাড় খাইয়া পড়িলে কেন? বলি ওহে ভায়া, কথা কও না যে! ব্যাপার কি? আমরা যে তোমার ওখানে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছি।"

"আর ব্যাপার—সমস্ত জগতের ধন আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া, আমার ঘরে ডিটেক্‌টীভ পুলিস ঢুকিয়াছে, সুমেরুর গহ্বরে গহ্বরে তল্লাশ লাগাইয়াছে।"

"অঁ্যা—অ্যা বলিলে কি?"—দেবগণ সমস্বরে একটা বিকট চীৎকার করিয়া হাঁ করিয়া কুবেরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "কি সর্ব্বনাশের কথা বলিলে—দৈত্যদানবের অগম্য, বিপন্ন দেবতার আশ্রয়স্থল সুমেরু অচলে মানুষে আরোহণ করিল? ওহে কুবের, পাগলের মত কি কথা বলিতেছ?"

"আর বলিতেছ,—"কুবের বলিল, "আর বলিতেছ—যাহা দেবতা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাই ঘটিল। সুমেরু-শৈলে মানুষ উঠিল, আমার ইজ্জত রাখা ভার হইল। বহু লোকে আজ বহু বৎসর ধরিয়া সুমেরু অধিকারের চেষ্টা করিতেছে। এত কাল একমাত্র তুষারবাণে সকলকে বিফলমনোরথ করিয়া আসিতেছিলাম; এমন কি,সাহসিকুলচূড়ামণি মার্কিণ চতুর্ধুরীণ ফ্রাঙ্কলিনকেও যমের ঘরে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সেই সাহসী নরকুলের গোঁ ফিরাইতে পারিলাম না। তাহারা একটা রথী দম্পতী পাঠাইয়া দিল। এবারে তাহারাই সর্ব্বনাশ করিল। কি জানি, কি কুহকে আমার প্রধান সহায় বিজয়ের একমাত্র উপায় বরফ প্রান্তরকে বশে আনিল। সেই বিশ্বাসঘাতক বরফাধমই নরওয়ে নিবাসী ন্যানসেন ও তাহার পত্নীর জাহাজ বুকে আনিয়া আমার বাড়ীর দুয়ারে লাগাইয়া দিয়াছে; রক্ষা কর প্রজাপতি, অগতির গতি, আমার প্রাণ যায়।"

সকলেই তখন গভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, "যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর।"

"চুপ কর, চুপ কর, গোল করিও না, আমাকে বলিতে দাও।" ধনাধিপতি উর্দ্ধবাহু হইয়া গভীর চীৎকারে সকলকে থামাইয়া দিল।—"কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে? এ দেব-দানবের যুদ্ধ নয়, রক্ষ-মানবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, কুকুরের সহিত যুদ্ধ করিতে কি সাহস

কর? ওই দেখ, গোটা বার কুকুর মহানন্দে চারিধারে ছুটাছুটি করিতেছে। ওই দেখ আমার শ্বেত ভল্লুককুল নির্ম্মূল হইল। যেমন যাইবে, হ্যানসেন ও তৎপত্নীর একটিমাত্র ইঙ্গিতে তোমাদের টুঁটি ধরিবে, আর রামও বলিতে দিবে না, গঙ্গাও বলিতে দিবে না।"

সকলে কুবেরের পানে ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। নলরূপী কোপরা বাসুকি লেজ হইতে মাথা পর্য্যন্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কলিকার অগ্নি জলস্পর্শে নিবিয়া গেল। চারিদিকে শব্দ উঠিল—কেবল হায়—হায়!

পটোলোপাধান কলমীদলে শয়ান ভগবান্, ভক্তের এ দুঃখ আর সহিতে পারিলেন না। দেবগণ দৈববাণী শুনিল, "মাভৈঃ, ভয় নাই, আমি আসিয়াছি।"

নব-জলধর-বিজরীরেখা সোঁ করিয়া তাহাদের চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। মহেশ্বর বলিয়া উঠিলেন—"গোলোকনাথ এ কি? ক্ষীরোদতলবাসিনী সুধাভাণ্ডধারিণী দেবতায় অমরকারিণী মোহিনি! আবার কি ভোলাকে পাগল করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ছুটাইবে?" দেবগণকৃতাঞ্জলিপুটে গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "দয়াময়, এ কি?"

দয়াময় বলিলেন, "এবারে এই, এবারে নারী অবতার!"

"হেনরী মার্টিনী, মাইডার, টরপেডো, ম্যাক্সিম্ কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে, যুদ্ধ করিতে পারিব না, হোয়েল ফিশারি হইয়াছে; মীন হইতে পারিব না, বরাহ হইয়া গুলী খাইয়া 'হ্যাম' হইতে পারিব না, কূর্ম্ম হইয়া হোটেলের গ্লাসকেস শোভিত করিতে পারিব না; নরসিংহ হইয়া আলিপুরের পশুশালায় কে প্রবেশ করিবে? বৃন্দাবনবিলাসী হইয়া মেজেষ্টরের কাটগড়ায় কে উঠিবে? ভারতবর্ষে আর পয়সা নাই, কে ড্যামেজ দিবে? আমি নারী হইব, নারী হইয়া পুরুষের তেজ ভাঙ্গিব। তোমরা নির্ভয়ে যে যার গৃহে গমন কর।" তখন,—

সগর্ব্বে রবাব বীণা বাজিল মুরলি,
দেবগণ ঘরে চলে হরি হরি বলি।
নারী হ'ল অবতার সমীরণ গায়,
মর্ত্ত্যের পুরুষগুলা করে হায় হায়।
পর্ব্বত পাথর হ'ল, সিন্ধু হ'ল জল,
তারকা উজল হ'ল, গাছে ঝোলে ফল।
আগুন গরম হ'ল, ঠাণ্ডা হ'ল হিম,
শর্করা মধুর হ'ল তেঁতো হ'ল নিম।
তফাতে কেবল মাত্র মরুভূমে বারি,
রমণী পুরুষ হ'ল, নর হ'ল নারী।

অবতরণিকা

শ্রীমতী কাননিকা কবিরাজকুল কলঙ্কিত—শ্রীবিষ্ণু—উজ্জ্বল করিয়াছেন। চ্যবনপ্রাস, কস্তুরীভৈরব, ত্রিফলাকল্প, মকরধ্বজে মনুষ্যের আর উপকার হয় না বুঝিয়া, ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত বঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে দেখিয়া, কাননিকা নূতন পথাবলম্বনে নূতন ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে এলোপ্যাথীর কম্পজ্বর, হোমিওর পালা, আর আয়ুর্ব্বেদের সন্নিপাত; ইহাতে টেরাপ্যাথীর পাতাল গমন, হাইড্রোপ্যাথীর বিরেচন, ইলেক্‌ট্রোর বমন; ইহাতে রোগীর জ্বর-জ্বালা ত দূর হইবেই; অধিকন্তু ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা মরিবে, তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসাপনোদন হইবে। শোকী আহ্লাদে নৃত্য করিবে, বিয়োগী আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত হইবে, মরণোন্মুখ নর ঔষধ-প্রভাবে মত্তমাতঙ্গের বল ধরিবে। আর কি হইবে? —ঔষধের গুণে গহন বনে শুষ্কতরু মুঞ্জরিবে।

লক্ষ লক্ষ লোক মুহূর্ত্তের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিতেছে। কেহ ঔষধ লইতে আসিয়া পথেই আরোগ্য-লাভ করিয়া, পথ হইতেই ফিরিয়া যাইতেছে। কাহাকেও বা আসিতেও হইতেছে না, ঔষধের নাম শুনিয়াই রোগমুক্তি। হিমালয় হইতে কুমারিকা, করাচী হইতে সিলেট, গিলঘিট হইতে সুন্দরবন, কাছাড় হইতে কোঙ্কী, সকল স্থানের সর্ব্ব জীবের মুখে এ ঔষধের গুণ ধরে না। নরনারী চীৎকারে, অশ্ব হ্রেষারবে, মাতঙ্গ বৃংহিত ধ্বনিতে, গাভী হাম্বায়, ময়ূর কেকায়, কোকিল কূজনে, এমন কি, ভ্রমর গুঞ্জনে ও সমীর নিস্বনে ইহার যশোগান করিতেছে। ভারতে নূতনত্ব,—সত্ব রক্ষার জন্য ঔষধ পেটেণ্ট।

এমন ঔষধ তোমার বিদিত না হওয়াই বিচিত্র। তবে গ্রহদুর্দ্দৈববশে বধির তুমি ঔষধের কথা যদি না শুনিয়া থাক, তাহা হইলে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই যোগিঋষির অগোচর স্বর্গদুর্ল্লভ ঔষধের নাম করিতে হইল। প্রথমেই সন্দেহের কথা। যোগিঋষিই যদি

জানিতে না পারিল, তাহা হইলে এত জীব ঔষধের কথা কি প্রকারে জানিল? তদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, আজিকালি বঙ্গবাসী আমরা এইরূপই জানিয়া থাকি। যাহা যোগিঋষি জানে না, দেবতাও শুনে নাই, তাহাই আমরা জানিয়া ও শুনিয়া থাকি। আমাদের দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমাদের দিব্যচক্ষু আছে। ঘোর তমসাচ্ছন্ন কারাগারে বসিয়া মুদিত নয়নে কল্পবৃক্ষের ছায়া দেখিতে পাই। দিব্যকর্ণ আছে। সংসারের কোলাহলের মধ্যে বসিয়া, ভূমিকম্পান্দোলিত বিশাল সাগরের ভীম গর্জ্জন তরঙ্গতীরে অবস্থিত হইয়া, আকাশের গান শুনিতে পাই। দিব্য ক্ষুধা আছে। সারের সার লক্ষ্মীরূপিণী ধান্য-রাণীকে রাক্ষসের কবলে ধরিয়া দিয়া, সমীরণ-সেবনে উদর পূর্ণ করি। যোগিঋষির অজ্ঞাত গুহ্য কথা আমরা জানিব না ত জানিবে কে? অতি গুহ্য তন্ত্র-কথায় গৃহ গৃহ নিনাদিত।

তবে এ কথা কে না জানিবে? ভাই হে! তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে। না জানিলে তোমার নিস্তার নাই। রঙ্গমঞ্চের লীলাময়ী ললিতার নবনীত-কোমল করাঙ্গুলিধৃত কুসুমকোমল চাবুকের আবেশকর-প্রহারের ভয়ে, অনেক সংবাদপত্র-সম্পাদক অভিনয় দেখিয়া বিরক্ত হইয়াও অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া থাকে। জানিতে শিখিতে অবাধ্যতা প্রকাশ করিও না। ইটালীর Inquisitionএ গালীলিয়ো-প্রমুখ অনেক উদ্ধত পণ্ডিতকে 'সূর্য্য ঘুরিতেছে' এই কথা স্বীকার না করায়, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছিল। যাহারা ভয়ে তাড়নায় অথবা অবশেষে প্রাণের মর্য্যাদা বুঝিয়া স্বীকার করিল, তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিল। যে অস্বীকার করিল, তাহাকে সেই পাপে কারাগারেই অস্থিপঞ্জর রাখিতে হইয়াছিল। ভাই! বুঝিয়া সুঝিয়া সাবধান।

কাননিকা পত্নাবতার, কাননিকা কবি, আর তাহার অব্যর্থ আদি ও অকৃত্রিম ঔষধটির নাম কবিতা-রস। এই উনবিংশ শতাব্দীর যে সকল ঈশ্বরপরায়ণ ভগবানের অবতারত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও কাননিকাকে দেখিয়া আর তাহার অনৈসর্গিক অথচ অতি মধুর হাবভাব দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, যদি কখনও ভগবানের অবতার হইয়া থাকে, তাহা এই রমণীরূপে। অধিক আর কি বলিব, কাননিকার অবতারণায়, নিরীশ্বরবাদী পৌত্তলিক হইয়াছে, চার্ব্বাকের দল ঋণ করিয়া ঘি খাইয়াছে, কর্ত্তাভজা গৃহিণীর শরণ লইয়াছে, কম্‌তির (Comte) দল বাড়তি হইয়াছে, নবদ্বীপের প্রেমাশ্রুজলে সুরধুনী ত্রিশ ফুট ফুলিয়া উঠিয়াছে, আর কত পরমহংস পরমবক হইয়া আধ্যাত্মিক-মাছ ধরিতে ভূমধ্যসাগরে উড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু রমণীকুলে হুলস্থুল। ঈর্ষ্যায় আকুল হইয়া সকলে বক্ষে করাঘাত করিতেছেন ও মাথার চুল ছিঁড়িতেছেন। ব্রাহ্মণী কঙ্কণ বেচিয়া বাইবেল কিনিলেন, খৃষ্টানী পশ্চিমমুখে বসিয়া নেমাজ পড়িলেন, মার্কিণী থান ধরিলেন; সাধারণী অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিলেন, আদি বাঁদী হইলেন। "ঈশ্বর নারী হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইবে!—পোড়া কপাল সে ঈশ্বরের, আমরা ঈশ্বর মানি না।"

কবিতা-রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ। ঔষধের গুণাগুণ লইয়া তর্ক করিতে চাহি না, কবি হও—বুঝিতে পারিবে। তবে একান্তই যদি বুঝিতে অক্ষম হও, তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী যাহার কাছে যাও, সেই তোমাকে বুঝাইয়া দিবে। বিলাসী দেশীয় রাজার অত্যাচারে যে ফুল ফুটিতে ফুটিতে শুকাইয়া যাইত, তুলিবার লোক নাই বলিয়া সেই কাব্যকুসুম এখন ঘরে ঘরে ফুটিতেছে, পথে পথে গড়াইতেছে, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িতেছে।

কবিতা লেখে না কে? কাব্য বুঝে না কে? নারী হইয়া যদি তুমি বুঝিতে না পার, তাহা হইলে বুঝিব, তোমার প্রভু বাজারসরকার-শিরোমণি। পুরুষ হইয়া যদি বুঝিতে অক্ষম হও, তাহা হইলে বুঝিব, তোমার গৃহিণী তোমার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী, রন্ধনশালার পঞ্চালনন্দিনী! না পারিলেও বুঝিয়াছি বলিতে লজ্জিত হইও না। ভাই হে, বুঝিয়া রাখ, কাননিকা কবি।

কবি না বলিয়া কি বলিব? কবি শব্দ স্ত্রীত্ববাচক হয় না জানি, তথাপি কাননিকাকে কবি না বলিয়া কি বলিব? মনে যে কত কথা আসিয়া পড়ে, ব্যাকরণের জাতেরস্ত্যাদীপ, ইদন্তাদীপ বা, গার্গাস্ত্যাঃ—কত সূত্রের ছবি জাগিয়া উঠে! কিন্তু হায়! নিরুপায়, কাননিকাকে আমরা কোন সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিলাম না। ব্যাকরণে,অভিধানে, মানুষের পাণ্ডিত্যাভিমানে—দশ দিক্ বন্ধনে কাননিকাকে কবি বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হইল। হায়, দেবভাষা সংস্কৃত!

তখন যদি জানিতে, এই ভারতে কবিতারসময়ী নারী জন্মগ্রহণ করিবে, হৃদয় ভরাইবে, ভুবন মাতাইবে, আর জানিয়া শুনিয়া যদি একটা অভিধান দিয়া যাইতে, তাহা হইলে লিঙ্গনির্ণয়ে আমাদের এত লজ্জায় পড়িতে হইত না। যদি জানিতে ডুমুরের ফুল হইবে, কল টিপিলেই জল বাহিরিবে, তাহা হইলে পাণিনিকে লইয়া আর টানাটানি করিতে হইত না। অথবা ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষি অনেক বুঝিয়া, সমাধিবলে ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া নারীকেও পুরুষের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। যাহার হৃদয়-কন্দরে কোটি কোটি নরনারীর সোনার কাটি রূপার কাটি নিহিত আছে, সে পুরুষ হইল না, আর যে যাত্রাকালে শূন্য কলস দেখিয়া গমনে বিরত, এমন দুর্ব্বল তুমি হইলে পুরুষ! তবেই স্থির হইল, কাননিকা কবি। এমন কবির জীবনচরিত লিখিয়া লেখনী সার্থক করিব। সকলে আমার সহিত যুক্তকরে বল :—

যত্ন ক'রে ভাঁজিয়াছি গৌরচন্দ্রিকা,
আদরে সাধিয়া দিছি অবতরণিকা।
এই পাপভরা মর্ত্ত্যে করিয়া ভূমিকা,
নাবালিকা আদিলীলা শেষ বিভীষিকা
দেখাইতে রঙ্গে ভঙ্গে এস কাননিকা।
ফুল দেব শত শত জবা শেফালিকা,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব, মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
সোনার থালে ভাত দেব—আর দেব 'নিকা,'
ছন্দের মিলের তরে ওগো কাননিকা!

ভূমিকা।

কাননিকার ভূমিকা, ভরা অমাবস্যার নিবিড় তিমিরাম্বরা নিশীথ যামিনী। সেই সময়ে শনি-শুক্রাদি গ্রহগণ ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া মীনরাশিতে প্রবেশ করিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে ভূতভাবন ভগবান্ ভুবনের ভার হরণ করিবার জন্য মথুরা নগরে কংসকারাগারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বালিকার জন্মের পর জ্যোতির্ব্বিদ্-মুখে সময়ের মর্ম্ম বুঝিয়া এবং বালিকার ক্রন্দনের কিছু বিশেষত্ব শুনিয়া, দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই ভাবিলেন, বুঝি অন্তঃপুরবদ্ধা নিত্যপীড়িতা ভারত-ললনার দুঃখ দূর করিবার জন্য ভগবান্ এবার নারীরূপে অবতীর্ণ হইলেন! অমনি সকলের চক্ষু খুলিয়া গেল। পিতা দেখিলেন, তাঁহার প্রাণসমা নন্দিনী, নারীকুলে জন্মিয়াও বৃন্দাবনে নন্দের বোঝা মাথায় লইয়া, মাথায় চূড়া ও কটীতে ধড়া পরিয়া, নরাকৃতি গাভীকুল প্রহার করিতেছেন। মাতা দেখিলেন, তাঁর সাধের গোপালী সুবল সুদাম বসুদামাদি গোপবালকগণে পরিবৃত হইয়া, তুরঙ্গোপরে এক হস্তে বল্গা, অন্য হস্তে বন্দুক ধারণ করিয়া বকাসুর সংহার করিতেছে!

রমণীকুল দেখিল,—তাহাদের দাসত্ববন্ধন ছিন্ন হইল। উইলবারফোর্স, ক্লার্কসন আজীবন ললাট-স্বেদ পাদমূলে নিক্ষেপ করিয়াও, বিনা অর্থরাশি ব্যয়ে যে দাসত্বপ্রথা উঠাইতে পারেন নাই, গোপালীর জন্মমাত্রেই সেই ভীষণ দাসত্বপ্রথা ভারত হইতে উঠিয়া গেল।

দিব্যচক্ষে সকলে দেখিল,—রমণী পুরুষের স্কন্ধে উঠিয়াছে। গড়ের মাঠে শ্যামল তৃণে ফুল ফুটিয়াছে। প্রান্তরচারিণী কুলকামিনীর চরণপঙ্কজ-মধুপান-বিহ্বল ফুটবল আপাদকণ্ঠোদর দ্বিগুণ ফুলাইয়া তৃণকুঞ্জে গা ঢালিয়া নীরবে আকাশপানে চাহিয়া আছে। ক্রিকেট-উইকেট প্রকৃতির রীতি লঙ্ঘন করিয়া দুলিতেছে। চপল টেনিস বল, বিদ্যালয়-কারামুক্ত "নব-পাশ"-গ্রস্ত যুবকের মত ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া গগনমার্গে ছুটিতেছে।

দেখিতে দেখিতে চক্ষের আর এক পর্দ্দা উঠিয়া গেল। সকলেই তখন দেখিল,—ষ্টেশনের "ষ্টীম-এঞ্জিন" রমণীপাদস্পর্শ মাত্রেই মত্ত ঐরাবতের বল ধরিল। ভীম হুঙ্কারে বহুকালের হৃদয়-নিহিত দুঃখরাশি উদ্গার করিয়া বাষ্পীয় রথ মনোরথবেগে ছয় মাসের পথ এক দণ্ডে অতিক্রম করিয়া হিমাদ্রি-মূলে উপনীত হইল। আনন্দে কাঞ্চনজঙ্ঘা সপ্তস্বর্গ ভেদ করিয়া মাথা তুলিল। পিক কুহরিল, ভ্রমর গুঞ্জরিল, ঝিল্লী ঝিঁঝিল। মানসসরোবরে আবার নীলোৎপল ফুটিল! উত্তর গগনপ্রান্তের রঙ্গময়ী "অরোরা বোরিয়ালী" "দুর্জ্জয়লিঙ্গে" ছাউনি করিল। সংসারের কোলাহল হইতে বহু দূরে অবস্থিত, গিরিপ্রবাসী যোগিবর

ভূমিবিলম্বিনী তুষার-সিক্ত স্বর্ণজটায় শিরোবেষ্টন করিতে করিতে শঙ্করের ধ্যান ভুলিয়া গাহিল,—"দীর্ঘকাল পরে কেন এ ভাব আবার? কেন এ কটাক্ষ লালসার?" হিমালয় লালসাস্পর্শে বিকম্পিততনু যোগিবরের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে বলিল:—

গন্ধাঢ্যেয়ং ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা,
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিত-মধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত॥

কুমারিকা নীহারিকাকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই ল্যাভেণ্ডার। প্রেমময় বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিলেন! পুরুষের প্রভুত্ব-দুর্গ এইবার বুঝি ভূমিসাৎ হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে একান্তে অবস্থিত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়-মুখ-নিঃসৃত গীতামৃত পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস সঞ্জয়! নারায়ণ ওটা কেমন কথা কহিলেন?"

তখন সঞ্জয় নিজের ভ্রম বুঝিয়া, কথাটা সংশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "নারায়ণ বলিলেন,—

"পরিত্রাণায় নারীনাং সমাজদলনায় চ।
নারীদেহে ভরং কৃত্বা সম্ভবামি কলৌ যুগে॥"

সুখের পাঁচ মাস দেখিতে যেমন কাটিয়া যায়, তেমনি কাটিয়া গেল। এই পাঁচ মাসের মধ্যে বালিকা কত হাসিল, কত কাঁদিল, কত মাটী খাইল। মাতা তাহার মুখে একদিন ব্রহ্মাণ্ডই দেখিয়া ফেলিল। এইরূপ হাসিতে, কাঁদিতে, মাটী খাইতে, ব্রহ্মাণ্ড দেখাইতে বালিকার পাঁচ মাস কাটিয়া গেল।

নামকরণিকা।

ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন ও নোলকধারণ। এই দুয়ের সঙ্গে চিরাগত প্রথানুসারে নামকরণও হইয়া থাকে। পুত্রবধূর সাতটি সন্তান একটি একটি করিয়া পূতনা-রাক্ষসী ও লিভর-রাক্ষসের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে;—পিতামহী তাই বাবাঠাকুরের দ্বার ধরিয়াছিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠমাত্রেই পৌত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন, "বাবাদাসী"। মাতামহী অবশ্য এ নামে তুষ্ট হইলেন না। কিন্তু কি করেন, বৈবাহিকার সম্মানরক্ষার্থ অনেক বিবেচনা করিয়া, বাবাঠাকুরের নাম পঞ্চানন্দে পরিবর্ত্তন করতঃ এই অষ্টম গর্ভের বাবাদাসীর নাম রাখিলেন, "পঞ্চাননা"। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীর দিবালোকে নাম-কুসুমকাননের ভিতর হইতে একটা টগর আর একটা বক ফুল তুলিয়া আনা হইল দেখিয়া, চারিদিক্ হইতে একটা মহান্ হলহলা উপস্থিত হইল। মামী চক্ষু মুছিল, মাসী নাক ঝাড়িল, গঙ্গাজল পেট ফুলাইল; বকুলফুল ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্বর্ণলতার নাম হইল ধুতুরা! এ কাহারও প্রাণে সহ্য হইল না। পিতামহী মাতামহীপ্রদত্ত নামের উপর চারি ধার হইতে অজস্র বচন-ছটরা নিপতিত হইতে লাগিল। অতি মূর্খেও বুঝিল, নামের প্রাণ বুঝি আর টেকে না।

নামকরণের দিবস চারি দিক্ হইতে কাতারে কাতারে লোক আসিতে লাগিল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল, মর্ত্ত্যে ব্যাণ্ড। তখন—

যশোদা রাখিল নাম 'যাদু বাছা ধন'।
প্রমোদা রাখিল নাম 'কুসুমকানন'॥
মামীমা আসিয়া নাম থুইল 'পারুল'।
মাসীমা থুইল নাম 'লেভেনিয়া ফুল'॥
মাসীমার 'পাউডার' ছুটিয়া আসিয়া।
থুইল 'মিঠাই' নাম বাছাই করিয়া॥
বালিকার মুখ দেখে মাতুলের শালী।
আদর করিয়া নাম রাখিল 'দুলালী'।
মানিনী মোদক বি এ মুখে মধুভরা।
মধুকল্প বাছা নাম দিল 'মনোহরা'॥
কুঞ্জবালা নাগ এম এ কেতাব খুলিয়া।
সিলেক্ট করিয়া নাম দিল 'অফিলিয়া'॥

কেহ বা নাম রাখিল 'লবঙ্গলতা', আবার কেহ বা রাখিল 'কপির পাতা'। এইরূপ কত লতা পাতা ফুল, কত ভৃঙ্গ-পাখীকুল, গিরি নদী উপকূল, প্রমদাগণের প্রেমাকর্ষণে সেন-ভবনে আসিয়া অনঙ্গ হইয়া নাম-সাগরে ডুবিয়া গেল। কত কুটুম্বিনী, কত গঁদান সম্পর্কীয়া কামিনীকুল আসিয়া, মণ্ডলাকারে বালিকায় ঘেরিয়া বালিকার গায় নামসুধা ঢালিয়া দিল। উড়ুপোপম ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া কেমন করিয়া সেই দুস্তর নাম-সাগর পার হইব?

কিন্তু কাননিকা নাম রাখিল কে? কে রাখিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

অন্নপ্রাশনের পর যে দিন বালিকা শয়ন, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও ভুজঙ্গগমন ছাড়িয়া, প্রথম হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিল, যে দিন উঠিয়া পড়িয়া, দুলিয়া ঢলিয়া আগু পাছু দুই এক পদ চলিতে শিখিল, সেইদিনেই কেমন করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বালিকা

গৃহপ্রাঙ্গণস্থ ক্রোটনকুঞ্জে যাইয়া অঙ্গ ঢাকিয়াছিল। যে দিন হামাগুড়ি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে শিখিল, সেই দিনেই শিশু সভয় পদে অভয় ভর দিয়া, চপলাচমকে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া, আইভিলতার অন্তরালে দণ্ডেক সময় লুকাইয়াছিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বালিকার এই অত্যাশ্চর্য্য কাননপ্রীতির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, বালিকার সহিত কাননের প্রকৃতিগত কোন সম্বন্ধ আছে অনুমান করিয়া, কাননিকার জননীর ভগিনীর ননদিনীর প্রাণসজনী জেসিকা বালিকার নাম রাখিল —কাননিকা।

অমনি কে যেন কোথা হইতে আসিয়া কেমন করিয়া গোলাপ মল্লিকাদি কুসুমরাশি সেনেদের অন্তঃপুরস্থ যোষিৎমণ্ডলীর পদপঙ্কজে ঢালিয়া দিল। সমীরণ স্বন্ স্বন্ বহিল, হুতাশন গন্ গন্ জ্বলিল, বৃন্তচ্যুত যূথিকা ঝর্ ঝর্ ঝরিল! আর সন্ধ্যাকালের অরুণিমগগনবিহারিণী হিরণ্ময়ী কাদম্বিনীকুল ধীর সমীরে অঙ্গ ভাসাইয়া, তরতর করিয়া চলিয়া গেল। তখন সকলে বুঝিল, নামকরণ এইবারে ঠিক হইয়াছে।

নাবালিকা

কাননিকার বাল্যলীলা লিখিব কি?—কিংবা তোমাকে একেবারে সেই প্রেমময়ীর যৌবন-তটিনীর তরলতরঙ্গে হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া দিব? সংসারের দুঃখভারাক্রান্ত তুমি পড়িতে পড়িতে ডুবিয়া যাও! যদি কখন বাঁধন খুলিয়া ভাসিতে পার, তরঙ্গপ্রহারের তাল সামলাইয়া উঠিতে পার ত বৃকোদরের বল পাও। না পার ত সংসারের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াইলে! কিন্তু হায়! পোড়া রসাল যে গাছে ফলে! তুমি আমি তার তলে—সেই সিন্দুর-রাগরঞ্জিত—দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ক্ষুরধার-দশন কাঠবিড়াল-খণ্ডিত পক্ক রসালটির প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকি। কখনও ভাবি হায় রে রসাল! তোরে বৃন্ত-বন্ধনে বাঁধিল কে? বাঁধিলই যদি, কেন তবে ভূমিকুষ্মাণ্ডের মত আমার গৃহপ্রাঙ্গণে, আমার অনুন্নত পর্ণকুটীরের শীতল ছায়ায় আনিয়া বাঁধিল না? আমি হস্তপ্রসারণের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম। কখনও ভাবি, এমন বিশ্রী, নীরস, দদ্রুসমাচ্ছন্ন সহকার-স্কন্ধে এমন দিগন্তপ্রসারী কঠিন শাখায় এমন সোনার ফলটি রাখিল কে? রাখিলই যদি, ফলটিকে মাকাল করিল না কেন? কাঠবিড়াল কাছে বসিয়া করলেহন করে; পাখী পাখা ঝাড়িয়া মাথা নাড়িয়া প্রলাপ বকে; তুমি নিম্নে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া পাখী-বিড়ালের রঙ্গ দেখ, আমি কল্পনার আকর্ষী দিয়া ফলটিকে আমার কুঞ্জে আনিয়া তাহার হৃদয়ে একটু মধু ঢালিয়া দিই।

ভাই হে বিধিবিড়ম্বনা! এই সহকারেই সোহাগ ভরে, শাখায় শাখায়-পাতায়,পাতায় পাতায় জড়াইয়া, মাধবীলতা প্রাণ পায়। এই সহকারশিরেই প্রভাত-সমীরে তরঙ্গ তুলিয়া, বসন্তবিনোদী পিকবর ললিত পঞ্চমে গান গায়। ভাই হে!

বিধাতার নির্ব্বন্ধ যায় না হ'টে।
যেইখানে চন্দ্রকলা সেইখানে কটে॥

অনেক দুঃখে মানব কল্পনার আশ্রয় লয়। ছলনা বঞ্চনার লীলাস্থল সংসারক্ষেত্রে পা বাড়াইতে সাহস না করিয়া, কত অকেজো পাগল ঘরে বসিয়া আকাশকুসুম দেখিতে ভালবাসে। তাই ত, সহকার-তলে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে উর্দ্ধে চাহিয়া বলি, 'ভাই,অতি-সৌরভ! দুলিতে দুলিতে গলিয়া যাও। আর যেন তরু তোমায় বাঁধিয়া রাখিতে না পারে। সুধারূপিণী তুমি ঝরিয়া ঝরিয়া, এই হতভাগ্যের বদন-কাম্যকূপে ঝাঁপ খাইয়া ডুবিয়া মর। মরিয়া 'দিল্লীশ্বরো বা' হইয়া আমার হৃদয়-রাজ্যের দুর্বৃত্ত প্রজার দমন কর। তোমার আকস্মিক পতন-প্রহারে মরিয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি মরিতে মরিতে মরিব না। ইচ্ছামৃত্যু লইয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মের মত শরশয্যায় শুইয়াও, সহস্রবাণবিক্ষত কলেবরে আহা উহু মরি মরি করিতে করিতে যত দিন পারি, বাঁচিয়া রহিব'। তাই বলি, মধুভরা কাব্যরসের আকর, অন্তর্নিহিত কাব্যভ্রমর কাননিকার যৌবন-রসাল! কেন তুমি নীরস, অমসৃণ বাল্য-তরুশিরে অবস্থিত হইয়া সমীরণ-সোহাগে দুলিতে দুলিতে তরু-মার্জ্জার আর পরভৃত পিকবরের লালসা বৃদ্ধি করিবে? তাহারা গাছ হইতে গাছে ফেরে, ফল হইতে ফলে যায়। আর আমরা কেবল তোমার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি। আমাদের কামনা কি পূর্ণ হইবে না? ভাই, উতলা হইও না।

একটা বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সমালোচনার তীক্ষ্ণ-দর্শনে অবতারের বাল্যলীলা-বর্ণন-পথে অনেক আবর্জ্জনা-কণ্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে! কাল প্রান্তরের

সীমান্তে অবস্থিত অমর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এত দিন পরে স্বরচিত ব্যাসকাশীতে আসিয়া লীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের সম্বল যমুনাশীকরসিক্ত সুধাভাণ্ডটি সকলে মিলিয়া কাড়িয়া লইয়াছে। মহাভারত-রচয়িতা শ্রীমদ্ভাগবতের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদের তীব্র কটাক্ষে রাসেশ্বরীর কোমল প্রাণ বুঝি আর টিঁকে না। দুই দিন পরেই শ্যামের বাম খালি হইবে। আমি নরোত্তম শর্ম্মা এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বিশাল বঙ্গে যে কেহ কৃষ্ণকে অবতার বিশ্বাস করিয়া আরাধনা করিয়া থাক, সকলে এই বেলা মৎসমীপে আবেদন কর। বালক হও, অশীতিপর বৃদ্ধ হও, রসসাগর যুবক হও, কিংবা হাস্যময়ী লাস্যশালিনী রসতরঙ্গিণী যুবতী হও, অথবা রক্তদন্তা দীর্ঘকর্ণা সূর্পণখা বর্ষীয়সীই হও, তোমাদের মধ্যে আরাধনে যে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাকেই শ্যামবিলাসিনী করিয়া দিব। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর মত পেঁচি অহিফেনসেবী নহি। সে প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ খাইয়া কেঁড়ের মাপ লইয়া গোল করিত, আমি দাম দিয়া দুধের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকি। আমাকে অবিশ্বাস করিও না।

আর এক কথা। কোন্ অবতার বাল্যলীলা দেখাইয়াছেন? ভূবিজয়ী পরশুরামের দেবত্ব-বিকাশ ক্ষত্র-সংহারে, বামনের বলিছলনে, হরধনুর্ভঙ্গে ও ভার্গবের দর্প-চূর্ণনে আদর্শরাজ রঘুকুলেশ্বরের দেবাত্মার স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। গভীর রজনীতে পতি-পার্শ্বগতা স্বপ্নাঙ্ক-সুখশায়িনী গোপাকে পরিত্যাগ করিয়া গৌতম-কুলচন্দ্রমা সন্ন্যাসাবলম্বনে ন্যগ্রোধতলে যৌবন-স্ফুটিতা প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন! মেরীনন্দন ত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমে, মহম্মদ চত্বারিংশতে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া নিজ নিজ দেবত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তবে এই সকল মহাপ্রাণ আকাশকুসুমের মত মানব অগোচরে ফুটিয়া, স্বপ্নদৃষ্ট আকাঙ্ক্ষিতের মত ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন নাই বলিয়া, সকলেরই জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। তবে কাহারও বা সূতিকাগৃহে স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষিত হইয়াছিল, কাহারও বা সূতিকাগৃহপার্শ্বে, সহসোদিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চলতারকা-পরিচালিত মেজাইগণ (mgai) আগমন করিয়া, সমবেত স্বরে ভগবৎসন্তানের যশোগান করিয়াছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে জিহোদীয় দেবমন্দিরে একবার মাত্র আত্মপ্রকাশ করতঃ আবার আঠার বৎসর পরে গালিলীসাগর-বিধৌত শ্যামল প্রান্তরে দণ্ডায়মান ঈশ্বর-সন্তান আন্‌ড্রুপ্রমুখ ভ্রাতৃবর্গকে জগতে প্রেম বিলাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন! যিশুখ্রীষ্ট এই অষ্টাদশ বৎসরের দীর্ঘ জীবন কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কোন 'সুসমাচার' পড়িয়া কে কবে কি জানিতে পারিয়াছে?

তবেই হইল, অবতারের বাল্যলীলা নাই। কাজেই আমাদের কাননিকা জন্মমাত্রেই গিরিপ্রস্রবিণীর মত অন্তরে অন্তরে রসিয়া, অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মত সৈকত-পুলিনে পশিয়া, ভাদ্রের গাঙের মত একেবারে ভরা যৌবনে, পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনরাশি মুণ্ডপাতের হাসি হাসিতে হাসিতে, 'ভাঙ কূল ভাঙ কূল' করিতে করিতে আসিয়া পড়েন, এইটিই না তোমার কামনা? কিন্তু তাহা আর হইল কই?

কাননিকার বাল্যলীলায় পূর্ব্বরাগ আছে; প্রেম-বৈচিত্র্য আছে; দিব্যোন্মাদ আছে। ইহা ভিন্ন ঊনবিংশ শতাব্দীর পেটেণ্ট প্রেমরঙ্গ হিষ্টিরিয়া আছে! তাহার উপরে আছে লোকসমক্ষে অশ্রুজল, আর অন্তরালে জীবননাশী, সখী-সখার করপীড়নে মুচকি হাসি। সবই যদি রহিল, তবে নাই কি? সেই গোচারণের মাঠ আছে, কিন্তু গোধন নাই। সেই গোবর্দ্ধন গিরি আছে, কিন্তু ধারণ নাই। নব নারীর বদলে নব নর আছে, কিন্তু বারণ নাই! সেই যমুনার জল আছে, কদম্বের তল আছে—সন্তরণ আছে, কিন্তু হায় আরোহণ নাই। আর সেই কুটিলার ভাই গর্দ্দভ-কুলের চাঁই আয়ান আছে, কিন্তু ত্রিজগতে তার স্থান নাই।

সকলেই স্থির করিল, বালিকা শশিকলার ন্যায় বাড়িবে; কিন্তু কাননিকা সকলকে লজ্জিত করিয়া কদলীবৃক্ষের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ দুই বৎসরে তিন; তিনে পাঁচ; পাঁচে আট; আটে একাদশ বৎসরে উপনীত হইল। দ্বাদশে কাননিকা ষোড়শী। তিন বৎসরে বালিকার হাতে তুলি ও পেন্‌সিল হইল।

তিন বৎসরে বালিকা কত কি শিখিল। পঞ্চম বৎসরে বায়না ধরিল। সে বড় বিষম বায়না। এক দিন সন্ধ্যাকালে প্রাসাদ-ছাদোপরে মাতামহীর হাত ধরিয়া বালিকা পদচারণ করিতেছিল, এমন সময় পথপার্শ্বস্থ উদ্যান ভিতরে একটি বকুলবৃক্ষের অন্তরাল হইতে পূর্ণিমার চাঁদ বালিকার পদনখের প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁদগুলাকে দেখিবার জন্য উকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

কিন্তু হায়! হতভাগ্য শশী, মাতামহীর কাছে আত্ম-গোপন করিতে পারিল না! মাতামহী অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দৌহিত্রীকে চাঁদ দেখাইল। বালিকার অমনি চাঁদ ধরিবার সাধ হইল। হাত ছিনাইয়া চাঁদকে ডাকিল। চরণে স্থান পায় নাই বলিয়া, দারুণ অভিমানে অভিমানী শশধর এক একবার মেঘের কোলে মুখ লুকাইতে লাগিল। আর তরতর করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। শশী ধরা দিল না বলিয়া, কাননিকা মাতা-মহীকে চাঁদ ধরিয়া দিতে বলিল। 'চাঁদ কি রে ধরা যায়?' বালিকা কাঁদিয়া উঠিল। তখন মাতামহী ফুল দেখাইল, ফল দেখাইল, মুখ চুম্বিল, গা নাড়িল। কিছুতেই কিছু হইল না। বালিকার স্বর, গ্রাম হইতে গ্রাম, শেষে নগর ছাপাইবার উপক্রম করিল। তখন "গিরিবর! আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে।" গিরিবর আসিলেন, উমাকে মুকুর দেখাইলেন। কিন্তু হায়! এ উমা ত নগেন্দ্রনন্দিনী নয় যে, "মুকুরে দেখিয়া মুখ, উপজিবে মহা সুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে"। শেষে যে যেখানে ছিল, সব আসিল; কিন্তু কিছুতেই বালিকার বায়না থামিল না। ছাদ হইতেও নামিল না; চাঁদ চাহিতেও ছাড়িল না। সহসা কোথা হইতে নবদুর্ব্বাদলশ্যাম, নয়নাভিরাম, সুগোল, সুডোল, একটি বালক আসিয়া একবার সলিলাপ্লুত বালিকার মুখপানে চাহিল। তার পর চাঁদের পানে চাহিল। তার পর গাহিল, "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!" অমনি আগুনে জল পড়িল। সকলে বিস্মিত হইয়া বালকের মুখপানে চাহিল। কিন্তু হায়! সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া সে বালক দেখিতে দেখিতে কোথায় মিলাইয়া গেল। সবাই চক্ষু মুছিয়া ভাবিল, চোখের ভ্রম।

রসিকা

সুরুচি, বঙ্গভাষার অস্তিত্বলোপের বায়না করে; সে ভাষায় নিধু বাবুর টপ্পা আছে। মানিনী কবি-কুলের মুণ্ডপাতের বায়না করে; কাব্যকাননে রাম বসুর বিরহ আজও পর্য্যন্ত মাথা তুলিয়া গগন স্পর্শ করি-তেছে। ভ্রমর গোলাপকে পাহাড়ে পাঠাইতে বোঁ বোঁ করে; গোলাপ তাহার ভার সয় না। কমলিনী স্থলে উঠিতে লালায়িত, জলের হিল্লোলে তাহার প্রাণ রয় না। কবি রমণীমুখের ছাঁচ তুলিবার সাধ করেন:—

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে।
শশীকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে॥"

কাননিকার চাঁদ ধরিবার বায়না। বুঝি বালিকা বুঝিয়াছিল, শশি-করে কমল শুকায়, বিরহীর কলেবর দগ্ধ হয়। বায়না করে না কে? তোমার বায়না নাচো 'বলে', তোমার 'তিনি'র বায়না 'পোলো' খেলে। বায়না ছাড়া কে? সয়তান ঈশ্বরত্বে বায়না করিয়া স্বর্গচ্যুত হইয়াছিল। কংগ্রেস Simultaneous Examinationএর বায়না ধরিয়া কত গালই না খাইল! আয়রল্যাণ্ড হোমরুল লইয়া দেশ মাতাইল। সেই সঙ্গে রেডিকেল লর্ড হাউস্ উঠাইবার বায়না ধরিল; তাণ্ডব নাচে নাচিল। বায়না কোথায় নাই? কোমলার কোমল হৃদয়ে, প্রবলের বিশাল বক্ষে—তরুতলে, পর্ণকুটীরে, অট্টালিকায়, বেলভিডিয়ারে—বায়না কোথায় নাই? বড়লাটের বায়না শৈলাবাস, 'ছোট'র বায়না 'জুরী' নাশ।

তবে আমাদের কাননিকার বায়না থাকিবে না কেন? বয়সের সঙ্গে কাননিকার বায়নার পরিসর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে এমন বেয়াড়া হইয়া উঠিল যে, সকলে ঐকমত্যে বালিকার বায়নাবিকারের প্রতি-কার-নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইলেন। যে সকল চিকিৎসক বীজাণু সকল রোগের কারণ বলিয়া, মাথাধরা হইতে কলেরা পর্য্যন্ত টীকা দিয়া আরোগ্য করিতে চান, তাঁহারা কোন বায়নাবীরের দেহরক্তে বালিকার টীকা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বা চৌম্বকে, কেহ বা তাড়িতে বালিকার বায়নাকীট ধ্বংস করিতে চাহিলেন। এ সকল প্রতিকার পরীক্ষা করা হইয়া-ছিল কি না, ইতিহাস বলে না; তবে কবিতার যে জয় হইয়াছিল, তাহাই আমরা জানিতে পারিয়াছি।

এক দিন মাতামহের হাত ধরিয়া, গৃহসন্নিহিত প্রান্তরে পরিক্রমনিরতা কাননিকা একটি বল্গাযুক্ত, নৃত্যশীল, সুন্দর ঘোড়া দেখিয়া খোঁড়া হইল। বালিকাকে ভুলাইবার জন্য চারিদিক্ হইতে লোক জুটিল। বালিকা ভুলিল না। মাতামহ বড় ফাঁফরে পড়িলেন! কোলে করিয়া নাচাইলেন, অকৃত্রিম ক্রোধ করিলেন। আহা! আহা! বালিকার কোমল অঙ্গে কঠিন করের প্রহার করিলেন। বালিকা মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইল। ক্ষুদ্র তনুধনুখানিতে কথায় কথায় টঙ্কার দিল। তখন মাতামহ অপ্রস্তুত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, মুখে চাদর জড়াইয়া ঘোড়া

হইলেন। নাতিনীর হাতে চাদর দিলেন। নাতিনী চোখে ঠুলিদেওয়া বেটো ঘোড়ায় চড়িল না। উপায়? তবে কি বায়না-তরঙ্গিণী বাধাবিপত্তি না মানিয়া, সকলের আশা-ভরসা মাথায় লইয়া অকূলে যাইয়া মিশিবে? তাহা হইলে যে সৃষ্টি যায়।

ক্ষুদ্র জল-স্রোত জলে মিশায়। কূলনাশিনী কল্লোলিনীর মুখেই বদ্বীপ হইয়া থাকে। সেই বদ্বীপই আবার ফলে-ফুলে শোভা পায়। সেথায় ফুল্লাঙ্গী প্রিয়ঙ্গুলতা অশোকবেষ্টনে আকাশে উঠে; প্রান্তরচারী সমীরণ-অঙ্গে বুক দিয়া লুব্ধ ভ্রমর ফলে-ফুলে মধু লুটে। সেথায় সকল ভাবের ব্যতিক্রম। গৃহে গৃহে, পথে পথে, কুঞ্জে কুঞ্জে মধুক্রম।

কাননিকার বায়না-স্রোতোমুখে বদ্বীপ হইল। তাহাতে কবিতা-কুসুম ফুটিল। দূরে প্রান্তরপারে আঁধারে অঙ্গ ঢাকিয়া কে যেন গাহিল—"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।' বালিকার ঘোড়া চড়িবার সাধ মিটিল। তখন সকলেই বুঝিল—কবিতা-রসই কাননিকার বায়না-জোঁকের নুণ। সকলেই বুঝিল, বালিকা রসিকা হইতেছে!

উপক্রমণিকা

কাননিকার মাতামহ নিরঞ্জন সেন, শ্বশুর বিশ্বপাবন রায় কর্ত্তৃক পদ্মানদীর তীর হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়া, গৃহজামাতৃ-পদে বরিত হইয়াছিলেন। তিনিও শ্বশুরের দেখাদেখি, কিন্তু তাঁহাকে ডিঙাইয়া, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে বায়না দিয়া তিনটি জামাতৃ-শার্দ্দূল ক্রয় করেন। তাহাদের মধ্যে একটি ছিল, ব্রহ্মপুত্রের তীরে, দ্বিতীয়টি মেঘনার ধারে, তৃতীয়টি ধলনার চরে। আমাদের কাননিকা, নিরঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্যা ভামিনীমণির স্ত্রীধন—রমণীচরণ বাগভটের একমাত্র সম্বল। নিরঞ্জনের গৃহ রমণী-তন্ত্র সংসার-রাজত্ব। কন্যার কন্যা তস্যা কন্যা—এইরূপ কন্যাললামে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ। জামাতা, প্রজামাতা, অতিবৃদ্ধ ততোধিক এইরূপ জামাতাবলী হইয়া তাঁহার সংসার। আগমে জামাতা নিগমে জামাতা। উছট খাইলে জামাতার ঘাড়ে পড়িতে হয়। পড়িয়া গেলে জামাতা যষ্টিতে ভর করিয়া উঠিতে হয়। এক কথায় জামাতায় জামাতায় ধূল-পরিমাণ।

কিন্তু নিরঞ্জনের গৃহ রমণীসঙ্কুল হইল কেন? কন্যার বিবাহ হইলেও ত সে শ্বশুরগৃহে যায়। নিরঞ্জনের গৃহের জলস্রোত পাহাড়ে উঠিল কেন? সে কথা বলিতে পুঁথি বাড়িয়া যায়। কিন্তু কাননিকা-কাব্য-পলান্নে, নিরঞ্জনের সংসার-কথা যে জাফরাণ! কাজেই অগ্রে পলান্নের প্রধান উপকরণ মশলা পিষিতে হইল।

কাব্যময়ী কাননিকার অনন্ত লীলা। দুই চারি স্তবকে লীলা সাঙ্গ হয় কি? পাঠক, বোধ হয়, ইহাতেই বিরক্ত। কাননিকার কাব্যকথা, কাননিকার বয়োবৃদ্ধির সহিত বায়না-বিবর্দ্ধনের কথা ঢলে ঢলে বর্ণে বর্ণে রসপ্রবাহে পরিপূর্ণ। সে রসতরঙ্গে তরঙ্গায়িত লীলা-ললিত কাননবালার কথা শ্রবণে ধৈর্য্য চাই। পাঠক, ধৈর্য্য ধরুন। সেলি কিটের আবেশময় কল্পনা কক্ষে যে তৃপ্তি না পাইয়াছেন, ব্রাউনিঙ্গের ভাব-সাগরে ডুব দিয়া যে রত্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়াছেন, পাঠক, কাননিকার কাব্যকথায় আপনার সে তৃপ্তির সাধ ঘুচিবে; ততোধিকতর মূল্যবান্ রত্নের সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাই বলি, পাঠক ধৈর্য্য ধরুন। আর ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ করুন, উনবিংশ শতাব্দীর এক বৎসরের এক দিবসের এক সময়, ভামিনীমণির সাত রাজার ধন রমণীচরণের শ্বশুর নয়নরঞ্জন নিরঞ্জন কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া, নাগরিক-মধুকরের রহস্য-দংশনভয়ে নিরঞ্জনের কথা কমলিনী দিবসে ফুটিতে ফুটিতে ফুটিত না। যখন ধরণী, কুমারীকুলের পাটরাণী 'ঘ্যাবেস' ঠাকুরাণীর মত কোমল বক্ষের রসতরঙ্গ গোপন করিবার জন্য, সর্ব্বাঙ্গ তিমিরবসনাঞ্চলে আবৃত করিত, যখন চটের কলের শ্রবণভেদী কোলাহল, গৃহ-প্রাচীরস্থ চটককুলের তদ্বৎমধুর কলকল, দিবালোকে আঁধারদর্শী ক্রিয়াহীন, অন্নহীন, লম্বশাটপটাবৃত নব্য-বঙ্গের হা হা, আর সমপ্রাণতায় দলে দলে সমাগত বায়স-কুলের শ্রুতিমধুর খা খা—একত্র মিলিয়া, পেচকের কমকণ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিত, সেই সময় সমীরণে সাঁতার দিতে দুই একটি কথা-কুসুম নিরঞ্জনের মুখ দিয়া বাতায়ন-ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসিত।

ক্রমে স্বভাবের অভাব হইল। নিরঞ্জনের কণ্ঠ-মৃণালে কমল না ফুটিয়া টগর হাসিল। বঙ্গাদপি বঙ্গ-সন্তানের মুখে বাঙ্গালা বাহির না হইয়া ইংরাজী ছুটিল; ত্রিভুবন চমকিত হইল। ডারউইনের প্রেতাত্মা এই আকস্মিক বিকাশের কারণ নির্দ্ধারণের জন্য তিন দিবস

তাঁহার গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, হতাশ হইয়া বৃন্দাবনের তমালতরুবাসী রামানুচরগণের সহিত করমর্দ্দন করিয়া, আফ্রিকার গরিলাবাসে ফিরিয়া গেলেন। প্রতিবেশিগণ অবাক হইয়া রহিল।

কারণ নির্দ্ধারণ আমি করিয়াছি। নানা কারণে নিরঞ্জন বঙ্গভাষা ও বঙ্গনর-কুলের উপর বিরক্ত। ভাষারাক্ষসী নিরঞ্জনের মাথা খাইয়াছিল। বিশ্বাসঘাতিকা বঙ্গভাষা পদ্মার পারে বলে 'লবণ' কলিকাতায় বলে 'নুণ'। সেখানে বলে 'হৈত্যা', এখানে বলে 'খুন'। আর পাষণ্ড নর, ভাষার বিশ্বাসহননে দুঃখিত না হইয়া নিরঞ্জনের কথা শুনিয়া হাসিত। নিরঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বাঙ্গালা ভাষা আর মুখে আনিব না; বাঙ্গালীর মুখ আর চোখে দেখিব না; কিন্তু হায়! এ কি কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধার প্রতিজ্ঞা,—"কাল মেঘ আর দেখব না, কাল চোখের তারা আর রাখব না সখি", যে কথার অর্থ উলটাইয়া রাগের কথা প্রেমের অর্থ প্রকাশ করিবে! 'আমার কানাই ভাল' দৃষ্টিহীনতার পরিবর্ত্তে বলাই-অনুজের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির ভাব বুঝইবে! এ যে উনবিংশতি শতাব্দীর বঙ্গ-যুবকের প্রতিজ্ঞা।

প্রতিজ্ঞা অটল। কলিকাতায় আসিয়া মাসৈকমধ্যে নিরঞ্জন মূক হইলেন। বৎসরৈক পরে চোখে চসমা দিয়া, বাটীর বাহিরে আসিয়া, ইংরেজীতে মুখ খুলিলেন। অল্পকাল মধ্যেই নিরঞ্জনমুখে ইংরাজী-খই ফুটিতে লাগিল। কখন কখন বা ভৃত্যবর্গের মধ্যে কেহ কোনও অকর্ম্ম করিলে মুখ ছুটিতে আরম্ভ করিল!

আসল কথা, নিরঞ্জন বাঙ্গালা ভাষা ত্যাগ করিলেন। তবে এক দিন বিছার দংশনে 'বাবা গো' বলিয়াছিলেন, আর এক দিন সোপান হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া 'গেছি রে' বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আমরা বৈয়াকরণ ইহাকে আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া থাকি।

নরের উপর দারুণ ঘৃণা রমণীপ্রিয়তায় পর্য্যবসিত হইল। প্রথমেই নিঃস্বার্থ প্রেমিক নিজের ঘর আদর্শ করিবার জন্য গৃহিণীর করে পাঁচনবাড়ী দিয়া, আপনি ভেড়া হইতে চাহিলেন। বিশ্বপাবননন্দিনী সেকালের হিন্দুরমণী স্বামিদত্ত সেই মহামূল্য ধন গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু মুষল যখন জন্মিয়াছে, তখন কি অমনি অমনি মিলাইয়া যাইবে! যাদব পরিত্যক্ত মুষলকণায় শর গজাইয়াছিল। কালে মাতৃপরিত্যক্ত যষ্টি ভগ্নাংশ হইতে, নন্দিনীত্রয় হৃদয়নন্দনে স্বাধীনতার চারা জন্মিল। কালে সেই কল্পবৃক্ষের একটিতে কাননিকা ফল ফলিল। শররূপী মুষল যদুকুল ধ্বংস করিল, ফলরূপী মুষল কুলনাশন হইবে না কেন!

শ্বশুরের কল্যাণে নিরঞ্জন হাকিম হইয়াছিলেন। হাকিম হইয়া অলি-গলি, বন-বাদাড় মাঠ-পাঁদাড় ঘুরিয়া আইনবাণে বঙ্গীয় মাংসাশী মেষগুলাকে তাঁহার জর্জ্জরিত করিবার প্রয়োজন হইত। নিরঞ্জন সেই সুতীক্ষ্ণ শরনিকর ইংরাজী ভাষা শরাসনে জুড়িয়া ছুঁড়িতেন। বিচারাসনসন্নিবিষ্ট ভাষাকুসুমায়ুধের পঞ্চশরে এক সময় মৃত্যুঞ্জয়কে পর্য্যন্ত কাঁপিতে হইয়াছিল। হতভাগ্য বাঙ্গালী-নরকুল নাশ করিবার জন্য নিরঞ্জন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন। কিন্তু কিছুতেই সে রক্তবীজ-বংশ ধ্বংস হইল না।

আত্মার দোহাই দিয়া অর্থলাভে ভায়া আমার দিন দিন কত অকার্য্য করিলেন। মানীর মান, বংশের সম্ভ্রম, দুর্ব্বলের প্রাণ,অনাথের আশ্রয়, কুলবতীর লজ্জাধর্ম্ম,অপরাধী হইতে যত আঘাত না পাইয়াছিল—তাহা হইতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, আমাদিগের ডেপুটীরূপী নিরঞ্জন হইতে। কিন্তু দুঃখিত হয় কে? তুমি না আমি? আমি ত চীন-জাপানের যুদ্ধ শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছি। আত্মাভিমানে অন্ধ রাজার আজ্ঞায় কত নারী স্বামিহারা, কত পুত্র পিতৃহারা হইতেছে। কত লোক অনাহারে মরিতেছে। তুমি আমার মাথায় হাত দেওয়ার কথা শুনিয়া, চক্ষে বাসনাঞ্চল দিয়াছ। তাতে কার কি?

"তথা যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে দূতী।
গেলে কথা কবে না সে নব-ভূপতি।
যাবি তোরা মানে মানে,
ফিরে আসবি অপমানে
আমরা শুনে মরব প্রাণে,
তাতে শ্যামের কি ক্ষতি?

কি ক্ষতি? তুমি আমি কাঁদিয়া মরিলে নিরঞ্জনের কি ক্ষতি? কিন্তু এখন? এখনকার অবস্থা আর কি বলিব? কেবল যাহার উপর আরোহণ করিয়া কৃষকপুত্রেরও মুখে তত্ত্বকথা বাহির হয়, সেই বিক্রমাদিত্যর বত্রিশসিংহাসন—মাটীর ধন মাটীতে মিশিয়াছে। শার্দ্দূলীকৃত মূষিক আবার মূষিক হইয়াছে। সেই দরিদ্রদলন প্রভুরঞ্জন নিরঞ্জন কর্ম্ম হইতে অবসর

গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। যৌবনসুখস্মৃতি আকাশে আঁকিয়া, গৃহপর্য্যঙ্কে গা ঢালিয়া, পুলিসপ্রহরণ নিরঞ্জন এখন যষ্টিতে দণ্ডকল্পনা করিতেছেন। সকলই গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে পুনর্যৌবন-লোলুপা মালিনী মাসীর কাষ্ঠহাসির মত, সেই হাকিমী আড়ার বেশটি, আর জ্রর তলায় ঠোঁটের ডগায়, বিলাতী রঙ্গের রসটি।

সেই রসটি নিরঞ্জন গৃহে আসিয়া নাতিনীকুলের হৃদয়ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলেন। সেই রসরসিতা কাননিকা বদনকমলে প্রখর রবির কর ধরিলেন। বৃদ্ধা মাতামহী কন্যা ও দৌহিত্রীগণের তেজে জর্জ্জরিত হইয়া কাশীতে বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইলেন। আর ফিরিলেন না।

যেই দিন "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদীতে বাণ আসিল", যেই দিন "রাই জাগো রাই জাগো" তারকামণ্ডলস্পর্শী মধুর শুকশারীর বোলে, ভারতের রাধিকাকুলে কল কল কোলাহল উঠিল, যেই দিন বোম্বাই বাই 'পতিত স্বামী' পরিত্যাগ করিয়া, রমণীর কুল দুকূলে বাঁধিয়া, বদরিকাশ্রম খুলিল, সেই শুভ দিনে সেনগৃহ হইতে জামাতৃকুল অকূলে যাইয়া ঝাঁপ খাইল; আর কবিতারসে আর্দ্র কাননিকা চতুর্দ্দশে পা দিল।

—

কারিকা

কাননিকা চতুর্দ্দশে পা দিল; কিন্তু তাহার দশম একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এই কয় বৎসর কোথায় গেল? সকলেই বলিবে, প্রতিজীবনে যেমন বৎসরের পর বৎসর উড়িয়া যায়, ষোড়শের মোহিনী অশীতির প্রেতিনী হয়, বিলসিনী সন্ন্যাসিনী হয়, কাননিকারও তাহাই হইল। সূতিকা গৃহ হইতে একটি করিয়া জীবনের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া, কাননিকা, রৌদ্র, শীত, হিম, বর্ষা, রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, ব্যসনাদি—নানা বাধা-বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসরে উপনীত হইল—সূতিকাসরসী পঙ্কজকলিকা কাননিকা ধীরে ধীরে পত্রপ্রসারে বিদ্যালয়গামিনী ফুল্ল কমলিনী বিদুষী রমণী হইল। সকলেই মনে করিয়াছ, কাননিকার মাতামহকে একটি একটি করিয়া বৎসর গণনা করিতে হইয়াছে। ভাবুক পাঠক, তাহা হয় নাই। পাঠকের আজ্ঞানুবর্ত্তী বয়োবর্দ্ধন হইলে, নায়ক-নায়িকা লইয়া আর আদর-আব্দার চলে না, কাব্য মহাকাব্য লেখা হয় না। দশম বর্ষে পা দিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইতে সহসা কাননিকা একদিন থামিয়া গেল। তাহার পর তিন তিন খানা বড় বড় নূতন পঞ্জিকার সৃষ্টি হইল, পাঁচটা সূর্য্যগ্রহণ ঘটিল, দশটা অকলঙ্ক শশী রাহুগ্রাসে পড়িল, তবু কাননিকার বয়োবৃদ্ধি হইল না। ভাবিতে ভাবিতে কত ভাবুকের চুল পাকিয়া গেল, তবু কাননিকার বয়সের এক চুলও তফাৎ হইল না। লোবোর ব্যাঙ কত পথ, কত গলি, কত ঘুঁজি ঘুরিল, তবু কাননিকার কন্যা-কাল এক ইঞ্চিও সরিল না। কি হইল,—এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেন হইল? সরিল না, কালের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল? যে—

"কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়,
শোভাধার পূর্ণশশী রাহুগ্রস্ত হয়,—

সেই কাল 'আজ'ই রহিয়া গেল! ভূত না হয় ছাড়িয়াই গিয়াছে, ভবিষ্যৎ গেল কোথায়?—কাজেই আমাদিগকে কারিকা করিতে হইল।

কাননিকা যে দিন দশের মধ্যে পড়িলেন, সেই দিন জামাতা রমণীচরণ ও শ্বশুর নিরঞ্জনে বিবাদ বাঁধিয়া গেল। জামাতা বলিলেন, "কাননিকার কন্যা-কাল উপস্থিত হইয়াছে, বিবাহ দিব।"

শ্বশুর বলিলেন, "বালিকা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, সুতরাং কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইতে পারে না, বিবাহ দিব না।"

জামাতা। আমার দেশে মান-সম্ভ্রম আছে, পিতা আছে, সমাজ আছে,—নিন্দা হইবে। কন্যার বিবাহ না দিলে মুখ দেখাইতে পারিব না। কাজেই ইচ্ছা করিতেছি, কন্যার বিবাহ দিব।

শ্বশুর। তোমার মুখ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে মুখ দেখাইতে হইবে বলিয়া ধলনার তীর হইতে আনি নাই। অসূর্য্যম্পশ্য করিব বলিয়া ঘরে পুরিয়াছি। কাজেই ইচ্ছা করিয়াছি, বিবাহ দিব না।

জামাতা। আমার পিতা বড় দুঃখ করিবেন। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। বহুদিন পিতার মর্য্যাদা রাখি নাই, আজ রাখিব। শাস্ত্রমতে কন্যাকালে কন্যাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করিব, অরক্ষণীয়া করিব না।

শ্বশুর। যে ব্যক্তি দশমবর্ষীয়া শিশুকে বিবাহ

করিতে পারে, সে কখনই সৎ হইতে পারে না, সে পামর, নরাধম, পশু। আমি সেই পশুর হস্তে কাননিকাকে সমর্পণ করিব?—কখনই করিব না। মূর্খ! আমার আদরের নাতিনী অরক্ষণীয়া রহিবে? আমি নিজে রক্ষা করিব.—যাবজ্জীবন বাঁচিয়া থাকিব, আমি নিজে তাহাকে রক্ষা করিব।

কথা কহিতে কহিতে দুই পাঁচ কথার সহায়তায় বিবাদ-সমীরণ প্রভঞ্জনমূর্তি ধারণ করিল। চারি দিক হইতে নিরঞ্জনের কন্যা, নাতিনী প্রনাতিনীগণ ব্যাপার কি দেখিতে ঝড়ে পড়িয়া যেন উড়িয়া আসিল। নরোত্তম দূর হইতে দেখিলেন, যেন বিরাটের গোগৃহ অধিকার কালে গোধনপরিবেষ্টিত ভীষ্ম-বৃহন্নলার লড়াই বাঁধিয়াছে। কিন্তু মৎস্যদেশের বৃহন্নলা গঙ্গানন্দনকে পরাভূত করিয়াছিল, বাঙ্গালা দেশের বৃহন্নলা শ্মশ্রু-মোহনের তীব্র বচনে গায়ের জ্বালায় মৎস্য-দেশে ঝাঁপ দিল। নরোত্তম জলে হাবুডুবু খাইয়া ভাবিলেন, প্রাণান্তেও আর কাহাকে উপমায় ফেলিব না।

জামাতা ভূমে করাঘাত করিয়া বলিল, "আমার কন্যা, আমি তাহার যথাসময়ে বিবাহ দিবই দিব।"

শ্বশুর জামাতৃকরাহত ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিল, 'আমার কন্যার কন্যা। আজীবন তোমার সহিত আমার ক্রোধতরঙ্গিণীর প্রবাহ চলিবে, তথাপি কাননিকার বিবাহ চলিবে না।'

"আমার জন্মদাতা পিতা, যাহার তুল্য বড় আর পৃথিবীতে নাই, তাঁহার কথা না রাখিয়া আপনার কথা রাখিতে হইবে? জামাতা এই কথা বলিয়া একবার নবাগতা ভামিনীমণির মুখপানে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রাণাধিকা ভামিনীর মুখখানা যেন হাঁড়ির মতন হইয়াছে, পদ্মপলাশলোচনস্থ ভ্রমর দুটা সেই হাঁড়িতে বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। রমণীচরণ হতভম্ব হইয়া ফেলফেল করিয়া সেই 'কি জানি কেমন কেমন' মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল! যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখিল, পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয় তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "কি বলিলি রে পাষণ্ড, অকৃতজ্ঞ, নরাধম! উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, এই বিশ্বজনীন প্রেম-কাটগড়ায় তোরে আসামী করিয়াছিলাম। বিনা জামীনে তোরে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে শেষে এই শুনিতে হইল? তোর বাবা আমা হইতে বড় হইল? তুই কোথাকার কে! ধলনাতীরের বানর! তোরে আমি কলিকাতায় আনিয়া আমার নয়নমণি ভামিনীকে সমর্পণ করিলাম, একবার তোর পাত্রত্বের কথা ভাবিলাম না। সেই আমা হইতে তোর বাপ বড় হইল। ক্ষুদ্র আমি, হীন আমি, কীটানুকীট আমি তোরে কন্যা সমর্পণ করিলাম। কই, তোর বরর বর বাপ তোরে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিল না? তবে ধলনা পারাইয়া, ত্রিস্রোতা ছাড়াইয়া, পদ্মা ডিঙ্গাইয়া এত দূরে আসিলি কেন?"

জামাতা অপমানিত বোধ করিয়া, রোষকষায়িত লোচনে একবার শ্বশুরের মুখপানে চাহিল। শ্বশুরও চসমাবিদ্রাবী প্রখর দৃষ্টিতে জামাতার মুখপানে চাহিল। কন্যাকুঞ্জরাগণ মদস্রাবী বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে একবার রমণীচরণের শ্বশুরের মুখে চাহিল, আর বার নিরঞ্জনের জামাতার মুখে চাহিল। তার পর চারি দিকে কন্যাকুলের মধ্যে গভীর দীর্ঘশ্বাস ও ঘন ঘন হাতপাখা চলিতে লাগিল! বইএর তাড়া হাতে করিয়া স্কুল হইতে কাননিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুর-জামাইকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল! কাননিকা দেখিল, যেন অসিতোৎপলে এবং শ্বেত শতদলে সংক্রমণ হয় হয় হইয়াছে। শ্বশুরের ধূসর কেশরাশি, জামাতার নিবিড় কৃষ্ণ কেশদামে জড়াইবার উপক্রম করিয়াছে। কাননিকা দেখিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—

কামের পিরীতি, জলে দিবারাতি—

অমনই সম্মুখস্থ বাতায়ন-সমীরণ ভেদ করিয়া কোন দূরস্থ প্রাচীর হইতে কে যেন গাহিল—

—ক্ষণে ক্ষণে দেয় ভঙ্গ।
ক্ষণে কিলোকিলি ক্ষণে চুলোচুলি,
এই ত পিরীতের রঙ্গ।

চমকিত নিরঞ্জন জামাতার চুল ছাড়িয়া দিল, পরাভূত রমণীচরণ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিস্ময়-চকিতা ভামিনী কড়িকাঠের পানে চাহিয়া রহিল, ভীতা ভগিনীকুল কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঠক্‌ঠক্ জুতা ঠুকিল। বিমোহিতা কাননিকা কুরঙ্গিণীর মত চারি ধারে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল! সকলে আবার শুনিল,

এ কি গো এ কি গো এ কি কি দেখি গো
এ চায় উহার পানে।
পিরীতি কাহিনী বাতাসে ছুটিল,
বধির করিল কানে।

সকলে লজ্জায় বসিয়া পড়িল।

তারপর কি হইল, কেহই বড় ভাল বুঝিতে পারিল না। শ্রোতা কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দর্শক হাঁ করিয়া চাহিল, লেখক কলম কানে গুঁজিল, পাঠক বালিশে ঠেশ দিল, নরোত্তম খানিকটা আফিম গালে দিয়া ঝুম হইয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন প্রতিবেশিগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া শুনিল, কাননিকা মাতামহের অপর আদেশ (until further orders) ব্যতীত, আর দশ বৎসরের বেশী হইবে না। প্রতিবেশিগণ এ কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। অরুণ দেব তাহাদের বেয়াদবী দেখিয়া চোখ রাঙাইয়া উদয়াচলের উপর উঠিয়া বসিল। ভয়ে আর কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

পাঠিকা

অবতারে কি কখনও লেখাপড়া শিখিয়া থাকে! ভগবানের ভক্তগুলাকেই ত লেখাপড়া শিখাতে কত মারামারি কাটাকাটি করিতে হইয়াছিল। ভক্তকুল-চূড়ামণি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ 'ক' নাম শ্রবণ-মাত্রেই কাঁদিয়া ভুবন ভাসাইয়াছিল। সুনীতি-নন্দন আজীবন বনে বনে ঘুরিল, তাহাকে 'ক' শিখাইল কে? জড়ভরত 'ক' কহিবার ভয়ে কথা কহিত না। অবতার কি মানুষের কাছে শিখিতে চায়? মীন বরাহ কূর্ম্মকে দশ বৎসর ধরিয়া অঙ্কুশ-প্রহার করিলেও কি 'ক' বলিত? নৃসিংহ স্তম্ভের ভিতর হইতে বাহির হইয়াই হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে লড়াই লাগাইয়া দিল, কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না। বামন বলিকে ছলিবার জন্য সকাল সকাল উপনয়ন-সংস্কার সারিয়া লইল, বাড়িতেই পাইল না। ভৃগুনন্দন গোঁয়ার-গোবিন্দ, পরশু-প্রহারে গর্ভ-ধারিণীকেই শমন-সদনবাসিনী করিল, বাগ্বাদিনী এমন কি সাহসিনী ভৃগু মুনির পাড়ায় আসিয়া পা বাড়ায়? শিশুবোধ হইতে প্রমাণ, কৃষ্ণচন্দ্র একবার পাঠশালে গিয়াছিলেন। ননী-চুরীর নজীর হইতেও আমরা এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু সেখানে তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল, প্রমাণ কই। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।' নন্দ-নন্দন পাঁচনবাড়ী ছাড়িয়া কলম ধরিলে দেশ হইতে ছাবা-ব্যাবের পাট উঠিয়া যাইত। আর বলদেব যদি লেখাপড়া শিখিত, তাহা হইলে বলদেও হাম্বারব ছাড়িয়া পাঁচখানা গ্রন্থ লিখিতে পারিত। বাকী রহিল রাম আর বুদ্ধ। কল্কির কথা ছাড়িয়া দাও, মাতৃভাষার যেরূপ দুরবস্থা, যখন কল্কি অবতার হইবে, তখন কি আর দেশে ভাষা থাকিবে! রাম, বুদ্ধ রাজার সন্তান,তাহাদের বিদ্যার্জ্জন বড় একটা অসম্ভব নয়। কিন্তু লেখাপড়া শিখিলে কি রাম স্ত্রৈণ পিতার এক কথায় রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়? লেখা-পড়া শিখিলে, অন্ততঃ তাহার মনে এ তর্কও ত উঠিতে পারিত, এ সংসারে কে কার? কে কার পিতা, কে কার পুত্র, কে কার গুরু কে কার শিষ্য? অনিত্য অনিত্য অনিত্য। এই দেহ অনিত্য, এই দেহ যার দেহাংশসম্ভূত, সেও অনিত্য, সুতরাং তাহার আদেশ অনিত্যের অনিত্য।

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ।

তবে আমি সেই অকর্ম্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, বিনাপ-রাধে পুত্রকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প পিতাকে অপদস্থ না করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ না করিয়া, কিংবা অন্য কোন শাস্তি না দিয়া, বাঘ-ভালুকের সঙ্গী হইব কেন? তবে যাও রামচন্দ্র, তোমারও বিদ্যা বুঝা গিয়াছে। মূর্খ! কার কথায় তুমি কোথায় গেলে? পিতা তাহার প্রিয়তমার মন যোগাইতে তোমাকে বনে দিল, তুমি কেন তোমার প্রিয়তমার মন রাখিতে ঘরে রহিলে না? তোমারই মূর্খতার ফলে তুমি সীতাহারা, বানরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ। এই সভ্যজগতের পণ্ডিতমণ্ডলী তোমাকে পাইলে তুড়ুঙ্গে ঠুকিয়া দিত। তুমি মহিলার মর্য্যাদা রাখিতে জান না। নরোত্তম শর্ম্মা গৃহিণীর জন্য কত পাঠকের গাল খাইল, মানসম্ভ্রম সব খোয়াইল। সে পত্নীর জন্য পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে, আর তুমি প্রজারঞ্জনের জন্য পত্নী ত্যাগ করিলে? তুমি অজের পৌত্র অজমূর্খ। তোমার বংশে কখনও সরস্বতীর চাষ হয় নাই। আর সেই কপিলাবস্তুর অকাল-কুষ্মাণ্ড, স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ? সেটা ছাগাদি হীন জন্তুর দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বামিগতপ্রাণা সদ্য-প্রসূতা স্ত্রীকে দুঃখসাগরে ভাসাইল। নিরামিষ খাওয়া-ইয়া নরোত্তমের চেলাগণের উদরদেশ জঙ্গলে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। বুঝা গেল, অবতার মাত্রেই মূর্খ।

বৃদ্ধ দিনের কথা, কাননিকার হাতে তুমিও

পেন্সিল হইয়াছিল। তাহার সাহায্যে ও শিক্ষকের উপদেশে কাননিকা কত বন উপবন, লতা পাতা, দিঘী সরোবর, এমন কি, চতুর্দ্দশ ভুবনই আঁকিয়াছিল! কাগজে কত লোকের মুণ্ডপাত করিয়াছিল, কিন্তু এ যাবৎ 'ক' লিখে নাই, তবে কি কাননিকা অন্যান্য অবতারের ন্যায় মূর্খ হইবে?

আমরা ভ্রমাত্মক মানব, আমরা অবতারের লীলার মর্ম্ম কি বুঝিব? বহু দিন ধরিয়া কাননিকার 'ক'য়ের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কালে সেই কাননিকাই পণ্ডিতাগ্রগণ্যা হইল। 'ক'য়ের সহিত যুদ্ধ হইবার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে নরোত্তমের সাত দিন নেশা ছুটিয়া গেল। অষ্টম দিনের নিশীথে শর্ম্মা দেখিলেন, দাদা মহাশয়ই বালিকাকে বাঙ্গালা পড়াইবার অন্তরায়।

একদিন ভামিনী টক টক করিয়া চলিয়া, চুরুটবদন বহির্গমনোন্মুখ নিরঞ্জনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন,—"কোথায় ভামিনী?"

ভামিনী। আপনারই কাছে। আপনি কি কাননিকাকে পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। কাননিকা 'ক' বলিতে চায় না, উপায় কি?

নিরঞ্জন। 'ক' বলিতে চায় না বলিস্ কি ভামু! কাননি সেই অসভ্যের ভাষায় আস্তক্ষর মুখে তুলিতে চায় না! ভামিনী, কাননি আমাদের ছলিতে আসিয়াছে। হে মহান্ প্রথম কারণ! যাহাকে অসভ্য পৌত্তলিকে পঞ্চানন্দ বলে, সভ্য মূর্খে ঈশ্বর বলে, সেই তুমি বিজ্ঞানবিনোদন, বৈজ্ঞানিকেরা আনন্দবর্দ্ধন, বস্তু ও গতির আদি কারণ হে মাধ্যাকর্ষণ! তুমি কেমিক্যাল কোহিসনে কাননির জীবন দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখ। নহিলে আত্মারাম খাঁচা ছাড়িয়া হাউই হইয়া উড়িয়া যাইবে। কাননি বাঁচিতে আইসে নাই। হে আমার প্রিয় ভামু! কাননি অন্তর্য্যামিনী। যত্নপূর্ব্বক কাননিকাকে রক্ষা কর। বাধা দিও না, তিরস্কার করিও না, পড়ার জন্য তাড়া করিও না!

নিরঞ্জনের বাক্‌শক্তিতে ভামিনীমণির তাক্ লাগিয়া গেল। বলিল, "হে বাবা! তবে কি কাননি পড়িবে না?"

"না, পড়িবে না—যে ভাষার আস্তক্ষর 'ক', যাহা কালিন্দীকূলের কদাকার কৃষ্ণের গোড়ায় আছে, যাহা অশ্লীলতাময়ী কালীর আবর্জ্জনাময় ঘাটের গোড়ায় আছে, কাঙ্গালী-বাঙ্গালীপূর্ণ কলিকাতার ঘাড়েগর্দ্দানে আছে, এমন কি, কপালকুণ্ডলার কাপালিকের আগাপাশতলায় আছে, সেই পাপীয়সী বঙ্গভাষা আমার প্রেয়সী নাতিনী পড়িবে?"

"Stars hide your fires;
Let not night see my black and
deep desires."

নিরঞ্জনের ভাবাবেশ হইল। পূর্ব্বকালের সেই প্রতিবেশিগণের তীব্র রহস্য একটি একটি করিয়া মনে পড়িল, মন তাহা সহ্য করিতে পারিল না। বঙ্গভাষার অস্তিত্ব লোপ, অথবা তাহার জোলাপ। নিরঞ্জন যেন দেখিতে পাইলেন, তাহার প্রাণপ্রতিমা তনয়ানন্দিনী বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে একটি একটি করিয়া প্রত্যঙ্গ ছিঁড়িয়া লইতেছে। বঙ্গভাষা মরণোন্মুখী, চেঁচাইয়া দুর্ব্বল হইয়া এক্ষণে গোঁয়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেবকগণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন মুক্তকণ্ঠে নন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,"কাননিকে যত্ন করিয়া কেবল বাঁচাইয়া রাখ। আদরে আদরে ফুলাইয়া তুল, রাগাইও না। কাননি করেলী হইবে, ক্লিওপেট্রা হইবে, তবু 'ক' বলিবে না।"

তনয়ার সুখ্যাতি শুনিয়া ভামিনী আত্মহারা হইয়া পড়িল। কি করিতে কি বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া গেল। কেবল একটি মাত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার অদৃষ্টে কাননি বাঁচিবে কি?"

ঘরের বাহিরে ফোঁস ফোঁস শব্দ শ্রুত হইল। ভামিনী ছুটিয়া গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ফোঁফুপ্যমানা কাননিকাকে কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিল। "এই দেখ, কাননি আবার কিসের বায়না ধরিয়াছে।"

"কি হইয়াছে দিদিমণি?" বলিয়া দাদা মহাশয় ছুটিয়া গিয়া নাতিনীকে ভামিনীর কোল হইতে কাড়িয়া লইল, বালিকা দাদার কোলে তেউড়িয়া উঠিল। দাদা মহাশয় নাতিনীকে আদর করিতে করিতে কোলে করিয়া নিজে নাচিয়া কত নাচাইলেন, বালিকা প্রবোধ মানিল না।

তখন আবার ভামিনীর কোলে দিয়া নিরঞ্জন ডাকিলেন—"মাষ্টার!"

পকগুম্ফ মাষ্টার উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিল।

নিরঞ্জন। তুমি কি বালিকাকে মারিয়াছ?

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার এমন কি সাহস, আমি বালিকাকে প্রহার করি?

নিরঞ্জন। তবে কাঁদিতেছে কেন?

নিরঞ্জনের মুখের ভাব দেখিয়া মাষ্টার কাঁপিয়া উঠিল। সে নিরঞ্জনের মুখে শুধু বিভীষিকা দেখিল না। দেখিল, বিভীষিকার সঙ্গে সেই মুখে একটি পল্লীচিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে। সেই পল্লীতে এক সময় নিরঞ্জন হাকিমি করিয়াছিলেন। হাকিমি করিয়া বাঘে-গরুতে জল খাওয়াইয়াছিলেন। বৃদ্ধ যখন তখন শুনিত, হাকিমের কাঠগড়ায় যে এক বার পা দিতেছে, সে আর ঘরে ফিরিতেছে না। কৌতূহলপরবশ হইয়া সে একবার বহু দূরের গাছের আড়াল হইতে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। দেখিয়া ঘরে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় একটি বজ্র-হস্ত কোথা হইতে আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। ধরিয়া কাটগড়ায় লইয়া তুলিল। চোরের মতন লুকাইয়া চারি ধারে চাহিবার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না বলিয়া, কাঠগড়া হইতে বৃদ্ধ কিছু দিনের জন্য কোথায় গিয়াছিল, অদ্যাবধি বৃদ্ধ ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। আজ বহুকাল পরে বৃদ্ধ দেখিল, সেই ভীম ভৈরব মূর্ত্তি। বৃদ্ধ চক্ষু মুদিয়া একবার ভগবানকে ডাকিল, "দয়াময়! আবার কি এক সপ্তাহের জন্য সেই অনিশ্চিত দেশে যাইতে হইবে?"

নিরঞ্জন তার ভগবদ্ভক্তিস্রোতে বাধা দিয়া, মাটীতে পা ঠুকিয়া হাকিমি রবে আবার বলিলেন,—"তবে কাঁদিল কেন?"

সে স্বরতরঙ্গে পৃথিবীর কাক ছাতারগুলা পর্য্যন্ত নীরব হইয়া গেল!

নিরঞ্জন। শীঘ্র বল।

মাষ্টার। আজ্ঞে হুজুর খাইবার জন্য।

নিরঞ্জন। খাইবার জন্য!—আমার নাতিনী কাঁদিতেছে খাইবার জন্য!

ভামিনী মাঝখান হইতে একটা কথা কহিল। —আমার মেয়ে সোনার সামগ্রীও দিলে ফেলিয়া দেয়!—এ কি কথা মাষ্টার মহাশয়?

নিরঞ্জন বলিলেন, "কি খাইবার জন্য?"

মাষ্টার দেখিল, সন্দেশ রসগোল্লাদি খাদ্যদ্রব্যের নাম করিলে ইহারা বিশ্বাস করিবে না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিল, "রিপুকর্ম্ম খাইবার জন্য।"

যেমন এই কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, অমনই তাহা শুনিয়া কাননিকা বলিয়া উঠিল, "মা, আমি রিপুকর্ম্ম খাব।"

তখন মাষ্টার দেখিল, ভগবান্ সকল বিপদের মূল এই সর্ব্বনেশে মেয়েটার মুখ দিয়াই অভয়-বাণী পাঠাইয়াছেন। তার সাহস ফিরিল। সেই সাহসে ভর করিয়া আবার বলিল, "আমি পড়াইতেছিলাম, আর ঘরের পাশ দিয়া এক রিপুকর্ম্ম যাইতেছিল। সেই রিপুকর্ম্ম কাননিকা খাইতে চাহিল।"

নিরঞ্জন। তুমি বলিলে না কেন, রিপুকর্ম্ম খাইতে নাই?

মাষ্টার। হুজুর, আমি এক বার কেন, দুই বার, তিন বার, বার বার বলিয়াছি, রিপুকর্ম্ম খাইতে নাই, খাইলেই পেটের অসুখ হইবে।

ভামিনী। তুমি কেন বলিলে না রিপুকর্ম্ম পদার্থ নয়?

মাষ্টার। সে কথাও কি বলিতে ছড়িয়াছি! আমি বলিয়াছি, রিপুকর্ম্ম চেতনও নয়, অচেতনও নয়, উদ্ভিদও নয়,—অপদার্থ। আমি বোধোদয়ের সমস্ত সূত্র একটি একটি করিয়া বুঝাইয়াছি।

নিরঞ্জন। তোমার মুণ্ড করিয়াছ। ফের যদি তুমি বালিকাকে পড়াইবার বেয়াদবী করিবে, তোমাকে পুলিসে দিব।

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার—

নিরঞ্জন। (মাষ্টারের দিকে ঝুঁকিয়া) চোপ্।

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার—

নিরঞ্জন। (লাঠি তুলিয়া) আবার—

মাষ্টার। আমার মাহিনা?

নিরঞ্জন। কৈ হ্যায়—

ভামিনী নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া ফেলিল, আর মাষ্টারকে বলিল, "পালাও, মাহিনার কথা আর মুখে আনিও না।" মাষ্টার ভামিনীর আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিল, এক দৌড়ে ঘর হইতে পলাইল। আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

এ সংবাদ ঝড়ের আগে পাড়ায় আসিল। সকলেই শুনিল, নিরঞ্জনের বাড়ীর মাষ্টার পুলিসে যাইতে যাইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। মাষ্টারের দল ভয়ে আর নিরঞ্জনের বাড়ীর কাছ দিয়া যাইত না। কাজেই নিরঞ্জনের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, কাননিকার পাঠের কাল বায়নায় কাটিয়া গেল। কাননিকা বায়না

ধরিলেই, সেই কোথাকার দূর হইতে সঙ্গীত উঠিত। যথা রিপুকর্ম্মের বায়নার—

হায় রে রিপুকর্ম্ম
তোর এ কেমন ধর্ম্ম ?
নিত্য নিত্য ছেঁড়া দিস জোড়া,
তবে কেন এ সংসারে
মানুষের ঘরে ঘরে
শুকায়ে যায় রে ফুলের তোড়া ?
দেহ কাটে ষড়রিপু
তাতে ত চালাও রিপু
তবে কেন শিশু হয় বুড়া ?
হাসি কেন কান্না হয়
জয় কেন পরাজয়
আগা কেন হ'য়ে যায় গোড়া ?

দূরের সঙ্গীতের জ্বালায় অস্থির হইয়া নরোত্তম দিন কতক আফিম ছাড়িয়া দিল। কন্যার পীড়াপীড়িতে অস্থির হইয়া নিরঞ্জন কাননিকাকে শেষে বিদ্যালয়ে পাঠাইল।

লোকশিক্ষার জন্য অবতারের জন্ম। অবতারের মনে যাহা আছে সে করিবে, মানুষে বাধা দিয়া তার কি করিতে পারে ? অথবা বাধা দিয়াই মানব বুঝি ধর্ম্মপ্রসারের পথ পরিষ্কার করে! প্যালিষ্টাইনের খৃষ্টীয়গণের উৎপীড়ন হইতেই রোমরাজ্যের পতনের সূত্রপাত, আর রোমরাজ্যের পতনের সঙ্গেই ইউরোপে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। মুসলমান সম্রাট আরঙ্গীব উৎপীড়নেই শিখ সম্প্রদায়কে সুদৃঢ় হইবার সহায়তা করিয়াছিলেন। কাজীসাহেব হরিদাসের যেই পীড়ন করিল, বাইশ বাজারে কোড়া খাওয়াইল, অমনই না বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রসার-প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল!

মাতামহ কাননিকাকে বাঙ্গালা পড়াইবেন না স্থির করিলেন। কাননিকার মাষ্টারকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সেই জন্যই না কাননিকার আর মাষ্টার জুটিল না, আর সেই জন্যই না ভামিনী-মণির মাষ্টারকুলের উপর অভিমান হইল, কাননিকাকে পড়াইবার জেদ হইল! আবার সেই জন্যই না কাননিকা স্কুলে পড়িতে চলিল! তবে সে স্থানে ইংরাজী পড়াটাই অধিক হইল, বাঙ্গালাটা লোক দেখান। তা যা হউক, একটা কিছু হইল ত! সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, ম্লেচ্ছ শাস্ত্র ওটা বিদ্যা নয়—অবিদ্যা। সুতরাং কাননিকা অবতাররের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, অর্থাৎ মূর্খা হইয়াও কার্য্যতঃ পণ্ডিতকুলধুরন্ধরা হইলেন। কাননিকা এখন পাঠিকা, সুতরাং নয় বৎসর যাবৎ তাহার সহিত আর পাঠকের দেখা হইবে না। নরোত্তম এক বার দেখা করিতে গিয়াছিল; কিন্তু দরোয়ানের দুই কানমলা খাইয়া পালাইয়া আসিয়াছে।

প্রবেশিকা

নয় বৎসর পরে ১৮—খৃঃ অব্দের বাসন্তী পূর্ণিমার প্রাতঃকালে সূর্য্য উঠিল। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের এক পুস্তকালয়ের সম্মুখে একটা বৃষোৎসর্গ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল। চারিদিক হইতে কাতারে কাতারে লোক ছুটিল, দেখিতে দেখিতে পথ লোকে পূরিয়া গেল। গাড়ী-ঘোড়ার চলাচল বন্ধ হইল। নিকটস্থ অট্টালিকা সকলের সীমন্তিনীকুল ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ছাদে উঠিল। চারি দিকে কেবল "হৈ হৈ রৈ রৈ"! ব্যাপার কি ? মানুষে ঘোড়ায় গরুতে গাধায়, স্থানটা দেখিতে দেখিতে যেন হরিহরছত্রের মেলা হইয়া পড়িল। ব্যাপার কি ? দেয়ালে ঠেশ দিয়া হাঁটুতে মুখ লুকাইয়া যে সকল পুলিস-প্রহরী শান্তিরক্ষাকার্য্যের অশান্তির বিষয় চিন্তা করিতেছিল, শেষে তাহারাও আর স্থির থাকিতে পারিল না, চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিল।—ব্যাপার কি ? চারি দিকে কেবল মার রে—ধর রে—কাট রে—গেল রে—গেছি রে শব্দ! আকাশে কড় কড় শব্দ; মাটীতে গাড়ীগাড়ী-সংঘর্ষণে মড় মড় শব্দ; জনতার সীমান্তে প্রত্যাগমনোন্মুখ শকটচক্রের গড় গড় শব্দ; জনতাদর্শনে ভীতা, গৃহছাদগতা কোমলাকুলের হৃদয়ের অবিরাম উত্থান পতনে, হিষ্টিরিয়ার সঞ্চরণে, বমন বেগের হড় হড় শব্দ। কেবল ছিল না শিলাবৃষ্টির চড় চড় শব্দ। আর ছিল না সমীরতাড়নে তরুপত্রের সর সর শব্দ। তার পরিবর্ত্তে ছিল, উন্মত্ত যুবজনের উল্লম্ফনে কম্পিতা ধরণীর পৃষ্ঠশোভাকারী অট্টালিকার স্খলিত বালি-কামের ঝর ঝর শব্দ। কেবল শব্দ—কেবল শব্দ!—ব্যাপার কি ?

পৌরাণিক ভাবিল, বুঝি আবার সমুদ্রমন্থন হইয়াছে। সে অমৃত পাইবার আশায় চক্ষু মুদিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আধুনিক ভাবিল,

বুঝি আবার পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছে। সে সিরাজদ্দৌলার ধনাগারের টাকা আকাশে উড়িতে দেখিয়া ধরিবার জন্য লাফাইতে লাগিল। ভাটে স্থির করিল; শ্রাদ্ধ পাকিয়াছে। শকুনি স্থির করিল, মড়া পড়িয়াছে। কলিকালের পরশুরাম মনে করিল, বুঝি নারীর কথায় মাতৃহত্যা হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বলিল, সংসার হইতে মাতৃকুলের উচ্ছেদ কর, কিংবা আমহাউসে পাঠাইয়া দাও। বর্ত্তমানা নরমালাবিভূষণা, বিনিক্রান্তাসিপাশিনী কপালিনী ভাবিল, কোন রমণী বুঝি স্বামীর বুকে পা দিয়াছে। বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে বলিল, গলার কাছে চাপিয়া ধর। অহিফেনসেবী ভাবিল, বুঝি আফিমের নিলাম হইয়াছে। সে দীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বাবুরা কত দর?

ব্যাপার কি? ব্যাপার আর অন্য কিছুই নয়। তিন দিবস পূর্ব্বে 'কই' বলিয়া একখানা বই বাহির হইয়াছিল। তাহার নয় শো নিরেনব্বই কপি দুই দিনের মধ্যেই উঠিয়া যায়। তৃতীয় দিবসে একখানি পুস্তক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। সেই পুস্তক ক্রয় করিতে দুই জন লোক যুগপৎ পুস্তকবিক্রেতার কাছে উপস্থিত হইল। দুই জনেই পুস্তকের জন্য লালায়িত, বিক্রেতা কাহাকে দিবে? সে অর্থলোভে পুস্তকের মূল্য দশগুণ চড়াইয়া দিল। এই স্থানেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল, পুস্তক নিলামে চড়িল।

এক জন ক্রেতা বলিল—"ভাল আমি দশ টাকাই দিব।" অপর বলিল—"সে কি, আমি থাকিতে তুমি এই পুস্তক লইবে? আমি দ্বিগুণ দশ টাকা দিব।" এই বলিয়া ঝন ঝন করিয়া কুড়িটা টাকা পুস্তকবিক্রেতার পাদমূলে ফেলিয়া দিল। পুস্তকবিক্রেতা 'প্রাতঃকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি' ভাবিতে ভাবিতে যেমন সেই ক্রেতার পরিত্যক্ত মুদ্রাগুলিতে হস্তক্ষেপ করিল, অমনি প্রথম ক্রেতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—"সে কি, এরই মধ্যে লইবে কি? এই লও ত্রিশ টাকার নোট।" ক্রেতা বিক্রেতার অপর হস্তে নোট দুইখানা গুঁজিয়া দিল। বিক্রেতা উভয় সঙ্কটে পড়িল, টাকা হইতেও হাত তুলিতে পারিল না, নোটের মুষ্টিও খুলিতে সাহস করিল না। বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ভাবিল, 'হায় রে প্রেস! তুই কেন এক হাজার একখানা পুস্তক প্রসব করিলি না। সগরমহিষী চক্ষের নিমিষে ষাটি হাজার পুত্র প্রসব করিয়াছে, আর তুই একখানা বেশী প্রসব করিতে পারিলি না?' বিক্রেতার বেশী ভাবা হইল না। দ্বিতীয় ক্রেতা একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট তাহার কানে গুঁজিয়া দিল।

১ম ক্রেতা। আমিও কি অমনি ছাড়িব? এই লও কর্ত্তা এক শো টাকা!

নোট বিক্রেতার মুখের ভিতর প্রবিষ্ট হইল।

২য় ক্রেতা। এই লও পাঁচ শো!

১ম ক্রেতা। এই লও হাজার!

২য় ক্রেতা। এই লও পাঁচ হাজার!

বিক্রেতার নাকে মুখে চোখে কানে নোট প্রবেশ করিল। মাথায় রাশি রাশি নোটের আচ্ছাদন হইল। বিক্রেতা কালা হইল, কানা হইল, দম আটকাইয়া মরিবার উপক্রম হইল। মাথায় নোটের ভার, গলায় নোটের হার, কপালে নোটের টিপ। বিক্রেতা জীবনে প্রথম বুঝিল, অর্থাগম সকল সময়ে সুখকর নয়। চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাবা রে দম আটকাইয়া মরি, আমি পয়সা লইয়া পুস্তক বেচিব না।"

১ম ক্রেতা। ভাল, আমি তোমাকে ডিপ্লোমা দিব।

২য় ক্রেতা। আমি তোমাকে রায় বাহাদুর টাইটেল দিব।

১ম ক্রেতা। আমি তালুক দিব।

২য় ক্রেতা। আমি মুলুক দিব।

১ম ক্রেতা। আমি অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দিব।

বিক্রেতা। আমায় কিছু দিতে হবে না, আমায় ছেড়ে দে রে বাবারা! আমি একটু জল খাই।

ক্রেতৃদ্বয় বিক্রেতাকে ছাড়িয়া হাতাহাতি আরম্ভ করিল। হোল্ড অপ-আরম্‌স, রাইটটর্ণ, লেফ্‌টটর্ণ, শ্লো-মার্চ, কুইক-মার্চ, ষ্টোকাটাণ্ট্যাণ্টো—নানাবিধ সমরকৌশল প্রদর্শিত হইল। টানাটানিতে বই ছিঁড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে লোক জড় হইল। বিক্রেতা ভির্মি গেল। চারি দিক হইতে গ্রন্থকার আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

শেষে দর্শকগণের কিলোকিলি, দর্শিকাগণের চুলোচুলি, পুলিশের ঠেলাঠেলি। অহিফেনবাষ্পে যেন স্থানটা পূর্ণ হইয়া গেল। যে আসিল, সেই উন্মত্তবৎ আচরণ করিল। ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া যে যার ঘরে গেল। কেবল কতকগুলি যুবক জনতাভঙ্গের পরও সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। সকলে এক একখানি ছিন্ন পুস্তিকার পত্র কুড়াইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

এক জন পড়িল—

বিবর নামেতে জন্তু অতি বলবান !
সর্ব্ব অঙ্গ আছে তার দুটো কান।
চলিত হইলে সে যে পায়ে দেয় ভর।
ঠক ঠক কাঁপে তার হয় যবে জ্বর॥
মরে গেলে মড়া মত নাহি নড়ে চড়ে।
এত দুঃখ তবু কিন্তু আছে সে রগড়ে।
হেসে হেসে কথা কয় তুমি ভাব গাধা।
বিবরে খুঁজিতে পার কিছু নাহি বাধা॥
তার মত বল দেখি আর কেবা আছে।
(হায় হায় এর পর পাতা ছিঁড়ে গেছে॥)

শেষোক্ত পংক্তিটি নরোত্তম শর্ম্মার রচিত। পত্রের শেষাংশ করাল কাল ছিঁড়িয়া লইয়াছে। সেইটুকু অন্বেষণ করিতে যুবক চারি ধারে চাহিল। জুতার তলায়, চোখের পাতায়, নাসিকার বিবরে, ওষ্ঠাধরে সর্ব্বত্র সন্ধান করিল, মিলিল না। পেনসিল দিয়া দশইঞ্চি মাটাই খুঁড়িয়া ফেলিল, তবু সে ছিন্নাংশের সন্ধান হইল না। তখন বাহজ্ঞানহীন, দশদিক শূন্য দেখিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ছুটিল। চৌরঙ্গী পৌঁছিতে দমদমায় যাইয়া উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় পড়িল—

(তোটক)

লাকে লাকে ঝাঁকে ঝাঁকে পথে পথে !
বেলুনে দোলায় কাঁধে বাষ্পরথে॥
চলেছে অভাগা কত দৃষ্টিহীনে।
ভুবন আঁধার সেই এক বিনে॥
সে কোথা সে কোথা সে কোথা সে কোথা।
কাহারে বলি রে এ কথা এ কথা॥
... (ছেঁড়া) ·· জ্যোছনা মাড়িয়া।
(ছেঁড়া)··· ··· লব রে কাড়িয়া॥
জীবনে তাহারে আদরে ধরিয়া।
মরমে মরমে যাবরে মরিয়া॥
সরস বসন্তে ··· (ছেঁড়া)···নিছনি।
(ছেঁড়া)··· ··· কোথা রে বাছনি॥

তার পর বরাবর ছেঁড়া। শেষাংশ পাইবার জন্য কত হতভাগ্য মাচা খোঁড়া-খুড়ি আরম্ভ করিল। চারিদিক হইতে কাগজের টুকরা জুড়িয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু হায় জোড়াই সার হইল, তেলে জলে মিশিল না। এ কবিতার টুকরা তার সঙ্গে, তার টুক্‌রা এর সঙ্গে খোয়ে দোয়ে, দুধে ডালে, কটু তিক্ত কষায় অম্বলে, রৌদ্র বীভৎস করুণা আদি, ইত্যাদি বিসদৃশ রসের সংমিশ্রণে সে কেমন এক মোগলাই খিচুড়ী হইয়া পড়িল। যথা—

নাচি বলে বলে কাঁদি দিবানিশি।
দূর হয়ে যাও···বঁধু···যেহেতু
তোমায় ভালবাসি।
মুকুতার পাঁতি যথা···কাল কুচকুচে।
সূতিকা ঘরের শিশু···চড়ে গাছে গাছে।
বার মাস পাইনি তোমা···পাকা আম।
সখি রে সে কেন···ঝিম ঝিম ঝিম।

পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ নরোত্তম শর্ম্মা দুই এক স্থানে প্রক্ষেপ করিয়া দিল। নিরুপায়, নহিলে পাঠকপ্রবরেরা যে দম আটকাইয়া মারা যায়! প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি কোটেশনে দিলাম।

উড়ে যায় 'হাতি' তার 'লম্বা দুটো ঠ্যাঙ।'
'মাকড়সার' জালে পড়ে 'চড়ক ড্যাক্যাঙ ড্যাঙ॥'
বন হতে এল 'সজারু' আহা কি মূরতি চারু।
ঘুঘু 'মারতে' ফাঁদ পেতেছি পড়ল কি না 'ব্যাঙ'॥

নরোত্তমের কবিতারসে নব্য পাঠকের তৃষা মিটিল না। তাহারা 'কই' 'কই' করিতে করিতে ছুটিল। এক জন লোক তাহাদিগকে যশোরের দিক্ দেখাইয়া বলিল, "যশোরে যাও; সেখানে বড় বড় কই মিলিবে।"

কই যে কবিরাজের প্রিয় সামগ্রী !

তৃতীয় পড়িল।—

একদা প্রদোষকালে নিশীথসময়ে
জলদগর্জ্জন ঘোর, শ্যামল প্রান্তর
নব জলধরে যেন পটলসংযোগ।
এমন সময় মরি, মালিনী সুন্দরী
চারু মুখে মধু হাসি বিজরী ছাকিয়া
পূর্ণ প্রেমে মাতোয়ারা, কোথা নাথ বলি
প্রবেশিল গভীর কাননে। কেহ সেথা
নাহি ছিল—ছিল শুধু তারা, আর ছিল
বন্যজন্তু জলজন্তু শার্দ্দূল কুম্ভীর
মূষিক বিবরে, পক্ষী গাছের উপরে,
তরুতলে কাঠুরিয়া, কুঞ্জে মধুকর,
মধুলোভে অন্ধ এক রাখাল বালক।
আর কেহ নাহি ছিল। সে নির্জ্জন দেশে
নগ্ন প্রেমে মুখখানি ঢাকিয়া মালিনী
দেখিল, চলেছে নগ্না অমিয়া তটিনী।

তটিনীর বক্ষে এক তরণী সুন্দর,
হাল ধ'রে ছিল তার বসন্তকুমার।
সে যে কি বসন্ত কিবা নীথর আকাশে।
হাসিতেছে ছায়া-মাখা গ্রামখানি পাশে।
ওগো তুমি কেন যাও মোরে ফেলে তীরে।
সোনার তরণীখানি কূলে আন ধীরে।
এই ব'লে ডুব দিল, মালিনী নলিনী।
দিল কবি হাল ছেড়ে বসন্তের সনে।
করিল শোকের গান। অশ্রুবিন্দু দেখা
দিল কঠোর নয়নে। কাঁদিল আকাশে
শশী, কাঁদিল কানন, কাঁদিল জননী
কত পুত্রশোকাতুরা। বসন্তকুমার
গণ্ড ভাসাইল তার রোদনের জলে।
নগ্ন আলসের সেই নগ্ন আঁখিজল।
নগ্ন প্রকৃতির বুকে নগ্নতা সম্বল—
নগ্ন প্রাণে ঝাঁপ দিল নদী-বক্ষে যুবা।
সমীর মলিনমুখে মধুর নিস্বনে
বলিল, কোথায় তুমি মালিনী সুন্দরী?
কোকিলের কলকণ্ঠ জোরে ছিনাইয়া
বলিল মালিনী, হায় মরে আছি আমি।
কোথা তুমি বসন্তকুমার? সুধামাখা
হাসিমুখে কেঁদে কেঁদে যুবা, মধুস্বরে
পাঠকে ডাকিয়া বলে, বৃথা অন্বেষণ—
হে প্রিয় পাবে না তুমি আমার সন্ধান।"

পড়িতে পড়িতে পাঠকের পুলক, বেপথু অশ্রুজল একে একে দেখা দিল। শেষে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া লোকটা তন্ময় হইয়া পড়িল। সর্ব্বশেষে পুলিশে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। দর্শক জিজ্ঞাসা করিল, "ধরিয়া লইয়া যাইতেছ কেন? লোকটা কি করিয়াছে?" পুলিশ বলিল, "কবিতারস বলিয়া কি একটা নূতন মদ উঠিয়াছে, এ লোকটা তাই খাইয়া মাতোয়ারা হইয়াছে। ঠোঁট ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু লাল হইয়াছে। এই দেখ, সাত ডাকে সাড়া দিতেছে না, এই দেখ কল মারিলেও সাড় হইতেছে না।" এক জন যোগী দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ছিল। সে বলিল, "পাহারাওয়ালা সাহেব! লোকটার যে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছে!"

যে এত লোককে উন্মত্ত করিল, সে কবিটিকে জানিতে পারিয়াছ কি?

কার মনোমোহিনী পুস্তিকা তিন দিন আগে বাহির হইয়াছে? কে সেই ধন্য অথবা ধন্যা, নরের অগ্রগণ্য অথবা নারীর অগ্রগণ্যা? কে সেই মদনমোহন অথবা রতিমোহিনী, যে নীরব বংশীবাদনে গো-কুলে তুমুল ঝড় তুলিয়া দিল। তার জন্য রজকে কাচে না, দোকানী বেচে না, বালক নাচে না; তার জন্য গায়ক গায় না, পেটুক খায় না, ভিখারী চায় না; তার জন্য পাঠক পড়ে না, সাদী চড়ে না, ঘুড়ী ওড়ে না; এমন কি গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না! কে সে? এমন অসময়ে, দেশের এই দুর্দ্দিনে কোন্ মহাত্মার আবির্ভাব হইল? যদি না জানিয়া থাক, পর দিনের সংবাদপত্র পাঠ কর! ওই দেখ কি লেখা রহিয়াছে!—

আজ ভারতের কি শুভদিন। যাহা বাঙ্গালী কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহাই ঘটিল। এবার হইতে গ্রন্থকর্ত্তাদের প্রেসের দেনায় জেলে যাইবার ভয় ঘুচিয়াছে। বাঙ্গালী পড়িতে শিখিয়াছে। বাঙ্গালী মহিলার এক পুস্তক লইয়া বিশ সহস্র লোকে গত কল্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়াছে। দশ জন মরিয়াছে, পঞ্চাশ জন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে, এক শত মরিব মরিব করিতেছে, বাকি মরে নাই, অবশিষ্ট বাঁচিয়া আছে। পুস্তকের নাম 'কই'—কবি কাননিকা বাগ্‌ভট্ট ইহার রচয়িত্রী। এইখানি তাঁহার প্রথম পুস্তক। এই সবেমাত্র তাঁহার সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশিকা।

প্রহেলিকা

শ্বশুরের সহিত বিবাদ করিয়া যে দিন রমণীচরণ আত্মনির্ব্বাসন দিল, সেই দিনই পতিবিয়োগিনী ভামিনী অঞ্চলে বদন ঝাঁপিয়া, কি হইল কি হইল স্মরিয়া ত্রিতলে উঠিয়া, হারমোনিয়মের তিন গ্রাম সপ্তস্বরে সুর মিলাইয়া, চতুর্দ্দিকের নীল গগনে, কাল মেঘে হরিপর্ণ তরুলতায়, ধবধবে অট্টালিকায় শোক-সঙ্গীত ঢালিয়া দিল:—

কহ ত কহ ত সখি বোল ত বোল ত রে
হারামি পিয়া কোন দেশ রে।
সোঙরি সোঙরি লেহ এ তনু জরজর
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে॥

আর ভগিনীও সঙ্গিনীগণের প্রবোধবচনে অধিকতর সন্তপ্ত হইয়া—

বলয় কর চূর বসন কর দূর
তোড়ত গজমতি হার রে।

পিয়া যদি তেজল কি কাজ ভূষণে
যামুন সলিলে সব ডার রে॥
সিঁথায় সিন্দুর মুছিয়া কর দূর
পিয়া বিহু সহই না পার রে।
জাঁউ উপেখিয়া গাউন পরিয়া
হইনু বাড়ীর বার রে।

বলিতে বলিতে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে ভামিনী কাননিকাকে লইয়া অন্যমনস্ক হইবার জন্য আলিপুরের পশুশালায় চলিয়া গেল। তার পর দিন জেদবশে কাননিকার বালিকাত্ব বজায় রাখিবার জন্য নিরঞ্জন গৃহরাজ্যের প্রজাগণের উপর এই আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, কাননিকা আজি হইতে আর মাটীতে পা দিবে না। আদেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। দশ বৎসর পর্য্যন্ত কাননিকা এর তার কোলে কোলেই বেড়াইয়াছিল; তবে মধ্যে মধ্যে সে সময় তার দুই এক দিন পদচারণও ছিল। একাদশ বৎসরের পর হইতে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। কাননিকা ঘোড়ায় চড়িল, মাথায় উঠিল, পাল্কীর সাহায্যে আকাশেও উড়িল, কিন্তু এক দিনের এক দণ্ডের জন্যও ধরণীবক্ষ মাড়াইল না। যানাবস্থিতা কাননিকা মাতামহের আদরিণী, ঘোড়ার খঞ্জতায়, মাথার মত্ততায়, পাল্কীর চঞ্চলতায় এক দিনের এক দণ্ডের এক পলের জন্য আছাড়ও খাইল না। অশ্বপৃষ্ঠে, গজস্কন্ধে, কখন বা নরবাহনে বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিল, সেখানে বেঞ্চে বসিয়া রহিল, মৃত্তিকা স্পর্শ করিল না!

মাতামহ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র লিখিলেন,—কাননিকা কেবল ইংরাজী পড়িবে। দ্বিতীয় ভাষা বাঙ্গালা না হইয়া, হয় লাটিন, না হয় গ্রীক, না হয় জার্ম্মান ফ্রেঞ্চের মধ্যে যাহা হউক একটা, কিছুই না হয়, আরবী পারসী উর্দ্দু, এমন কি অসভ্য উড়িয়ার ভাষা হইবে, তথাপি বাঙ্গালা হইবে না। মাতামহের কঠোর আদেশে অভিমানিনী কাননিকা, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভাষাই শিক্ষা করিল। বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিতে পারিল না, তাই উল্টা করিয়া কহিতে লাগিল। যথা, 'কি ব'লব পরিবর্ত্তে 'ইক্ লবব' 'আমি যা'ব-র স্থলে 'মিয়া আজব' ইত্যাদি। মাতামহের কাছেই ওই রকমের কথা বলিত। এক দিন কাননিকা বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া যেই কাষ্ঠসোপানে পা দিয়া টকাস করিয়া শব্দ করিল, অমনি নিরঞ্জন প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতে আসিলেন।

কাননিকার ফুল্লোৎপলসদৃশ মুখখানি সোপানারোহণ-পরিশ্রমে স্বেদনিষিক্ত হইয়াছিল। রক্তিম অধর দশনে চাপিয়া ভ্রূযুগলের কুঞ্চনে বালিকা শ্রমবেদনা প্রকাশ করিতেছিল। নিরঞ্জন দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল, না, ছুটিয়া আসিয়া নাতিনীর হাত ধরিয়া করকম্পনে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল;—You are labouring under weakness I see.

কাননিকা। Speek Bengali please, I don't understand your idiom.

নিরঞ্জন। তুমি দুর্ব্বলতার তলায় পড়িয়া পরিশ্রম করিতেছ, আমি দেখিতেছি।

কাননিকা। ইক লবলে? (১)

নিরঞ্জন বুঝিতে পারিলেন না, ভাবিলেন বুঝি শুনিতে পাই নাই। কান বাড়াইয়া বলিলেন,—"কি বলিলি?"

কাননিকা। ছিকু আন্। (২)

বিস্মিত নিরঞ্জন মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, ভাবিলেন, এইবারে যেমন করিয়া হউক বুঝিব। বলিলেন, "আবার বল্।"

কাননিকা। মুতি ঢুব্বা, মুতি ছিকু ঝুববে আন্! (৩)

নিরঞ্জন ভাবিলেন, কাননিকা বুঝি জাপানী শিখিতেছে।—

উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"ভামু!"—"কেন গা' বলিয়াই ভামু নেপথ্য হইতে ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন বলিলেন;—এই তোর জাপানী মেয়েকে ঘরে লইয়া যা। কাননিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বাঁধান দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া বলিলেন, "নাতনী, মিকাডোকে বে করিবি?"

কাননিকাও দাদার প্রত্যুত্তরে মুক্তাপাতি বাহির করিয়া বলিল,—"আন্।" (৪)

নিরঞ্জন। হাঁ কি না বল্, ও সব কাঁইচু মাইচু বুঝিতে পারি না। বে করিস ত বল, আমি তারে চিঠি লিখি। যেখানে জেডোয় রাজত্ব করিবি, মিয়াকোয় চা খাইবি, হঙকঙে গান গাইবি, চুকিয়াংএ

(১) কি বল্লে?
(২) কিছু না।
(৩) তুমি বুড়্ঢা, তুমি কিছু বুঝবে না।
(৪) না।

সাঁতার কাটিবি! আর লাইহংচংএর সঙ্গে আলাপ করিবি।

কাননিকা মাতামহের কথার আর কোন উত্তর দিল না, মাকে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া কোলে উঠিল, আর বলিল, "মা একটা হাম্।" মাতা কন্যার মুখচুম্বন করিল, সকল লেঠা চুকিয়া গেল।

বেশ হইল, কাননিকা সব শিখিল; কিন্তু কবিতা লিখিল কে? যদি বাঙ্গালাই শিখিতে পাইল না, যদি আজীবন ইংরাজী লইয়াই কাননিকা দিন কাটাইল, তবে কেমন করিয়া কবি কাননিকা কান্তগিরের আবির্ভাব হইল? অথবা এ কি সেই কাননিকা? না কাননিকা একটা প্রহেলিকা?

কাননিকা বিদ্যালয়ে পড়িতেছে, নিরঞ্জন রিপোর্ট পড়িতেছেন। আজ মিল্টনের "স্বর্গবিচ্যুতি" গ্রন্থের শয়তানের সহিত কাননিকার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। কাননিকার শয়তানচরিত্র বড় মধুর লাগিয়াছে। বালিকা এক শয়তান সৃষ্টির জন্যই সেই অন্ধ কবির ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে। আর কেবল বলিতেছে, 'হে শয়তান, আমি কায়মনোবাক্যে তোমার জয় কামনা করিতেছি, তুমি বজ্রধারী ঈর্ষ্যাপরায়ণ যথেচ্ছাচার স্বর্গাধিপকে পরাভূত করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর।' আমরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, ও কথা বলিতে নাই, শয়তান জয়ী হইলে পৃথিবীতে পাপের অবাধ প্রসার হইবে, দুই দিনের মধ্যেই পাপভারে পৃথিবী ডুবিয়া যাইবে। কাননিকা এ কথায় তুষ্ট হইল না, বলিল, 'ডুবিয়া যাইবে কোথায়? আর যদিই ডুবিয়া যায়, আমরা সকলে জাহাজে করিয়া বেড়াইব!' —আমরা তর্কে তাহাকে হারাইতে পারিলাম না।

এমন বুদ্ধিমতী বালিকা পৃথিবীর আর কোন স্কুলে কোন কালে ভর্ত্তি হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কাননিকাকে বাতাস খাইতে, হিম লাগাইতে, বেশী বেড়াইতে, কথা কহিতে, কিছুই করিতে দিবেন না। একটি গ্লাসকেশে পূরিয়া রাখিবেন।

আজ কাননিকা দান্তের প্রেতপুরীতে প্রবেশ করিল! সেখানে প্রেতগণের সহিত কথা কহিতে তাহার কিছু আগ্রহ দেখিলাম। প্রেতপুরীতে হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার কল্পনা কিছু ক্লিষ্টা হইয়াছে। সুতরাং বাড়ী যাইলে তাহাকে একটু বেশী করিয়া চা খাইতে দিবেন।

আজ কুমারী বাগ্ভট কাউপারের 'সোফায়' চড়িল। সোফার জন্মকথা শুনিয়া কাননিকা একটু হাসিয়া বলিল, আগেকার লোকগুলা এত মূর্খ, এই সোফা প্রস্তুত করিতে এত কাল কাটাইল! দু টাকার স্থানে দশ টাকা করিলে এক দিনের মধ্যে শুধু সোফা কেন, কত কৌচ, কত স্প্রীংএর গদী পর্য্যন্ত তৈয়ারী হইয়া যায়! কাননিকাকে কি আপনি পূর্ব্বে সোফা পড়াইয়াছিলেন? সে এমন সুন্দর সমালোচনা শিখিল কোথায়?

আজ কান্তগির আর একটু হইলেই বিদ্যালয়ে হুলস্থূল বাঁধাইয়াছিল। টেম্পেষ্টের এরিয়েল চরিত্র পাঠ করিতে করিতে এমনি তন্ময়ী হইয়াছিল যে, এরিয়েলের মত উড়িতে যাইয়া বেঞ্চ হইতে পড়িয়া, পায়ে একটু আঘাত লাগিয়াছে। অতি সামান্য, বাড়ী যাইতে যাইতে সারিয়া যাইবে, আপনি অনুভব করিতে পারিবেন না! কাননিকা রমণীরত্ন, আজ তাহাকে বাড়ীতে পড়িতে দিবেন না! বরং আপনার উদ্যান হইতে একটি আধফুটন্ত 'প্যানসী' তুলিয়া দিবেন।

আজ আপনার নাতিনী রাজকবি টেনিসনের কবি উপাধি কাড়িয়া লইয়াছে! টেনিসনের "সুন্দরী রমণীর স্বপ্ন" হইতে সকল বালিকাকে প্রশ্ন দিয়াছিলাম। সকলে প্রশ্নের উত্তর করিয়াছিল; কেবল ম্রিয়মানা কাননিকা ডেবডেবে চক্ষু দুটিতে এক অঞ্জলি জল পূরিয়া কপোলে করবিন্যাস করত টেবিলছিদ্রস্থ একটি ছারপোকার চতুরতা নিরীক্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুমারী বাগ্ভট! তুমি কি আজ বাড়ীতে পড়িতে পার নাই?" উত্তর পাইলাম—"ইচ্ছা করিয়া পড়ি নাই। যে কবির সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই, তাহার কবিতা পড়িতে অভিলাষিণী নহি। আর তাহাকে কবি বলিয়া কবি-নামের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে চাহি না। বঙ্গসুন্দরীর—শ্যামলতৃণক্ষেত্রচারিণী, সরসীশোভিনী, বকুলতলবাসিনী, অন্তঃপুরবিলাসিনী, যেন পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী বঙ্গসীমন্তিনীর স্বপ্ন আগে তাহার দেখা উচিত ছিল।" কাননিকা সুন্দরী; কাননিকা মৃদুহাসিনী, মধুরভাষিণী, গজগামিনী কাননিকা আনন্দে উৎসাহে, ভাষণে, মৌনে, অভিমানে সর্ব্বদাই নেত্রে জল পূরিয়া রাখিয়াছে। তাহার টেনিসনের উপর দোষারোপ করিবার অধিকার আছে! টেনিসনকে এ সম্বন্ধে একখানা পত্র লিখিতে হইবে (১) রাজকবি যদি প্রতিবাদ করেন,

(১) হায়! টেনিসন আর ইহজগতে নাই।

তাহা হইলে পরের মেলে তাঁহার কাছে নাইট ব্রিগেডের চার্জ পাঠাইয়া দিব! দেখিব, টেনিসন কত শক্তিধর! কিন্তু কাননিকা?—ক্ষুদ্র হৃদয়খানিতে এত অনুভবশক্তি কোথা হইতে আসিল? টুলটুলে মুখখানিতে এত কথা-কুসুমরাশি কেমন করিয়া ধরিল। কি কঠিনতা! বৃদ্ধ মরণোন্মুখ টেনিসনের একমাত্র আশ্রয়স্থল কবিপদ—তাই কি না অম্লানবদনে কাড়িয়া লইল! কি কোমলতা! বঙ্গনারীর জন্য অকাতরে প্রাণভাণ্ডারে রাশি রাশি দীর্ঘশ্বাস ও সাগরপ্রমাণ চক্ষুজল পূরিল। কাননিকা নারী-কোলরিজ আভ্যন্তরিক কবি, কাব্যভরা প্রাণ—শত সেক্ষপীয়র, সহস্র ওয়ার্ডসওয়ার্থ, অযুত বায়রণ, লক্ষ শেলীর প্রতিভা লইয়া এই ক্ষুদ্র পাখীর প্রাণ রচিত হইয়াছে। সে প্রাণের মুখ ফুটাইতে ভাষায় কথা নাই। কাজেই কবি নীরব—এ ফুল ফুটিতে ফুটিতে ফুটিবে না।

পেন্সন্‌ভোগী নিরঞ্জন, দিন দিন এই রকম রিপোর্ট-সুধা পান করিতে লাগিলেন এবং ষাঁড়াষাঁড়ীর বাণের ন্যায় জ্যামিতিক বৃদ্ধিতে ফুলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ চক্‌ চক্‌, বুক ঠক্‌ ঠক্‌, জিহ্বা লক্‌ লক্‌ করিতে লাগিল। তাঁহার দাঁত কড় কড়, হাত সড় সড়, গলা ঘড় ঘড়, প্রাণ ধড় ফড় করিতে লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকারিয়া উঠিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, রে বঙ্গ, মূর্খ, অসভ্য সমাজ, সমাজ-কুলকলঙ্ক, তোর নির্ম্মম অঙ্কে আমি মিনার্ভার (১) অভিনয় দেখাইব। দেখাইয়া সমাজে আমেরিকার ওয়াসিংটন হইব।

এক দিন গৃহসংলগ্ন উদ্যানপ্রান্তরে কন্যাকুলপরিবেষ্টিত নিরঞ্জন টেনিস খেলিতেছিলেন। কাননিকা কিঞ্চিৎ অসুস্থ,, একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন ও একটি গোলাপ ফুলের বৃন্ত ধরিয়া ঘুরাইতেছিলেন। বকুল গাছের ফুল আপনা-আপনি ঝরিতেছিল, ক্রোটনের পাতা আপনা-আপনি নড়িতেছিল, ফুলরেণু চারিধারে উড়িতেছিল, টেনিস বল ব্যাট হইতে ব্যাটান্তরে যাইতেছিল, কখন বা জালে আবদ্ধ হইতেছিল, কখন মাটীতে গড়াগড়ি খাইতেছিল! এমন সময় কোথা হইতে কপোত কপোতী উড়িয়া আসিয়া নিরঞ্জনের পাদমূলে পতিত হইল। সকলে চমকিত হইল, আর ঠিক সেই সময়ে বিস্ময়ান্বিতা কোন এক রমণীর করনিক্ষিপ্ত টেনিস বল, কপোতের ঘাড়ে পড়িয়া তার প্রাণ বাহির করিল। সশব্দ পক্ষপুটে হৃদয়ের কাতরতা জানাইয়া কপোতী নিকটের উইলো তরুশিরে উঠিয়া বসিল। নির্ম্মম উইলো এমন সময়ে তারে স্থান দিল না। শাখা নত করিয়া দুলিয়া দুলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিল। রমণীকুলমধ্যে একটা দুঃখের হাসির আবেশকর শব্দ উঠিল। আর কাননিকা ইজিচেয়ারে আনমনে কি একটা হিজিবিজি লিখিল। চেয়ার পড়িয়া সেই কথা সকলকে শুনাইল :—

আরে রে টেনিস বল কি কাজ করিলি রে
কপোতে বধিয়া!
আরে রে উইলো সখি, এ কি তোর কাজ দেখি?
কোমলা হইয়া,
পতি-হারা কপোতীরে, দিলি কি না দূর করে!
গোরস্থানে তাই বুঝি থাকিস পড়িয়া?
টেনিসের বল সনে চ'লে যা লো লনডনে
যেথা হ'তে তো দুটারে এনেছে ধরিয়া।
বঙ্গ তোরে নাহি চায়, যা লো সেণ্ট-হেলেনায়,
অথবা চলিয়া যালো একেবারে কোরিয়া!

প্রজ্জলিত ধধূপ যেমন আকাশমার্গে হুস করিয়া উঠিয়া যায়, সনিরঞ্জনা যোষিন্মণ্ডলীর প্রাণ তেমনি সেই কবিতানলস্পর্শে মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তরের দিকে ছুটিয়া গেল! কে রে?—এ প্রাণোন্মাদিনী কাব্যকথা কে কহিল রে? কঠিনার পাথর প্রাণ দ্রব কে করিল রে? বস্‌—এই পর্য্যন্ত! তার পর দীপনির্ব্বাণ,—যেন কোথাও কিছু হয় নাই! নিরঞ্জন ডাকিল, কাননিকে! ভামিনী বলিল, কাননি! মাতৃস্বসৃগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিল, কানি। নিকুঞ্জবন প্রতিধ্বনি পাঠাইয়া তত্ত্ব লইল কানু। কই কোথায় কাননি?

সকলে দেখিল, ইজিচেয়ার শুধু পড়িয়া আছে। নিরঞ্জন ভাবিল, এ কবিতা কি কাননিকার? অসম্ভব, অসম্ভব। কাননিকা যে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানে না। সে বাঙ্গালা কহিবার ভয়ে জাপানী শিখিয়াছে। তবে কি ইজিচেয়ার কবিতা আওড়াইল! দূর হক্‌, আর ভাবিতে পারি না। ভাবিয়া এ প্রহেলিকার মীমাংসা হইবে না!

পরদিন প্রভাতে বিদ্যালয় হইতে রিপোর্ট আসিল। "সর্ব্বনাশ, কাননিকা আর পড়িতে চায় না। সে বলে,

(১) মিনার্ভা—গ্রীকদিগের বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

'যে ভাষায় মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সে ভাষা আমি আর পড়িব না, যেমন করিয়া পারি, ভুলিয়া যাইব? রসনামূলে ইচ্ছাপ্রহরিণীকে বসাইয়া রাখিব, সে আর একটিও ইংরাজী কথা মুখে আসিতে দিবে না! যাহা মূর্খে বলে, অসভ্য বর্ব্বরেও বলিতে পারে, এমন সর্ব্ব-জনবিদিত ইংরাজীও উচ্চারণ করিব না। হাঁসপাতাল, বেঙাচি, চেহারা, ট্যারামাই বলিব, তবু হসপিটাল, বেঞ্চ, চেয়ার, ট্রামওয়ে বলিব না।'—কারণ নির্দ্ধারিত করিতে পারি নাই। অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অনেক বুঝাইয়াছি। বলে নাই, পড়ে নাই, একবিন্দু অশ্রুজল ফেলে নাই। দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন পাষাণ-প্রতিমা।"

নিরঞ্জন তখন নারী কেন বিচার-পতী হইবে না, এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে কারণ নির্দ্দেশ করিবার আজ্ঞা প্রচার করিতেছিলেন। কাননিকার দুই দিন বাদে "বিয়ে এমেস্ত" শেষ হইয়া র‍্যাঙলারত্ব লাভ হইবে। তখন তাহাকে একটা আধটা হাকিমি না দিয়া কেমন করিয়া ঠাণ্ডা রাখিবেন, এই বিষয়ই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় এই হৃদ্বিদারক রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়-কবাট মড় মড় করিয়া ভাঙিয়া গেল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বক্ষণে যেমন পুঞ্জ পুঞ্জ ধূম নির্গত হইয়া চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলে, নিরঞ্জন সেইরূপ একটি বাহাদুর চুরটে গোটাকতক ফাঁকা টান টানিয়া ঘরটাকে অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন, তার পর একটা হুঙ্কার গর্জ্জন। ভৃত্য বটু কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিল! করজোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইল, কথা কহিল না। দেখিল প্রভু ছড়ি লইতেছেন, লইয়া তাহার দিকে আসিতেছেন। ঐ ছড়ি উঠিল, তাহার পৃষ্ঠে পড়িল, আবার উঠিল আবার পড়িল! বারকতক তাহার পৃষ্ঠে উঠাপড়া করিল। সে কেবল নীরবে হাত বুলাইল, আর নিরঞ্জনের প্রহারাবশিষ্ট অঙ্গগুলা হাত বুলাইবার ছলে দেখাইয়া দিল। সেইগুলাতে আর প্রহার না করিয়া, নিরঞ্জন কেবলমাত্র ক্রোধ-বিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"দিদিবাবু কোথা?" ভৃত্য বাঁচিল, ছুটিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যেই কাননিকাকে আনিয়া হাজির করিল। দেখ দেখ! আজ কাননিকা বিচার-মন্দিরে যেন গুরু অপরাধের আসামী! বটু চাকর যেন চাপরাশী। কাননিকাকে এক হস্তে ধরিয়া অন্য হস্ত নিরঞ্জনের মুখের কাছে নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "এই দেখ, তোমার জন্য প্রাতঃকালে আমাকে প্রহার খাইতে হইল। আমার হাত-মুখ ঘাড়-পিট ঢিট হইয়া গেল। আবার যে তুমি "হায় রে নীল গগন হায় রে নব ঘন" করিবে, সেটি হইতেছে না। আবার যে তুমি ঘরের ভিতর বসিয়া নৈমিষারণ্য, দেখিবে, ইজি চেয়ারে বসিয়া সাগরতরঙ্গের ভ্রূভঙ্গে কম্পিত হইবে, হাবুডুবু খাইবে, সেটি হইতেছে না। আবার যে তুমি ছবিতে আঁকা পাহাড়ে উঠিয়া, তাহা হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিবে, কস্তুরী হরিণ ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিবে, আর আমাদের কৈফিয়ত দেওয়াইতে দেওয়াইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করিবে, সেটি কোনমতেই—আর—হই—তে—ছে—না!"

নিরঞ্জন ভাবিলেন, এ কি! ভৃত্য বেটা বলে কি? এ কি গাঁজা খাইয়াছে, অথবা কাননিকা কর্ম্মনাশানদীর জলে গা ঢালিয়াছে? ভৃত্যকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। "চলিয়া" বলিয়া "যা" বলিতে না বলিতে দেখিলেন, বটু নাই। তখন রুক্ষস্বরে কাননিকাকে কহিলেন,—হ্যাঁ রে কাননি?"

কাননিকা উত্তর দিল না। অবনতমুখী নখ দিয়া কেবল গালিচা খুঁটিতে লাগিল। অবশ্য নখ পাদুকার ভিতরে ছিল! মাতামহ—মাতামহ কেন, নরোত্তম ছাড়া আর কেহ দেখিতে পাইল না। নিরঞ্জন আবার সুধাইলেন, "হাঁ কাননিকা?"

কাননিকার মস্তক কথাকর্ষণে আরও যেন নমিত হইয়া পড়িল। তখন নিরঞ্জন নিরুপায়, মৌনবতীর মুখ ফুটাইতে না পারিয়া হাত ধরিয়া সোহাগকম্পিত ভাবে আবার জিজ্ঞাসিলেন, "প্রিয় কানু?" কানু যেনী ট্যাঙধার মত তিড়বিড় করিয়া হাত টানিয়া বলিল, "যাও!"

নিরঞ্জন। কেন, তোর হইল কি?

কাননিকা। আমার কিছু হয় নাই!

নিরঞ্জন আর নাতিনীকে রহস্য করিলেন না। রিপোর্ট পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছিল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোর নিশ্চয় কিছু হইয়াছে। তা নহিলে কেন তুই বাল-সুলভ চাপল্য ছাড়িয়া প্রবীণার মত গম্ভীরা হইতেছিস্! আর তোর রহস্য ভাল লাগে না, পাঁচ জনের সহিত মিশিতে সাধ যায় না, পড়িতে রুচি হয় না।—ভাল কথা, ইংরাজী পড়িতে তোর আবার অনিচ্ছা জন্মিল কেন?"

কাননিকার মুখেও চঞ্চল হাসির পরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্যের একটা স্থায়ী আবরণ আসিয়া পড়িল! মাতামহের কথার ভাবে বুঝিল, স্কুল হইতে রিপোর্ট আসিয়াছে।—জিজ্ঞাসা করিল, "রিপোর্ট পড়িয়াছ?"

নিরঞ্জন। তবে কি ভূতের কথা শুনিলাম!

কাননিকা। যাহা শুনিয়াছ, সমুদয় সত্য; ইহার একবর্ণও মিথ্যা নয়। আমি ইংরাজী পড়িব না। বল দেখি, 'ব্যাচিলরের' ফেমিনাইন কি মেড' নয়? তবে পুরুষে যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্যচিলার অব আর্টস' হয়, নারী সে সময় 'মেড অব আর্টস' হয় না কেন? অর্থাৎ পুরুষে যখন বি, এ, হইবে, স্ত্রীলোকে তখন এম, এ, হইবে না কেন? যে ভাষায় মিথ্যার প্রশ্রয়, সে ভাষা আমি আর পড়িব না।

কাননিকার কথা শুনিয়া নিরঞ্জনের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল, মুখ বিরাট হাঁ করিল, বাঁধান দাঁত ঝরিয়া পড়িল। সত্যই ত, কানু এম, এ, না হইয়া বিএ হইল কেন?

কাননিকা দাদার উত্তরের অপেক্ষা করিল না, ফিরিয়াও চাহিল না, চলিয়া গেল। রাশি রাশি সমীরণ কাননিকার ভয়ে দাদামহাশয়ের হৃদয়-প্রকোষ্ঠে লুকাইয়াছিল, যেই কাননিকা চক্ষের অন্তরাল হইল, অমনই হুঁস করিয়া পলাইয়া মরুৎসখাগণকে সংবাদ দিল। সমীরণ রাত্রের ব্যাপারখানা কি, মীমাংসা করিবার জন্য কোলাহল আরম্ভ করিল! পোর্ট কমিশনারগণ ধুচুনী নিশান উড়াইয়া দিল—বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন চলিয়াছে।

নিরঞ্জনের হৃদয়ে কিন্তু আগুন জ্বলিল। নিরঞ্জনকে ক্ষার করিবার জন্য সেই অনলকে দ্বিগুণ জ্বালাইতে চারি দিক হইতে ফুৎকার আসিল। ভামিনী আসিয়া বলিল,—"বাবা বাবু, সে দিনকার কবিতা কাননি করিয়াছে। ক্রৌঞ্চের মৃত্যু দেখিয়া কে এক বাল্মীকি মুনি না কি কবিতা আওড়াইয়াছিল, কাননীও কপোতের মৃত্যু দেখিয়া তাই করিয়াছে!"

নিরঞ্জন আর একটিও কথা কহিলেন না। কেবল "হুম্‌ম্‌" বলিয়া আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভামিনী বাবা বাবুর ভাব দেখিয়া আর কিছু বলিল না, পা-টিপিয়া পা-টিপিয়া পলাইয়া গেল।

নিরঞ্জন মনে মনে ভাবিলেন, "হয় ত কাননিকা আর কোথাও শুনিয়া শিখিয়াছে।—নহে কি এই অসম্ভব ব্যাপার নাস্তিক নিরঞ্জন বিশ্বাস করিবে?

বাতায়নপথে বেগে সমীরণ প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "হাঁ হাঁ!" দেয়ালে টিক্‌টিকি বলিল, "ঠিক ঠিক?" পদঘর্ষণ-মুখরিতা গালিচা বলিল, "ইয়েস ইয়েস!"

কিন্তু অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন বলিল, "তা নয়—এ যে প্রহেলিকা!" নিরঞ্জন হাই তুলিয়া তুড়ী দিলেন।

দূরে কে যেন গাহিল—

> বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার,
> যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার।
> যখন পুরুষবর হয় বলবান্,
> বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান্ খান্।

নিরঞ্জন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাননিকার অত্যধিক আদরে নিরঞ্জনের অপর কন্যাদ্বয়ের ঈর্ষা জন্মিয়াছিল,—পিতার মনোগত ভাব কতক কতক বুঝিয়া তাহারা সেই বৃদ্ধকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবার এই এক উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিল। জ্যেষ্ঠা ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"বাবা! কাননিকা না কি একটা স্বনিতা লিখিয়াছে? "বটে বটে" বলিয়াই নিরঞ্জন আর না শুনিতে হয়, এই জন্য ঘর ছাড়িয়া বারাণ্ডায় আসিলেন। মধ্যমা কন্যা রায়-বাঘিনীর মত বাপের সম্মুখে একখানা কাগজ লইয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জনের বোধ হইল, যেন বহু দিন ধরিয়া পেনসন খাইতে দেখিয়া, কোম্পানী বিরক্ত হইয়া, তাহাকে জীবন্তে গ্রাস করিবার জন্য তিন তিনটা মায়ারূপিণী 'হাঁ' পাঠাইয়া দিয়াছে। দুইটার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছি, এটা বুঝি আর ছাড়িল না,—খাইল, ওই ধরিল—নিরঞ্জন একেবারে সোপানে পা চাপাইয়া দিলেন।

"বাবা বাবু যাও কোথায়? কাননির একটা কবিতা শুনিয়া যাও।" "আসছি আসছি", বলিতে বলিতে নিরঞ্জন একেবারে উঠানে।

কোথায় প্রাঙ্গণান্তরালে আর একটা নাতিনী দাঁড়াইয়াছিল, সেটা টপ করিয়া দাদার হাত ধরিয়া ফেলিল। নিরঞ্জন দেখিলেন,তাহার হাতে কবিতা লেখা একখানা কাগজ।—"ও কি, ও কি"—বলিয়াই হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য চারি দিকে পথ দেখিতে লাগিলেন। বালিকা পড়িতে লাগিল :—

> কি জানি কি সাধ নিয়ে কেন এ মরম সই
> কেন মর্ম্মে বেদনার রাশি।

কেন নিমীলিত চোখে আকাশেতে চেয়ে রই
কেন গো কাঁদিতে গিয়ে হাসি।

"বেশ বেশ," বলিতে বলিতে নিরঞ্জন একেবারে দরজায়। সেখানে দ্বারবানের স্কন্ধে জনৈকা নাতিনী বসিয়াছিল। দাদাকে দেখিয়াই ঝাঁপাইয়া তার গলা ধরিল।—"কে তুই ?"—নিরঞ্জন আর দেখিতে সাহস করিলেন না।

বালিকা বাহুমৃণালে দাদামহাশয়ের গলা জড়াইয়া, কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল :—

"আমি কে আমি কে ব'লে নিতুই সুধাও হায়
আমি কি গো নায়িকা চিন্তার ?
আমার হৃদয় কি গো তোমার হৃদয় নয়,
আমিই কি একা আপনার ?"

মরীচিকা

বাটীর বাহির হইয়া নিরঞ্জন ভাবিলেন,—"যাই, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরি। কি করিতে যাইলাম, কি হইল ? সমস্ত কার্য্যই যদি পণ্ড হইল, কাননিকা এম, এ পড়া যদি ছাড়িয়া দিল, তবে আর জীবনধারণে লাভ কি ? নিরঞ্জন সঙ্কল্প স্থির করিবার পূর্ব্বে শান্তির আশায় চারি ধারে চাহিলেন। শান্তি কই ? আজ রবিকর এত প্রখর কেন ? সমীরণে এত কাঠিন্য কেন ? পথ ধূলিরূপে অনল-কণা গায়ে নিক্ষেপ করিতেছে, প্রান্তরের শ্যামল তৃণরাজি পাদুকা উপেক্ষা করিয়া সূচীর ন্যায় চরণে বিঁধিতেছে। আর ভাগীরথী!—তোর জল এমন টগবগ করিয়া ফুটিতেছে কেন ? অমন গরম জলে ডুবিয়া মরিলে যে গাত্রদাহ হইবে!

নিরঞ্জন ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর একটা সুগম পন্থা অবলম্বন করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে—

"————মনজিস জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র-যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি,
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুললিত॥
বুক পাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য মেঘেতে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥"

এ হেন অপরূপ রূপলাবণ্যময় যুবক রতন—
তার হাতে ছড়ি মুখে দাড়ী চোখে পরকোলা।
করে তুচ্ছ কেশগুচ্ছ ঘাড়ে পিঠে ফেলা॥
সব ছিল না কেবল সীমন্তে সিন্দূর।
দিল দেখা মেঘ-মাখা লাবণ্য ইন্দুর॥

সেই সুন্দর, অতিসুন্দর, অতি হইতেও এককাটি বেশী সুন্দর যুবা, সেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে নিরঞ্জনের দৃষ্টির ধারে পাদচারণ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল! কিন্তু হায়! পুরুষ-সৌন্দর্য্যের দিকে চায় কে ? পুরুষ ? না, পুরুষ সুধু সৌন্দর্য্যের কথা লিখিতে পারে, দেখিতে পারে না। তবে তুমি যদি আকর্ণবিশ্রান্তবদনা, মৃগমুখী শশিচোখী কঠোর রসিকা বয়োধিকার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ কর, আর তার প্রেমে বিশ্বসংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান কর, তাহা হইলে সুধু পুরুষ কেন, কাফ্রিনীর মুখেও তুমি হেলেনের হাসি দেখিতে পাও। এমন তোমাকে আমার দূর হইতে নমস্কার। পুরুষ-সৌন্দর্য্যের দিকে চায় কে ? নারী ? না, রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাভিজ্ঞা বিদুষী বলিয়াছেন, "পুরুষের গুণই সুন্দর, সৌন্দর্য্য সুন্দর নয়। রমণীর চক্ষে সুন্দর পুরুষ হইতে সুন্দর নারী দেখায় ভাল।" পুরুষের রূপ দেখে কেবল উপন্যাসের নায়িকা। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য; কেন না, নিরঞ্জন যুবকের রূপ দেখিলেন না। কিছুক্ষণ ধরিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে আগন্তুক ঘুরিল, নিরঞ্জন ভাগীরথীর দিকেই চাহিয়া রহিলেন, একবারও মুখ ফিরাইলেন না। আগন্তুক গলা খাঁকারিল, লাঠি ঠুকিল, জুতা ঘষিল, চশমা খুলিল, আবার পরিল—নিরঞ্জন পূর্ব্ববৎ। তৎপথগামী দুই এক জন পথিককে চেনো চেনো করিয়া বার দুই হালু হালু (hallo) করিল, তথাপি নীরঞ্জন মর্ম্মর পাথর। তখন নিরুপায় হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নিরঞ্জন ও ভাগীরথীর মধ্যে বিঘত প্রমাণ

স্থান ছিল, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়কে কিঞ্চিৎ কাহিল কাহিল দেখিতেছি না ?

নিরঞ্জন তথাপি যে নিরঞ্জন, সে নিরঞ্জন—একবার নড়িলেনও না চড়িলেনও না, জীবনের একটু চিহ্নও দেখাইলেন না। নিরঞ্জনের প্রাণ শান্তির আশায় ঘুরিতে ছিল। কিন্তু হায়! কোথা হইতে এ কি নূতন অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল ? নিরঞ্জন মনে মনে স্থির করিলন যে, এ বর্ব্বরের সঙ্গে কোনও ক্রমে কথা কওয়া হইবে না। ও তোষামোদের ভাণ্ডার খুলিয়া দিক,—"কিঞ্চিৎ কাহিল কাহিল দেখিতেছি, কেমন আছেন, বাড়ীর সংবাদ ভাল",—ইত্যাদি যা মনে আসে বলুক, আমি কথা কহিব না। ও বলুক, "আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণে ভক্তি আসিয়াছে, আপনার তুল্য মহৎ জগতে আর নাই, আপনি ডেপুটীকুলচূড়ামণি, আপনি ধর্ম্মাবতার"—আমি কথা কহিব না। ও বলুক, "আপনিই কেবল বাঙ্গালীর মধ্যে পূরা পেন্‌সন পাইয়াছেন, আপনার অবসর গ্রহণের পর হইতে দেশে চুরী ডাকাতি বাড়িয়াছে, গ্রামবাসিগণ আবার মাথা তুলিয়াছে"—আমি কথা কহিব না।

নিরঞ্জন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, যুবকও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অথবা তার অভ্যন্তরে এমন কোন শক্তি সঞ্চারিতা যে, বৃদ্ধের সহিত দুই একটা কথা না কহাইয়া তাহাকে নড়ায় কার সাধ্য ? নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকও ঘুরিয়া ঘুরিয়া সম্মুখে আসিল। নিরঞ্জন আবার ফিরিলেন, যুবকও আবার ঘুরিল। নিরঞ্জনের জ্ঞানবার্দ্ধক্যপিষ্ট ক্রোধ একবার হৃদয় মাঝে গাঝাড়া দিল। পদাভিমান নিরঞ্জনের অন্যমনস্কতার অবকাশে, সেই ক্রোধকে মুক্ত করিবার সাহায্য করিতে টান দিল। ক্রোধ মুক্তি পাইয়া কণ্ঠে আসিল, নিরঞ্জনের প্রতিজ্ঞা টলিল। নদীতটোত্থিতা প্রাতঃস্নাতা গৃহপ্রতিগমনশীলা ললনাকুলের দ্রুত পাদবিক্ষেপজ, সিক্ত বস্ত্রের ঝপর ঝপর শব্দ, শান্ত শৈবলিনীর তরঙ্গজননী বাষ্পীয় তরণীর চাপল্যদ্যোতক ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দ, আর পোর্টকমিশনারকীর্ত্তি কর্ণে তাবাদাত্রী হুইসলবাদিনী লোকোমোটিভ (locomotive) ভস্‌ ভস্‌ শব্দ—এই ত্রিগুণাত্মক শব্দের পেষণে নিরঞ্জনের গলা আল্‌গা হইয়া গেল। দ্বাররক্ষী দন্তপঙক্তি কণ্ঠনির্ম্মুক্ত রিপুরাজকে বহির্গমনে বাধা দিবার জন্য পরস্পর সংলগ্ন হইয়া তাহার সহিত কুস্তি আরম্ভ করিল। কিন্তু ধারকরা (mercenary) সৈন্য কতক্ষণ বীর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে ? বাঁধান দাঁত দুই এক বার কড় কড় করিল এই মাত্র, তার পর সব ফাঁক। দন্তপঙক্তি হস্তাগ্রে, ক্রোধ একেবারে রসনাগ্রে। বলিলেন, "তোমাকে সভ্যভব্যের ন্যায় দেখিতেছি, কিন্তু তোমার আচরণ দেখিয়া আমার বিপরীত বোধ হইয়াছে।"

যুবক। আজ্ঞে, আপনার যাহা বোধ হইয়াছে, তাহা অনেকটা সত্য। অনেকটা কেন পৌনে পোনের আনা সত্য, তাই বা কেন, একেবারে পূরা ষোল আনাই সত্য।

যুবক সরল প্রাণে কহিল কি না, যুবকই জানে; আর জানে তার স্রষ্টা। কিন্তু সে কথা নিরঞ্জনের আদৌ ভাল লাগিল না! নিরঞ্জনের বোধ হইল, যেন কথাটা রহস্যের ছলেই বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারও রহস্য করিবার একটু ইচ্ছা হইল এবং পুলিসের রহস্যময় হস্তে সেই রহস্য বুঝাইবার ভার ন্যস্ত করিবার অভিলাষটাও সেই সঙ্গে জাগিয়া উঠিল।

কল্পনা ইচ্ছাসহচরী। নিরঞ্জন যেই মনে করিলেন, বিরক্তিকর যুবকটাকে পুলিসে দিব, অমনই তিনি যেন একটা লাল পাগড়ী দেখিতে পাইলেন। যেমন লাল পাগড়ী দেখা, অমনই লাল পাগড়ীর সেই ভীষণ লোকালয়ের সুন্দরবন, অশ্বত্থবটসহকারবেষ্টিত, রক্তিম, মহাকুমার কাছারীটিও চোখের উপর আসিয়া পড়িল। রাঘব-বোয়ালই যদি দৃষ্টিজালে পড়িল, তবে তার উদরগত রোহিত শফরী, এরাই বা বাকি থাকে কেন ? আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে একে একে তাহারাও আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন দেখিলেন, বামে দক্ষিণে শামলা, সম্মুখে কাঠগড়া, তন্মধ্যে বিচারপ্রেমাসক্ত বেপথুমান আসামী, উপরে পাখা, নীচে মঞ্চ, হস্তে অশনিরূপিণী লেখনী, তৎপার্শ্বে বিষভরা মসীপাত্র, আর চারি ধারে কেবল বদ্ধাঞ্জলি। মঞ্চের উপরে মায়ময়ী, বিভীষিকাময়ী, পয়োমুখী গরালোদরী নিজের হাকিমশ্রী! সেটাও সময় পাইয়া নিরঞ্জনের কল্পনাপথে চোলডিগ্‌ডিগ্‌ খেলিতে লাগিল। ভাবাবেশে নিরঞ্জন বিচার আরম্ভ করিলেন;—"তোমার নাম?"

যুবক। আমার নাম লয়।

নিরঞ্জন। পিতার নাম?

যুবক। আজ্ঞে, বিশ্ব,—মাতার নাম বিদ্যা।

নিরঞ্জন। জাতি।

যুবক। আজ্ঞে, কি এক সামান্য অপরাধে আমার পিতার জাতি গিয়াছে।

নিরঞ্জন। এখন বল তুমি দোষী কি না!

যুবক। দোষী!—আমি!—আমি কেন দোষী হব? আমি সকলের আগে গিয়াছিলাম।

নিরঞ্জন। সকলের আগে গিয়াছিলাম!—এ কথার অর্থ কি?

যুবক। আজ্ঞে, এ কথার অর্থ এই, আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন সেখানে আর কেহ ছিল না।

"কেহ ছিল না—কেহ ছিল না?"—বলিতে বলিতে আর এক যুবক কোথা হইতে যেন কেমন করিয়া ছুটিয়া আসিল; আসিয়া নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া আবার বলিল, "শুধু এর কথা শুনিয়া আপনি রায় দিবেন না। আমি সাক্ষী আনিতেছি। এই গিল্টী, আমি নট্ গিল্টী—(not guilty) আমি সকলের আগে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম। তখন কাক পর্য্যন্ত ডাকে নাই, চোর পর্য্যন্ত জাগে নাই, পুলিস পর্য্যন্ত ভাগে নাই, সাহেব পর্য্যন্ত রাগে নাই! এমন কি, বাঙ্গালা সংবাদপত্র তখনও পর্য্যন্ত পরনিন্দা ছাড়ে নাই। এমনই ঘোর রাত্রিতে আমি বাহির হইয়াছিলাম। তা হইলে বলুন দেখি, আমি দোষী কি এই দোষী। মহাশয় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বিচার করিয়া আসিয়াছেন। সাহেবে আপনাকে 'গ্যাসকোইন' বলিয়াছে, বাঙ্গালীতে বলিয়াছে 'কালাপাহাড়'। আপনার ন্যায় মহাত্মার কাছে এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিয়া নিস্তার পাইবে?—এই আমার সাক্ষী আসিতেছে।" হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে সাক্ষিপ্রবর আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, এ কয়টা লোকই পাগল হইয়াছে। ইহাদিগকে যেমন করিয়াই হউক গারদে পূরিতে হইবেই হইবে। ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"দেখ, তোমাদের সকলকেই আমি উপযুক্ত শাস্তি দিব, তোমরা পথে অবৈধ জনতা করিয়া আমার বিশ্রাম-সুখ নষ্ট করিতেছ। বেলা হইয়া গেল, তথাপি আমাকে বাড়ী যাইতে দিতেছ না।"

সাক্ষী। বেশ, বাড়ীই চলুন, সেই স্থানেই ইহাদের বিবাদের একটা হেস্ত নস্ত করুন। সেই স্থানে বিশ্রামসুখও ভোগ করিবেন, আর বিচারও করিবেন। আমাদের আপনি চিনিতে পারিতেছেন না। আমরা সকলেই আপনার আত্মীয়। ওই যে আপনার ফ্রেণ্ড আসিতেছেন, উনি আমাদিগের এ মোকর্দ্দমার বিচার করিতে অক্ষম হইয়া আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন।

নিরঞ্জন দেখিলেন, যথার্থই তাঁহার বাল্য-বন্ধু সমধর্ম্মী চোঙ্গদার সাহেবও ডায়াবিটিস জীর্ণ করিবার জন্য প্রাতর্ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন! কিন্তু এখনও ত বন্ধুবর বহু দূরে লিলি করিতেছেন! এতক্ষণ কি করিয়া নীরব থাকিবেন! তাই বলিলেন, "তোমাদের বক্তব্য কি? তোমাদের কথা আমি এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না।

সাক্ষী। আমি বুঝাইয়া দিতেছি!

নিরঞ্জন। তুমি কে?

সাক্ষী। আজ্ঞে, আমি প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ। আপনি হাকিম জাতির ড্যানিয়েল। সুতরাং আমি—আপনি বুঝিয়া লউন আমরা ককেসিয়ান জাতির ইণ্ডো-এরিয়ান শাখা। আমাদের পেশার কথা শুনিলে আপনার চক্ষে জল আসিবে। আমাদের এক প্রস্তুত পুরাণে পিষিয়াছে, এক প্রস্তুত ইতিহাসে পিষিয়াছে, শেষে প্রত্নতত্ত্ববিদে পিষিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা জীবদ্দশায় সাহেবের লাথিতে পিষ্ট হইতেছি, মরিলেই খ্যাতি-রস পান করিয়া সংবাদপত্রের কলেবর পুষ্ট করিব।

নিরঞ্জন। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাও। না যাও ত, পাহারাওয়ালা ডাকাইয়া দূর করিয়া দিব।

সাক্ষী। আজ্ঞে, তাই দিন। নহিলে আমি নিজে যে যাই, সেরূপ একটা চেষ্টা দেখিতে পাইতেছি না। আমাকে প্রহার করুন, অথবা পাহারাওয়ালার সেই দুর্ব্বল-নাশন বেটন দিয়া আমার অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিন। আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণে একটা প্রবলা ভক্তি আসিয়াছে। আমি সেই ভক্তিতরঙ্গ ঠেলিয়া পলায়ন-নদীতীরে পৌঁছিতে পারিতেছি না।

নিরঞ্জন দেখিলেন—সাক্ষীর হাতনাড়া, মুখনাড়া, মৃদু হাস—সব দেখিলেন। আর ভাবিলেন, এ কি বিষম বিপদ উপস্থিত! কেমন করিয়া এর হাত হইতে নিস্তার পাই?

সাক্ষী দুই একটা ঢোক গিলিয়া গিলিয়া আবার আরম্ভ করিল—"তবে এইমাত্র অনুরোধ, আমার উপর ক্রোধ করিবেন না। আমি কেবল সাক্ষী, আসামীও নই, ফরিয়াদীও নই। শুধু সাক্ষী—

হতভাগ্য সাক্ষী। আমি বামন, আর তিনি ঝাউগাছের ফল। আমি মৌরলা, আর তিনি বড় কানকোমরী 'রুই'। কাজেই এ ভাগ্যহীন খাঁটী গন্ধ হইতে আপনি নিরুদ্বেগের সনন্দ পাইতে পারেন। তাহার উপরে আপনার ও আমার ভিতরে একটা বন্ধনীর আবির্ভাব হইয়াছে। কবি কালিদাস বলিয়াছেন "

নিরঞ্জন। "কি পাষণ্ড! আবার কবিতা?" এই বলিয়াই তাহার মস্তকে প্রহার করিবার জন্য যষ্টি উত্তোলন করিলেন।

সাক্ষী। আজ্ঞে কবিতা—এখন প্রহার করিবেন না। আর একটু অপেক্ষা করুন। কবিতা শুনিলে ও তাহার অর্থ বুঝিলে আপনি আমাকে প্রহার করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। তখন আপনি যতই মারিবেন। ততই আপনার আনন্দ বাড়িবে। যাবজ্জীবন এই পৃষ্ঠে ছড়ি পড়িলেও আপনার হাতে ব্যথা হইবে না। কবিতাটি এই;—"সম্বন্ধমালাপনপূর্ব্বমাহুঃ।" অর্থাৎ আলাপ করিবার পরেই সম্বন্ধ। আপনি যে দণ্ডে আলাপ করিয়াছেন, তার পরক্ষণেই সম্বন্ধী হইয়াছেন। সুতরাং কোন দিকেই আমা হইতে আপনার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। তবে ইহাদের মধ্যে এই বাবুটিই দোষী। কেন না, ইনিই প্রথমে "কই" থালি ছিঁড়িয়া পথে খই ছড়াইয়াছেন।

"কি—আমি দোষী?" এই বলিয়াই প্রথম যুবক সাক্ষীর পৃষ্ঠে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিল।

তখন সাক্ষী সস্মিতবদনে নিরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"এই দেখুন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি উহার দুষ্কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, উনি সেই অপরাধে আমার পৃষ্ঠে মুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আহা! ওঁর ননী-মাখন-মাখা হাত কতই কোমল, আর কোড়ার কোড়ায় কড়া পড়িয়া আমার পিঠ কতই কঠিন! ওঁর হাতে কতই না আঘাত লাগিল!"

দ্বিতীয় যুবক তাহা দেখিয়া নিরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দেখুন বাহাদুর, লোকটা কত বড় বেয়াদব দেখুন।"

নিরঞ্জন। জীবনে প্রথম দেখিলেন, পথমধ্যে সর্ব্বসমক্ষে নিরপরাধে অপমানিত হইয়া প্রতিকার সামর্থ্যসত্ত্বে এক জন লোকে হাসিল। নিরঞ্জন তার মুখে ক্রোধের চিহ্নও দেখিলেন না।

একটা লোক হাসিল। মার খাইয়া চোখ রাঙাইল না, গালাগালি দিল না, উকিল ডাকিল না, সমন বাহির করিল না, আমি হাকিম দাঁড়াইয়া আছি, আমার কাছেও প্রতিকার চাহিল না—শুধু মুখ মুচকিয়া হাসিল!—নিরঞ্জন তখন তাহার মুখখানা যেন কেমন কেমন দেখিলেন। দেখিলেন, তার সৌম্য শান্ত বদন, দেখিলেন তার সরলতা-মাখা নয়ন, আর দেখিলেন চক্ষুদ্বার ভেদ করিয়া তাহার বিশাল বক্ষের আবরণে ঢাকা সেই রমণীকোমল হৃদয়। আহা, সে হৃদয় কি সুন্দর! নিরঞ্জন প্রথমে বুঝিলেন, কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া কখন কখন আসামীও হাকিমের বিচার করিতে পারে।

নিরঞ্জন চিত্তসংযম না শিখিলে হয় ত তাহার গলা জড়াইয়া বলিয়া ফেলিতেন,—

"বঁধু! কি আর বলিব আমি?
জনমে জনমে মরণে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি!"

তাহা না করিয়া সেই উদ্ধত প্রহারকারী যুবকটাকে তিরস্কার করিলেন। তাহার তিরস্কারে প্রশ্রয় পাইয়া দ্বিতীয় যুবক সাক্ষীর হইয়া প্রথমকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তখন দুই জনে আবার লড়াই বাধিয়া গেল। নিরঞ্জন প্রাণপণ চীৎকারে পাহারাওয়ালাকে ডাকিলেন। এক দিক্ হইতে পাহারাওয়ালা, অন্য দিক্ হইতে মিষ্টার চোঙদার আসিয়া পড়িলেন। চোঙদার আসিয়াই নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিষ্টার সেন, ব্যাপার কি?"

নিরঞ্জন তাহার উত্তর দিতে অবকাশ পাইলেন না। পাহারাওয়ালাকে বলিলেন,—"এই দো আদমিকো পাকোড়ো।"

পাহারাওয়ালা আসিয়া যোদ্ধ্‌যুগলকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। নিরঞ্জন তার আচরণে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় গন্‌গন্ করিয়া বলিলেন— "ক্যা দেখতা হায় গাধা! জলদি পাকড় কর।"

পাহারাওয়ালা কিছুই না করিয়া কেবল সেলাম ঠুকিতে লাগিল। আর বলিল,—"হুজুর, উতো অনাহারী হুজুরকো লেড়কা হয়।"

নিরঞ্জন সে কথায় কান দিলেন না; রুক্ষতর স্বরে বলিলেন—"জলদি পাকাড় কর।"

চোঙদার বলিলেন—"আরে ভাই, রাগ করিও না, থামো থামো।" তখন নিরঞ্জন বলেন, পাকাড়ো পাকাড়ো; চোঙদার বলে, থামো থামো; যোদ্ধৃদ্বয় বলে,

ডামডাম, সাক্ষী বলে, কর কি, কর কি; পাহারাওয়ালা বলে, আরে বাবু আরে বাবু জখম হোগা।

দেখিতে দেখিতে লোক জমিয়া গেল। তাহারা বলে লাগাও লাগাও! চোঙদার মাঝে পড়িয়া, "যেতে দাও যেতে দাও" বলিতে বলিতে উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। বাহিরের বিবাদ থামিয়া গেল। তবে যা একটু আধটু গোলমাল রহিল, তাহা কেবল পাহারাওয়ালার জনতাভঙ্গের জন্য! কিন্তু নিরঞ্জনের অভ্যন্তরে নানাজাতীয় চিন্তা আসিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল।

সাক্ষী তখন বলিল, "আপনি আর দাঁড়াইয়া কি করিবেন, ঘরে যান, ইহাদের বিবাদ মিটিবে না।"

চোঙদার বলিলেন "না ভাই, এ বিবাদ মিটিবার নয়। তুমি ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কিসের বিবাদ?—কিসের দোষ?"

চোঙদার। এই ত দাদা, তুমিও সময় বুঝিয়া নেকা হইলে!

নিরঞ্জন। সত্য চোঙদার, আমি কিছুই জানি না। আমি এই নব্য যুবকদের আচরণ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি।

চোঙ। এ দু'টি যুবক তোমারই দু'টি বন্ধুর পুত্র। এই বলিয়া চোঙদার নিরঞ্জনের কানে কানে কি বলিল। নিরঞ্জন সেই নীরব কথা শুনিয়া কেবল একটি সশব্দ হাঁ করিলেন। তার পর বলিলেন—"তা দু'জনে পরস্পরে বিবাদ করিতেছে কেন?"

চোঙ। এক বিষম "কই" বাহির হইয়াই ইহাদের মাথায় দই ঢালিয়া দিয়াছে। এরা আগে ছিল দুই বন্ধু। মাথায় দই পড়িবার পর হইতেই, ইহাদের মধুর প্রেম টকিয়া গিয়াছে। এ বিবাদ হইত না, ইহারা ঝগড়ার আগে যদি আমার কাছে আসিত। যাও ভাই, বেলা হইয়াছে। উহাদের বিবাদ সহজে মিটিবে না। তবে যদি এই তোমার আত্মীয়।—

নির। আত্মীয়!

চোঙ। আত্মীয় কেন; একরকম ঘরের লোক—চোঙদার আরও বলিতে যাইতেছিল, সাক্ষীর ইঙ্গিতে চুপ করিল এবং নিরঞ্জনের হস্তকম্পন করিয়া চলিয়া গেল। যুবকদ্বয়ও অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। সাক্ষী গঙ্গাতীরে বসিয়া একটা জেটীর উপর উঠিয়া গান শুনিতে লাগিল,—

"ওরে আমার কই।
ঘাইমেরে তুমি উঠলে ভেসে,
চলে গেলে কোন্ সোনার দেশে,
খুঁজতে গেলে বেজায় ফুলে ঢোলের মত হই।
থাপি খাওয়া হয় না হজম কর ঝোদের জল সই॥

সাক্ষী সেই গান শুনিয়াই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল।

নিরঞ্জন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তাহার গান শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। "এ কণ্ঠস্বর যে শুনিয়াছি! দূরের সঙ্গীত-মূর্ত্তিতে মাঝে মাঝে এই গান আমাকে অস্থির করিয়া তুলে।—সে কি এই সাক্ষী? সাক্ষী কি অন্তর্যামী? না, হইল না,—গৃহে যাওয়া হইল না। সাক্ষীকে গ্রেপ্তার না করিয়া, গৃহে ফিরিব না। "সাক্ষী সাক্ষী"—জেটীর কাছে গিয়া নিরঞ্জন চীৎকার করিলেন। কিন্তু কই সাক্ষী, কোথা সাক্ষী—কোথা হইতে আসিল—কোথায় গেল!

নিরঞ্জন তাহার আচরণে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন কি যষ্টি পর্য্যন্ত তুলিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সেই যষ্টি তাঁহার ক্রোধের উপর এমন প্রহার করিয়াছে যে, তাঁহার হৃদয় এখন "নলিনীদলগতজলমিব তরলং।" নিরঞ্জন এখন সাক্ষীর প্রেমে আকৃষ্ট। নিরঞ্জন এখন নদী, সাক্ষী সাগর; নিরঞ্জন রাধা, সাক্ষী কৃষ্ণ। "সাক্ষী সাক্ষী" করিয়া নিরঞ্জন জেটীবনে কত ঘুরিলেন, দেখা পাইলেন না। শেষে মান করিয়া ঘরে ফিরিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, সাক্ষী যাইবে কোথায়? সে যে আমার বাল্যসখা চোঙদারের পরিচিত।

তা যাউক, এ কি! চোঙদারই বা কি বলিল? সেই দুই জন যুবকই বা আমার সম্মুখে কি নাটকের অভিনয় করিল? তাহাদের এক কথাও যে বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা কি কাননিকাকে বিয়ে করিবার জন্যই খুনোখুনি করিতেছে! কি, আমার কাননী বিয়ে পাশ দিয়া এম, এ হইবার দাবী করিতেছে, আর আমি কি না সেই মহীয়সী বিদুষীকে ছোট করিয়া বিয়ে করিব। দেশ জ্বলিয়া পুড়িয়া খার হইয়া যাক, কাননীকে আমি সধবা হইতে দিব না। কিন্তু হায়! সেই 'কই'। সে 'কই' কোন্ সরোবরে সাঁতার কাটিতেছে?

ও কি! ওই বই-ফিরিওয়ালা কি বলিতেছে! "হায় কলির এ কি গুণ, এক কবিতায় পাঁচটা খুন। —এক এক পয়সা।"—নিরঞ্জনের অন্যমনস্কতায়

পকেটে হাত পড়িল। তাহা হইতে একটা পয়সা বাহির হইল। আর তার বিনিময়ে তাহার হাতে সেই এক পয়সার বইখানি আসিল। প্রথম পাত খুলিয়া দেখেন, লেখা রহিয়াছে—কি লেখা রহিয়াছে? অরুণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া নিরঞ্জনের দৃষ্টি অবরোধ করিতে বইয়ের প্রথম পত্রেই প্রথম ছত্রেই ও কি লেখা রহিয়াছে? "ডেপুটীকুল-ধুরন্ধর নিরঞ্জন সেনের জগদ্ধাত্রী দৌহিত্রী কবি কাননিকা বাগ্‌ভট কই—"

মহাক্রোধে নিরঞ্জন বইখানা দূরে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, সহসা হাতখানা একটা নরস্তম্ভে আহত হইল।

নিরঞ্জন। কে তুমি?

স্তম্ভ। আজ্ঞে আমি সম্পাদক।

নিরঞ্জন। ইংরাজী?

স্তম্ভ। বিজাতীয় ভাষায় কে কবে মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে? আমরা অর্থলোভ, পদলোভ, আশালোভ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া দুঃখিনী, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাই আনন্দদায়িনী শতগ্রন্থিবাসা মাতৃভাষার সেবা করিতেছি।

নিরঞ্জন। কাগজে গাল পাড়িয়া রাগ মরে নাই, তাই কি সুমুখে গালাগালি দিতে আসা হইয়াছে?

স্তম্ভ। আজ্ঞে, আড়ালে যা করিয়াছি তা করিয়াছি। আপনার সুমুখে যশোগান করিতে আসিয়াছি।

নিরঞ্জন। যাও যাও, আমার সুমুখ হইতে দূর হইয়া যাও।

স্তম্ভ। আজ্ঞে রাগ করিবেন না। এই দেখুন, দোখয়া মারিতে হয় মারুন, পায়ে রাখিতে হয় রাখুন। এই বলিয়া স্তম্ভ একখানা পুস্তক নিরঞ্জনের মুখের কাছে ধারল।

নিরঞ্জন। এ কি?

স্তম্ভ। কাননিকা দেবীর পুস্তকের সমালোচনা।

নিরঞ্জন। বই কই?

স্তম্ভ। আজ্ঞে!

নিরঞ্জন। আজ্ঞে কি? বই কই?

স্তম্ভ। আজ্ঞে—

নিরঞ্জন। কি বিপদ! তুমি কোথাকার গণ্ডমূর্খ! সমালোচনা ত দেখিতেছি, কিন্তু বই কই?

স্তম্ভ। আজ্ঞে, বই ত আপনার ঘরে! বইএর নাম কই! কেন, আপনি কি তাহা পড়েন নাই? এক মাসে তার ত্রিশ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। সেই যে দুই জন বাবু সর্ব্বপ্রথমে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিল, তাহারাই একখানা বই লইয়া মারামারি করিয়াছিল। কিন্তু আমি তেমন অসভ্য নই। আমি দূর হইতে দেখিতেছিলাম, আর তাহাদের গালাগালি "নোট" করিতেছিলাম।

নিরঞ্জন তখন ব্যাপারটা একটু একটু বুঝিতে পারিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সম্পাদক ইতাবসরে তাঁহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিল। "হাঁ হাঁ—কর কি কর কি!"—বলিতে বলিতে মুখ ফিরাইয়া যেমন তিনি চলিয়া যাইবেন, অমনি আর এক জনের ঘাড়ে পড়িলেন।

নিরঞ্জন। তুমি আবার কে?

জন। আজ্ঞে আমি।

নিরঞ্জন। আজ্ঞে আমি!—আমি কি?

জন। আজ্ঞে আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌, সিবিল সার্ভিস দিতে বিলাত গিয়াছিলাম। তার পর ফেল হইয়া বারে জয়েন করিয়াছি।

নিরঞ্জন। তাতে আমার কি?

জন। আপনার যথেষ্ট। আমি উচ্চবংশোদ্ভব।

নিরঞ্জন। আমি না হয় নীচবংশোদ্ভব—আমাকে কি সেশনে দিতে হইবে?

জন। আজ্ঞে, অমন কথা বলিবেন না, আপনি দেবতা। আমি অতি পরিশ্রমী, আর আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে কেহ কখন কিছু জানে না।

নিরঞ্জন। বটে! তবে ত তুমি সেণ্টপল হে। কিন্তু সেণ্টপলের এমন অসময় পবলিক প্লেসে (pablic place) আবির্ভাব হইল কেন? আমাকে কি কনভর্ট (convert) করিতে হইবে?

জন। আজ্ঞে আমি ভাল ক্রিকেটিয়ার, ভালতর সওয়ার, ভালতম বেসুনিষ্ট। আমি উত্তম গাহিতে পারি, ভাল 'পলকা' নাচ নাচিতে পারি। আর 'বলে'র কথা ত বুঝিয়াছেন—আপনি পড়িতে পড়িতে আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি।

নিরঞ্জন হতাশ চক্ষে চারি ধারে চাহিলেন। তাঁহার প্রাণ নীরব হইয়া আসিতেছে। কে তাঁহার হইয়া এ পাগলের কথার উত্তর করিবে?

দূরে একটি নবীন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া ছিল। সেই অন্তর্যামী সন্ন্যাসী তাঁর মনোভাব বুঝিয়াই যেন বলিল,

"ওর কথায় বিশ্বাস করিবেন না ওর একটি বিবাহ আছে।"

জন। আমি সেই অস্পর্শীয়া অশিক্ষিতাকে ডাইভোর্স (divorce) করিব।

সন্ন্যাসী। আমায় একবার দেখুন, আমি ঘর বাড়ী সব ত্যাগ করিয়াছি, গেরুয়া ধরিয়াছি। কে আজ এ দশা করিয়াছে? দেখুন, একবার দেখুন, একবার দেখুন, আমার কি চেহারা হইয়াছে! আমার বাড়ী, আমার ঘর—কিন্তু হায়! আমি আজ কোথায়?

বুদ্ধিমান্ নিরঞ্জন এক্ষণে সমস্ত বুঝিলেন। বুঝিয়াই হনহন করিয়া বাড়ী চলিলেন। চারি দিকে—আহা উহু হায় হায়, রে রে, গেলাম মলাম, কিচির মিচির, ড্যাম ভিলেন, টিপটাপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু আর কোনও দিকে তিনি মুখ ফিরাইলেন না।—ঘরে গিয়া একেবারে সোফায় শুইয়া চাকরকে বলিলেন, 'জল দে।" কিন্তু জল কই? এ সংসার যে মরীচিকা। নিরঞ্জন জল বিনা টা টা করিতে লাগিলেন।

পত্রিকা।

জল আসিল না, রাশি রাশি পত্রিকা কোথা হইতে যেন আসিয়া ঝুর ঝুর করিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, নিরঞ্জনকে লজ্জার "হরিণবাড়ীর" মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিবার জন্য দেবকন্যাগণ নীল গগন হইতে লাজবর্ষণ করিতেছে।

নিরঞ্জন সেই গুলি কুড়াইয়া লইলেন। দেখিলেন, কাহারও উপরে কবি-কুমারী। ছন্দোবন্ধননিপুণ কোন লেখক পত্রের শিরোনামে লিখিয়াছেন, উদ্‌ভট্ কবি বাগ্‌ভট্। চটুলচাটুপটু কোন প্রেমিকার হাত হইতে বাহির হইয়াছে, রমণীকুলতিলকা কবি-কাননিকা। কেবল খান কয়েক পত্র ভামিনীর, আর এক পত্র তাঁহার নিজের।

নিরঞ্জন অগ্রে নিজের পত্রখানি পড়িলেন।

১ম পত্র

নমস্কার নিবেদনং

নীরবতাই প্রাণের কথা। ভালবাসা আপনাকে চেনে না, আপনাকে চিনাইবারও কৌশল জানে না, আপনি বুঝিয়া সুঝিয়া কাজ করিবেন। আজ প্রাতঃকালে বোধ হয়, সহস্র পত্রকুসুম আপনার পাদমূলে পতিত হইবে! তাহাদের প্রাণোন্মাদক গন্ধে হয় ত আপনাকে উন্মত্ত করিবে। সাবধান, বিচলিত হইবেন না। অনেক "আপনার লোক" চারি ধার হইতে আসিয়া আপনাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। চক্রব্যূহ ভেদ করিতে আপনি সমর্থ হইবেন কি?—"আপনার লোক" খুঁজিতে হয়। আপন হইতে আপনার, সেই ভালবাসাময় পরম প্রেমিক পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে খুঁজিতে পৃথিবীর মানব সৃষ্টিকাল হইতে আজীবন পরিশ্রম করিতেছে। অধিক আর কি বলিব? এইখানে আমার চক্ষে জল আসিল। কাগজ ভিজিল, আপনি বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত, সেই জন্য এই অজ্ঞাতকুলশীল আজি হইতে নীরব হইল।

অনুগ্রহভিখারিণঃ
কস্যচিৎ অজ্ঞাতভাগ্যস্য

নিরঞ্জনের বিস্ময়ের নেশা কাটিয়া গিয়াছে। অনেক বার বিস্মিত হইয়াছেন, আবার বিস্মিত হইলে ভাষা হইতে সমস্ত বিস্ময়ের খরচ হইয়া অভিধান হইতেও যে কথাটা উঠিয়া যাইবে! বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে তাঁহার কৌতূহল হইল। কৌতূহলপরবশ হইয়া ভাবিলেন, অদৃষ্টে যা থাকে, আজ সমস্ত চিঠি পাঠ করিব।

এই ভাবিয়া ভামিনীমণির চিঠি খুলিলেন। চাকর বট্ চা লইয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত চিঠি আজ কে পাঠাইল, বলিতে পারিস?

চাকর বলিল, "কতকগুলা, ডাকহরকরা দিয়া গিয়াছে, কতকগুলা বেয়ারায় আনিয়াছে, কতকগুলা বাবুরা আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছে, আর কতকগুলা কেমন করিয়া পাইয়াছি মনে নাই, আর কতকগুলার কথা মনে আসিতে আসিতে আসিতেছে না।

নিরঞ্জন। আর কতকগুলা?

চাকর। আজ্ঞে, সেগুলা এখনও আসে নাই।

নিরঞ্জন। আর কতকগুলা?

চাকর। আজ্ঞে, সেগুলার মধ্যে কতকগুলা লেখা হইতেছে, কতকগুলার এখনও কাটাকুটি চলিতেছে, আর কতকগুলার কাগজের জন্য বালির কলে চিঠি গিয়াছে!

নিরঞ্জন। আর তোমার মুণ্ডপাত হইতে যে এখনও বাকী রহিয়াছে।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নিরঞ্জন দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বটু মস্তক অবনত করিল, আর বলিল,—"চা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।"

নিরঞ্জন কি বুঝিয়া আবার বসিলেন,—চাকরকে আর প্রহার করিলেন না। বলিলেন, "চা রাখিয়া চলিয়া যা।"

বটু আদেশ পালন করিল। নিরঞ্জন আবার পত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন।

(২য় পত্র)

প্রিয় সখী ভামু!

এই অভাগিনী লেখিকাকে চিনিতে পার কি? আর কেমন করিয়াই বা চিনিবে!—সেই সেকাল আর একাল। ত্রিশ বৎসর আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্না। কিন্তু ভাই, মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি, সেই তোমার আমার মানস-রচিত অচ্ছোদ-সরোবর! যে সরোবরের তীরে নবাগতযৌবনা দুইটি সখী. হাতধরাধরি—উপরে আকাশ, নীচে বসুমতী। আকাশে নক্ষত্র স্নিগ্ধোজ্জ্বল, অগণ্য অনন্ত—ভূমে তৃণ-ক্ষেত্র—সুদূরবিস্তৃত শ্যামল সুন্দর! মনে পড়ে কি. অচ্ছোদের সে ঢল ঢল নীলজল? নীলাম্বরী প্রকৃতির গায়ে সোহাগ করিয়া, জলের উপর জল. তরঙ্গের উপর তরঙ্গ দিয়া, সেই অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুমুদ-কহ্লারকে বলিতেছে, চাঁদ আসিতে এখনও দেরী আছে। চারি ধারে সুন্দরে সুন্দরে মেশামিশি। দুইটি ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণে আশার রাশি। তাহাদের চক্ষে তখন সকলি সুন্দর—চাঁদ সুন্দর, আঁধার সুন্দর, ধরণী সুন্দর, শূন্য সুন্দর। এই সকল সুন্দরের মধ্যে দুইটি সুন্দর বালিকা আরও কি সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, মনে পড়ে কি? ভাই! সেই আচ্ছোদ-তীরে কার সঙ্গে কবে কার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল? মহাশ্বেতে! কোথায় সেই পুণ্ডরীক? আর আমি অভাগিনী কাদম্বরী—কোথায় আমার চন্দ্রাপীড়? তুমি চাহিতে সরসীজলে, আমি চাহিতাম নভোমণ্ডলে। প্রিয়সখী ভামু! আর একবার জিজ্ঞাসা করি, মনে পড়ে কি?—ভাই, মানব-জীবন চোখ বুজিয়া দেখিতে বড়ই সুন্দর, কিন্তু একবার আঁখি মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে কি তাই? তুমি কোথায়—আমি কোথায়? তোমার দাম্ভিক পিতা (ভাই রাগ করিও না) তোমায় কোথায় রাখিয়াছে, আমার মূর্খ পিতা আমায় কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে! যা হইবার তা হইয়া গিয়াছে। এখনও একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার নাকি একটি ভুবনমোহিনী কন্যা হইয়াছে! তার রূপগুণে নাকি সমস্ত বঙ্গ পাগল! ভাই আমারও একটি ভুবনমোহন পুত্র আছে। তার রূপগুণে সমস্ত বাঙ্গালা না হউক, অন্ততঃ আধাআধি পাগল—বিশেষতঃ শিক্ষিত-শিক্ষিতামণ্ডলের ভিতর পাগলত্বটা কিছু বেশী ছড়াইয়া পড়িয়াছে! ভাই, আবার কি তোমার অভাগিনী সখীকে তোমার আদরের ঘরের এক কোণে স্থান দিবে? আমার পুত্র ও তোমার কন্যা দুইটি সুন্দর একসঙ্গে করিয়া, সুন্দর দেখিবার সাধ মিটাইবে?—প্রিয় সখী, আমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া উঠিল না, এস না আমরা সেই অমূল্য সামগ্রীটি দুইটি যুবক-যুবতীকে দিয়া, কঠোর বিধাতার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করি। ভাই, বিধাতা আমাদের যে দুঃখ দিয়াছে, তুমি না হইলে আর কেহ তাহাকে জব্দ করিতে পারিবে না। তোমার পিতা বিধাতার উকীল হইয়া এবারেও যদি এ বিবাহে প্রতিবন্ধক হন, তাঁহাকে বলিও, আমার পুত্র উচ্চবংশোদ্ভব,—অর্থাৎ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে। আমার রাশি রাশি ভালবাসা পাঠাইলাম। তুমি যত পার দিও। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তোমার ভগিনীদ্বয় ও তাহাদের কন্যাগুলিকে দিও। তোমার প্রিয় পিতাকে একটু আধটু দিলেও দিতে পারে। কেন না, তিনি তোমার মত প্রেমময়ীর পিতা।

পুরাতন প্রণয়ে নূতন করিয়া ভিখারিণী
অভাগিনী নির্ঝরিণী।

পত্র পাঠ করিয়া নিরঞ্জন হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। রাগের মাথায় আর একখানা পত্রচ্ছদের মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অক্ষরগুলা অতি ভয়ে যেন এ তার ঘাড়ে ঢলিয়া পড়িল। কোনগুলা বা জড়াজড়ি করিয়া নিরঞ্জন যাহাতে চিনিতে না পারে, এমনি ভাবে মুখের উপর মসীর আবরণ দিল যে, আর কেহ হইলে তাহাদিগকে এসিয়াটিক সোসাইটির অশুদ্ধকরণ যন্ত্রমুখে ফেলিয়া দিত, সেখানে তাহারা অণুবীক্ষণে পিষ্ট হইয়া বিজয়াবটিকা বড়ীর মত একটি একটি করিয়া কল হইতে বাহির হইত। কিন্তু নিরঞ্জন কি ছাড়িবার পাত্র! তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির

কাষ্ঠ-লৌকিকতায়, তাহারা হাসিতে হাসিতে সরিয়া বসিল। নিরঞ্জন দেখিলেন :—

(৩য় পত্র)

প্রিয়া ভামু!

করছিস্ কি? আমার লেখা দেখে বুঝতে পেরেছিস কি আমি কে? পাঁচ বৎসর নিউইয়র্কে ছিলুম, তিন বৎসর লণ্ডনে, দুই বৎসর প্যারিসে। তবু দেখ্, আমি কেমন ভাষা বাঙ্গলা লিখতে পারি? আর আমার গুণধর আমাকে আন্‌তে গিয়ে, মাস দুয়ের জন্য সেখানে থেকে সব বাঙ্গলা ভুলে গেছে। তোর অজবুক্ বাপ তোকে যদি একটা সিভিলিয়ান দেখে বে দিত, তা হ'লে আমার মতন তার স্কন্ধে চাপিয়া কত দেশ-বিদেশ দেখতিস্। বিলেতফেরত পুরুষগুলো পরিবারকে এ দেশে রাখ্‌তে বড় নারাজ। আমার গুণধর বলে, তুমি সেইখানেই আজীবন বাস কর, আমি কেবল মনের সাধে চিঠি লিখি। আহা ভাই রে! বিলেত কি সুন্দর! ক' বৎসর ছিলুম, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমি একেবারেই ছিলুম না। এই ক' বৎসর ভুলের ভেতর বাস ক'রে, আমার প্রাণটা যেন ভুলময় হয়ে গেছে। ভাই, আমার সঙ্গে বিলেত যাবি? সেখানে দুই দিন বাস করিলে, পোড়া ভারতের কথা আর মনেই থাকে না। বেশী আর কি বলিব সই, সোয়ামী ব'লে যে একটা জিনিষ আছে, এ-ও আমি এক দিন ভুলে গিছলুম। সেই দিন ভাগ্যে চিঠি পেয়েছিলুম?—

"তোর বিলেতের কাঁথায় অগুন" বলিয়াই নিরঞ্জন চিঠিখানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পড়িতে পড়িতে পত্রখানা উল্টাইয়া গেল। নিরঞ্জন দেখিলেন অপর, পৃষ্ঠায় একটি ছবি আঁকা। "আরে মর এ আবার কি!" বলিয়া তিনি আবার কুড়াইলেন। আবার সেই ছবির ধারের ধারের লেখাগুলা পড়িতে লাগিলেন। "এইটিই সেই প্রিয়তম বন্ধুর একমাত্র পুত্রের ছবি। ছবির সুখ্যাতি, আর সেই সঙ্গে এই গুণহীনা চিত্রকরীর গুণ-বাখ্যানা এর পর যত পারিস্ করিস্। এখন বল্ দেখি, এ ছেলে কি সুন্দর নয়? ভাই, আমার বিবেচনায় এই ছেলেই মিস বাগ্‌ভটের যোগ্য পাত্র। সে বরাবর বিলেতেই ছিল। এক লর্ডের মেয়ে তারে বে করতেও চেয়েছিল। কিন্তু তোর মেয়ের কবিতা প'ড়ে সে পাগল হয়েছে। বলে, তারে না পেলে আমি এক ডুব দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে যাব। সে যে ছেলে, তা সে করতে পারে। কিন্তু ভাই, পার হ'তে গিয়ে যদি আটলান্টিক কেবেলে (cable) আটকে যায়! তা হ'লে আমার প্রিয়তম বন্ধু পুত্রশোকে কি করবে! সে যে ভাবতে গেলে বুক ফেটে যায় ভাই! আমার অনুরোধ, কাননিকাকে ভারজিনিয়ামোহনের হাতে সমর্পণ কর্। তোর মেয়ে খুব সুখে থাকবে। বিলেতে থাকবার এমন সুবিধে আর পাবি না।

তোমারই চন্দ্রা কেলকার।

নিরঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই দুইখানা পত্রই অনলমুখে সমর্পণ করিবেন। এত বড় স্পর্দ্ধা, ক্ষুদ্রা জ্ঞানহীনা অবলা নারী আমাকে দাম্ভিক অজবুক বলে? নিরঞ্জন প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে, কিন্তু প্রাণটা তাঁহার কেমন এক রকম লইয়া গেল। রমণীকুলের জন্য নিরঞ্জন না করিয়াছেন কি? সেই রমণীই কিনা তাহাকে পরিণামে এই কটুরসাধার সার্টিফিকেট উপঢৌকন দিল। অথবা এই দুইটা পত্রলেখিকাই রমণীত্ব হারাইয়াছে। আশা আসিয়া তাহার প্রাণের ধার দিয়া বার দুই গুণগুণ করিয়া চলিয়া গেল। নিরঞ্জন ভাবিলেন, সকল নারীই কি এই দুইটার মত। দেখি দিখি আর একখানা পত্র খুলিয়া।

(৪র্থ পত্র)

আর কেন ভামিনি! এখনও কি তোর জ্ঞান জন্মিল না। কাননিকার দিকে যে আর চাওয়া যায় না! তোর বাপ বৃদ্ধ বয়সে মতি হারাইয়াছে বলিয়া কি তুইও সেই সঙ্গে পাগল হইলি। ক্ষুদ্র বালিকার চোখের উপর ঘটকালির ভার দিয়া তুই ও তোর অহঙ্কৃত পিতা নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। কন্যা কি ভবিষ্যতে সুখী হইবে মনে করিয়াছিস্! লাবণ্যময়ী ও আমার এক সঙ্গেই না বিবাহ হইয়াছিল? লাবণ্যময়ী ষোড়শী—পতি বাছিয়া লইল, আর আমি বালিকা—পিতৃহীনা, অভিভাবকহীনা, দয়াবান্ প্রতিবেশিগণের সাহায্যে পাত্রস্থা হইলাম। হায়! আমার সুখের একটিমাত্র কণাও যদি সে হতভাগিনী পাইত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহাকে আফিং খাইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইত না। আমার স্বামী বলেন, অনেক হতভাগ্য উন্নত মনে মনে অহিফেনের মাঠ পর্য্যন্ত গিলিয়া বসিয়া আছে। নিজেরাই পথপ্রদর্শক, কাজেই কাষ্ঠহাসির বাক্সের মধ্যে প্রাণটি পুরিয়া রাখিয়াছে, লাইসেন দিবার ভয়ে বাহির করে না। যাক্, আমি আর বলিয়া করিব

কি? তোরাও ত বুদ্ধির সাগর! দুই জনে পড়িয়া অমন শান্ত সরল রমণীচরণকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিস। তোর বাপ পণ্ডিত, তোর বাপ হাকিম, সে কত লোকের মাথা তোপে উড়াইয়া দিয়াছে। উপদেশ দিতে যাইয়া কি আমার মাথাটাও উড়িয়া যাইবে? আমার গুণধর স্বামী আমার শত দোষেও ত আমাকে ত্যাগ করিবে না। শেষে কন্ধকাটা মাগ লইয়া শেষ জীবনটা কি কাঁদিয়া কাটাইবে!—আমিও তার কান্না দেখিতে পারিব না, কাজেই আমাকেও চোখের জলে বুক ভাসাইতে হইবে। তোরে বড় ভাল বাসি বলিয়া এতগুলা কথা লিখিলাম। তোর সেই চাণক্য পণ্ডিত বাপকে আমার অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া বলিস্ যে, হরিদাসী বলিয়াছে,এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে তিনি যেন নিজে দেখিয়া কাননীর বর আনিয়া দেন। ভাই, আর লেখা হইল না, বৌমা রাগ করিয়া ছেলেটাকে আমার কাছে ফেলিয়া সংসারের কাজ দেখিতে গেল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
শ্রীমতী হরিদাসী দেবী।

গাল খাইয়া জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম নিরঞ্জনের প্রাণ জল হইয়া গেল। পাঠান্তে নিরঞ্জন এই তীব্র সমালোচিকার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মনে মনে বলিলেন, যে হৃদয় বিঁধিতে জানে, তার ভাষার আর তীব্রতা কোমলতা কি!—ইংরাজী বাঙ্গালা কি!—তাহা হইলে কাননিকার লেখায় সমস্ত বাঙ্গালার মুগ্ধ হওন বিচিত্র ত নয়! রাক্ষসি! তোর মাথা কাটি আর নাই কাটি, সেই পাপীয়সী দুটার মাথা কাটিব।

ভাল, কাননিকার বরকুলের মধ্যে পাত্র মিলে কি না, দেখা যাউক।

(৫ম পত্র)

প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে
সোনার চিবুকে হাত কে তুমি ব'সে?
নীথর নিরালা কোলে,
কে যেন দিয়াছে ফেলে
মুকুতা নিঝর কেন ঝরে উরসে?
প্রাণে কি করিছে খেলা
বল না গো এই বেলা?
সব সুখী তুমি কেন মুখ বিরসে?
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে?
রাঙা রাঙা মেঘগুলি ভাসে দু' পাশে।
সোনায় সোনায় খেলা সোনার দেশে।
কেউ আসে যায় চ'লে
কেউ গায়ে পড়ে ঢ'লে,
কেউ ঝ'রে ঝ'রে যায় কেশ-পরশে।
কেউ বা অলক ধ'রে,
কেউ দূরে মান ক'রে,
গলিয়া গলিয়া যায় নীলায় মিশে।
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে।
প্রভাতের সমীরের শীত-পরশে।
ওই ছোট পাখী-মণি শাখায় ব'সে।
মাথা নাড়ে, পাখা ঝাড়ে,
থাকে থাকে প্রাণ কাড়ে,
এ ডাল ও ডাল হ'তে সুধা বরষে।
সে যে কিছু বুঝে না গো,
সে যে কভু ভাবে না গো,
কোথা হ'তে কেন প্রাণে যাতনা আসে,
কেন তুমি ম্লান মুখে দূর আকাশে।
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে।
ঢলেছে অচল-কোলে নিশি আলসে।
হয়ে পাগলের পারা,
ডুবে গেছে যত তারা,
একা তোমা ফেলে গেছে পথের পাশে।
আর কেন এস সই,
এ হৃদয়ে তুলে লই
ব'সে মোর হৃদয়ের লুকান দেশে
পঞ্চমে তুলিয়া তান গাও বিভাষে।"

নিরঞ্জন একটি একটি করিয়া অক্ষর গণিয়া কবিতাটি পড়িলেন। দেখিলেন, আট তের, তের আট অক্ষর-কুসুমে মালা-গাঁথনি। ভাবিলেন, এ আবার কি ছন্দ! পয়ার ত্রিপদী চৌপদী এ সকল ত নয়ই, চম্পক, তোটক, তুণক নয়,আমোদিনী,আদরিণী, অমৃত লহরী, তাও নয়। তবে কি উন্মাদিনী? বাল্যকালে নিরঞ্জন ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন সেই সময় তাঁহাকে নানাবিধ ছন্দের লক্ষণ ও উদাহরণ মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। যত দিন না তাহার মনে বাঙ্গালার উপর ঘৃণা জন্মিয়াছিল, যত দিন তিনি দেশে ছিলেন, তত দিন সেইগুলি থাকিয়া থাকিয়া আবৃত্তি করিতেন। কবিতার দুই এক ছত্র পড়িতে না পড়িতে ক্রোধে তাহার মনের দ্বার খুলিয়া গেল, আর কবাট

লাগিল না। অসতর্ক নিরঞ্জনের মুখ হইতে যেন ছন্দ-বোধ-শব্দসাগর হুড়হুড় করিয়া বাহির হইতে লাগিল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, তবে কি উন্মাদিনী? কই একবার মিলাই দেখি!—

"বুক ফেটে রক্ত উঠে মরুক্ মরুক্ মরুক,
মুখে রক্ত উঠে মরুক।
এখনই ওলাউঠা ধরুক ধরুক ধরুক,
এসে ওলাউঠা ধরুক।"

না তাও ত নয়, এ যে কোনও ছত্রের অক্ষরের সঙ্গে মিলিল না!—তবে কি কুঞ্জলতিকা?—

"আর ত বাঁচি না প্রাণে বাপ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি গুমটের দাপ॥"

তাই বা হইল কই? তবে বুঝি প্রকারান্তর মালতী!—

"রমণীজনম আর কেহ যেন লয় না।
যদি লয় তবু যেন কুলবধূ হয় না॥"

আহা হা! হইল না! প্রথমটা তের, দ্বিতীয়টা আট হইলেই যে হইত রে! তা হ'লে নিশ্চয়ই মালতীলতা।

প্রিয়ে শুনলে ত শুনলে ত শুনলে!

তবে না কি মিলবে না! এই যে তের গো!—কিন্তু আট কই?

প্রিয়ে শুনলে ত শুনলে ত শুনলে!
হ্যাদে বটু পাপে পটু কত কটু বলছে।
কি বলছে কি বলছে?"

আট পাইয়া নিরঞ্জন উৎসাহে মালসাট মারিয়া আবার বলিলেন,

"অনাচারে একেবারে অহঙ্কারে জ্বলেছে,
ঐ জ্বলছে ঐ জ্বলছে ঐ জ্বলছে।"

যা—আবার গোল বাঁধিয়া গেল। আট আটা হইয়া সমস্ত অক্ষর জড়াইয়া ফেলিল। তখন কাজেই নিরঞ্জনের সকল আশা বিষাদিনী। মুখ হইতে বাহিরও হইল বিষাদিনী।

"প্রাণে আর সয় না
প্রাণে আর সয় না রে প্রাণে আর সয় না।
খোঁপা বেঁধে পেটো পেড়ে, চোপা ক'রে নত নেড়ে
ঠেকারে বাঁচে না আর গায়ে দিয়ে গয়না।"

যখন কিছুতেই মিলিল না, তখন ক্রোধোন্মত্ত নিরঞ্জনের মুখ হইতে শাসক ছন্দ বাহির হইল। তিনি ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বলিলেন,—

"কোথাকার কেটা তুই কোথাকার কেটা?
কি তোর বাপের নাম তুই কার বেটা।"

বলিয়াই শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। তখন কবিতার ভাব আসিয়া তাঁহার চোখের পলক চাপিয়া তাহার উপর একটা ছবি তুলিয়া ধরিল। নিরঞ্জন ঘুমাইতে ঘুমাইতে দেখিলেন, কে যেন সোনার চিবুকে হাত দিয়া প্রভাত-আকাশের হাসির ভিতর বসিয়া আছে। চোখে জল ঝরিতেছে, যেন এক একটি মুকুতা পৃথিবীর কমল-শোভনা সরসীর স্থির জলে টুপ টাপ করিয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে কে যেন আসিয়া সেই মুকুতা ধরিতে জলে ঝাঁপ দিল। এক হাতে কাগজ, আর এক হাতে লেখনী। সরোবরে জল, জলে কমল, কমলে মৃণাল, মৃণালে কণ্টক, আর মৃণালের কণ্টক গড়া বিধি—সকলে এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভাবুক কবিকে ধরিয়া রাখিল। কবি আর তাহাদের আদর ছাড়াইয়া উঠিতে পারিল না; জন্মের মত ডুবিল! পাখীর কি? সে পূর্ব্ববৎ গাছে বসিয়া পাখা নাড়িতেছে, আর গান গাহিতেছে। চাষার কি? সে হল কাঁদে যুগবাহী বলদকে শ্বশুর-কুলের বংশরক্ষকত্ব ভার দিয়া, দ্রুত চালাইয়া মাঠ পানে চলিতেছে। নলিনীর কি? সে প্রতিদিন যেমন সরসীর জলে মৃদু হিল্লোলে দুলে, আজিও তেমনই দুলিতেছে। কে জলমগ্ন কবির দুঃখ দেখিল? কে তোর জন্য নিজের কাজ বন্ধ দিল? তৃষাতুর পথিক সেই জল পান করিল, বালকে সাঁতার কাটিল, রমণী কলসী কলসী সতরঙ্গ জল তুলিল, তাহাতে পঞ্চাশৎ ব্যঞ্জন সমেত অন্ন রাঁধিল, গৃহস্থের পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত আস্বাদ সাথে বাদ যাইল না। এ সংসারে যে গেল, সেই গেল।

নিরঞ্জনও কবিকে জলের ভিতর বাস করিবার অনন্তকালের মত ভার দিয়া, আকাশপানে চাহিলেন। আর মনে মনে বলিলেন, "হে আকাশচারিণি, জল হইতে উনিশ গুণ ভারী সোনা! তোমাকে আমি মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই। কেন না, তুমি সেই একঘেয়ে জীবন-যন্ত্র-পরিচালক বাঙ্গালীর ভিতরে এক অভিনব নূতনত্ব দেখাইয়াছ। তুমি ঘর হইতে আফিস আর আফিস হইতে ঘর না করিয়া একেবারে মাটী ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছ।—তুমি কে? কত লোক তোমাকে দেখিয়া চলিতে চলিতে কূপে পড়িল, কত লোকে জহ্নুকন্যার কোমল কোলে ঝাঁপ খাইল। কত

লোকে ওই নীল সাগরের এ পারে বসিয়া – নীরব একেলা, শুধু চাহিয়া চাহিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত নীলাম্বুনিধিই না গড়িয়া ফেলিল! আর তুমি হে বাঞ্ছিতে, হে তৃপ্তিপ্রদে, নীল নীরদে ঠেশ দিয়া, আপনার মনে মাটী পানে চাহিয়া, সোনার চিবুকে হাত দিয়া, সকলকে কদলীবৃক্ষের সেই সাহেবপ্রিয় ফলটি দেখাইতেছ, আর কাঁদিতেছ! হে তন্বি, হে নীলনলিনাভনয়নে! তুমি কে? কেবল কাঁদিতেছ!—একবারও ভাবিতেছ না, ওই সংক্রামক ক্রন্দন-রোগে সমস্ত দেশটা অকালে কালগ্রাসে পড়িতে চলিল! একবারও ভাবিলে না, সহস্র নয়নের আকাঙ্ক্ষার টানে, তোমার ওই সজল-নীরদ-সেবিত দেশ কালে জলশূন্য হইয়া একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি হইয়া পড়িবে! একবারও ভাবিলে না, যেথানে একটা অশ্রুবিন্দুও মুহূর্ত্তের জন্য স্থির থাকতে পারে না, যেথানে সম্মিলিত দুইটি মাত্র জলদকণাও দেহভারে স্থানচ্যুত হয়, সেখানে—সেই শূন্যে হে তন্ময়ি, হে জল হইতে উনিশ গুণ ভারী সোনা, তুমি কেমন করিয়া থাকিবে। তুমি যেই হও, তুমি হে 'ইনি', তাহাতে সংশয় নাই। না হইলে তোমার পানে এত লোক চাহিবে কেন? তাই বলি, হে কিসলয়-কোমলে বরাভয়করি কুমারি, তুমি "সোনার তরী"তে চাপিয়া ওই সোনার সাগরের জল কাটিয়া, ঢেউগুলি দুই পাশে রাখিয়া, কাহাকেও কিছু বুঝিতে না দিয়া, সূর্য্য না উঠিতে উঠিতে, মানে মানে দ্বিসহস্র নয়নে শুধু আকাঙ্ক্ষা ঢালিয়া চলিয়া যাও!—কিন্তু একটি বার আমায় বলিয়া যাও, তুমি কে? আর বলিয়া যাও, কেমন করিয়া উপরে উঠিলে,—সন্তরণে, না সোপানে, না বেলুনে?

আকাশের সুন্দরী যেন নিরঞ্জনের কাতরতা আর দেখিতে পারিল না, তাই মাথা তুলিল, মৃদু হাসিল, আর তাহার স্বপ্নাবিষ্ট প্রাণকে আকুল করিয়া বলিল—"সন্তরণে।"

প্রশ্ন। সন্তরণে?

উত্তর। হাঁ সন্তরণে!

প্রশ্ন। সন্তরণে! কি বলিলি অসমসাহসিনি? পড়িয়া যাইবার ভয়ে আমি ছাদে উঠি না, আর তুই এত সুন্দর এত কোমল, কোন্ সাহসে দুইখানি বাহুবল্লীকে পাখা করিয়া, কঠিন সমীরণ ঠেলিয়া, তরতর করিয়া উপরে উঠিলি!—ওখান হইতে পড়িলে কি তুই বাঁচিবি?—ওখানে কেন উঠিয়া ছিলি?

উত্তর। তারা খুলে চুলে পরিবার জন্য আর চাঁদের হাসি ছিনাইয়া অষ্ট প্রহর চিবুক দুটিতে মাখিয়া রাখিবার জন্য।

প্রশ্ন। বটে বটে! তবে ত তুই বড় সৌখীন। তা হাঁ ভাই জলদজালিকে! এই দন্তহীন শক্তিহীন প্রবীণ লোকটিকে বিবাহ করিবি?

উত্তর। ক্ষতি কি।

প্রশ্ন। ক্ষতি কি! তবে কি এ তোর রহস্য নয়?

উত্তর। রহস্য করিব কেন, সত্যই আমি তোমাকে বিবাহ করিব! আমি দিন স্থির করিতে আসিয়াছি।

নিরঞ্জনের প্রাণটা স্বপ্নাবেশে যেন খোকা হইয়া গেল। যৌবনের স্মৃতিগুলা তাঁহার যুবজনযোগ্য প্রশস্ত হৃদয়-প্রান্তরে, এধার হইতে ওধার, ওধার হইতে সেধার গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। নিরঞ্জন পাশ ফিরিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, ডুকরিয়া কাঁদিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ফিরিল, দাঁত উঠিল, চর্ম্ম আঁটিল, চুল কাঁচিল। তাঁহার মনে নব নব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু আজীবন হাকিমি করিয়া, মিথ্যাসাক্ষীর জবানবন্দি শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার উন্নত হৃদয়-সৌধের মাথার উপর যে নরজাতির উপর অবিশ্বাসের চারা জন্মিয়াছিল, বয়োধর্ম্মে সে এখন আকাশভেদী হইয়াছে, সে ত আর অট্টালিকা ভূমিসাৎ না করিয়া পড়িবে না। নিরঞ্জন ভাবিল, যে ভীষণ পতনের ভয় না করিয়া আকাশে উঠিতে পারে, নারী হইয়া উপযাচিকা, পর-প্রেমের জন্য তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে বিশ্বাস কি? অবিশ্বাস-শার্দ্দূলগ্রস্ত নিরঞ্জন বলিলেন,—"সুন্দরি! তুমি কে?"

সুন্দরী। আমি।

নিরঞ্জন। আমি!—কে তুমি?

সুন্দরী। আমি আমি।

নিরঞ্জন। কি জ্বালা?—আমি কথার অর্থ কি?

সুন্দরী। অর্থ—আমি অস্মদ্ শব্দের উত্তম পুরুষের এক বচন!

অভিমানই নিরঞ্জনের এক মাত্র সম্বল। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, ধর্ম্ম, অর্থ, প্রেম—এ সকলের অস্তিত্বও বিসর্জন দিতে পারেন, যদি কেহ তার অভিমানের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে।

নিরঞ্জন বলিলেন—"উত্তম পুরুষের এক বচন আমি

জানি। কিন্তু এ জগতে উত্তম পুরুষ কই? সব অধম, সব পাষণ্ড, সব ভণ্ড, কিন্তু তুমি ত পুরুষ নও। সুন্দরী, তুমি যে নারী! তোমার এক বচনে আমি বিশ্বাস করি না। সত্য করিয়া বল তুমি কে?"

সুন্দরী। আমি মূর্ত্তিমতী বিষাদ।

সমীরণ অতি ধীরে ধীরে বীণার স্বর-মাখা এই "বিষাদ" কথাটি নিরঞ্জনের শ্রবণ-পথ দিয়া তন্দ্রার কাছে লইয়া চলিল। তার কোমল স্পর্শে তন্দ্রা ঘুমাইল! নিরঞ্জন চোখ মেলিয়া দেখিলেন,—কাননিকা। চোখ মুছিলেন। মুছিয়া দেখিলেন কাননিকা। আবার মুছিলেন। আবার দেখিলেন, কাননিকা। তখন মুখ ফিরাইয়া চারি ধারে চাহিলেন—দেখিলেন, কাননিকার পত্রিকা।

অনামিকা

কাননিকা নিরঞ্জনকে নিদ্রোত্থিত দেখিয়া একটু মধুর স্বর কণ্ঠ-ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া বলিল, "দাদা আহারের সমস্ত উদ্যোগ। চাকরেরা আপনাকে ঘুমাইতে দেখিয়া উঠাইতে সাহস করে নাই। মা, মাসী ইহারাও ডাকিয়া ডাকিয়া হার মানিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাই আমি ঘুম ভাঙাইতে আসিয়াছি। এমন অসময়ে ঘুমাইলে কেন দাদা?

নিরঞ্জন নিদ্রা-জনয়িত্রী পত্রিকার কথা উল্লেখ করিলেন না। বলিলেন, "চল্ যাই! কিন্তু—"

কাননিকা। কিন্তু বলিয়া থামিলে কেন?

নিরঞ্জন। কিছু নয়, চল্ যাই।

কাননিকা। না দাদা, তুমি যেন কিছু বলিতেছিলে।

নিরঞ্জন। কিছু নয়—চল্—বেলা হইয়া গেল।

কাননিকা। নিশ্চয়ই কিছু।

নিরঞ্জন। কখনই না।

কাননিকা। অতি অবশ্যই কিছু। কিন্তুর পূর্ব্বের ক্রিয়া সমাপিকা হয় না।

নিরঞ্জন। ওরে আমার ক্ষুধায় পেট জলিতেছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। তোর ক্রিয়ার হউক না হউক, এখনই আমার প্রাণের সমাপিকা হইবে। কাননিকা দাদার হাত ধরিল। দাদা দেখিলেন—সর্ব্বনাশী কানি বুঝি আবার বায়না ধরে। তাহা হইলেই ত দেখিতেছি ব্যাপার বিষম হইল! "কিন্তু আমার ক্ষুধা নাই"—সেই কথাটি বলিতে যাইতেছিলেন। "কিন্তুর পর এত বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গেল। এখন ক্ষুধা নাই বলিলে কি আর বালিকা বিশ্বাস করিবে!—তাই যে কোন প্রকারে হউক বালিকাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—"কিন্তু একটি কথা না বলিলে, আমি কিছুই আহার করিব না।"

কাননিকা। কি কথা বল!

নিরঞ্জন। তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

কাননিকা। আকাশে—বলিয়াই কাননিকা হাসিয়া ফেলিল! সে এতক্ষণ যে ঘুমন্ত দাদার সঙ্গে কথা কহিতেছিল!

জাগ্রত দাদার কিন্তু মুখ গম্ভীর হইল।—স্বপ্নদৃষ্ট ছবিটে যেন আবার তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল! সে ছবির সঙ্গে কাননিকার সম্বন্ধ কি?—নিরঞ্জন দেখিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতিকা ছবি কাননিকার সৌন্দর্য্যটুকু অবিকল নকল করিয়াছে। সেই মুখ, সেই নাক, সেই কপোলস্পর্শী অলকগুচ্ছ, সেই নিতম্ববিলম্বী কুন্তলভার সেই হৃদয়দেশে আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে রাষ্টবিপ্লবকারিণী চিবুকরঞ্জিনী হাসি! নিরঞ্জন ভাবিলেন, এখনও কি আমার স্বপ্ন? অথবা সে সময়ই আমি জাগ্রত!—তখন সমস্ত সংসার তাহার চোখে স্বপ্নময় ঠেকিল। সেই চক্ষে—সেই স্বপ্নজালাবৃত নয়নতারকায় স্বপ্নময়ীর একটা ফটো উঠিল। সমীরণে ভাসমানা ছায়াময়ী স্বপ্নময়ীর গায়ে লাগিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। যেন মালতী মাধবী জড়াইল। "দূর ছাই, আর আমি এখানে থাকিব না।" বলিয়াই নিরঞ্জন মুখ ফিরাইলেন। কাননিকার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন—"তুই কি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলি?"

কাননিকা। তোমার কি বিশ্বাস হয়?

নিরঞ্জন। হাঁ কাননি!—

কাননিকা। কি—

নিরঞ্জন। দেখ কাননি।

কাননিকা। কি দেখব?

নিরঞ্জন। শোন্ কাননি দিদিমণি।

কাননিকা। কি শুনব?

"না কিছু নয়" বলিয়া নিরঞ্জন চলিলেন। কাননিকা দাদার মনোভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া কিছুক্ষণ গমনোন্মুখ দাদাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল,

দাদা ভোজনগৃহে না গিয়া অন্যত্র চলিল্। তখন জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা যাও ?"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন না। আপনার মনেই চলিলেন। কাননিকা বিস্মিতা। দাদার ভাব দেখিয়া সে বড় একটা কিছু বুঝিতে পারিল না। মুখ তার কাঁদ কাঁদ হইল, চোখ দুটি ছল ছল করিল, কণ্ঠ বাষ্প-গদ-গদ হইল—কথা কহিতে কহিতে পারিল না। তখন আপনার মনে অন্য দিকে চলিয়া বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল।

নিম্নে চাহিয়া দেখিল, দাদা ভৃত্য বটুকভৈরবকে মারিতেছে। ভৃত্য কপালে করাঘাত করিতেছে আর আকাশ দেখাইতেছে।

নিরঞ্জন বরাবর বহির্ব্বাটীতে আসিয়াছিলেন! আসিয়া দেখিলেন বটুকভৈরব আপনার মনে একটি থামের ধারে বসিয়া মাথা নাড়িতেছে। আর বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছে। নিরঞ্জন নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। বটুকভৈরব নিরঞ্জনের শ্বশুরের আমলের চাকর। সে ভামিনীর মা! ভামিনী ও ভামিনীর মেয়ে,—এই তিন পুরুষকে মানুষ করিয়াছে। এখন সেই মেয়ের একটি মেয়ে মানুষ করিবার আশায় বসিয়া আছে। মরিয়া সুখ পাইবে না বলিয়া বৃদ্ধ বটুক মরিতে পারিতেছে না! এক-ক্রমে চারি কুড়ি বৎসর অতিক্রম করিয়াও বৃদ্ধ কান-নিকার কন্যা দেখিবার প্রত্যাশায় আজও পর্য্যন্ত তিন জনের ভাত খায়। কিন্তু এত করিয়াও বুঝি তাহার আশা পূরিল না। বৃদ্ধের বুঝি শেষে স্বর্গে বাতি দেওয়া দেখা হইল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, নাতিনীর নাতিনী দেখিতে পাইলেই, তাহার জন্য স্বর্গ হইতে পুষ্পক রথ আসিবে। বৃদ্ধ তাহাতে চাপিয়া কলি-কাতার গ্যাসের আলোর মত, স্বর্গে যাইবার পথে কেবল চারি ধারে সারি সারি বাতির আলো দেখিবে। কিন্তু তাহা আর হইল কই ? কাল যে বৃদ্ধ কেবল মাত্র দুই জনের অন্ন খাইয়াছে। তাহার কমিলে আর কেমন করিয়া বাঁচিবে!

সেনকুলের মঙ্গলার্থী বটুকের উপর এ শত্রুতা কে সাধিল ? আর কে ?—সে নিরঞ্জন। কোথা হইতে সর্ব্বনেশে নিরঞ্জন আসিয়া এমন সোনার বাড়ীতে আগুণ লাগাইল। মেয়েগুলাকে নির্ল্লজ্জা করিল, তাহারা ঘোমটা ছাড়িল, গাউন ধরিল। জামাইগুলা সলজ্জ হইল, কান মলিল, আর যার যেখানে দুচোক যায়, চলিয়া গেল। কিন্তু হায়! এ আবার কি রকম হইল! সোনার চাঁপা পূজায় লাগিল না, ঘরে পড়িয়া শুকাইল! 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়!'—নিরঞ্জন করিলে কি ? মনের দুঃখে মেয়েটা কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কয় না। তাহার কাছে আর আসে না। আসে ত বসে না, বসে ত হাসে না। বটু-দাদা বলিয়া ডাকে না, কেবল আকাশ পানে চাহিয়া থাকে, আর কাগজে কি হিজি বিজি লেখে। নিরঞ্জন তোমার মনে এই ছিল!

বটুকভৈরব বসিয়া বসিয়া মাথা নাড়িতেছিল, আর কেবল নিরঞ্জনকে গালি পাড়িতেছিল। নিরঞ্জন পশ্চাৎ হইতে তার দুই একটি বাক্য শুনিলেন, আর জলিলেন। কিন্তু বহুকালের চাকর বলিয়া তাহাকে কিছুই না বলিয়া কেবল কাছে গিয়া তাহার পৃষ্ঠে একটি ঠেলা দিলেন। বলিলেন, "বুড়া কি বলিতে-ছিস্ ?"

বটুক মুখ ফিরাইয়া দেখিল—নিরঞ্জন। দেখিবা-মাত্রই, তাহার সকল দুঃখ একেবারে জাগিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিল আকাশ দেখাইয়া বলিল, "অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছি, আর মরণ-কামনা করিতেছি।"

মিথ্যা কথায় নিরঞ্জনের ক্রোধ-সাগরে বাণ ডাকিল। বলিলেন—"রে পাষণ্ড বটা, আমি আজ চল্লিশ বৎসর কাল মানুষের জবানবন্দি লইয়া আসিতেছি, তুই আমাকে মিথ্যা বলিয়া পার পাইবি! এই বলিয়াই যাহা কখন করেন নাই, তাই করিলেন। তাঁহার কাছে রামা দামা হরে শঙ্করা চাকরেরা প্রহার খাইয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ বটুক একটি ক্রোধের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পায় নাই। তিনি জীবনে আজ প্রথম বটুককে প্রহার করিলেন!

আজ মানবচরিত্রের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে একেবারেই ভাবিল, তার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। নিজের জন্য তার কোনও দুঃখ ছিল না, দুঃখ হইল মনিবের জন্য। তাই মনিবের মুখপানে চাহিয়া একটিও কথা না কহিয়া, আবার কপালে করাঘাত করিল, আর আকাশ দেখাইল। মনে মনে যেন বলিল, "ভগবান্! মনিবকে শেষকালে পাগল করিলে!"

কাননিকা উপর হইতে দাদার আচরণ দেখিয়া, ছুটিয়া বাড়ীতে বলিতে গেল। বটুকভৈরব ধাবমানা বালিকাকে দেখিয়া বুঝিল, মেয়েটাও বুঝি ভাবিয়া

ভাবিয়া পাগল হইল! বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"কানু! ভয় নাই, ভাবিস্ না, আমি নিজে তোর পাত্র আনিয়া দিতেছি। তোর দাদার বুদ্ধি-লোপ হইয়াছে।" কাননিকা ভাল শুনিতে পাইল না। মনে করিল, বটুক বুঝি প্রহারযাতনায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। প্রত্যুত্তরে বলিল—"ভয় নাই! আমি দাদার মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্য জল আনিতেছি!"

নিরঞ্জন এ সকল কথায় কান দিলেন না! বজ্র-গম্ভীরনাদে বটুককে বলিলেন—"যা—বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা। অসভ্য মূর্খ নীচ, আদর পাইয়া মাথায় উঠিয়াছিস্! জানিস্, এখনই আমি তোরে জেল খাটাইতে পারি। তুই আমার খাইয়া আমাকেই গালাগালি দিতেছিস!"

বটুকও তেজস্বী। সে আজীবন প্রভুপরিবারের জন্য প্রাণ ঢালিয়া আসিতেছে। সে দুই একটা তীব্র কথায় আত্মহারা হইবে কেন?—সেও উত্তর দিল,—"হইয়াছে কি—আরও গালি দিব। যতই কানু বড় হইবে, আমার গালাগালের মাত্রা ততই চড়িবে।"

নিরঞ্জন বটুককে প্রহার করিয়া কিছু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। এখনও আবার তেজোগর্ভ প্রত্যুত্তর শুনিয়া ও বৃদ্ধের মনোগত ভাব কতক কতক বুঝিয়া নরম হইয়া গেলেন। বলিলেন—"আমি যদি কাননির বিবাহ না দিই?"

বটুক। কেন দিবে না। তুমি বাবু বিবাহ করিয়াছ কেন?

নিরঞ্জন। সে আমি ভাল বুঝিয়াছি, করিয়াছি। ভাল বুঝিয়াছি, কাননিকাকে কুমারী রাখিয়াছি। হতভাগা মূর্খ, চুপ রহ। আর যদি কথা কস্ তা হইলে একেবারে ফাঁসী-কাটে লট্‌কাইয়া দিব।

নিরঞ্জন আর দাঁড়াইলেন না।—কেবল যাইতে যাইতে একবার মাত্র ফিরিয়া বটুককে বলিলেন, "খবরদার।"

নিরঞ্জনের মস্তিষ্ক-বিকার সম্বন্ধে বটুকের আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

নিরঞ্জন চলিতে চলিতে আবার ফিরিলেন। দেখিলেন, বটুক আবার বসিয়া গালে হাত দিয়াছে। তবে ত নিশ্চয় সে আবার তাঁহাকে গালাগালি দিবার গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজিতেছে! তা হইলে ত রীতিমত শিক্ষা দেওয়া চাই-ই চাই! কিন্তু এবারে আর প্রহার কিম্বা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের আদেশ মত কার্য্যে বৃদ্ধ ভৃত্যকে শিক্ষা দেওয়া নয়। এবারে সদুপদেশ দানে তাহার অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন দুর্ব্বল বুদ্ধিকে সবল করিতে হইবে। নিরঞ্জন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আবার বটুকের কাছে আসিতে লাগিলেন। বটুক বুঝিল, এবারেও তাহার অদৃষ্টে প্রহার আছে। সে পিঠ পাতিয়া মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

নিরঞ্জন নিকটে আসিয়া ব্যাকরণ-শুদ্ধ গালাগালির সাহায্যে প্রথমে তাহার মুখ তুলিবার চেষ্টা করিলেন।—"ওরে যৌবন-সীমার পারগামী হতভাগ্য বটা!"—বটা মুখ তুলিল না। "ওরে লোলাঙ্গ, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, শুভাশুভ অবধারণে অক্ষম বটা!"—বটা হাঁটুর ভিতরে মুখ লুকাইল। "ওরে পাষণ্ড, নির্ম্মম, একগুঁয়ে, অপদার্থ, অচেতন, অনর্থকারণ বটা!" বটা মুখ থুবড়িয়া শুইয়া পড়িল। তখন নিরুপায় হইয়া নিরঞ্জন, তাহার পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে হাতটি রাখিলেন, মুখ নামাইয়া তাহার মুখটির কাছে লইয়া বলিলেন—"দেখ বটু!" বটু চক্ষু মুদিল। "দেখ প্রভুর মঙ্গলানুধ্যায়ী, কাননিকার তিন পুরুষের শরীর-রক্ষী, কিন্তু বিনাপরাধদণ্ডিত, সুতরাং লজ্জায় অর্দ্ধমৃত বটুক-ভৈরব! আমাকে ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়া ক্রোধের বশে তোমাকে প্রহার করিয়াছি। তুমি ক্ষমা কর। ক্ষমা করিয়া বল, বালিকাবয়সে বিবাহ দিয়া কি কাননিকার জীবনটা অশান্তিময় করিয়া তুলিব!" বটুকভৈরবের চক্ষু কপালে উঠিল।

"বাল্যবিবাহে ভারতবর্ষ ছারে খারে গিয়াছে ও যাইতেছে। বাল্যবিবাহে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়াছে, লঙ্কায় বানরের উৎপাত হইয়াছে। বাল্যবিবাহে দেশ দরিদ্র হইতেছে। বৎসর বৎসর বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, বৎসর বৎসর অনাবৃষ্টিতে শস্যশ্যামল বসুন্ধরা জ্বলিয়া ছাই হইতেছে, বৎসর বৎসর স্বর্ণ-গর্ভা ভারতের শস্য বিদেশে রপ্তানী হইতেছে।" বটুকের গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল।

নিরঞ্জনের সুর ক্রমে তারা উদারা মুদারায়—গ্রামে গ্রামে উঠা নামা করিতে লাগিল। "শোন্ বটুক-ভৈরব! বিশেষ প্রয়োজন না দেখিলে, সহজে আমি কাননিকার বিবাহ দিতেছি না।" বটুকের শিব-চক্ষু হইল।

"কাননিকা শুদ্ধ আকাশে উঠিয়াছে। আকাশে ত আজকাল অনেকে উঠিতেছে! কিন্তু সেখানে থাকিবার স্থান কই? কত লোকে যে বেলুনে করিয়া

উপরে উঠিল, থাকিতে পারিল কি? নামিতে হইল। প্যারাশুট ধরিয়া পাখী হইল, কিন্তু সুড় সুড় করিয়া সকলকেই নামিতে হইল। তবে যে দিন কাননিকা তারা হইয়া নীলাকাশে চাঁদের পাশে ঘর বাঁধিবে, আর সেখানে মৌরসী বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে দেখিয়া হাসিবে, সেই দিন তাকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া নামাইয়া আনিব। নতুবা তাহার কখনই বিবাহ দিব না। বালিকাবয়সে বিবাহ দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ,—তার দেশের সর্ব্বনাশ করিব না। ভয়? কিন্তু কারে ভয়—হিন্দুসমাজকে? সমাজ ত এখন বেতবন। তাহার ভিতর বড় বড় বাঘ লুকাইয়া আছে, গায়ে কেবল কাঁটা। কিন্তু যে দিকে নোয়াইবে, সেই দিকে নুইবে, যে দিকে ফিরাইবে, সেই দিকে ফিরিবে। তবে কাননিকে কুমারী রাখিতে ভয় করিব কেন? ভাই বটুকবৈরব!"—বটুক তিনটি থাপি থাইল।

তবু নিরঞ্জন তাহাকে উপদেশ দিতে ছাড়িলেন না। "বালিকার এখনও যে তরল প্রাণ। সে প্রাণের একটাও বাঁধা ভাব নাই, স্থিরতা নাই। সে কি করিতেছে, নিজেই জানে না। হাসিতে হয় হাসে, কাঁদিতে হয় কাঁদে, অভিমান করিতে হয়, অভিমান করে, লোকের পানে চাহিতে হয়, চাহিয়া থাকে। তাহাকে বিবাহ করিতে বলিলে বিবাহ করিবে।"

পশ্চাৎ হইতে মাথার উপর হুড় হুড় করিয়া জল পড়িল। সম্মুখে বটুকভৈরব মরিয়া আড়ষ্ট হইল। নিরঞ্জন তবু ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বলিলেন, "বিবাহ করিতে বলিলে তখনই বিবাহ করিবে! কিন্তু কেন বিবাহ করিবে, কারে বিবাহ করিবে, কত দিনের জন্য বিবাহ করিবে, জানিবে কি? ভাই রে, কাননি যে আজ আমাকেই বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। বিবাহ ব্যাপ্যারটা কি জানিলে কি সে আর আমাকে অমন কথা কহিতে পারিত! আহা! সে যে সরলা বালিকা, কোমল কলিকা, তাহাকে এখনও না খাওয়াইয়া দিলে সে যে খাইতে পারে না রে বটুকভৈরব!"

পশ্চাৎ হইতে কাননিকা তার হাত ধরিল। বলিল, "দাদা! খাইবে চল।" নিরঞ্জন ফিরিলেন! দেখিলেন, পাটে পাটে পাড়ে পাড়ে ঘেরা-কাপড়-পরা, মাথায় আলবার্টকাটা চুলফেরা, মুখে-হাসিভরা, পায়ে-বুট, গায়ে-সুট, কিন্তু কক্ষে কলসী- আহা আহা কি সুন্দর, কবির চোখের রাঙা ছবি কাননী। নিরঞ্জন তখন দেখিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গে সুধাময় জল ঝরিতেছে। বলিলেন, "এ কি ভাব দিদিমণি?"

কাননিকা। আর এ কি ভাব। কার সঙ্গে কথা কহিতেছ? সে কি আর আছে? দাদা সর্ব্বনাশ করিলে,—বক্তৃতাস্ত্রে আমার বটুকভৈরব দাদাকে মারিয়া ফেলিলে!

নিরঞ্জন। কি, বটুক মরিয়া গেল! হাঁরে বটুক তুই মরিলি!

বটুক নাসিকা কুঞ্চিত করিল, কিন্তু উত্তর করিল না।

নিরঞ্জন এইবারে বটুককে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, বটুক! কি অপরাধে তুই মরিলি! বটুক তথাপি কথা কহিল না। তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, সে পড়িয়া গড়াইয়া গেল।

কাননিকা দাদাকে অপ্রকৃতিস্থ বুঝিয়া, তাঁহাকে লইয়া চলিল! লইয়া স্নান করাইয়া, গা মুছাইয়া, বেশপরিবর্ত্তন করাইয়া, কাছে বসিয়া আহার করাইল।

ক্রমে বটুকভৈরবের মৃত্যুসংবাদ বাড়ীর মধ্যে প্রচারিত হইল। ভামিনী ও তাহার ভগিনীগণ বটুকভৈরবের জন্য কাঁদিল। সহসা মধ্যাহ্ন-গগন কাঁপাইয়া দূরের সঙ্গীতের ঢেউ উঠিল—

মিছা এ রোদন বাছা, মিছা এ রোদন।
মরণ ত নয় ও যে জীবনধারণ!
জন্মে জন্মে কতবার এসেছ ধরণী!
তোমরা ত জাননাক, আমি সব জানি!
ওই যে পড়িয়া আছে বটুকভৈরব,—
হয় ত আছিল এক কুলের গৌরব!
হয় ত তাহার ছিল গোলা-পোরা ধান,
হয় ত তাহার ছিল প্রাণ-ভরা গান;
হয় ত সে পরজন্মে হয়ে যাবে হাতী,
ঘুরিবে সে বনে বনে মদগন্ধে মাতি।
হয় ত তাহার পর হবে জমীদার;
হয় ত জন্মিবে প্রাণে ভালবাসা তার;
কানুর মতন এক কুমারী তখন,
হয় ত করিতে পারে তাহারে বরণ;
যেই সেই কুমারীকে বিবাহ করিবে,
অমনি আনন্দরোলে আকাশ পূরিবে।
ওই দেখ হাসে তারা, ওই হাসে রবি;
ওই দেখ হাসিতেছে প্রকৃতির ছবি;
মেঘ হাসে, শিশু হাসে, আর হাসে শশী;
শুধু কাঁদে কাননীর মা আর মাসী!

সেই সঙ্গীত শুনিবামাত্র কাননিকার ভাবাবেশ হইল। ভাবাবেশে কাননী গাহিল—

মধুঋতু রজনী দূরত সঙ্গীত
আনল সমীরণ মন্দ।
কানু আশোয়াসে চপল মনোভব
মনহি বিথারল দ্বন্দ্ব॥
সজনি পুন যাই সম্বাদহ কান।
কালিন্দীকূলে অবহুঁ বিরহানলে
তেজব দগধ পরাণ॥

সকলেই চমকি চাহিল। কিন্তু বাতাস ভারী হইয়া তাহাদের চোক চাপিয়া ধরিল। দূরের সঙ্গীত সময় বুঝিয়া ইঙ্গিত করিল—

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনি
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহলো বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া।

নিরঞ্জন এই ফাঁকে আসিয়া কাননির মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—

অনেকবক্ত্রনয়নামনেকাদ্ভুতদর্শনাম্।
অনেকদিব্যাভরণাং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধাম্॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ীং দেবীমনন্তাং বিশ্বতোমুখীম্॥

তখন তাহার মুখে বাগ্দেবী আসিয়া বসিল। সেই মুখ হইতে মুখাধিকারীর অজ্ঞাতসারে বাহির হইল;—

সোনার নাতিনী এমন যে কেনি
হইলি বাউরী পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা।

অপরাহ্ণে মুর্দ্দাফরাস আসিল। বটুকের দেহ মাথায় করিয়া কলুটোলায় লইয়া যাইতে দেখিল, বটুক নাই! তাহার পরিবর্ত্তে মৃত্তিকাশয্যায় মটুক শুইয়া আছে। সে হাত নাড়িতেছে, পা ছুড়িতেছে, আর আঃ উঃ করিতেছে। বটুক ভূত হইয়াছে, মনে করিয়া ডোমেরা হৈ চৈ করিয়া উঠিল। তখন মটুক উঠিয়া তাহাদের প্রহার করিতে লাগিল। ডোমেরা পলাইল। সকলে সন্ধান করিতে গিয়া জানিল, নিরঞ্জনের বক্তৃতার প্রহারে বটুকের বারো আনা বয়স উড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বটুক এক দিনে যুবা মটুক হইয়াছে। নিরঞ্জন তাহা দেখিয়া নিজের শক্তিতে নিজেই মুগ্ধ হইলেন ও আপনাকে বিশ্বকর্ম্মা মনে করিলেন। মনের উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন,—"থাক্, মটুক থাক্।" কন্যাগণ বলিল—"থাক্, মটুক থাক্" সন্ধ্যায় ডাক্তার আসিয়া কাননিকার হাত দেখিয়া বলিলেন—"কাননিকার একটা অসুখ হইয়াছে। সে অসুখের জন্য তাহার কিছুমাত্র সুখ নাই।" সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিল—"বটুক যদি মরিয়া মটুক হইল, তবে কাননীর অসুখে সুখ হইল না কেন? এ অসুখের নাম কি?" ডাক্তার বলিলেন, "অনামিকা।"

অভিসারিকা।

রজনীর প্রথম প্রহর বহিয়া গেল। কৃষ্ণা-তৃতীয়ার চাঁদ ধীরে ধীরে আঁধার আবরণ ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। হিমশীকরবাহী সমীরণ ছোট ছোট শ্বেত কুসুমের স্তবক চারি ধারে উড়াইল। তাহারা চাঁদ ধরিতে নীলসাগরে সাঁতার দিয়া ছুটিয়াছে। কিন্তু চাঁদ ত ধরা দেয় না। তাহারা যে দিকে যায়, চাঁদ যে তার বিপরীত দিকে সাঁতার দেয়। শেষে লীলারঙ্গে মাতিয়া তাহারা কখন বা একটি একটি তারা ধরিয়া মাথায় পরিল। কখনও বা আপনা আপনি জড়াইল। কেহ বালিকাবেশে অন্য বালিকার চিবুক ধরিল। কেহ মানিনী সাজিয়া আনতমুখী—সখীর প্রবোধবচনে মুখ ফিরাইয়া অতি রাগে বাঘিনী হইল। সখীও তখন ফিরিয়া ফিরিয়া উপেক্ষিত সাকাঙ্ক্ষ নায়কের পাশে গিয়া দুঃখের কথা জানাইল। মধু অভাবে গুড়ং—এই ন্যায়সূত্রাবলম্বী নায়ক-নায়িকার আশা ছাড়িয়া সখীর সহিত মিলিল। কেহ মালা সাজিয়া উড়িয়া উড়িয়া একটা বানরের গলায় জড়াইল। বানর দুই এক বার তাকে সোহাগ করিয়া পরিল, তার পর দাঁতে ছিঁড়িল। ছিন্ন, দলিত ফুলরাশি ঝরিয়া ঝরিয়া মনের দুঃখে মিলাইল।

রজনী সুন্দরী। চাঁদের শোভায় চন্দ্রিকাবিধৌত অট্টালিকার অস্পষ্ট কিন্তু সুন্দর আভায় রজনী লাবণ্যময়ী। শশিকর কোমলস্পর্শে নিদ্রালসা বিরলতারকায় ত্যক্তাভরণা রজনী চাঁদ-গরবিনী! ফুলে ফুলে সমীর-সঞ্চারে, স্নিগ্ধ নীলাম্বরে শতদল শুভ্র জলদখণ্ডের ইতস্ততঃ সঞ্চরণে রজনী লীলাময়ী।

এমন রজনীতে নিরঞ্জনের নিদ্রা নাই। চিন্তাভারে

আক্রান্ত নিরঞ্জনের চোখ হইতে তাহার "বোধকলুষা দয়িতার" ন্যায় নিদ্রা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। তিনি পলক দিয়া নিদ্রাকে চাপিয়া ধরিবেন স্থির করিলেন, তবুও নিদ্রা ধরা দিল না। রাশি রাশি চিন্তা ঘৃতধারার মত তাঁহার জালাময় হৃদয়ে ঝরিল! হৃদয় সহস্র গুণ জ্বলিল। তিনি বারকতক শয্যায় এ পাশ ও পাশ করিলেন! কিন্তু শয্যা তাঁহাকে রাখিতে চাহিল না। সহস্র সহস্র কন্টক প্রসব করিয়া নিরঞ্জনকে বিঁধিতে লাগিল। নিরঞ্জন শয্যা ছাড়িয়া চেয়ারে বসিলেন। টেবিলে আলো জ্বলিতেছিল। একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পাঠ করিয়া বুঝিলেন, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়াছে। যে দুই পাতা তিনি পড়িয়াছেন, তাহাতে অক্ষর নাই। তখন পুস্তক রাখিয়া, মাথায় হাত দিয়া, আলোর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

একটা প্রজাপতি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া নিরঞ্জনের হাতের উপর পড়িল। সেখানে কিয়ৎক্ষণ নিশ্চল রহিয়া একমনে যেন কি ভাবিতে লাগিল। তার পর সেখান হইতে দীপশিখায় আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্য লণ্ঠনের চারিধারে ঘুরিল। দীপের চারিধারে দুর্ভেদ্য কাচের আবরণ। ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজাপতির সাধ্য কি, তাহা ভেদ করিয়া দীপের অঙ্গস্পর্শ করে। তবুও নিরস্ত হইল না। সে কাচ ভাঙ্গিবার জন্য ক্ষুদ্র বলটুকু সেই ক্ষুদ্র দেহের প্রতি অঙ্গে বাঁধিয়া কাচের উপর পড়িল। কাচের কিছু হইল না, কিন্তু তাহার একটি সূত্রোপম চরণ ভাঙ্গিয়া গেল।

নিরঞ্জন বসিয়া বসিয়া নিশাচরীর এই অসীমসাহস নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি হাত দিয়া ধীরে ধীরে তারে সরাইয়া দিলেন। প্রজাপতি সরিল না! সে আবার ফিরিল। কাচের উপর উঠিল, লণ্ঠনে প্রবেশ করিবার পথ খুঁজিতে চারিধারে ঘুরিল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, হইল কি? অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্ব্বল, কিন্তু কেবল-সুন্দর প্রজাপতির আজ হইল কি! সকলের প্রিয় প্রজাপতি! প্রকৃতির সাত রাজার ধন মাণিক রতন! তোর প্রাণে এমন বৈরাগ্য আসিল কেন? কবি অক্ষরে, বিলাসী আলপিনে, শিল্পী তুলিতে গাঁথিবার জন্য পাগল। ওই অতটুকু অঙ্গ—রামধনু ছাঁকিয়া প্রকৃতি সুন্দরী নির্জনে বসিয়া তোর যে অঙ্গে রঙ ফলাইয়াছে—সেই অঙ্গ আগুনে সঁপিতে কেন প্রজাপতি, তুই উন্মাদের মত ঘুরিতেছিস্? রবি ছায়া মাখিয়া তোর গায়ে কিরণ দেয়, পাছে তোর সোনার অঙ্গ গলিয়া যায়! সমীরণ ভয়ে ভয়ে নাচায়, পাছে রামধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে আঁকা পুষ্পরেণু মাখা পাখা দু'খানি জোর বাতাসে ভাঙ্গিয়া যায়! ফুল তোরে দেখিলে দুলে। সমীরসঞ্চারী জীবন কুসুম! সে যে তোরে দেখিলে, তার যথাসর্ব্বস্ব বিনা মূল্যে তোর পায় ঢালিয়া দেয়! তোর মত উড়িতে পায় না, তাই না সে তোর অদর্শনে সকল হাসি সকল সাধ পবন-সাগরে ঢালিয়া মলিন হইয়া লতাবাঁধনেই ঝরিয়া যায়। সরসী তোরে দেখিলে তরঙ্গকর দোলাইয়া দোলাইয়া ধরিতে আসে। তার হৃদয়শোভাকরী মৃণালিনী পাতায় যে তোরে ঢাকিয়া রাখে, আকাশের মুখ যে দেখিতে দেয় না। নিশায় তোরে পায় না, তাই না সে মনের দুঃখে কমলিনীর মুখ খুলিতে দেয় না। এমন তুই—সবার আদরের প্রজাপতি—তুই আগুনের মুখে মরিতে আসিলি কেন? তোর যদি মরিবার এত সাধ, তবে এ সংসারে আমরা কি করিব—কার মুখ দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিব? তোরও যদি সুখ নাই, তবে এ সংসারে সুখ কোথায়?

প্রজাপতি বৃদ্ধের কথায় কান দিল না—আপন মনেই ঘুরিতে লাগিল। নিরঞ্জন তখন তাহাকে ধরিলেন, আর লণ্ঠন খুলিয়া "তবে মর!" বলিয়া দীপশিখায় সমর্পণ করিলেন। তার মরিবার সাধ মিটাইলেন।—তার পর বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, চাঁদ। দেখিলেন, তার পাশে অনন্ত আকাশ। আকাশের গায় নক্ষত্র, নক্ষত্রের পাশে আবার আকাশ। আর দেখিলেন, চাঁদের পাশে, তারার পাশে, নীল আকাশে ভাসমান অসংখ্য ক্ষুদ্র জলদখণ্ড দেখিয়া নিরঞ্জনের তৃপ্তি হইল না। এ নিশায় নিরঞ্জনের জাগিয়া লাভ কি! সে কেন জাগিবে, যে আজীবন অন্ধনয়নে দিবারাত্রি সমান দেখিয়া কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। সে জাগুক—আজ প্রথম যার চোখ ফুটিয়াছে। সে কেন জাগিবে,—আজীবন প্রবাসে কাল কাটাইয়া জীবন-মরণকে যে সমান করিয়াছে। সে জাগুক—যে বহুদিনব্যাপী বিরহের পর আজ সর্ব্বপ্রথম জীবনে সব পাইয়াছে। সে কেন জাগিবে, যার চাঁদের সহিত তুলনা করিবার কিছু নাই। যার কৌমুদী ধরিবার ভাণ্ড নাই, চাঁদ ধরিবার ফাঁদ নাই, দিবানিশি অন্তরে অন্তরে অতল-স্পর্শ জলের ভিতর ডুবিতেছে, তার অগ্রগমন কেবল

গভীর হইতে গভীরতর জলে আত্মনিক্ষেপ! সেখানে চাঁদ কোথায়?

সৌন্দর্য্যে নিরঞ্জনকে টানিতে পারিল না। নিরঞ্জন ক্ষণপূর্ব্বেই যে অতি সুন্দর প্রজাপতিকে অনলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। চাঁদ দূর হইতে সুন্দর। বিজ্ঞানে বলে, চাঁদের হাসি বিভীষিকার তুলিতে অঙ্কিত। চাঁদে হৃদয় নাই—প্রাণ নাই। মরুভূমির মত দিবানিশি ধূ ধূ করিয়া পুড়িতেছে। আমরা চাঁদের কেবল এক দিক্ দেখিতেছি। অপর দিক্ আজীবন আমাদের নয়নের অন্তরালে। শুধু মুখের হাসি দেখিয়া তার অস্তিত্বের সার্থকতা না বুঝিয়া, তাহাকে ভাল বাসিতে যাইব কেন?

নিরঞ্জন মাথা নামাইলেন। ছাদের উপর অবনতমস্তকে কিছুক্ষণ পাদচারণ করিলেন। মনে মনে বলিলেন—নিরীহ প্রজাপতিই যখন আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তখন আমার হৃদয় আমার কাছে রাখিব। কাহারও প্ররোচনায় হৃদয়টাকে হাতছাড়া করিব না। প্রজাপতি! তোরে যে মারিয়াছি, সে অনেক দুঃখে। তুই এত রাত্রে আমার গৃহে আসিলি কেন? "বিবাহে চ প্রজাপতিঃ!" আমার ঘরে অনূঢ়া কাননী রহিয়াছে। সে নাবালিকা কি সাবালিকা, চারি দিকে তর্ক উঠিয়াছে। সেই তর্কের আঘাতে বৃদ্ধ বটুক মরিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে যুবক মটুক আসিয়াছে। কানুর হাত দু'খানি পাইবার জন্য চারি দিক্ হইতে আমার গৃহে পত্রবৃষ্টি হইতেছে। আমি কোনও রকমে তাহাকে মিষ্ট বচনে, আদরে, যত্নে, বিস্মৃতির কোলে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছি। সে একবার জাগিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? যখন সে বুঝিবে, তার নাবালিকাত্ব ঘুচিয়াছে, তখন তাহাকে কেমন করিয়া ভুলাইয়া রাখিব? সে যে তখন ভাবিয়া ভাবিয়া কেমন একরকম হইয়া যাইবে। তখন এ দেশের দুঃখ দূর করিব কেমন করিয়া! পাপিষ্ঠ প্রজাপতি! তুই আমার ঘরে না আসিয়া যদি কাননীরই ঘরে প্রবেশ করিতিস্? যদি সে তোরে দেখিতে পাইত, আর বুঝিত, বিবাহের সম্বন্ধের সঙ্গেই প্রজাপতির সম্বন্ধ, তা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত বল্ দেখি! বেশ করিয়াছি, তোরে মারিয়া ফেলিয়াছি। এই বলিয়া নিরঞ্জন বিশ পঁচিশ বার ছাদের এ ধার ও ধার করিলেন। তার পর ভাবিলেন—আহা, আমার নাতিনীর এতক্ষণ এক ঘুম হইয়া গেল। হয় ত একবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া এতক্ষণ আবার নূতন ঘুমের বন্দোবস্ত করিল! ঘুমন্ত কাননিকাকে একবার দেখিয়া আসিব কি? যাই, ঘুমাইলে সে কেমন সুন্দর দেখায়, একবার দেখিয়া আসি।

কাননিকার গৃহপার্শ্বে গিয়া, জানালা দিয়া দেখেন, কাননীর দুগ্ধফেননিভ শয্যা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। তবে বুঝি কাননীর দুগ্ধফেননিভ অঙ্গ শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জন শয্যার উপর শার্দ্দূলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, চাঁদের কিরণ জানালা দিয়া পশিয়া শয্যার উপর ঢেউ খেলিতেছে। কিন্তু কোথায় কাননিকা? ওই যে দুইটা মশক, কানু যেখানে চরণ রাখে, সেই বালিশে গুণগুণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছে, আর উড়িতেছে। ওই যে দুইটি ছারপোকা, যেন কানুর অদর্শনে পাগলের মত শয্যায় এ পাশ ও পাশ করিতেছে! ওই যে দুইটি কানুকবরীপরিত্যক্ত ফুল কানের দুল হইবার জন্য কাননীর শ্রবণস্পর্শসুখালস বালিশের পানে চাহিয়া আছে। সব আছে—কাননিকা কোথায়? ঘর আছে, পালঙ্ক আছে, কাননী কোথায়? আমার চক্ষু আছে, চক্ষের জ্যোতি আছে, বাহিরে আলো আছে, ঘরের আলো কানু কোথায়? নিরঞ্জন অগ্রসর হইলেন।

দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন, দ্বার খোলা। ঘরে প্রবেশ করিলেন, টেবিলের উপর চারি ধারে সুশৃঙ্খলাবিন্যস্ত পুস্তক। সেই পুস্তক-প্রাচীরমধ্যে শ্যামলপ্রান্তরবৎ সুন্দর টেবিলহৃদয়ে শুভ্রচূড় শ্যামসুন্দর ল্যাম্পতরু; তৎপার্শ্বে কুসুমাধার, লতারূপিণী ভেস (vase); ভেসের পার্শ্বে টবরূপী দোয়াত। দোয়াতে কালি, কালিতে কলম। যেন কালীয়হ্রদের ফণাধর কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় মাথা তুলিয়া ঈষৎ দুলিতেছে।

সেই ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর টেবিলটি নিরঞ্জনের চক্ষে একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরের মত বোধ হইল। নিরঞ্জন তাহাতে যেন গাছ পালা লতা গুল্ম দীঘি সরোবর সব দেখিলেন;—কিন্তু মানুষ দেখিলেন না। তাঁহার পলে পলে নেশা হইতে লাগিল, পলে পলে নেশা ভাঙ্গিতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, কানু বুঝি এই প্রকাণ্ড প্রান্তরের কোন এক নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া, পুষ্পরেণু গায়ে মাখিয়া বেণু বাজাইয়া ধেনু চরাইতেছে। আবার ভাবিলেন, না, কাননী যে আমার নাতিনী!

কিন্তু কাননী কোথায়? কৌমুদী গালিচার উপর গড়াগড়ি খাইতেছে, কাননীর রাঙা পা দুখানি স্পর্শ করিবে বলিয়া। কিন্তু সে চরণ কই? ফুলমালা রেকাবে পড়িয়া শুকাইতেছে, এ মালার গলা কই? আহা হা! ক্ষুণ্ণ মনে কুণ্ডলী পাকাইয়া ওই যে কানুর মেনু রহিয়াছে। কিন্তু মেনুর কানু কই?

নিরঞ্জন ভাবিলেন, আর কিছু নয়, মেয়েকে 'নিশি'তে লইয়া গিয়াছে। কি করেন, ঘরে ফিরিয়া শয়ন করিলেন। কানুর কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাবেশে দেখিতে পাইলেন, যেন আরবা উপন্যাসের একটা দৈত্য স্বন্ স্বন্ করিয়া তাঁহার বাড়ীর মাথার উপর উড়িতেছে। উড়িতে উড়িতে ছোঁ মারিল, আর "ছোঁ"-এর সঙ্গে তাঁহার কাননিকা উড়িয়া গেল। নিরঞ্জন ভাবিলেন, দৈত্যটাকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিসকে হুকুম দিই। তাহারা শূন্যমার্গে ওয়ারেণ্ট উড়াইয়া দিক। পুলিসের ওয়ারেণ্টের কাছে কার নিস্তার আছে? সে জলে ডুবিয়া মাছ ধরিতে পারে, আর আকাশে উড়িয়া দৈত্য ধরিতে পারে না!

দৈত্যরাজ কাননীকে ধরিয়া ঈগল পক্ষীর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিল। তার বাহু-অর্গলাবদ্ধ হৃদয়গৃহাশ্রিতা কাননিকা এখনও ঘুমঘোরে অচেতনা। কমলপত্রাক্ষীর মিলীলিত নয়নযুগলে গুচ্ছে গুচ্ছে অলক পড়িয়াছে। গ্রীবা ঈষৎ হেলিয়া আধ-আঁধার আধ-কৌমুদী মাখা চাঁদমুখখানি দৈত্যের বাহুর উপর ভর দিয়া রাখিয়াছে। সঞ্চারকম্পনে শিথিলীকৃতা কবরীর কেশরাশি, ধীর চুম্বিত হইয়া উড়িতেছে। কখন বা গণ্ডে পড়িতেছে, কখন বা দৈত্যের শ্রম-স্বেদনিষিক্ত মুখখানাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে একটি তারা খসিয়া তার কপালে লাগিয়া টীপ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুই একটা শ্বেত খণ্ড-মেঘ তার কাঁধে পড়িয়া ওড়না হইল। দেখিতে দেখিতে রাশি রাশি চাঁদের কর তার চিবুকে পড়িয়া জড়াইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দৈত্যবর সমীরণের সঙ্গীত ঠেলিয়া মেঘের আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া বহু দূর চলিল। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, ধূসর গিরিশ্রেণী, শ্যাম কান্তার, নীল জল, শ্বেত সৌধমালা, দিগন্তবিস্তৃত আরব্যদেশের মরুপ্রান্তর, গগনস্পর্শী হৈমচূড় প্রাসাদভরা কালিফের ভুবনমোহিনী বেগমকুল-নিষেবিত বোগদাদ—সকলের উপরের আকাশ দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া দৈত্যরাজ তাঁহার আদরের কাননীকে কোন দূরদেশের অচল উদ্দেশ্যে লইয়া চলিল। নিরঞ্জন কানুর অদর্শন সহিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে পাষণ্ড দৈত্যাধম! দে, আমার কানুধন ফিরাইয়া দে।" দৈত্য কি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, তুচ্ছ নিরঞ্জনের কথা শুনে! সে হু হু করিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এ দৈত্যটাকে যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে! রে দৈত্য! কে তুই—বটুক? বটুকের দেহ হইতে বাহির হইয়া, ভৃত্য সাজিয়া তুই-ই আমার কাননিকাকে হরণ করিতে আসিয়াছিস্?

তখন নিরঞ্জন দৈত্যকে ধরিবার জন্য নিজে উড়িবার চেষ্টা করিলেন। দুই একবার গা ঝাঁকারিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে শরীরটা পতঙ্গদেহবৎ লঘু হইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঘর ছাড়িয়া নিরঞ্জন দ্বিতল ত্রিতলে উঠিয়া অভ্র ভেদিয়া ধূমকেতু হইতে যাইতেছেন, এমন সময় ধরণীপৃষ্ঠ হইতে কে যেন ডাকিল,—"দাদা!" নিরঞ্জন মুখ নামাইয়া দেখিলেন, একটি শৈলকন্দরে, একটি প্রকাণ্ড বনের ধারে, একটি শৈবলিনীর জলকল্লোলকোলাহলের আবরণে বসিয়া, রাহুভয়ে ভূতলাবতীর্ণ নিশামণির মত কাননী আপনার মনে গান গাহিতেছে;—

"আমার মন ভুলালে যে কোথায় থাকে সে!
সে দেখে আমি দেখি না রয়েছে আশে পাশে।
বল রে তরু বল রে লতা,
আমার হৃদয়মোহন আছে কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে?"

নিরঞ্জন, "ভয় নাই, ভয় নাই," বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নামিয়া আসিলেন। কাননিকা দাদাকে সেই নিভৃত-দেশে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল;—"দাদা!"

নিরঞ্জন চক্ষু মেলিয়া দেখেন, যথার্থই কাননিকা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, দাদা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে! স্বপ্নে তাহাকে যেমনটি দেখিয়াছিলেন, ঘুমবিজড়িত-চক্ষে তিনি সেই কাননীকে সহস্র গুণ সুন্দর দেখিলেন! বলিলেন, "কি দিদিমণি!"

কাননিকা। আর দিদিমণি!—তুমি স্বপ্নে যে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছ, শুনিয়া আমার গা থর থর

করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। হাঁ দাদা, তুমি অত স্বপ্ন দেখ কেন ?

নিরঞ্জন। আর ভাই, জাগরণে কিছু দেখিতে পাই না, কাজেই স্বপ্নে দেখিতে হয়। দেখিতে না পাইলে কেমন করিয়া বাঁচিব বল্।

কাননিকা। তা দেখ। কিন্তু তোমার দেখার দৌরাত্ম্যে আমাদের প্রাণ যায়!—এই দেখ, এখনও আমার হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করিতেছে।

নিরঞ্জন, যেন কাননিকার বিষয় কিছুই জানেন না, এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিস্ কি! ঘুমন্তে এমন চীৎকার করিয়াছি যে, তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ?"

কাননিকার হাত দুখানি দুটি স্বরচিত কবিতা ধরিয়া আবদ্ধ ছিল। অযত্নবিন্যস্ত কেশরাশি তাহার মুখে পড়িয়াছিল। সমীরণ তাহার অধরোষ্ঠের সুরভি ঘ্রাণ লাভের জন্য চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। কেশের এ বেয়াদবী তাহার সহ্য হইল না। তাই সে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিবার জন্য বলপ্রয়োগ আরম্ভ করিল। তাহারা ভয়ে তাহার তিলফুল নাসায় জড়াইল। কাননিকা গ্রীবাভঙ্গে তাহাদিগকে পৃষ্ঠে সংন্যস্ত করিতে গেল। বিপরীত ফল হইল! পৃষ্ঠদেশ হইতে আরও কতকগুলি কেশ আসিয়া তার মুখ চোখ কপোল গণ্ড একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। কাননিকা বলিল,"দাদা, চুলগুলা মুখ হইতে সরাইয়া দাও ত!"

আগে শশী পিছে আঁধিয়ার ছিল। এখন আঁধিয়ার শশীর অঙ্গে পড়িয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিল! অগণ্য তড়িত-লতার স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সেই গৃহটাকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরাইয়া দিল। নিরঞ্জন কাননিকার সে মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেন না। তিনি আরও অধিকক্ষণ দেখিবেন বলিয়া নাতিনীকে বলিলেন, "নাতিনী! জলধর-অস্ত্রে শতধা বিভক্ত চাঁদ দামিনী হইয়া জলদে ভাসিয়া পলকে পলকে চলিয়া যায়। তোর মুখে যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে! আমি তোর মুখের চুল সরাইব না।"

কাননিকা তখন বহুলতা দিয়া কোনও রকমে কেশপাশ পৃষ্ঠে ফেলিয়া বলিল, "তুমি কি বলিতেছিলে ?"

নিরঞ্জন। আমার চীৎকারে তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ?

কাননিকা। সে ত বুঝিতেই পারিতেছ!—দেখ দেখি, আমার মুখে এখনও কি ঘুম জড়াইয়া আছে ?

নিরঞ্জন। তোর মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, ঘুম আজ তিন দিন তোর চোখের ধার দিয়া যায় নাই!

কাননিকা দাদার কথায় সাত সুরে যুগপৎ ঝঙ্কার মারিয়া হাসিল। আর বলিল, "এত বোধশক্তি না থাকিলে তোমাকে হাকিম বলিবে কেন? কিন্তু তোমাদের হাকিম জাতি যে চোখ মেলিয়া ঘুমায়! আমি চাহিয়া আছি বলিয়া, আমার নিদ্রায় তোমার বিশ্বাস হইল না ?"

নিরঞ্জন। কি রাক্ষসি! সমাজের মহোপকারী দেশের প্রকৃত হিতৈষী হাকিমকে তুই অস্পৃশীয় রজকভারবাহী একটা অপকৃষ্ট জীবের সঙ্গে তুলনা করিলি!—আমি তোর শূন্য ঘরে ঘুরিয়া আসিয়াছি। তুই কোথায় ছিলি ? আর সেথায় কি করিতেছিলি ?

কাননিকা। আমি বাগানে গিয়াছিলাম। সেখানে পুষ্করিণীর সান-বাঁধা ঘাটে বসিয়া দুটি চাঁদ দেখিতেছিলাম। তার একটি ছিল নভঃস্থলে, অপরটি সরসী-জলে। একটি চলিতেছিল, অপরটি কাঁপিতেছিল। আমি সেই দুই চাঁদের দুই প্রকার অবস্থা দেখিতেছিলাম আর ঘুমাইতেছিলাম!

নিরঞ্জন দেখিলেন, সেই অচ্ছোদসরোবরতীরের পত্রলেখিকা আর কাননীর জননী ভামিনী, দুয়ে মিলিয়া কাননী হইয়াছে। তাহারা দুই জনে দুই দিকে চাহিয়াছে, কাননী একাই দু কাজ সারিয়াছে। তা হ'লে ত প্রজাপতি আগুনে পুড়িয়া দেহ দহনজাত গন্ধটা কাননীর নাকের কাছে ধরিয়াছে! কাননীর বিবাহ ত না দিলে চলে না।

অন্তর্য্যামিনী কাননী নিরঞ্জনের মনের কথা সব শুনিল! উত্তরে বলিল—"দাদা! এমন সোনার চাঁদ থাকিতে, নারীগুলা মানুষ বিবাহ করিয়া মরে কেন ?

নিরঞ্জন বলিলেন, "চাঁদকে বিবাহ!—"

কাননিকা। হাঁ চাঁদকে বিবাহ। চাঁদ যদি নারী পাইত,তাহা হইলে কখন রাহুগ্রস্ত হইত না, কুমুদিনীর রঙ্গস্থলে জলের হিল্লোলে আছড়াপিছড়ি খাইত না! অধিক আর কি বলিব, তাহা হইলে নিশায় অমাবস্যা হইত না।

কাননিকার কথা নিরঞ্জনের কানে কেমন কেমন ঠেকিল। ভাবিলেন, মাতামহকে দেখিয়া নাতিনীর

হৃদয়-সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে! তাই লজ্জার বেলাভূমি ছাড়াইয়া রহস্যটা কিছু বেশীদূর উঠিয়া পড়িয়াছে। নাতিনীর রহস্য-স্রোতে বাধা দিবার জন্য বলিলেন "রাত্রি অধিক হইয়াছে। এখন একটু ঘুমুগে।"

কাননিকা। নিদ্রা আমি চাঁদকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি! আমি আজ হইতে আর ঘুমাইব না। কেবল জাগিব। সংসারের সকল নারীর সহিত চাঁদের মিলন ঘটাইয়া, সকলকে কুমারী রাখিয়া কিছুদিন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব। তারপর চাঁদের ঘুম কাড়িয়া অনন্ত নিদ্রার কোলে মাথা রাখিব।

নিরঞ্জন দেখিলেন, কাননিকার চক্ষু জলে ভরিয়াছে। ভাবিলেন, এ কি, মেয়েটা পাগল হইল না কি! তখন ভাবিলেন, নারীর হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া, যথেচ্ছাচারীর মত কঠোর আদেশে তাহাকে অনূঢ়া রাখিয়া বুঝি পাগল করিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, কালই নাতিনীর বর খুঁজিব।

তখন তিনি কাননিকার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল্—রাত্রি শেষ হইতে চলিল। নিশিজাগরণে অসুখ হইবে।" একটু ক্রোধ দেখাইয়া কহিলেন, "কাঞ্চনময়ি! শ্রীহীনা হইতে তোর এত সাধ কেন! এ কমলনয়ন চাঁদ দেখিবার জন্য নয়।"

এই বলিয়া কাননিকার হাত ধরিয়া নিরঞ্জন তাহাকে ঘরে লইয়া চলিলেন। কাননিকা কথা কহিল না।

চলিতে চলিতে নিরঞ্জন কি বুঝিয়া মটুককে ডাকিলেন।

কাননিকা বলিল, "দাদা! মটুককে ডাকিও না।"

নিরঞ্জন। কেন?

কাননিকা। সে আমার হইয়া চাঁদ দেখিতেছে।

নিরঞ্জন। মটুক তোর হয়ে চাঁদ দেখিতেছে কি? কাননিকা উত্তর না দিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। আর বলিল—"হায় বটুক, তুমি মরিয়া মটুক হইলে কেন? আবার দাদার তাড়া খাইলে তোমার নবীন প্রাণ আবার না জানি কোন্ দেশে উড়িয়া যাইবে!"

নিরঞ্জন প্রশ্নে প্রশ্নে আর তাহাকে উত্তেজিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিম্বা ভামিনী ও অন্যান্য কন্যাগণকে ডাকিয়া, তাহাদিগের কাছে কাননিকার বর্ত্তমান অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া, ভেড়ার গোয়ালে আগুন দিয়া সেনগৃহের নিদ্রাকে বনবাসিনী করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার মনের কথা মনেই রহিল। কাল প্রাতঃকালে তিনি ঘটক ডাকিয়া, অথবা সহস্র পত্রলেখকের যাহাকে হ'ক এক জনকে ডাকিয়া কাননিকার বর নির্দ্দেশ করিবেন!

কাননিকাকে গৃহপ্রবিষ্টা দেখিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। কিন্তু সে নিদ্রা যায় কি না, দেখিবার জন্য ঘরের কানাচে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুনিলেন, কাননিকা গান ধরিবার ভাঁজ করিতেছে। তার পর শুনিলেন, অতিমধুর অনুচ্চকণ্ঠের গীত :—

সখা! এ নয় কমল-আঁখি!
মুখ-সরোবরে ফুটিতে ফুটিতে মুদিবে চাঁদের দেখি।
আমি নিশায় কুমুদী হৃদয়ের নদী
শশীর কিরণে ধরে সে টান।
প্রভাত অরুণে পাখীগণ সনে
গাই-আগমন ললিত গান।
আমি সাঁজের গগন তারা।
আপনার ভাবে আপনি বিভোরা
নীরব আপন-হারা;
কভু ফুটিতে ফুটিতে ফুটি না।
কভু চলিতে চলিতে চলে যাই দূরে
কারে ফিরে চেয়ে দেখি না।
কভু মেঘের আড়ালে থাকি;
দামিনী লতায় পরিয়া গলায়,
তার সনে মারি উঁকি ঝুঁকি!

চির-প্রবাসীর সহসোদ্দীপ্তা স্বদেশ-স্মৃতি, পুলিসধৃত নিরপরাধের কাষ্ঠমঞ্চভীতি, কৃতপরাধের অনুতাপ, বিয়োগীর স্বপ্নে, চির লাঞ্ছিতা জীবনে মৃতকল্পা, অকালমরণে উজ্জীবিতা প্রিয়ার সকরুণ তিরস্কার, আর স্বপ্নাবিষ্ট কোমল শিশুর "দেয়ালা"—সকলে মিলিয়া পরস্পরের হাতে হাতে ধরিয়া নিরঞ্জনের হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিল। প্রাণটা তাঁর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাশি রাশি চক্ষুজলে তিনি সেই নবাগত অতিথিগণের পাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন।

এমন সময় দূর হইতে সঙ্গীত উঠিল!—

উধাও প্রাণের ঢেউ,
দূর হ'তে দেখো, কাছে নাহি থাক,
ধরিতে যেও না কেউ,
যাক সে সাগর পার।
যাক কূলে কূলে অনন্তের কূলে,
যথা অভিলাষ তার।

ফুলের উপরে ফুল ঝরে ঝরে
মিনি গাথনির মালা।
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না নিকটে যেও না
কথা রাখ এই বেলা।

নিরঞ্জন তখন বুঝিলেন, এই দূরের সঙ্গীত বেটাই কাননিকাকে পাগল করিয়াছে। নৈশগগন ভেদ করিয়া তিনি উচ্চগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"দূরের সঙ্গীত!"—উত্তর পাইলেন না। কেবল প্রতিধ্বনি উত্তর আনিল, ইৎ। (*) নিরঞ্জন আবার বলিলেন, "এখনও কোথায় আছিস্ বল।" প্রতিধ্বনি খল খল হাসিল।

রণরণিকা †

পরদিন সেনগৃহে হুলস্থুল বাধিয়াছে। কাননিকার বিবাহের কথা উঠিয়াছে। নিরঞ্জন বঙ্গ সমাজের খাতা খুলিয়া বিদুষী কুমারীর আয়-ব্যয়ের তালিকা দেখিয়া বুঝিয়াছেন, বাঙ্গালায় কুমারী নাই। অনেকেই প্রথম বয়সে বিশ্ববিদ্যার নবোৎসাহে কুমারীর খাতায় নাম লিখাইয়াছিল। কিন্তু কেহ তারুণ্য স্রোতে অকূলে পড়িবার ভয়ে, সাঁতার কাটিতে কাটিতে, নর-কাষ্ঠে ভর দিয়াছে। কেহ বা কোনও প্রকারে পরপারে পৌঁছিয়াই, সম্মুখে বার্দ্ধক্যের প্রকাণ্ড জলা দেখিয়া, জীবন-পথে একলা চলিতে সাহস না করিয়া সঙ্গী লইয়াছে। খাতার এক কোণে দু' একটি নাম পড়িয়া আছে; কিন্তু কাননিকা ছাড়া, আর সবার বিবাহ হয় হয়—রয় না। কুমারী আছে, খৃষ্টানী কুমারী আছে বিলাতী রমণী।

কাননিকার বরে বরে বাঙ্গালা ভরিয়া রহিয়াছে। একটা ঢিল ছুঁড়িলে দুই দশটা বরের মাথা ফাটিয়া যায়! এমন কাননী, দ্বিভুজা, হেমগৌরাঙ্গী, বিদ্যা-ভরণভূষণা সুচারুদশনা হরিণনয়না—বিবাহ বিনা তার মন ভাল থাকিবে কেন? নিরঞ্জনের জ্ঞান ফিরিয়াছে। রাত্রে ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন! তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাকে মরিতে হইবে। মরিতে হইলে, সংসারের উপর প্রভুত্ব রাখিতে পারিবেন না। প্রভুত্ব যাইলে কেহ তাঁহার কথা রাখিবে না। কথা না থাকিলে, যার যা ইচ্ছা তাই করিবে। যা ইচ্ছা তাই করিলে, দেশটা ছার খার হইয়া যাইবে। ভাবিয়া দেখিয়াছেন, কাননিকার কুমারিত্বে দেশের যতটুকু অপকার, অন্য দিকে কুমারকুলের মনোভঙ্গে চার গুণ অপকার। ব্যারিষ্টার আইনজালে আপনাকে জড়াইবে, ইন্‌জিনিয়র বক্ষ-ক্ষেত্র দিয়া খাল চালাইবে, ডাক্তার নিজের গলাই অস্ত্র বসাইবে, প্রোফেসর আত্মহত্যার লেক্‌চর দিবে, ইঞ্জিনিয়র ছাদ হইতে ঝাঁপ খাইবে। কাজেই কাননিকার বিবাহ দেওয়া স্থির।

ভামিনী দৌহিত্রের মুখ দেখিতে লালায়িতা বাপের কাছে আসিয়া কাঁদিল। বাপ আশ্বাস দিলেন, কাননীর বিবাহ দিব।

নিরঞ্জন প্রথমে দূরের সঙ্গীতের অনুসন্ধান করিলেন। চোঙদারের কাছে লোক পাঠাইলেন। চোঙদার লিখিল—"তাহাকে সেইদিন তোমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছিলাম। তার পর আর দেখি নাই। শুনিলাম, কি জানি কি মনের দুঃখে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই যুবকদ্বয়ের মধ্যে এক জন বোধ হয় তাহার খবর জানে।" নিরঞ্জন তাহাদিগের পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখিলেন। তাহারাও উত্তর দিল, "জানি না।" ঈর্ষায় বলিল, কি যথার্থই বলিল, নিরঞ্জন পত্র পড়িয়া ভাল বুঝিতে পারিলেন না। "জানি না"র পরে তাহারা কি মাথা মুণ্ড লিখিয়াছে! লিখিতে হাত কাঁপিয়াছে বোধ হইল। অক্ষরগুলা জড়াইয়া জড়াইয়া হাঁড়ি-কলসী সাপ ব্যাঙের আকার ধরিয়াছে। নিরঞ্জন বাড়ীতে সন্ধান করিলেন। মটুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে, দূরের সঙ্গীত চিনিস্?" মটুক বলিল, "হাঁ হুজুর চিনি।"

নিরঞ্জন। বেশ, তবে এই চিঠি তাহাকে দিয়া জবানি লইয়া আয়।

মটুক চিঠি হাতে ছুটিল। নিরঞ্জন অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

চাকর কিছুক্ষণ পরেই ফিরিল। হাঁপাইতে

(*) ইৎ—লোপ সংস্কৃত ব্যাকরণে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদিগকে আর ইতের কথা বলিতে হইবে না। কৃৎ প্রকরণের কিপ প্রত্যয়ের সমস্তই ইৎ হইয়া যায়, কিছুই থাকে না। সুতরাং সঙ্গীতেরও সব ইৎ হইল। কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

† রণরণিকা—উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা।

হাঁপাইতে মনিবের হাতে একটা জিনিষ দিল। নিরঞ্জন বলিলেন, "এ কি!"

মটুক। আজ্ঞে হুজুর! যবানি! বেণের দোকান হইতে কিনিয়া আনিলাম।

নিরঞ্জন অবাক্ হইয়া তার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "চিঠিখানা কি করিলি?"

মটুক। চিঠিখানা বেনের হাতে দিলাম। সে ইংরাজীলেখা পড়িতে পারিল না। এক বাবু-খদ্দেরকে দিয়া পড়াইল। বাবু বলিল, "হুজুর তোমাকে পত্র পাঠমাত্র যাইতে লিখিয়াছেন।" দোকানী বলিল, "এখন আমার ঢের খদ্দের—এখন যাইতে পারিব না, বৈকালে যাইব।" আমি বলিলাম, "তবে জবানি দাও।" সে বলিল, "কয় পয়সার?" হুজুর কিছু বলিয়া দেন নাই বলিয়া, আমি ধার করিয়া এক পয়সার যবানি আনিলাম।

নিরঞ্জন। যবানি ফিরাইয়া দিয়া আমার চিঠি লইয়া আয়। আসিয়া এইখানে এক পায়ে এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাক্।

মটুক চাকর যবানি লইয়া আবার ছুটিল। নিরঞ্জন বুঝিলেন, মটুক বটুকভৈরবের দ্বিতীয় সংস্করণ। তাহারই মত বোকা বুঝিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বপ্নের মটুকরূপী দৈত্যের ভয়টা তাঁহার দূর হইয়া গেল। তিনি তখন দ্বারবানকে দূরের সঙ্গীতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারবান বলিল, "চৈতন্য লাইব্রেরীতে আছে। সে দিদিবাবুর জন্য অনেক বার তাহা আনিয়াছে।"

নিরঞ্জন মুখ ফিরাইতেছেন, এমন সময় বেণেকে সঙ্গে করিয়া মটুক ফিরিল। বেণে আসিয়া জোড়করে নিরঞ্জনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"হুজুর! কসুর মাফ হয়। আমি বুঝিতে না পারিয়া সেই চিঠিতে মশলা বাঁধিয়া খদ্দেরকে দিয়াছি।"—নিরঞ্জন কথা কহিলেন না। বেণে কপালে হাত দিল, মটুক একপায়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিরঞ্জন তাহাদের আর কিছু না বলিয়া বরাবর ভামিনীর কাছে গেলেন। বলিলেন, "ভামু! উপায়—দূরের সঙ্গীতের ত সন্ধান পাইলাম না। তাহাকেই আমার পছন্দ। তুই একবার কাননীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিস্?"

ভামিনী। কেন পারিব না। কিন্তু দূরের সঙ্গীত পদার্থটা কি?

নিরঞ্জন। সে একটি হাস্যময় উদারহৃদয় তেজস্বী মানুষ।

ভামিনী। ও বাবা, বল কি—দূরের সঙ্গীত মানুষ!—মানুষের কথা আমি কেমন করিয়া কাননীর কাছে পাড়িব। সে মানুষের নাম শুনিলেই কাঁদিয়া ফেলিবে। কাঁদিলেই তার মাথা ধরিবে মাথা ধরিলেই হাত পা ছুড়িবে।

নিরঞ্জন। কাল রাত জাগিয়াছে, তার খবর রাখিস্? সে রোগের চেয়ে কি মাথা ধরা বড়? যা শীগগির যা। দূরের সঙ্গীতের সংবাদ লইয়া আয়। আমি কালই কাননীর বিবাহ দিব।

ভামিনীর চক্ষু দেখিতে দেখিতে জলে ভরিয়া গেল। নিশ্বাস দেখিতে দেখিতে দমে দমে বাহির হইতে লাগিল। সে দেখিতে দেখিতে বসিয়া পড়িল, বসিতে না বসিতে পা ছড়াইল।

নিরঞ্জন দেখিলেন, এক নূতন বিপদ উপস্থিত। বলিলেন, "করিস্ কি?"

ভামিনী উত্তর দিল না। জননীর উদ্দেশে কাঁদিতে বসিল। "মা গো! আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে দেখে যাও। তোমার কানু অনাথার মত রাত্তিরে রাত্তিরে ঘুরে বেড়ায়। ওগো! তারে দেখে, এমন লোক কেউ নেই!"

নিরঞ্জন। আরে গেল, কাঁদিতে লাগিলি কেন? আমি তোরে এমন কি কটু কথা বলিয়াছি!

ভামিনী উত্তর দিল না, কেবল কাঁদিতেই লাগিল।—"যে আমার ছিল, যার হাতে তুমি দিয়ে গিছলে, সে যে মনের দুঃখে আমাকে ফেলে চ'লে গেছে গো! মা গো!"

নিরঞ্জন। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি?

ভামিনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তুমি তারে তাড়িয়ে দিলে না ত সে গেল কেন?

নিরঞ্জন। সে ত আপনি চলিয়া গেল, তুই দেখিলি।

ভামিনী। সে আপনি চলিয়া গেল!—আমি তারে দূর দূর করিয়া তাড়াইলে সে নড়িত না—রাগ করিয়া দু'দণ্ড বাহিরে থাকিতে পারিত না।—সে চলিয়া গেল! তুমি যে তার গলা টিপিয়া ধরিলে!—ওগো! মা গো!—আমার সে যে বড় অভিমানে চ'লে গেছে!—সে যে দশ বৎসরে কানুর বে দিতে চেয়েছিল!—তখন বে দিলে ত, এখন আর দূরের সঙ্গীত খুঁজিতে

হইত না। আর যদিই বা খুঁজিতে হইত, তাহা হইলে দূর—দূর—কত দূর—একেবারে হয় ত কামস্কাটকা হইতে সঙ্গীত ধরিয়া আনিত। মা গো! তোর অভিমানী জামাই আজ কোথায় গো!—

নিরঞ্জন। আমার মাথায় গো! কেন তুই ত ছিলি। তুই তখন তাকে ধ'রে রাখতে পরলিনি। তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাখা খেতে লাগলি।

ভামিনী। আমার হাত জোড়া ছিল, তাই পারলেম না। আর আমি জানতেম, সে ফিরে আসবে। ওগো! মা গো!—

নিরঞ্জন। আবার মা গো? কেন, সে কি তোর তাকে ধ'রে এনে দেবে না কি?

বলিতে বলিতে নিরঞ্জনের গলায় করুণরস জমিয়া গেল। সেই রসগদ্গদকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"আমি সকলের জন্য এত করিলাম, তবু যদি আমার এ লাঞ্ছনা, তবে আমিই বা আর ঘরে থাকি কেন?"

দেখিতে দেখিতে চারি ধার হইতে, রঙ্গিণী, যোগিনী—কন্যাদ্বয়, আর চারণী, বারণী, যামিনী, দামিনী, মেনি, পেনি, টুনি,—নাতিনীগণ ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। আসিয়া নিরঞ্জন ও ভামিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া, একেবারেই যেন সব বুঝিল। বুঝিল, কাননী মরিয়াছে! তখন যে যেখানে স্থান পাইল, বসিল; আর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। দিবসেই যেন 'ফেরুপাল ফেউ ফেউ গভীর ফুকারিল।'—ওগো, মাগো, বাবা গো, দিদি গো,—অ্যাঁ অ্যাঁ চ্যাঁ—ভৈরব নিনাদে নিরঞ্জনের বাড়ী যেন এক মুহূর্ত্তে শ্মশান হইয়া গেল।—"ওগো! কানু গো! তুই আমাদের ফেলে কোথা গেলি গো!"

মটুক ছুটিয়া আসিয়া সকলের মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল।

কাননিকা তত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছিল। সেই চীৎকারে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যায় উঠিয়া বসিল। প্রথমে তাহার বোধ হইল, যেন আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদীতীরে সে বসিয়া আছে। নায়েগ্রার জলপ্রপাত হইতে রাশি রাশি জল পড়িতেছে। বাষ্পে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে! কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল ভীষণ গর্জ্জন শুনা যাইতেছে।—না, তা ত নয়! এ যে কাহারা কানু গো কানু গো করিতেছে! তখন বলিল, "না ভাই জলপ্রপাত! এখন আমি ধেনু চরাইতে পারিব না। আগে আমি কালীয় দমন করিব।" এই বলিয়া আবার শয়ন করিল।

এ দিকে ভামিনীর ভগিনীসম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বুঝিল, কাননী মরে নাই। তখন কান্নাটা বৃথা হইল দেখিয়া, সকলে "ষাট্ ষাট্—কানু নীরোগ হইয়া, অখণ্ড পরমায়ু লইয়া বাঁচিয়া থাক্" বলিতে বলিতে ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। ভামিনী তাহাদের ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইল—বলিল, "বাবা, যেমন করিয়া পার, আমার একটা উপায় কর।"

নিরঞ্জন বলিলেন—"আয় তবে—দেখি তোর কি উপায় করিতে পারি।"

ভামিনী অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নিরঞ্জন মনে মনে বলিলেন,—এই উনবিংশ শতাব্দীতে এই মহানগরী কলিকাতায় আমি সত্য ত্রেতা দ্বাপরের অবতারণা করিব! কাননিকাকে স্বয়ম্বরা করিব। যাহা কোনও সংস্কারক আজিও দেখাইতে সাহস করে নাই, আমি তাই দেখাইব।

চিত্তের আবেগে নিরঞ্জনের মনের শেষ কথাটা ঠোঁটে আসিয়া পড়িল। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মটুক নিরঞ্জনের পৃষ্ঠে পাখার বাতাসের জের মিটাইতেছিল। স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়াই একটা উল্লাসধ্বনির সহিত সে বলিয়া উঠিল—"কবে!"

নিরঞ্জন পশ্চাতে ফিরিয়া, মটুককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কে?" মটুক উত্তর না করিয়া, অঙ্গুলীর পর্ব্ব গণিতে লাগিল।

নিরঞ্জন। ও কি করিতেছিস্?

মটুক। আজ্ঞে, আমি কে হিসাব করিয়া দেখিতেছি।

নিরঞ্জন তাহাকে অনেক কথা বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু মটুকের মুখের পানে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ ছাড়া একটিও বাক্য প্রক্ষেপ করিতে পারিলেন না।

ভাণিকা।*

হে প্রিয় পাঠক!—কি ভ্রম! পাঠক কোথায়? তাঁহাকে যে কাননিকা কাব্য-কাননে বহুদিন হইল

* ভাণিকা—এক অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরসপ্রধান দৃশ্যকাব্য।

ফেলিয়া আসিয়াছি! সেখানে খরবেগা কবিতা-নদীর কিনারায় আসিয়া,'খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবে পার' হইতে হইবে দেখিয়া, মনের দুঃখে পাঠক-প্রবর মানে মানে গা ঢাকা দিয়াছেন। কোথায় সম্পাদক? বঙ্গভাষার উন্নতি-কল্পে 'গ্রাহক ও অনু-গ্রাহকের প্রতি' নিবেদনাদি প্রবন্ধ লিখিয়া, মাথার ঘায়ে পাগল হইয়া শয্যায় আড়—বাঙ্গালা বই পড়িবার তার সময় কই? কোথায় দেশ-হিতব্রতে ব্রতী? দেশবাসীর ঘুম ভাঙ্গাইতে, ওয়েবষ্টারের ত্রিশ হাজার পদ যোজনায় বাক্য গড়িয়া জিহ্বায় আনিতে, তার মনের গলাও যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! বাঙ্গালা পড়িবার তবে উপায় কই? বাকি আছে হতভাগ্য লেখক। সে ত আপনার কথায় আপনি তন্ময়। গৃহশোভাকরী তাহার স্বরচিত মোহনমালা, কীট মূষিকের অত্যাচারে দিন দিন শ্রীহীন, তাই দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু মৃন্ময়। পরের পুস্তকের মলাটের ভিতর অক্ষর থাকে, সে অক্ষরে আবার চোখ বুলাইতে হয়, এ-কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। রাজা মহারাজার কথা ছাড়িয়া দিই—তারা ত জ্বল-জ্জটাকলাপ ভ্রুকুটীকুটিলমুখ দুর্ব্বাসার পিতামহ—দুর্ব্বাসা 'ভস্ম হও' বলিলে অভিশপ্ত ভস্ম হইত, ইহাদের নামটি শুনিলেই সরস্বতী জ্বলিয়া যায়। পাঠক হইতে বহুদিন আমার ছাড়াছাড়ি। তাহারা বৃন্দাবনের মাঠের গোক্ষুর কাঁটায় পা বিঁধিতেই পলাইয়াছে।

তবে আমার কাননিকার কথা শুনিতেছে কে?

শুনিতেছে সে, যাহার অস্তিত্বে বাঙ্গলার অস্তিত্ব, যাহার উন্নতিতে বাঙ্গালার উন্নতি; যে আছে বলিয়া বাঙ্গালার লেখক আছে; যাহার প্ররোচনায় গুণধর বই কিনেন, যাহার উৎসাহে পাঠকের এ অবসন্ন হাত হইতে বাঙ্গালা বই পড়িতে পড়িতে রহিয়া যায়, কান্না আসিতে আসিতে চোখের কোণেই মরিয়া যায়। বঙ্গের গৃহলক্ষ্মি! কবে তুমি তোমার অভাগিনী ভগি-নীকে তোমার গুণধরের সুনয়নে আনিতে চেষ্টা করিবে? প্রভুর স্বদেশহিতৈষিতায় আমাদের বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই, তার গগনভেদী চীৎকারে শব্দ নাই, তার সাগরলঙ্ঘী উল্লম্ফনে স্পন্দন নাই। তার উৎসাহে কার্য্য নাই, পরোপকারে প্রাণ নাই, ভালবাসায় প্রেম নাই। তাহা হইতে এখনও পর্য্যন্ত কোন উপকার হয় নাই, কবে যে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অয়ি প্রভুপত্নি, মৃদুহাসিনি, আধভাষিণি মহিমময়ি পাঠিকে! তোমার করুণা ভিন্ন এ ভাষার উন্নতি হইতেই পারে না। বাঙ্গালায় দ্বিসপ্তকোটি হাত আছে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালা বই ধরিবার শক্তি নাই। সপ্তকোটি হৃদয় আছে, কিন্তু হায়, তার অধিকাংশের ভিতরেই বাঙ্গালা ভাব প্রবেশ করিবার স্থান নাই।

তাই তোমাকেই সম্বোধন করিয়া বলি—ওগো! পাঠিকে! কাননিকা কাব্য-ক্ষেত্রে চলিতে চলিতে যখন এতদূর আসিয়াছ, তখন আর একটু চল! তাহার পর তোমাগত প্রাণ, তোমরা তাহার কাছে যত পার, কাননিকার নিন্দা করিও—সাবধান, সুখ্যাতি করিও না! নিন্দা করিলে অন্ততঃ আমাকে গালি দিবার জন্য তোমার প্রভু সমস্ত বইখানি পড়িবেন। পড়িয়া যেমন 'ছি ছি' করিবেন,অমনি সেই 'ছি ছি' কিনিতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিবে। সুখ্যাতি করিলে আমার এত আদরের কাননিকার মুখপানে কেহ ভুলিয়াও চাহিবে না।

এই গেল আমার ভাণিকার নান্দী। তার পর, নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ। বলি ওগো রঙ্গময়ী কল্পনে!—সভাটা সৌন্দর্য্যে প্রতিভায় উৎসাহে আকাঙ্ক্ষায় ভরিয়া গিয়াছে। এমন সময় মহাকবি নরোত্তমঠাকুর-রচিত কাননিকা-স্বয়ম্বর নামক নূতন নাটক লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে একবার উপস্থিত হইলে হয় না!

অয়ি পাঠিকে! চতুর্দ্দশের পর আরও দুই চারি বৎসর অতীত মনে করিয়া লও। কর্ম্মক্ষেত্রে মানব-ভাগ্যের অনিশ্চিত পথে দুই চারি বৎসরের জীবনযাত্রা কষ্টকর সত্য—আমি মনে করিতে বলি না। সে কাজটা আমারও পক্ষে গর্হিত, আর তোমারও পক্ষে বড় সুখকর নয়। আর আমি বলিলেই বা তুমি মনে করিতে যাইবে কেন? চারি বৎসরের আগে হয় ত তুমি প্রকৃতির আদরের ধন,সন্ধ্যার কিরণ-মাখা তটিনীর তীরটিতে একা বসিয়া—চারি দিকে শান্তি, চারি দিকে আশা—ধীরে ধীরে রাঙা পা দুটি দোলাইয়া, তাহাতে কোমল তরঙ্গের ঈষৎ ঈষৎ চুম্বক মাখাইয়া, অতি যত্নে, অতি আদরে কলনাদিনীর সোহাগটুকু বুকে লইতেছিলে। আর আজ হয় ত তুমি সেই তরঙ্গিণীর বুকে। কত সোহাগ, কত আদর, তুমি কল্পনার হাত দুটির সাহায্যে হৃদয়ে ধরিয়াছিলে, বিনা আয়াসে সম্রাটের সিংহাসনের বামে আপনাকে বসাইয়াছিলে। আজ হয় ত সে আসন ভঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। তটিনী-তরঙ্গের ভীষণ ঘাতপ্রতিঘাতে, তার স্রোতের তীব্রতায় হয় ত আজ তোমারও প্রাণে ব্যাকুলতা

আসিয়াছে। কেন তবে চারি বৎসরের স্মৃতি জাগাইয়া, আকাশটাকে মেঘনির্ম্মুক্ত করিয়া, হতাশার জ্বালাময় কিরণগুলাকে শতগুণে প্রখর করিয়া তুলিব? তুমিও সুখী হইবে না, আর তোমাকে অসুখী করিয়া আমারও বড় সুবিধা হইবে না। তুমি অসুখী হইলে, দিবারাত্র নয়ন মুদিয়া সেই চারি বৎসরের আগের কথা ভাবিতে বসিলে, আমার কাননিকার কথা শুনিবে কে? তাই বলি, একেবারে একটি উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে কাননিকার জীবনের চারি বৎসর উড়াইয়া দাও। দেখিতে পাইবে, নিরঞ্জনের গৃহে মহা সমারোহ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে।

বহু কাল হইতে প্রতিবেশিনীগণ কাননিকার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আশায় উৎফুল্লা হইয়া ছাদে ছাদে বেড়াইতেছিল। কিন্তু চিরদশমী কাননিকার বিবাহের কোন সম্ভাবনা দেখিল না। তখন বিধাতাকে অজস্র গালি দিয়া, নিজ নিজ বিবাহিত অবস্থাকে ধিক্কার দিয়া, অবগুণ্ঠনবতী হইয়া, গৃহকর্ম্মে মন দিয়াছিল।

কিছু দিন এই ভাবেই ছিল। সহসা এক দিন সকল সীমন্তিনীর নিদাঘনিশীথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। নিরঞ্জনের গৃহস্থিত একটা কুনো বিড়ালের তীব্র চীৎকারে সকলেই জাগিল। জাগিয়া বুঝিল, 'আজ নাতিনীর অধিবাস, কাল নাতিনীর বিয়ে।'

অধিবাস-সভায় চারি দিক্ হইতে লোক আসিতেছিল। নিরঞ্জনের গৃহসম্মুখস্থ পথ লোকপূর্ণ, আশপাশের গলি স্থানশূন্য, পিক, পাপিয়া, দোয়েল টিয়া —নানাজাতীয় পক্ষীতে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল! গানে গানে গগন ভরিয়া ফেলিয়াছিল। মুখর তরল-তরঙ্গ সরসী ছাড়িয়া ছাদে উঠিয়াছিল। এক সখী এক ছাদ হইতে অন্য ছাদের আর এক সখীকে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ ভাই গঙ্গাজল! সেনেদের বাড়ী আজ কি?"

২য় সখী। সেন বুড়ো বুঝি মরিয়াছে। তাই বুঝি তার চতুর্থী।

১ম সখী। আহা, বৃদ্ধের কি হইয়াছিল?

২য় সখী। আমাদের বাবু বলিয়াছিলেন, সে রোগের নাম নিদানে নাই।

১ম সখী। আহা, তবে ত বৃদ্ধ বড় কষ্টই পাইয়াছে!

২য় সখী। সে কথা ভাই আর বলিতে? জানা রোগেই কত কষ্ট, তা এ ত না-জানা!

১ম সখী। ডাক্তারে রোগটা চিনিতে পারিল না? সেই যে কি কানে দিয়ে, বগলে দিয়ে রোগ ধরে, তাতেও ধরা পড়িল না? বলিস্ কি ভাই গঙ্গাজল! তা কখন মরিল?

২য় সখী। বুড়ো কোন্ কর্ম্ম কবে পাড়ায় জানাইয়াছে, তা এত বড় একটা মহৎ কর্ম্ম জানাইবে?

১ম সখী। তা ভাই, সকল কর্ম্মেই আমরা সেনেদের নিমন্ত্রণ করি। তার মেয়েরা এত সমারোহ করিতেছে, পাড়ার দু' চারি জন মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিল না? আমরা তাদের না হয় কিছু খাইতাম না।

এই সময় ঘিয়ের গন্ধ তাহার নাকে আসিল, আর লোককোলাহল ছাপাইয়া লুচিভাজার কল কল শব্দও তাহার কানে পশিল। চক্ষুই বা শুধু থাকিবে কেন? সে জলে ভরিয়া গেল। গলাই কি চোর? সে কতকগুলা অর্দ্ধস্ফুট করুণ স্বর ধরিয়া রাখিল এবং অপর ছাদের দ্বিতীয়া সখীর দিকে একটি একটি করিয়া ছাড়িতে লাগিল।

করুণরস-রোগটা নারীকুলে বড় সংক্রামক। প্রথমের দেখাদেখি দ্বিতীয় সখীরও গলাটা দেখিতে দেখিতে ধরিয়া গেল। কথাগুলা অনুনাসিক হইয়া পড়িল। তখন পরস্পরকে নিজ নিজ গৃহের বড় বড় সমারোহের কথা শুনাইতে লাগিল। কত লুচি, কত সন্দেশ, কত অগণ্য মাছের মুড়াভরা তরকারি, তাহারা গাছকোমর বাঁধিয়া পরিবেশন করিয়াছিল; কত নিমন্ত্রিতা, পেটুকশিরোভূষণা নাসিকার গহ্বর পর্য্যন্ত আহার্য্যে পূরাইয়া, হৃতবাক্‌শক্তি, সবলয়-প্রকোষ্ঠ কর দুটি নাড়িয়া নাড়িয়া দূর হইতে পরিবেশিনীকে ফিরাইয়াছিল; সেই সমস্ত যেন তাহাদের তখনকার কথা মনে হইতে লাগিল। এত করিয়াও কিন্তু তাহাদের প্রাণে তৃপ্তি আসিল না। তখন নিরঞ্জনের কন্যাকুলের নানাবিধ নিন্দা করিয়া, লুচিগন্ধবিক্ষোভিত হৃদয়-স্রোতস্বিনীকে কতকটা আশ্বস্ত করিল। সর্ব্বশেষে নিরঞ্জনের প্রেতাত্মার অধোগতি দিব্যচক্ষে দেখিতে দেখিতে, তাহার গৃহে ভোজনের অযৌক্তিকতা এবং নিমন্ত্রিতা হইলেও যাইবার অনিশ্চয়তা, অর্থাৎ যাইলে জাতিপাতের সম্ভাবিতা অনুমান করিয়া, ম্লানমুখে আবার নিরঞ্জনের গৃহপানে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় আর এক সখী, আর এক ছাদে উঠিল। তাহাকে সমদুঃখভাগিনী দেখিয়া, দুই জনেরই মনে একটু আনন্দ ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয়াও নিরঞ্জনের বাড়ীর কোলাহলের কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ছাদে উঠিয়াছিল। প্রথমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ভাই মকর! খাইলে কেমন?" তৃতীয়া শুনিতে পাইল না! তখন দ্বিতীয়া একটু রহস্য করিল—"মকরের এখন বড় লোকের সঙ্গে ভাব, সে কি আর আমাদের কথা কানে তুলিবে—মানহানি হইবে না!" মকর এতক্ষণে বুঝিল, তাহার মত অন্যান্য ছাদেও ব্যাপার কি দেখিবার জন্য লোক উঠিয়াছে।—সে আর তাহাদের কথার উত্তর দিবার অবকাশ পাইল না। একেবারেই জিজ্ঞাসা করিল,—"সেনেদের বাড়ী আজ কি?"

১ম সখী। কেন ভাই! তুমি কি জান না?

৩য় সখী। জানিলে আর জিজ্ঞাসা করি?

১ম সখী। কেন, তোদের কি নিমন্ত্রণ করে নি?

২য় সখী। কিসের নিমন্ত্রণ?

২য় সখী। শুনিস্ নি!—সেন বুড়ো যে মরিয়াছে।

৩য় সখী। আহা, কবে?

২য় সখী। আজ চতুর্থী।

৩য় সখী। কি জ্বালা! সেন বুড়ো মরিতে যাইবে কেন? ওই যে গো, বৃন্দে দূতীর মত পোষাক পরিয়া, সেন বুড়ো কতকগুলো ভটচায্যির সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। ওই যে চার পাঁচজন লোক সেন বুড়োকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ওই দেখ, সেন বুড়ো নাপিত দিয়া গোঁফ কামাইতে বসিল। তখন প্রথমা ও দ্বিতীয়া, "বলিস্ কি, বলিস্ কি" বলিতে বলিতে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যাগমে আকাশ ঘোর হইয়া আসিতেছিল।

তৃতীয়া তখন নবোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ওই দেখ, বামুনগুলো আপনা-আপনির ভিতর ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছে।"

সহসা এক প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী, আর একটি ছাদের উপর উঠিয়া, পিতা মাতার উদ্দেশে কতকগুলা সকরুণ বিলাপ সন্ধ্যার মৃদু বাতাসের উপর চাপাইয়া দিতে আরম্ভ করিল।

সকলে উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?

"আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে। আমি যে নিষ্ঠুরের জন্য এতক্ষণ ধরিয়া রান্নাঘরের ধোঁয়া খাইতেছিলাম, সে আমাকে অনাথিনী করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

১ম সখী। হায় হায়, কি বলিলি বাছা! অনাথিনী করিল,তাতেও তৃপ্ত হইল না, তার উপর আবার চলিয়া গেল! হতভাগা নিষ্ঠুর! অনাথিনী করিলি করিলি, ঘরে রহিলি না কেন?

২য় সখী। কোথায় গেল বলিয়া গেল কি?

৩য় সখী। তোর সঙ্গে কি ঝগড়া করিয়া চলিয়া গেল?

প্রৌঢ়া। ওগো, ঝগড়া নয় গো বাছা—ঝগড়া নয়; কোনও কথা হয় নি! আমি কি ঝগড়ার লোক গা? আফিস থেকে এল, আমি পা ধোবার জল রেখে খাবার আনতে গেছি। এসে দেখি গাড়ু প'ড়ে, গামছা প'ড়ে—সে নেই। তার পর জলখাবার হাতে ক'রে কত খুঁজলুম—কোথাও নেই। রাত্তির হয়ে গেল—এখনও এল না। তার পর শুনি, সে সেনেদের বাড়ী গেছে,—ওগো, আমার কি হ'ল গো!

২য় সখী। সেনেদের বাড়ী গেছে যখন জানতে পেরেছ, তখন আবার কাঁদছ কেন বাছা? বেশ ত, তোমার জন্য তোমার কর্ত্তা লুচি আনবে।

প্রৌঢ়া। আমার পিণ্ডি আন্‌বে। সেনেদের বাড়ীতে কি এক স্বয়ম্বর হচ্ছে, সেখানে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের লোক আসছে। যদি ভুলে আমাদের কর্ত্তার গলায় মালা দেয়, তা হ'লে এই বয়সে আমি আবার কার শরণাপন্ন হব গো?—

সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"স্বয়ম্বর! স্বয়ম্বর কি গো?"

প্রৌঢ়া বলিল—"স্বয়ম্বর কি জান না! ত্রেতা যুগে স্বয়ম্বর হ'ত, দ্বাপর যুগে হ'ত, কত দেশের রাজপুত্তুর রাজকন্যাকে বিয়ে করতে আসত! কলিযুগে কি স্বয়ম্বর ছিল! এই হ'ল। কলির ভুষুণ্ডি সেন, সেই যে নাতনীটেকে পাশ করিয়ে বড় ক'রে রেখেছে গো, তার আজ স্বয়ম্বর হচ্ছে। দেশ বিদেশ থেকে রাজা রাজড়া, জমীদার, উকীল, মোক্তার, খবরের কাগজওয়ালা, ডাক্তার—সব সেন-বাড়ীতে জড় হয়েছে।

'স্বয়ম্বর' কথাঘাতে তিনটি সখীর হৃদয়-তন্ত্রী একেবারে একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। সকলেই তখন সেনেদের বাড়ীর কোলাহলটার মর্ম্ম বেশ করিয়া বুঝিয়া ফেলিল। তাহারা আর প্রৌঢ়ার বিপদে সহানুভূতি দেখাইতে সময় পাইল না। তার দিকে আর ফিরিয়াও

দেখিল না। "বলিস কি গো ?—সে কি কথা গো ?" বলিতে বলিতে তরতর করিয়া ছাদ হইতে নামিতে লাগিল। গজগামিনী সৌদামিনী হইল এবং দেখিতে দেখিতে মিলাইল।

এ দিকে নিরঞ্জনের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে মহা ধুম। বাগানের ভিতরে একটি সুন্দর সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার ভিতরে চারিধারে সুসজ্জিত সুমণ্ডিত মঞ্চাবলি। মঞ্চগুলির আশে পাশে সম্মুখে উপরে মখমলের ঝালর। উপরে একটি সুন্দর চাঁদোয়া। মাঝে একটি কৃত্রিম ফোয়ারা! ফোয়ারাকে বেষ্টন করিয়া চীনের টবে ছোট গাছ। চারিধারে বস্ত্রমণ্ডিত বংশস্তম্ভে সুন্দর সুন্দর ছবি। একটিও বিলাতী নয়!

এইখানেই সকলের বিস্মিত হইবার কথা। কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কেন না, এটা কাননিকার স্বয়ম্বর-সভা। সভাটা সেই পৌরাণিক প্রথার অবলম্বনে খাঁটি হিন্দুমতে ময়দানবের বংশধর কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। খাঁটি পৌরাণিক প্রথার অনুকরণে টোলো পণ্ডিতের বিধানে, এখানে সেই পুর্ব্বযুগের ভারতীয় নাটকের অভিনয় হইবে। কাজেই এখানে সব দেশী, বিলাতীর গন্ধও নাই। দেশী মানুষ, দেশী পশু, দেশী দাস, দেশী দাসী। দেশী গোল, দেশী বোল, দেশী চাহনি, দেশী হাসি। বিলাতীর গন্ধও ছিল না। বরকুল কেমন এক রকম জাতীয় ভাবে বিভোর হইয়া এসেন্স মাখিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে যে যার বাড়ীর লোকে ধরিয়া তাহাদিগকে গন্ধকুঙ্কুম কস্তুরী দিয়া সুবাসিত করিয়াছে।—বিলাতীর গন্ধ ছিল না; কিন্তু নাম ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না। কেন না, অনেকেরই পায়ে বিলাতী জুতা ও মোজা ছিল, গায়ে বিলাতী রেশম পশমের পোষাক ছিল। চোখে বিলাতী চশমা, বুকে বিলাতী ঘড়ী, হাতে বিলাতী ছড়ি। আর কি ছিল না ছিল, ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। তবে এটা আমরা বেশ বলিতে পারি যে, সে সকল পদার্থেরও গন্ধ ছিল না।

সন্ধ্যার পর সভার কার্য্যারম্ভ হইবার কথা। কিন্তু সকাল হইতেই লোকের ভীড় আরম্ভ হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরের সময় দেখা গেল, নিরঞ্জনের গৃহের সমীপস্থ পথ, অলি গলি, ছাদ প্রাচীর, খোলার চাল—দেয়ালের ফাটল পর্য্যন্ত লোকে পূরিয়া গিয়াছে। ড্রেনের ভিতর লোক ঢুকিয়াছে। বাগানের গাছে গাছে, ডালে ডালে, পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায়, লোক বাদুড়-ঝোলা ঝুলিতেছে। নিরঞ্জন নিরুপায় হইয়া, পুলিসের শরণাপন্ন হইলেন। পুলিস, রমণীর প্রেমে বঙ্গবাসীর এই অসাধারণ উৎসাহ দেখিয়া প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেল। স্বদেশপ্রেমে ইহা হইতে আরও কত অধিক উৎসাহ দেখাইতে পারে, বিবেচনা করিয়া চিন্তিত হইল। সে উৎসাহে বাধা দেওয়া সহজ হইবে না ভাবিয়া শঙ্কিত হইল। আর বাঙ্গালী একবার উৎসাহিত হইলে ইংরাজের রাজ্য থাকা ভার হইবে ভাবিয়া, কেমন একরকম হইয়া গেল। শেষে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত রুলসংযুক্ত হাত ও জুতাসংযুক্ত পা চারিধারে ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, লোক সরিল না। তখন পুলিসের বড় কর্ত্তা কেল্লায় খবর দিল। কেল্লা হইতে ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে ফৌজ আসিল।

ফৌজ আসিয়া লোক তাড়াইবে কি তাহারা স্বয়ম্বরের অর্থ বুঝিয়া, সভায় ঢুকিবার জন্য "টগ অব ওয়ার" আরম্ভ করিল ও হাইজম্প করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সকল গোলমাল থামিল। কিন্তু গোল থামিতে থামিতে সোডা লেমনেডের দশবিশলক্ষ বোতল খালি হইয়া গেল। নাগরদোলা দশ বিশ কোটি বার ঘুরিয়া ফেলিল, এমন কি, এক এক খানা পাঁপরভাজা এক এক টাকা দরে বিক্রীত হইল। এমন সমারোহ যে রাজসূয় যজ্ঞেও হয় নাই, আমরা সে সংবাদ লইয়াছি।

বেগতিক দেখিয়া কাপ্তেন পল্টন ফিরাইয়া দিলেন। তখন তখন পুলিসের সাহায্যে লোক বাছিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু ঠিক বাছিতে যে গাঁ উজোড় হয়! তার উপায়? তখন অনেকগুলি দেশের বড় বড় মাথা একত্র হইয়া দুই চারিটি বিলাতী মাথার সাহায্যে স্থির করিল, সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবার টিকিট করা হউক। তাহাতে যে অর্থাগম হইবে, তাহার কতক দেশে 'স্বয়ম্বরের উপকারিতা' নামক প্রবন্ধে পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা হউক, কতক লোক ঠেঙ্গাইয়া পুলিসের হাতে যে বেদনা হইয়াছে, সেই বেদনা মারিতে ডারলিংটনের "পেন কিওরার" কিনিয়া দেওয়া হউক।

সন্ধ্যার পর রীতিমত প্রাবেশিক মূল্য দিয়া বরকুল আস্থানমণ্ডপে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সকল মঞ্চ পূরিয়া গেল। যে সকল মহাত্মা

সন্তানকে সোনার সঙ্গে ওজন করিয়া, কন্যাকর্ত্তা-গণের নিকট হইতে পণ লইবার প্রত্যাশায়, ছেলেদের পাঁচ ছয়টা পাশ করাইয়া জাওলা দিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের মাথায় সহসা বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেহ কেহ সভামণ্ডপ-দ্বারে আসিয়া হত্যা মারিল। কেহ কেহ বুদ্ধিমান্ প্রবেশিকা মূল্য দিয়া, মাথা গুঁজিয়া ঢুকিয়া পড়িল। পুরুষের ভাগ্য দেবতাও জানে না। যদি কন্যা ভুল করিয়া, পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া, বাপের গলায় বরমাল্য দেয়, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হয়। পিতারও একটি স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, আর পুত্রের বিবাহে জমিদারি-সংগ্রহও কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

কিছুক্ষণ পরে ভিতরের গোল মিটিয়া গেল। টিকিটবিক্রেতা নিরঞ্জনকে সংবাদ দিল, সভাস্থলে আর সরিষা ধরিবার স্থান নাই। মঞ্চে মঞ্চে মানুষ ভরিয়াছে, মানুষের ঘাড়ে মানুষ চাপিয়াছে। কেহ কেহ বা কাহারও কাহারও কোলে উঠিয়াছে।

সহসা বাহিরে আবার একটা গোল উঠিল। নিরঞ্জন স্বয়ম্বর কার্য্যটা শাস্ত্রসম্মত করিবার জন্য বড় বড় অধ্যাপক আনাইয়া, ব্যবস্থা লইতেছিলেন। তাঁহারা এখন তৈলবটের পরিবর্ত্তে সভাগৃহে প্রবেশ লাভের জন্য নিরঞ্জনকে ঘেরিয়া ধরিয়াছেন। নিরঞ্জনকে স্বর্গের চূড়ায় তুলিবার জন্য নানাজাতীয় শ্লোক-সোপানে উঠাইয়া দিতেছেন। দেবভাষা সংস্কৃতের এমনি মাহাত্ম্য যে, তাহার সাহায্যে চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, অতি বড় বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেও আপনাকে হারাইয়া ফেলে। নিরঞ্জনেরও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার জরা বিনা বার্দ্ধক্য, অধ্যয়ন বিনা পাণ্ডিত্য, রূপ বিনা সৌন্দর্য্য, অর্থ বিনা ঐশ্বর্য্য, ভূমি বিনা রাজত্ব ও শচী বিনা ইন্দ্রত্ব—এইরূপ নানাজাতীয় রূপকের ভিতর পড়িয়া, নিরঞ্জন কিয়ৎকালের জন্য, আমি কে, কোথায় আছি, কি করিতেছি, কি করিতে হইবে, সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই যেন নন্দনকাননটা চোখের উপর দেখিতেছিলেন। দুই চারিটা পারিজাতের ফুল তাঁহার নাকের উপর যেন ঝরিতে লাগিল। দুই চারিটা কল্পবৃক্ষের ফল তাঁহার মুখের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। ঐরাবত তাঁহাকে দেখিয়া যেন মাথা নামাইয়া শুণ্ড ঘুরাইতে লাগিল। উচ্চৈশ্রবা তড়াক তড়াক করিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিল।

নিরঞ্জন তখন অতি নম্র ভাবে ব্রাহ্মণগণের নিকট সভাপ্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

চারিদিক্ হইতে অধ্যাপকমণ্ডলী সমস্বরে গাহিয়া উঠিল,—"জয়শ্রী সেনরাজস্ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী!"

১ম অধ্যা। হে মহামহিমান্বিত সেনকুলভাস্কর!

২য় অধ্যা। হে সুধীর অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্কর!

৩য় অধ্যা। হে কন্দর্পগর্ব্বখর্ব্বকারী চারুসুন্দর!

৪র্থ অধ্যা। হে নরদেবতাসিদ্ধ শুভ্রযশোস্তকর!

নিরঞ্জন। আপনারা এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যা'তে সুশৃঙ্খলায় কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১ম অধ্যা। আপনার এই তৈলবট প্রতিগ্রহণ কার্য্য সমাধা ক'রে—

২য় অধ্যা। আজ্ঞে—তৈলবটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন আদেশ বিধান ক'রে—

নিরঞ্জন। অন্য কোন আদেশ আবার কি?

৩য় অধ্যা। মহাত্মা আজন্মশুদ্ধঃ আফলোদয়কর্ম্ম।

৪র্থ অধ্যা। আসমুদ্রক্ষীতীশঃ—

১ম অধ্যা। আজানুলম্বিতঃ—

২য় অধ্যা। আকর্ণবিশ্রান্তঃ, আনাকরথবর্ত্ম—

নিরঞ্জন। আপনাদের বক্তব্য কি?

১ম অধ্যা। হাঁ হাঁ—বক্তব্য কি?—কি জানেন, কাকুৎস্থ-গোহিনী জনকনন্দিনী ত্রেতাযুগে, রক্ষবংশ-ধ্বংসাভিলাষিণী হয়ে, গুণনিধি রাঘবাক রাবণারি করবার জন্য, হরধনুর্ভঙ্গকারী সেই দয়াময় হরিকে স্বয়ম্বরে মাল্য প্রদান করেছিলেন।

২য় অধ্যা। ঠিক, ঠিক—

লজ্জাকীর্ত্তির্জনকতনয়াঃ শৈবকোদণ্ডভঙ্গে,
ত্রিস্রঃ কন্যা নিরুপমতন্না ভেজিরে রাঘবেন্দ্রম্।

অর্থাৎ, রাঘবের মধ্যে ইন্দ্র হচ্ছেন যে রাম—সেই রামকে তিনকন্যা ভজনা করেছিলেন।

নিরঞ্জন। করেছিলেন, তাতে আমার কি? ঠাকুর! আর আমার অপেক্ষা করিবার সময় নাই। আমি চল্লুম।

৩য় অধ্যা। বেশ বেশ, চলুন চলুন—

নিরঞ্জন। আপনারা কোথায় যাবেন? সেখানে আপনাদের স্থান নাই।

৪র্থ অধ্যা। কি জানেন, দ্বাপরে কুরুকুল নির্ম্মূল করতে দ্রুপদনন্দিনী স্বয়ম্বরা—তাতে কি জানেন—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র,—এই চতুর্ব্বর্ণেরই শুভাগমনে সেই স্বয়ম্বর-সভা—কি জানেন ?

১ম অধ্যা। কি জানেন—যথা কাশীদাসে—দ্বিজ হৌক, ক্ষত্র হৌক, বৈশ্য শূদ্র আদি—

নিরঞ্জন। কি জ্বালা!—আপনারা বলতে চান কি? আরও কিছু অর্থের কি প্রার্থনা করেন ?

১ম অধ্যা। আজ্ঞে অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং—

নিরঞ্জন। ঠাকুর! পয়সা নাও ত নাও; না নাও, ঘরে যাও।

ব্রাহ্মণগণ আবার তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বেরিল। নিরঞ্জন এতক্ষণ কতকটা ভাবাবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণগণের বারংবার বাধায়, তাঁর ভাব ভাঙিয়া গেল। একটু রুক্ষভাবে বলিলেন "তোমরা কি চাও?"

সকলে। ক্রুদ্ধো মা ভব, ক্রুদ্ধো মা ভব।

নিরঞ্জন। তবে কি বলতে চাও, শীগ্‌গির বল। আমি তোমাদের জন্য মিছে সময় নষ্ট করতে পারি না।

সকলে। ক্রোধং মা কুরু, ক্রোধং মা কুরু!

নিরঞ্জন। আরে ম'ল। এ ত ভাল বিপদেই পড়া গেল।—দেখ ঠাকুররা, তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করচ।

১ম অধ্যা। মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং।

সকলে। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।

নিরঞ্জন। কে আছ, এখানে এস ত হে। এই বামুনগুলোকে গলা টিপে এখান হ'তে বার ক'রে দাও ত।

২য় অধ্যা। কি—সামান্য তৈলবটের লোভে আমরা ধাঙ্গড়ের গলায় পৈতে দেবার ব্যবস্থা দিচ্ছি, আমাদের গলায় হস্তপ্রক্ষেপ করতে তোমার বাহুবল্লী ভগ্ন হবে না ?

৩য় অধ্যা। তোমার করকমলিনী এত সাহসিনী!—

এই সময়ে এক জন বলন্টিয়ার (১) আসিয়া নিরঞ্জনকে সংবাদ দিল, কুমারী একা সভামণ্ডপে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক।

৪র্থ অধ্যা। একা!—অনিচ্ছুকা!—

১ম অধ্যা। অহো! ভর্তৃদারিকার একা স্বয়ম্বরে থাকা কোন্ বর্ব্বরে বিধান দিলেক ?

৩য় অধ্যা। কোন্ প্রজ্ঞাশূন্য, বাগাড়ম্বরপ্রিয় শাস্ত্রকর্ম্মানভিজ্ঞ অজ্ঞাতকুলশীল অধ্যাপক এমন অশাস্ত্রীয় বিধানটা প্রদত্ত করিলেক ?

নিরঞ্জন। সে ত তোমরাই। বিটলে বামুন! দাও আমার টাকা ফিরিয়ে।

৩য় অধ্যা। হা হা হা। ভ্রমপ্রমাদবশতঃ তাদৃশী ব্যবস্থা প্রদত্তা।

৪র্থ অধ্যা। তাই বা কেন?—শাস্ত্রেষকুণ্ঠিতা বুদ্ধিঃ—কি বল সার্ব্বভৌম ?

২য় অধ্যা। সে ত বিধান আছে। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

নিরঞ্জন। নাও, এখন বেড়র বেড়র রেখে, কি করতে হবে বল ?

১ম অধ্যা। এক জন বেত্রধারিণী সখীর প্রয়োজন। তিনি ভর্তৃদারিকাকে অর্থাৎ কুমারীকে সহচরী করত, প্রতিমঞ্চের সম্মুখে যাওত বরপাত্রের কুলশীল বিঘোষিত করিবেন।

নিরঞ্জন। বেত্রধারিণী আবার কি ?

২য় অধ্যা। বেত্রধারিণী বললেও হয়—বেত্রধরা বললেও হয়।

৩য় অধ্যা। শুদ্ধমাত্র বেত্রধর বললেও হয়।

৪র্থ অধ্যা। বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা বললেই ভাল হয়।

নিরঞ্জন। আর তোমাদের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করলে আরও ভাল হয়। কি আপদেই পড়া গেছে—বলি সে জিনিসটে কি ?

১ম অধ্যা। আজ্ঞে, তিনি বস্তু নহেন, ব্যক্তি।

বলন্টিয়ার। তা ত বোঝা গেছে—তিনি পুরুষ কি স্ত্রী ?

২য় অধ্যা। আরে বাপু! তিনি ত্রিবু—অর্থাৎ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃতা—শ্রীবিষ্ণু, ব্যবহৃত হইতে পারেন।

নিরঞ্জন। সব হইতে পারেন, আর তোমাদের মুণ্ডচর্ব্বণ করিতে পারেন না ?

এই সময় আর এক জন বলন্টিয়ার আসিয়া বলিল, "মহাশয়, আর বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন কেন? এ দিকে সাতটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই।" নিরঞ্জন তখন নিরুপায় হইয়া আবার একটু নরম হইলেন। হাতজোড় করিয়া বলিলেন—"কি করিতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র বলুন। বাজে কথায় আমার সমস্ত আয়োজন পণ্ড করাইবেন না।"

বলন্টিয়ার। বেত্রধারিণী কি সহচরী ?

১ম অধ্যা। হাঁ—কিন্তু অনুক্রমজ্ঞা।

বলন্টিয়ার। পুরুষ হইলে হয় না ?

(১) উপযাচক হইয়া পরসেবায় নিযুক্ত বীর।

২য় অধ্যা। কেন হবে না? অবশ্য হবে। তবে তিনি হবেন, শ্মশ্রুগুম্ফবিরহিতা।

৩য় অধ্যা। শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! কি বললে হে সার্ব্বভৌম, কথাটা যে ব্যাকরণদুষ্টা।

বলন্টিয়ার। আপনারা হইলে চলিবে কি?

সকলে। হা হা হা!—(উচ্চহাস্য) চলিবে চলিবে —বিশিষ্টভাবেই চলিবে।

৪র্থ অধ্যা। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

নিরঞ্জন। কি! এই কটা পাগলকে সভায় প্রবেশ করিয়ে সব মাটী ক'রে বসব? নাও, ওদের দু'চার টাকা দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও। এখন আর মেয়ে কোথাই পাই, আমি নিজেই না হয় তারে সঙ্গে ক'রে আনি।

১ম অধ্যা। কিন্তু মহোদয়: যে শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত।

নিরঞ্জন। পরামাণিক!—

প্রামাণিক ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন বলিলেন,— "দে, আমার গোঁপ দাড়ী কামাইয়া দে।" প্রামাণিক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

নিরঞ্জন। দে না বেটা! আমি যে আর দাঁড়াতে পারি না।

ব্রাহ্মণগণ বাধা দিল,—"হাঁ হাঁ—রাত্রিকালে ক্ষৌরকার্য্যং ন বিদুষাং মতং।" নিরঞ্জন এইবারে একটা লাঠী লইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। অধ্যাপকগণ "অকর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য" বলিয়া হাত তুলিল এবং নিজ নিজ মত লইয়া প্রমাণপ্রয়োগাদি করিতে ব্যস্ত হইল। ইত্যবসরে নিরঞ্জন ক্ষৌরকার্য্য সমাপন করিলেন।

তার পর দর্পণে মুখ দেখিলেন, আপনাকে চিনিতে পারিলেন না। ক্রোধে দর্পণে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। "কে তুই, কে তুই" বলিয়া প্রতিবিম্বের দিকে মুখভঙ্গী করিলেন! মুখভঙ্গীতে সে নিরঞ্জনকে উত্তর দিল। দর্পণ দূরে ফেলিয়া নিরঞ্জন সভাপ্রবিষ্ট হইতে যাইতেছেন, দ্বারবান চিনিতে পারিল না, বাধা দিল। তখন অতিক্রোধে, তাঁহার এই দুরবস্থার কারণ সেই তর্কনিরত ব্রাহ্মণগুলাকে মারিতে গেলেন! বেগতিক দেখিয়া বলন্টিয়ারগণ তাঁহাকে চ্যাঙদোলা করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল!

অসমাপিকা

যে দিন সন্ধ্যায় নিরঞ্জন গোঁফ দাড়ী মুড়াইয়া দূতী সাজিলেন, সেই দিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া ঘুমন্ত চোখেই কাননিকা একটি কবিতা লিখিয়াছিল।

আমি একা একা ঘরে ব'সে আছি,
কিছুই নাহিক কাজ।
শুধু ব'সে থাকা শুধু বিড়ম্বনা,
যা' হোক করিব আজ।
টেবিলের পর সারি সারি সারি
ছিল যত বাঁধা বই—
শুধু মুখপানে চাহিয়া রহিল—
"অবাক করিলে সই!
এতগুলা সখী আছি চারি ধারে
লয়ে এতগুলা হিয়া;
ভাঙে না কি সই আলস তোমার
তাহার একটি নিয়া?"
"ভাঙে না কি সই আলস তোমার?"
কহিল দেয়ালে ছবি—
গিরি-উপবন, সাগর-গগন,
অভ্র ভেদিয়া রবি,
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীর,
ভ্রমর-সেবিত ফুল,
সলিল-সেবিতা শ্যামল প্রান্তর
বক্র নদীর কূল,
সমীর-সেবিতা সরসীর তীরে
তরুলতা নানা জাতি,
তারা-নিষেবিত স্থির শশাঙ্ক,
চাঁদিনী-সেবিতা রাতি।
"ভাঙে নাকি সই! আলস তোমার?"
কহিল দেয়ালে ছবি—
চির-জাগন্ত সমর-বিজয়ী,
চির-ঘুমন্ত কবি,
জল-ভরা আঁখি, প্রথম মিলন,
মুখ ভরা ভরা হাসি,
বক্ষ ভরা ঘন কম্পন
দীর্ঘ-নিশ্বাস-রাশি।
মৃগ-শিশু-ধরা দুধের বালক
মেষ-শিশু-ধরা মেয়ে,

নব বিরহীর শিলায় শয়ন
নৈশশূন্যে চেয়ে।
"ভাঙে নাকি সই! আলস তোমার?
মোরা যদি কথা বলি,
মোরা যদি ভাই, ভুলায়ে তোমার
হাতে তুলে দিই তুলি?
নিরালায় বসে থাকিবে আলসে?
বিষম তোমার ভুল।"
সাজিতে বসিয়া কহিল হাসিয়া
ফুটে-ওঠা-ওঠা ফুল।
সমীর-চুম্বিত চন্দ্র-কিরণ
কুসুম-গন্ধে ভরা,
বাতায়ন-পথে পশিয়া পশিয়া
আমারে করিল ঘেরা।
আমারে ঘেরিল সুধার ধারায়
দূর কোকিলের গান,
আমারে দেখিল দূর দরশনে
একটি নিভৃত স্থান।
আমারে ডাকিল মধুর মর্ম্মরে
শ্যাম-সুন্দর বট,
আর তার সেই ছায়া সোহাগিনী
শ্যাম-সরসীর তট।
আমি একা একা ঘরে বসে আছি,
কিছুই নাহিক কাজ,
শুধু ব'সে থাকা শুধু বিড়ম্বনা,
যা হোক করিব আজ;
ভাঙিব আলস, এমন সময়
ফুল-গন্ধ-স্রোতে
ভাসিয়া আসিল মধুর কণ্ঠ
মধুর চাঁদনী রাতে।
খুলে দিল কত তন্ন তন্ন
জীবনের ইতিহাস,
ঢেলে দিল কত অশ্রুগর্ভ
বছরের বার মাস!
এনে দিল কত আদর সোহাগ,
এনে দিল কত জ্বালা,
ধরে দিল কত পাদ্য অর্ঘ,
খুলে দিল কত মালা।
উচ্চে উচ্চে উঠিল কণ্ঠ,
আকাশে ডাকিল বান;
কি করি কি করি ভাবিতে ভাবিতে
ভাসিয়া যাইল প্রাণ।
শুধু ব'সে থাকা শুধু বিড়ম্বনা
কি আর করিব কাজ?
হে অজ্ঞাত! তোমার সঙ্গে
আমিও গাইব আজ।
হে অজ্ঞাত! হে অনিশ্চিত!
হে নিষ্ঠুর! শুধু স্বর।
জীবনের পথে করিতে সঙ্গিনা
হবে কি আমার বর?
জীবনের পথে করিতে সঙ্গী
কাঁপিয়া কণ্ঠ গায়,
লইবে কি মোরে হে চারু নিঠুরে!
রাখিবে কি রাঙা পায়?
আমি বলি তুমি আমার রাজা,
সে বলে আমার রাণী;
আমি বলি তুমি বড়ই পাগল
সে বলে পাগলিনী।
আমি বলি তুমি এস না নিকটে,
সে বলে কেন হে দূরে?
আমি বলি তুমি জ্ঞানশূন্য,
সে বলে তোমার তরে।
আমি বলি তুমি চুপ ক'রে রও,
সে বলে কয়ো না কথা;
তোমার উপর রাগটি আমার
মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা।
আমি বলি তুমি সেই সে পঞ্চমে
একবার দেখা দিলে!
সে বলে তুমি এই এত কাল
কেমনে রয়েছ ভুলে?
সে কি মোর দোষ? তবে কি আমার?
তবে হে সে দোষ কার?
যুগ্ম কণ্ঠে গাইয়া উঠিনু
দোষ শুধু বিধাতার!
আমার কণ্ঠ ধরিয়া আসিল,
ও দিকে থামিল গান;
কথা হ'ল শুধু— হ'ল নাক দান,
হ'ল নাক প্রতিদান।

এর পর আর লিখিবার কিছু ছিল কি না, জানি না; কিন্তু কাননিকার আর লেখা হইল না। লিখিতে

লিখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। দুই এক ফোঁটা জল পত্রের উপর পড় পড় হইল। কাননিকা চেষ্টা করিয়া স্রোতঃ নিবারণ করিতে গেল; হাত দিয়া বার বার চোখ মুছিল। কিন্তু স্রোতঃ থামিল না। আপনা-আপনি বলিল—"যাক্, আর লিখিব না। হৃদয়ের সকল কথা অক্ষরে ফেলিবার ধৃষ্টতা আর করিব না। অশ্রুজলের অক্ষর কই? লিখিয়া কি এ মহাকাব্যের শেষ করিতে পারিব? তবে এ অতৃপ্ত উন্মত্ত হৃদয় লইয়া আকাঙ্ক্ষার পারে যাইবার এ বিড়ম্বনা কেন? যেখানে কামনার অপূর্ণতাই তৃপ্তি, যেখানে ভাবের উন্মেষেই ভাবশূন্যতা, আলস্যই যেখানে কার্য্য, সেখানে কাজ করিয়াছি বলিয়া এ অহঙ্কার কেন? কাজ নাই কবিতা লিখিয়া। হে ঈপ্সিত! হে সুন্দর! একবার কি দেখা দিবে? নিষ্ঠুর! আমার এ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া এত ছল কৌশল কেন? তোমার স্বরতরঙ্গ বক্ষে ধরিয়াই কি জীবন কাটাইব? তোমার সৌন্দর্য্যসাগরে কি এক দণ্ডের তরেও ডুবিতে পাইব না? কাল সারানিশি তোমায় দেখিবার জন্য আকাশ পানে চাহিয়া রহিলাম! পৃথিবী পানে চাহিতে সাহস হইল না। হয় তুমি চাঁদ, কিংবা তোমাকে পাইয়া চাঁদ এত সুন্দর। তুমি কি পৃথিবীর কণ্টকময় বুকে কোমল চরণ দুটি ভ্রমেও কখনও রাখিয়াছ? হে আমার প্রভু! যুগযুগান্তের বিরহ আনিয়া একবার দাসীর পায় ঢালিয়া দাও। হে চাঁদের ধন! দাসীর হৃদয়-বহ্নি নিবাইতে চাঁদের সঙ্গে গলিয়া যাও!"

প্রথম মিলন কি শুধু একবার? দুই বার দশ বার নয়, শত বার সহস্র বার নয়, দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে নয়? মিছে কথা। সমীরণ-স্পর্শ পলে পলে নূতন! প্রেম অনন্ত! তাহার বিরাট অঙ্গের যেখানে হাত দিবে, সেইখানেই নূতন স্পর্শসুখানুভব। যেখানে দেখিবে, সেইখানেই নূতন। যখন মিলিবে, তখনই প্রথম। সে মিলনে পলের সহিত পর-পলের সম্বন্ধ নাই, দণ্ড হইলে দণ্ডান্তর বহুদূর, মাস হইতে মাসান্তর জন্মান্তরবিস্মৃতি, বৎসর হইতে বৎসর প্রলয়!

কাননিকা বলিল, "হে আমার প্রভু! যুগযুগান্তের বিরহ আনিয়া দাসীর পায় ঢালিয়া দাও।" প্রিয় সঙ্গে শুধু মুখের কথা কহিয়া কাননিকার তৃপ্তি নাই। বুঝি দেখিলে, কাছে রাখিলে সকল তৃপ্তি মিলিবে! ভ্রম ভ্রম—পরস্পরলিপ্সু, দুইটি হৃদয়ের অস্থিপঞ্জরের যে ব্যবধান আছে!

কবিতা লিখিয়া কাননিকার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না; ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনার মীমাংসা হইল না; কাঁদিয়া চোখের জল ফুরাইল না। কাননিকা স্থির করিল, আর ভাবিব না, আর কবিতা লিখিব না। যা লিখিয়াছি, এ-ও রাখিব না। এই বলিয়া কবিতাটি ছিঁড়িতে যাইতেছে, অমনি পশ্চাৎ হইতে একটি কোমল কর, তাহার কোমলতর কর ধরিয়া ফেলিল। কাননিকা ফিরিয়া দেখিল, হরিদাসী ঠান্‌দিদি।

তাহাকে দেখিয়া লজ্জাভয়ে কাননিকার মুখ শুকাইয়া গেল।

জম্বুলমালিকা *

হরিদাসী কাননিকার মাতামহীর দূরসম্পর্কীয়া ভ্রাতৃজায়া, নিরঞ্জনের শ্যালকপত্নী, কিন্তু ভামিনীর সমবয়সী সখী। ভামিনী তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না, হরিদাসীও দুই দিন ভামিনীর সংবাদ না পাইলে নিরঞ্জনের বাটীতে ছুটিয়া আসিত। স্নেহময়ী নিরঞ্জন-পত্নী তাহাকে আপনার কন্যার ন্যায় দেখিতেন। নিরঞ্জনও হরিদাসীকে বড় ভালবাসিতেন। নিরঞ্জন ননন্দৃপতি, কাজেই হরিদাসী তাহার সম্মুখে প্রগল্‌ভা হইতে কুণ্ঠিতা হইত না। হরিদাসীর স্বামী সত্যপ্রিয় রায় একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তিনি সেকালের আচারনিষ্ঠ হিন্দু। নিরঞ্জনের সাহেবিয়ানায় তিনি বড় তুষ্ট ছিলেন না। বড় আত্মীয় বলিয়া তিনি অনিচ্ছাসত্বেও সেনপরিবারের সহিত সংস্রব রাখিতেন। আর সেই জন্য স্ত্রীকে সেনেদের বাড়ী যাতায়াত করিতে বড় নিষেধ করিতেন না। তাহার উপর তিনি হরিদাসীকে অতি দরিদ্রের ঘর হইতে আনিয়াছিলেন। পাছে কোন কথা বলিলে নিজের পৈতৃক অবস্থার স্মরণ করিয়া হরিদাসী দুঃখিতা হয়, এই ভয়ে তিনি তাহার উপর বড় একটা হুকুম চালাইতেন না। পরন্তু গৃহকার্য্যের সমস্ত কর্তৃত্ব তাহার হাতেই ন্যস্ত করিয়া সত্যপ্রিয় কতকটা তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অভ্যাসদোষে সে অধীনতাটা তাহার প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছিল। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিত। স্বাধীনতার সুব্যবহারে হরিদাসী

* বরপক্ষীয় স্ত্রীগণের পরিহাস বাক্যপরম্পরা।

সত্যপ্রিয়ের গৃহটি একটি স্নেহের সংসার করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যপ্রিয়ের সন্তানাদি ছিল না। থাকিবার মধ্যে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তাহাকে লইয়াই হরিদাসীর সংসার। তাহার বধূ, পুত্র ও কন্যা লইয়া হরিদাসী এমন ঘর পাতিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার ভিতর পড়িয়া সত্যপ্রিয় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনাকে অপুত্রক বুঝিতে পারিতেন না। হরিদাসীর সব কাজই ভাল, কেবল একটি কাজ সত্যপ্রিয়ের চোখে বড় ভাল ঠেকিত না। হরিদাসী তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া নিরঞ্জনের পরিবারবর্গকে,—বিশেষ ভামিনীকে—একটু অধিক রকমের ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের সঙ্গে বড় মাখামাখি করিত। সে ভালবাসার স্রোতে পড়িয়া পাছে স্বর্ণলতিকারূপিণী হরিদাসী ভাসিয়া যায়, পাছে মূর্খ স্বামীর সঙ্গে তাহার ভক্তির ধনটুকু ছিঁড়িয়া যায়, পাছে বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব, অতিথি-সৎকারাদি ক্রিয়া-কলাপ উঠিয়া যায়, এই ভয়ে সত্যপ্রিয় তাঁহার স্ত্রীর সেনেদের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবে মুখ ফুটিয়া সোজাসুজি ভাবে গৃহিনীকে বড় একটা কিছু বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, ঠারেঠোরে রহস্যের ছলে বলা না বলা করিয়া, দুই একটা কথা হরিদাসীকে শুনাইতেন। বুদ্ধিমতী হরিদাসী স্বামীর মনোগত ভাব এই রহস্যের ভিতর হইতেই বুঝিয়া লইত। কিন্তু কোনমতেই সে সেনেদের বাড়ী না যাইয়া থাকিতে পারিত না। এতই সে ভামিনীকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু যে দিন হইতে নিরঞ্জন জামতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, সেই দিন হইতে আপনা-আপনি কি বুঝিয়া হরিদাসী সেনেদের বাড়ী যাওয়ায় ক্ষান্ত দিয়াছিল। আজ কাননিকার স্বয়ম্বরের সংবাদ পাইয়া হরিদাসী বহুকালের পর এখানে আসিয়াছে।

এইবারে একটি পূর্ব্বাভাস দিয়া স্বয়ম্বরকাহিনী বর্ণনা করিবে। রমণীচরণ নিরঞ্জনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে হরিদাসীর আশ্রয় গ্রহণ করে। অপূর্ব্ব-কৃষ্ণ বলিয়া হরিদাসীর এক ভাই ছিল। অপূর্ব্ব-কৃষ্ণ শিক্ষিত যুবক। ভগিনীপতির সাহায্যে তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। নিজের অবস্থা সচ্ছল নহে বলিয়া তাহার বিবাহে অভিরুচি ছিল না। ভগিনী ও ভগিনীপতি তাহাকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিল, অপূর্ব্ব তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করে নাই। বারংবার অনুরোধে অপূর্ব্বকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিল। এক দিন সন্ধ্যায় সঙ্গোপনে সে বাটী হইতে বাহির হইতেছে, এমন সময় সে শুনিল যে, রমণীচরণ শ্বশুরগৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছে। কারণ জানিবার জন্য সে ভগিনীকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। হরিদাসী তাহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইয়া, রমণীচরণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহার শরণাপন্ন হইল। ঘটনা শুনিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণের অপূর্ব্ব রুক্মিণী কাননিকা-হরণে অভিলাষ হইল। তদবধি দূরের সঙ্গীত রূপে কৃষ্ণের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কখন বাঁশী বাজাইয়া, কখন যোগী সাজিয়া, কখন সাক্ষী হইয়া, অপূর্ব্বকৃষ্ণ কাননিকার মনোহরণের চেষ্টা করিল। সর্ব্বশেষে বটুকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া বটুক নাম ধরিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। সর্ব্বশেষে হরিদাসী সহোদরের সাহায্য করিতে সেনগৃহে প্রবেশ করিল।

সেনগৃহের সবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও কথাবার্ত্তা কহিয়া হরিদাসীর আবার পূর্ব্বপ্রাণ খুলিয়া গিয়াছে। তবে ভামিনীকে দেখিয়াই সে একটু কাঁদিয়াছে। আর রমণীচরণের কথার উল্লেখ করিয়া একটু মিষ্ট তিরস্কারও করিয়াছে। দুইটি সখীর বহুদিনের পর পুনর্মিলনে দুই জনেরই উপর কিছু কার্য্য করিল। হরিদাসী আহ্লাদে গলিয়া গেল, আর ভামিনীর উপর যা একটু আধটু ঘৃণা ছিল, সব ভুলিয়া গেল। আর পতিসোহাগিনী হিন্দু সাধ্বীর অশ্রুপূর্ণ তরল নয়ন-জ্যোতিঃ পতিত্যাগিনীর চোখে পড়িয়া তাহাকে কিছু অনুতপ্তা করিল। ভামিনী বুঝিল,—

"সুখ, অতি আকাঙ্ক্ষায় সরলা ললনা প্রায়
লজ্জায় বসনে ঢাকে মুখ;
হেদায় যে সুখ ক'রে, সদা কাল ঘুরে মরে,
তাহার কপালে নাই সুখ।"

আর বুঝিল, হিন্দু রমণীর পতি ভিন্ন গতি নাই। তাহার পিতৃতিরস্কারে ও তাহার নিজের অবজ্ঞায় স্বামীর গৃহত্যাগের ছবি জীবন্ত হইয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। অপমানিত স্বামী আর ফিরিল না, তাহার তেজোগর্ব্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতে, সে আর তাহার সংবাদ লইল না। আর একটি বিশেষ দুঃখ, তাহার "সবে ধন নীলমণি" কন্যা কাননিকাকে আর কেহ তাহার মত করিয়া ভালবাসিল না। এইটিই তাহার বিশেষ দুঃখ। নিরঞ্জন কাননিকাকে যথেষ্ট ভালবাসে। কিন্তু তবুও কেমন তাহাতে ভামিনীর তৃপ্তি হয় না। সে ভালবাসায় তরলতা নাই।

কাননিকার মুখে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া সে ভালবাসা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। এই অভাবটি সে বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছিল। ভামিনী হরিদাসীর কাছে প্রতীকার প্রার্থনা করিল। হরিদাসী প্রতীকারের আশ্বাস দিল। বলিল, "রোস্, আগে তোর মেয়ের স্বয়ম্বর ব্যাপার মিটিয়া যাক্, তোর বাপের তেজ ভাঙ্গিয়া যাক্, তার পর যা হ'ক একটা উপায় করিব।"

হরিদাসী তাহাকে কাননিকার ঘর দেখাইয়া দিতে বলিল। ভামিনী নিজে সঙ্গে করিয়া কাননিকার কাছে লইয়া যাইতে চাহিল। হরিদাসী নিষেধ করিল,—বলিল,—"আমি একা যাইব।"

হরিদাসী কাননিকার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কাননিকা কি করিতেছে। পা-টিপিয়া পা-টিপিয়া তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। কাননিকা জানিতে পারিল না, আপনার মনেই লিখিতে লাগিল। লেখা শেষ করিয়া কাননী আপনার মনে যে কথাগুলি কহিতে লাগিল, হরিদাসী সব শুনিল। তার পর যেই কাননিকা কবিতাটি ছিঁড়িতে উদ্যত হইল, অমনি তার হাত ধরিয়া ফেলিল। কাননিকা পাছু ফিরিয়া দেখে—হরিদাসী ঠান্‌দিদি। সমস্ত কথা শুনিয়াছে ভাবিয়া লজ্জায় ও ভয়ে বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল।

হরিদাসী কাননিকার ভাবান্তর বুঝিতে পারিল এবং সেই জন্য তাহাকে আবার পূর্ব্বভাবে আনিবার জন্য বলিল,—"দেখি দিখি, সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিবার বল তোর আছে কি না। আমার হাত ছাড়াইতে পারিলে বুঝিব, তুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবি, বরের ঝাঁক হইতে মনোমত স্বামীটি বাছিয়া লইবি। দুই জনে সাঁতারিয়া কূলে উঠিবি।" কাননিকা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আমি যে হার মানিলাম ঠানদিদি! তোমার হাত ত ছাড়াইতে পারিলাম না।"

হরিদাসী। তবে আর স্বয়ম্বর সভায় যাইয়া কি করিবি? সেখানে স্বামীটিকে ত পাইবিই না, শেষে কার গলায় মালা দিতে কার গলায় মালা দিবি। আমার বরটিও যে তোকে বে করিবার জন্য আসিয়াছে।

কাননিকা। ঠাকুরদাদা আসিয়াছে পাণিগ্রহণ করিতে, ঠান্‌দিদি হাত ধরিল কেন?

হরিদাসী। তোর হাতে আর কেহ হাত দিয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য।

কাননিকা। আর কেহ এ হাতে হাত দিলে, ঠান্‌দিদির বর কি আমায় লইবে না? ভাল, পরীক্ষায় বুঝিলে কি!

হরিদাসী। বুঝিলাম, কাননিকার হাত দূর হইতে কে ধরিয়াছে। কাননিকা তার ঠান্‌দিদির কাছে সে হাতের মালিককে গোপন করিবার জন্য মনভুলান হাসি হাসিয়া,তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টায় আছে।

আর বুঝিলাম, একটি বিদুষী, জ্ঞানগর্ব্বিণী বালিকা পুরুষোচিত হৃদয়বল ধরিয়াও, স্বাবলম্বনে অসমসাহসিনী হইয়াও, কোন একটি বিশেষ কারণে, ভয়নাশিনী ঠান্‌দিদিকে দেখিয়া ভীতা হইয়াছে। তার বায়ুতাড়িতা নাড়ী দ্রুতগামিনী, লজ্জা-ভয়ে মুখ আরক্তিম, হস্তকম্পনে পত্রিকা পতনোন্মুখী।

হরিদাসী পত্রিকাখানি কাননিকার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। কাননিকা চিত্রপুত্তলিকার মত ঠাকুরাণী দিদির পানে চাহিয়া রহিল, একটিও কথা কহিল না।

হরিদাসী পত্রপাঠান্তে কাননিকার মুখের দিকে চাহিল। কাননিকা হাসিয়া বলিল,—"মুখের দিকে দেখিতেছ কি?—তুমি যা ভাবিতেছ, তার কিছুই নয়। আমি মাসিক পত্রে দিবার জন্য কবিতাটি লিখিয়াছি। পত্রিকাসম্পাদককে পাঠাইবার জন্য মোড়কে পুরিতেছিলাম।

হরিদাসী। অসম্পূর্ণ কবিতা পাঠাইলে সম্পাদক ছাপাইবে কেন? তাহার সঙ্গে হাতের কম্পন, বক্ষের তরঙ্গ, আর চোখের লজ্জাসংকোচগুলাও পাঠাইয়া দে। নইলে সম্পাদক যে বুঝিতে পারিবে না, ছাপাইতে স্ফূর্ত্তি পাইবে না।

কাননিকা। সেগুলা এর পর মল্লিনাথ ঠানদিদির টীকা-টিপ্পনীর সহিত টেলিগ্রাফে পাঠাইয়া দিব। রহস্যের কথা ছাড়িয়া বাড়ীর কে কেমন আছে বল।

হরিদাসী। বাড়ীর সবাই ভাল, কেবল একটি মূর্ত্তিমান গান, কাননিকার স্বয়ম্বর-কথা শুনিয়া শয্যায় গা ঢালিয়া দিয়াছে। তারই রোগের চিকিৎসা করিবার জন্য আমি তোদের বাড়ী আসিয়াছি। নহিলে তোদের সাহেব বিবির বাড়ী আমাকে আর কবে আসিতে দেখিয়াছিস্?—এই বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া হরিদাসী গমনোদ্যতা হইল। কাননিকা পাছু হইতে ডাকিল, "ঠান্‌দিদি!"

হরিদাসী বলিল, "বাড়ী চলিয়াছি, আবার পাছু ডাকিলি কেন?"

কাননিকা। বহুকালের পরে নাতিনীর গৃহে যদি পদধূলিই পড়িল ত সে ধূলি একটু মাথায় না লইয়া ছাড়িব কি ?—

হরিদাসী ফিরিল। কাননিকার মুখ দেখিয়া বুঝিল, সে তাহার মনোভাব বুঝিয়াছে।—বলিল," কি বলিস্ ? থাকিব কি যাইব ?"

কাননিকা হরিদাসীর হাত ধরিল। তারপর বলিব বলিব করিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। কেবলমাত্র একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হরিদাসী তখন আর রহস্য করিল না, রহস্য করিবার সময়ও ছিল না, বাহির হইতে ভামিনী তাহাকে ডাকিতেছিল। বলিল, "আর ত আমি দাঁড়াইতে পারি না। আমি এক কথা বলি। বুঝিয়াছি, এ স্বয়ম্বরে তোর বিন্দুমাত্রও মত নাই।

কাননিকা তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমাকে এই স্বয়ম্বরের হাত হইতে রক্ষা কর। ঠান-দিদি! সহস্র লোকের সম্মুখে নির্লজ্জ হইয়া কেমন করিয়া দাঁড়াইব ?"

হরিদাসী। স্বয়ম্বরের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি না। তবে তোর গানকে আমি ধরিয়া আনিতে পারি। আর সেই সঙ্গে তোর দাদাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারি! এত লেখা পড়া শিখিয়াছিস্, বই লিখিয়াছিস, উপদেশ দিতে পারিস্, আর প্রেমস্পর্শে এমন হতভম্ব হইয়া গেলি যে, আমারও কাছে সাহস করিয়া মনের কথা খুলিতে পারিতেছিস্ না ?

কাননিকা। গানকে তুমি দেখিয়াছ ?

হরিদাসী। গানকে বিবাহ করিবি ?

কাননিকা। দূর্! গান শুনিব, বিবাহ করিতে যাইব কেন ?

হরিদাসী। তবে তোর দাদাকে একটা তান-সেনের বাচ্ছা ধরিয়া আনিতে বলি। তবে আর এ স্বয়ম্বরের কথায় মত দিলি কেন ?

কাননিকা। দাদা কি কারও মত শোনে ? প্রতিবাদ করিতে গেলে বিপরীত হয়।

হরিদাসী। তোর সে যদি না আসে, স্বয়ম্বর সভায় যাইয়া কি করিবি ?

কাননিকা। তা হইলে কদাকার, কুরূপ, মূর্খ, বৃদ্ধ, যাহাকে দেখিলে বিশ্বপ্রেমিকেরও মনে ঘৃণার উদয় হয়, তাহার গলায় মালা দিব।

হরিদাসী। এত অভিমান লইয়া কেমন করিয়া নীরবে বসিয়াছিলি ?

এই বলিয়া হরিদাসী কাননিকার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে বলিল, "এখন আর অন্য কথা নয়। এর পর যাহা যাহা করিতে বলিব, করিবি। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, তোর পূর্ব্ব-জন্মের বড় সুকৃতি যে, এমন বরের হাতে পড়িবি।—কিন্তু যা, বড় ভুল হইয়া গিয়াছে!"

কাননিকা হাসিয়া বলিল,—"একেবারে বড়ই ভুল নাকি ঠান্‌দিদি ?"

হরিদাসী। অত দূর নয়, তবে কাছাকাছি বটে। সেখানে জুতা খুলিয়া মল পরিতে হইবে, চেয়ার ছাড়িয়া পিঁড়িতে বসিতে হইবে,উল ছাড়িয়া ফুল ধরিতে হইবে।

কাননিকা। আর ঠাকুরদাদার পাকাচুলের মূলোৎপাটন করিতে হইবে। ঠান্‌দিদি! বল ত এখন হইতেই গেরুয়া ধরি।

চারি দিক্ হইতে কোলাহল উঠিল। বাড়ীর বাহিরে চারি দিক্ হইতে লোক আসিতে লাগিল। বাটীর ভিতরে কুটুম্বিনীকুল দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই লোকতরঙ্গে ডুবিল।

এ সংসারে আপনার সামগ্রীর আর দ্বিতীয় মিলিল না। আপনার সামগ্রী যেমন সুন্দর, পৃথিবীতে তেমন ধারা সুন্দর আর কই ? আমার ছেলেটি যেন চাঁদের শিশুটি, খায় এত ক'টি, ঘুরে বেড়ায় যেন লাটি-মটি। ওর ছেলেটা, যেন কোকিলের ছাঁ-টা, গিলে এতটা, লাফিয়ে বেড়ায় যেন বাঁদরটা। আমার সামগ্রীর তুলনা নাই। তার গালাগালি ও বিকট চীৎকার অন্যের সুরলয়যোগের গীত হইতেও মধুর। তাহার নখাগ্রভাগের কোমলতার তুলনায় অন্যের অধর-প্রান্তও কঠিন!

ললনাকুল সেন গৃহে আসিয়া যে যার পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল। আর কাননিকা সম্বন্ধে আইনমত আপন আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বসিয়া গেল। অর্থাৎ যে আসিল, সেই ভামিনীর সঙ্গে বেয়ান সম্বন্ধ পাতাইয়া লইল। এক দণ্ডে কাননিকা সহস্র শাশুড়ীর পুত্রবধূ হইল। অযুত ননদীর বউদিদি হইল। কেহ "মা আমার গৃহলক্ষ্মী" বলিয়া বালিকার মুখচুম্বন করিল! কেহ হাতের মাপ লইল---স্বর্ণকারকে রতন-চুড় গড়িতে দিবার জন্য। কেহ কর্ণের ছিদ্র গুণিতে গেল—কয়টি মাকড়ী ধরে দেখিবার জন্য। কেহ নিজের গলার চিক কাননিকার গলায় পরাইয়া দিল,

পুত্রবধূটিকে এই অলঙ্কারখানি যৌতুক দিয়া তার মুখ দেখিবে।

এ সকল পৌরাণিক। ইহাদের ধারণা, বেশী গহনা পরিতে পাইলেই কাননিকা সন্তুষ্টা হইবে। অপরে আধুনিকা—তাহারা জানে, অলঙ্কার এখন হোয়াইটাওয়ে লেডল ও মুর কোম্পানীর দোকানে। আর কারুকার্য্য এখন হামিল্‌টনে। তুষ্টি এখন পিয়ানো অরগানে।

তাহারা কেহ পায়ের পাঞ্জার মাপ লইল। কেহ বা কেমন পশমী মোজা কাননিকার পছন্দ হয় জানিবার জন্য, পায়ের একটু কাপড় গুটাইয়া চরণবেষ্টনী নীল-ধূসর বর্ণের মোজা দেখাইল। কেহ বা কালিফর্ণিয়ার সোনায় গড়া র‍্যাটল্ সর্পের অঙ্গুরী ও তাহার মাথার ব্রেজিলের হীরকখনির সেরা মণি কাননীর চোখের উপর ধরিল। কেহ বিদ্যাপতির রূপবর্ণনায় ভুল আছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য—

"গিরিবর গুরুয়া পয়োধর-পরশিত
গীম গজমতি হারা,
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনীধারা।"—

এই মহাবাক্যের সার্থকতা দেখিবার জন্য কাননিকার গলায় মুক্তাহার পরাইয়া দিল। কেহ বা গার্ড-চেনটা ঝুলাইয়া দিল।

সমবয়সী সহপাঠিনী সখীগণ কাননিকাকে নানা রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে নানা কথা শুনাইতে লাগিল;—যথা,—

১ম। কাননিকার বিদ্যালয় ছাড়িবার পর আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের মনোবিবাদ চলিয়াছে। দুই ভগিনীতে আর মুখ-দেখাদেখি নাই। প্রতিবেশিনী ফ্রান্স জর্ম্মণীর তাহাতে বড়ই আনন্দ। ইংলণ্ডের উন্নতিতে তাহারা হিংসায় মরিয়া গেল।

২য়। বড় ভাবনার কথা! রুসিয়া ও জর্ম্মণীর সম্রাটদ্বয়, এক ঘরে দুই দিন ধরিয়া চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়াছেন। সুলতান বেচারীর প্রাণ বুঝি আর থাকে না। তবে একটু ভরসা, রোজবেরি পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন, ইউরোপে শান্তিভঙ্গের কোনও সম্ভাবনা নাই।

৩য়। বাঁচাইলি ভাই! নহিলে রাত্রে আমার ঘুম হইত না। রোজবেরি একটু আশ্বাস না দিলে, তুরস্কের সুলতানকে বাঁচাইবার কোনও ত উপায় পাই না। আহা! বেচারী বড় ভালমানুষ। যে যা বলিতেছে, তাই করিতেছে। তবুও কোন রাজার মন পাইতেছে না।

৪র্থ। ভালমানুষের কাল নেই যে ভাই। যে ভালমানুষ, তারই উপরে যত লোকের অত্যাচার! ম্যাডাগাস্কারের রাণী, ভালমানুষের মেয়ে রাজ্য করিয়া খাইতেছিল। ফ্রান্সের তাহা সহ্য হইল না, রাজ্যটি কাড়িয়া লইল।

৫ম। বলিস্ কি? ম্যাডাগাস্কারের রাণীর আর রাজ্য নাই? আহা কবে কাড়িয়া লইল? কি সর্ব্বনাশের কথা বলিলি সখি! না, ফ্রান্স দিন দিন বড় অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে। কালই টাউনহলে একটা বিরাট সভা করিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক ঝুড়ি রাগ পাঠাইয়া দাও।

৬ষ্ঠ। শুধু কি তাই! সে দিন শ্যামরাজ্যে কি উৎপাতই না করিল। ভাগ্যে আমাদের শিখসৈন্য ঠিক সময়ে গিয়া বাধা দিয়াছিল।

৫ম। আমাদের শিখ না হইলে ফ্রান্সকে আর কেহ দমন করিতে পারিবে না। আমাদের শিখ না হইলে কাহাদেরই বা চলে?

৪র্থ। কিন্তু ভাই! শ্যামকে বড়ই যাতনা দিয়াছে। আমরা ছিলাম, তাই বাঁচোয়া। নহিলে শ্যামের কি হইত বল দেখি?

ইহাদের মধ্যে এক জন অশিক্ষিতা ছিল। সে ইহাদের কথা শুনিতেছিল! কিন্তু ব্যাপারখানা কি, ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। শ্যামের কথা পড়িতেই তার মনে খট্‌কা লাগিয়া গেল। শুনিল, শ্যামকে কি এক জন—নাম মুখে আসে না, এমন এক জন কে না কি বড়ই যাতনা দিয়াছে।

শ্যাম বলিয়া হয় ত তার পুত্র কিংবা অন্য কোন নিকট আত্মীয় ছিল। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "শ্যামকে কে যাতনা দিয়াছে গা?"

রমণীগণ এক কথাতেই তাকে নিরক্ষরা বুঝিয়া ফেলিল। সুতরাং তার উত্তর দেওয়া একটা অসম্মান মনে করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তৃতীয়া সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "কিন্তু ইতিমধ্যে যে আঘাত দিয়াছে, তার ঘা শুকাতে অনেক কাল লাগিবে।"

অশিক্ষিতা। কোন সর্ব্বনাশীর বেটা! কোন্ হতভাগা আমার শ্যামের গায়ে হাত দিয়াছে!

তার পর আঙ্গুল মটকাইয়া সেই অত্যাচারীর মৃত্যু

কামনা করিল। তাহার হস্তে পক্ষাঘাতের আবাহন করিল। তার পর শ্যাম শ্যাম করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বিদুষীগণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল। আর ভাবিল, দেশের কি এতই অধঃপতন হইয়াছে? বাড়ীর দোরের কাছে শ্যাম, তাহাকেও চিনে না?

এইরূপ হাসি-তামাসায়, কথাবার্ত্তায়, পান-ভোজনাদি ক্রিয়ায় সারা দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে হরিদাসী কাননিকাকে মনের মত করিয়া সাজাইল।

সন্ধ্যা সমাগতা। কাননিকা সুসজ্জিতা। রমণীগণ উৎকণ্ঠা-কবলিতা। কলিকাতা স্তম্ভিতা। আজ ললিতা লবঙ্গলতা সেনগৃহ হইতে উৎপাটিতা হইয়া কোন এক অনিশ্চিত উদ্যানে রোপিতা হইবে!

পরিচারিকা

দাড়ীগোঁফ কামান নিরঞ্জন ইন্দ্রিয়-অগোচর হইয়া, দ্বারবানের কাছে তাড়া খাইয়া, বাড়ীর ভিতর হইতে কাননিকাকে লইতে আসিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারিল না। প্রিয়কন্যা ভামিনীই একবার কেব্যা কেব্যা বলিয়া ছুটিয়া আসিল। তার পর জিব কাটিয়া পলাইল। কেহ তাহাকে বৈরাগী ঠাকুর মনে করিয়া একটা গান করিতে বলিল। কেহ বদন অধিকারীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি, পরিচয় জানিতে চাহিল। কেহ বুড়োর বিবাহ করিতে সাধ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল।

নিরঞ্জন কাহারও কথায় উত্তর দিলেন না। বরাবর কাননিকার ঘরের দিকে চলিলেন। মনে মনে কিন্তু বড় বিরক্ত হইলেন। আর ভাবিলেন, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে, পোষাকে পরিচ্ছদে, হাসিতে গানে, আহারে ব্যবহারে,—আজকালকার নারীগুলা অনেক উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু অবাধ্যতা, আর বাচালতা, আর স্বাধীনতা আর কঠিনতা, কিছু অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। আজ আমি নিরঞ্জন না হইয়া যদি আর এক জন বৃদ্ধ হইতাম, তাহা হইলে এই অন্যায় ব্যবহারে আমার মনে যে কষ্ট হইত, সেটা ত ইহারা বুঝিয়াও বুঝিল না।

নিরঞ্জন বরাবর কাননিকার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "কাননিকে!" অনেকগুলি মেয়ে কাননিকাকে ঘেরিয়া বসিয়াছিল। ঘেরিয়া এমন কলকল করিতেছিল যে,সে কথা তাহার কানে গেল না। তাহারা বলাবলি করিতেছিল, কাননিকাকে লইয়া যাইবে কে! হরিদাসীর ধারণা, কাননীর দাদা লোক বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। নিরঞ্জন সেন এমন বোকা নয়, কাননিকার স্বয়ম্বরের এত বড় একটা প্রকাণ্ড উদ্যোগ করিয়া, এই সামান্য কাজটা করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এই দেখ না, কাননিকাকে লইতে লোক আসে।

কাননিকাকে কেমন ধারা লোকে লইয়া যাইবে? কাননিকা যেমন সুন্দরী, তেমনি একটি সুন্দর চাকর। আর যদি দাদা নিজেই লইয়া যায়? তাও কি কখন হইতে পারে? দাদা কি একটা হেঁজি-পেঁজি লোক? সে কি জানে না, নাত্নীকে নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে লোকে হাততালি দিয়া উড়াইয়া দিবে! যদি তার মত একটা বুড়ো লইতে আসে? হরিদাসী সেই বৃদ্ধকে আর ঠাকুরজামাইকে এক দড়ীতে বাঁধিয়া, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিবে। নিরঞ্জন বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিলেন। কথার মর্ম্ম বুঝিয়া কাননিকাকে ডাকিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, থাকিব কি পলাইব? কিন্তু এখন অন্য লোক কোথা পাই? যে হরিদাসী, সে ত আমাকে দেখিলে টীট্‌কারিতে অস্থির করিবে।

নিরঞ্জন কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটি সুন্দরী জানালার ফাঁক দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল। অমনি হরিদাসীকে বলিল, "কাননিকাকে লইতে এক জন বুড়োই আসিবে। আমি গণিয়া দেখিলাম।" হরিদাসী বলিল, "মিথ্যা কথা!" সমুদায় স্ত্রীগণ হরিদাসীর কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা।" কাননিকা বলিল, "মিথ্যা-কথা! আমি বুড়োর সঙ্গে সভায় যাইব না।

রমণী বলিল, "বাজী?"

হরিদাসী বলিল "বাজী?"

সমুদায় স্ত্রীগণ বলিয়া উঠিল, "বাজী?"

হরিদাসী বলিল,—"তাহা হইলে কাননিকাকে সেই বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিব।"

রমণী বলিল, "দিবে?"

হরিদাসী বলিল, "নিশ্চয় দিব! কি বলিস কাননী?"

কাননিকা। সে যদি ঠাকুরদাদা হয়?

রমণী। কখন নয়। তোর দাদার ত দাড়ী গোঁফ আছে?

হরিদাসী। আছে বলে আছে? ঠাকুরজামাই মুখে উলুবনের ক্ষেত করিয়াছে।

রমণী। এ বৃদ্ধের গোঁফ দাড়ী কামান। মুখখানা বাঙ্গালা পাঁচের মতন।

হরিদাসী। তবে ত সে ঠাকুরজামাই নয়ই। তারে দেখিলে নারদঋষি বলিয়া ভ্রম হয়।

তখন সকলে মিলিয়া বাহিরে আসিল। কই, কে কোথায়? কেউ ত নাই! রমণী বলিল, "আমি দেখিয়াছি। এইখানে এক জন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিল।" সকলে, তাহাকে হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত বলিয়া, কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

বেগতিক দেখিয়া নিরঞ্জন ছুটিয়া পলাইলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহিরে গিয়া বলণ্টিয়রগণকে ডাকাইলেন। তাহারা ছুটিয়া অসিল। নিরঞ্জন কাননিকাকে সভায় লইয়া যাইবার জন্য,তাহাদের মধ্যে এক জনকে অনুরোধ করিলেন। সকলে এ উহাকে, সে তাহাকে, যাইতে অনুরোধ করিল। কেহই নিজে পরিচর্য্যাকার্য্যে স্বীকৃত হইল না। তাহারা বিনা পয়সায় শুদ্ধমাত্র সহৃদয়তা-প্রণোদিত হইয়া, সভার কার্য্য করিতেছে বলিয়া কি কাননিকার আশাটি পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়াছে? পরিচারক হইলে ত আর সে আশা নাই। নিরঞ্জন দেখিলেন, নিরুপায়; কে যায়! এই মাথায় মাথায় কারে পাই? এক জন বলণ্টিয়ার বলিল, "বাগানের প্রান্তভাগে একটি চাকরজাতীয় ছোকরা বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিতে মন্দ নয়। তাহাকে দেখিব কি?"

নিরঞ্জন। দেখ দেখ, শীঘ্র দেখ! তাহাকে কিছু বক্‌শিস্ দিবার নাম করিয়া লইয়া আইস। সর্ব্বনাশ হইল, আমার মান-সম্ভ্রম সব গেল। বুঝি লোক হাসাইলাম।

বলণ্টিয়ার ছুটিল। নিরঞ্জন অন্য বলণ্টিয়ারগণকে বলিলেন, "তোমরা না হয় সেই বামুনগুলার সন্ধান কর।"—তাহারাও চারিদিকে ছুটিল। প্রথম বলণ্টিয়ার ফিরিল; নিরঞ্জন বলিলেন, "খবর কি?"

বল। আমি তাহাকে আট আনা পর্য্যন্ত কবুল করিলাম। সে ষোল আনা না পাইলে আসিতে রাজি হয় না।

নিরঞ্জন। আরে তাই দিব বল না ছাই! এখন কি আর টাকায় মায়া করিলে চলে

বলণ্টিয়ার ছুটিল এবং একটু পরেই চাকরকে ধরিয়া আনিল। নিরঞ্জন দেখিলেন, চাকর আর অন্য কেহ নহে, স্বয়ং মটুক শর্ম্মা তাঁহার আর বিস্মিত হইবার সময় নাই। তিনি একেবারে বলিয়া উঠিলেন—"রে চাকর! ষোল আনাই পাইবি। এই বেলা যা বলি, তাই কর।" চাকর মস্তক অবনত করিয়া সম্মতি জানাইল।

নিরঞ্জন বলণ্টিয়ারকে বলিলেন, "ইহাকে লিভারি (livery)' পরাইয়া দাও।" রাগান্ধ নিরঞ্জন আর কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না।

সেই ক্রোধের ভরে চক্ষু মুদিয়া বলণ্টিয়ারের দলকে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা যাহা করিতে হয়, কর। তোমাদের উপর সম্পূর্ণ ভার দিলাম। আমার অসুখ করিতেছে। আমি শয়ন করিতে চলিলাম।"

অতি উল্লাসে বলণ্টিয়ারগণ কার্য্য করিতে ছুটিল।

আটটাও বাজিল, অমনি ঐক্যতান আরম্ভ হইল। বাদনও থামিল, অমনি যবনিকা উত্তোলিত হইল। যবনিকাও উঠিল, অমনি ভর্তৃদারিকারূপিণী কাননিকা, চাকর মটুকের হাত ধরিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিল।

কাননিকাও প্রবিষ্টা হইল, অমনি চারি দিক্ হইতে শ্রবণভেদী চড় চড় শব্দ হইল।

ভুবনমোহিনীর দর্শনমাত্রেই সভ্যমণ্ডলীর হৃদয় যুগপৎ দুরু দুরু করিয়া উঠিল। করতালির শব্দ ছাপাইয়া সে দুরু দুরু ধ্বনি ভাবুকের কানে গেল। পরিচায়কের করে করভার ন্যস্ত করিয়া সুন্দরীর লাজমন্থর গমন প্রতিপাদবিক্ষেপে হৃদয় কাঁপাইয়া সভাস্থলে একটা অপূর্ব্ব ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। প্রতিপ্রাণ নীরব চীৎকারে বলিয়া উঠিল;—

"মদিরলোচনে! লজ্জানত বদন তুলিয়া একবার আমার পানে চাহিবে কি?"

পরিচায়কও অবনতবদন। মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কাননিকার হাত ধরিয়া তাহাকে সভামধ্যস্থলে সেই কৃত্রিম প্রস্রবণতীরে লইয়া চলিল। যেন লজ্জা লজ্জাকে টানিতেছিল, অন্ধ পঙ্গুকে পথ দেখাইতেছিল।

যাইতে যাইতে কাননিকা শতবার দাঁড়াইল। শত স্থানে রূপ ঝরিয়া যেন শত সুধাসরসীর সৃষ্টি করিল। দেহযষ্টির কোমলতায় বালিকার প্রতি পদক্ষেপে বিলাসচাপল্য, সেই সহস্র দর্শকের প্রাণে সহস্র আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিল। প্রত্যেকেই মনে করিল, সুন্দরী তাহারই

জন্য এইরূপ করিতেছে। "অহো কামী স্বতাং পশুতি।"

কামনাপরবশ বরকুল বরাননার নয়ন দুটি নিজ নিজ সৌন্দর্য্যে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য নানা-বিধ অঙ্গভঙ্গী ও ইঙ্গিতের সাহায্য গ্রহণ করিল। কেহ এক গাছি ছড়ির মৃগমুখপ্রান্ত অধরে লাগাইয়া ঈষৎ ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল। কেহ বা দশনপংক্তির সৌন্দর্য্যে কাননিকার হৃদয় খণ্ডন করিবার জন্য অঙ্গুলি-দংশনছলে দাঁত বাহির করিল। কেহ বা বিশাল নয়নে বিধাতার শিল্পকৌশল বুঝইবার জন্য হাত দিয়া মুখখানি ঢাকিয়া শুধু চক্ষু দুটি বাহির করিয়া রহিল। কেহ বা আলোক ও ছায়া মাখামাখি হইলে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা হয় বুঝিয়া, চাঁদ মুখখানি মলিন করিয়া, কাননিকার অঙ্গে অপাঙ্গ রাখিয়া, যেন কোন এক দিকে চাহিয়া রহিল; কেহ লঙ্কা সঙ্গে করিয়া আনিয়া-ছিল, কাননিকাকে দেখিয়াই সে চোখে লঙ্কা দিল। চক্ষু দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিতে লাগিল; যদি কবিতা-রসার্দ্রা করুণাময়ী তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলে! আর এক বাহুবল্লীতে অঞ্চল ধরিয়া, অপর বাহুলতায় তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া, "আর কেঁদ না, আর কেঁদ না", বলিয়া চোখ মুছায়। সাহেবের ঘুসিতে কাহারও নাক থেঁতলাইয়া গিয়াছিল। সে কমলসদৃশ পূর্ব্ব-মুখশ্রীটি কাননিকাকে দেখাইবার জন্য একহস্তে একখানি ফটো তুলিয়া ধরিল এবং সাহেব অনুতপ্ত হইয়া আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়া-ছিল, সেখানি অন্য হস্তে ধরিয়া নাড়িতে লাগিল। সহসা সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পরিচারক কথা কহিল।—হে বাবু-বরেরা! কুমারী আপনাদের নমস্কার করিতেছেন।" বরগণ প্রত্যভিবাদন করিল।

তখন পরিচারক মটুক একখানি খাতা ও পেন্‌সিল হাতে করিয়া, প্রত্যেক লোকের কাছে গিয়া পরিচয় লইতে লাগিল।

সেই কৃত্রিম প্রস্রবণের ধারে, কচু, ক্রোটন, ঝাউ-শিশু, তাল-শিশু, নানা জাতীয় বিলাতী গুল্মবনের মাঝারে, একটি বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত চেয়ারে রচিত-বিবাহবেশা পতিংবরা বসিয়া রহিল। সকলের পরিচয় লইয়া পরিচারক কাননিকার কাছে ফিরিল এবং একটি বেত্র হস্তে করিয়া কুমারীকে চেয়ার হইতে উঠাইল। তখন:—

আগে চলে বেত্রধর পিছে চলে বালা,
এক হস্তে গন্ধপাত্র অন্য হস্তে মালা।
টেরো গাল দুদি ভুঁড়ি বসে এক বর,
তার কাছে কন্যা লয়ে গেল বেত্রধর।
বেত্রধর কুমারীরে দেয় পরিচয়,
রাজ্যেশ্বরে মালা দিতে মতি যদি হয়,
দেখ এই ব'সে আছে পুরুষপ্রধান,
ইহারে বর ক'রে রাখ নিজ মান।
হোমরাও চোমরাও ইটিলির রাজা,
বিবাহ-বন্ধনে বেঁধে দাও এরে সাজা।
হরিশ্চন্দ্র দান ক'রে হয়েছে চণ্ডাল,
বলি রাজা দান ক'রে ঢুকেছে পাতাল;
ইনি কিন্তু বড় বড় ফণ্ডে ক'রে দান,
রাতারাতি মহারাজা ইন্দ্রের সমান।
দান ক'রে ধন বাড়ে শুনেছ কি ধনি?
দান করে পুঁটে তেলি হয় নরমণি!
ইহারে বরণ যদি কর বরাননি!
এক দিনে হয়ে যাবে ইটালীর রাণী।
"ইটালীর রাণী হব ইটলীর রাণী!"
উৎফুল্ল হইয়া কথা কহিলা কাননী।
"ভূমধ্যসাগরে যেই পাদুকারূপিণী,
মেদিনীর অলঙ্কার রোমের জননী;
যাহার গৌরবরবি দিগন্তে বিকাশ,
সেই রোমে আমি কি গো রব বারমাস?"
অত দূর নয় তবে কাছাকাছি বটে,
টাইবার * নয়, পদ্মপুকুরের তটে।
তার তীরে এ ইটালী, নাই সেথা রোম,
চারি ধার বেড়ে তার আছে মুচি ডোম।
যেমন ডোমের নাম শুনে কাননিকা,
কষিত-কাঞ্চন কান্তি হয়ে গেল ফিকা।
ভাব বুঝি বেত্রধর অন্য দিকে যায়,
ছল্ ছল্ চোখে রাজা ফেল্ ফেল্ চায়।
অন্য মঞ্চ পাশে তবে লইয়া কুমারী,
বেত্রধর বলে তারে সম্বোধন করি,—
এই যে দেখিছ বালা পুরুষপুঙ্গব,
পা হইতে মাথা এঁর উচ্চশিক্ষা সব।

---

*টাইবার—ইটালী দেশের নদী। ইহার তীরে রোম নগর অবস্থিত।

উচ্চশিক্ষা চাঁদ মুখে, উচ্চশিক্ষা দাঁতে,
উচ্চশিক্ষা হাতে, আর উচ্চশিক্ষা পাতে।
দয়া ক'রে দাও যদি এর গলে মালা,
ভুগিতে হবে না কভু বিরহের জ্বালা।
কি ভোজনে কি শয়নে কি ভ্রমণে পথে,
সকল সময় তুমি রবে সাথে সাথে!
প্রাণেশ বিদেশে যদি যায় কাননিকা,
তথাপি হবে না তুমি প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
সভায় সমিতি-গর্ভে বিজন কাননে,
নৈনিতাল সিমলায় অথবা লণ্ডনে,
মান্দ্রাজ বোম্বাই কিম্বা ইলোরা-গহ্বরে,
প্যারিসে প্রান্তরে কিম্বা মনুমেণ্ট-শিরে,
যেথা রবে গুণমণি, তুমি রবে ধনি,—
প্রফুল্লা নলিনী রবে দিবস-রজনী।
"স্বামী সঙ্গে রব যদি নিশি দিন মান
কখন করিব আমি বিরহের গান?
কখন লিখিব পত্র প্রাণেশ বলিয়া,
অবসাদে শয্যা'পরে পড়িব ঢলিয়া?
কবিতা ভুলিয়া যাব, ভুলে যাব গান,
ভুলে যাব দীর্ঘশ্বাস, ভুলে যাব মান।"
এই ব'লে অতি মৃদু শির নোয়াইয়া
গজেন্দ্রগমনে বালা চলিল চলিয়া।
বেত্রধর নিরুপায় পাছু পাছু যায়,
আর এক বরবরে তখন দেখায়।
দুঃখিনী এ ভারতের দরিদ্রসন্তান,
উৎসর্গ তাদের তরে করেছে যে প্রাণ,
নৈতিক এ সন্ন্যাসীর হ'তে সন্ন্যাসিনী,
ইহার গলায় মালা দিবে কি কাননি?
সন্ন্যাসীর নাম শুনে ক'রনাক মনে,
সারাটি বছর ইনি ভ্রমেন কাননে!
সন্ন্যাসিনী নাম বটে করিবে ধারণ,
হবে না গো পদব্রজে করিতে ভ্রমণ,
যাপিতে হবে না নিশি নীলাকাশতলে,
ভিতিতে হবে না না কভু বরষার জলে,
বনে বনে পথে পথে অনাহারে থাকি
খাইতে হবে না কভু কষা আমলকী!
গান গেয়ে ভিক্ষাঝুলি কমণ্ডলু করে
ফিরিতে হবে না কভু গৃহস্থের দ্বারে।
পাবে তুমি বড় বাড়ী, বড় জুড়ী গাড়ী,
পরিতে পাইবে তুমি রাঙা রাঙা শাড়ী।

বরপানে অল্প চেয়ে মৃদু হাসি হাসি
বেত্রধরে সম্বোধিয়া কহিলা রূপসী—
"বড়ই বিস্মিতা আমি তোমার কথায়,
উপার্জ্জন কিসে হয় দরিদ্রসেবায়?
গাড়ী জুড়ী বাড়ী কোথা পেলে বল ত্বরা,
যক্ষের কি ধন ঘরে আছে ভারা ভারা?
নতুবা ভিখারী ভজি' কার ভরে পেট?"
কথা শুনে লাজে বর মাথা করে হেঁট।
এই স্বয়ম্বর কথা অমৃত-সমান,
দ্বিজ নরোত্তম গায় দেখে পুণ্যবান।

হাতে মনোহর মালা উধাও চলিল বালা,
কত বার পার হয়ে যায়!
কালেক্টার মেজেষ্টার কত জজ ব্যারিষ্টার
কেহ সে হৃদয় নাহি পায়।
জীবনঘাতিনী মালা কারো না পরশে গলা,
সমীরে উড়িয়া যেন চলে;
কত যে প্রভাত রবি মহার্ণবে গেল ডুবি,
জলধর ব্যোমে গেল গলে।
কত হীরা চুণি মতি নিখিল সমাজ-পতি
শৈল মৈত্র দেবের কুমার;
হেমেন্দ্র দীনেশ দ্বিজ শশধর মনসিজ
কড়ি দিয়া ডুবে হ'ল পার।
রাজা বাহাদুর রায় মহা মহা উপাধ্যায়
দত্ত মিত্র চৌধুরী ঠাকুর;
নভেল নাটক গাথা ইতিহাস উপকথা
নারীকণ্ঠ বাজখাঁই সুর।
কুমারীর অবজ্ঞায় মুখ তুলে নাহি চায়
চুপ ক'রে ভেউ ভেউ কাঁদে,
রূপে গুণে অনুপমা তবু না চাহিল রামা
পড়িল না রোদনের ফাঁদে।
আগে আগে উজলিয়া পাছুতে আঁধার দিয়া
ধীরে চলে পূর্ণশশিকলা,
শেষ হ'ল বরকুল স্বয়ম্বরে হ'ল ভুল,
কর হ'তে খসিল না মালা!

এ কি! হইল কি! এই সহস্র বরের মধ্যে এক জনও কাননিকার পছন্দ হইল না!

পরিচারক কাননিকাকে সঙ্গে করিয়া চেয়ারে লইয়া বসাইল। তার পর সভাস্থ সকলকে প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবুরা,

তোমরা আপনারা হুকুম কর ত, আমি একটা কথা বলি।” কেহ কেহ চুপ করিয়া রহিল। কেহ বলিল, “বল।” কেহ বা বলিল, “তুই আবার কি বলবি?”

পরিচায়ক এবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তার পর বলিল, “আমি সময়ের দাস, সময়ের ফল বড় মিষ্ট, আমি তার লোভে আপনাদের সঙ্গে এসেছি। আমি আর কি বলিব? তবে নিজগুণে কৃপা ক’রে আপনারা এই দাসের কথা শুনুন। সকল দেশের বিবাহপ্রথার সঙ্গে ভারতের প্রথার আলোচনা কর্ত্তব্য। কোন দেশের বিবাহে নারীদিগের পূর্ণস্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ভারতের স্বয়ম্বর-প্রথায় কন্যাকে আগে কি স্বাধীনতাই না দেওয়া হইয়াছিল! কন্যা যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিত। আপনারা এখন সেই স্বাধীনতা পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। খানিক স্বাধীনতা মার্কিণ হইতে, খানিকটা ইংরাজী, ফরাসী, চীনা, জাপানী হইতে, এই রকম পাঁচটা জাতি হইতে স্বাধীনতা-ফুল তুলিয়া আমাদের দেশে বিবাহ-প্রথার তোড়া তৈয়ারী করিতে প্রস্তুত। তবুও যেন কেমন একটা বাধা-বিপত্তি তাহার সহিত জড়ান আছে। আজ কিন্তু সেটি নাই। বরকুলের মধ্যে চারিবর্ণই বিদ্যমান। সকলেরই না কাননিকালাভের আশা ছিল!—কিন্তু কেহই কাননিকার মনোমত হইলেন না। বাকী আছে শুধু দাস। এখনও আশা আছে সেই দাসের। দাস একবার এই রূপসী ললনাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিবে কি?”

সকলেই কাননিকার উপর চটিয়া ছিল। কাননিকাকে অপমানিত করিবার জন্য সকলে একবাক্যে অনুমতি দিল। কে ভাবিয়াছিল, রাজার ভাগ্যে যে ধন মিলিল না, সে ধন দাসের ভাগ্যে মিলিবে?

অনুমতি পাইয়া বেত্রধর বেত গাছটি ভূমিতে রাখিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে কাননিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—“ওগো রাজকন্যে! দাসকুলে আমার জন্ম। আমি এই সমাজবাগানের এক কোণে গুপ্তভাবে ছিলাম। এই মালী মহাপ্রভুদের জলসেচনে আমি মাটী ফুঁড়িয়া ব্যক্ত হইয়াছি।” অন্যের মুখের ভাব দেখিবার জন্য মটুক একবার মঞ্চপানে চাহিল। অমনি অনেকে অঙ্গুলি দেখাইয়া উৎকোচের ইঙ্গিত করিল।

কাননিকা দাসের মুখপানে চাহিয়া মৃদু হাসিল। বরকুল স্থির করিল, কন্যা পতি বাছাই করিবার পরামর্শ আঁটিতেছে। দুই এক জন বলিল,—“বেশ বেশ, ভেবে চিন্তে স্বামী বাছিয়া লও। তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই।”

মটুক বলিতে লাগিল—“আমি দাস। শুধু দাস কেন, যাহারা হিন্দু সমাজের মাথা ভাঙ্গিয়া তাহাকে তাজা করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি তাহাদের দাসের দাস।”

এই বলিয়া মটুক জনান্তিকে বলিল, “তবে প্রস্তুত হও।”

কাননিকা। প্রস্তুত হইয়াছি।

প্রেমিকের নির্জ্জনতা কি শুধু নিকুঞ্জে? শুধু কি অগণ্যতারকাশোভিনী রজনীর ঘনান্ধকার-নিষেবিত অঙ্কে? হে প্রেমিক, কত দিন তোমার বিস্ফারিত চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত জীব কত বার যাতায়াত করিয়াছে, তুমি বুঝিতে পারিয়াছিলে কি? আজিও সেইরূপ প্রেমাবৃতলোচনা কাননিকার দৃষ্টিপথ হইতে দেখিতে দেখিতে সহস্র লোক অন্তর্হিত হইয়া গেল। কাননিকা দেখিল, শুধু এক জন।—সেই এক জনকে নির্জ্জনে পাইয়া বালিকা তাহার গলায়—আ ছি ছি! —হাঁ হাঁ!—কর কি কর কি!—মালা পরাইয়া দিল। —অমনি সকলে “এই ও, এই ও!”—করিয়া একটা ভীষণ কোলাহল করিয়া উঠিল। সে শব্দ কাননিকার কানে গেল। সে সেই শব্দকে স্তম্ভিত করিতে সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, “এই দাসই আজি হইতে আমার প্রাণেশ্বর। হে চন্দ্র সূর্য্য, হে সভাস্থ লোকগণ! শুনিয়া রাখ, আজ হইতে আমি এই পরিচারকের পরিচারিকা।

বিশ্বাসঘাতক, জুয়াচুরি, ডাকাতি, মার রে ধর রে প্রভৃতি শব্দ চারিদিক হইতে যুগপৎ উত্থিত হইল।— মটুক সেই গোলমালের ভিতরে কাননিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। অমনি ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। বাহিরে “আরমস্” শব্দ হইল। গোলমাল হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া শান্তিরক্ষক সারবন্দি দাঁড়াইল। দাসদাসী চক্ষের নিমেষে কোথায় চলিয়া গেল।

সেই রাত্রে কলিকাতার পথে কেবল শব্দ হইল, দুপ দুপ—কাননিকার সন্ধানে এত লোক ছুটিয়াছিল। ভাগীরথীর জলে কেবল শব্দ হইল, ঝুপ ঝুপ— এত লোক মনের দুঃখে জলে ঝাঁপ খাইয়াছিল। কাননিকা নিজের স্কন্ধে সমাজের সমস্ত কলঙ্করাশি বহন করিয়া সমাজের পূর্ণ সংস্কারসাধন করিতে

কোন্ স্বপ্ন দেশে চলিয়া গেল। কিন্নরে কণ্ঠ ছাড়িল, বক্তা বাক্য ঝাড়িল, জিমনাষ্ট বারে ঢুলিল, তবু কাননিকা ফিরিল না কবি-কুরঙ্গ কত লাফাইল; =Ode to lark লিখিল, সনেটে কাগজ পূরাইল, কাতরে করুণা ভিক্ষা করিল, তবু কাননিকা মুখ তুলিয়া চাহিল না, গন্ধশালতরুর মূলোচ্ছেদ হইল, পয়ার, ত্রিপদী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, ললিত মালতীতে কাব্যকানন ভরিয়া গেল, তবু কাননিকা তাহাতে পা বাড়াইল না। ভ্রান্তিমান, বিভাবনা, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা—ভাল ভাল ফুল-অলঙ্কার ও ফুল-মালা হস্তে কত ভাবুক কত পত্রিকা-রাজ্যে কত ঘুরিল, তবু কাননিকার সন্ধান মিলিল না। কত পসারিণী কত মধুর সন্ধ্যায় কাঞ্চন দিগ্বলয়-বেষ্টিত কাননকুঞ্জে কত দীপ জ্বালিল, কিন্তু একটি দীপও কাননিকার মুখ দেখাইল না।

শোকে দুঃখে জাগরণে, কোন দিন অনশনে, কোন দিন অতি ভোজনে, নিরঞ্জনের জীবাত্মা তাঁহার বক্ষে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইতে লাগিল। তাহার যাতনায় অস্থির হইয়া তিনি নিত্য কাঁদিতে লাগিলেন; আর বলিতে লাগিলেন, "হে ঋষি, শান্তি-কমণ্ডলুটি সঙ্গে দিয়া তোমার সেই পূর্ব্বযুগের কানন হইতে আশ্রম-ধর্ম্মটি ফিরাইয়া দাও। আয় কাননিকা, কোথায় আছিস, আয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় দারিদ্র্যে আমার ঘরের শ্রী নষ্ট হইয়াছে। আমার অসভ্যতার ঐশ্বর্য্যে গৃহপূর্ণ করিতে, আয় কাননী, ফিরিয়া আয়। পতিপুত্র সাথে হইয়া, সীমন্তের সিন্দুরের উজ্জ্বলতায় স্বগৃহ পুনরালোকিত করিতে, এক নব প্রভাতে কাননিকা অনুতপ্ত নিরঞ্জনকে বলিল, "দাদা, আমি আসিয়াছি।"

নিরঞ্জন দেখিলেন, যথার্থই কাননী আসিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতারণ্যচারিণী হিন্দুর শান্তিময় গৃহের গৃহিণী হইয়াছে। দাস বটুক জামাতা অপূর্ব্বকৃষ্ণে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন ভৃত্য মৃত বটুকভৈরব পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। ভামিনী রমণী-চরণের পাদমূলে মস্তক অবনত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আত্মীয়-সম্পদে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।